THE

NEW TESTAMENT

OF OUR

LORD AND SAVIOUR

JESUS CHRIST,

IN THE

BENGÁLÍ LANGUAGE.

TRANSLATED FROM THE GREEK
BY THE CALCUTTA BAPTIST MISSIONARIES
WITH NATIVE ASSISTANTS,

Calcutta:

RE-PRINTED (WITH ALTERATIONS) BY CAREY AND MENDES 3½ LA'L BA'ZA'R
FOR THE CALCUTTA BIBLE SOCIETY.

1847.

ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ।

অর্থাৎ

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের

চারি সুসমাচার,

এবং

প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ,

এবং

উপদেশাদির ও ভবিষ্যদ্বাক্যের পত্র।

এই সমস্ত ইংলণ্ডীয় ও বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতকর্ত্তৃক
যূনানীয় ভাষাহইতে ভাষান্তরীকৃত হইল;

এবং

কলিকাতাস্থ ধর্ম্মপুস্তকসমাজের আজ্ঞাক্রমে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

কলিকাতা।

বাং সন ১২৫৩। ইং সন ১৮৪৭।

নির্ঘণ্টপত্র।

মথিলিখিত সুসমাচার ১
মার্কলিখিত সুসমাচার ১০১
লূকলিখিত সুসমাচার ১৬৬
যোহনলিখিত সুসমাচার ২৭৮
প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ... ... . ৩৬৫
রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র ৪৮০
করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের প্রথম পত্র ৫২৭
করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের দ্বিতীয় পত্র ... ৫৭৩
গলাতীয় মণ্ডলীগণের প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র ৬০৪
ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র ৬২০
ফিলিপীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র ৬৩৫
কলসীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র ৬৪৬
থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের প্রথম পত্র .. ৬৫৬
থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের দ্বিতীয় পত্র .. ৬৬৬
তীমথিয়ের প্রতি পৌল প্রেরিতের প্রথম পত্র ৬৭২
তীমথিয়ের প্রতি পৌল প্রেরিতের দ্বিতীয় পত্র.. .. ... ৬৮৩
তীতের প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র ৬৯২
ফিলীমোনের প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র.. .. .. ৬৯৭
ইব্রীয়দের প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র... ... . ৭০০
যাকূবের সর্ব্বসাধারণ পত্র ৭৩২
পিতরের প্রথম সর্ব্বসাধারণ পত্র ৭৪৪
পিতরের দ্বিতীয় সর্ব্বসাধারণ পত্র ৭৫৭
যোহনের প্রথম সর্ব্বসাধারণ পত্র ৭৬৪
যোহনের দ্বিতীয় পত্র ৭৭৭
যোহনের তৃতীয় পত্র ৭৭৯
যিহূদার সর্ব্বসাধারণ পত্র ৭৮১
যোহনের প্রতি প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য ৭৮৪

মথিলিখিত সুসমাচার।

---

১ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের পূর্ব্বপুরুষের বংশাবলি ১৮ ও জন্মের বিবরণ।

১ ইব্রাহীমের সন্তান দায়ূদ্, তাহার সন্তান যীশু খ্রীষ্টের
২ পূর্ব্ববংশাবলি। ইব্রাহীমের পুত্র ইস্হাক্; ও ইস্হাকের পুত্র
যাকূব্; ও যাকূবের পুত্র যিহূদা এবং তাহার ভ্রাতৃগণ।
৩ তামরের গর্ব্ভে ঐ যিহূদার ঔরসে পেরস্ ও সেরহ জন্মে; সেই
৪ পেরসের পুত্র হিষ্রোণ; ও হিষ্রোণের পুত্র অরাম্। ও
অরামের পুত্র অম্মীনাদব্; ও অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন্;
৫ ও নহশোনের পুত্র সল্মোন্। রাহবের গর্ব্ভে সেই সল্-
মোনের ঔরসে বোয়সের জন্ম হয়; ও রূতের গর্ব্ভে বোয়সের
৬ ঔরসে ওবেদের জন্ম হয়; ও ওবেদের পুত্র যিশয়্। ঐ
যিশয়ের পুত্র দায়ূদ্ রাজা; দায়ূদ্ রাজার ঔরসে মৃত ঊরিয়ের
৭ স্ত্রীতে সুলেমানের জন্ম হয়। এবং সুলেমানের পুত্র রিহ-
বিয়াম্; ও রিহবিয়ামের পুত্র অবিয়; ও অবিয়ের পুত্র
৮ আসা। এবং আসার পুত্র যিহোশাফট্; ও যিহোশাফটের
৯ পুত্র যিহোরাম্; সেই যিহোরামের সন্তান উষিয়। এবং
উষিয়ের পুত্র যোথম্; ও যোথমের পুত্র আহস্; ও আহসের
১০ পুত্র হিষ্কিয়। এবং হিষ্কিয়ের পুত্র মিনশি; ও মিনশির পুত্র
১১ আমোন্; ও আমোনের পুত্র যোশিয়। বাবিলে নীত
হওনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঐ যোশিয়ের সন্তান যিহোয়াখীন্ ও
১২ তাহার ভ্রাতৃগণ জন্মে। এবং বাবিলে নীত হওনের পরে
যিহোয়াখীনের পুত্র শল্তীয়েল্ জন্মে; ঐ শল্তীয়েলের

পুত্র সিরুব্বাবিল্। এবং সিরুব্বাবিলের পুত্র অবীহূদ্; ও ১৩ অবীহূদের পুত্র ইলিয়াকীম্; ও ইলিয়াকীমের পুত্র অসোর্। এবং অসোরের পুত্র সাদোক্; ও সাদোকের পুত্র আখীম্; ১৪ ও আখীমের পুত্র ইলীহূদ্। এবং ইলীহূদের পুত্র ইলী- ১৫ য়াসর্; ও ইলীয়াসরের পুত্র মত্তন্; ও মত্তনের পুত্র যাকূব্। এবং যাকূবের পুত্র মরিয়মের স্বামী যূষফ্; এই ১৬ মরিয়মের গর্ব্ভে যীশু জন্মিলেন, যাঁহাকে খ্রীষ্ট (অর্থাৎ অভি- ষিক্ত) বলে। এই রূপে ইব্রাহীম্ অবধি দায়ূদ্ পর্য্যন্ত সর্ব্ব- ১৭ শুদ্ধ চৌদ্দ পুরুষ; ও দায়ূদ্ অবধি বাবিলে নীত হওন পর্য্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; এবং বাবিলে নীত হওন অবধি খ্রীষ্ট পর্য্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের বৃত্তান্ত। তাঁহার মাতা মরিয়ম্ নাম্নী ১৮ কন্যা যূষফের প্রতি বাগ্দত্তা হইলে তাহাদের সঙ্গ হওনের পূর্ব্বে ঐ কন্যা পবিত্র আত্মাদ্বারা গর্ব্ভবতী হইল। ইহাতে ১৯ তাহার স্বামী যূষফ্ সজ্জন প্রযুক্ত তাহার কলঙ্ক প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাহাকে গোপন রূপে পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিল। সে এমত ভাবিতেছিল, ইতিমধ্যে ২০ পরমেশ্বরের দূত স্বপ্নযোগে তাহাকে দর্শন দিয়া কহিল, হে দায়ূদের সন্তান যূষফ্, তুমি আপন স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না; কেননা পবিত্র আত্মাদ্বারা তাহার গর্ব্ভ হইল। সে পুত্র প্রসব করিবে; এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু ২১ (ত্রাণকর্ত্তা) রাখিবা, কারণ তিনি আপন লোকদিগকে তাহা- দের পাপহইতে ত্রাণ করিবেন। এই রূপ হওয়াতে "দেখ, ২২ "এক কন্যা গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার "নাম ইম্মানূয়েল্ অর্থাৎ আমাদের সহিত ঈশ্বর হইবে," পূর্ব্বে ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা ঈশ্বর এই যে কথা কহিয়াছিলেন, ২৩ তাহা সিদ্ধ হইল। পরে যূষফ্ নিদ্রাহইতে উঠিয়া পরমে- ২৪

শ্বরের দূতের প্রত্যাদেশানুসারে আপন স্ত্রীকে গ্রহণ করিল;
২৫ কিন্তু যে পর্য্যন্ত সে স্ত্রী আপন প্রথমজাত পুত্র প্রসব না করিল, তাবৎ যূষফ্ তাহাতে উপগত হইল না; পরে পুত্রের নাম যীশু রাখিল।

২ অধ্যায়।

১ জ্যোতির্ব্বেত্তাদের তারাদ্বারা যিরূশালমে আগমন ১৩ ও যূষফের যীশুকে ও মরিয়মকে মিসরে লইয়া যাওন ১৬ ও বৈৎলেহম্ নগরে হেরোদ-রাজকর্ত্তৃক শিশুগণের বধ ১৯ ও ইস্রায়েল্ দেশে খ্রীষ্টের পুনরাগমন ও নাসরৎ নগরে বাস।

১ অনন্তর হেরোদ নামক রাজার অধিকার সময়ে যিহূদা দেশের বৈৎলেহম্ নগরে যীশুর জন্ম হইলে পর, কএক জ্যোতির্ব্বেত্তা
২ পূর্ব্বদিগ্‌হইতে যিরূশালম্ নগরে আসিয়া কহিল, যিহূদীয়দের যে রাজা জন্মিয়াছেন, তিনি কোথায়? আমরা পূর্ব্বদিগে থাকিয়া তাঁহার তারা দেখিতে পাইলাম, অতএব তাঁহাকে
৩ প্রণাম করিতে আইলাম। এ কথা শুনিয়া হেরোদ্ রাজা
৪ যিরূশালম্ নগরস্থ সকল লোকের সহিত উদ্বিগ্ন হইয়া তাবৎ প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,
৫ খ্রীষ্ট কোথায় জন্মিবেন? তাহাতে তাহারা কহিল, যিহূদা দেশের বৈৎলেহম্ নগরেতে, কেননা ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা এই
৬ মত লিখিত আছে, “ হে যিহূদা দেশস্থ বৈৎলেহম্, তুমি “ যিহূদা দেশের সকল রাজধানীর মধ্যে ক্ষুদ্র নও, যে “ হেতুক আমার ইস্রায়েল্ লোকদের প্রতিপালন করিবেন, “ এমন এক রাজা তোমার মধ্যহইতে উৎপন্ন হইবেন্”।
৭ তখন হেরোদ্ রাজা সেই জ্যোতির্ব্বেত্তৃগণকে গোপনে ডাকিয়া, সেই তারা কোন্ সময়ে দেখা গিয়াছিল, তাহা
৮ বিশেষ রূপে জিজ্ঞাসা করিল। আর তাহাদিগকে বৈৎলেহম নগরে প্রেরণ করিবার সময়ে কহিল, তোমরা যাইয়া যত্নপূর্ব্বক সে শিশুর অন্বেষণ কর; উদ্দেশ পাইলে আমাকে

সংবাদ দিও; তাহাতে আমিও গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিব।
তখন রাজার এমত আজ্ঞা পাইয়া তাহারা প্রস্থান করিল; ৯
তাহাতে পূর্ব্বদিগে থাকিয়া যে তারা দেখিয়াছিল, সেই
তারা তাহাদের অগ্রে গিয়া যে স্থানে শিশু আছেন, সেই
স্থানের উপরে স্থগিত হইয়া রহিল। তাহা দেখিয়া তাহারা ১০
মহানন্দিত হইল; এবং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মাতা ১১
মরিয়মের সহিত সে শিশুকে দেখিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম
করিল, এবং আপনাদের ধন সম্পত্তি খুলিয়া স্বর্ণ ও কুন্দুরু ও
গন্ধরস তাঁহাকে দর্শনীয় দিল। পরে হেরোদ্ রাজার ১২
নিকটে পুনর্ব্বার যাইতে স্বপ্নযোগে ঈশ্বরকর্তৃক নিবারিত
হইলে তাহারা অন্য পথ দিয়া আপন দেশে প্রস্থান করিল।

তাহারা প্রস্থান করিলে পর পরমেশ্বরের দূত স্বপ্নযোগে ১৩
যূষফ্‌কে দর্শন দিয়া কহিল, তুমি উঠিয়া শিশুকে ও তাঁহার
মাতাকে লইয়া মিসর্‌দেশে পলায়ন কর; এবং আমি যে
পর্য্যন্ত তোমাকে সংবাদ না দিব, তাবৎ সেই স্থানে বাস
করিও, কেননা হেরোদ্ রাজা শিশুকে বিনষ্ট করিতে অনু-
সন্ধান করিবে। তখন যূষফ্ উঠিয়া রাত্রিযোগে শিশুকে ও ১৪
তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসর্‌দেশে প্রস্থান করিয়া হেরোদ্
রাজার মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই দেশে থাকিল। তাহাতে "আমি ১৫
"মিসর্‌দেশহইতে আপন পুত্রকে ডাকিলাম," এই যে কথা
ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা পরমেশ্বর কহিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল।

পরে হেরোদ্ জ্যোতির্বেত্তৃগণহইতে আপনাকে বঞ্চিত ১৬
বুঝিয়া মহাক্রুদ্ধ হইল, এবং জ্যোতির্বেত্তৃগণকে সবিশেষ
জিজ্ঞাসা করণেতে যে সময় নিশ্চিত হইয়াছিল, তদবধি দুই
বৎসরে প্রবৃত্ত যত শিশু ঐ বৈৎলেহম্ নগরে ও তাহার
সীমার মধ্যে ছিল, লোক পাঠাইয়া সে সকলকেই বধ করা-
ইল। তাহাতে "রামৎপুরে ক্রন্দন ও শোক ও মহাবিলাপের ১৭

" শব্দ শুনা যায় ; ও রাহেল স্ত্রী আপন বালকদের নিমিত্তে
" রোদন করিতেং প্রবোধ কথা মানে না, কেননা তাহারা
১৮ " নাই ;" এই যে কথা যিরিমিয় নামক ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা
উক্ত ছিল, তাহা তখন সফল হইল ।

১৯ তদনন্তর হেরোদ্ রাজার মৃত্যু হইলে পর পরমেশ্বরের দূত
২০ মিসর্দেশে যূষফ্কে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়া কহিল, তুমি
উঠিয়া শিশুকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া পুনর্ব্বার ইস্রায়েল্
দেশে যাও ; যাহারা শিশুকে বিনষ্ট করিতে অনুসন্ধান
২১ করিয়াছিল, তাহারা মরিয়াছে । তখন সে উঠিয়া শিশু ও
২২ তাঁহার মাতাকে লইয়া ইস্রায়েল্ দেশে আইল । কিন্তু যিহূদা
দেশে অর্খিলায় নামে রাজকুমার আপন পিতা হেরোদের
পদে রাজত্ব করিতেছে, ইহা শুনিয়া সে স্থানে যাইতে শঙ্কা
করিল ; পরে স্বপ্নযোগে ঈশ্বরহইতে প্রবোধ পাইয়া গালীল্
প্রদেশে প্রস্থান পূর্ব্বক নাসরৎ নামে এক নগরে গিয়া
২৩ বসতি করিল ; তাহাতে "তিনি নাসরতীয় বিখ্যাত হই-
" বেন," এই যে কথা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা উক্ত ছিল, তাহা
সফল হইল ।

৩ অধ্যায় ।

১ যোহনের বিবরণ ৭ ও তাহার বাপ্তিস্মের প্রচার ১৩ ও খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম ।

১ সেই সময়ে যোহন্ নামে বাপ্তাইজক যিহূদা দেশের
২ প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া প্রচার করিয়া কহিল, মন ফিরাও,
৩ স্বর্গের রাজত্ব সন্নিকট হইল । " প্রান্তরে এই বাক্যবাদি এক
" জনের রব আছে, পরমেশ্বরের পথ প্রস্তুত কর, ও তাঁহার
" রাজপথ সমান কর," এই কথা যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা
৪ ঐ যোহনের বিষয়ে কথিত ছিল । যোহনের বস্ত্র উষ্ট্রের
লোমজাত, ও তাহার কটিদেশে চর্ম্মপটুকা, এবং তাহার
৫ খাদ্য পঙ্গপাল ও বনমধু । তখন যিরূশালম্ নগর নিবা-

সিরা ও তাবৎ যিহূদা দেশের এবং যর্দ্দন্ নদীর উভয় তীরস্থ লোকেরা বাহিরে তাহার নিকটে আসিয়া আপনং পাপ ৬ স্বীকার পূর্ব্বক ঐ যর্দ্দনে তাহাদ্বারা বাপ্তাইজিত হইল।

আর অনেক ২ ফিরূশি ও সিদূকি লোকদিগকে আপনার ৭ নিকটে বাপ্তাইজিত হওনার্থে আসিতে দেখিয়া সে তাহাদিগকে কহিল, হে সর্পের বংশ, আগামি কোপহইতে পলায়ন করিতে তোমাদিগকে কে চেতনা দিল? অতএব মনঃপরি- ৮ বর্ত্তনের উপযুক্ত ফলে ফলবান হও। কিন্তু 'আমাদের পিতা ৯ 'ইব্রাহীম্ আছেন,' আপনাদের মনেং এমন ভাবিয়া কহিও না; কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বর এইং প্রস্তরহইতে ইব্রাহীমের সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন। আর বৃক্ষের মূলে এখনও কুঠার লাগান আছে; ১০ যে বৃক্ষেতে উত্তম ফল ধরে না, সে ছিন্ন হইয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে। আর আমি মনঃপরিবর্ত্তন সূচক বাপ্তিস্- ১১ মেতে তোমাদিগকে জলেতে বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষাও গুরুতর, আমি তাঁহার পাদুকা বহিবারও যোগ্য নহি; তিনি তোমাদিগকে অগ্নিস্বরূপ পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজ করিবেন। আর তাঁহার হস্তে কুলা আছে, তিনি ১২ আপন শস্য শুদ্ধ মতে ঝাড়িয়া আপনার গোম ভাণ্ডারে সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু ভূষি সকল অনির্ব্বাণ অগ্নিতে দগ্ধ করিবেন।

পরে যীশু যোহন্দ্বারা বাপ্তাইজিত হইবার জন্যে গালীল্ ১৩ দেশহইতে তাহার নিকটে যর্দ্দনে আইলেন। কিন্তু যোহন্ ১৪ নিষেধ করিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি কেন আমার নিকটে আসিতেছ? বরং তোমাদ্বারা বাপ্তাইজিত হওন আমার আবশ্যক আছে। তখন যীশু উত্তর করিলেন, এখন অনুমতি ১৫

দেও, কেননা এই প্রকারে সকল ধর্ম্ম সাধন করা আমাদের
১৬ কর্ত্তব্য; তাহাতে সে অনুমতি দিল। পরে যীশু বাপ্তাইজিত
হইয়া তৎক্ষণাৎ জলহইতে উঠিলেন; তাহাতে তাঁহার
নিমিত্তে মেঘদ্বার মুক্ত হইলে তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে
কপোতের ন্যায় আপনার উপরে নামিয়া আসিতে দেখি-
১৭ লেন। আর 'এই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমার
'পরম সন্তোষ,' এমন এক আকাশবাণী হইল।

৪ অধ্যায়।

১ শয়তানদ্বারা খ্রীষ্টের পরীক্ষা ১২ ও তাঁহার কফর্নাহূমে বাস ১৭ ও তাঁহার সুসমাচারের প্রচার ১৮ ও পিতর ও আন্দ্রিয় ও যাকূব ও যোহন ইহাদের প্রতি আহ্বান, ও খ্রীষ্টদ্বারা রোগিদের রোগমুক্তি।

১ পরে যীশু শয়তান্কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইবার জন্যে আত্মা-
২ দ্বারা প্রান্তরে আকর্ষিত হইয়া চল্লিশ দিবারাত্রি অনাহারে
৩ থাকিলে পর ক্ষুধিত হইলেন। তখন পরীক্ষক তাঁহার নিকটে
আসিয়া কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে আজ্ঞাদ্বারা
৪ এই প্রস্তরগুলাকে রুটী কর। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন,
এই লেখা আছে, "মনুষ্য কেবল রুটীতে বাঁচে না, কিন্তু
"ঈশ্বরের মুখহইতে নির্গত যে২ বাক্য তাহাদ্বারাই বাঁচে"।
৫ তখন শয়তান্ তাঁহাকে পুণ্য নগরে লইয়া মন্দিরের
৬ চূড়ার উপরে বসাইয়া কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট,
তবে এস্থানহইতে নীচে পড়; কেননা এমন লেখা আছে,
"তিনি তোমাকে রক্ষা করিতে আপন দূতগণকে আজ্ঞা
"দিবেন; তাহাতে তোমার চরণে যেন প্রস্তরাঘাত না
"লাগে, এ কারণ তাহারা তোমাকে হস্তে ধরিয়া রাখিবে"।
৭ তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, ইহাও লেখা আছে, "তুমি
৮ "আপন প্রভু পরমেশ্বরের পরীক্ষা লইও না"। অনন্তর
শয়তান্ তাঁহাকে পুনর্ব্বার অতি উচ্চ এক পর্ব্বতের উপরে
লইয়া জগতের সমস্ত রাজ্য ও তাহার ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া

তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি দণ্ডবৎ হইয়া আমাকে প্রণাম ৯
কর, তবে আমি এই সকল তোমাকে দিব। তখন যীশু ১০
তাহাকে কহিলেন, দূর হও, শয়তান্; লেখা আছে, " তুমি
" আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রণাম করিও, এবং কেবল
" তাঁহারি সেবা করিও"। তখন শয়তান্ তাঁহাকে ছাড়িলে ১১
স্বর্গীয় দূতগণ আসিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল।

পরে যোহন্ কারাগারে বদ্ধ হইয়াছে, এ কথা শুনিয়া ১২
যীশু গালীলে প্রস্থান করিলেন। তাহার পর তিনি নাসরৎ ১৩
নগর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রের তীরে সিবূলূন্ ও নপ্তালি এই
উভয় প্রদেশের সীমার নিকটস্থ যে কফর্নাহূম, সেই নগরে
গিয়া বাস করিলেন। তাহাতে " সমুদ্রের নিকটস্থ যর্দ্দনের ১৪
" তীরে অন্যদেশীয়দের গালীলের অর্থাৎ সিবূলূন্ ও নপ্তালি
" প্রদেশের যে লোক অন্ধকারে বসিয়া থাকিত, তাহারা ১৫
" মহা আলো দেখিবে, এবং যাহারা মৃত্যুচ্ছায়ারূপ দেশে
" বসিয়াছিল, তাহাদের উপরে আলো প্রকাশ পাইবে ;"
এই যে কথা যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা উক্ত ছিল, তাহা ১৬
সফল হইল।

পরে যীশু সুসমাচার প্রচার করিয়া এই কথা কহিতে ১৭
আরম্ভ করিলেন, মন ফিরাও ; কারণ স্বর্গের রাজত্ব সন্নিকট
হইল।

অনন্তর যীশু গালীলীয় সমুদ্রতীরে গমন করিতে২ ১৮
শিমোন্ যাহাকে পিতর্ বলে, ও তাহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়,
এই দুই জন মৎস্যধারিকে সমুদ্রে জাল ফেলিতে দেখিয়া
তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা আমার পশ্চাৎ ১৯
আইস, আমি তোমাদিগকে মনুষ্যধারী করিব। তাহাতে ২০
তাহারা তৎক্ষণাৎ জাল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্-
গামী হইল। পরে সে স্থানহইতে যাইতে২ সিবদিয়ের ২১

পুত্র যাকূব্ ও যোহন্ নামে দুই ভ্রাতাকে পিতার সহিত নৌকার উপরে জাল সারিতে দেখিয়া তাহাদিগকেও
২২ ডাকিলেন। তাহাতে তাহারা তৎক্ষণাৎ নৌকা ও আপনাদের পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল।
২৩ পরে ভজনালয়ে উপদেশ দিতে২, ও রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে২, এবং লোকদিগের সর্ব্বপ্রকার রোগ ও সর্ব্বপ্রকার পীড়া শান্তি করিতে২ যীশু সমুদয় গালীল্-
২৪ দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সমুদয় সুরিয়া দেশের মধ্যে তাঁহার সুখ্যাতি ব্যাপিল; এবং ভূতগ্রস্ত ও মৃগীরোগী ও পক্ষাঘাতি প্রভৃতি যত পীড়িত লোক নানা প্রকার রোগেতে কষ্ট পাইতেছিল, ঐ সকলকে তাঁহার নিকটে আনিলে পর তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন।
২৫ ইহাতে গালীল্ ও দিকপলি ও যিরূশালম্ ও যিহূদা দেশহইতে এবং যর্দ্দনের পারহইতে বহুলোক তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল।

৫ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের উপদেশের আরম্ভ ৩ ও ধন্য লোকদের নির্ণয় ১৩ ও খ্রীষ্টের শিষ্য লবণ ও দীপ্তিস্বরূপ ইহার কথন ১৭ ও ব্যবস্থা সিদ্ধ করিতে খ্রীষ্টের অবতার ২১ ও বধ ও ক্রোধ করণে নিষেধ ২৭ ও পরদার করণে নিষেধ ৩৩ ও দিব্য করণে নিষেধ ৩৮ ও হিংসা করণে নিষেধ ৪৩ ও শত্রুগণের সহিত প্রেমের ব্যবস্থা।

১ অনন্তর তিনি লোকসমূহকে দেখিয়া পর্ব্বতের উপরে
২ গিয়া বসিলেন। তখন শিষ্যেরা তাঁহার নিকটে আইলে পর তিনি তাহাদিগকে এই উপদেশ কথা কহিতে লাগিলেন।
৩ অভিমানশূন্য লোকেরা ধন্য, কেননা স্বর্গরাজ্যে তাহাদের
৪ অধিকার। খিদ্যমান লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা
৫ পাইবে। নম্রশীল লোকেরা ধন্য, কেননা তাহারা পৃথিবীতে
৬ অধিকার পাইবে। ধর্ম্মবিষয়ে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণান্বিত লোকেরা

ধন্য, যেহেতুক তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে। দয়ালু লোকেরা ৭
ধন্য, কেননা তাহারা দয়া পাইবে। নির্ম্মলান্তঃকরণ লোকেরা ৮
ধন্য, যেহেতুক তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। মিলনকার- ৯
কেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান বিখ্যাত হইবে।
ধর্ম্ম প্রযুক্ত তাড়িত লোকেরা ধন্য, কেননা স্বর্গরাজ্যে তাহা- ১০
দের অধিকার। যখন মনুষ্যেরা আমার নাম প্রযুক্ত তোমা- ১১
দিগকে নিন্দা ও তাড়না করে, এবং মিথ্যা করিয়া নানা
মন্দ কথা বলে, তখন তোমরা ধন্য। সেই সময়ে তোমরা ১২
আনন্দ কর ও আহ্লাদিত হও, কেননা স্বর্গেতে প্রচুর ফল
পাইবা; তাহারা তোমাদের পূর্ব্বকালীয় ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকেও
এই মত তাড়না করিয়াছিল।

তোমরা পৃথিবীর লবণস্বরূপ, কিন্তু লবণের যদি লবণত্ব ১৩
যায়, তবে তাহা কি প্রকারে আস্বাদযুক্ত হইবে? তাহা কোন
কার্য্যের যোগ্য না হওয়াতে কেবল বাহিরে ফেলিয়া দিবার
ও মনুষ্যের পদতলে দলিত হইবার যোগ্য হয়। তোমরা ১৪
জগতের দীপ্তিস্বরূপ; পর্ব্বতোপরিস্থ নগর গুপ্ত হইতে পারে
না। আর মনুষ্যেরা প্রদীপ জ্বালিয়া কাঠার নীচে রাখে না, ১৫
কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে; তাহাতে সে দীপ গৃহস্থিত
সকল লোককেই দীপ্তি প্রদান করে। তদ্রূপ মনুষ্যদের ১৬
সাক্ষাতে তোমাদের দীপ্তিও সপ্রকাশ হউক, তাহাতে
তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ
পিতার ধন্যবাদ করিবে।

আমি ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বাক্যের লোপ করিতে আইলাম, ১৭
এমন অনুভব করিও না; তাহার লোপ করিতে আইলাম
না, কিন্তু সফলতা করিতে আইলাম। আর আমি তোমা- ১৮
দিগকে যথার্থ কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবীর
ধ্বংস না হইবে, তাবৎ সমস্ত সফল না হইলে ব্যবস্থার এক

১৯ মাত্রা কি এক বিন্দুর লোপ হইবে না। অতএব যে কেহ এই সকল আজ্ঞার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র এক আজ্ঞাও লঙ্ঘন করে, আর লোকদিগকে সেই রূপ শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গীয় রাজ্যের মধ্যে সকলহইতে ক্ষুদ্র বিখ্যাত হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা পালন করে এবং তদ্রূপ শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গীয় রা-
২০ জ্যের মধ্যে প্রধান বিখ্যাত হইবে। আর আমি তোমা-দিগকে কহিতেছি, অধ্যাপক ও ফিরূশি লোকদের অপেক্ষা তোমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান উত্তম না হইলে তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবা না।

২১ আর 'তুমি নরহত্যা করিও না, কেননা যে নরহত্যা করে, 'সে বিচারস্থানে দণ্ডযোগ্য হইবে,' এই যে কথা পূর্ব্বকা-লীয় লোকদের দ্বারা উক্ত ছিল, তাহা তোমরা শুনিয়াছ।
২২ কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কেহ অকারণে আপন ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করে, সে বিচারস্থানে দণ্ডযোগ্য হইবে; এবং যে কেহ আপনার ভ্রাতাকে নির্ব্বোধ বলে, সে মহাসভাতে দণ্ডার্হ হইবে; আর তুই মূঢ়, এ কথা যদি কেহ আপনার ভ্রাতাকে বলে, তবে সে নরকাগ্নিতে দণ্ডো-
২৩ পযুক্ত হইবে। অতএব বেদির নিকটে আপন নৈবেদ্য আনিলেও আপন ভ্রাতার নিকটে কোন কারণে দোষী
২৪ আছ, সে সময়ে যদি তোমার এমন মনে পড়ে, তবে সেই বেদির সম্মুখে আপন নৈবেদ্য রাখিয়া তখনি গিয়া অগ্রে তাহার সহিত মিলন কর, পশ্চাৎ আসিয়া আপন নৈবেদ্য
২৫ উৎসর্গ করিও। আর যে পর্য্যন্ত বিবাদির সঙ্গেপথে আছ, তাবৎ তাহার সহিত মিলন কর; নতুবা বিবাদী যদি বিচারকর্ত্তার নিকটে তোমাকে সমর্পণ করে, এবং বিচার-কর্ত্তা প্রহরির স্থানে সমর্পণ করিলে তুমি কারাগারে বদ্ধ
২৬ হও, তবে আমি তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, শেষ কপর্দ্দক

পর্য্যন্ত পরিশোধ না করিলে তুমি তথাহইতে বাহিরে আ-
সিতে পাইবা না।

আর, 'তুমি ব্যভিচার করিও না,' এই যে কথা পূর্ব্ব- ২৭
কালীয় লোকদের দ্বারা উক্ত ছিল, তাহা তোমরা শুনি-
য়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, কেহ যদি ২৮
কোন স্ত্রীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, তবে সে মনে২
তখনি ব্যভিচার করিল। অতএব তোমার দক্ষিণ চক্ষু ২৯
যদি বাধা জন্মায়, তবে ঐ চক্ষু উৎপাটন করিয়া দূরে
ফেলিয়া দেও; কেননা তোমার সমস্ত শরীরকে নরকে
নিক্ষেপ করা অপেক্ষা বরঞ্চ তোমার এক অঙ্গের নাশ
হওয়া ভাল। কিম্বা তোমার দক্ষিণ হস্ত যদি বাধা জন্মায়, ৩০
তবে ঐ হস্ত ছেদন করিয়া দূরে ফেল; যেহেতুক সকল
শরীরকে নরকে নিক্ষেপ করা অপেক্ষা এক অঙ্গের নাশ
হওয়া ভাল।

আর উক্ত ছিল, 'কেহ যদি আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ ৩১
'করিতে চাহে, তবে সে তাহাকে ত্যাগপত্র দিউক্।' কিন্তু ৩২
আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ব্যভিচার দোষ না পাইয়া
কেহ যদি আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, তবে সে তাহাকে
ব্যভিচার করায়; এবং যে ব্যক্তি সেই ত্যক্ত স্ত্রীকে বি-
বাহ করে, সেও ব্যভিচার করে।

পুনশ্চ 'তুমি কোন মিথ্যা দিব্য না করিয়া পরমেশ্বরের ৩৩
'প্রতি আপন দিব্য পালন করিও,' এই যে কথা পূর্ব্বকা-
লীয় লোকদের দ্বারা উক্ত ছিল, তাহাও তোমরা শুনিয়াছ।
কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, কোন দিব্যই ক- ৩৪
রিও না, অর্থাৎ স্বর্গ লইয়া না, কেননা সে ঈশ্বরের
সিংহাসন; এবং পৃথিবী লইয়া না, কেননা সে তাঁহার ৩৫
পাদপীঠ; আর যিরূশালম লইয়া না, কেননা সে মহা-

৩৬ রাজের পুরী; এবং আপনার মস্তক লইয়াও না, যেহেতুক তাহার এক কেশ শুক্ল কি কৃষ্ণবর্ণ করিতে তোমার সাধ্য
৩৭ নাই। আর তোমরা আপন কথোপকথনে কেবল হাঁ ও কেবল না বল, কেননা ইহার অধিক যাহা, তাহা মন্দহইতে জন্মে।

৩৮ আর 'চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু ও দন্তের পরিশোধে দন্ত,'
৩৯ পূর্ব্বোক্ত এই কথাও তোমরা শুনিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা হিংসক জনের ব্যাঘাত করিও না; বরঞ্চ কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারিলে
৪০ তাহার প্রতি বাম গাল ফিরাইয়া দেও। এবং কেহ তোমার সহিত বিবাদ করিয়া তোমার পরিধেয় বস্ত্র
৪১ লইতে চাহিলে তাহাকে উত্তরীয়ও লইতে দেও। এবং কেহ এক ক্রোশ লইয়া যাইবার জন্যে তোমাকে অন্যায়ে
৪২ ধরিলে তাহার সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও। আর যে ব্যক্তি তোমার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাকে দেও; এবং কেহ তোমার নিকটে ধার লইতে চাহিলে তাহার প্রতি পরাঙ্মুখ হইও না।

৪৩ 'আপন প্রতিবাসির প্রতি প্রেম কর, কিন্তু শত্রুর প্রতি 'দ্বেষ কর,' এই যে পূর্ব্বোক্ত কথা, ইহাও তোমরা শুনি-
৪৪ য়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা শত্রুদিগের প্রতিও প্রেম কর; এবং যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর; ও যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের মঙ্গল কর; এবং যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে, তাহাদের নিমি-
৪৫ ত্তে প্রার্থনা কর। তাহাতে যিনি সৎ অসৎ লোকেদের উপরে সূর্য্যোদয় করাণ, এবং ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকগণের উপরে বৃষ্টি বর্ষাণ, এমন যে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা,

তোমরা তাঁহারি সন্তান হইবা। যাহারা তোমাদিগকে ৪৬
প্রেম করে, কেবল তাহাদিগকে প্রেম করিলে তোমাদের
কি ফল হইবে? চণ্ডালেরাও কি এই মত করে না? আর ৪৭
তোমরা যদি কেবল আপনাদের ভ্রাতৃগণকে নমস্কার কর,
তবে সে কোন্ বড় কর্ম্ম কর? চণ্ডালেরাও কি সে রূপ
করে না? অতএব তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পূর্ণ হন, ৪৮
তোমরাও তেমনি হও।

৬ অধ্যায়।

১ ধর্ম্মকর্ম্মের কথা ২ ও দান করণের ব্যবস্থা ৫ ও প্রার্থনা করণের ব্যবস্থা ১৬ ও উপবাস করণের ব্যবস্থা ১৯ ও ধনসঞ্চয়ের উপদেশ ২৫ ও ধর্ম্মবিষয় চেষ্টা করণের আবশ্যকতা।

সাবধান, মনুষ্যদিগকে দেখাইবার নিমিত্তে তাহাদের ১
গোচরে ধর্ম্মকর্ম্ম করিও না, কেননা তাহা করিলে তোমা-
দের স্বর্গস্থ পিতাহইতে কোন ফল পাইবা না।

তুমি যখন দান কর, তখন কপটি লোকেরা যেমন মনু- ২
ষ্যদের হইতে প্রশংসিত হইবার জন্যে ভজনালয়ে ও রাজ-
পথে তূরী বাজায়, তেমন করিও না; আমি তোমাদি-
গকে যথার্থ কহিতেছি, তাহারা আপনাদের ফল পাইল।
কিন্তু তুমি যখন দান কর, তখন আপনার দক্ষিণ হস্ত ৩
কি করিতেছে, তাহা বাম হস্তকে জানাইও না। তাহাতে ৪
তোমার দান গোপনে হইবে, ও তোমার পিতা যিনি
গোপনে দেখেন, তিনি প্রকাশরূপে তোমাকে ফল দি-
বেন।

আর যখন প্রার্থনা কর, তখন কপটিদের ন্যায় করিও ৫
না; কারণ তাহারা ভজনালয়ে ও রাজপথের কোণে দাঁড়া-
ইয়া লোক দেখান প্রার্থনা করিতে ভাল বাসে; আমি
তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, তাহারা আপনাদের ফল
পাইল। অতএব তুমি প্রার্থনাকালে অন্তরাগারে প্রবিষ্ট ৬

হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া গুপ্ত স্থানস্থ তোমার পিতার নিকটে প্রার্থনা কর ; তাহাতে তোমার পিতা যিনি গোপনে ৭ দেখেন, তিনি তোমাকে প্রকাশ রূপে ফল দিবেন। অপর প্রার্থনাকালে দেবপূজকদের ন্যায় বৃথা পুনরুক্তি করিও না ; কেননা বহু কথা কহিলে আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য ৮ হইবে, তাহারা এমন বোধ করে। তোমরা তাহাদের ন্যায় করিও না ; যেহেতুক তোমাদের কি২ প্রয়োজন, তাহা ৯ যাচ্ঞা করণের পূর্ব্বে তোমাদের পিতা জানেন। অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা কর ; হে আমাদের স্বর্গস্থ ১০ পিতঃ, তোমার নাম পূজ্য হউক। তোমার রাজত্ব হউক ; আর তোমার ইচ্ছা স্বর্গেতে যেমন, তেমনি পৃথিবী-১১ তেও সফল হউক। আমাদের প্রয়োজনীয় আহার অদ্য ১২ দেও। আর আমরা যেমন আপন অপরাধিদিগকে ক্ষমা ১৩ করি, তদ্রূপ তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। এবং আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না ; কিন্তু মন্দহইতে রক্ষা কর ; (রাজত্ব ও গৌরব ও পরাক্রম এ সকলি সদাকালে ১৪ তোমার ; আমেন্।) তোমরা যদি অন্যদের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদিগকে ক্ষমা ১৫ করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি অন্যদের অপরাধ ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।

১৬ আর যখন উপবাস কর, তখন কপটি লোকেরা যেমন মনুষ্যদিগকে উপবাস জানাইবার নিমিত্তে আপনাদের মুখ ম্লান করে, তদ্রূপ তোমরা বিষণ্নবদন হইও না ; আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, তাহারা আপনাদের ফল ১৭ পাইল। কিন্তু তুমি উপবাসী হইলে যেন লোকদের কাছে তোমাকে উপবাসির মত না দেখায়, কিন্তু অগোচর

যে তোমার পিতা, তাঁহারি কাছে দেখায়, এই জন্যে ১৮ আপন মস্তকে তৈল মাখ, এবং মুখ প্রক্ষালন কর; তাহাতে তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন, তিনি প্রকাশরূপে তোমাকে ফল দিবেন।

আর যে স্থানে কীট ও মর্চ্চ্যা ক্ষয় করে, এবং চোরেরা ১৯ সিঁধ কাটিয়া চুরি করিতে পারে, এমন পৃথিবীতে আপনাদের জন্যে ধন সঞ্চয় করিও না। কিন্তু যে স্থানে কীট ২০ ও মর্চ্চ্যা ক্ষয় করে না, এবং চোরেরাও সিঁধ কাটিয়া চুরি করিতে পারে না, এমত স্বর্গেতে ধন সঞ্চয় কর। কেননা ২১ যে স্থানে তোমাদের ধন, সেই স্থানে তোমাদের মন। চক্ষু শরীরের প্রদীপ; অতএব তোমার চক্ষু যদি প্রসন্ন ২২ হয়, তবে তোমার সমুদয় শরীরই দীপ্তিময় হইবে। কিন্তু তোমার চক্ষু অপ্রসন্ন হইলে তোমার সমস্ত শরীরই ২৩ অন্ধকারময় হইবে; অতএব যে দীপ্তি তোমাতে আছে, তাহা যদি অন্ধকার হয়, তবে সেই অন্ধকার কত বড়! কোন মনুষ্য দুই কর্ত্তার সেবা করিতে পারে না; যে- ২৪ হেতুক এক জনকে মন্দ বাসিয়া অন্য জনকে ভাল বাসে, কিম্বা একের প্রতি মনোযোগী হইয়া অন্যকে অবহেলা করে; তেমনি তোমরাও ঈশ্বর এবং ধন, এ উভয়ের সেবা করিতে পার না।

আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, কি ভোজন পান ২৫ করিব? ইহা বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, এবং কি পরিধান করিব? ইহা বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিও না; ভক্ষ্যহইতে প্রাণ, ও বস্ত্রহইতে শরীর কি শ্রেষ্ঠ নয়? আকাশের ২৬ পক্ষি সকলকে দেখ; তাহারা বুনে না ও কাটে না, এবং ভাণ্ডারে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাহাদিগকে আহার দিতেছেন; তোমরা কি তাহা-

২৭ দের হইতে শ্রেষ্ঠ নহ? তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ভাবিত হইয়া আপন আয়ুর ক্ষণমাত্র বৃদ্ধি করিতে
২৮ পরে? আর বস্ত্রের নিমিত্তে কেন ভাবিত হও? ক্ষেত্রেতে কানুড় পুষ্প কেমন বাড়িতেছে, তাহা বিবেচনা কর; সে সকলে কোন শ্রম করে না, এবং সূতাও কাটে না;
২৯ তথাপি আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, সুলেমান এত ঐশ্বর্য্যবান্ হইলেও ইহার এক পুষ্পের ন্যায় বিভূষিত
৩০ ছিল না। অতএব অদ্য বর্ত্তমান ও কল্য চুলাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, এমন যে ক্ষেত্রের তৃণ, তাহাকে যদি ঈশ্বর এতাদৃশ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্পপ্রত্যয়িরা, তোমাদিগকে
৩১ কি বস্ত্র দিবেন না? অতএব আমরা কি ভোজন করিব? ও কি পান করিব? এবং কি পরিধান করিব? এ বিষয়ে
৩২ ভাবিত হইও না। কেননা দেবপূজকেরাও এ সকল বিষয়ে সচেষ্ট থাকে; এবং এই সকল দ্রব্য তোমাদের আব-
৩৩ শ্যক হয়, তাহা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন। অতএব প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও ধর্ম্মের বিষয়ে সচেষ্ট হও, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্য তোমাদিগকে দত্ত হইবে।
৩৪ কল্যকার নিমিত্তে ভাবিত হইও না, কল্য আপনার বিষয়ে আপনি ভাবিত হইবে, অদ্যকার যে ভাবনা, সে অদ্যকার জন্যে প্রচুর।

৭ অধ্যায়।

১ দোষী করণের নিষেধ ৭ ও প্রার্থনা করণের উপদেশ ১৩ ও সঙ্কীর্ণ দ্বারে প্রবেশের উপদেশ ১৫ ও মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তাহইতে সাবধান হওনের উপদেশ ২১ ও ঈশ্বরের ইষ্ট ক্রিয়া করণের আবশ্যকতা ২৪ ও জ্ঞানির ও অজ্ঞানির দৃষ্টান্ত ২৮ ও খ্রীষ্টের এই উপদেশের সমাপ্তি।

১ তোমরা অন্যকে দোষী করিও না, তাহাতে দোষীকৃত
২ হইবা না। কেননা যে রূপ দোষেতে তোমরা পরকে দোষী কর, তদ্রূপ দোষেতে তোমরাও দোষীকৃত হইবা;

এবং তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে-
তেই তোমাদের নিমিত্তে পরিমিত হইবে। আর আপ- ৩
নার চক্ষুতে যে আড়কাটা আছে, তাহার আলোচনা না
করিয়া তোমার ভ্রাতার চক্ষুতে যে কুটা আছে, তাহাই
কেন দেখিতেছ? তোমার নিজ চক্ষুতে আড়কাটা থাকিতে, ৪
হে ভ্রাতঃ, তোমার চক্ষুহইতে কুটা বাহির করিতে দেও,
এমন কথা ভ্রাতাকে কি প্রকারে কহিতে পার? হে ৫
কপটি, অগ্রে আপন চক্ষুহইতে আড়কাটা বাহির করিয়া
ফেল, তাহাতে দৃষ্টি প্রসন্ন হইলে তোমার ভ্রাতার চক্ষু-
হইতে কুটা বাহির করিতে পারিবা। আর কুক্কুরদিগকে ৬
পবিত্র বস্তু দিও না, এবং শূকরের অগ্রে মুক্তা ফেলিও
না; কি জানি তাহারা সে সকল পদদ্বারা দলাইবে, ও
ফিরিয়া তোমাদিগকে বিদীর্ণ করিবে।

যাচ্ঞা কর, তাহাতে তোমাদিগকে দত্ত হইবে; অন্বেষণ ৭
কর, তাহাতে উদ্দেশ পাইবা; দ্বারে আঘাত কর, তাহাতে
তোমাদের জন্যে দ্বার মুক্ত হইবে। কেননা যে যাচ্ঞা ৮
করে সে পায়; এবং যে অন্বেষণ করে সে উদ্দেশ পায়;
আর যে দ্বারে আঘাত করে, তাহার জন্যে দ্বার মুক্ত হয়।
পুত্র রুটী চাহিলে তাহাকে প্রস্তর দেয়, ও মৎস্য চাহিলে ৯
তাহাকে সর্প দেয়, তোমাদের মধ্যে এমন পিতা কে ১০
আছে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপনং ১১
বালকদিগকে উত্তম দ্রব্য দিতে জান, তবে তোমাদের
স্বর্গস্থ পিতা আপন যাচকদিগকে কি উত্তম দ্রব্য দিবেন না?
অন্যদের হইতে আপনাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহারের অপেক্ষা ১২
কর, তোমরা তাহাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার কর; যেহেতুক
ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের বাক্যের সার এই।

সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, কেননা নরক গমনের ১৩

যে দ্বার সে প্রশস্ত, ও যে পথ সে পরিসর ; ও অনেকেই
১৪ তাহা দিয়া প্রবেশ করে। আর স্বর্গ গমনের যে দ্বার, সে
কেমন সঙ্কীর্ণ! ও যে পথ, সে কেমন দুর্গম! এবং তাহার
উদ্দেশকারিরা কত অল্প!

১৫ আর যাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আইসে,
কিন্তু অন্তরেতে দুরন্ত কেন্দুয়া ব্যাঘ্র, এমন মিথ্যা ভবিষ্যদ্-
১৬ বক্তৃগণ হইতে সাবধান। তোমরা ফলদ্বারা তাহাদিগকে
চিনিতে পারিবা ; মনুষ্যেরা কি কণ্টক বৃক্ষহইতে দ্রাক্ষা
ফল, এবং শিয়াল কাঁটাহইতে ডুম্বুরফল পাড়িয়া থাকে?
১৭ সেই প্রকারে উত্তম বৃক্ষে উত্তম ফল ধরে, এবং মন্দ
১৮ বৃক্ষেই মন্দ ফল ধরে। কিন্তু ভাল বৃক্ষে কখনও মন্দ
ফল ধরিতে পারে না, এবং মন্দ বৃক্ষে কখনও ভাল ফল
১৯ ধরিতে পারে না। আর যে২ বৃক্ষেতে উত্তম ফল ধরে
২০ না, সে ছিন্ন হইয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতএব
তোমরা ফলদ্বারাই তাহাদের পরিচয় পাইবা।

২১ যাহারা আমাকে প্রভু২ করিয়া বলে, তাহারা সকলে
স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি
২২ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইষ্ট ক্রিয়া করে সেই পাইবে। সেই
দিনে অনেকে আমাকে বলিবে, হে প্রভো ২, তোমার নামে
আমরা কি ভবিষ্যদ্বাক্য বলি নাই? ও তোমার নামে কি
ভূতদিগকে ছাড়াই নাই? এবং তোমার নামে কি নানা
২৩ প্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়া করি নাই? তখন আমি কহিব,
হে দুষ্কর্ম্মকারিরা, আমি তোমাদিগকে কখনও জানি না;
তোমরা আমার নিকটহইতে দূর হও।

২৪ যে কেহ আমার এই সকল কথা শুনিয়া পালন করে,
পাষাণের উপরে গৃহ নির্ম্মাণকারি জ্ঞানবানের সহিত তাহার
২৫ তুলনা দি। কেননা বৃষ্টি বর্ষিয়া বন্যা আসিয়া বায়ু বহিয়া

সেই গৃহে লাগিলেও পাষাণের উপরে তাহার ভিত হওন প্রযুক্ত সে পড়ে না। কিন্তু যে কেহ আমার এই সকল ২৬ কথা শুনিয়া পালন না করে, বালুকার উপরে গৃহ-নির্ম্মাণকারি অজ্ঞানের সহিত তাহার উপমা দি। কেননা ২৭ বৃষ্টি বর্ষিয়া বন্যা আসিয়া বায়ু বহিয়া সেই গৃহে লাগিলে সে পড়িয়া যায়, ও তাহার ঘোরতর পতন হয়।

যীশু এই সকল বাক্য সাঙ্গ করিলে লোকেরা তাঁহার ২৮ উপদেশে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল; যেহেতুক তিনি অধ্যা- ২৯ পকগণের ন্যায় তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন না, কিন্তু ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় দিলেন।

৮ অধ্যায়।

১ কুষ্ঠির সুস্থ করণ ৫ ও শতসেনাপতির দাসকে সুস্থ করণ ১৪ ও পিতরের শ্বশ্রূকে সুস্থ করণ ১৬ ও বহু লোককে সুস্থ করণ ১৮ ও খ্রীষ্টের পশ্চাদ্গামী হওনের ব্যবস্থা ২৩ ও ঝড়ের নিবারণ ২৮ ও ভূত ছাড়াওন।

যখন তিনি পর্ব্বতহইতে নামিতেছিলেন, তখন বহু লোক ১ তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিল। আর এক জন কুষ্ঠী আসিয়া ২ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, হে প্রভো, যদি আপনকার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে পরিষ্কৃত করিতে পারেন। তাহাতে যীশু হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ৩ কহিলেন, আমার ইচ্ছা আছে, তুমি পরিষ্কৃত হও; তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ কুষ্ঠহইতে পরিষ্কৃত হইল। পরে যীশু ৪ তাহাকে কহিলেন, সাবধান, এ কথা কাহাকেও কহিও না, কিন্তু যাজকের নিকটে গিয়া আপনাকে দেখাও, এবং লোকদিগকে প্রমাণ দিবার নিমিত্তে মূসাকর্তৃক নিরূপিত যে দান, তাহা উৎসর্গ কর।

তদনন্তর যীশু কফর্নাহূম্ নামক নগরে প্রবিষ্ট হইলে ৫ এক শতসেনাপতিতাঁহার নিকটে আসিয়া বিনতি পূর্ব্বক

৬ কহিল, হে প্রভো, আমার এক দাস পক্ষাঘাত ব্যাধিতে
৭ অতি ব্যথিত হইয়া গৃহে শয্যাগত আছে। তখন যীশু
তাহাকে কহিলেন, আমি গিয়া তাহাকে সুস্থ করিব।
৮ তাহাতে সে শতসেনাপতি উত্তর করিল, হে প্রভো, আপনি
যে আমার গৃহমধ্যে পদার্পণ করেন, আমি এমন যোগ্য-
পাত্র নহি; কথামাত্র আজ্ঞা করুণ, তাহাতেই আমার
৯ দাস সুস্থ হইবে। যেহেতুক আমি আপনি পরাধীন
হইলেও আমার অধীন যে সেনাগণ আছে, তাহাদের এক
জনকে যাও বলিলে সে যায়; এবং অন্যকে আইস বলিলে
সে আইসে; আর আমার নিজ দাসকে 'এই কর্ম্ম কর,'
১০ বলিলে সে তাহা করে। তখন যীশু তাহার এই কথা
শুনিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন; এবং আপনার পশ্চাদ্
গামি লোকদিগকে কহিলেন, তোমাদিগকে যথার্থ
কহিতেছি, ইস্রায়েল লোকদের মধ্যেও এমন বিশ্বাস
১১ পাই নাই। আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অনেকে
পূর্ব্ব ও পশ্চিমহইতে আসিয়া ইব্রাহীম্ ও ইস্হাক্ ও
১২ যাকূবের সহিত স্বর্গরাজ্যে একত্র বসিবে; কিন্তু যে স্থানে
ক্রন্দন ও দন্তঘর্ষণ হয়, সেই বহির্ভূত অন্ধকারে রাজ্যের
১৩ সন্তানেরা নিক্ষিপ্ত হইবে। পরে যীশু সেই শতসেনা-
পতিকে কহিলেন, যাও, তোমার প্রত্যয়ানুসারে মঙ্গল
হউক; তাহাতে তদ্দণ্ডেই তাহার দাস সুস্থ হইল।

১৪ অনন্তর যীশু পিতরের গৃহে উপস্থিত হইয়া জ্বরেতে
১৫ পীড়িতা শয্যাগতা তাহার শ্বশ্রূকে দেখিলেন। পরে তিনি
তাহার হস্ত স্পর্শ করাতে জ্বরত্যাগ হইল, তখন সে উঠিয়া
তাহাদের সেবা করিতে লাগিল।

১৬ অপর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে অনেক২ ভূতগ্রস্ত
লোককে তাঁহার নিকটে আনিলে তিনি কথাদ্বারাই ভূত-

গণকে ছাড়াইলেন, এবং সর্ব্ব প্রকার পীড়িতদিগকে সুস্থ করিলেন। তাহাতে "তিনি আমাদের দুর্ব্বলতা সকল ১৭ "ধারণ করিলেন ও ব্যাধি সকল লইলেন," এই যে কথা যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা উক্ত হইয়াছিল, তাহা তখন সিদ্ধ ইহল।

পরে যীশু চতুর্দ্দিকে লোকসমূহকে দেখিয়া হ্রদের পারে ১৮ যাইতে শিষ্যগণকে আজ্ঞা করিলেন। সেই সময়ে এক ১৯ জন অধ্যাপক আসিয়া কহিল, হে গুরো, আপনি যে কোন স্থানে যাইবেন, আমিও সেই স্থানে আপনকার পশ্চাৎ যাইব। তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, শৃগা- ২০ লের গর্ত্ত আছে, এবং আকাশীয় পক্ষিগণের বাসা আছে; কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই। অনন্তর আর এক শিষ্য তাঁহাকে বলিল, হে প্রভো, অগ্রে ২১ পিতাকে কবর দিতে আমাকে যাইতে অনুমতি দিউন। তাহাতে যীশু কহিলেন, মৃতদের কবর মৃতেরা দিউক্; তুমি ২২ আমার পশ্চাৎ আইস।

অনন্তর তিনি নৌকাতে আরোহণ করিলে তাঁহার শিষ্য- ২৩ গণ তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। পরে সাগরে এমনি ২৪ প্রবল ঝড় উঠিল, যে মহাতরঙ্গেতে নৌকা আচ্ছন্ন হইল; কিন্তু তিনি নিদ্রাগত ছিলেন। অতএব শিষ্যগণ তাঁহার ২৫ নিকটে গিয়া তাঁহাকে জাগ্রৎ করিয়া কহিল, হে প্রভো, আমরা মরি, আমাদের প্রাণ রক্ষা করুণ। তখন তিনি ২৬ তাহাদিগকে কহিলেন, হে অল্পবিশ্বাসিরা, তোমরা এত শঙ্কাকুল হও কেন? পরে তিনি উঠিয়া বায়ু ও সমুদ্রকে তর্জন করিলেন; তাহাতে অত্যন্ত নির্ব্বাত হইল। এবং ২৭ লোকেরা আশ্চার্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, আঃ! বায়ু ও সমুদ্র ইহাঁর আজ্ঞা মানে! ইনি কেমন মানুষ!

২৮ অনন্তর তিনি পার হইয়া গিদেরীয় দেশে উপস্থিত হইলে ভূতগ্রস্ত দুই জন কবরস্থানহইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল; তাহারা এমনি প্রচণ্ড ছিল,
২৯ যে ঐ স্থান দিয়া কেহই যাইতে পারিত না। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে ঈশ্বরের পুত্র যীশু, তোমার সহিত আমাদের সম্পর্ক কি? তুমি কি নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে
৩০ আমাদিগকে যন্ত্রণা দিতে এ স্থানে আইলা? তৎকালে তাহাদের কিছু দূরে শূকরের এক বৃহৎ পাল চরিতে-
৩১ ছিল। তাহাতে ভূতেরা বিনতি করিয়া কহিল, যদি আমাদিগকে ছাড়াও, তবে ঐ শূকরপালে আশ্রয় লইতে
৩২ আমাগিদকে অনুমতি দেও। তখন যীশু কহিলেন, যাও; পরে তাহারা বহির্গত হইয়া শূকরদিগের আশ্রয় লইল, তাহাতে ঐ সমুদয় শূকর গড়ান স্থান দিয়া মহাবেগেতে
৩৩ দৌড়িয়া সমুদ্রের জলে ডুবিয়া মরিল। পরে শূকরপাল-কেরা পলাইয়া নগর মধ্যে উপস্থিত হইয়া ঐ ভূতগ্রস্ত
৩৪ মনুষ্য প্রভৃতির সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল। তাহাতে নগরস্থ তাবৎ লোক যীশুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে আইল, এবং তাঁহাকে দেখিয়া, আপনি আমাদের সীমাহইতে প্রস্থান করুন, এই প্রার্থনা করিল।

৯ অধ্যায়।

১ পক্ষাঘাতিকে সুস্থ করণ ও পাপক্ষমা করণ ৯ ও মথির আহ্বান ১০ ও তাহার গৃহে ভোজ ১৪ ও উপবাস না করণের কারণ কথা ১৮ ও প্রদর রোগিণীকে সুস্থ করণ ২৩ ও অধ্যক্ষের মৃত কন্যার জীবন দান ২৭ ও দুই অন্ধ লোককে চক্ষু দেওন ৩২ ও ভূতগ্রস্ত গোঙ্গার সুস্থ করণ ৩৫ ও দীনহীনের প্রতি খ্রীষ্টের দয়া করণ।

১ অনন্তর যীশু নৌকায় আরোহণ করিয়া পুনশ্চ পার
২ হইয়া নিজ গ্রামে আইলেন। পরে কতক লোক এক পক্ষাঘাতিকে খাটের উপরে শয়ন করাইয়া তাঁহার নিকটে

আনিল; তাহাতে যীশু তাহাদের এই রূপ বিশ্বাস দেখিয়া ঐ পক্ষাঘাতিকে কহিলেন, হে বৎস, সুস্থির হও, তোমার পাপ ক্ষমা হইল। ঐ কথা শুনিয়া কএক অধ্যাপক মনে২ ৩ কহিল, এই মনুষ্য ঈশ্বর নিন্দা করিতেছে। তাহাতে ৪ যীশু তাহাদের এমন চিন্তা বুঝিয়া কহিলেন, তোমরা কেন মনে২ এমন কুচিন্তা করিতেছ? তোমার পাপ ৫ ক্ষমা হইল, কিম্বা তুমি উঠিয়া চল, এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ কথা বলা সহজ? কিন্তু পৃথিবীতে পাপমার্জ্জনা ৬ করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, (এই জন্যে তিনি সেই পক্ষাঘাতিকে কহিলেন,) উঠ, আপনার শয্যা লইয়া গৃহে গমন কর। তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আপন গৃহে প্রস্থান করিল। ৭ লোক সকল এরূপ দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, আর ৮ ঈশ্বর মনুষ্যেতে এমন ক্ষমতা দিয়াছেন, এই জন্যে তাঁহার ধন্যবাদ করিল।

অনন্তর যীশু সে স্থানহইতে যাইতে২ করসঞ্চয়স্থানে ৯ উপবিষ্ট মথি নামে এক জনকে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস; তাহাতে সে উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল।

পরে যীশু গৃহমধ্যে ভোজন করিতে বসিলে অনেক২ ১০ করসঞ্চয়কারী ও পাপি লোক আসিয়া তাঁহার এবং শিষ্যগণের সহিত বসিল। ফিরূশিরা তাহা দেখিয়া তাঁহার ১১ শিষ্যদিগকে কহিল, তোমাদের গুরু কি নিমিত্তে করসঞ্চয়কারি ও পাপিবর্গের সহিত ভোজন করেন? যীশু ১২ তাহা শুনিয়া তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকেতে প্রয়োজন নাই, কিন্তু অসুস্থ লোকদেরই প্রয়োজন আছে। অতএব তোমরা যাইয়া এই ১৩

কথার অর্থ শিক্ষা কর, "আমি বলিদান অপেক্ষা দয়া "চাহি;" কেননা ধার্ম্মিকদিগকে আহ্বান করিতে আসি নাই, কিন্তু মন ফিরাইতে পাপিদিগকে আহ্বান করিতে আসিয়াছি ৷

১৪ পরে যোহনের শিষ্যগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, ফিরূশিরা ও আমরা অনেক বার উপবাস করি, কিন্তু তোমার শিষ্যগণ উপবাস করে না, ইহার কারণ কি?
১৫ তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, যে পর্য্যন্ত সখিগণের সঙ্গে কন্যার বর থাকে, তাবৎ কি তাহারা বিলাপ করিতে পারে? কিন্তু যখন তাহাদের নিকটহইতে বর নীত হইবে,
১৬ এমন সময় আসিবে; তখন তাহারা উপবাস করিবে ৷ পুরাতন বস্ত্রেতে কেহ নূতন বস্ত্রের তালী দেয় না, কেননা সে তালীতেই মূলবস্ত্র ছিঁড়িয়া যায়, তাহাতে সে ছিদ্র আরও
১৭ মন্দ হয় ৷ আর পুরাতন কুপাতে কেহ নূতন দ্রাক্ষারস রাখে না, যে হেতুক তাহা করিলে কুপা ফাটিয়া যায়, তাহাতে দ্রাক্ষারস পড়িয়া যায়, এবং কুপাও নষ্ট হয়; অতএব নূতন কুপাতে নূতন দ্রাক্ষারস রাখে, তাহাতে উভয়েরই রক্ষা হয় ৷

১৮ তাঁহার এই কথা কহনের সময়ে এক জন অধ্যক্ষ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, আমার কন্যা প্রায় এতক্ষণ মরিল; অতএব আপনি আসিয়া তাহার গাত্রে হস্তার্পণ
১৯ করুন্, তাহাতে সে বাঁচিবে ৷ তখন যীশু শিষ্যগণের সহিত
২০ উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিলেন ৷ ইতোমধ্যে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রদর রোগেতে শীর্ণা এক স্ত্রী তাঁহার পশ্চাদ্দিগে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের থোপ স্পর্শ করিল;
২১ কারণ আমি কেবল তাঁহার বস্ত্র স্পর্শ করিতে পাইলেই সুস্থা হইতে পারিব, সেই স্ত্রী মনে২ ইহা কহিয়াছিল ৷

পরে যীশু মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, হে ২২ কন্যে, সুস্থিরা হও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থা করিল। সেই সময়াবধি ঐ স্ত্রী সুস্থা হইল।

অপর যীশু সেই অধ্যক্ষের বাটীতে গিয়া বাদ্যকর প্রভৃতি ২৩ অনেক২ লোককে কলরব করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে ২৪ কহিলেন, পথ ছাড়, ঐ কন্যা মরে নাই, নিদ্রিতা আছে; এ কথা শুনিয়া তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিল। কিন্তু ২৫ সকলে বহির্গত হইলে তিনি ভিতরে গিয়া কন্যার হস্ত ধারণ করিলেন, তাহাতে সে উঠিল। এবং সে কর্ম্মের ২৬ জনরব দেশ সমুদয়ে ব্যাপিল।

পরে যীশু সে স্থানহইতে যাত্রা করিলে, হে দায়ূদের ২৭ সন্তান, আমাদিগকে দয়া করুন, ইহা বলিয়া দুই জন অন্ধ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে২ তাঁহার পশ্চাৎ চলিল। তাহাতে ২৮ যীশু গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পর তাহারাও তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল; তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কর্ম্ম করিতে আমার ক্ষমতা আছে, তোমরা কি ইহাতে প্রত্যয় কর? তাহাতে তাহারা বলিল, হাঁ প্রভো। তখন তিনি তাহাদের চক্ষু স্পর্শ করিয়া কহিলেন, তোমা- ২৯ দের প্রত্যয়ানুসারে তোমাদের মঙ্গল হউক্। তাহাতে ৩০ তৎক্ষণাৎ তাহাদের চক্ষুঃ প্রসন্ন হইল; পরে যীশু তাহাদিগকে দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, সাবধান, এ কথা কাহাকেও জানাইও না। কিন্তু তাহারা প্রস্থান করিয়া সে ৩১ দেশ সমুদয়েতে তাঁহার কীর্ত্তি প্রকাশ করিল।

অপর তাহারা বাহিরে যাইতেছিল, ইতোমধ্যে লোকেরা ৩২ এক ভূতগ্রস্ত গুঙ্গাকে তাঁহার নিকটে আনিল। তিনি ৩৩ ভূত ছাড়াইলে সেই গুঙ্গা কথা কহিতে লাগিল; তাহাতে সমুদয় লোক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, ইস্রায়েল্

৩৪ বংশেতে এমন কখনও দেখা যায় নাই। কিন্তু ফিরূশিরা কহিল, ভূতের অধিপতিদ্বারা সে ভূতগণকে ছাড়াইতেছে।

৩৫ পরে যীশু তাহাদের ভজনালয়ে উপদেশ দিতে২, ও রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে২, ও লোকদের মধ্যে যাহার যে রোগ ও ব্যাধি ছিল, সে সকলের প্রতীকার
৩৬ করিতে২ তাবৎ নগরে ও গ্রামে ভ্রমণ করিলেন। এবং লোক সকলকে ব্যাকুল ও অরক্ষক মেষের ন্যায় ত্যক্ত দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইয়া শিষ্যদিগকে
৩৭ কহিলেন, শস্যের বাহুল্য আছে, কিন্তু ছেদকেরা অল্প।
৩৮ অতএব শস্যক্ষেত্রে আরও ছেদকদিগকে পাঠাইয়া দিতে ক্ষেত্রের স্বামির নিকটে প্রার্থনা কর।

১০ অধ্যায়।

১ প্রেরিতদের নাম ৫ বারো শিষ্যদিগকে প্রেরণ ১৬ ও তাহাদের দুঃখ জ্ঞাত করণ ৩৪ ও খ্রীষ্টের উপদেশের ফল ৪০ ও শিষ্যদের প্রতি উপকারের ফল।

১ অনন্তর যীশু দ্বাদশ শিষ্যকে ডাকিয়া অপবিত্র ভূতগণকে ছাড়াইতে এবং সর্ব্ব প্রকার রোগ ও ব্যাধির শান্তি
২ করিতে তাহাদিগকে ক্ষমতা দিলেন। দ্বাদশ প্রেরিতেদের এই ২ নাম, প্রথমে শিমোন্ যাহাকে পিতর্ বলে, পরে তাহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়, এবং সিবদিয়ের পুত্র যাকূব্ ও
৩ তাহার ভ্রাতা যোহন; এবং ফিলিপ ও বর্থলময়্; এবং থোমা ও করসঞ্চয়কারি মথি; এবং আল্‌ফেয়ের পুত্র
৪ যাকূব্, ও লিব্বেয় যাহাকে থদ্দেয় বলে; এবং কিনানীয় শিমোন্, ও যে খ্রীষ্টকে পরহস্তগত করিল সেই ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা।

৫ পরে যীশু ঐ দ্বাদশ জনকে প্রেরণ সময়ে এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা অন্যদেশীয়দের পথে এবং শোমিরো-

ণীয়দের কোন নগরে প্রবেশ না করিয়া ইস্রায়েল্ গোত্রের ৬ হারাণ যে সকল মেষ, তাহাদেরই কাছে যাও। এবং ৭ যাইতেং 'স্বর্গের রাজত্ব সন্নিকট হইল,' এ কথা প্রচার করিয়া বল। এবং রোগগ্রস্তদিগকে সুস্থ কর, ও কুষ্ঠি- ৮ দিগকে পরিষ্কৃত কর, ও মৃত লোকদিগকে জীবন দান কর, ও ভূতদিগকে ছাড়াও; আর বিনামূল্যে তোমরা পাইয়াছ, বিনামূল্যেই বিতরণ কর। কিন্তু আপনাদের কটিবন্ধে স্বর্ণ ৯ কি রূপ্য কি তাম্র কিছুই লইও না। এবং যাত্রার কারণ ১০ কোন ঝুলি কিম্বা দ্বিতীয় বস্ত্র কিম্বা পাদুকা কিম্বা যষ্টি এ সকল লইও না; কেননা কার্য্যকারি লোক ভরণ পোষণের যোগ্য হয়। আর তোমরা যে কোন নগরে ১১ কিম্বা গ্রামে প্রবেশ কর, সে স্থানে কোন্ ব্যক্তি যোগ্য পাত্র, তাহা অবগত হইলে পর যাইবার সময় পর্য্যন্ত তাহার স্থানে থাক। আর যখন তোমরা তাহার বাটীতে ১২ প্রবেশ কর, তখন তাহাকে আশীর্ব্বাদ কর। তাহাতে সে ১৩ যদি যোগ্য পাত্র হয়, তবে ঐ কল্যাণ তাহার প্রতি বর্ত্তিবে; নতুবা ঐ আশীর্ব্বাদ তোমাদের প্রতিই বর্ত্তিবে। কিন্তু ১৪ যে লোকেরা তোমাদিগের প্রতি আতিথ্য ব্যবহার না করে, এবং তোমাদের কথা না শুনে, তাহাদের গৃহ কিম্বা নগর হইতে প্রস্থানকরণ সময়ে আপনাদের পদধূলি ঝাড়িয়া দেও। আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, বিচারদিনে ১৫ সেই নগরের দশাহইতে সিদোম ও অমোরা দেশীয়দের দশা সহ্যতর হইবে।

আর দেখ, কেন্দুয়াব্যাঘ্র সমূহের মধ্যে যেমন মেষ, ১৬ তদ্রূপ তোমাদিগকে পাঠাইতেছি; অতএব তোমরা সর্প-বৎ সতর্ক ও কপোতের ন্যায় অহিংসক হও। এবং মনুষ্য- ১৭ দের হইতে সাবধান থাক; কেননা তাহারা তোমাদিগকে

রাজসভাতে সমর্পণ করিবে, ও আপনাদের ভজনালয়ে
১৮ প্রহার করিবে। আর তোমরা আমার নাম প্রযুক্ত দেশা-
ধ্যক্ষ ও রাজাদের সম্মুখে তাহাদের ও অন্য দেশীয়দের
১৯ প্রতি সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে আনীত হইবা। কিন্তু এই
রূপ সমর্পিত হইলে তোমরা কি প্রকারে বা কি কথাতে
উত্তর দিবা, তাহার বিষয়ে ভাবিত হইও না; যে হেতুক
সে সময়ে তোমাদের কি প্রকার বক্তব্য, তাহা তদ্দণ্ডে
২০ তোমাদের মনে উপস্থিত হইবে। কেননা সে সময়ে যে
বলিবে, সে তোমরা নহ, কিন্তু তোমাদের মধ্যবর্ত্তী পিতার
২১ আত্মা কহিবেন। আর ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও পিতা পুত্রকে
মৃত্যুতে সমর্পণ করিবে; এবং সন্তানেরা আপন২ পিতা
২২ মাতার বিপক্ষ হইয়া তাহাদিগকে বধ করাইবে। এবং
তোমরা আমার নাম প্রযুক্ত সকলের নিকটে ঘৃণাস্পদ
হইবা; কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে,
২৩ সেই পরিত্রাণ পাইবে। আর তাহারা যখন তোমাদি-
গকে এক নগরে তাড়না করিবে, তখন তোমরা অন্য
নগরে পলায়ন করিও; আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহি-
তেছি, ইস্রায়েল্ দেশের সকল নগরে তোমাদের ভ্রমণ
২৪ সমাপ্তির পূর্ব্বে মনুষ্যপুত্র উপস্থিত হইবেন। গুরু
হইতে শিষ্য বড় নহে, এবং কর্ত্তাহইতে দাসও বড় নহে;
২৫ শিষ্য আপন গুরুর ও দাস আপন কর্ত্তার তুল্য হইলেই
যথেষ্ট। তাহারা যদি গৃহের কর্ত্তাকে ভূতরাজ বলিয়া
কহিয়াছে, তবে তাঁহার পরিজনদিগকেও কি তদ্রূপ কহিবে
২৬ না? কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না; কেননা
প্রকাশিত হইবে না, এমন আচ্ছাদিত কিছুই নাই; এবং
২৭ জ্ঞাত হইবে না, এমন গুপ্ত কিছুই নাই। আমি যাহা
তোমাদিগকে অন্ধকারে কহি, তাহা তোমরা দীপ্তিস্থানে

কহ; এবং কর্ণে যাহা শুন, তাহা গৃহের ছাতহইতে প্রচার কর। আর যাহারা শরীরকে বধ করিতে পারে, আত্মাকে ২৮ বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না; কিন্তু যিনি শরীর ও আত্মা উভয়কেই নরকে বিনষ্ট করিতে পারেন, তাঁহাকেই ভয় কর। আর দুই চটকপক্ষী কি এক ২৯ পয়সাতে বিক্রীত হয় না? তথাচ তোমাদের পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে তাহাদের একটিও ভূমিতে পড়ে না। এবং ৩০ তোমাদের মস্তকের কেশ সকলও গণিত আছে। অতএব ৩১ ভয় করিও না; তোমরা অনেক চটকপক্ষীহইতে বহুমূল্য। আর যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার ৩২ করে, আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার করিব। কিন্তু যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমা- ৩৩ কে অস্বীকার করে, আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহকে অস্বীকার করিব।

আর আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি, এমত ৩৪ অনুভব করিও না; শান্তি দিতে নহে, কিন্তু খড়গ দিতে আসিয়াছি। পিতার সহিত পুত্রের, ও মাতার সহিত কন্যার, ৩৫ এবং শ্বশ্রূর সহিত পুত্রবধূর বিরোধ করাইতে আসিয়াছি। তাহাতে আপন২ পরিজনই মনুষ্যের শত্রু হইবে। ৩৬ যে কেহ আপন পিতাকে কিম্বা মাতাকে আমাহইতে অধিক ৩৭ প্রেম করে, সে আমার যোগ্য নয়; এবং যে কেহ আপন পুত্রকে কিম্বা কন্যাকে আমাহইতে অধিক প্রেম করে, সে আমার যোগ্য নয়। আর যে কেহ আপন ক্রুশ লইয়া ৩৮ আমার পশ্চাদ্গামী না হয়, সেও আমার যোগ্য নয়। আর যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করে, সে তাহা হারাইবে; ৩৯ কিন্তু যে কেহ আমার নিমিত্তে আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে।

৪০ আর যে কেহ তোমাদিগকে অতিথি করে, সে আমাকে অতিথি করে; এবং যে কেহ আমাকে অতিথি করে, সে
৪১ আমার প্রেরণ কর্ত্তাকে অতিথি করে,। আর যে কেহ ভবিষ্যদ্বক্তা জ্ঞানে ভবিষ্যদ্বক্তাকে অতিথি করে, সে ভবিষ্যদ্বক্তার ফল পাইবে; এবং যে কেহ ধার্ম্মিক জ্ঞানে ধার্ম্মিককে অতিথি করে, সে ধার্ম্মিক মনুষ্যের ফল পাইবে।
৪২ আর যে কেহ এই ক্ষুদ্র লোকদের মধ্যে কোন এক জনকে শিষ্য জ্ঞানে এক বাটী শীতল জল পান করিতে দেয়, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, সে কোন প্রকারে আপন ফলে বঞ্চিত হইবে না।

১১ অধ্যায়।

১ সুসমাচার প্রচার করিতে খ্রীষ্টের যাত্রা ২ ও খ্রীষ্টের প্রতি যোহনের শিষ্যদিগকে প্রেরণ ৭ ও যোহনের বিষয়ে খ্রীষ্টের সাক্ষ্য ১৬ ও যোহন ও খ্রীষ্টের বিষয়ে লোকদের বিতর্ক ২০ ও কোরাশীন্ প্রভৃতি নগরের বিষয়ে খ্রীষ্টের বিলাপ ২৫ ও পিতা পরমেশ্বরের প্রতি খ্রীষ্টের ধন্যবাদ ২৮ ও ভারাক্রান্ত লোকদের প্রতি আহ্বান।

১ এই রূপে যীশু আপন দ্বাদশ শিষ্যের প্রতি আজ্ঞা সমাপ্ত করিয়া নগরে২ উপদেশ দিতে ও সুসমাচার প্রচার করিতে সে স্থানহইতে প্রস্থান করিলেন।

২ পরে যোহন কারাগারে থাকিয়া খ্রীষ্টের কর্ম্মের সংবাদ পাইয়া আপনার দুই শিষ্যকে তাঁহার নিকটে এমত
৩ কহিতে পাঠাইল, যাঁহার আগমনের অপেক্ষাতে আছি, তুমি কি সেই জন? কি আমরা অন্যের অপেক্ষাতে থাকিব?
৪ যীশু উত্তর করিলেন, তোমরা যাও, এবং এই যে সকল শুনিতেছ ও দেখিতেছ, তাহার সংবাদ যোহন্‌কে দেও।
৫ অন্ধেরা দেখিতেছে, ও খঞ্জেরা চলিতেছে, ও কুষ্ঠিরা পরিষ্কৃত হইতেছে, ও বধিরেরা শ্রবণ করিতেছে, ও মৃতেরা উত্থাপিত হইতেছে, ও দরিদ্রদের নিকটে সুসমাচার প্রচার

হইতেছে; এবং আমি যাহার বিঘ্নস্বরূপ না হই, সেই ধন্য। ৬
অনন্তর তাহারা প্রস্থান করিলে পর, যীশু যোহনের বিষয়ে ৭ লোকসমূহকে কহিলেন, তোমরা প্রান্তরের মধ্যে কি দেখিতে বাহিরে গিয়াছিলা? কি বায়ু কম্পিত নল? তোমরা কি ৮ দেখিতে বাহিরে গিয়াছিলা? কি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিত কোন মনুষ্যকে? দেখ, যাহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে, তাহারা রাজধানীতে থাকে। তবে তোমরা কি দেখিতে বাহিরে ৯ গিয়াছিলা? কি এক জন ভবিষ্যদ্বক্তাকে? তাহাই বটে; বরঞ্চ সে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বক্তা হইতেও শ্রেষ্ঠ, ইহা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি। কেননা "দেখ, আমি আপন ১০ "দূতকে তোমার অগ্রে প্রেরণ করিলে সে তোমার অগ্রে "যাইয়া তোমার পথ প্রস্তুত করিবে," যাহার বিষয়ে এই কথা লিখিত আছে, সে এই যোহন্। আর আমি তোমা- ১১ দিগকে যথার্থ কহিতেছি, স্ত্রীলোকের গর্ব্ভজাত সকলের মধ্যে যোহন্ বাপ্তাইজকহইতে শ্রেষ্ঠ কেহই নহে; তথাপি স্বর্গরাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র যে ব্যক্তি, সে তাহা- হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়। এবং যোহনের কালাবধি এখন ১২ পর্য্যন্ত স্বর্গরাজ্যে বলাক্রান্ত হইয়া আসিতেছে, ও আক্রমি লোকেরা বলেতে তাহা অধিকার করিয়া আসিতেছে। যেহেতুক যোহন্ পর্য্যন্ত তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তা ও ব্যবস্থাদ্বারা ১৩ উপদেশ প্রকাশিত হইল। আর তোমরা যদি এই কথা ১৪ গ্রাহ্য করিতে পার, তবে ভাল, যে এলিয়ের আগমনের কথা আছে, সে এই ব্যক্তি। যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে, ১৫ সে শুনুক।

আমি কাহার সহিত এই বর্ত্তমান কালের লোকদের ১৬ তুলনা দিব? যে বালকেরা বাজারে উপবিষ্ট হইয়া আপ- নাদের বন্ধুগণকে ডাকিয়া কহে, 'আমরা তোমাদের ১৭

নিকটে বাঁশী বাজাইলাম, কিন্তু তোমরা নৃত্য করিলা না; এবং তোমাদের কাছে বিলাপ করিলাম, কিন্তু তোমরা মস্তকে করাঘাত করিলা না,' এমন বালকের সহিত তাহা-
১৮ দের তুলনা হয়। কেননা যোহন্ আসিয়া ভোজন পান করিল না; তাহাতে লোকেরা বলিয়া থাকে, সে ভূতগ্রস্ত।
১৯ পরে মনুষ্যপুত্র আসিয়া ভোজন পান করিলেন; তাহাতে বলিয়া থাকে, দেখ, এ এক জন ভোক্তা ও মদ্যপ, এবং চণ্ডাল ও পাপিলোকদের বন্ধু; কিন্তু জ্ঞানিরা জ্ঞানের ব্যবহার নির্দ্দোষ জানে।

২০ অপর তিনি যে২ নগরে অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছিলেন, তন্নিবাসিদের মনঃপরিবর্ত্তন না হওয়াতে সেই
২১ সকল নগরকে হায়২ করিয়া কহিতে লাগিলেন। হায়২ কোরাসীন্, হায়২ বৈৎসৈদা; তোমাদের মধ্যে যে২ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা গিয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম যদি সোর্ ও সীদোন্ নগরে করা যাইত, তবে ইহার অনেক দিন পূর্ব্বে তন্নিবাসিরা চট পরিধান ও ভস্মলেপন করিয়া বসিয়া মন
২২ ফিরাইত। এই জন্যে আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, বিচারদিবসে তোমাদের দশাহইতে সোর্ ও সীদোনের
২৩ দশা সহ্যতর হইবে। অরে কফর্নাহূম, তুমি স্বর্গ পর্য্যন্ত উন্নত হইতেছ, কিন্তু নরক পর্য্যন্ত অধোগামী হইবা; কেননা তোমাতে যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা গিয়াছে, তাহা যদি সিদোম্ নগরে করা যাইত, তবে সে অদ্য পর্য্যন্ত থাকিত।
২৪ কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, বিচারদিনে তোমার দশাহইতে সিদোমের দশা সহ্যতর হইবে।

২৫ ঐ সময়ে যীশু পুনশ্চ কহিলেন, হে স্বর্গ ও পৃথিবীর একাধিপতি পিতঃ, তুমি জ্ঞানবান ও বিদ্বান্ লোকদের নিকটে এই সকল কথা প্রকাশ না করিয়া শিশুদের

নিকটে প্রকাশ করিলা, এ নিমিত্তে তোমার ধন্যবাদ করি- তেছি। হে পিতঃ, এই মত হউক, কারণ ইহা তোমার ২৬ দৃষ্টিতে উত্তম। পিতাকর্ত্তৃক আমার নিকটে সকলই সম- ২৭ র্পিত আছে; আর পিতা ব্যতিরেক কেহ পুত্রকে জানে না, এবং পুত্র ও যে জনের প্রতি পুত্র পিতাকে প্রকাশ করেন, তাহাদের ব্যতিরেকে কেহই পিতাকে জানে না।

হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, তোমরা আমার ২৮ নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। আমি ২৯ ক্ষান্তশীল ও নম্রমনা, এই হেতুক আমার যোঁয়ালি আপ- নাদের উপরে ধরিয়া লও, এবং আমার স্থানে শিক্ষা কর; তাহাতে তোমরা আপন২ মনেতে বিশ্রাম পাইবা। কেননা ৩০ আমার যোঁয়ালি অনায়াস, ও আমার ভার লঘু।

১২ অধ্যায়।

১ বিশ্রামবার বিষয়ে খ্রীষ্টের উপদেশ ৯ ও শুষ্ক হস্তের সুস্থ করণ ১৪ ও খ্রীষ্টের প্রতি ফিরূশিদের কুমন্ত্রণা ও তাঁহার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্যের সিদ্ধি ২২ ও ভূতগ্রস্ত ও অন্ধ ও গুঙ্গা লোকের সুস্থ করণ ৩১ ও কথা কহনের বিষয়ে উপদেশ ৩৮ ও যূনস ও দক্ষিণ দেশের রাণীর কথাদ্বারা চিহ্নচেষ্টাকারিদের প্রতি অনুযোগ ৪৩ ও অপবিত্র ভূতগ্রস্ত লোকের বিবরণ ৪৬ ও মাতা ও ভ্রাতৃগণের বিষয়ে উপদেশ।

তৎকালে যীশু বিশ্রামবারে শস্যের ক্ষেত্র দিয়া গমন ১ করিলে তাঁহার শিষ্যেরা ক্ষুধিত হইয়া শস্যের শীষ ছিঁড়ি- য়া২ খাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ফিরূশিরা যীশুকে ২ কহিল, দেখ, বিশ্রামবারে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়, তাহাই তোমার শিষ্যগণ করিতেছে। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, ৩ দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গিরা ক্ষুধিত হইয়া যে২ কর্ম্ম করিল, তাহা কি তোমরা পাঠ কর নাই? সে ঈশ্বরের আবাসে ৪ প্রবেশ করিয়া যে দর্শনরুটী যাজকবর্গ ব্যতিরেক তাহার

ও তাহার সঙ্গি লোকদের ভোজন করা কর্ত্তব্য ছিল না,
৫ তাহাই ভোজন করিল। অপর যাজকেরা বিশ্রামবারে
মন্দিরের মধ্যে বিশ্রামবারের নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও নি-
র্দ্দোষ হয়, শাস্ত্রের মধ্যে কি ইহাও তোমরা পাঠ কর
৬ নাই? আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এই স্থানে মন্দি-
৭ রহইতে গুরুতর এক জন আছেন। কিন্তু 'আমি বলিদান
অপেক্ষা দয়া চাহি,' তোমরা যদি এ বচনের অর্থ জানিতা,
৮ তবে নির্দ্দোষদিগকে দোষী করিতা না। আর মনুষ্যপুত্র
বিশ্রামবারেরও কর্ত্তা আছেন।

৯ অনন্তর সে স্থানহইতে প্রস্থান করিয়া তিনি তাহাদের
১০ ভজনালয়ে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে শুষ্কহস্ত এক
মনুষ্য উপস্থিত ছিল; তাহাতে যীশুর প্রতি দোষারোপ
করিবার নিমিত্তে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, কি বিশ্রাম-
১১ বারে সুস্থ করা কর্ত্তব্য? তাহাতে তিনি কহিলেন, বিশ্রাম-
বারে কাহারও এক মেষ যদি গর্ত্তে পড়ে, তবে তাহাকে
ধরিয়া না তোলে, এমন লোক তোমাদের মধ্যে কে আছে?
১২ মেষহইতে মনুষ্য কি শ্রেষ্ঠ নহে? অতএব বিশ্রামবারে ভাল
১৩ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। পরে তিনি সে মনুষ্যকে কহিলেন,
আপন হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে সে হস্ত বিস্তার করিলে
তাহা অন্য হস্তের ন্যায় সুস্থ হইল।

১৪ তখন ফিরূশিরা বহির্গত হইয়া যাহাতে তাঁহাকে বধ
করিতে পারে, তাঁহার বিরুদ্ধে এমত কুমন্ত্রণা করিতে লাগিল।
১৫ তাহাতে যীশু তাহা জানিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন;
আর অনেক২ লোক তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলে পর
১৬ তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিয়া এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা
১৭ আমার পরিচয় দিও না। তাহাতে যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা-
১৮ দ্বারা এই যে কথা উক্ত ছিল, তাহা সফল হইল, "আমার

"মনোনীত সেবককে ও আমার মনস্তুষ্টিজনক প্রিয়কে দেখ;
"আমি তাঁহার উপরে আপন আত্মাকে স্থায়ী করিব,
"তাহাতে তিনি অন্যদেশীয়দের নিকটে রাজনীতি প্রকাশ
"করিবেন; এবং কলহ কিম্বা উচ্চশব্দ করিবেন না, ও ১৯
"রাজপথে কেহ তাঁহার রব শুনিতে পাইবে না; তিনি ২০
"যাবৎ রাজনীতি প্রকৃতরূপে প্রচলিত না করেন, তাবৎ
"থেঁৎলা নল ভাঙ্গিবেন না, ও সধূম শলিতা নির্ব্বাণ করি-
"বেন না; এবং অন্য দেশীয়েরা তাঁহার নামে প্রত্যাশা ২১
"রাখিবে।"

পরে লোকেরা এক ভূতগ্রস্ত অন্ধ গুঙ্গা মনুষ্যকে তাঁহার ২২ নিকটে আনিলে পর তিনি তাহাকে সুস্থ করিলেন, তাহাতে সে অন্ধ গুঙ্গা দেখিতে এবং কথা কহিতে লাগিল। ইহাতে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, ইনি কি দায়ূদের ২৩ সন্তান নহেন? কিন্তু ফিরূশিরা তাহা শুনিয়া কহিল, বাল- ২৪ সিবূব্ নামে ভূতরাজ ব্যতিরেকে এ ব্যক্তি ভূতদিগকে ছাড়ায় না। তখন যীশু তাহাদের এমত মানস জানিয়া ২৫ তাহাদিগকে কহিলেন, কোন রাজ্য যদি আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তবে সে উচ্ছিন্ন হয়; এবং যে কোন নগর কিম্বা পরিবার আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, সে থাকিতে পারে না। তদ্রূপ শয়তান্ যদি শয়তান্‌কে বহির্ভূত করিয়া ২৬ আপন বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তবে তাহার রাজ্য কি প্রকারে থাকিবে? আর আমি যদি বাল্‌সিবূব্ দ্বারা ভূতদিগকে ২৭ ছাড়াই, তবে তোমাদের সন্তানেরা কাহার দ্বারা ছাড়ায়? অতএব তোমাদের ইহার বিচারকর্ত্তা তাহারাই হইবে। কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মাদ্বারা ভূতদিগকে ছাড়াই, ২৮ তবে ঈশ্বরের রাজত্ব অবশ্য তোমাদের নিকটে উপ- স্থিত হইল। আর কেহ প্রবল ব্যক্তিকে প্রথমে বন্ধন না ২৯

করিলে কি প্রকারে তাহার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রব্যাদি লুট করিতে পারে? কিন্তু তাহা করিলে তাহার গৃহের
৩০ দ্রব্যাদি লুট করিতে পারে। যে কেহ আমার সপক্ষ নহে, সে বিপক্ষ আছে; এবং যে আমার সহিত কুড়ায় না, সে ছড়াইয়া ফেলে।

৩১ অতএব আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, মনুষ্যদের সকল প্রকার পাপ ও নিন্দার ক্ষমা হইতে পারে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দার ক্ষমা হইতে পারে না।
৩২ আর যে কেহ মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কথা কহে, সে দোষের ক্ষমা পাইতে পারে; কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা কহে, ইহলোকে কি পরলোকে
৩৩ তাহার সেই দোষের ক্ষমা হইতে পারে না। বৃক্ষকে যদি ভাল বল, তবে তাহার ফলকেও ভাল বলিতে হয়; আর বৃক্ষকে মন্দ বলিলে তাহার ফলকেও মন্দ বলিতে
৩৪ হয়; কেননা স্ব২ ফলদ্বারা বৃক্ষকে চেনা যায়। অরে সর্পের বংশ, তোমরা মন্দ হইয়া কি প্রকারে ভাল কথা কহিতে পারিবা? যেহেতু অন্তঃকরণের পূর্ণভাবানুসারে
৩৫ মুখহইতে বাক্য নির্গত হয়। তাহাতে ভাল মনুষ্য অন্তঃকরণরূপ ভাল ভাণ্ডারহইতে ভাল দ্রব্য বাহির করে, এবং মন্দ মনুষ্য মন্দ ভাণ্ডারহইতে মন্দ দ্রব্য বাহির
৩৬ করে। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, মনুষ্যেরা যত আলস্যবচন কহে, বিচারদিবসে তাহার উত্তর দিতে
৩৭ হইবে। কেননা তুমি আপনার কথাদ্বারা নির্দ্দোষ, কিম্বা আপনার কথাদ্বারা সদোষ গণিত হইবা।

৩৮ তখন কএক অধ্যাপক ও ফিরূশী উত্তর করিল, হে গুরো, আমরা আপনকার নিকটে কোন চিহ্ন দেখিতে
৩৯ ইচ্ছা করি। তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, এই

কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারি লোকেরা চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যূনস্ ভবিষ্যদ্বক্তার চিহ্ন ব্যতিরেকে আর কোন চিহ্ন তাহাদিগকে দেখান যাইবে না। ফলতঃ যূনস্ যেমন ৪০ তিন দিবারাত্রি বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিল, তেমনি মনুষ্যের পুত্রও তিন দিবারাত্রি পৃথিবীর মধ্যস্থলে থাকিবেন। আর নীনিবীয় লোকেরা বিচারদিনে এই কালের ৪১ লোকদের প্রতিকূলে উঠিয়া তাহাদিগকে দোষী করিবে; কেননা তাহারা যূনসের উপদেশে মন ফিরাইয়াছিল, কিন্তু দেখ, যূনস্‌হইতে গুরুতর এক জন এই স্থানে আছেন। আর দক্ষিণ দেশের রাণীও বিচারদিনে এই ৪২ কালের লোকদের প্রতিকূলে উঠিয়া তাহাদিগকে দোষী করিবে; কেননা সে সুলেমানের জ্ঞানের কথা শুনিতে পৃথিবীর সীমাহইতে আসিয়াছিল, কিন্তু দেখ, সুলেমান্‌হইতেও গুরুতর এক জন এ স্থানে আছেন।

আর অপবিত্র ভূত মনুষ্যহইতে বহির্গত হইলে পর ৪৩ সে শুষ্ক স্থান দিয়া ভ্রমণ করিয়া বিশ্রামের অন্বেষণ করে; কিন্তু তাহা না পাওয়াতে সে বলে, আমার যে গৃহহইতে ৪৪ আইলাম, সেই গৃহে ফিরিয়া যাই; পরে সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহা শূন্য ও মার্জ্জিত ও শোভিত দেখে। তখন পুনশ্চ যাইয়া আপনাহইতেও দুষ্টতর আর সাত ৪৫ ভূতকে সঙ্গে লইলে তাহারা সকলে সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া বাস করে; তাহাতে সেই মনুষ্যের পূর্ব্বদশাহইতে শেষদশা আরও মন্দ হয়; এই কালের দুষ্ট লোকদেরও তদ্রূপ ঘটিবে।

লোকদিগকে এই সকল কথা কহিবার সময়ে তাঁহার ৪৬ মাতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহার সহিত কোন কথা কহিতে বাঞ্ছা করিয়া বাহিরে দাঁড়াইল। তাহাতে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে ৪৭

কহিল, দেখ, তোমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ তোমার সহিত কোন
৪৮ কথা কহিবার ইচ্ছাতে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু
তিনি তাহাকে উত্তর করিলেন, আমার মাতা কে? আর
৪৯ আমার ভ্রাতৃগণ বা কে? পরে শিষ্যগণের প্রতি হস্ত বিস্তার
৫০ করিয়া কহিলেন, এই দেখ আমার মাতা ও আমার ভ্রাতৃ-
গণ; কারণ যে কেহ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইষ্টক্রিয়া করে,
সেই আমার ভ্রাতা ও ভগনী ও মাতা।

১৩ অধ্যায়।

১ বীজবাপকের দৃষ্টান্ত ১০ ও শিষ্যদের সহিত কথোপকথন ১৮ ও শিষ্যদের প্রতি দৃষ্টান্তের অর্থ জ্ঞাপন ২৪ ও বনঘাসের দৃষ্টান্ত ৩১ ও সর্ষপের দৃষ্টান্ত ৩৩ ও তাড়ির দৃষ্টান্ত ৩৪ ও খ্রীষ্টের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য সিদ্ধি ৩৬ ও পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা ৪৪ ও গুপ্তধনের দৃষ্টান্ত ৪৫ ও মুক্তার দৃষ্টান্ত ৪৭ ও জালনিক্ষেপের দৃষ্টান্ত ৫১ ও শিষ্যদের প্রতি কথা ৫৩ ও আপন দেশীয় লোকদ্বারা খ্রীষ্টের অসম্ভ্রম হওন।

১ অপর ঐ দিবসে যীশু গৃহহইতে যাইয়া সমুদ্রের কূলে
২ বসিলেন। সে স্থানে তাঁহার নিকটে অত্যন্ত জনতা উপ-
স্থিত হওয়াতে তিনি এক নৌকায় আরোহণ করিয়া বসি-
লেন, এবং লোক সকল তীরেতে দাঁড়াইয়া থাকিল।
৩ তখন তিনি দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাদিগকে এই প্রকারে অনে-
কং উপদেশ কহিলেন। দেখ, এক জন বীজবাপক বীজ
৪ বপন করিতে গেলে, বপনের সময়ে কতক বীজ পথের
পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে পক্ষিগণ আসিয়া তাহা খুঁটিয়া
৫ খাইল। আর কতক বীজ অল্প মৃত্তিকাযুক্ত পাষাণ স্থলে
পড়িল, তাহাতে তাহা অল্প মৃত্তিকা প্রযুক্ত শীঘ্র অঙ্কুরিত
৬ হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু সূর্য্যোদয় হইলে দগ্ধ হইল, এবং
৭ তাহার মূল না বসাতে শুষ্ক হইয়া গেল। আর কতক

বীজ কণ্টকের মধ্যে পড়িল, তাহাতে কণ্টক সকল বাড়িয়া তাহা গ্রাসিয়া রাখিল। আর কতক বীজ উর্ব্বরা ভূমিতে ৮ পড়িল; তাহাতে তাহার মধ্যে কতক শত গুণ, ও কতক ষষ্টি গুণ, ও কতক ত্রিশ গুণ ফল ধরিল। যাহার শুনিতে ৯ কর্ণ থাকে সে শুনুক।

পরে শিষ্যেরা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ১০ তাহাদিগকে দৃষ্টান্তকথা কেন কহিতেছেন? তাহাতে তিনি ১১ উত্তর করিলেন, স্বর্গরাজ্যের নিগূঢ় কথা জানিবার ক্ষমতা তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে দত্ত হয় নাই। কেননা যাহার কাছে বাড়ে, তাহাকে আরও দত্ত ১২ হইবে, তাহাতে তাহার বাহুল্য হইবে; কিন্তু যাহার কাছে বাড়ে না, তাহার যে যৎকিঞ্চিৎ আছে, তাহাও তাহার নিকটহইতে নীত হইবে। তাহারা দেখিয়াও দেখে না, ১৩ এবং শুনিয়াও শুনে না এবং বুঝেও না, এই নিমিত্তে তাহাদিগকে দৃষ্টান্তকথা কহি। যথা, "তোমরা কর্ণেতে শুনিবা, ১৪ "কিন্তু বুঝিবা না; এবং চক্ষুতে দেখিবা, কিন্তু জানিতে "পারিবা না; কেননা এই লোকেরা চক্ষুতে দেখিয়া ও "কর্ণেতে শুনিয়া ও অন্তঃকরণে বুঝিয়া মন ফিরাইলে "পাছে আমি কোন সময়ে তাহাদিগকে সুস্থ করি, এই ১৫ "নিমিত্তে তাহাদের বুদ্ধি স্থূল হয়, ও তাহারা শুনিতে আপ- "নাদের কর্ণ ভারী করে ও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখে;" এই যে কথা যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা উক্ত ছিল, তাহা তাহাদিগেতে সফল হইতেছে। কিন্তু ধন্য তোমাদের চক্ষু, ১৬ কারণ সে দেখে; এবং ধন্য তোমাদের কর্ণ, কেননা সে শুনে। আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, তোমরা ১৭ যাহা২ দেখিতেছ, তাহা অনেক ভবিষ্যদ্বক্তা ও ধার্ম্মিক লোক দেখিতে ইচ্ছা করিলেও দেখিতে পাইল না; এবং

তোমরা যাহা২ শুনিতেছ, তাহা তাহারা শুনিতে চাহি-
লেও শুনিতে পাইল না।

১৮　বীজবাপকের দৃষ্টান্তের অর্থ শুন। পথের পার্শ্বে বীজ
১৯ উপ্ত হইল, তাহার অর্থ এই; যখন কেহ রাজ্যের কথা
শুনিয়া বুঝে না, তখন পাপাত্মা আসিয়া তাহার মনেতে
২০ যাহা২ উপ্ত ছিল তাহা হরণ করিয়া লয়। আর পাষাণ-
স্থলে বীজ উপ্ত হইল, তাহার অর্থ এই; কেহ ঐ কথা
২১ শুনিবামাত্র আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার
মনেতে মূল না বসাতে সে কিছু কালমাত্র থাকে; পরে
সেই কথা হেতুক কোন ক্লেশ কিম্বা তাড়না উপস্থিত হইলে
২২ সে তৎক্ষণাৎ বিঘ্ন পায়। আর কণ্টকের মধ্যে বীজ উপ্ত
হইল, তাহার অর্থ এই; কেহ কথা শুনিলে পর সাংসারিক
চিন্তা ও ধনভ্রান্তি ঐ কথাকে গ্রাসিয়া রাখে, তাহাতে সে
২৩ বিফল হয়। আর উর্ব্বরা ভূমিতে বীজ উপ্ত হইল, তাহার
অর্থ এই; যাহারা ঐ কথা শুনিয়া বুঝে, তাহারা ফলিত
হইয়া কেহ শত গুণ, ও কেহ ষষ্টি গুণ ও কেহ ত্রিশ গুণ
ফল উৎপন্ন করে।

২৪　পরে তিনি আর এক দৃষ্টান্তকথা উপস্থিত করিয়া তাহা-
দিগকে কহিলেন; স্বর্গের রাজ্য এমন এক গৃহস্থের তুল্য,
২৫ যে আপন ক্ষেত্রে ভাল বীজ বপন করিল। কিন্তু রাত্রি-
কালে লোক সকল নিদ্রা গেলে তাহার শত্রু আসিয়া ঐ
গোমের বীজের মধ্যে বনঘাসের বীজ বপন করিয়া
২৬ চলিয়া গেল। পরে যখন বীজ অঙ্কুরিত হইয়া শীষ লইয়া
২৭ উঠিল, তখন বনঘাসও দেখা দিল। তাহাতে গৃহস্থের
দাসেরা আসিয়া তাহাকে কহিল, হে মহাশয়, আপনি কি
ক্ষেত্রে ভাল বীজ বুনেন নাই? তবে বনঘাস কোথাহইতে
২৮ হইল? তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, কোন শত্রু এ

কর্ম্ম করিয়া থাকিবে। দাসেরা কহিল, আমরা যাইয়া তাহা উপড়াইয়া ফেলিব, মহাশয়ের কি ইচ্ছা হয়? তিনি ২৯ কহিলেন, না, বনঘাস উপড়াইবার সময়ে বোধ হয় তোমরা তাহার সহিত গোমও উপড়াইবা। অতএব শস্য- ৩০ চ্ছেদনের সময় পর্য্যন্ত উভয়কে একত্র বাড়িতে দেও; পরে ছেদনের সময়ে ছেদকদিগকে বলিব, তোমরা প্রথমে বনঘাস সকল একত্র করিয়া দগ্ধ করিবার কারণ বোঝা২ বান্ধিয়া রাখ, কিন্তু গোম সকল ভাণ্ডারে সংগ্রহ কর।

পরে তিনি আর এক দৃষ্টান্তকথা উপস্থিত করিয়া তাহা- ৩১ দিগকে কহিলেন, কোন মনুষ্য এক সর্ষপ বীজ লইয়া আপন ক্ষেত্রেতে বপন করিল; ঐ সর্ষপ বীজ সকলহইতে ৩২ অতিক্ষুদ্র হইলেও অঙ্কুরিত হইয়া সকল শাকহইতে বড় হয়; সে এমন বৃক্ষ হইয়া উঠে, যে তাহার শাখাতে আকাশের পক্ষিগণ আসিয়া বাস করে; স্বর্গরাজ্য এমন এক সর্ষপের তুল্য।

পুনশ্চ তিনি তাহাদিগকে আর এক উপমার কথা কহি- ৩৩ লেন; এক স্ত্রী যে তাড়ী লইয়া তিন কাঠা ময়দার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিলে পর ক্রমে২ তাহা সমুদয় ময়দাতেই ব্যা- পিয়া গেল, সেই তাড়ীর তুল্য স্বর্গরাজ্য।

এই রূপে যীশু লোকসমূহের নিকটে দৃষ্টান্তকথাতে এই ৩৪ সকল প্রসঙ্গ কহিলেন, আর দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে তাহা- দিগকে কোন কথাই কহিলেন না। ইহাতে "আমি দৃষ্টান্ত ৩৫ "কথাদ্বারা আপন মুখ প্রসারণ করিয়া জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্ব- "কালের মর্ম্ম কথা প্রকাশ করিব," এই যে বাক্য ভবিষ্যদ্- বক্তাদ্বারা উক্ত ছিল, তাহা সিদ্ধ হইল।

অপর যীশু সমস্ত লোককে বিদায় করিয়া গৃহে প্রবিষ্ট ৩৬ হইলে পর তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া কহিল, ক্ষে-

ত্রের বনঘাসের দৃষ্টান্তকথা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া
৩৭ বলুন। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, যিনি ভাল বীজ
৩৮ বপন করেন, তিনি মনুষ্যপুত্র। এবং ক্ষেত্র জগৎ; ও ভাল
বীজ রাজ্যের সন্তানগণ; এবং বনঘাস পাপাত্মার সন্তান;
৩৯ ও যে শত্রু তাহা বুনিয়াছিল সে শয়তান্। এবং ছেদনের
৪০ সময় জগতের শেষ; ও ছেদকেরা স্বর্গীয় দূতগণ। আর
যেমন বনঘাসকে একত্র করিয়া দগ্ধ করে, তেমনি জগতের
৪১ শেষে হইবে; অর্থাৎ মনুষ্যপুত্র আপন দূতগণকে প্রেরণ
করিবেন; তাহাতে তাহারা তাঁহার রাজ্যহইতে তাবৎ
৪২ বিঘ্নকারি বিষয় ও অধার্ম্মিক লোকদিগকে একত্র করিয়া
অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে; সেই স্থানে রোদন ও দন্তের
৪৩ ঘর্ষণ হইবে। তখন ধার্ম্মিক লোকেরা আপনাদের পিতার
রাজ্যে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ হইবে। যাহার কর্ণ থাকে
সে শুনুক্।

৪৪　আর কেহ ক্ষেত্রমধ্যে আচ্ছাদিত যে ধন দেখিয়া গুপ্ত
করিয়া রাখে, পরে আনন্দেতে যাইয়া আপনার সর্ব্বস্ব
বিক্রয় করিয়া সেই ক্ষেত্র ক্রয় করে, তাহারি মত স্বর্গের
রাজ্য।

৪৫　আর কোন বণিক উত্তম মুক্তা অন্বেষণ করিয়া মহামূল্য
৪৬ মুক্তা দেখিয়া আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয় করে,
তাহারি মত স্বর্গের রাজ্য।

৪৭　পুনশ্চ স্বর্গের রাজ্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত সকল প্রকার সংগ্রহ-
৪৮ কারী এক জালের সদৃশ। ঐ জাল পরিপূর্ণ হইলে লোকেরা
যেমন কূলেতে তুলিয়া বসিয়া ভাল মৎস্যাদি কুড়াইয়া
৪৯ পাত্রে রাখে, আর মন্দ সকল ফেলিয়া দেয়, তেমনি জগ-
তের শেষে হইবে; ফলতঃ স্বর্গের দূতগণ আসিয়া পুণ্যবান
৫০ লোকদের মধ্যহইতে পাপিদিগকে পৃথক্ করিয়া অগ্নিকুণ্ডে

নিক্ষেপ করিবে; সেই স্থানে রোদন ও দন্তের ঘর্ষণ হইবে।
যীশু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি এই ৫১ সকল প্রসঙ্গ বুঝিলা? তাহাতে তাহারা কহিল, হাঁ প্রভো। তখন তিনি কহিলেন, আপন ভাণ্ডারহইতে নূতন ও পুরা- ৫২ তন সামগ্রী বাহির করে যে গৃহস্থ, তাহার ন্যায় স্বর্গ- রাজ্য বিষয়ে শিক্ষিত প্রত্যেক উপদেশক।

পরে যীশু এই সকল দৃষ্টান্তকথা সমাপ্ত করিয়া তথা- ৫৩ হইতে প্রস্থান করিলেন। এবং স্বদেশে আসিয়া লোক- ৫৪ দিগকে ভজনালয়ে উপদেশ দিলেন; তাহাতে তাহারা বিস্মৃত হইয়া কহিল, ইহার এমন জ্ঞান ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া কোথাহইতে হইল? এ কি সূত্রধরের পুত্র নহে? এবং ৫৫ ইহার মাতার নাম কি মরিয়ম্ নয়? এবং যাকূব্ ও যোশি ও শিমোন্ ও যিহূদা, এ সকল কি ইহার ভ্রাতৃগণ নহে? এবং ইহার ভগিনীগণ কি আমাদের মধ্যে নাই? তবে ৫৬ এ কোথাহইতে এই সকল পাইল? এই রূপে তিনি তাহা- ৫৭ দের বিঘ্নস্বরূপ হইলেন; তাহাতে যীশু তাহাদিগকে কহি- লেন, আপনার দেশ ও আপন পরিবারের নিকট ব্যতি- রেকে আর কুত্রাপি ভবিষ্যদ্বক্তা অসম্ভ্রান্ত হয় না। আর ৫৮ তিনি তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত সে স্থানে বিস্তর আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন না।

১৪ অধ্যায়।

১ যোহন বাপ্তাইজকের বধ ১৩ ও পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্যের দ্বারা পাঁচ সহস্র লোককে ভোজন করাওন ২২ ও সমুদ্রের উপর খ্রীষ্টের পদব্রজে গমন ৩৪ ও অনেক লোকের সুস্থ করণ।

ঐ সময়ে হেরোদ্‌রাজা যীশুর সুখ্যাতি শুনিয়া আপ- ১ নার দাসগণকে কহিল, এই ব্যক্তি যোহন্ বাপ্তাইজক হইবে; মৃতদের মধ্যহইতে তাহার উত্থান হওয়াতে ২

তাহাদ্বারা এ রূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে।
৩ পূর্ব্বে হেরোদ্ আপন ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার অনুরোধে যোহন্‌কে ধরিয়া বন্ধন করিয়া কারাগারে
৪ রাখিয়াছিল। কেননা যোহন্ কহিয়াছিল, ইহাকে রাখা
৫ তোমার কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে রাজা তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াও লোকদিগকে ভয় করিয়াছিল,
৬ যেহেতুক সকলে যোহন্‌কে ভবিষ্যদ্বক্তৃরূপে মানিত। কিন্তু হেরোদের জন্মদিনের উৎসব উপস্থিত হইলে, হেরোদিয়ার কন্যা রাজাদির সম্মুখে নৃত্য করিয়া হেরোদের তুষ্টি
৭ জন্মাইল। তাহাতে রাজা দিব্য পূর্ব্বক এই প্রতিজ্ঞা
৮ করিল, তুমি যাহা চাহ, আমি তাহাই দিব। সে কন্যা আপন মাতাহইতে শিক্ষা পাইয়া কহিল, যোহন্ বাপ্তাই-
৯ জকের মস্তক থালাতে করিয়া আমাকে দিউন্। তাহাতে রাজা শোকান্বিত হইল, কিন্তু আপন দিব্যের এবং ভোজনোপবিষ্ট সঙ্গিদের অনুরোধে তাহা দিতে আজ্ঞা
১০ করিল। পরে কারাগারে লোককে পাঠাইয়া যোহনের
১১ মস্তক ছেদন করাইয়া তাহা থালাতে আনাইয়া ঐ কন্যাকে
১২ দিলে সে আপন মাতার নিকটে লইয়া গেল। পরে যোহনের শিষ্যগণ আসিয়া দেহ লইয়া গিয়া কবর দিল, এবং যীশুর নিকটে গিয়া এই সংবাদ কহিল।

১৩ অনন্তর যীশু ইহা শুনিয়া নৌকাযোগে একাকী নির্জন স্থানে গমন করিলেন; পরে লোকেরা তাহা শুনিয়া নগর২ হইতে আসিয়া পদব্রজে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল।
১৪ তখন যীশু বাহিরে আসিয়া মহালোকারণ্য দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, ও তাহাদের পীড়িত লোক-
১৫ দিগকে সুস্থ করিলেন। পরে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে শিষ্যগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, এই নির্জন স্থান,

এবং বেলাও অবসান; অতএব লোকেরা যেন গ্রামে২ গিয়া আপনাদের নিমিত্তে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে, এ জন্যে তাহাদিগকে বিদায় করুন্। কিন্তু যীশু তাহাদিগকে কহি- ১৬ লেন, তাহাদের যাওয়া আবশ্যক নয়, তোমরাই তাহা- দিগকে ভোজন করাও। তাহাতে তাহারা কহিল, আমা- ১৭ দের এ স্থানে কেবল পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্য আছে। তখন তিনি কহিলেন, তাহাই আমার নিকটে আন। পরে ১৮ তিনি লোকদিগকে ঘাসের উপরে বসিতে আজ্ঞা করি- ১৯ লেন; এবং ঐ পাচ রুটী ও দুই মৎস্য লইয়া স্বর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া শিষ্য- দিগকে দিলে শিষ্যেরা লোকদিগকে দিল। তাহাতে সকলে ২০ ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইল; এবং অবশিষ্ট খাদ্যেতে পূর্ণ বারো ডালী উঠাইয়া লইল। এই ভোক্তারা স্ত্রী ও বালক ২১ ছাড়া ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র পুরুষ ছিল।

তদনন্তর যীশু লোক সকলকে বিদায় করণের পূর্ব্বে ২২ শিষ্যদিগকে নৌকারোহণ করিতে ও আপনার অগ্রে ওপা- রে যাইতে দৃঢ় আজ্ঞা দিলেন। আর লোক সকল ২৩ বিদায় হইলে তিনি বিরলে প্রার্থনা করিবার নিমিত্তে এক পর্ব্বতে গেলেন; পরে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে তিনি সেই স্থানে একাকী থাকিলেন। কিন্তু সেই সময়ে সম্মুখ ২৪ বাতাস প্রযুক্ত সমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গদ্বারা ঐ নৌকা দুলি- তেছিল। তখন চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে যীশু সমুদ্রের উপরে ২৫ পদব্রজে গমন করিয়া তাহাদের নিকটে গেলেন; কিন্তু ২৬ শিষ্যেরা তাঁহাকে সমুদ্রের উপরে হাঁটিতে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, ঐ ভূত; এবং শঙ্কাতে চেঁচাইতে লাগিল। অতএব যীশু তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, ২৭ সুস্থির হও, ভয় নাই, এ আমি। তাহাতে পিতর্ এই কথা ২৮

কহিল, হে প্রভো, যদি আপনি বটেন, তবে আমাকে আপনকার নিকটে জলের উপরে যাইতে আজ্ঞা করুন।
২৯ তাহাতে তিনি আসিতে আজ্ঞা করিলে পিতর্ নৌকা-হইতে নামিয়া যীশুর নিকটে যাইতে জলের উপরে হাঁটিল।
৩০ কিন্তু প্রচণ্ড বায়ু দেখিয়া ভয়েতে জলে ডুবিতে লাগিল; অতএব উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিল, হে প্রভো, আমাকে
৩১ রক্ষা করুন। যীশু তৎক্ষণাৎ হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাকে ধরিয়া কহিলেন, হে অল্পবিশ্বাসি, তুমি কেন সন্দেহ
৩২ করিলা? অনন্তর তাহারা নৌকারোহণ করিলে বাতাস
৩৩ নিবৃত্ত হইল। তখন যাহারা নৌকায় ছিল, তাহারা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, যথার্থ তুমিই ঈশ্বরের পুত্র।

৩৪ পরে তাহারা পার হইয়া গিনেষরৎ নামক প্রদেশে
৩৫ উপস্থিত হইলে পর তথাকার লোকেরা তাঁহার পরিচয় পাইয়া সেই দেশের চতুর্দ্দিগে সংবাদ পাঠাইয়া, যে স্থানে যত পীড়িত ছিল, তাবৎকেই তাঁহার নিকটে
৩৬ আনাইল। আর তাঁহার বস্ত্রের থোপ মাত্র স্পর্শ করিতে বিনতি করিলে যত লোক তাহা স্পর্শ করিল, সকলেই সুস্থ হইল।

১৫ অধ্যায়।

১ অধ্যাপক ও ফিরূশিদের প্রতি অনুযোগ ১০ ও মনুষ্য অপবিত্র হওনের কারণ নির্ণয়, ২১ ও এক কিনানীয় স্ত্রীর কন্যার সুস্থ করণ ২৯ ও অনেক২ লোকের সুস্থ করণ ৩২ ও সাত রুটী ও অল্প মৎস্যদ্বারা চারি সহস্র লোককে ভোজন করাওন।

১ অপর যিরূশালম্ নগরীয় কতক অধ্যাপক ও ফিরূশী
২ যীশুর নিকটে আসিয়া কহিল, তোমার শিষ্যগণ কি জন্যে অধৌত হস্তে ভোজন করিয়া প্রাচীনদের পরম্পরাগত

ব্যবহার লঙ্ঘন করিতেছে? তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, ৩
তোমরা আপনাদের পরম্পরাগত ব্যবহারেতে ঈশ্বরের
আজ্ঞা কেন লঙ্ঘন কর? ঈশ্বর এই আজ্ঞা দিলেন, "তুমি ৪
"আপন পিতা মাতাকে সম্ভ্রম কর," আর "যে ব্যক্তি
"আপন পিতা মাতাকে নিন্দা করে, সে নিতান্তই
"মরিবে।" কিন্তু তোমরা বলিয়া থাক, যে ব্যক্তি আপন ৫
পিতা কি মাতাকে এ কথা কহে, 'তুমি আমাহইতে যাহা
পাইতা, তাহা নিবেদিত হইল,' সেই ব্যক্তি আপন পিতা
মাতাকে আর সম্মান করিবে না। এই রূপে তোমরা ৬
আপনাদের পরম্পরাগত ব্যবহারেতে ঈশ্বরের আজ্ঞা
লোপ করিতেছ। অরে কপটি সকল, যিশয়িয় তোমাদের ৭
বিষয়ে এই ভবিষ্যদ্বাক্য বিলক্ষণ কহিয়াছে, "এই লোকেরা ৮
"আপনাদের মুখেতে আমার নিকটে আসিয়া থাকে,
"ও ওষ্ঠাধরেতে আমাকে সম্মান করিয়া থাকে, কিন্তু
"তাহাদের অন্তঃকরণ আমাহইতে দূরে থাকে; অতএব ৯
"মনুষ্যদের নিরূপিত বিধি আজ্ঞা জ্ঞানে শিক্ষা দিয়া
"তাহারা আমাকে বৃথা ভজনা করে।"

পরে যীশু লোকসমূহকে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমরা ১০
শুনিয়া বুঝ। মুখেতে যাহা প্রবিষ্ট হয়, তাহা মনুষ্যকে ১১
অপবিত্র করে না, কিন্তু মুখহইতে যাহা নির্গত হয়, তাহাই
মনুষ্যকে অপবিত্র করে। তখন শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহাকে ১২
কহিল, এই কথা শুনিয়া ফিরূশিরা বিঘ্ন পাইল, ইহা
কি আপনি জানেন? কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, আমার ১৩
স্বর্গস্থ পিতা যে সকল চারা রোপণ করেন নাই, সে সকল
উপড়ান যাইবে। তাহাদিগকে থাকিতে দেও, তাহারা ১৪
নিজে অন্ধ হইয়া অন্ধ লোকদের পথদর্শক হইতেছে;
যদি অন্ধ লোক অন্ধকে পথ দেখায়, তবে উভয়ই গর্ত্তে

১৫ পড়ে। তখন পিতর্ তাঁহাকে উত্তর করিল, এই দৃষ্টান্ত
১৬ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিউন। যীশু কহিলেন, তোমরাও
১৭ কি অদ্যাবধি অবোধ আছ? এই কথা কি বুঝ না?
মুখেতে যাহা প্রবিষ্ট হয়, তাহা উদরে পড়িয়া বহির্দ্দেশে
১৮ নির্গত হয়; কিন্তু মুখহইতে যাহা নির্গত হয়, তাহা অন্তঃকরণ
১৯ হইতে নির্গত হওয়াতে মনুষ্যকে অপবিত্র করে। কেননা
অন্তঃকরণহইতে কুচিন্তা, নরহত্যা, পরদার, বেশ্যাগমন,
চৌর্য্য, মিথ্যাসাক্ষ্য, ঈশ্বরের নিন্দা, এ সকল নির্গত হয়।
২০ আর এই সকল মনুষ্যকে অপবিত্র করে; কিন্তু অধৌত হস্তে
ভোজন করা মনুষ্যকে অপবিত্র করে না।

২১ পরে যীশু সে স্থানহইতে প্রস্থান করিয়া সোর্ ও সীদোন্
২২ নগরের সীমাতে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে এক কিনা-
নীয় স্ত্রী ঐ সীমাহইতে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে
কহিল, হে প্রভো, দায়ূদের সন্তান, আমার একটি কন্যা
ভূতগ্রস্তা হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে; আমার প্রতি
২৩ দয়া করুন্। কিন্তু যীশু তাহাকে কোন উত্তর দিলেন
না; তাহাতে শিষ্যেরা আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল,
এই স্ত্রী আমাদের পশ্চাৎ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া আসি-
২৪ তেছে, ইহাকে বিদায় করুন্। তখন তিনি এই উত্তর
করিলেন, ইস্রায়েল গোত্রের হারাণ মেষ ব্যতিরেকে
২৫ আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত নহি। পরে সে
স্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, হে প্রভো,
২৬ আমার উপকার করুন্। কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন,
বালকদের খাদ্য লইয়া কুক্কুরদের কাছে নিক্ষেপ করা
২৭ উচিত নয়। তখন সে কহিল, হে প্রভো, সে সত্য বটে;
তথাপি প্রভুর মেজহইতে যে উচ্ছিষ্ট পড়িয়া থাকে,
২৮ তাহা কুক্কুরেরা খায়। তাহাতে যীশু উত্তর দিলেন,

হে নারি, তোমার বড়ই বিশ্বাস, অতএব তোমার মনো-বাঞ্ছা সিদ্ধ হউক; তাহাতে তদ্দণ্ডেই তাহার কন্যা সুস্থা হইল।

তদনন্তর যীশু তথাহইতে প্রস্থান পূর্ব্বক গালীলীয় সমু- ২৯ দ্রের নিকটে আসিয়া পর্ব্বতারোহণ করিয়া সেই স্থানে বসিলেন। পরে লোকসমূহ অনেক২ খঞ্জ ও অন্ধ ও ৩০ বোবা ও নুলাদি লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া যীশুর কাছে আসিয়া তাঁহার চরণে রাখিল; তাহাতে তিনি তাহাদি-গকে সুস্থ করিলেন। এই রূপে বোবা কথা কহিতেছে, ৩১ ও নুলা সুস্থ হইতেছে, ও খঞ্জ গমন করিতেছে, ও অন্ধ দর্শন করিতেছে, এই সকল দেখিয়া লোকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল।

তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, এই ৩২ লোকারণ্যের প্রতি আমার দয়া হইতেছে; তাহারা তিন দিবস আমার সঙ্গে আছে, এবং তাহাদের নিকটে খাদ্য দ্রব্য কিছুই নাই; অতএব আমি তাহাদিগকে অনাহারে বিদায় করিব না, পাছে তাহারা পথের মধ্যে ক্লান্ত হয়। তখন শিষ্যেরা কহিল, এত লোককে তৃপ্ত করিতে আমরা ৩৩ এই প্রান্তরের মধ্যে কোথায় রুটী পাইব? যীশু জিজ্ঞা- ৩৪ সিলেন, তোমাদের কাছে কত রুটী আছে। তাহারা কহিল, সাত রুটী, আর অল্প ক্ষুদ্র মৎস্য আছে। তখন ৩৫ তিনি লোকসমূহকে ভূমিতে বসিতে আজ্ঞা করিয়া সেই ৩৬ সাত রুটী এবং মৎস্য লইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া শিষ্যদিগকে দিলে শিষ্যেরা লোকদিগকে দিল। তাহাতে সকলে ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইল; এবং অব- ৩৭ শিষ্ট খাদ্যেতে পূর্ণ সাত ডালী কুড়াইয়া লইল। এই ৩৮ ভোক্তারা স্ত্রী ও বালক ছাড়া প্রায় চারি সহস্র পুরুষ

৩৯ ছিল। তদনন্তর তিনি লোকসমূহকে বিদায় করিয়া নৌকা-
রোহণ পূর্ব্বক মগ্‌দলা প্রদেশে গেলেন।

১৬ অধ্যায়।

১ ফিরূশী কর্তৃক অদ্ভুত চিহ্ন চেষ্টা করণ, ৫ ও শিক্ষারূপ তাড়ি বিষয়ক সাবধানের উপদেশ, ১৩ ও খ্রীষ্টের বিষয়ে লোকদের অনুমান ও পিতরের স্বীকার ২১ ও খ্রীষ্টের আপন মৃত্যু প্রকাশ করণ ও পিতরের প্রতি অনুযোগ করণ, ২৪ ও আপন পশ্চাদ্‌গামি লোককে উপদেশ করণ।

১ তখন ফিরূশিরা ও সিদূকিরা আসিয়া তাঁহার পরীক্ষার্থে
আকাশে কোন এক চিহ্ন দেখাইতে তাঁহাকে নিবেদন
২ করিল। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, সন্ধ্যাকালে আ-
কাশের রক্তিমা দেখিলে তোমরা বলিয়া থাক, কল্য নি-
৩ র্ম্মল দিন হইবে ; এবং প্রাতঃকালে আকাশের রক্তবর্ণতা ও
মলিনতা দেখিলে বলিয়া থাক, অদ্য ঝড় হইবে। হে
কপটিরা, তোমরা আকাশের চিহ্ন যদি বঝিতে পার,
৪ তবে এই কালের লক্ষণ কেন বুঝিতে পার না ? এই কা-
লের দুষ্ট ও ব্যভিচারি লোকেরা চিহ্নের অন্বেষণ করে;
কিন্তু যূনস্‌ ভবিষ্যদ্বক্তার চিহ্ন ব্যতিরেকে আর কোন
চিহ্ন তাহাদিগকে দেখান যাইবে না। তখন তিনি তাহা-
দিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

৫ তদনন্তর অন্য পারে গমন সময়ে তাঁহার শিষ্যেরা রুটী
৬ সঙ্গে লইতে বিস্মৃত হইল। পরে যীশু তাহাদিগকে কহি-
লেন, তোমরা সতর্ক হইয়া ফিরূশি ও সিদূকিদের তাড়ির
৭ প্রতি সাবধান হও। তাহাতে তাহারা পরস্পর বিবেচনা
করিয়া কহিতে লাগিল, আমরা রুটী সঙ্গে আনি নাই,
৮ এই জন্যে ইহা কহিতেছেন। তাহা বুঝিয়া যীশু তাহা-
দিগকে কহিলেন, হে অল্পবিশ্বাসিরা, তোমরা রুটী আন

নাই, ইহাতে কেন পরস্পর এমত বিবেচনা করিতেছ? তোমরা কি অদ্যাপি বুঝ না? পাঁচ রুটীতে পাঁচ সহস্র ৯ পুরুষকে ভোজন করাইলে অবশিষ্ট কত ডালী উঠাইয়া লইলা; এবং সাত রুটীতে চারি সহস্র পুরুষকে ভোজন ১০ করাইলেও কত ডালী উঠাইয়া লইলা, তাহা কি তোমাদের মনে পড়ে না? অতএব ফিরূশি ও সিদূকিদের তা- ১১ ড়ীর প্রতি সাবধান থাক, এ কথা আমি রুটীর বিষয়ে কহি নাই, ইহা তোমরা কেন বুঝ না? তখন রুটীর তা- ১২ ড়ীর প্রতি সাবধান থাকিতে না কহিয়া ফিরূশি ও সিদূকিদের উপদেশের প্রতি সাবধান থাকিতে কহিলেন, তাহারা ইহা বুঝিল।

অপর যীশু কৈসরিয়া ফিলিপীর নিকটস্থ প্রদেশে আ- ১৩ সিয়া শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মনুষ্যপুত্র যে আমি, আমি কে, এ বিষয়ে লোকেরা কি বলে? তখন তাহা- ১৪ রা কহিল, কেহ২ বলে, তুমি যোহন্ বাপ্তাইজক; এবং কেহ২ বলে, তুমি এলিয়; ও কেহ২ বলে, তুমি যিরিমিয় কিম্বা অন্য ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের এক জন। পরে তিনি ১৫ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, কিন্তু আমি কে, এ বিষয়ে তোমরা কি বল? তাহাতে শিমোন্ পিতর উত্তর করিল, ১৬ তুমি অমর ঈশ্বরের অভিষিক্ত পুত্র। তাহাতে যীশু কহি- ১৭ লেন, হে যূনসের পুত্র শিমোন্, তুমি ধন্য, কেননা কোন মনুষ্য তোমাতে এই জ্ঞানের উদয় করে নাই, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতা উদয় করিয়াছেন। অতএব আমি ১৮ তোমাকে কহিতেছি, তুমি পিতর্ (প্রস্তর) বট, এবং এই প্রস্তরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী নির্ম্মাণ করিব; তাহাতে পরলোক তাহাকে পরাজয় করিতে পারিবে না। এবং আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবি দিব; তাহাতে ১৯

তুমি পৃথিবীতে যাহা বদ্ধ করিবা, তাহা স্বর্গেতে বদ্ধ হইবে ; এবং পৃথিবীতে যাহা মুক্ত করিবা, তাহা স্বর্গেতে
২০ মুক্ত হইবে। পরে তিনি শিষ্যদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, আমি যে অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা, এ কথা তোমরা কাহাকে কহিও না।

২১ আর যিরূশালম্ নগরে গিয়া প্রাচীন লোকদের ও প্রধান যাজক এবং অধ্যাপকগণের নিকটে আমাকে অনেক২ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এবং তাহাদের দ্বারা হত হইতে হইবে, আর তৃতীয় দিবসে উত্থান করিতে হইবে, এই কথা যীশু ঐ সময়াবধি শিষ্যদিগকে জানাইতে
২২ লাগিলেন। তাহাতে পিতর্ তাঁহার হস্ত ধরিয়া অনুযোগ করিয়া কহিতে লাগিল, হে প্রভো, তাহা তোমাহইতে
২৩ দূরে থাকুক, তোমার প্রতি কখনো ঘটিবে না। কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া পিতর্কে কহিলেন, হে বিঘ্নকারি, আমার সম্মুখহইতে দূর হও, তুমি আমার প্রতি বাধক হইতেছ ; যাহা ঈশ্বরের তাহাতে নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের তাহাতে তোমার রুচি আছে।

২৪ পরে যীশু আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, কেহ যদি আমার পশ্চাদ্গামী হইতে বাঞ্ছা করে, তবে সে আপনাকে দমন করুক, এবং আপন ক্রুশ তুলিয়া লইয়া আমার
২৫ পশ্চাৎ আইসুক। কেননা যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, সেই তাহা হারাইবে ; কিন্তু যে কেহ আমার নিমিত্তে আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা পাইবে।
২৬ আর মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ প্রাপ্ত হইয়া আপন প্রাণ হারায়, তবে তাহার কি লাভ ? কিম্বা মনুষ্য আপন প্রা-
২৭ ণের পরিবর্ত্তে বা কি দিতে পারে ? মনুষ্যপুত্র আপন দূতগণের সহিত পিতার প্রভাবে আসিবেন, এবং তৎকালে

প্রত্যেক মনুষ্যকে আপন২ ক্রিয়ানুসারে ফল দিবেন। আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, মনুষ্যপুত্রকে আপন ২৮ রাজ্যে আগত না দেখিলে মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না, এই স্থানে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের মধ্যেও এমন কএক লোক আছে।

১৭ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের অন্য মূর্ত্তি ধারণ ৯ ও এলিয়ের বিষয়ে কথা কহন ১৪ ও মৃগীরোগিকে সুস্থ করণ ২২ ও আপন মৃত্যুর কথা প্রকাশ করণ ২৪ ও কর দিবার জন্যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করণ।

অনন্তর ছয় দিনের পরে যীশু পিতরকে এবং যাকূব্‌কে ও ১ তাহার ভ্রাতা যোহন্‌কে সঙ্গে লইয়া এক উচ্চ পর্ব্বতের নির্জ্জন স্থানে আনিয়া তাহাদের সাক্ষাতে অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; তাহাতে তাঁহার মুখ সূর্য্যের ন্যায় তেজোময়, ২ এবং তাঁহার পরিচ্ছদ দীপ্তির ন্যায় শুক্লবর্ণ হইল। এবং ৩ মূসা ও এলিয় তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে২ তাহাদের নিকটে দর্শন দিল। তখন পিতর যীশুকে কহিল, হে ৪ প্রভো, আমাদের এ স্থানে থাকা ভাল; আর যদি আপনকার অভিমত হয়, তবে আমরা আপনকার জন্যে এক, ও মূসার জন্যে এক, এবং এলিয়ের জন্যে এক, এই তিনটা কুটীর নির্ম্মাণ করি। এই কথা কহিবার সময়ে এক ৫ উজ্জ্বল মেঘ তাহাদিগকে ছায়া করিল, এবং সেই মেঘহইতে এই আকাশবাণী হইল, 'এই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমার পরম সন্তোষ, ইহাঁর কথায় তোমরা মনোযোগ কর।' কিন্তু এই কথা শুনিবামাত্র শিষ্যেরা ৬ অত্যন্ত শঙ্কাযুক্ত হইয়া উবুড় হইয়া পড়িল। তখন যীশু ৭ আসিয়া তাহাদের গাত্র স্পর্শ করিয়া কহিলেন, উঠ, ভয় করিও না। তখন তাহারা চক্ষু তুলিয়া যীশু ব্যতিরেকে ৮ আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

৯ তদনন্তর পর্ব্বতহইতে নামিবার সময়ে যীশু তাহাদিগকে এই আজ্ঞা করিলেন, যাবৎ কবরহইতে মনুষ্যপুত্রের উত্থান না হয়, তাবৎ তোমরা এই দর্শনের কথা কাহা-
১০ কেও কহিও না। তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রথমে এলিয়ের আগমন হইবে, অধ্যাপকেরা তবে এই
১১ কথা কেন বলে? তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, এলিয় প্রথমে আসিয়া সকল বিষয়ের সাধন করিবে, এই কথা
১২ সত্যই বটে; কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এলিয় আসিয়া গিয়াছে, এবং লোকেরা তাহাকে না চিনিয়া তাহার প্রতি আপনাদের ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করিয়াছে; আর তাহাদের নিকটে মনুষ্যপুত্রকেও তদ্রূপ দুঃখ ভোগ
১৩ করিতে হইবে। তখন তিনি যোহন্ বাপ্তাইজকের বিষয়ে ঐ কথা কহিলেন, তাঁহার শিষ্যেরা এমত বুঝিল।
১৪ পরে তাহারা লোকারণ্যের নিকটে আইলে এক জন
১৫ তাঁহার কাছে আসিয়া জানু পাতিয়া কহিল, হে প্রভো, আমার পুত্রের প্রতি দয়া করুন, সে মৃগীরোগেতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বারে২ অগ্নিতে ও বারে২ জলের মধ্যে
১৬ পতিত হয়। অতএব আপনকার শিষ্যদের নিকটে তাহাকে আনিলাম, কিন্তু তাহারা তাহাকে সুস্থ করিতে পা-
১৭ রিল না। তখন যীশু উত্তর করিলেন, অরে অবিশ্বাসি ও বিপথগামি বংশ, আর কত কাল তোমাদের নিকটে থাকিব? আর কত কাল বা তোমাদের ভার সহ্য করি-
১৮ ব? তাহাকে আমার কাছে এই স্থানে আন। পরে যীশু ধমক্ দিবামাত্র সেই ভূত তাহাকে ছাড়িয়া গেলে তদ্দণ্ডে
১৯ সেই বালক সুস্থ হইল। অনন্তর শিষ্যেরা বিরলে যীশুর নিকটে আসিয়া কহিল, আমরা কেন সেই ভূতকে
২০ ছাড়াইতে পারিলাম না? যীশু তাহাদিগকে কহিলেন,

তোমাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত; আমি তোমাদিগকে যথা-
র্থ কহিতেছি, যদি তোমাদের এক সর্ষপের মত বিশ্বাস
হয়, তবে তোমরা এ পর্ব্বতকে 'এই স্থানহইতে ঐ স্থানে
চল' বলিলে সে তখনি চলিবে, এবং তোমাদের অসা-
ধ্য কর্ম্ম কিছুই থাকিবে না। কিন্তু প্রার্থনা ও উপবাস ২১
ব্যতিরেকে এ প্রকার ভূত ছাড়ান যায় না।

অপর তাহাদের গালীল্ প্রদেশে ভ্রমণ করিবার স- ২২
ময়ে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, মনুষ্যপুত্র লোকদের
হস্তগত হইবেন; এবং তাহাদের দ্বারা হত হইলে তৃতীয় ২৩
দিবসে উত্থাপিত হইবেন। তাহাতে তাহারা অত্যন্ত
দুঃখিত হইল।

তদনন্তর তাহারা কফর্নাহূম্ নগরে আগমন করিলে ২৪
করসঞ্চয়কারিরা পিতরের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিল,
তোমাদের গুরু কি মন্দিরের কর দেন না? তাহাতে পি- ২৫
তর্ কহিল, দিয়া থাকেন। পরে সে গৃহমধ্যে আইলে
তাহার কথা কহনের পূর্ব্বেই যীশু কহিলেন, হে শিমোন,
পৃথিবীর রাজারা আপন২ সন্তানদের কি অন্য লোকদের,
কাহাদের হইতে কর ও রাজস্ব গ্রহণ করিয়া থাকে? এ বি-
ষয়ে তোমার কি বোধ হয়? পিতর্ কহিল, অন্য লোকদের ২৬
হইতে। তখন যীশু কহিলেন, তবে সন্তানেরা মুক্ত আছে।
তথাপি আমরা যেন তাহাদের বিঘ্ন না জন্মাই, এই জন্যে ২৭
তুমি সমুদ্রের তটে গিয়া বড়িশ ফেল, তাহাতে প্রথমে
যে মৎস্য উঠিবে, তাহা ধরিয়া তাহার মুখ খুলিলে এক
তোলা রূপা পাইবা; তাহা লইয়া আমার এবং তোমার
নিমিত্তে তাহাদিগকে দেও।

১৮ অধ্যায়।

১ নম্র হওনের ও বিঘ্ন জন্মাওনের উপদেশ ১৫ এবং দোষি ভ্রাতার প্রতি আচরণের বিষয় ২১ এবং ক্ষমা করণের সংখ্যা নির্ণয় ২৩ ও ক্ষমা করণের দৃষ্টান্ত।

১　সেই সময়ে শিষ্যেরা যীশুর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা
২ করিল, স্বর্গরাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তাহাতে যীশু এক ক্ষুদ্র বালককে আপনার নিকটে ডাকিয়া তাহাদের মধ্যে
৩ রাখিয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, তোমরা মনের পরিবর্ত্তন করিয়া ক্ষুদ্র বালকদের সদৃশ না
৪ হইলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবা না। যে কেহ এই ক্ষুদ্র বালকের সদৃশ আপনাকে নম্র করে, সেই স্বর্গ-
৫ রাজ্যে শ্রেষ্ঠ। আর যে কেহ আমার নামেতে ইহার মত কোন বালককে অতিথি করে, সে আমাকেই অতিথি
৬ করে। কিন্তু কেহ যদি আমাতে বিশ্বাসকারী এই ক্ষুদ্র প্রাণিদের মধ্যে এক জনেরও বিঘ্ন জন্মায়, তবে গলদেশে যাঁতাবদ্ধ হইয়া সমুদ্রের অগাধ জলে মগ্ন হওয়া বরঞ্চ
৭ তাহার ভাল। বিঘ্নপ্রযুক্ত জগতের সন্তাপ হইবে; বিঘ্ন অবশ্যই জন্মিবে; কিন্তু যে মনুষ্যদ্বারা বিঘ্ন জন্মিবে, তাহা-
৮ রই সন্তাপ হইবে। অতএব তোমার হস্ত কিম্বা চরণ যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা ছেদন করিয়া দূরে ফেলিয়া দেও; দুই হস্ত দুই চরণ বিশিষ্ট হইয়া অনন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওন অপেক্ষা বরঞ্চ খঞ্জ কিম্বা নুলা হইয়া
৯ জীবনে প্রবেশ করা ভাল। আর তোমার চক্ষুও যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উৎপাটন করিয়া দূরে ফেলিয়া দেও; দুই চক্ষুর্বিশিষ্ট হইয়া নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওন অপেক্ষা বরঞ্চ একচক্ষু হইয়া জীবনে প্রবেশ করা
১০ তোমার ভাল। অতএব সাবধান, এই ক্ষুদ্র প্রাণিদের

মধ্যে এককেও তুচ্ছ জ্ঞান করিও না; কেননা আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, স্বর্গে তাহাদের দূতগণ আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ নিত্য দর্শন করে। এবং যাহা ১১ হারাণ হইয়াছিল, তাহা রক্ষা করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন। তোমরা এ বিষয়ে বিবেচনা কর। কোন ব্যক্তির ১২ এক শত মেষ থাকিলে তাহার মধ্যে যদি একটা হারায়, তবে সে নিরানব্বইটা মেষ ছাড়িয়া পর্ব্বতে গিয়া সেই হারাণ মেষের অন্বেষণ কি করে না? আর যদি ঘটনাক্রমে ১৩ তাহার উদ্দেশ পায়, তবে আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, ঐ অবিপথগামি নিরানব্বই মেষের অপেক্ষা সেই এক মেষের নিমিত্তে অধিক আহ্লাদিত হয়। তদ্রূপ এই ১৪ ক্ষুদ্র প্রাণিদের মধ্যে যে একটিও নষ্ট হয়, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার এমন অভিমত নহে।

আর যদি তোমার ভ্রাতা তোমার নিকটে কোন অপ- ১৫ রাধ করে, তবে গিয়া কেবল তোমরা দুই জন থাকিয়া তাহার দোষ তাহাকে জ্ঞাত কর; তাহাতে সে যদি তোমার কথা শুনে, তবে তুমি আপন ভ্রাতাকে পাইলা। কিন্তু যদি না শুনে, তবে আর এক বা দুই জনকে সঙ্গে ১৬ লইয়া যাও; তাহাতে "দুই কিম্বা তিন সাক্ষির প্রমাণ- "দ্বারা বিচার নিষ্পন্ন হইবে।" কিন্তু সে যদি তাহাদের ১৭ কথা অমান্য করে, তবে মণ্ডলীকে তাহা জ্ঞাত কর; কিন্তু যদি মণ্ডলীর কথাও অমান্য করে, তবে সে তোমার নিকটে দেবপূজক ও চণ্ডালের সদৃশ হইবে। আমি তো- ১৮ মাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, তোমরা পৃথিবীতে যাহা বদ্ধ করিবা, তাহা স্বর্গেতে বদ্ধ হইবে; এবং পৃথিবীতে যাহা মুক্ত করিবা, তাহা স্বর্গেতে মুক্ত হইবে। পুনশ্চ আমি ১৯ তোমাদিগকে কহিতেছি, পৃথিবীতে তোমাদের দুই জন

একপরামর্শ হইয়া যদি কিছু প্রার্থনা করে, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতাদ্বারা তাহা তাহাদের জন্যে সম্পন্ন হইবে।
২০ কেননা যে স্থানে দুই তিন জন আমার নামেতে একত্র হয়, সেই স্থানে আমি তাহাদের মধ্যে আছি।
২১ তখন পিতর তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, হে প্রভো, আমার ভ্রাতা আমার নিকটে অপরাধ করিলে তাহাকে
২২ কতবার ক্ষমা করিব? কি সাত বার পর্য্যন্ত? যীশু তাহাকে কহিলেন, তোমাকে কেবল সাত বার পর্য্যন্ত বলি না, কিন্তু সত্তর গুণ সাত বার পর্য্যন্ত।
২৩ আর আপন দাসগণের সহিত লেখা যোখা করিতে ইচ্ছু-
২৪ ক, এমত এক রাজার মত স্বর্গরাজ্য। ঐ লেখা যোখা আরম্ভ করিলে দশ সহস্র তোড়ার ঋণী এক দাস তাহার
২৫ নিকটে আনীত হইল। কিন্তু তাহার পরিশোধ করিবার কিছু যোত্র না থাকাতে তাহার প্রভু তাহাকে ও তাহার স্ত্রী পুত্রাদি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া পরিশোধ লইতে আজ্ঞা
২৬ দিল। তাহাতে সে দাস তাহার চরণে পড়িয়া প্রণাম করিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনি ধৈর্য্য করুন, আমি
২৭ তাবৎ পরিশোধ করিব। তখন সে দাসের প্রভু সদয়
২৮ হইয়া সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিয়া তাহাকে মুক্ত করিল। কিন্তু সে দাস বাহিরে গেলে তাহার এক শত সিকি ধারিত যে এক জন সঙ্গিদাস, তাহার দেখা পাইয়া তাহাকে ধরিয়া গলা টিপি দিয়া কহিতে লাগিল, আমার যে পাওনা, তাহা
২৯ পরিশোধ কর। তখন তাহার সহদাস তাহার চরণে পড়িয়া কাকুক্তি পূর্ব্বক কহিল, তুমি ধৈর্য্য কর, আমি তাবৎ পরি-
৩০ শোধ করিব। তথাচ সে স্বীকৃত না হইয়া, যে পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ না করে, তাবৎ তাহাকে কারাগারে বদ্ধ
৩১ রাখিল। তাহাতে তাহার সঙ্গিদাসেরা তাহার এই রূপ

ব্যবহার দেখিয়া বড় দুঃখিত হইয়া আপনাদের প্রভুর কাছে গিয়া ঐ সকল বিবরণ নিবেদন করিল। তখন তা- ৩২ হার প্রভু তাহাকে ডাকাইয়া কহিল, অরে দুষ্ট দাস, তুমি আমার নিকটে প্রার্থনা করাতে আমি তোমার সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিলাম; তবে আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া ৩৩ করিলাম, তেমনি আপন সঙ্গিদাসের প্রতি দয়া করা কি তোমার উচিত ছিল না? এ কথা কহিয়া তাহার প্রভু ৩৪ ক্রোধান্বিত হইয়া আপনার পাওনা যে পর্য্যন্ত সে পরিশোধ না করে, তাবৎ প্রহারিদের নিকটে তাহাকে সমর্পণ করিল। তোমরা যদি প্রতিজন অন্তঃকরণে আপন২ ৩৫ ভ্রাতাদের অপরাধ ক্ষমা না কর, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদিগের প্রতি এই রূপ করিবেন।

১৯ অধ্যায়।

১ রোগিদিগকে সুস্থ করণ ৩ এবং বিবাহের বিষয় ১৩ ও শিশুগণকে গ্রাহ্য করণ ১৬ ও এক যুব লোকের প্রতি উপদেশ ২৩ ও ধনি লোকদের ত্রাণ কঠিন হওনের বিষয় ২৭ ও খ্রীষ্টের শিষ্যদের পুরস্কার।

অনন্তর এই সকল কথা সাঙ্গ হইলে যীশু গালীল্‌হইতে ১ প্রস্থান করিয়া যর্দ্দনের তীরস্থ যিহূদা প্রদেশে উপস্থিত হইলেন; তাহাতে সে স্থানেও লোকসমূহ তাঁহার পশ্চাৎ ২ গমন করিলে তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন।

তদনন্তর ফিরূশিরা তাঁহার নিকটে আসিয়া পরীক্ষার্থে ৩ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কোন কারণেতে মনুষ্য কি আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে? তাহাতে তিনি ৪ উত্তর করিলেন, ঈশ্বর প্রথমে পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া মনুষ্যদিগকে সৃষ্টি করিলেন, এবং কহিলেন, "এ প্রযুক্ত মনুষ্য ৫ "আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে "আসক্ত হইবে, এবং সে দুই জন একাঙ্গ হইবে," ইহা

৬ কি তোমরা পাঠ কর নাই? অতএব তাহারা আর দুই নহে, একাঙ্গ আছে; আর ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া
৭ দিলেন, মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক। তখন তাহারা তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিল, তবে ত্যাগ পত্র দিয়া আপন২
৮ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করণের ব্যবস্থা মূসা কেন দিল? তাহাতে তিনি কহিলেন, তোমাদের অন্তঃকরণের কাঠিন্য প্রযুক্ত মূসা তোমাদিগকে স্ব২ স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে অনুমতি
৯ দিল, কিন্তু প্রথমাবধি এমন বিধি ছিল না। অতএব আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ব্যভিচার দোষ না পাইয়া কেহ যদি আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যাকে বিবাহ করে, তবে সে ব্যভিচার করে; এবং যে ব্যক্তি সেই
১০ ত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে। তখন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিল, যদি আপন স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের এমন সম্বন্ধ হয়, তবে বিবাহ করাই ভাল নয়।
১১ তাহাতে তিনি কহিলেন, যাহাদিগকে সে ক্ষমতা দত্ত হইয়াছে, তাহারা বিনা আর কোন মনুষ্য এই কথা গ্রাহ্য
১২ করিতে পারে না। কতক জন্মনপুংসক, ও কতক মনুষ্যকৃত নপুংসক, এবং স্বর্গরাজ্যের নিমিত্তে কতক স্বকৃত নপুংসক আছে; যে গ্রাহ্য করিতে পারে, সে গ্রাহ্য করুক।

১৩ অপর তিনি শিশুগণের গাত্রে হস্ত দিয়া যেন প্রার্থনা করেন, এ জন্যে তাঁহার নিকটে শিশুগণ আনীত হইল; তাহাতে শিষ্যেরা আনয়নকারিদিগকে অনুযোগ করিল।
১৪ কিন্তু যীশু কহিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, তাহাদিগকে বারণ করিও না; কেননা এই মত
১৫ ব্যক্তিরা স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। পরে তিনি তাহাদের গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া সে স্থানহইতে প্রস্থান করিলেন।

অপর এক জন আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল, হে পরম ১৬ গুরো, অনন্ত পরমায়ুঃ প্রাপ্তির নিমিত্তে আমার কি২ সৎকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য? তাহাতে তিনি কহিলেন, আমাকে ১৭ পরম করিয়া কেন বল? ঈশ্বর ব্যতিরেকে কেহই পরম হয় না; কিন্তু অনন্ত পরমায়ুঃ পাইতে যদি বাঞ্ছা কর, তবে আজ্ঞা সকল পালন কর। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, ১৮ কোন্২ আজ্ঞা? তাহাতে যীশু কহিলেন, "নরহত্যা করিও "না, ও চুরি করিও না, ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না; এবং ১৯ "তুমি আপন পিতা মাতাকে সম্ভ্রম করিও, এবং তোমার "প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম করিও।" সে যুবা কহিল, ২০ বালককালাবধি এই সকল পালন করিয়া আসিতেছি, এখন আমার কি ত্রুটি আছে? তাহাতে যীশু কহিলেন, ২১ যদি সিদ্ধ হইতে বাঞ্ছা কর, তবে গিয়া আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর, তাহাতে স্বর্গেতে ধন পাইবা; পরে আসিয়া আমার পশ্চাদ্গামী হও। এ কথা শুনিয়া সে যুবা বিষণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল, কারণ ২২ তাহার বিস্তর সম্পত্তি ছিল।

তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, ধনি লোকের ২৩ স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর, ইহা আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি। এবং আর বার তোমাদিগকে কহি- ২৪ তেছি, ঈশ্বরের রাজ্যে ধনি লোকের প্রবেশ করণ অপেক্ষা বরং সূচির ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের গমনাগমন করা সহজ। এ ২৫ কথা শুনিয়া শিষ্যেরা অতি চমৎকৃত হইয়া কহিল, তবে কাহার পরিত্রাণ হইতে পারে? তাহাতে তিনি তাহাদের ২৬ প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, তাহা মনুষ্যদের অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের সকলি সাধ্য।

২৭ তখন পিতর তাঁহাকে কহিল, দেখ, আমরা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া তোমার পশ্চাদ্গামী হইলাম, আমরা
২৮ কি পাইব? তাহাতে যীশু কহিলেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, তোমরা আমার পশ্চাদ্গামী হইতেছ, এই হেতুক নূতন সৃষ্টি করণের সময়ে যখন মনুষ্যপুত্র আপন ঐশ্বর্য্যশালি সিংহাসনে বসিবেন, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার
২৯ করিবা। এবং যে কোন ব্যক্তি আমার নাম-প্রযুক্ত বাটী কি ভ্রাতা কি ভগিনী কি পিতা কি মাতা কি স্ত্রী কি বালক কি ভূমি পরিত্যাগ করে, সে শত গুণ পাইবে; এবং
৩০ অনন্ত পরমায়ুরও অধিকারী হইবে। কিন্তু অগ্রের অনেক লোক পশ্চাৎ ও পশ্চাতের অনেক লোক অগ্রে পড়িবে।

২০ অধ্যায়।

১ কৃষাণ লোকদের দৃষ্টান্ত ১৭ ও খ্রীষ্টের আপন মৃত্যু প্রকাশ করণ ২০ ও দুই শিষ্যকে উত্তর দিয়া নম্র হওনের উপদেশ করণ ২৯ ও দুই অন্ধ লোককে চক্ষু দেওন।

১ স্বর্গরাজ্য এমন এক গৃহস্থের তুল্য, যে অতি প্রভাতে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কৃষাণ লোকদিগকে নিযুক্ত করিতে
২ গেল। পরে তাহাদের সহিত দিন এক সিকি বেতন নিয়ম করিয়া তাহাদিগকে দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ করিল।
৩ অনন্তর এক প্রহর বেলার সময়ে গিয়া হাটে কএক
৪ জনকে নিষ্কর্ম্মে থাকিতে দেখিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমরাও আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও, আমি তোমাদিগকে উপযুক্ত বেতন দিব; তাহাতে তাহারা প্রস্থান করিল।
৫ পুনশ্চ সে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরের সময়ে বাহিরে গিয়া
৬ তদ্রূপ করিল। পরে এক ঘণ্টা বেলা থাকিতে বাহিরে গিয়া আর২ কএক জনকে নিষ্কর্ম্মে থাকিতে দেখিয়া

জিজ্ঞাসিল, তোমরা কি জন্যে এই স্থানে তাবৎ দিন
নিষ্কর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছ? তাহাতে তাহারা বলিল, কেহই ৭
আমাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করে নাই। তখন সে কহিল,
তোমরাও আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রেতে যাও, তাহাতে উপযুক্ত
বেতন পাইবা। অনন্তর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে ৮
সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা অধ্যক্ষকে কহিল, কৃষাণদিগকে
ডাকিয়া শেষ জন অবধি আরম্ভ করিয়া প্রথম জন
পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বেতন দেও। তাহাতে যাহারা এক ৯
ঘণ্টা থাকিতে আসিয়াছিল, তাহারা প্রত্যেক জন এক২
সিকি পাইল। তখন প্রথম নিযুক্ত লোকেরা আসিয়া ১০
অনুমান করিল, আমরা অধিক পাইব; কিন্তু তাহারাও
এক২ সিকি পাইল। তাহাতে তাহা গ্রহণ করিয়া সেই ১১
গৃহস্থের সহিত বচসা করিয়া কহিল, আমরা সমস্ত দিন ১২
তাপ ও ক্লেশ ভোগ করিলাম, কিন্তু যে পশ্চাতের লোকেরা
এক ঘণ্টামাত্র কর্ম্ম করিল, তাহাদিগকেও আমাদের
সমান করিলা। তাহাতে সে তাহাদের এক জনকে উত্তর ১৩
করিল, হে বৎস, আমি তোমার কিছুই অন্যায় করি
নাই; তুমি কি আমার নিকটে এক সিকিতে স্বীকার
করিলা না? অতএব তোমার যে পাওনা, তাহা লইয়া ১৪
যাও; তোমার মত এই পশ্চাৎ নিযুক্ত লোককেও দিতে
আমার ইচ্ছা আছে। স্বেচ্ছানুসারে নিজ দ্রব্য ব্যবহার ১৫
করিতে কি আমার ক্ষমতা নাই? কিম্বা আমার দাতৃত্ব
প্রযুক্ত তুমি কি ঈর্ষ্যা দৃষ্টি করিতেছ? এই রূপে অগ্রের ১৬
লোকেরা পশ্চাৎ, ও পশ্চাতের লোকেরা অগ্রে পড়িবে;
অনেকেই আহূত, কিন্তু অল্প মনোনীত।

তদনন্তর যীশু যিরূশালম্ নগরে যাইতে২ গোপনে ১৭
পথের মধ্যে দ্বাদশ শিষ্যকে লইয়া কহিলেন, দেখ, আ- ১৮

মরা যিরূশালম্ নগরে যাইতেছি; তাহাতে মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণের হস্তে সমর্পিত হইবেন; এবং তাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়া পরিহাস ও কোড়া
১৯ প্রহার, এবং ক্রুশেতে বধ করাইবার নিমিত্তে অন্যদেশীয়-দের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে; পরে তিনি তৃতীয় দিবসে কবরহইতে উঠিবেন।

২০ তখন সিবদিয়ের স্ত্রী আপন পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া যীশুর নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার কাছে
২১ কিছু অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিল। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, তুমি কি চাহ? তাহাতে সে কহিল, আপনকার রাজ্যে আমার এই দুই পুত্রের এক জনকে আপন দক্ষিণ পার্শ্বে,
২২ ও দ্বিতীয় জনকে বাম পার্শ্বে বসিতে আজ্ঞা করুন। যীশু উত্তর করিলেন, তোমরা যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহা বুঝ না; আমি যে বাটীতে পান করিব, তাহাতে কি তোমরা পান করিতে পারিবা? এবং আমি যে প্রকার বাপ্তিস্মেতে বাপ্তাইজিত হইব, তাহাতে কি তোমরা বাপ্তাইজিত
২৩ হইতে পারিবা? তাহারা বলিল, পারিব। তখন তিনি কহিলেন, তোমরা আমার বাটীতে অবশ্য পান করিবা, এবং আমি যে প্রকার বাপ্তিস্মেতে বাপ্তাইজিত হইব, তাহাতে তোমরাও বাপ্তাইজিত হইবা; কিন্তু যাহাদের নিমিত্তে আমার পিতাকর্তৃক আমার দক্ষিণ পার্শ্বে ও বাম পার্শ্বে আসন প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহাদের ব্যতিরেকে আর কাহাকেও তাহাতে বসাইতে আমার অধিকার নাই।
২৪ এই কথা শুনিয়া অন্য দশ শিষ্য ঐ দুই ভ্রাতার প্রতি
২৫ ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু যীশু আপনার নিকটে তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, অন্যদেশীয়দের ভূপতিগণ তাহাদের উপরে প্রভুত্ব করে, এবং যাহারা প্রধান, তাহারা তাহাদের

উপরে কর্তৃত্ব করে, ইহা তোমরা জান। কিন্তু তোমাদের ২৬ মধ্যে তদ্রূপ হইবে না; তোমাদের মধ্যে যে কেহ প্রধান হইতে চাহে, সে তোমাদের সেবক হউক; এবং তোমা- ২৭ দের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করে, সে তোমাদের দাস হউক। এই রূপে মনুষ্যপুত্র সেবা পাইতে নয়, কিন্তু ২৮ সেবা করিতে, এবং অনেকের পরিত্রাণের মূল্যরূপ আপন প্রাণ দিতে আসিয়াছেন।

পরে যিরীহো নগরহইতে তাহাদের প্রস্থান করণের স- ২৯ ময়ে তাঁহার পশ্চাৎ অনেক২ লোক গমন করিল। আর ৩০ পথের পার্শ্বে বসিয়া থাকিত যে দুই জন অন্ধ, তাহারা ঐ পথ দিয়া যীশুর গমন সংবাদ শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে প্রভো, দায়ূদের সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন। তাহাতে লোক সকল চুপ২ বলিয়া তাহাদিগকে ধমক্ ৩১ দিল; কিন্তু তাহারা আরও অধিক চেঁচাইয়া বলিল, হে প্রভো, দায়ূদের সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন। তখন ৩২ যীশু স্থগিত হইয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা কি চাহ? তোমাদের নিমিত্তে আমি কি করিব? তাহাতে ৩৩ তাহারা কহিল, হে প্রভো, আমাদের চক্ষুঃ প্রসন্ন হউক। তখন যীশু তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া তাহাদের চক্ষুঃ ৩৪ স্পর্শ করিলেন, তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহারা দেখিতে পাইল ও তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল।

২১ অধ্যায়।

১ গর্দ্দভারূঢ় খ্রীষ্টের যিরূশালমে যাত্রা ১২ ও মন্দিরহইতে বণিক লোককে দূর করণ ১৮ ও নিস্ফল ডুম্বুর বৃক্ষকে শাপ দেওন ২৩ ও প্রধান যাজকদিগকে নিরুত্তর করণ ২৮ ও দুই পুত্রের দৃষ্টান্তকথা ৩৩ এবং গৃহস্থ ও কৃষকদের দৃষ্টান্ত।

পরে তাহারা যিরূশালম্ নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়া জৈ- ১ তুন নামক পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বৈৎফগী গ্রামে উপস্থিত

হইলে পর যীশু দুই শিষ্যকে ইহা কহিয়া পাঠাইলেন,
২ তোমরা ঐ সম্মুখস্থ গ্রামে গিয়া হঠাৎ যে বান্ধা সবৎসা গর্দ্দভী পাইবা, তাহাকে খুলিয়া আমার নিকটে আন।
৩ তাহাতে যদি কেহ কিছু বলে, তবে কহিবা, ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে; তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিবে।
৪ এই সমস্ত হওয়াতে "তোমরা সিয়োনের কন্যাকে বল,
৫ "দেখ, তোমার রাজা নম্রশীল ও গর্দ্দভারূঢ় বরং গর্দ্দভীর "শাবকারূঢ় হইয়া তোমার নিকটে আসিবেন," ভবিষ্যদ্-
৬ বক্তার এই উক্ত কথা সিদ্ধ হইল। পরে শিষ্যেরা যীশুর
৭ আজ্ঞানুসারে গিয়া গর্দ্দভীকে ও তাহার বৎসকে আনিয়া তাহার পৃষ্ঠে আপনাদের বস্ত্র পাতিয়া তাহাতে তাঁহাকে
৮ আরোহণ করাইল। তাহাতে অনেক২ লোক আপনাদের বস্ত্র পথে পাতিয়া দিল, এবং কতক২ লোক বৃক্ষের
৯ শাখাদি কাটিয়া পথে বিস্তার করিল। আর অগ্র পশ্চাদ্-গামি লোক সকল উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, 'জয়২ দায়ূদের সন্তান; যিনি পরমেশ্বরের নামে আসিতেছেন
১০ তিনি ধন্য; সর্ব্বোপরিস্থ স্বর্গেতেও জয়ধ্বনি হউক।' এই রূপে তিনি যিরূশালমে প্রবেশ করিলে পর, ইনি কে?
১১ এই কথাতে সমুদয় নগর অস্থির হইল। তাহাতে লোক সকল কহিল, ইনি গালীল্ প্রদেশীয় নাসরতীয় ভবিষ্যদ্-বক্তা যীশু।

১২ পরে যীশু ঈশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যহইতে ক্রয় বিক্রয়কারিদিগকে বাহির করিলেন, এবং বণিক্দিগের মুদ্রার আসন ও কপোত ব্যবসায়িদিগের আসন
১৩ উল্টাইয়া ফেলিলেন। আর তাহাদিগকে কহিলেন, "আ-"মার গৃহ প্রার্থনাগৃহ নামে খ্যাত হইবে," এই রূপ লিপি আছে, কিন্তু তোমরা তাহা দস্যুর গহ্বর করিতেছ।

তদনন্তর অন্ধ খঞ্জ লোকেরা মন্দিরে তাঁহার নিকটে ১৪
আইলে তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। যখন প্রধান ১৫
যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা তাঁহার কৃত এরূপ আশ্চর্য্য
ক্রিয়া দেখিল, এবং মন্দিরে 'জয়২ দায়ূদের সন্তান' এই
রূপ বালকদের উচ্চৈর্ধ্বনি শুনিল, তখন বড় ক্রুদ্ধ হইল;
এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ইহারা যাহা বলে, তাহা ১৬
কি তুমি শুনিতেছ? তাহাতে যীশু তাহাদিগকে কহি-
লেন, হাঁ, "তুমি বালক ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখের
"দ্বারা আপন স্তব প্রকাশ করিতেছ," এই কথা কি তো-
মরা কখনো পাঠ কর নাই? পরে তিনি তাহাদিগকে ১৭
পরিত্যাগ করিয়া নগরহইতে বৈথনিয়া গ্রামে গিয়া সেই
স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন।

আর প্রভাত হইলে-পর যীশু পুনশ্চ নগরে আসিতেং ১৮
ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। তাহাতে পথের পার্শ্বে একটা ডুম্বুরবৃক্ষ ১৯
দেখিয়া তাহার নিকটে গিয়া পত্র ব্যতিরেক কিছুমাত্র
না পাইয়া সেই বৃক্ষকে কহিলেন, অদ্যাবধি আর কখনো
তোমাতে ফল না ধরুক; তাহাতে তৎক্ষণাৎ ঐ ডুম্বুরবৃক্ষ
শুষ্ক হইল। তাহা দেখিয়া শিষ্যেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান ২০
করিয়া কহিল, আঃ! ডুম্বুরবৃক্ষ এত শীঘ্র শুষ্ক হইল।
তাহাতে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে ২১
যথার্থ কহিতেছি, তোমরা যদি সন্দেহ না করিয়া প্রত্যয়
কর, তবে তোমরাও কেবল ডুম্বুরবৃক্ষের প্রতি এই রূপ
করিতে পারিবা তাহা নয়, বরঞ্চ 'তুমি সরিয়া সমুদ্রে
পড়,' এমন কথা এই পর্ব্বতকে বলিলে তৎক্ষণাৎ তাহাই
ঘটিবে। এবং বিশ্বাসপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া যে কিছু ২২
যাচ্ঞা করিবা, তাহাই পাইবা।

২৩ অনন্তর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপদেশ দিবার সময়ে তাঁহার নিকটে প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীন লোকেরা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ক্ষমতাতে এই সকল কর্ম্ম করিতেছ? আর তোমাকেই বা এমন ক্ষমতা কে
২৪ দিল? তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, আমিও তোমাদিগকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি; তোমরা যদি তাহার উত্তর দেও, তবে কি ক্ষমতাতে এ সকল কর্ম্ম করিতেছি,
২৫ তাহা আমিও তোমাদিগকে বলিব। যোহনের বাপ্তিস্ম কাহার আজ্ঞাতে হইল? ঈশ্বরের কি মনুষ্যের? তাহাতে তাহারা পরস্পর ইহা বিবেচনা করিতে লাগিল, যদি ঈশ্বরের বলি, তবে তোমরা তাহাকে প্রত্যয় কর নাই
২৬ কেন? এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে। আর যদি মনুষ্যের বলি, তবে লোকদিগকে ভয় করি, কেননা সকলেই
২৭ যোহন্‌কে ভবিষ্যদ্বক্তৃরূপে মানে। অতএব তাহারা যীশুকে এই উত্তর করিল, তাহা আমরা জানি না। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তবে কি ক্ষমতাতে এ সকল কর্ম্ম করিতেছি, তাহা আমিও তোমাদিগকে কহিব না।

২৮ এক জনের দুই পুত্র ছিল; সে এক পুত্রের নিকটে গিয়া কহিল, হে পুত্র, অদ্য আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে
২৯ যাও। তাহাতে সে কহিল, যাইব না; কিন্তু অবশেষে
৩০ অনুতাপ করিলে পর সে গেল। অনন্তর সে অন্য পুত্রের নিকটে গিয়া তদ্রূপ কহিল; তাহাতে সে উত্তর করিল,
৩১ হাঁ মহাশয়, যাই; কিন্তু গেল না। এই দুই পুত্রের মধ্যে কে পিতার অভিমত পালন করিল? তোমরা কি বুঝ? তাহাতে তাহারা কহিল, প্রথম পুত্র। তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, চণ্ডালেরা ও বেশ্যাগণ তোমাদের অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্যে

প্রবেশ করে। কারণ যোহন্ তোমাদের নিকটে ধর্ম্মপথে ৩২
আইলে তোমরা তাহাকে প্রত্যয় করিলা না, কিন্তু চণ্ডা-
লেরা ও বেশ্যাগণ তাহাকে প্রত্যয় করিল; তাহা দেখিয়াও
তোমরা প্রত্যয় করণার্থে খেদ করিলা না।

আর এক দৃষ্টান্ত শুন; কোন গৃহস্থ ক্ষেত্রে দ্রাক্ষালতা ৩৩
রোপণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিগে বেড়া দিয়া তন্মধ্যে দ্রাক্ষা
পেষণার্থে কুণ্ড খনন করিলেন, এবং উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ
করিলেন; পরে সেই ক্ষেত্র কৃষকদের হস্তে সমর্পণ
করিয়া দূর দেশে গমন করিলেন। তদনন্তর ফলের সময় ৩৪
উপস্থিত হইলে তিনি ফল পাইবার জন্যে কৃষকদের
নিকটে আপন দাসদিগকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কৃষকেরা ৩৫
তাঁহার সেই দাসদিগকে ধরিয়া কাহাকে প্রহার ও
কাহাকে প্রস্তরাঘাত এবং কাহাকে বধ করিল। পুনশ্চ ৩৬
সেই কর্ত্তা প্রথমাপেক্ষা আরও অধিক দাসদিগকে প্রেরণ
করিলেন; কিন্তু তাহারা তাহাদেরও প্রতি সেই মত
ব্যবহার করিল। অনন্তর 'আমার পুত্র গেলে তাঁহাকে ৩৭
সমাদর করিবে,' ইহা কহিয়া তিনি শেষে আপনার পুত্রকে
তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ঐ কৃষকেরা ৩৮
পুত্রকে দেখিয়া পরস্পর এই মন্ত্রণা করিতে লাগিল, এই
উত্তরাধিকারী, আইস, আমরা ইহঁাকে বধ করিয়া ইহঁার
অধিকার হস্তগত করি। পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া ৩৯
দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া বধ করিল। যখন সেই ৪০
দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা আসিবেন, তখন সেই কৃষকদিগের
প্রতি কি করিবেন? তাহারা উত্তর করিল, সেই পাপিদিগকে ৪১
দারুণ যন্ত্রণাতে সংহার করিবেন, এবং যাহারা সময়ানুক্রমে
ফল যোগাইয়া দিবে, এমন কৃষকদের হস্তে ক্ষেত্র সমর্পণ
করিবেন। তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, "গাঁথকেরা ৪২

"যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহা কোণের প্রধান
"প্রস্তর হইয়া উঠিল; এই যে পরমেশ্বরের কর্ম্ম, সে
"আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত;" ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত এই কথা
৪৩ কি তোমরা কখনও পাঠ কর নাই? অতএব আমি
তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকটহইতে ঈশ্বরের
রাজ্য নীত হইয়া ফল উৎপন্নকারি অন্য জাতিকে দত্ত
৪৪ হইবে। যে ব্যক্তি সেই প্রস্তরের উপরে পড়িবে, সে
ভগ্ন হইবে; কিন্তু যাহার উপরে সেই প্রস্তর পড়িবে,
৪৫ তাহাকে ধূলিবৎ চূর্ণ করিবে। তখন প্রধান যাজকেরা ও
ফিরূশিরা তাঁহার এই দৃষ্টান্তকথা শুনিলে পর, তিনি
৪৬ আমাদের উদ্দেশে কহিলেন, ইহা বুঝিয়া তাঁহাকে ধরিতে
চেষ্টা করিল; কিন্তু লোকদিগকে ভয় করিল, কেননা
লোকেরা তাঁহাকে ভবিষ্যদ্বক্তৃরূপে মানিত।

২২ অধ্যায়।

১ রাজপুত্রের বিবাহের দৃষ্টান্ত ১৫ এবং রাজকর দেওনের শিক্ষা ২৩
ও কবরহইতে উত্থান বিষয়ক উপদেশ ৩৪ ও প্রধান আজ্ঞার নির্ণয়
৪১ ও খ্রীষ্টের আপন বিষয়ে ফিরূশিদিগকে নিরুত্তর করণ।

১ পরে যীশু পুনর্ব্বার দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাদিগকে কহিলেন,
২ স্বর্গের রাজ্য এমন এক রাজার তুল্য, যিনি আপন পুত্রের
৩ বিবাহ দিয়া ভাবৎ নিমন্ত্রিত লোককে আহ্বান করিতে
দাসদিগকে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তাহারা আসিতে
৪ চাহিল না। তাহাতে রাজা পুনশ্চ অন্য২ দাসদিগকে
ইহা কহিয়া প্রেরণ করিলেন, নিমন্ত্রিত লোকদিগকে
কহ, দেখ আমার ভোজ প্রস্তুত আছে; আমি আপন
বলদাদি হৃষ্ট পুষ্ট জন্তু মারিয়া তাবৎ খাদ্য সামগ্রী
৫ প্রস্তুত করিলাম, তোমরা বিবাহেতে আইস। তথাচ
তাহারা অবহেলা করিয়া কেহ আপন ক্ষেত্রে ও কেহ

বা বাণিজ্যে আপন পথে চলিয়া গেল। এবং অন্য২ ৬
লোকেরা তাঁহার দাসদিগকে ধরিয়া দৌরাত্ম্য ব্যবহার
করিয়া তাহাদিগকে বধ করিল। অনন্তর সে রাজা এই ৭
সংবাদ পাইয়া মহাক্রোধান্বিত হইয়া সৈন্যসামন্ত প্রেরণ
পূর্ব্বক ঐ হত্যাকারিদিগকে সংহার করিয়া তাহাদের
নগর দগ্ধ করিলেন। পরে তিনি আপন দাসদিগকে ৮
কহিলেন, বিবাহের ভোজ প্রস্তুত আছে, কিন্তু নিমন্ত্রিত
লোকেরা অযোগ্য; অতএব তোমরা রাজপথে গিয়া ৯
আর যত লোকের দেখা পাও, তাবৎকে বিবাহের ভোজে
নিমন্ত্রণ কর। তাহাতে ঐ দাসেরা রাজপথে গিয়া ভাল ১০
মন্দ যত লোকের দেখা পাইল, তাবৎকেই সংগ্রহ করিয়া
আনিল; তাহাতে অভ্যাগত লোকেতে বিবাহের বাটী
পরিপূর্ণ হইল। তখন সেই রাজা অভ্যাগত সকলকে ১১
দেখিতে ভিতরে আইলে পর সেই স্থানে বিবাহবস্ত্রহীন
এক জনকে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, হে মিত্র, তুমি ১২
বিবাহবস্ত্র ব্যতিরেকে এ স্থানে কি রূপে প্রবেশ করিলা?
তাহাতে সে নিরুত্তর হইল। তখন রাজা অনুচরদিগকে ১৩
কহিলেন, ইহাকে হস্ত চরণে বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া যে স্থানে
রোদন ও দন্তের ঘর্ষণ হয়, সেই বহির্ভূত অন্ধকারে
নিক্ষেপ কর। এই রূপে অনেকে আহূত, কিন্তু অল্প ১৪
মনোনীত।

অনন্তর ফিরূশিরা যাইয়া কোন মতে কথোপকথনে ১৫
তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিতে পারে, এই মন্ত্রণা করিয়া ১৬
হেরোদীয় লোকদের সহিত আপনাদের শিষ্যগণদ্বারা
তাঁহাকে কহিয়া পাঠাইল, হে গুরো, আপনি সত্য,
এবং সত্যরূপে ঈশ্বরের পথ দেখাইতেছেন, আর তদ্বি-
ষয়ে কাহারও অনুরোধ এবং কোন মনুষ্যের মুখাপেক্ষা

১৭ করেন না, তাহা আমরা জানি । অতএব কৈসর্ রাজাকে কর দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য কি না ? এ বিষয়ে আপনকার
১৮ কেমন বোধ হয় ? তাহা আমাদিগকে বলুন । তাহাতে যীশু তাহাদের খলতা বুঝিয়া কহিলেন, অরে কপটিরা,
১৯ আমার পরীক্ষা কেন করিতেছ ? সেই করদানের মুদ্রা
২০ আমাকে দেখাও । তখন তাহারা তাঁহার নিকটে এক সিকি আনিলে পর তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে কাহার এই মূর্ত্তি ও এই নাম আছে ? তাহারা
২১ বলিল, কৈসরের । তাহাতে তিনি কহিলেন, কৈসরের যাহা তাহা কৈসরকে দেও, আর ঈশ্বরের যাহা তাহা
২২ ঈশ্বরকে দেও । এই কথা শুনিয়া তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল ।

২৩ সেই দিবসে সিদূকিরা, অর্থাৎ কবরহইতে উত্থান হয় না, এই কথা যাহারা বলে, তাহারা যীশুর নিকটে আসিয়া
২৪ জিজ্ঞাসা করিল, হে গুরো, কোন জন যদি নিঃসন্তান হইয়া মরে, তবে তাহার ভ্রাতা তাহার স্ত্রীর প্রতি দেবরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া ভ্রাতার বংশ উৎপন্ন করিবে, ইহা
২৫ মূসা আজ্ঞা করিয়াছেন । কিন্তু আমাদের এখানে কোন জনেরা সপ্ত সহোদর ছিল, তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এক কন্যাকে বিবাহ করিল, এবং প্রাণত্যাগ সময়ে আপনি
২৬ নিঃসন্তান প্রযুক্ত ঐ স্ত্রীকে আপন ভ্রাতাকে সমর্পণ করিল । এবং দ্বিতীয়, ও তৃতীয়, সপ্তম জন পর্য্যন্ত তদ্রূপ
২৭ করিল । সকলের শেষে সে স্ত্রী ও মরিল । মৃতদের উত্থান
২৮ সময়ে ঐ সপ্ত জনের মধ্যে সে কাহার স্ত্রী হইবে ?
২৯ যেহেতুক সকলেই তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল । তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, তোমরা ধর্ম্মপুস্তক এবং ঈশ্বরের
৩০ শক্তি না বুঝিয়া ভ্রান্ত হইতেছ । উত্থানের পর লোকেরা

বিবাহ করে না, এবং বাগ্‌দত্তাও হয় না, কিন্তু ঈশ্বরের স্বর্গস্থ দূতগণের সদৃশ হয়। এবং মৃতদের উত্থান বিষয়ে ৩১ তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই উক্তি, "আমি ইব্রাহীমের ৩২ "ঈশ্বর, ও ইস্‌হাকের ঈশ্বর, ও যাকূবের ঈশ্বর," ইহা কি তোমরা পাঠ কর নাই? কিন্তু ঈশ্বর জীবৎ লোকদের ঈশ্বর, মৃত লোকদের ঈশ্বর নহেন। এ কথা শুনিয়া লোক ৩৩ সকল তাঁহার উপদেশে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।

পরে সিদূকিদিগের এ প্রকার অপ্রতিভ হওনের সংবাদ ৩৪ পাইয়া ফিরূশিরা এক স্থানে একত্র হইলে পর, তাহাদের ৩৫ মধ্যে এক জন ব্যবস্থাপক যীশুর পরীক্ষার নিমিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, হে গুরো, ব্যবস্থার মধ্যে কোন্ আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ? ৩৬ তাহাতে যীশু কহিলেন, "তুমি আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও ৩৭ "সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত চিত্তদ্বারা আপন প্রভু পরমেশ্বরেতে "প্রেম কর," এই প্রথম মহাজ্ঞা। এবং তাহার সদৃশ ৩৮ দ্বিতীয় আজ্ঞা এই, "তুমি আপন প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য ৩৯ "প্রেম কর।" এই দুই আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা ও সমস্ত ৪০ ভবিষ্যদ্বাক্যের ভার আছে।

অনন্তর ফিরূশিরা একত্র থাকন সময়ে যীশু তাহাদিগকে ৪১ জিজ্ঞাসা করিলেন, খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমাদের কেমন বোধ ৪২ হয়, তিনি কাহার সন্তান? তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, দায়ূদের সন্তান। তখন তিনি কহিলেন, তবে দায়ূদ্ কি ৪৩ প্রকারে আত্মার আবির্ভাবে তাঁহাকে প্রভু বলে? যথা, "পরমেশ্বর আমার প্রভুকে কহিলেন, আমি যাবৎ তো- ৪৪ "মার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি, তাবৎ তুমি "আমার দক্ষিণে বৈস।" অতএব দায়ূদ্ যদি তাঁহাকে প্রভু ৪৫ করিয়া বলে, তবে তিনি কি প্রকারে তাহার সন্তান হইতে পারেন? তখন তাহাদের মধ্যে কেহ এই কথার কোন ৪৬

উত্তর দিতে পারিল না; আর সেই দিবসাবধি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহস হইল না।

২৩ অধ্যায়।

১ ফিরূশিদের ও অধ্যাপকদের কথা মান্য করণ ও আচার ত্যাগ করণ বিষয়ে উপদেশ ১৩ এবং তাহাদের সন্তাপ প্রকাশ করণ ৩৪ ও যিরূশালম বিনাশ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ পরে যীশু লোকসমূহকে ও শিষ্যদিগকে কহিলেন, ২ অধ্যাপকেরা ও ফিরূশিরা মূসার আসনে বসিয়া থাকে; ৩ অতএব তাহারা তোমাদিগকে যাহা২ মান্য করিতে আজ্ঞা দেয়, তাহা মানিও এবং পালন করিও; কিন্তু তাহাদের কর্ম্মানুযায়ি কর্ম্ম করিও না; কেননা তাহাদের কথামাত্র ৪ সার, কার্য্যেতে কিছুই নয়। আর তাহারা দুর্ব্বাহ্য গুরুতর ভার বান্ধিয়া মনুষ্যদের স্কন্ধের উপরে অর্পণ করে; কিন্তু আপনারা এক অঙ্গুলি দিয়াও তাহা সরায় না। ৫ কেবল লোক দেখান সমস্ত কর্ম্ম করে; ফলতঃ পট্টবন্ধ প্রশস্ত করিয়া ধারণ করে, এবং নিজ বস্ত্রে দীর্ঘ২ থোপ ৬ ধারণ করে; আর ভোজনের সময়ে প্রধান আসন ও ৭ ভজনালয়ে প্রধান স্থান, এবং হাট বাজারে লোকদের নমস্কার, এবং গুরু নামে সম্ভাষণ, এই সকলি ভাল বাসে। ৮ কিন্তু তোমরা তদ্রূপ গুরু নামে সম্ভাষিত হইও না, যে-হেতুক তোমাদের একই গুরু খ্রীষ্ট, এবং তোমরা সকলে ৯ পরস্পর ভ্রাতা। আর পৃথিবীর মধ্যে কাহাকেও পিতা বলিয়া সম্বোধন করিও না, কেননা তোমাদের একই ১০ স্বর্গস্থ পিতা। তোমরা কখনও গুরু নামে সম্ভাষিত ১১ হইও না, কারণ তোমাদের একই গুরু খ্রীষ্ট। এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, সে তোমাদের সেবক ১২ হইবে। কেননা যে কেহ আপনাকে উন্নত করে, তাহাকে

নত করা যাইবে; কিন্তু যে কেহ আপনাকে নত করে, তাহাকে উন্নত করা যাইবে।

হায়২ কপটি অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ, তোমরা মনুষ্যদের ১৩ স্বর্গরাজ্যে গমনের পথ রুদ্ধ করিতেছ; তোমরা আপনারা তন্মধ্যে প্রবেশ কর না, এবং প্রবেশ করিতে উদ্যত লোকদিগকেও প্রবেশ করিতে দেও না। হায়২ কপটি ১৪ অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ, তোমরা বিধবাদিগের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া ছলেতে দীর্ঘ প্রার্থনা কর; তোমাদের ঘোরতর দণ্ড হইবে। হায়২ কপটি অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ, ১৫ তোমরা এক জনকে স্বধর্ম্মাবলম্বী করিতে সমুদ্র ও ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ কর, এবং কাহাকেও পাইলে আপনাদিগের অপেক্ষা তাহাকে দ্বিগুণ নরকের পাত্র কর। হায়২ অন্ধ ১৬ পথদর্শক সকল, তোমরা বল, মন্দিরের দিব্য করাতে কিছুই হয় না, কিন্তু যে জন মন্দিরস্থ স্বর্ণের দিব্য করে, সে দায়গ্রস্ত হয়। হে মূঢ় ও অন্ধ সকল, স্বর্ণ এবং সেই ১৭ স্বর্ণকে পবিত্র করে যে মন্দির, এই উভয়ের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ? আর ও বল, যজ্ঞবেদির দিব্য করিলে কিছুই হয় না, ১৮ কিন্তু যে জন তদুপরিস্থ দানের দিব্য করে, সে দায়গ্রস্ত ১৯ হয়। হে মূঢ় ও অন্ধ সকল, দান এবং তাহাকে পবিত্র করে যে যজ্ঞবেদি, এই উভয়ের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ? অতএব ২০ কেহ যজ্ঞবেদির দিব্য করিলে বেদির ও তদুপরিস্থ সমস্তের দিব্য করা হয়। এবং কেহ মন্দিরের দিব্য করিলে ২১ মন্দিরের ও তন্নিবাসির দিব্য করা হয়। এবং কেহ ২২ স্বর্গের দিব্য করিলে ঈশ্বরের সিংহাসনের এবং তদুপবিষ্টেরও দিব্য করা হয়। হায়২ কপটি অধ্যাপক ও ২৩ ফিরূশিগণ, তোমরা পোদিনার ও মৌরীর ও জীরার দশমাংশ দিতেছ; কিন্তু ব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর যে ন্যায় ও

দয়া ও বিশ্বস্ততা, এ সকল পরিত্যাগ করিতেছ ; এ সকল পালন করা ও অন্যের লঙ্ঘন না করা তোমাদের কর্ত্তব্য
২৪ হয় । হে অন্ধ পথদর্শকেরা মশাকে ছাঁকিয়া ফেল, কিন্তু
২৫ উষ্ট্রকে গ্রাস কর । হায়২ কপটি অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ, তোমরা পানপাত্র ও ভোজনপাত্রের বহির্ভাগ পরিষ্কার কর, কিন্তু তাহার অন্তর্ভাগ দৌরাত্ম্যেতে ও অধর্ম্মেতে
২৬ পরিপূর্ণ থাকে । হে অন্ধ ফিরূশি লোক, অগ্রে পানপাত্রের ও ভোজপাত্রের অন্তর্ভাগ পরিষ্কার কর, তাহাতে
২৭ তাহার বহির্ভাগও পরিষ্কৃত হইবে । হায়২ কপটি অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ, তোমরা শুক্লীকৃত কবরস্বরূপ হইতেছ । যেমন কবরের বহির্ভাগ দেখিতে সুন্দর, কিন্তু অন্তর্ভাগ মৃত
২৮ লোকদের অস্থিতে ও সর্ব্ব প্রকার মলেতে পরিপূর্ণ ; তদনুরূপ তোমরাও বাহ্যেতে লোকদের দৃষ্টিতে ধার্ম্মিক, কিন্তু
২৯ অন্তঃকরণে কেবল কাপট্য ও অধর্ম্মেতে পরিপূর্ণ । হায়২ কপটি অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ, তোমরা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের কবর নির্ম্মাণ কর, এবং সাধুদিগের কবর শোভিত কর,
৩০ আর বলিয়া থাক, আমরা যদি আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের সময়ে থাকিতাম, তবে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের রক্তপাতে তাহাদের
৩১ সহভাগী হইতাম না । এ প্রকারে তোমরা যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বধকারিদের সন্তান, এ বিষয়ে আপনারা আপ-
৩২ নাদের সাক্ষ্য দিতেছ । অতএব তোমরা আপন পূর্ব্বপুরু-
৩৩ ষের পরিমাণ পাত্র পরিপূর্ণ কর । হে সর্পেরা ও কালসর্পের বংশ, তোমরা কি প্রকারে নরকদণ্ডহইতে রক্ষা পাইবা ?

৩৪ দেখ আমি তোমাদের নিকটে ভবিষ্যদ্বক্তা ও বুদ্ধিমন্ত ও অধ্যাপকদিগকে প্রেরণ করিব, কিন্তু তাহাদের কতক জনকে তোমরা বধ করিবা ও ক্রুশে হত করিবা, এবং কাহাকে২ ভজনালয়ে কোড়া মারিবা এবং নগরে২ তাড়-

নাও করিবা। আর সৎপুরুষ হাবিলের রক্তপাতাবধি, ৩৫ বেরিখিয়ের পুত্র যে সিখরিয়কে তোমরা মন্দিরের ও হোমবেদির মধ্যস্থানে বধ করিলা, তাহার রক্তপাত পর্য্যন্ত, পৃথিবীতে যত সাধু লোকের রক্তপাত হইয়া আসিতেছে, সে সমস্ত অপরাধের দণ্ড তোমাদিগেতে বর্ত্তিবে। আমি ৩৬ তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, এই বর্ত্তমান পুরুষেতে ঐ সকল বর্ত্তিবে। হে যিরূশালম্, হে যিরূশালম তুমি ভবিষ্যদ্- ৩৭ বক্তৃদিগকে বধ করিয়া থাক, এবং আপনার নিকটে প্রেরিত-গণকে প্রস্তরাঘাত করিয়া থাক; যেমন কুক্কুটী পক্ষের নীচে আপন শাবক সকলকে একত্র করে, তদ্রূপ আমিও তোমার সন্তান সকলকে একত্র করিতে কতবার ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলা না। দেখ, তোমাদের আবাস উচ্ছিন্ন ৩৮ হইয়া পরিত্যক্ত হইবে। আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহি- ৩৯ তেছি, 'যিনি পরমেশ্বরের নামে আসিতেছেন তিনি ধন্য,' এমন কথা যে পর্য্যন্ত না বলিবা, সে পর্য্যন্ত আমাকে আর দেখিতে পাইবা না।

২৪ অধ্যায়।

১ মন্দির বিনাশের ভবিষ্যদ্বাক্য ৩ এবং বিনাশ সময়ের ঘটনা ৯ ও শিষ্যদের দুঃখ ১৫ ও লোকদের পলায়ন ২৩ ও ভাক্ত খ্রীষ্টের উপস্থিত হওন ২৯ ও যিহূদা দেশের দুর্দ্দশা ৩২ ও ডুম্বুরবৃক্ষের দৃষ্টান্ত ৩৬ ও প্রলয়কালের সদৃশ দুর্দ্দশা ৪২ ও সচেতন হওনের উপদেশ ৪৫ ও বিশ্বস্ত ও অবিশ্বস্ত দাসের দৃষ্টান্ত।

পরে যীশু যখন মন্দিরহইতে বহির্গত হইয়া প্রস্থান ক- ১ রেন, তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে মন্দিরের নির্ম্মাণ দেখাইতে আইল। তাহাতে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা ২ কি এই সকল দেখ না? আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহি-

ে ছি, এই গাঁথনির এক প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে থাকিবে না, সমস্তই ভূমিসাৎ হইবে।

৩ অনন্তর তিনি জৈতুন পর্ব্বতের উপরে বসিলে শিষ্যেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করিল, এই সকল ঘটনা কবে হইবে? আর আপনকার আগমনের ৪ এবং যুগান্তের চিহ্ন কি? তাহা আমাদিগকে বলুন। তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, সাবধান, কেহ তোমাদিগকে ৫ না ভুলাউক। অনেকে আমার নাম ধরিয়া আসিবে, এবং আমি খ্রীষ্ট, ইহা বলিয়া অনেক লোকের ভ্রান্তি ৬ জন্মাইবে। এবং তোমরা সংগ্রামের সংবাদ ও যুদ্ধের আড়ম্বর শুনিবা, সাবধান, তাহাতে ব্যাকুল হইও না; এ সকল অবশ্যই ঘটিবে, কিন্তু আপাততো যুগান্ত হইবে না। ৭ আর দেশের বিপক্ষে দেশ, ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে, এবং স্থানে২ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ও ভূমিকম্প ৮ হইবে। এই সকল দুঃখের উপক্রম।

৯ আর সেই সময়ে লোকেরা দুঃখ ভোগ করাইতে তোমাদিগকে পরহস্তগত করিবে, এবং বধও করিবে; আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা তাবৎ দেশীয় লোকের নিকটে ১০ ঘৃণাস্পদ হইবা। এবং তৎকালে অনেকে বিঘ্ন পাইয়া পরস্পর ঘৃণা করিয়া এক জন অন্য জনকে পরহস্তগত করিবে। ১১ আর অনেক মিথ্যাভবিষ্যদ্বক্তা উপস্থিত হইয়া অনেককে ১২ ভুলাইবে। এবং দুষ্কর্ম্মের বাহুল্য হওয়াতে অনেকের প্রেম ১৩ শীতল হইয়া যাইবে। কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যা- ১৪ বলম্বন করিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে। আর তাবৎ দেশীয় লোকের প্রতি সাক্ষী হইবার নিমিত্তে রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে; এমন হইলে যুগান্ত উপস্থিত হইবে।

অতএব যে সর্ব্বনাশকারি ঘৃণার্হ বস্তু দানিয়েল ভবিষ্যদ্- ১৫
বক্তাদ্বারা উক্ত আছে, তাহা যখন পুণ্য স্থানে উপস্থিত
দেখিবা, (যে জন পাঠ করে সে বুঝুক,) তখন যাহারা ১৬
যিহূদা দেশে থাকে, তাহারা পর্ব্বতে পলায়ন করুক; এবং ১৭
যে কেহ গৃহের ছাতের উপরে থাকে, সে গৃহহইতে কোন
বস্তু লইবার জন্যে নীচে না নামুক; আর যে কেহ ক্ষেত্রে ১৮
থাকে, সেও বস্ত্র লইবার নিমিত্তে ফিরিয়া না যাউক। সেই ১৯
সময়ে গর্ব্ভবতী এবং স্তনদাত্রী স্ত্রীদিগের দুর্গতি হইবে।
আর তোমাদের পলায়ন শীতকালে কিম্বা বিশ্রামবারে ২০
যেন না হয়, এই জন্যে প্রার্থনা কর। কেননা তৎকালে ২১
যেরূপ মহাক্লেশ উপস্থিত হইবে, জগতের আরম্ভাবধি এই
সময় পর্য্যন্ত সেইরূপ ক্লেশ কখনো হয় নাই এবং হই-
বেও না। আর সেই ক্লেশের সময় যদি ন্যূন না করা যায়, ২২
তবে কোন প্রাণির রক্ষা হইতে পারিবে না; কিন্তু মনো-
নীত লোকদের জন্যে সেই সময় ন্যূন করা যাইবে।

আর 'দেখ, খ্রীষ্ট এই স্থানে আছেন, কিম্বা ঐ স্থানে ২৩
আছেন,' সেই সময়ে যদি কেহ তোমাদিগকে এমন কথা
কহে, তবে তাহাতে বিশ্বাস করিও না। কেননা অনেকং ২৪
ভাক্ত খ্রীষ্ট ও ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা উপস্থিত হইয়া এমন
মহৎ চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ করিবে, যে যদি সম্ভব
হয়, তবে মনোনীত লোকদিগেরও ভ্রান্তি জন্মাইবে।
দেখ, আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে সংবাদ দিলাম। অতএব, ২৫
'দেখ, তিনি প্রান্তরে আছেন,' এমন কথা কেহ কহিলেও ২৬
বাহিরে গমন করিও না; কিম্বা, 'দেখ, তিনি অন্তঃপুরে
আছেন,' ইহা বলিলেও প্রত্যয় করিও না। কেননা বিদ্যুৎ ২৭
যেমন পূর্ব্বদিক্হইতে নির্গত হইবামাত্র পশ্চিমদিক্ পর্য্যন্ত

ব্যাপিয়া প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্যপুত্রেরও আগমন হই-
২৮ বে। যে স্থানে শব থাকে, সেই স্থানেই গৃধ্র একত্র হয়।
২৯ আর সেই ক্লেশের সময়ের অব্যবহিত পরে সূর্য্য অন্ধ-
কারময় হইবে, এবং চন্দ্র জ্যোৎস্না দিবে না, এবং আ-
কাশহইতে নক্ষত্রগণের পতন হইবে, ও আকাশমণ্ডলের
৩০ গ্রহগণ বিচলিত হইবে। তখন আকাশমধ্যে মনুষ্যপুত্রের
চিহ্ন দেখা যাইবে, আর আপন পরাক্রমে ও মহাতে-
জেতে মেঘারূঢ় মনুষ্যপুত্রকে আকাশে আসিতে দেখিয়া
৩১ পৃথিবীর তাবৎ বংশীয় লোক বিলাপ করিবে। তখন
তিনি মহাশব্দকারি তূরীর বাদ্যকর আপন দূতগণকে প্রে-
রণ করিলে তাহারা আকাশের এক সীমা অবধি অন্য
সীমা পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিক্‌হইতে তাঁহার মনোনীত লোকদিগ-
কে আনিয়া একত্র করিবে।

৩২ ডুম্বুরবৃক্ষহইতে দৃষ্টান্ত শিখ; যেমন ডুম্বুরবৃক্ষের নবীন
শাখা ও পল্লবাদি নির্গত হইলে গ্রীষ্মকাল সন্নিকট হই-
৩৩ তেছে, ইহা তোমরা জানিতে পার; তদ্রূপ এই সকল
ঘটনা দেখিলেই, সেই সময় দ্বারে উপস্থিত, ইহা জা-
৩৪ নিও। আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, এই বর্ত্ত-
মান কালের লোকদের গত হওনের পূর্ব্বেই সে সকল
৩৫ ঘটিবে। আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, তথাপি
আমার কথার লোপ কখনো হইবে না।

৩৬ আর কেবল আমার পিতা ব্যতিরেক মনুষ্য কিম্বা স্ব-
র্গস্থ দূতগণ কেহই সেই দিবস ও সেই দণ্ড জানায় না।
৩৭ আর নোহের বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ হইয়াছিল, মনুষ্যপু-
৩৮ ত্রের আগমনের সময়েও তদ্রূপ হইবে। ফলতঃ জলপ্লা-
বনের পূর্ব্বে যে দিবস পর্য্যন্ত নোহ জাহাজে আরোহণ
না করিল, সেই পর্য্যন্ত যেমন লোকেরা ভোজন পান

এবং বিবাহ করণ ও বিবাহ দেওন এই২ কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত ছিল, এবং যাবৎ বন্যা আসিয়া সকল লোককে ৩৯ ভাসাইয়া না লইয়া গেল, তাবৎ তাহারা যেমন জ্ঞাত হইল না, তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রের আগমনের সময়েও হইবে। তখন দুই জন ক্ষেত্রে থাকিলে তাহাদের এক জনকে ৪০ ধরা যাইবে, এবং অন্য জনকে ত্যাগ করা যাইবে। আর দুই স্ত্রী যাঁতা পিষিলে তাহাদের এক জনকে ধরা ৪১ যাইবে, এবং অন্যকে ত্যাগ করা যাইবে।

তোমাদের প্রভু কোন্ দণ্ডে আসিবেন, তাহা তোমরা ৪২ জান না, অতএব জাগ্রৎ হইয়া থাক। কোন্ প্রহরে ৪৩ চোর আসিবে, তাহা যদি গৃহস্থ জানিতে পারে, তবে অবশ্য জাগ্রৎ থাকিয়া নিজ গৃহে সিঁধ কাটিতে দেয় না, তোমরা ইহা জান। অতএব তোমরাও প্রস্তুত ৪৪ হইয়া থাক, কেননা যে দণ্ডে তাঁহার অপেক্ষাতে না থাকিবা, সেই দণ্ডেই মনুষ্যপুত্র আগমন করিবেন।

আর প্রভু নিজ পরিবারগণকে উপযুক্ত সময়ানুক্রমে ৪৫ ভোজন করাইবার জন্যে যাহাকে অধ্যক্ষ করিয়া রাখেন, এমন বিশ্বাস্য ও বুদ্ধিমান দাস কে আছে? প্রভু আসিয়া ৪৬ যাহাকে এমন কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিবেন, সেই দাস ধন্য। আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, তিনি তাহাকে ৪৭ আপন সর্ব্বস্বের অধ্যক্ষ করিবেন। কিন্তু প্রভুর আগমনের ৪৮ বিলম্ব আছে, ইহা মনে২ ভাবিয়া সেই দুষ্ট দাস যদি সঙ্গিদাসদিগকে প্রহারাদি করিতে এবং মত্ত লোকদের ৪৯ সঙ্গে ভোজন পান করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে যে দিবসে ৫০ ঐ দাস প্রভুর অপেক্ষা না করিবে, এবং যে দণ্ড সে না জানিবে, তদ্দণ্ডেই তাহার প্রভু উপস্থিত হইবেন; আর ৫১ তাহাকে দারুণ শাস্তি দিয়া যে স্থানে রোদন ও দন্তের

ঘর্ষণ আছে, সেই স্থানে কপটিবর্গের সহিত তাহার অংশ নিরূপণ করিবেন।

২৫ অধ্যায়।

১ দশ কন্যার দৃষ্টান্ত কথা ১৪ ও দূর দেশগামি মহাজনের ও তাহার দাসগণের দৃষ্টান্ত কথা ৩১ ও বিচারদিনের বিবরণ।

১ আর যে দশ কন্যা প্রদীপ লইয়া বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে গেল, তাহাদের সহিত তখন স্বর্গরাজ্যের
২ সাদৃশ্য হইবে। ঐ কন্যাদের মধ্যে পাঁচ জন সুবুদ্ধি, আর
৩ পাঁচ জন নির্বুদ্ধি ছিল। যাহারা নির্বুদ্ধি, তাহারা প্রদীপ
৪ লইয়া সঙ্গে তৈল লইল না; কিন্তু সুবুদ্ধিরা প্রদীপ ও
৫ পাত্রেতে তৈল লইল। পরে বর বিলম্ব করিলে সকলে
৬ ঢুলিতে২ নিদ্রান্বিতা হইল। অনন্তর অর্দ্ধরাত্র সময়ে, 'দেখ বর আসিতেছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে
৭ যাও,' এই জনরব হওয়াতে সে সকল কন্যা উঠিয়া প্রদীপ
৮ প্রস্তুত করিতে লাগিল। তাহাতে নির্বুদ্ধিরা সুবুদ্ধিদিগকে বলিল, কিছু তৈল দেও, আমাদের প্রদীপ নিবিয়া গি-
৯ য়াছে। কিন্তু সুবুদ্ধিরা উত্তর করিল, দিলে কি জানি তোমাদের ও আমাদের উভয়ের তৈলের অকুলান হয়; বরঞ্চ বিক্রেতাদের নিকটে গিয়া আপনাদের জন্যে ক্রয়
১০ কর। অপর তাহারা ক্রয় করিতে গেলে পর বর আই- লেন; তাহাতে যাহারা প্রস্তুতা ছিল, তাহারা তাঁহার সঙ্গে
১১ বিবাহবাটীতে প্রবেশ করিল। পরে দ্বার বদ্ধ হইলে অন্য কন্যারা আসিয়া কহিল, হে প্রভো, হে প্রভো, আমাদের
১২ নিমিত্তে দ্বার খুলিয়া দিউন। কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন,
১৩ যথার্থ কহিতেছি, আমি তোমাদিগকে জানি না। অতএব জাগ্রৎ হইয়া থাক; মনুষ্যপুত্র কোন্ দিবসে ও কোন্ দণ্ডে আসিবেন, তাহা তোমরা জান না।

আর তিনি এমন এক ব্যক্তির তুল্য, যিনি দূর দেশে ১৪ যাত্রাকালে আপন দাসদিগকে ডাকিয়া তাহাদের স্ব২ ক্ষমতানুসারে কাহাকে পাঁচ তোড়া, ও কাহাকে দুই তোড়া, ১৫ এবং কাহাকে এক তোড়া, এই রূপে প্রত্যেক জনকে নিজ সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া আপনি প্রবাসে প্রস্থান করিলেন। পরে যে দাস পাঁচ তোড়া পাইল, সে গিয়া তাহাদ্বারা ১৬ বাণিজ্য করিয়া আর পাঁচ তোড়া বৃদ্ধি করিল। এবং যে ১৭ দাস দুই তোড়া পাইল, সেও আর দুই তোড়া লাভ করিল। কিন্তু যে ব্যক্তি এক তোড়া পাইল সে গিয়া ১৮ মৃত্তিকা খনন করিয়া তন্মধ্যে আপন প্রভুর ঐ টাকা লুকাইয়া রাখিল। অনন্তর বহুকালের পর সেই দাসদিগের ১৯ প্রভু আসিয়া তাহাদের নিকটহইতে লেখাযোখা লইলেন। তখন যে ব্যক্তি পাঁচ তোড়া পাইয়াছিল, সে আর পাঁচ ২০ তোড়াও লইয়া আসিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনি আমাকে পাঁচ তোড়া টাকা সমর্পণ করিয়াছিলেন; দেখ, তাহাদ্বারা আর পাঁচ তোড়া লাভ করিয়াছি। তখন ২১ তাহার প্রভু তাহাকে কহিলেন, হে উত্তম বিশ্বাস্য দাস, তুমি ধন্য, অল্প বিষয়েতে বিশ্বস্ত হইলা, অতএব তোমাকে বহু বিষয়ের অধ্যক্ষ করি; তুমি আপন প্রভুর সুখের ভাগী হও। পরে যে ব্যক্তি দুই তোড়া পাইয়াছিল, সেও ২২ আসিয়া কহিল; হে প্রভো, আপনি আমাকে দুই তোড়া সমর্পণ করিয়াছিলেন; দেখ, তাহাতে আর দুই তোড়া লাভ করিয়াছি। তাহাতে তাহার প্রভু তাহাকে কহিলেন, ২৩ হে উত্তম বিশ্বাস্য দাস, তুমি ধন্য; অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলা; অতএব তোমাকে বহু বিষয়ের অধ্যক্ষ করি; তুমি আপন প্রভুর সুখের ভাগী হও। অনন্তর যে জন এক ২৪ তোড়া পাইয়াছিল, সে আসিয়া কহিল, হে প্রভো, আমি

তোমাকে কঠিন লোক জানিয়াছি; তুমি যে স্থানে বুন
নাই, সেই স্থানে কাটিয়া থাক, এবং যে স্থানে ছড়াও
২৫ নাই, সেই স্থানে কুড়াইয়া থাক। অতএব শঙ্কিত হইয়া
যাইয়া তোমার তোড়া ভূমিমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছি;
২৬ দেখ, তোমার যাহা তাহা লও। তখন তাহার প্রভু উত্তর
করিলেন, অরে দুষ্ট অলস দাস, যে স্থানে বুনি নাই, সে
স্থানে কাটি, এবং যে স্থানে ছড়াই নাই, সেই স্থানে
২৭ কুড়াই, ইহা যদি জানিয়াছ, তবে বণিকদের হস্তে আমার
ধন সমর্পণ করা তোমার উচিত ছিল; তাহা করিলে আমি
২৮ আসিয়া বৃদ্ধির সহিত মূলটাকা পাইতাম। অতএব ইহার
নিকটহইতে ঐ তোড়া লইয়া যাহার দশ তোড়া আছে,
২৯ তাহাকে দেও; কেননা যাহার কাছে বাড়ে, তাহাকেই
আরও দত্ত হইবে, তাহাতে তাহার বাহুল্য হইবে; কিন্তু
যাহার কাছে বাড়ে না, তাহার যে যৎকিঞ্চিৎ আছে,
৩০ তাহাও তাহার নিকটহইতে নীত হইবে। আর তোমরা ঐ
অকর্ম্মণ্য দাসকে লইয়া যে স্থানে রোদন ও দন্তের ঘর্ষণ
আছে, সেই বহির্ভূত অন্ধকারেতে ফেলিয়া দেও।

৩১ যখন মনুষ্যপুত্র পবিত্র দূতগণকে সঙ্গে করিয়া আপন
প্রভাবে আসিয়া নিজ তেজোময় সিংহাসনে বসিবেন,
৩২ তখন তাঁহার সম্মুখে সর্ব্ব জাতীয় লোক একত্র হইবে;
পরে মেষপালক যেমন ছাগহইতে মেষ সকলকে ভিন্ন২
করে, তাদৃশ তিনিও একহইতে অন্যকে এই রূপে তাহা-
৩৩ দিগকে পৃথক্ করিয়া মেষগণকে দক্ষিণ দিগে, এবং ছাগ
৩৪ সকলকে বাম দিগে রাখিবেন। পরে রাজা দক্ষিণদিক্-
স্থিত লোকদিগকে কহিবেন, আইস, আমার পিতার অনু-
গ্রহপাত্রেরা, তোমাদের জন্যে জগতের পত্তনাবধি যে
৩৫ রাজ্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও। কে-

না আমি ক্ষুধিত হইলে আমাকে আহার দিয়াছ, এবং পিপাসিত হইলে পেয় দ্রব্য দিয়াছ, এবং বিদেশী হইলে স্বস্থানে লইয়াছ; এবং বস্ত্রহীন হইলে বস্ত্র পরাইয়াছ, ৩৬ এবং পীড়িত হইলে আমার তত্বাবধারণ করিয়াছ, এবং কারাগারস্থ হইলে আমার নিকটে গিয়াছ। তখন ধার্ম্মি- ৩৭ কেরা উত্তর করিবে; হে প্রভো, কখন্ তোমাকে ক্ষুধিত দেখিয়া ভোজন করাইয়াছি? বা পিপাসিত দেখিয়া পান করাইয়াছি? এবং কখন্ই বা তোমাকে বিদেশী দেখিয়া ৩৮ স্বস্থানে লইয়াছি? আর কখন্ই বা তোমাকে উলঙ্গ দেখিয়া বস্ত্র পরাইয়াছি? এবং কখন্ই বা তোমাকে পীড়িত ৩৯ কি কারাগারস্থ দেখিয়া তোমার নিকটে গিয়াছি? তখন ৪০ রাজা তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিবেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, আমার এই ভ্রাতৃগণের মধ্যে কোন এক ক্ষুদ্রতমের প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহা আমারই প্রতি করিয়াছ। পশ্চাৎ তিনি বামদিক্স্থিত লোকদিগকে কহি- ৪১ বেন, অরে শাপগ্রস্ত সকল, শয়তানের ও তাহার দূতগণের জন্যে যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত আছে, তোমরা আমার নিকটহইতে সেই অগ্নিতে চলিয়া যাও। কেননা আমি ৪২ ক্ষুধিত হইলে আমাকে আহার দেও নাই, ও পিপাসিত হইলে পেয় দ্রব্য দেও নাই, এবং বিদেশী হইলে স্বস্থানে ৪৩ লও নাই, ও বস্ত্রহীন হইলে বস্ত্র পরাও নাই, এবং পীড়িত ও কারাগারস্থ হইলে আমার তত্বাবধারণ কর নাই। ত- ৪৪ খন তাহারাও উত্তর করিবে, হে প্রভো, কোন্ সময়ে তোমাকে ক্ষুধিত, কি পিপাসিত, কি বিদেশী, কি উলঙ্গ, কি পীড়িত, কি কারাগারস্থ দেখিয়া তোমার সেবা করি নাই? তখন তিনি তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিবেন, আমি তোমা- ৪৫ দিগকে যথার্থ কহিতেছি, তোমরা ইহাদের কোন এক

ক্ষুদ্রতমের প্রতি যাহা কর নাই, তাহা আমারই প্রতি কর
৪৬ নাই । পরে ইহারা অনন্ত শাস্তি, কিন্তু ধার্ম্মিকেরা অনন্ত
পরমায়ু ভোগ করিতে যাইবে ।

২৬ অধ্যায় ।

১ খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপকদের কুপরামর্শ ৬ ও স্ত্রীর দ্বারা খ্রীষ্টের অভিষিক্ত হওন ১৪ ও যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় ১৭ ও নিস্তারপর্ব্বের ভোজ ২৬ ও প্রভুর ভোজ নিরূপণ ৩১ ও পিতরের খ্রীষ্টকে অস্বীকার করণের ভবিষ্যদ্বাক্য ৩৬ ও উদ্যানে খ্রীষ্টের দুঃখের বিষয় ৪৭ ও তাঁহার পরহস্তগত হওন ৫৭ ও মহা-যাজকের নিকটে লইয়া যাওন ৫৯ ও তাঁহার বিচার ৬৯ ও পিতরের অস্বীকার করণ।

১ যীশু এই সকল প্রসঙ্গ সাঙ্গ করিয়া শিষ্যদিগকে কহি-
২ লেন, তোমরা জান, আর দুই দিবস পরে নিস্তারপর্ব্ব
উপস্থিত হইবে, তাহাতে মনুষ্যপুত্র ক্রুশেতে হত হইবার
৩ জন্যে পরহস্তগত হইবেন । পরে প্রধান যাজকেরা এবং
অধ্যাপকেরা ও লোকদের প্রাচীনেরা কিয়ফা নামে মহা-
৪ যাজকের অট্টালিকাতে একত্র হইয়া, কি ছলেতে যীশুকে
৫ ধরিয়া বধ করিতে পারে, এই মন্ত্রণা করিতে লাগিল । কিন্তু
তাহারা কহিল, পর্ব্বসময়ে নহে, তাহা হইলে লোকদের
মধ্যে কলহ উপস্থিত হইতে পারে ।

৬ পরে বৈথনিয়া নগরে শিমোন্ নামক কুষ্ঠির গৃহেতে
৭ যীশুর থাকিবার সময়ে এক স্ত্রী শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে
বহুমূল্য সুগন্ধি তৈল আনিয়া ভোজনে বসিবার সময়ে
৮ তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দিল । কিন্তু তাহা দেখিয়া তাঁহার
৯ শিষ্যেরা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, এমন অপব্যয় কেন ? ইহা
বহুমূল্যে বিক্রীত হইলে ঐ মূল্য দরিদ্রদিগকে দত্ত হইতে
১০ পারিত । যীশু তাহা জানিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঐ
স্ত্রীকে কেন দুঃখ দেও ? সে আমার প্রতি সৎকর্ম্ম করিল ।

দরিদ্রেরা তোমাদের নিকটে সতত থাকে, কিন্তু আমি ১১
তোমাদের নিকটে সতত থাকি না। সে আমার শরীরের ১২
উপরে ঐ সুগন্ধি তৈল ঢালিয়া আমার কবর দিবার কর্ম্ম
করিল। অতএব আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, ১৩
জগৎ সমুদয়ের মধ্যে যেং স্থানে এই সুসমাচার প্রচারিত
হইবে, সেই ২ স্থানে এই স্ত্রীর স্মরণার্থে এই কর্ম্মের কথাও
প্রচারিত হইবে।

পরে দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা নামে ১৪
এক জন প্রধান যাজকদিগের নিকটে গিয়া কহিল, যদি ১৫
যীশুকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করি, তবে আমাকে কি
দিবা? তখন তাহারা তাহাকে ত্রিশ টাকা দিতে প্রতিজ্ঞা
করিল। সে তৎকালাবধি তাঁহাকে পরহস্তগত করিবার ১৬
নিমিত্তে সুযোগ চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনন্তর তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্বের প্রথম দিবসে শিষ্যেরা ১৭
যীশুর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনকার নিমিত্তে
আমরা কোথায় নিস্তার পর্ব্বের ভোজের আয়োজন ক-
রিব? আপনকার ইচ্ছা কি? তখন তিনি কহিলেন, নগরের ১৮
মধ্যে অমুক ব্যক্তির নিকটে যাইয়া বল, গুরু কহিতেছেন,
আমার কাল সন্নিকট; শিষ্যগণের সহিত তোমার গৃহে
নিস্তার পর্ব্বের ভোজ করিব। তাহাতে শিষ্যেরা যীশুর ১৯
সেই রূপ আদেশানুসারে কর্ম্ম করিয়া সেই স্থানে নিস্তার
পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিল। পরে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত ২০
হইলে তিনি দ্বাদশ শিষ্যের সহিত বসিলেন। আর ভোজন- ২১
কালে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি,
তোমাদের মধ্যে এক জন আমাকে পরহস্তগত করিবে।
তখন তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রত্যেক জন কহিতে ২২
লাগিল, হে প্রভো, সে কি আমি? তাহাতে তিনি কহিলেন, ২৩

আমার সঙ্গে যে জন ভোজনপাত্রে হস্ত মগ্ন করিবে, সেই
২৪ আমাকে পরহস্তগত করিবে। আর মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে
যেমন লিখিত আছে, তদনুসারে তাঁহার গতি হইবে; কিন্তু
যে ব্যক্তির দ্বারা মনুষ্যপুত্র পরহস্তগত হইবেন, হায়২
২৫ তাহার জন্ম না হইলে ভাল হইত। তখন যিহূদা নামে যে
ব্যক্তি তাঁহাকে পরহস্তগত করিল, সেই কহিল, হে গুরো,
সে কি আমি? তাহাতে তিনি কহিলেন, সত্য কহিলা।

২৬ পরে তাহাদের ভোজনের সময়ে যীশু রুটী লইয়া
ঈশ্বরের গুণানুবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া শিষ্যদিগকে দিয়া
কহিলেন, ইহা লইয়া ভোজন কর, এ আমার শরীরস্বরূপ।
২৭ পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিয়া
তাহাদিগকে দিয়া কহিলেন, তোমরা সকলেই ইহাতে পান
২৮ কর; কারণ ইহা নূতন নিয়মের ও অনেকের পাপক্ষমার
২৯ নিমিত্তে পাতিত আমার রক্তস্বরূপ। আর আমি তোমা-
দিগকে কহিতেছি, যাবৎ আপন পিতার রাজ্যেতে তোমা-
দের সঙ্গে নূতন দ্রাক্ষারস পান না করিব, তাবৎ আমি
৩০ দ্রাক্ষাফলের রস আর কখনো পান করিব না। পরে
তাহারা এক গীত গান করিয়া জৈতুন পর্ব্বতে গমন
করিল।

৩১ তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, এই রাত্রিতে আমি
তোমাদের সকলের বিঘ্নস্বরূপ হইব; কেননা লিপি আছে,
"আমি মেষপালককে প্রহার করিব, তাহাতে পালের
৩২ "মেষেরা ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।" কিন্তু কবরহইতে
আমার উত্থান হইলে পর তোমাদের অগ্রে গালীলেতে
৩৩ যাইব। পিতর্ তাঁহাকে উত্তর দিল, যদ্যপি তুমি সকলের
বিঘ্নস্বরূপ হও, তথাপি কোন ক্রমে আমার হইবা না।
৩৪ তাহাতে যীশু কহিলেন, আমি তোমাকে যথার্থ কহিতেছি,

এই রাত্রিতে কুকুড়া ডাকের পূর্ব্বে তুমি আমাকে তিন বার অস্বীকার করিবা। তাহাতে পিতর কহিল, যদ্যপি তোমার ৩৫ সহিত মরিতে হয়, তথাপি কোন ক্রমে তোমাকে অস্বীকার করিব না ; এবং তদনুসারে সকল শিষ্য কহিল।

পরে যীশু শিষ্যদের সহিত গেৎশিমানী নামক স্থানে ৩৬ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি ঐ স্থানে গিয়া যে পর্য্যন্ত প্রার্থনা করি, তাবৎ তোমরা এ স্থানে বসিয়া থাক। পরে তিনি পিতর্কে এবং সিবদিয়ের দুই পুত্রকে ৩৭ সঙ্গে লইয়া গেলেন, আর শোকাকুল ও অত্যন্ত ব্যথিত হইতে লাগিলেন। এবং তাহাদিগকে কহিলেন, মৃত্যুজনক ৩৮ দুঃখেতে আমার প্রাণ অত্যন্ত দুঃখী হইতেছে ; তোমরা এই স্থানে আমার সঙ্গে জাগিয়া থাক। পরে তিনি কিঞ্চিৎ ৩৯ দূরে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া এই প্রার্থনা করিলেন, হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে আমার নিকটহইতে এই পানপাত্র দূরে যাউক; কিন্তু আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক। অনন্তর তিনি শিষ্যদিগের নিকটে ৪০ আইলে পর তাহাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া পিতর্কে কহিলেন, তোমরা কি আমার সঙ্গে এক দণ্ডও জাগিতে পারিলা না? পরীক্ষাতে যেন না পড়, এই জন্যে জাগ্রৎ হইয়া ৪১ প্রার্থনা কর ; আত্মা উদ্যুক্ত বটে, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল। পুনশ্চ তিনি দ্বিতীয় বার গিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, হে ৪২ আমার পিতঃ, পান না করিলে যদি এই পানপাত্র আমার নিকটহইতে দূরে যাইতে না পারে, তবে তোমার ইচ্ছামত হউক। তিনি আরবার আসিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার ৪৩ নিদ্রাগত দেখিলেন, কেননা তাহাদের চক্ষু নিদ্রাতে পূর্ণ ছিল। পরে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার গিয়া ৪৪ তৃতীয় বার পূর্ব্বমত কথা কহিয়া প্রার্থনা করিলেন। পরে ৪৫

শিষ্যদের কাছে আসিয়া কহিলেন, তোমরা কি নিতান্ত শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিবা? দেখ, সময় উপস্থিত, এবং
৪৬ মনুষ্যপুত্র পাপিদের হস্তে সমর্পিত হন। উঠ, আমরা যাই; যে ব্যক্তি আমাকে পরহস্তগত করিবে, দেখ, সে সমীপে আসিতেছে।

৪৭ এই কথা কহন সময়ে দ্বাদশের মধ্যে গণিত যিহূদা নামক শিষ্য প্রধান যাজকদের এবং লোকদের প্রাচীনবর্গের নিকটহইতে খড়্গ ও যষ্টিধারি লোকসমূহকে সঙ্গে লইয়া
৪৮ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। ঐ পরহস্তগতকারী পূর্ব্বে তাহাদিগকে এই নিদর্শন কহিয়াছিল, আমি যাহাকে চুম্বন
৪৯ করিব, সেই ঐ ব্যক্তি, তোমরা তাহাকেই ধরিবা। অতএব সে তৎক্ষণাৎ যীশুর নিকটে যাইয়া, 'হে গুরো, প্রণাম!'
৫০ বলিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিল। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, হে মিত্র, কি জন্যে আইলা? তখন তাহারা আসিয়া যীশুর
৫১ উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে ধরিল। তাহাতে যীশুর সঙ্গিদের মধ্যে এক জন হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক খড়্গ মুক্ত করিয়া মহাযাজকের এক দাসকে আঘাত করিয়া তাহার
৫২ এক কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিল। তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, খড়্গ স্বস্থানে রাখ, কেননা যে সকল লোক
৫৩ খড়্গ ধারণ করে, তাহারাই খড়্গদ্বারা বিনষ্ট হয়। আর পিতা যেন আমার নিকটে স্বর্গীয় দূতের দ্বাদশ বাহিনীহইতে অধিক প্রেরণ করেন, আমি তাঁহার নিকটে এই ক্ষণে এমন প্রার্থনা করিতে পারি না, তুমি কি এমন বোধ
৫৪ করিতেছ? কিন্তু তাহা হইলে, এই রূপ ঘটিবে, ধর্ম্মপুস্তকের
৫৫ এই যে বাক্য, তাহা কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? আর সেই সময়ে যীশু লোকসমূহকে কহিলেন, খড়্গ ও যষ্টি লইয় আমাকে কি চোর ধরিতে আইলা? আমি উপদেশ দিতে২

প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে মন্দিরে বসিতাম, তখন আমাকে ধরিলা না; কিন্তু ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বাক্য সিদ্ধির জন্যে এ ৫৬ সকল হইল। তখন সকল শিষ্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

পরে সেই সকল লোক যীশুকে ধরিয়া যে স্থানে অধ্যা- ৫৭ পকেরা ও প্রাচীনবর্গ সভা করিয়া বসিয়াছে, সেই স্থানে কিয়কা নামক মহাযাজকের নিকটে লইয়া গেল। এবং ৫৮ পিতর্ মহাযাজকের অট্টালিকা পর্য্যন্ত দূরে তাঁহার পশ্চাৎ২ গমন করিয়া শেষে কি হইবে, ইহা দেখিবার জন্যে প্রবেশ করিয়া দাসগণের সঙ্গে বসিল।

তখন প্রধান যাজকগণ ও প্রাচীনেরা ও মন্ত্রি সকল ৫৯ যীশুকে বধ করিবার জন্যে তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু পাইল না। অনেক২ মিথ্যাসাক্ষী ৬০ আইলেও তাহা পাইল না; অবশেষে দুই জন মিথ্যাসাক্ষী আসিয়া বলিল, এই ব্যক্তি কহিল, আমি ঈশ্বরের মন্দির ৬১ ভগ্ন করিয়া তিন দিবসের মধ্যে তাহার নির্ম্মাণ করিতে পারি। তখন মহাযাজক উঠিয়া যীশুকে কহিল, তুমি কিছুই ৬২ উত্তর দিবা না? তোমার বিষয়ে ইহারা কি সাক্ষ্য দিতেছে? কিন্তু যীশু মৌনী হইয়া থাকিলেন। তাহাতে মহাযাজক ৬৩ কহিল, তোমাকে অমর ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি, তুমি কি ঈশ্বরের অভিষিক্ত পুত্র? তাহা বল। যীশু উত্তর করিলেন, ৬৪ তুমি সত্য কহিলা; আর আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, ইহার পরে মনুষ্যপুত্রকে সর্ব্বশক্তিমানের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘে আরূঢ় হইয়া আসিতে দেখিবা। তখন মহাযাজক আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া ৬৫ কহিল, এ ঈশ্বরের নিন্দা করিল, আমাদের আর সাক্ষিতে প্রয়োজন কি? দেখ, তোমরা এইক্ষণেই ইহার মুখে

৬৬ ঈশ্বরের নিন্দা শুনিলা। তোমাদের কি বিবেচনা হয়?
৬৭ তাহারা উত্তর করিল, এ বধযোগ্য বটে। তাহাতে তাহারা তাঁহার মুখে থুথু দিল, এবং কেহ চাপড় ও কেহ বা চড়
৬৮ মারিয়া কহিল, হে খ্রীষ্ট, তোমাকে কে মারিল? ইহা গণনা করিয়া আমাদিগকে বল।

৬৯ পিতর বাহিরে প্রাঙ্গণে বসিয়াছিল, ইতোমধ্যে এক দাসী তাহার নিকটে গিয়া কহিল, তুমিও গালীলীয় যীশুর
৭০ সঙ্গে ছিলা। কিন্তু সে সকলের সাক্ষাতে অস্বীকার করিয়া
৭১ কহিল, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমি বুঝি না। তখন সে বহির্দ্বারের নিকটে গেলে আর এক দাসী তাহাকে দেখিয়া সে স্থানের লোকদিগকে কহিল, এ ব্যক্তিও নাসর-
৭২ তীয় যীশুর সঙ্গে ছিল। তাহাতে সে দিব্যপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অস্বীকার করিয়া কহিল, আমি সেই মানুষকে চিনি না।
৭৩ আর কিঞ্চিৎ কাল পরে দণ্ডায়মান লোকেরা আসিয়া পিতরকে কহিল, তুমি অবশ্য তাহাদের এক জন, তোমার
৭৪ উচ্চারণেতেই তাহা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু সে অভিশাপ পূর্ব্বক দিব্য করিয়া কহিতে লাগিল, আমি সে ব্যক্তিকে
৭৫ চিনি না; তৎক্ষণাৎ কুকুড়া ডাকিল। তখন 'কুকুড়া ডাকের অগ্রে আমাকে তিন বার অস্বীকার করিবা,' এই যে কথা যীশু কহিয়াছিলেন, তাহা পিতরের স্মরণে হওয়াতে সে বাহিরে গিয়া মহাখেদে রোদন করিল।

২৭ অধ্যায়।

১ পীলাতের হস্তে খ্রীষ্টের সমর্পণ ৩ ও যিহূদার অনুতাপ ও মরণ ১১ ও পীলাতের কাছে খ্রীষ্টের সাক্ষ্য ও নীরব হওন ১৫ ও লোকদের রীতি ১৯ ও পীলাতের আচরণ, ২৭ ও খ্রীষ্টকে বধ করিতে লইয়া যাওন ৩২ ও খ্রীষ্টকে ক্রুশে চড়াওনের বিষয় ৩৯ ও খ্রীষ্টকে বিদ্রূপ করণ ৪৫ ও ক্রুশের উপরে খ্রীষ্টের আর্ত্তস্বর করণ ৫০ ও খ্রীষ্টের প্রাণত্যাগ ও অদ্ভুত লক্ষণ ৫৫ ও স্ত্রীলোকদের উপস্থিত হওন

৫৭ ও খ্রীষ্টের কবরের বিষয় ৬২ ও প্রহরিগণের দ্বারা কবরের রক্ষা হওন।

পরে প্রভাত হইলে প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনেরা যীশুকে বধ করিবার নিমিত্তে তাঁহার বিপক্ষে মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া গিয়া পন্তীয় পীলাত নামক অধিপতিকে সমর্পণ করিল। ১ ২

অপর যীশুকে পরহস্তগতকারি যিহূদা তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা জানিয়া মনস্তাপ পাইয়া প্রধান যাজকগণের ও প্রাচীন লোকদিগের নিকটে সেই ত্রিশ টাকা ফিরিয়া দিয়া কহিল, এই নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রাণ পরহস্তগত করাতে আমি পাপ করিলাম; তখন তাহারা বলিল, তাহাতে আমাদের কি? তুমি তাহা বুঝ। অনন্তর যিহূদা মন্দিরের মধ্যে সেই টাকা ফেলিয়া প্রস্থান করিল, এবং যাইয়া আপনি আপনাকে উদ্বন্ধন করিল। পরে প্রধান যাজকেরা সেই মুদ্রা লইয়া কহিল, এ টাকা রক্তের মূল্য, অতএব ভাণ্ডারে রাখা কর্ত্তব্য নয়। পরে তাহারা মন্ত্রণা করিয়া বিদেশিদের কবরস্থানের নিমিত্তে ঐ টাকা দিয়া কুম্ভকারের ক্ষেত্র ক্রয় করিল। এই জন্যে অদ্যাপি সেই স্থানকে রক্তক্ষেত্র বলে। এমন হইলে "ইস্রায়েলের লো-"কেরা যাঁহার মূল্য নিরূপণ করিল, তাঁহার সেই মূল্যরূপ "ত্রিশ মুদ্রা আমার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে "তাহাদের নিকটহইতে নীত হইলে কুম্ভকারের ক্ষেত্র ক্রীত "হইল," এই যে কথা যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা কহিয়াছিল, তাহা তখন সিদ্ধ হইল। ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

পরে যীশু ঐ অধিপতির সম্মুখে দাঁড়াইলে সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি যিহূদীয়দের রাজা? তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, সত্য কহিতেছ। কিন্তু প্রধান যাজ- ১১ ১২

কেরা ও প্রাচীনেরা তাঁহার উপরে অপবাদ দিলেও তিনি
১৩ কিছুই উত্তর করিলেন না। পরে পীলাত তাঁহাকে কহিল,
ইহারা তোমার বিপক্ষে কত২ সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা তুমি
১৪ শুন না? তথাপি তিনি তাহার এক কথারও উত্তর করিলেন
না; তাহাতে ঐ অধিপতি বড়ই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।
১৫　আর সেই পর্ব্বসময়ে অধিপতির এমন এক রীতি ছিল,
লোকেরা কোন এক বন্দিকে চাহিলে সে তাহাকেই মুক্ত
১৬ করিত। সেই সময়ে বরব্বা নামে এক জন বিখ্যাত বন্দী
১৭ ছিল। তাহাতে লোকেরা একত্র হইলে পীলাত তাহাদি-
গকে জিজ্ঞাসা করিল, এই বরব্বা বন্দী ও খ্রীষ্ট বিখ্যাত
যীশু, এই দুয়ের মধ্যে কাহাকে মুক্ত করিব? তোমাদের
১৮ ইচ্ছা কি? তাহারা যে ঈর্ষ্যাভাবে তাঁহাকে সমর্পণ করি-
য়াছিল, তাহা সে জানিল।
১৯　অপর বিচারাসনে বসিবার সময়ে পীলাতের পত্নী তা-
হাকে ইহা কহিয়া পাঠাইল, সেই ধার্ম্মিক মানুষের প্রতি
তুমি কিছুই করিও না; যেহেতুক তাঁহার বিষয়ে অদ্য
২০ আমি স্বপ্নেতে অনেক প্রকার দুঃখ পাইলাম। অনন্তর
প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনেরা বরব্বাকে চাহিয়া লইতে
২১ ও যীশুকে বধ করিতে লোক সকলকে প্রবৃত্তি দিল। পরে
অধিপতি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি এই দুয়ের
মধ্যে কাহাকে মুক্ত করিব? তোমাদের ইচ্ছা কি? তাহারা
২২ কহিল, বরব্বাকে। তখন পীলাত জিজ্ঞাসিল, তবে যাহাকে
খ্রীষ্ট বলে, সেই যীশুকে কি করিব? সকলেই কহিল, সে
২৩ ক্রুশে বিদ্ধ হউক। তাহাতে অধিপতি কহিল, কেন? সে
কি অপরাধ করিয়াছে? কিন্তু তাহারা আরও চেঁচাইয়া
২৪ বলিল, সে ক্রুশে বিদ্ধ হউক। তখন আপনার কথা গ্রাহ্য
হইল না, বরঞ্চ আরও কলহ হইল, পীলাত ইহা দেখিয়া

লোকদের সাক্ষাতে জল লইয়া হস্ত প্রক্ষালন করিয়া কহিল, এই ধার্ম্মিক ব্যক্তির রক্তপাতে আমি নির্দ্দোষ, তোমরাই তাহা বুঝ। তখন লোক সকল উত্তর করিল, ২৫ তাহার রক্তপাতের অপরাধ আমাদের ও আমাদের সন্তানদের উপরে বর্ত্তুক। তাহাতে সে তাহাদের নিকটে ২৬ বরব্বাকে মুক্ত করিল, এবং যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে বিদ্ধ করিতে সমর্পণ করিল।

পরে অধিপতির সেনাগণ অধিপতির গৃহেতে যীশুকে ২৭ লইয়া তাঁহার নিকটে সেনাসমূহকে একত্র করিল। অপর ২৮ তাহারা তাঁহার বস্ত্র খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণলোহিতবর্ণ বস্ত্র পরিধান করাইল। এবং কণ্টকের মুকুট নির্ম্মাণ করিয়া ২৯ তাঁহার মস্তকে দিল; আর তাঁহার দক্ষিণ হস্তে এক বেত্র দিয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া, 'হে যিহূদীয়দের রাজন্, নমস্কার;' ইহা বলিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিল। আর ৩০ তাঁহার গাত্রে থুথু দিল, ও বেত্র লইয়া মস্তকে আঘাত করিল। এই রূপে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিলে পর সেই বস্ত্র ৩১ খুলিয়া পুনশ্চ নিজ বস্ত্র পরিধান করাইয়া তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিতে লইয়া গেল।

পরে বহির্গমন সময়ে তাহারা শিমোন্ নামে এক জন ৩২ কুরীণীয় লোকের দেখা পাইয়া ক্রুশ বহনার্থে তাহাকে বলেতে ধরিল। অনন্তর গুল্‌গল্‌তা অর্থাৎ মাথাখুলী নামক ৩৩ স্থানে উপস্থিত হইলে পর তাহারা যীশুকে পিত্তমিশ্রিত অম্লরস পান করিতে দিল; কিন্তু তিনি তাহা আস্বাদন ৩৪ করিয়া পান করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন তাহারা ৩৫ তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার পরিচ্ছদ গুলিবাঁটদ্বারা অংশ করিয়া লইল; তাহাতে "তাহারা আপনাদের মধ্যে "আমার পরিধেয় বস্ত্র বিভাগ করে, এবং আমার উত্তরীয়

"বস্ত্রের জন্যে গুলিবাঁট করে," ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা এই যে
৩৬ কথা উক্ত ছিল, তাহা সিদ্ধ হইল। পরে তাহারা সে স্থানে
৩৭ বসিয়া তাঁহার প্রহরি কর্ম্মেতে নিযুক্ত থাকিল। এবং 'এ
যিহূদীয়দের রাজা যীশু,' এই অপবাদের লিপিপত্র তাঁহার
৩৮ মস্তকের ঊর্দ্ধে লাগাইয়া দিল। এবং তাঁহার বাম ও দ-
ক্ষিণ দুই পার্শ্বে দুই চোরকে তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ
করিল।

৩৯　তখন পথ দিয়া যে২ লোক যাতায়াত করিল, সকলেই
৪০ শিরশ্চালন পূর্ব্বক নিন্দা করিয়া কহিল, হে মন্দির ভগ্ন-
কারি ও তিন দিনের মধ্যে তাহার নির্ম্মাণকারি, আপনাকে
রক্ষা কর, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে ক্রুশহইতে
৪১ নাম। এবং প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা এবং প্রাচীন
৪২ লোকেরাও সেই মত বিদ্রূপ করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি
অন্য২ লোককে রক্ষা করিল, কিন্তু আপনাকে রক্ষা ক-
রিতে পারে না; যদি ইস্রায়েলের রাজা হয়, তবে এখনই
ক্রুশহইতে নামুক; তাহাতে আমরা তাহাকে প্রত্যয় ক-
৪৩ রিব। সে ঈশ্বরের প্র্যাত্যাশা রাখিল; ঈশ্বর যদি তাহাতে
সন্তুষ্ট হন, তবে এখনই তাহাকে রক্ষা করুন; কেননা সে
৪৪ কহিল, আমি ঈশ্বরের পুত্র। আর যে চোরেরা তাঁহার
সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইল, তাহারাও সেই রূপে তাঁহাকে নি-
ন্দা করিল।

৪৫　পরে বেলা দ্বিতীয় প্রহরাবধি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সমুদয়
৪৬ দেশ অন্ধকারাবৃত হইল। এবং তৃতীয় প্রহর সময়ে যীশু
উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, এলী২ লামা শিবক্তনী, অর্থাৎ "হে
"আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, তুমি কেন আমাকে
৪৭ "পরিত্যাগ কর?" তাহাতে সে স্থানে দণ্ডায়মান লোক-
দের মধ্যে কেহ২ ঐ কথা শুনিয়া কহিল, ইনি এলিয়কে

ডাকিতেছেন। তখন তাহাদের মধ্যে এক জন শীঘ্র দৌ- ৪৮
ড়িয়া স্পঞ্জ লইয়া তাহাতে অম্লরস ভরিয়া নলে লাগাইয়া
তাঁহাকে পান করিতে দিল। অন্যেরা কহিল, থাক, এলিয় ৪৯
তাহাকে রক্ষা করিতে আইসেন কি না তাহা দেখি।

পরে যীশু পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া প্রাণত্যাগ করি- ৫০
লেন। তখন মন্দিরের বিচ্ছেদবস্ত্র উপরভাগ অবধি নামো ৫১
পর্য্যন্ত চিরিয়া দুই খান হইল, ও ভূমিকম্প হইল, এবং
পর্ব্বত বিদীর্ণ হইল। এবং কবর খুলিয়া গেলে অনেক২ ৫২
পুণ্যবানের সুপ্ত দেহ উঠিল; এবং কবরস্থানহইতে বহি- ৫৩
র্গত হইয়া তাঁহার উত্থানের পর পুণ্যনগরে গিয়া অনেক
লোককে দেখা দিল। পরে যীশুর প্রহরিকর্ম্মেনিযুক্তযে ৫৪
শতসেনাপতি, এবং তাহার সঙ্গি সকল তাহারা এই রূপ
ভূমিকম্পাদি ঘটনা দেখিয়া বড় ভীত হইয়া কহিল, সত্য
ইনি ঈশ্বরের পুত্র।

তখন মগ্দলীনী মরিয়ম্ এবং যাকূবের ও যোশির মাতা ৫৫
যে মরিয়ম্, এবং সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা প্রভৃতি যে অ- ৫৬
নেক স্ত্রীলোক যীশুর সেবা করিতে২ গালীল্হইতে তাঁহার
পশ্চাৎ আসিয়াছিল, তাহারা সকলে দূরে থাকিয়া দেখিল।

পরে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে অরিমথিয়া নগরের যূষফ্ ৫৭
নামে এক ধনবান মনুষ্য যীশুর শিষ্য প্রযুক্ত পীলাতের ৫৮
নিকটে গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিল; তাহাতে পীলাত
দেহ দিতে আজ্ঞা করিলে যূষফ্ সেই দেহ লইয়া শুচি বস্ত্রে ৫৯
জড়াইয়া আপনার নিমিত্তে যে নূতন কবর শৈলেতে খুদি-
য়াছিল, তাহার মধ্যে সেই দেহ রাখিয়া তাহার দ্বারে এক ৬০
বৃহৎ প্রস্তর গড়াইয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। কিন্তু ৬১
মগ্দলীনী মরিয়ম্ ও অন্য মরিয়ম্ এই দুই স্ত্রী সেই স্থানে
সেই কবরের সম্মুখে বসিয়া থাকিল।

৬২ তদনন্তর নিস্তার পর্ব্বের আয়োজন দিনের পরদিবসে প্রধান যাজকেরা ও ফিরূশিরা একত্র হইয়া পীলাতের
৬৩ নিকটে গিয়া কহিল, হে মহাশয়, সেই প্রবঞ্চক জীবৎকালে কহিয়াছিল, তিন দিন পরে কবরহইতে উঠিব, এ
৬৪ কথা আমাদের স্মরণে আছে; অতএব তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত তাহার কবর স্থান রক্ষা করিতে আজ্ঞা করুন; নতুবা তাহার শিষ্যেরা রাত্রিযোগে আসিয়া তাহাকে হরণ করিয়া লোকদিগকে বলিবে, তিনি কবরহইতে উঠিয়াছেন; তাহা হইলে প্রথম ভ্রান্তির অপেক্ষা শেষভ্রান্তি বড় হইবে।
৬৫ তখন পীলাত কহিল, তোমাদের নিকটে প্রহরিবর্গ আছে,
৬৬ তোমরা গিয়া যথা সাধ্য রক্ষা করাও। তাহাতে তাহারা গিয়া সেই দ্বারের প্রস্তরে মুদ্রাঙ্ক দিয়া প্রহরিবর্গ রাখিয়া কবরস্থান রক্ষা করাইল।

২৮ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের উত্থান, ১১ ও প্রহরিগণকে উৎকোচ দেওন, ২৬ ও শিষ্যদিগকে খ্রীষ্টের দর্শন ও আজ্ঞা দেওন।

১ তদনন্তর বিশ্রামবারের শেষে সপ্তাহের প্রথম দিনের প্রভাত উপস্থিত হইলে মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম্
২ কবর দেখিতে আইল। তখন মহাভূমিকম্প হইল; এবং পরমেশ্বরের দূত স্বর্গহইতে নামিয়া কবরদ্বারহইতে
৩ প্রস্তর সরাইয়া তাহার উপরে বসিল। তাহার মুখ বিদ্যুতের ন্যায় তেজোময়, এবং বস্ত্র হিমের ন্যায় শুভ্রবর্ণ।
৪ তখন প্রহরিবর্গ তাহার ভয়েতে কম্পান্বিত হইয়া মৃতবৎ
৫ হইল। এবং ঐ দূত স্ত্রীদিগকে কহিল, তোমরা ভয় করিও না; ক্রুশে হত যীশুর অন্বেষণ করিতেছ, তাহা জানি।
৬ তিনি এ স্থানে নাই; যেমন কহিয়াছিলেন, সেই মত উত্থান
৭ করিলেন; আইস, প্রভুর শয়নস্থান দর্শন কর। আর শীঘ্র

গিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে এই সংবাদ দেও, তিনি কবর-হইতে উঠিলেন, এবং তোমাদের অগ্রে গালীলেতে যাই-বেন, তোমরা সে স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবা; দেখ, আমি এই সংবাদ তোমাদিগকে দিলাম। তাহাতে তাহারা ৮ ভয়েতে ও মহানন্দেতে কবরস্থানহইতে শীঘ্র বহির্গত হইয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে সংবাদ দিতে দৌড়িয়া গেল। কিন্তু শিষ্যদিগকে সংবাদ দিবার জন্যে যাইতেছে, ইতো- ৯ মধ্যে যীশু তাহাদিগকে দর্শন দিয়া কহিলেন, তোমাদের কল্যাণ হউক; তাহাতে তাহারা আসিয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া প্রণাম করিল। তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ১০ ভয় করিও না, তোমরা গিয়া আমার ভ্রাতৃদিগকে গা-লীলেতে যাইতে বল, সে স্থানে তাহারা আমার দর্শন পাইবে।

অপর স্ত্রীলোকেরা গমন করিতেছে, ইতোমধ্যে প্রহরি- ১১ বর্গের কেহ২ নগরে গিয়া যাহা২ ঘটিয়াছে, সে সমস্ত বিব-রণ প্রধান যাজকদিগকে জ্ঞাত করিল। তখন তাহারা প্রা- ১২ চীনবর্গের সহিত সভা করিয়া মন্ত্রণা পূর্ব্বক ঐ সেনাগণকে যথেষ্ট মুদ্রা দিয়া কহিল, আমরা নিদ্রা গেলে তাহার শিষ্যগণ ১৩ রাত্রিকালে আসিয়া তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, তোমরা এই কথা প্রচার কর। যদি এ কথা অধিপতির ১৪ কর্ণগোচর হয়, তবে আমরা তাহাকে বুঝাইয়া তোমাদি-গকে রক্ষা করিব। তাহাতে তাহারা সেই মুদ্রা লইয়া ঐ ১৫ শিক্ষানুসারে কর্ম্ম করিল; যিহূদীয় লোকদের মধ্যে অদ্যাপি সেই কথার জনরব আছে।

তখন একাদশ শিষ্য যীশুর নিরূপিত গালীলের এক ১৬ পর্ব্বতে গমন করিলে পর তাহারা সে স্থানে তাঁহার ১৭ দর্শন পাইয়া প্রণাম করিল; কিন্তু কেহ২ সন্দেহ করিল।

১৮ তখন যীশু তাহাদের নিকটে আসিয়া কহিলেন, স্বর্গের ও পৃথিবীর তাবৎ কর্ত্তৃত্বের ভার আমাতে অর্পিত আছে। ১৯ অতএব তোমরা যাইয়া সর্ব্বদেশীয় লোকদিগকে শিষ্য করিয়া পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামেতে ২০ তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; এবং আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিয়াছি, তাহাও তাহাদিগকে পালন করিতে উপদেশ দেও। দেখ, জগতের শেষ পর্য্যন্তই সর্ব্বদা আমি তোমাদের সঙ্গে২ আছি। ইতি।

মার্কলিখিত সুসমাচার।

---

১ অধ্যায়।

১ বাপ্তাইজক যোহনের বিবরণ ৯ ও খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম ১২ ও তাঁহার পরীক্ষা ১৪ ও তাঁহার সুসমাচার প্রচার ১৬ ও শিমোন্ ও আন্দ্রিয় ও অন্যদের প্রতি অহ্বান ২১ ও এক ভূতগ্রস্তকে সুস্থ করণ ২৯ ও পিতরের শ্বশ্রূকে সুস্থ করণ ৩২ ও অনেক লোককে সুস্থ করণ ও গোপনে প্রার্থনা করণ ৪০ ও এক কুষ্ঠিকে সুস্থ করণ।

১ ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের আরম্ভ। ২ ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থে এই মত লিপি আছে, "দেখ, আমি "আপন দূতকে তোমার অগ্রে প্রেরণ করিলে সে তোমার ৩ "অগ্রে যাইয়া পথ প্রস্তুত করিবে"; এবং "প্রান্তরে এই "বাক্যবাদি এক জনের রব হইবে, পরমেশ্বরের পথ প্রস্তুত ৪ "কর, ও তাঁহার রাজপথ সমান কর।" তদনুসারে যোহন প্রান্তরে বাপ্তাইজ করিল, ও পাপমোচনার্থে মনঃপরিবর্ত্তনের চিহ্নস্বরূপ যে বাপ্তিস্ম, তাহার কথা প্রচার ক-৫ রিল। তাহাতে যিহূদা দেশীয় ও যিরূশালম নিবাসি তাবৎ লোক বাহিরে তাহার নিকটে আসিয়া আপনং পাপ

স্বীকার পূর্ব্বক তাহাদ্বারা যর্দ্দন নদীতে বাপ্তাইজিত হইল। এই যোহনের পরিচ্ছদ উষ্ট্রের লোমজাত, এবং তাহার ৬ কটিদেশে চর্ম্মপটুকা, আর তাহার খাদ্য পঙ্গপাল ও বনমধু। সে প্রচার করিয়া কহিল, আমি নত হইয়া যাঁহার ৭ পাদুকার বন্ধন খুলিতেও যোগ্য নহি, আমাহইতে গুরুতর এমন এক ব্যক্তি পশ্চাৎ আসিতেছেন। আমি তোমা- ৮ দিগকে জলেতে বাপ্তাইজ করিলাম, কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মাতে তোমাদিগকে বাপ্তাইজ করিবেন।

অপর সেই সময়ে যীশু গালীল্ প্রদেশের নাসরৎ নগর- ৯ হইতে আসিয়া ঐ যোহনদ্বারা যর্দ্দন নদীতে বাপ্তাইজিত হইলেন। তিনি জলহইতে উঠিবামাত্র মেঘদ্বার মুক্ত ১০ এবং আত্মাকে কপোতের ন্যায় আপনার উপরে নামিতে দেখিলেন। আর 'তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আ- ১১ মার পরম সন্তোষ,' এমন এক অকাশবাণী হইল।

পরে তৎক্ষণাৎ আত্মা তাঁহাকে প্রান্তরের মধ্যে লইয়া ১২ গেলে তিনি চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত সে স্থানে বন্য পশুদের সঙ্গে ১৩ থাকিয়া শয়তানকর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইলেন; পরে স্বর্গীয় দূতগণ আসিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল।

অনন্তর যোহন্ কারাগারে বদ্ধ হইলে পর যীশু গালীল ১৪ প্রদেশে আসিয়া ঈশ্বরের রাজত্বের সুসমাচার প্রচার করিয়া কহিতে লাগিলেন, কাল সম্পূর্ণ হইল, ও ঈশ্বরের ১৫ রাজত্ব নিকট হইল; অতএব তোমরা মন ফিরাও এবং সুসমাচারে বিশ্বাস কর।

পরে যীশু গালীলীয় সমুদ্রতীরে গমন করিতে২ শিমোন্ ১৬ এবং আন্দ্রিয় নামক তাহার ভ্রাতা, এই দুই জন মৎস্যধারিকে সমুদ্রে জাল ফেলিতে দেখিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আমার পশ্চাৎ আইস, আমি তোমাদিগকে ১৭

১৮ মনুষ্যধারী করিব। তাহাতে তাহারা তৎক্ষণাৎ জাল
১৯ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইল। পরে সেই স্থানহইতে কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিলে পর তিনি সিবদিয়ের পুত্র যাকূব্‌কে ও তাহার ভ্রাতা যোহন্‌কে নৌকাতে জাল
২০ সারিতে দেখিয়া তাহাদিগকে ডাকিলেন। তাহাতে তাহারাও আপনাদের পিতাকে বেতনজীবিদের সঙ্গে নৌকাতে ত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইল।

২১ অনন্তর কফর্নাহূম নামক নগরে উপস্থিত হইলে তিনি বিশ্রামবারে ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া উপদেশ দিলেন।
২২ এবং সকলে তাঁহার উপদেশে চমৎকৃত হইল, কারণ তিনি অধ্যাপকগণের ন্যায় উপদেশ না দিয়া ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির
২৩ ন্যায় দিলেন। আর ঐ ভজনালয়ে অপবিত্র ভূতগ্রস্ত এক
২৪ মনুষ্য ছিল; সে চীৎকার শব্দ করিয়া কহিল, হে নাসরতীয় যীশু, আমাদিগকে থাকিতে দেও, তোমার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? তুমি কি আমাদিগকে নষ্ট করিতে আইলা?
২৫ তুমি যে ঈশ্বরের পবিত্র লোক, তাহা আমি জানি। তখন যীশু তাহাকে ধম্‌কাইয়া কহিলেন, নীরব হও, এবং উহা-
২৬ হইতে বাহির হও। পরে সেই অপবিত্র ভূত তাহাকে মুচড়াইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বহির্গত হইল।
২৭ তাহাতে সকলে চমৎকৃত হইয়া পরস্পর বিতর্ক করিয়া কহিল, আঃ এ কি? এ কেমন নূতন উপদেশ? ইনি ক্ষমতা দ্বারা অপবিত্র ভূতদিগকে আজ্ঞা করিলে তাহারাও তাঁহার
২৮ আজ্ঞাবহ হয়। তখন তাঁহার সুখ্যাতি শীঘ্র গালীলের চতুর্দ্দিকস্থ দেশ সমুদয়ে ব্যাপিল।

২৯ অপর তাঁহারা ভজনালয়হইতে বহির্গত হইবামাত্র যাকূব্‌ ও যোহনের সহিত শিমোন্‌ ও আন্দ্রিয়ের বাটীতে প্রবেশ
৩০ করিলেন। তখন পিতরের শ্বশ্রূ জ্বরেতে পীড়িতা হইয়া

শয্যাগতা আছে, ইহা তাহারা তাঁহাকে শীঘ্র জানাইলে তিনি আসিয়া তাহার হস্ত গ্রহণ করিয়া উঠাইলেন। তা- ৩১ হাতে তৎক্ষণাৎ তাহার জ্বরত্যাগ হইল; পরে সে তাহাদের সেবা করিতে লাগিল।

অনন্তর সূর্য্যাস্ত হইলে পর সন্ধ্যাকালে লোকেরা তাঁ- ৩২ হার নিকটে সমস্ত ব্যাধিগ্রস্ত ও ভূতগ্রস্তকে আনিল, ও ৩৩ নগরস্থ তাবৎ লোক দ্বারেতে একত্র হইল। তাহাতে তিনি ৩৪ নানা প্রকার রোগবিশিষ্ট অনেক২ মনুষ্যকে সুস্থ করিলেন, এবং অনেক২ ভূতকে ছাড়াইলেন, ও ভূতদিগকে কোন কথা কহিতে নিষেধ করিলেন, যেহেতুক তাহারা তাঁহাকে জানিল। অপর তিনি অতি প্রত্যূষে অর্থাৎ রা- ৩৫ ত্রির শেষে উঠিয়া বাহিরে গিয়া এক নির্জ্জন স্থানে প্রস্থান করিয়া সে স্থানে প্রার্থনা করিলেন। পরে শিমোন্ ও ৩৬ তাহার সঙ্গিরা তাঁহার পশ্চাৎ গেল। এবং তাঁহার উদ্দেশ ৩৭ পাইলে পর তাঁহাকে কহিল, তাবৎ লোক তোমার অন্বেষণ করিতেছে। তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, ৩৮ আইস, আমরা নিকটস্থ সকল নগরে যাই, কেননা আমি সে স্থানেও কথা প্রচার করিতে বাহিরে আইলাম। পরে ৩৯ তিনি তাহাদের গালীল্ প্রদেশের তাবৎ ভজনালয়ে উপদেশ দিলেন, এবং ভূতগণকে ছাড়াইলেন।

পরে এক কুষ্ঠী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া ৪০ বিনতি পূর্ব্বক কহিল, যদি আপনকার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে পরিষ্কৃত করিতে পারেন। তাহাতে যীশু সদয় ৪১ হইয়া হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, আমার ইচ্ছা আছে, তুমি পরিষ্কৃত হও। এই কথা ৪২ কহিবামাত্র সে কুষ্ঠরোগহইতে মুক্ত হইয়া পরিষ্কৃত হইল। তখন তিনি তাহাকে বিদায় করিয়া দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া কহি- ৪৩

৪৪ লেন, সাবধান, এ কথা কাহাকেও কহিও না ; কিন্তু যাজকের নিকটে গিয়া আপনাকে দেখাও, এবং লোক-দিগকে আপন পরিষ্কৃত হওনের প্রমাণ দিবার নিমিত্তে
৪৫ মূসাকর্ত্তৃক নিরূপিত যে দান, তাহা উৎসর্গ কর। কিন্তু সে প্রস্থান করিয়া সেই কর্ম্ম এমন বিস্তার রূপে প্রচার করিতে লাগিল, যে যীশু পুনর্ব্বার প্রকাশরূপে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে না পারাতে বাহিরে অরণ্য স্থানে থাকিলেন; তথাপি চতুর্দ্দিক্‌হইতে লোকেরা তাঁহার নিকটে আইল।

২ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের নিকটে বহু লোকের সমাগম ৩ ও পক্ষাঘাতিকে সুস্থ করণ ও পাপক্ষমা করণ ১৩ ও মথির প্রতি আহ্বান ও পাপিদের সঙ্গে ভোজন ১৮ ও যোহনের শিষ্য ও ফিরূশিদিগকে উপবাস বিষয়ে নিরুত্তর করণ ২৩ ও বিশ্রামবারে শিষ ছিঁড়িয়া খাওন বিষয়ে আপন শিষ্যদিগকে নির্দ্দোষ করণ।

১　অনন্তর কএক দিবস বিলম্বে পুনর্ব্বার কফর্নাহূম নগরে প্রবেশ করিলে পর, তিনি ঘরে আছেন, এই জনরব হও-
২ য়াতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে এত লোক আসিয়া উপ-স্থিত হইল, যে দ্বারের চতুর্দ্দিকেও আর লোকের স্থান হইল না। তখন তিনি তাহাদের প্রতি কথা প্রচার করিলেন।

৩　অপর লোকেরা চারি মনুষ্যদ্বারা এক পক্ষাঘাতিকে
৪ বহাইয়া লইয়া তাঁহার নিকটে আসিতেছিল। কিন্তু জনতা প্রযুক্ত যীশুর সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করিতে না পারিলে যে স্থানে তিনি আছেন, তদুপরিস্থ ছাত খুলিয়া ছিদ্র করিয়া তথাহইতে শয্যার সহিত পক্ষাঘাতিকে নামাইল।
৫ তাহাতে যীশু তাহাদের এই রূপ বিশ্বাস দেখিয়া সেই পক্ষাঘাতিকে কহিলেন, হে বৎস, তোমার পাপক্ষমা

হইল। তখন কএক জন অধ্যাপক সে স্থানে বসিয়া ৬ মনে২ বিতর্ক করিল, এ মনুষ্য ঈশ্বরের এমন নিন্দার কথা ৭ কেন কহিতেছে? ঈশ্বর ব্যতিরেকে পাপের ক্ষমা করিতে কাহার সাধ্য? তাহারা এই রূপ বিতর্ক করিতেছে, ইহা ৮ যীশু তৎক্ষণাৎ আপন মনেতে বুঝিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা মনে২ এ সকল বিতর্ক কেন করিতেছ? 'তোমার পাপক্ষমা হইল,' কিম্বা 'তুমি উঠিয়া শয্যা লইয়া ৯ যাও,' এ দুইয়ের মধ্যে এই পক্ষাঘাতিকে কোন্ কথা বলা সহজ? কিন্তু পৃথিবীতে পাপক্ষমা করিতে মনুষ্য- ১০ পুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এই জন্যে (তিনি সেই পক্ষাঘাতিকে কহিলেন) উঠ, আপন ১১ শয্যা লইয়া গৃহে গমন কর, আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি। তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া শয্যা লইয়া ১২ সকলের সাক্ষাতে প্রস্থান করিল; এবং সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া এমন কর্ম্ম কখনো দেখি নাই, এ কথা কহিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল।

তদনন্তর যীশু তথাহইতে পুনর্ব্বার সমুদ্রতীরে গমন ১৩ করিলেন, এবং লোকসমূহ তাঁহার নিকটে আইলে তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন। পরে যাইতে২ করসঞ্চয়- ১৪ স্থানে উপবিষ্ট অল্‌ফেয়ের পুত্র লেবিকে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস; তাহাতে সে উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। অনন্তর যীশু তাহার গৃহ- ১৫ মধ্যে ভোজন করিতে বসিলে অনেক২ করসঞ্চয়কারী ও পাপি লোক তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যগণের সহিত বসিল; যেহেতুক অনেকে তাঁহার পশ্চাৎ আসিয়াছিল। তিনি ১৬ করসঞ্চয়কারী ও পাপিগণের সহিত ভোজন করিতেছেন, তাহা দেখিয়া অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ তাঁহার শিষ্যদিগকে

কহিল, করসঞ্চয়কারী ও পাপিবর্গের সহিত উনি কেন
১৭ ভোজন ও পান করেন? যীশু তাহা শুনিয়া তাহাদিগকে
উত্তর করিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকেতে প্রয়োজন
নাই, কিন্তু অসুস্থ লোকদের প্রয়োজন আছে; আমি ধার্ম্মি-
কদিগকে আহ্বান করিতে আসি নাই, কিন্তু মন ফিরাইতে
পাপিদিগকেই আহ্বান করিতে আসিয়াছি।

১৮ পরে যোহনের ও ফিরূশিদের উপবাস ব্যবহারকারি শিষ্যে-
রা যীশুর নিকটে আসিয়া কহিল, যোহনের ও ফিরূশিদের
শিষ্যেরা উপবাস করে, কিন্তু তোমার শিষ্যেরা উপবাস
১৯ করে না, ইহার কারণ কি? তখন যীশু তাহাদিগকে কহি-
লেন, যে পর্য্যন্ত সখিগণের সঙ্গে কন্যার বর থাকে, তাবৎ
কি তাহারা উপবাস করিতে পারে? যত কাল বর তাহাদের
সঙ্গে থাকে, তাবৎ কাল তাহারা উপবাস করিতে পারে
২০ না। কিন্তু যখন তাহাদের নিকটহইতে বর নীত হইবে,
এমন সময় আসিবে; তৎকালে তাহারা উপবাস করিবে।
২১ পুরাতন বস্ত্রেতে কেহ নূতন বস্ত্রের তালী দেয় না; কারণ
নূতন বস্ত্রের তালীতে জীর্ণ বস্ত্র ছিঁড়িয়া যায়, তাহাতে সে
২২ ছিদ্র আরওমন্দ হয়। এবং পুরাতন কুপাতে কেহ নূতন
দ্রাক্ষারস রাখে না, যেহেতুক তাহা করিলে নূতন দ্রাক্ষা-
রসের তেজেতে কুপা ফাটিয়া যায়; তাহাতে দ্রাক্ষারস
পড়িয়া যায়, এবং কুপাও নষ্ট হয়; অতএব নূতন কুপাতে
নূতন দ্রাক্ষারস রাখা কর্ত্তব্য।

২৩ অনন্তর বিশ্রামবারে তিনি শস্যের ক্ষেত্রদিয়া গমন ক-
রিলে তাঁহার শিষ্যেরা গমন করিতে২ শস্যের শিষ ছিঁড়িতে
২৪ লাগিল। ইহাতে ফিরূশিরা যীশুকে কহিল, দেখ, বিশ্রাম-
বারে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়, তাহা ইহারা কেন করিতেছে?
২৫ তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গিরা

সম্বল অভাবে ক্ষুধিত হইয়া যে২ কর্ম্ম করিল, তাহা কি তোমরা কখনো পাঠ কর নাই? সে অবিয়াথর্ নামক ২৬ মহাযাজকের বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বরের আবাসে প্রবেশ করিয়া যে দর্শনরুটী যাজকবর্গ ব্যতিরেক আর কাহারও ভোজন করিতে নাই, তাহাই ভোজন করিল, এবং সঙ্গি লোকদিগকেও দান করিল। তিনি আরও কহিলেন, বিশ্রাম- ২৭ বার মনুষ্যের নিমিত্তেই নিরূপিত আছে, কিন্তু মনুষ্য বিশ্রা-মবারের নিমিত্তে নয়। এবং মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারেরও কর্ত্তা আছেন।

৩ অধ্যায়।

১ শুষ্কহস্ত লোককে ও অন্যান্যকে সুস্থ করণ ১৩ ও বারো জন শি-ষ্যকে মনোনীত করণ ২০ ও অধ্যাপকগণকে নিরুত্তর করণ ৩১ ও কুটুম্বের নির্ণয়।

তদনন্তর তিনি পুনর্ব্বার ভজনালয়ে প্রবেশ করিলেন; ১ সে স্থানে শুষ্কহস্ত এক মনুষ্য উপস্থিত ছিল। তাহাতে ২ লোকেরা যীশুর প্রতি দোষারোপ করিবার নিমিত্তে, তিনি বিশ্রামবারে তাহাকে সুস্থ করেন কি না, তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন তিনি সেই শুষ্কহস্ত মনুষ্যকে কহি- ৩ লেন, মধ্যস্থানে দাঁড়াও। পরে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞা- ৪ সিলেন, বিশ্রামবারে ভাল করা কি মন্দ করা, এবং প্রাণ রক্ষা কি প্রাণ নাশ করা, এই দুইয়ের মধ্যে কি কর্ত্তব্য? কিন্তু তাহারা নীরব থাকিল। তখন তিনি তাহাদের অন্তঃ- ৫ করণের কঠিনতা প্রযুক্ত দুঃখিত হইয়া ক্রোধেতে চারিদিগে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং সেই মনুষ্যকে কহিলেন, আপন হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে সে হস্ত বিস্তার করিলে সেই হস্ত অন্য হস্তের ন্যায় সুস্থ হইল। পরে ফিরূ- ৬ শিরা বহির্গত হইয়া যাহাতে তাঁহাকে বধ করিতে পারে,

৭ হেরোদীয়দের সহিত এমন কুমন্ত্রণা করিতে লাগিল। অত-
এব যীশু সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া শিষ্যদের সহিত সাগ-
৮ রের নিকটে গমন করিলেন; তাহাতে গালীল্ ও যিহূদা ও
যিরূশালম্ এবং ইদোম্ ও যর্দ্দন নদীর ওপারস্থ দেশ, এই
সকল স্থানহইতে লোকসমূহ তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল;
তদ্ভিন্ন সোর্ ও সীদোনের নিকটবর্ত্তি সমূহলোক তাঁহার
৯ মহাকর্ম্মের সংবাদ শুনিয়া তাঁহার নিকটে আইল। তখন
লোকসমূহ তাঁহাকে ঠেসিয়া না ধরে, এই নিমিত্তে তিনি
একখান নৌকা নিকটে প্রস্তুত রাখিতে শিষ্যদিগকে আজ্ঞা
১০ করিলেন। কেননা অনেক মনুষ্যকে সুস্থ করাতে ব্যাধিগ্রস্ত
সকলে তাঁহাকে স্পর্শ করিবার জন্যে ঠেলাঠেলি করিতে-
১১ ছিল। অপর অপবিত্র ভূতেরা তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার
১২ চরণে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, তুমি ঈশ্বরের পুত্র; কিন্তু
তিনি তাহাদিগকে দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া পরিচয় দিতে নিষেধ
করিলেন।

১৩ পরে তিনি পর্ব্বতারোহণ করিয়া যাহাকে২ ইচ্ছা, তাহা-
কে২ ডাকিলেন; তাহাতে তাহারা তাঁহার নিকট আইল।
১৪ পরে তিনি শিমোন্, এবং সিবদিয়ের পুত্র যাকূব্ ও তাহার
১৫ ভ্রাতা যোহন্, এবং আন্দ্রিয় ও ফিলিপ ও বর্থলময় ও মথি
১৬ ও থোমা, এবং আল্ফেয়ের পুত্র যাকূব, ও থদ্দেয় ও কিনা-
১৭ নীয় শিমোন্, এবং তাঁহাকে পরহস্তগত করিল যে ঈষ্করিয়ো-
১৮ তীয় যিহূদা, এই দ্বাদশ জনকে আপন সঙ্গে থাকিতে, ও
সুসমাচার প্রচার করিবার জন্যে প্রেরিত হইতে, এবং সর্ব্ব
প্রকার ব্যাধি শান্তি করিবার ক্ষমতা পাইতে, ও ভূত ছাড়া-
১৯ ইতে নিযুক্ত করিলেন। বিশেষতঃ শিমোন্কে পিতর্ (প্রস্তর)
এই এক উপনাম দিলেন, এবং যাকূব্ ও যোহন্কে বিনে-
রেগশ্, অর্থাৎ মেঘনাদের পুত্র, এই উপাধি দিলেন।

তদনন্তর তাহারা বাটীতে গমন করিল, কিন্তু সে স্থানেও ২০ পুনর্ব্বার এমন জনতার সমাগম হইল, যে তাহারা ভোজন করিবার অবকাশ পাইল না। তাহাতে তাঁহার অন্তরঙ্গ ২১ লোকেরা এই সমাচার পাইয়া, সে হতজ্ঞান হইল, এ কথা কহিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে গমন করিল। অপর যিরূ- ২২ শালম্‌হইতে আগত যেং অধ্যাপক, তাহারা কহিল, এ ব্যক্তির সহায় ভূতপতি আছে, সেই ভূতপতিদ্বারা ভূতদিগকে ছাড়ায়। তাহাতে তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া দৃষ্টান্ত কথা- ২৩ দ্বারা কহিলেন, শয়তান্ কি প্রকারে শয়তানকে ছাড়াইতে পারে? কোন রাজ্য যদি আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তবে ২৪ সে রাজ্য থাকিতে পারে না। এবং কাহারো পরিবার যদি ২৫ আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তবে সে পরিবারও থাকিতে পারে না। তেমনি শয়তান্ যদি আপনার বিপক্ষে উঠিয়া ২৬ ভিন্ন হয়, তবে সেও থাকিতে পারে না, কিন্তু উচ্ছিন্ন হয়। আর প্রবল ব্যক্তিকে প্রথমে বন্ধন না করিলে কেহ তাহার ২৭ গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রব্যাদি লুট করিতে পারে না; কিন্তু তাহা করিলে তাহার গৃহের দ্রব্যাদি লুট করিতে পারে। অতএব আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, মনুষ্যের ২৮ সন্তানেরা যে সমস্ত পাপ ও ঈশ্বরের নিন্দা করে, তাহাদের সেই সকল অপরাধের ক্ষমা হইতে পারে। কিন্তু যে কেহ ২৯ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, তাহার ক্ষমা কখনো হইবে না, সে অনন্ত দণ্ডের যোগ্য হইবে। 'তাহার অপবিত্র ভূত ৩০ আছে,' তাহাদের এ কথা প্রযুক্ত তিনি এমত কহিলেন।

পরে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ আসিয়া বাহিরে দণ্ডায়- ৩১ মান হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। তাহাতে তাঁহার ৩২ নিকটে উপবিষ্ট লোকসমূহ তাঁহাকে কহিল, দেখ, বাহিরে তোমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ তোমার অন্বেষণ করিতেছে।

৩৩ তখন তিনি তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, আমার মাতা কে?
৩৪ আর আমার ভ্রাতৃগণ বা কে? পরে তিনি আপনার নিকটে উপবিষ্ট শিষ্যদের প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন, এই
৩৫ দেখ আমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ। যে কেহ ঈশ্বরের ইষ্ট ক্রিয়া করে, সেই আমার ভ্রাতা ও ভগিনী ও মাতা।

৪ অধ্যায়।

১ বীজবাপকের দৃষ্টান্ত ১০ ও তাহার তাৎপর্য্য ২১ ও প্রদীপের দৃষ্টান্ত ২৪ ও সাবধান হওনের বিষয় ২৬ ও বীজ বৃদ্ধি পাওনের দৃষ্টান্ত ৩০ ও সর্ষপের দৃষ্টান্ত ৩৩ ও অন্যান্য দৃষ্টান্তকথা ৩৫ ও ধমকদ্বারা[1] সমুদ্রকে নিথর করণ।

১ অনন্তর তিনি সমুদ্রের তীরে পুনর্ব্বার উপদেশ দিতে লাগিলেন; তাহাতে সে স্থানে তাঁহার নিকটে অত্যন্ত জনতা উপস্থিত হওয়াতে তিনি এক নৌকায় আরোহণ করিয়া সমুদ্রের উপরে বসিলেন, এবং তাবৎ লোক সমু-
২ দ্রের তীরে শুষ্ক স্থলে থাকিল। তখন তিনি দৃষ্টান্ত কথা-দ্বারা অনেক উপদেশ দিলেন; এবং উপদেশ দিয়া কহি-
৩ লেন, অবধান কর; এক জন বীজবাপক বীজবপন করিতে
৪ গেলে, বপনের সময়ে কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে আকাশের পক্ষিগণ আসিয়া তাহা খুঁটিয়া খাইল।
৫ আর কতক বীজ অল্প মৃত্তিকাযুক্ত পাষাণস্থলে পড়িল; তাহাতে তাহা অল্প মৃত্তিকা প্রযুক্ত শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া
৬ উঠিল বটে, কিন্তু সূর্য্যোদয় হইলে দগ্ধ হইল, এবং তাহার
৭ মূল না বসাতে শুষ্ক হইয়া গেল। আর কতক বীজ কণ্টক-বনের মধ্যে পড়িল, তাহাতে কণ্টক সকল বাড়িয়া তাহা
৮ গ্রাসিয়া রাখিল, এবং তাহার ফল ধরিল না। আর কতক বীজ উর্ব্বরা ভূমিতে পড়িল, ও বাড়িয়া উঠিয়া ফল উৎপন্ন করিল; এবং কতক ত্রিশ গুণ, ও কতক ষষ্টি গুণ, ও

কতক শত গুণ ফল ধরিল। পরে তিনি তাহাদিগকে কহি- ৯
লেন, যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে সে শুনুক।

পরে নির্জ্জন সময়ে তাঁহার সঙ্গিরা এবং দ্বাদশ শিষ্য ১০
তাঁহাকে ঐ দৃষ্টান্তকথার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিল। তখন ১১
তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজত্বের নিগূঢ় কথা
জানিবার ক্ষমতা তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে; কিন্তু যা-
হারা বহির্ভূত, তাহাদের প্রতি এই সকল বিষয় দৃষ্টান্ত-
মাত্র উক্ত হয়। তাহাতে তাহাদের মনঃপরিবর্ত্তন ও পাপ- ১২
মোচন যেন কখনো না হয়, এই নিমিত্তে তাহারা দেখিতে
দেখিবে কিন্তু জানিতে পাইবে না, এবং শুনিতে শুনিবে
কিন্তু বুঝিতে পরিবে না। পরে তিনি কহিলেন, তোমরা ১৩
কি এই দৃষ্টান্তকথা বুঝ না? তবে কি প্রকারে অন্য সকল
দৃষ্টান্ত বুঝিবা? বীজবাপক বাক্যরূপ বীজ বপন করি- ১৪
তেছে; তাহাতে কতক বীজ পথের পার্শ্বে উপ্ত হইল, ১৫
তাহার অর্থ এই; কোন২ লোক বাক্য শুনে, কিন্তু শয়-
তান্ শীঘ্র আসিয়া তাহাদের মনেতে উপ্ত সেই বাক্যরূপ
বীজ হরণ করিয়া লয়। আর কতক বীজ পাষাণস্থলে ১৬
উপ্ত হইল, তাহার অর্থ এই; কোন২ লোক কথা শুনিবা-
মাত্র আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের মনে মূল
না বসাতে তাহারা কিছু কালমাত্র থাকে; পরে সেই ১৭
কথাহেতুক কোন ক্লেশ কিম্বা তাড়না উপস্থিত হইলে
তৎক্ষণাৎ বিঘ্ন পায়। আর কতক বীজ কণ্টকবনের মধ্যে ১৮
উপ্ত হইল, তাহার অর্থ এই; কোন২ লোক কথা শুনিলে
পর সাংসারিক চিন্তা ও ধনভ্রান্তি ও সুখাভিলাষ, এই ১৯
সকল উপস্থিত হইয়া ঐ কথাকে গ্রাসিয়া রাখে, তাহাতে
তাহা বিফল হয়। আর কতক বীজ উর্ব্বরা ভূমিতে উপ্ত ২০
হইল, তাহার অর্থ এই; যাহারা বাক্য শ্রবণ করিয়া গ্রহণ

করে, তাহাদের কেহ ত্রিশ গুণ, ও কেহ ষষ্টি গুণ, ও কেহ শত গুণ ফল উৎপন্ন করে।

২১ তখন তিনি আরও কহিলেন, দীপাধারের উপরে নয়, কিন্তু কাঠার কিম্বা খাটের নীচে রাখিবার নিমিত্তে কেহ
২২ কি প্রদীপ আনে? অতএব প্রকাশ পাইবে না, এমন গুপ্ত কিছুই নাই; এবং প্রচারিত হইবে না, এমন লুক্কা-
২৩ য়িত কিছুই নাই। যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে সে শুনুক।
২৪ আরও তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যেং কথা শুনি- তেছ, তাহার বিষয়ে সাবধান; কেননা তোমরা যে পরি- মাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণেতেই তোমাদের নি- মিত্তে পরিমিত হইবে; এবং শ্রবণকারি যে তোমরা,
২৫ তোমাদিগকে অধিক দত্ত হইবে। যাহার কাছে বাড়ে, তাহাকে আরও দত্ত হইবে; কিন্তু যাহার কাছে বাড়ে না, তাহার যে যৎকিঞ্চিৎ আছে, তাহাও তাহার নিকট- হইতে নীত হইবে।
২৬ অনন্তর তিনি কহিলেন, কোন লোক ক্ষেত্রেতে বীজ বপন করিয়া (প্রত্যহ) রাত্রিতে নিদ্রা যায় ও দিবাতে
২৭ জাগ্রৎ হয়, ইতিমধ্যে তাহার অজ্ঞাতসারে ঐ বীজ অঙ্কু-
২৮ রিত হইয়া উঠে; যেহেতুক প্রথমে পত্র, তৎপরে শিষ, তাহার পর শিষেতে পরিপূর্ণ শস্যকে ভূমি স্বয়ং উৎপন্ন
২৯ করে। কিন্তু ফল পাকিলে শস্য কাটিবার সময় জানিয়া সে তৎক্ষণাৎ শস্য কাটে; ইহার তুল্য ঈশ্বরের রাজ্য।
৩০ পুনশ্চ তিনি কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য কিসের ন্যায়?
৩১ এবং কোন্ বস্তুর সহিত তাহার তুলনা দিব? সে এক সর্ষ- পের বীজের তুল্য; ঐ বীজ মৃত্তিকাতে বপনের সময়ে
৩২ পৃথিবীর তাবৎ বীজহইতে ক্ষুদ্র; কিন্তু উপ্ত হইয়া অঙ্কু- রিত হইলে, সকল শাকহইতে বড় হইয়া উঠে, এবং

এমত তাহার বড়২ শাখা হয়, যে আকাশের পক্ষিগণ আসিয়া তাহার ছায়াতে বাস করিতে পারে।

৩৩ এই রূপে তাহাদের বোধশক্ত্যনুসারে তিনি অনেক দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন; এবং দৃষ্টান্ত ৩৪ ব্যতিরেকে তাহাদিগকে কোন কথাই কহিলেন না; পরে তিনি নির্জ্জনে শিষ্যদিগকে সমস্ত বৃত্তান্তের অর্থ বুঝাইলেন।

৩৫ অপর সেই দিনের সন্ধ্যাকালে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আইস, আমরা ওপারে যাই। তখন তাহারা লোক ৩৬ সমূহকে বিদায় করিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে সঙ্গে লইয়া নৌকাতে প্রস্থান করিল; এবং আরং নৌকাও তাঁহার সঙ্গে ছিল। তাহার পর এক প্রবল ঝড় উপস্থিত হওয়াতে ৩৭ তরঙ্গের আঘাতে এক নৌকা জল হইল। তখন তিনি ৩৮ নৌকার পশ্চাদ্ভাগে বালিশে মস্তক দিয়া নিদ্রিত ছিলেন; অতএব তাহারা তাঁহাকে জাগ্রৎ করিয়া কহিল, হে গুরো, আমাদের প্রাণ যায়, ইহাতে কি আপনকার চিন্তা হয় না? তখন তিনি উঠিয়া বায়ুকে তর্জ্জন করিলেন, ও সমুদ্রকে ৩৯ কহিলেন, সুস্থির হও, ক্ষান্ত হও; তাহাতে বায়ু নিবৃত্ত হইলে সমুদ্র অতিশয় নিথর হইল। তখন তিনি তাহা- ৪০ দিগকে কহিলেন, তোমরা এত শঙ্কাকুল হও কেন? তোমাদের কি বিশ্বাস নাই? তাহাতে তাহারা অতিশয় ৪১ ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, আঃ! বায়ু এবং সমুদ্র ইহাঁর আজ্ঞা মানে; ইনি কেমন মানুষ!

৫ অধ্যায়।

১ অনেক ভূতগ্রস্ত এক ব্যক্তিকে সুস্থ করণ ২১ ও অধ্যাপকের কন্যাকে সুস্থ করিতে গমন ২৫ ও প্রদর রোগিণীকে সুস্থ করণ ৩৫ ও অধ্যাপকের কন্যাকে জীবন দান।

১ পরে তাহারা সমুদ্রের পারে গিয়া গিদেরীয় দেশে উপস্থি-
২ ত হইল। নৌকাহইতে নির্গত হইবামাত্র অপবিত্র ভূতগ্রস্ত
এক জন কবরস্থানহইতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ
৩ করিল। সে কবরমধ্যে বাস করিত, কেহ তাহাকে শৃঙ্খ-
৪ লেতেও বাঁধিয়া রাখিতে পারিত না। তাহাকে বার২
বেড়ি ও শৃঙ্খল দিয়া বন্ধন করিলেও সে শৃঙ্খল টানিয়া খু-
লিয়া ফেলিত; এবং বেড়ি ভাঙ্গিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিত; কেহ
৫ তাহাকে বশীভূত করিতে পারিত না। আর দিবারাত্রি
সর্ব্বদা পর্ব্বতে ও কবরে বাস করিয়া চীৎকার শব্দ করিত,
৬ এবং প্রস্তর দিয়া আপনাকে আপনি কাটিত। সে যীশুকে
দূরে দেখিবামাত্র দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম
৭ করিল। এবং উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া কহিল, হে সর্ব্বোপ-
রিস্থ ঈশ্বরের পুত্র যীশু, তোমার সহিত আমার সম্পর্ক
কি? আমি তোমাকে ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি, আমাকে
৮ যন্ত্রণা দিও না। কেননা যীশু তাহাকে কহিয়াছিলেন, অরে
৯ অপবিত্র ভূত, এই মনুষ্যহইতে বহির্গত হও। পরে তিনি
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? তাহাতে
সে উত্তর করিল, আমরা অনেকে আছি, এই জন্যে আ-
১০ মার নাম বাহিনী। পরে তিনি যেন দেশহইতে তাহাদি-
গকে পাঠাইয়া না দেন, তাঁহার কাছে এই প্রার্থনা ক-
১১ রিল। ঐ সময়ে পর্ব্বতের পার্শ্বে শূকরের এক বৃহৎ পাল
১২ চরিতেছিল; তাহাতে ভূতেরা বিনতি করিয়া কহিল, ঐ
শূকরপালে আশ্রয় লইতে আমাদিগকে প্রেরণ কর। যীশু
১৩ অনুমতি দিলে পর সেই অপবিত্র ভূতেরা বহির্গত হইয়া
শূকরদিগের আশ্রয় লইল; তাহাতে শূকরপাল (অর্থাৎ
ন্যূনাধিক প্রায় দুই সহস্র শূকর) গড়ান স্থান দিয়া মহা-
বেগেতে দৌড়িয়া সমুদ্রতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।

তাহাতে শূকর পালকেরা পলাইয়া নগরে ও পল্লীগ্রামে ১৪ গিয়া ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল; তখন যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা দেখিতে লোকেরা বাহিরে গেল, এবং যীশুর নিকটে ১৫ আসিয়া সেই ভূতগ্রস্ত অর্থাৎ বাহিনী ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে উপবিষ্ট ও বস্ত্রান্বিত ও সচেতন দেখিয়া ভীত হইল। আর ১৬ দর্শনকারি লোকদের প্রমুখাৎ ঐ ভূতগ্রস্ত মনুষ্যের ও শূকর পালের ঘটনার কথা শুনিয়া আপনাদের সীমাহইতে প্র- ১৭ স্থান করিতে যীশুকে বিনতি করিতে লাগিল। পরে তাঁহার ১৮ নৌকারোহণ সময়ে ঐ ভূতহইতে মুক্ত ব্যক্তি যীশুর সঙ্গে থাকিতে প্রার্থনা করিল ; কিন্তু যীশু তাহাকে অনুমতি না ১৯ দিয়া কহিলেন, তুমি আপন অন্তরঙ্গের নিকটে গৃহে যাও, এবং পরমেশ্বর তোমার প্রতি দয়া করিয়া যে২ মহাকর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা তাহাদিগকে জ্ঞাত কর। অতএব সে ২০ প্রস্থান করিয়া দিকপলি দেশেতে যীশুর কৃত ঐ সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল; তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।

তদনন্তর যীশু নৌকাযোগে পুনর্ব্বার অন্য পারে উত্তীর্ণ ২১ হইলে পর সমুদ্র তটে থাকন সময়ে তাঁহার নিকটে বিস্তর লোকের সমাগম হইল। আর যায়ীর নামে ভজনালয়ের ২২ এক অধ্যক্ষ আসিয়া তাঁহাকে দেখিবামাত্র চরণে পড়িয়া অনেক নিবেদন করিয়া কহিল, আমার বালিকা কন্যা মৃত- ২৩ প্রায় হইয়াছে, অতএব আপনি আসিয়া সুস্থ করণার্থে তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করুন; তাহাতে সে বাঁচিবে। তখন ২৪ যীশু তাহার সঙ্গে চলিলেন ; কিন্তু তাহার পশ্চাৎ অনেক লোক চলিয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল।

সেই সময়ে বারো বৎসর প্রদর রোগেতে শীর্ণা এবং ২৫ নানা চিকিৎসকের নিকটে অনেক২ দুঃখভোগ ও সর্ব্বস্ব ২৬

২৬ ব্যয় করিলেও সুস্থা না হইয়া আরও পীড়িতা হইতে লাগিল, এমন এক স্ত্রী যীশুর সংবাদ পাইয়া মনে২ কহিল,
২৭ আমি যদি তাঁহার বস্ত্রমাত্র স্পর্শ করিতে পাই, তবেই
২৮ সুস্থা হইব ; অতএব সে লোকারণ্যের মধ্যে তাঁহার পশ্চাৎ
২৯ দিগে আসিয়া তাঁহার বস্ত্র স্পর্শ করিল। তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার রক্তস্রোত শুষ্ক হইল, আর আপনি ঐ রোগ-
৩০ হইতে মুক্তা হইল, ইহাও শরীরে অনুভব পাইল। তখন আপনাহইতে যে শক্তি নির্গত হইয়াছে, তাহা যীশু তৎক্ষণাৎ অন্তরে জানিয়া লোকারণ্যের প্রতি মুখ ফিরাইয়া
৩১ জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আমার বস্ত্র স্পর্শ করিল ? তাহাতে তাঁহার শিষ্যেরা কহিল, আপনকার উপরে কত লোক চাপাচাপি করিয়া পড়িতেছে, ইহা দেখিয়াও 'কে আমাকে
৩২ স্পর্শ করিল ?' এমন কথা কেন কহিতেছেন ? কিন্তু কে এ কর্ম্ম করিল, তাহাকে দেখিবার জন্যে যীশু চতুর্দ্দিকে
৩৩ দৃষ্টি করিলেন। তাহাতে সে স্ত্রী ভীতা ও কম্পিতা হইয়া আপনার যে প্রতিকার হইয়াছে, তাহা জানিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া সত্য বৃত্তান্ত সমস্ত তাঁহাকে কহিল।
৩৪ তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, হে কন্যে, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থা করিল, তুমি কুশলে যাও, ও আপন রোগহইতে মুক্তা থাক।

৩৫　এই কথা কহন সময়ে ভজনালয়ের অধ্যক্ষের বাটীহইতে লোক আসিয়া অধ্যক্ষকে কহিল, তোমার কন্যা মরিল,
৩৬ অতএব গুরুকে আর ব্যামোহ কেন দিতেছ ? কিন্তু যীশু সে কথা শুনিবামাত্র ভজনালয়ের অধ্যক্ষকে কহিলেন,
৩৭ ভয় করিও না, কেবল বিশ্বাস কর। পরে পিতর্ ও যাকূব্ এবং তাহার ভ্রাতা যোহন্, এই কএক জন ব্যতিরেক আপনার পশ্চাতে আর কাহাকেও যাইতে দিলেন না।

সেই ভজনালয়ের অধ্যক্ষের বাটীর নিকটে অসিয়া কলহ ৩৮
এবং রোদনকারি ও মহাবিলাপকারিদিগকে দেখিলেন;
তাহাতে বাটীতে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, তোমরা কেন ৩৯
এ প্রকার কলহ ও রোদন করিতেছ? কন্যা মরে নাই,
নিদ্রিতা আছে। ইহাতে তাহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ ক- ৪০
রিল; কিন্তু তিনি সকলকে বাহির করিয়া কন্যার মাতা
পিতাকে এবং আপন সঙ্গিদিগকে সঙ্গে লইয়া যে স্থানে
কন্যা শয়নে ছিল, সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন। পরে ৪১
তিনি ঐ কন্যার হস্ত গ্রহণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, টালি-
থা কূমী, অর্থাৎ হে কন্যে, উঠ, আমি এই আজ্ঞা দিতেছি।
তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই বারো বৎসর বয়স্কা কন্যা উঠিয়া ৪২
হাঁটিতে লাগিল; ইহাতে সকলে বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান
করিল। পরে ইহাকে কিছু খাইতে দেও, এ কথা কহিয়া ৪৩
এই বিষয় যেন কেহ জানিতে না পায়, তিনি তাহাদিগকে
এমন দৃঢ় আজ্ঞা দিলেন।

৬ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের অবজ্ঞাত হওন ৭ ও শিষ্যদিগকে ক্ষমতা দেওন ১৪ ও যো-
হন বাপ্তাইজকের হত হওন ৩০ খ্রীষ্টের নির্জ্জনে গমন ৩৫ এবং পাঁচ
রুটী ও দুই মৎস্যদ্বারা পাঁচ সহস্র লোককে ভোজন করাওন ৪৫ ও
সমুদ্রে পদব্রজে গমন ৫৩ ও অনেক লোককে সুস্থ করণ।

তদনন্তর তিনি সে স্থানহইতে প্রস্থান করিয়া আপন ১
জন্মদেশে আইলেন, এবং শিষ্যেরা তাঁহার পশ্চাৎ গেল।
পরে বিশ্রামবার উপস্থিত হইলে তিনি ভজনালয়ে উপদেশ ২
দিতে লাগিলেন; তাহাতে অনেক লোক তাঁহার কথা
শুনিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, এই মনুষ্যের এতা-
দৃশ আশ্চর্য্য ক্রিয়া কাহাহইতে হইল? এবং আপন
হস্তদ্বারা এই প্রকার আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে তাহাকে কিরূপ

৩ জ্ঞান দত্ত হইল? এ কি মরিয়মের পুত্র সূত্রধর নয়? এবং এ কি যাকূব্ ও যোশি ও যিহূদা ও শিমোনের ভ্রাতা নয়? এবং ইহার ভগিনীগণ কি আমাদের মধ্যে এ স্থানে নাই?
৪ এই রূপে তিনি তাহাদের বিঘ্নস্বরূপ হইলেন। তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আপন দেশে ও আপন কুটুম্বের ও পরিবারের নিকট ব্যতিরেকে আর কুত্রাপি ভবিষ্যদ্বক্তা
৫ অসম্ভ্রান্ত হয় না। আর তিনি তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং কএক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের
৬ গাত্রস্পর্শ করিয়া কেবল তাহাদের সুস্থ করণ বিনা সে স্থানে আর কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে পারিলেন না।

৭ পরে তিনি চতুর্দ্দিক্স্থ গ্রামে ভ্রমণ করিয়া উপদেশ দিলেন। আর দ্বাদশ শিষ্যকে ডাকিয়া অপবিত্র ভূতগণকে বশীভূত করণের শক্তি প্রদান করিয়া দুই২ জন করিয়া
৮ তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন, আর এই আজ্ঞা করিলেন, তোমরা পথযাত্রার নিমিত্তে পায়েতে পাদুকা দিয়া এক২
৯ যষ্টি ব্যতিরেকে ঝুলী কি রুটী কি কটিবন্ধে পয়সা কি দুই
১০ উত্তরীয় বস্ত্র, ইহার কিছুই লইও না। তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, তোমরা যে২ স্থানে যাহার বাটীতে প্রবেশ করিবা, সেই স্থান ত্যাগ করণ পর্য্যন্ত সেই বাটীতে
১১ থাকিবা। তাহাতে কেহ যদি তোমাদিগকে অতিথি না করে, এবং তোমাদের কথাও না শুনে, তবে সে স্থানহইতে প্রস্থান করণের সময়ে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে আপন চরণের ধূলা ঝাড়িয়া দিও; আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, বিচারদিবসে সেই নগরের দশা-
১২ হইতে সিদোম্ ও অমোরার দশা সহ্যতর হইবে। অনন্তর তাহারা প্রস্থান করিয়া লোকদের মনঃপরিবর্ত্তন করিবার

কথা প্রচার করিল। এবং অনেক২ ভূতকে ছাড়াইল, ও ১৩
তৈল মর্দ্দন করাইয়া অনেক২ অসুস্থ লোককে সুস্থ করিল।
এই রূপে তাঁহার সুখ্যাতি ব্যাপ্ত হইলে হেরোদ্ রাজা ১৪
তাহা শুনিয়া কহিল, যোহন্ বাপ্তাইজক কবরহইতে উঠি-
য়াছে, এই নিমিত্তে তাহাদ্বারা এই সকল অদ্ভুত ক্রিয়া
প্রকাশ পাইতেছে। এবং অন্যেরা কহিল, এই ব্যক্তি ১৫
এলিয়; এবং কেহ২ কহিল, এ এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা, কিম্বা
ভবিষ্যদ্বক্তাদের মধ্যে কোন এক জনের সদৃশ। কিন্তু ১৬
হেরোদ্ ইহা শুনিয়া কহিল, আমি যাহার মস্তক ছেদন
করিয়াছি, সেই যোহন্ এই, সে কবরহইতে উঠিয়াছে।
পূর্ব্বে হেরোদ্ আপন ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়াকে ১৭
বিবাহ করাতে যোহন্ তাহাকে কহিয়াছিল, আপন
ভ্রাতৃবধূকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়। এই নিমিত্তে রাজা ১৮
লোক পাঠাইয়া যোহন্কে ধরাইয়া কারাগারে বদ্ধ করিয়া-
ছিল। এবং হেরোদিয়া ঐ যোহনের প্রতি ক্রুদ্ধা হইয়া ১৯
তাহাকে বধ করিতে মানস করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই,
কারণ হেরোদ্ তাহাকে ধার্ম্মিক ও সৎপুরুষ জানিয়া মান্য ২০
করিয়া রক্ষা করিত, এবং তাহার কথা শুনিয়া তদনুসারে
অনেক কর্ম্ম করিত, ও হৃষ্টমনে তাহার উপদেশ শুনিত।
কিন্তু হেরোদ্ যখন আপনার জন্মদিনে প্রধান মানুষ ও ২১
সেনাপতি প্রভৃতি গালীল্ প্রদেশীয় শ্রেষ্ঠ লোকদিগের
নিমিত্তে এক রাত্রিভোজ করিল, সেই শুভদিনে হেরোদি- ২২
য়ার কন্যা আসিয়া হেরোদের এবং তাহার সঙ্গে উপবিষ্ট
ব্যক্তিদের সাক্ষাতে নৃত্য করিয়া তাহাদের তুষ্টি জন্মাইল;
তাহাতে রাজা কন্যাকে কহিল, আমার নিকটে যাহা যাচ্ঞা
কর, তাহা তোমাকে দিব; এবং দিব্য করিয়া কহিল, যদি ২৩
অর্দ্ধেক রাজ্য পর্য্যন্ত যাচ্ঞা কর, তাহাও তোমাকে দিব।

২৪ তাহাতে সে বাহিরে গিয়া আপন মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি যাজ্ঞা করিব? তাহাতে সে কহিয়া দিল, যোহন্
২৫ বাপ্তাইজকের মস্তক। পরে সে ত্বরায় রাজার নিকটে আসিয়া যাজ্ঞা করিয়া কহিল, এই ক্ষণে যোহন বাপ্তাইজকের মস্তক
২৬ এক খান থালাতে করিয়া আমাকে দিউন। তাহাতে রাজা অতি দুঃখিত হইল, তথাপি আপন দিব্যের এবং ভোজনোপবিষ্ট সঙ্গিদের অনুরোধে তাহা অস্বীকার করিতে অনিচ্ছুক
২৭ হইয়া তৎক্ষণাৎ ঘাতককে পাঠাইয়া যোহনের মস্তক
২৮ আনিতে আজ্ঞা দিল; তাহাতে সে কারাগারে গিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ঐ মস্তক থালাতে করিয়া আনিয়া সেই কন্যাকে দিলে পর কন্যা আপন মাতাকে
২৯ দিল। পরে যোহনের শিষ্যগণ এই সংবাদ পাইয়া আসিয়া তাহার শব লইয়া কবর দিল।

৩০ তদনন্তর প্রেরিতেরা যীশুর নিকটে একত্র হইয়া যাহা২ করিয়াছিল ও শিখাইয়াছিল, সে সকলের সংবাদ তাঁহাকে
৩১ দিলে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা গোপনে এক নির্জ্জন স্থানে যাইয়া কিছু কাল বিশ্রাম কর; যেহেতুক তাঁহার নিকট এত লোকের গতায়াত ছিল, যে তাহারা
৩২ ভোজন করিবার অবকাশ পাইত না। পরে তাহারা
৩৩ নৌকাযোগে নির্জ্জন স্থানে গোপনে গমন করিল। তাহাতে লোকসমূহ তাহাদিগের স্থানান্তরে প্রস্থান দেখিল, এবং অনেকে তাঁহার পরিচয় পাইয়া যাবদীয় নগরহইতে পদব্রজে দৌড়িয়া তাহাদের অগ্রে গিয়া তাঁহার নিকটে
৩৪ উপস্থিত হইল। তখন যীশু নৌকাহইতে বহির্গত হইয়া বড় লোকারণ্য দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, যেহেতুক তাহারা অপালক মেষের ন্যায় ছিল;

তখন তিনি তাহাদিগকে নানা প্রসঙ্গের উপদেশ দিতে লাগিলেন।

পরে দিবসাবসান হইলে শিষ্যগণ আসিয়া যীশুকে ৩৫ কহিল, এই নির্জ্জন স্থান, এবং দিবসও অবসান হইল। লোকদের সঙ্গে খাদ্য কিছুই নাই, অতএব চতুর্দ্দিকে ৩৬ পল্লীতে২ ও গ্রামে২ যাইতে ও আপনাদের নিমিত্তে খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিতে তাহাদিগকে বিদায় করুন। তখন ৩৭ তিনি তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, তোমরাই তাহাদিগকে ভোজন করাও; তাহাতে তাহারা কহিল, আমরা গিয়া কি দুই শত সিকার রুটী ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইব? তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ৩৮ তোমাদের নিকটে কত রুটী আছে? যাইয়া দেখ; তাহাতে তাহারা দেখিয়া তাঁহাকে কহিল, পাঁচখান রুটী আর দুইটা মৎস্য আছে। তখন তিনি লোকদিগকে নবীন ৩৯ ঘাসের উপরে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বসাইতে আজ্ঞা করিলেন; তাহাতে তাহারা শতং জন ও পঞ্চাশ২ জন করিয়া সারি২ ৪০ ভূমিতে বসিল। পরে তিনি সেই পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্য ৪১ লইয়া স্বর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিলেন, এবং সেই রুটী ভাঙ্গিয়া লোকদিগকে পরিবেষণ করণার্থে শিষ্যদিগকে দিলেন; আর দুই মৎস্য অংশ করিয়া সকলকে দিলেন। তাহাতে সকলে ভোজন করিয়া তৃপ্ত ৪২ হইল। পরে তাহারা অবশিষ্ট রুটীতে ও মৎস্যেতে পরিপূর্ণ ৪৩ বারো ডালী উঠাইয়া লইল। এই ভোক্তারা প্রায় পাঁচ ৪৪ সহস্র পুরুষ ছিল।

অনন্তর তিনি লোকদিগকে বিদায় করণের পূর্ব্বে শিষ্য- ৪৫ দিগকে নৌকারোহণ করিতে ও আপনার অগ্রে বৈৎসৈদা নগরের আড়পারে যাইতে দৃঢ় আজ্ঞা করিলেন। আর ৪৬

সকলে বিদায় হইলে তিনি প্রার্থনা করণার্থে এক পর্ব্বতে
৪৭ গেলেন। পরে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে নৌকা সমুদ্রের
৪৮ মধ্যে ছিল, কিন্তু তিনি স্থলেতে একাকী থাকিলেন। পরে
সম্মুখ বাতাস হওয়াতে শিষ্যেরা নৌকা বাহিতে২ পরি-
শ্রান্ত হইতেছে, ইহা দেখিয়া তিনি চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে
সমুদ্রের উপর দিয়া পদব্রজে তাহাদের নিকটে আসিয়া
৪৯ তাহাদের অগ্রে যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু শিষ্যেরা
তাঁহাকে সমুদ্রের উপরে হাঁটিতে দেখিয়া ভূত অনুমান
৫০ করিয়া চেঁচাইতে লাগিল; কারণ সকলে তাঁহাকে দেখিয়া
ব্যাকুল হইয়াছিল; অতএব যীশু তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে
ডাকিয়া কহিলেন, সুস্থির হও, এই আমি; ভয় করিও না।
৫১ পরে তিনি নৌকারোহণ করিয়া তাহাদের নিকটে গেলে
বাতাস নিবৃত্ত হইল; তাহাতে তাহারা মনে২ অত্যন্ত বিস্মিত
৫২ হইয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। কেননা তাহারা কঠিন মনঃ
প্রযুক্ত সেই রুটী বিষয়ক আশ্চর্য্য কর্ম্ম বিবেচনা করে নাই।
৫৩ পরে তাহারা পার হইয়া গিনেষরৎ নামক প্রদেশে আ-
৫৪ সিয়া তটে উপস্থিত হইল। আর নৌকাহইতে বহির্গত
হইলে তদ্দেশীয় লোকেরা তাঁহার পরিচয় পাইয়া সেই
৫৫ দেশের চতুর্দ্দিকে দৌড়িয়া যে স্থানে যত পীড়িত লোক
ছিল, তাবৎকে খট্টার উপর করিয়া যে কোন স্থানে
তাঁহার সংবাদ পাইল, সেই স্থানে আনিতে লাগিল।
৫৬ এবং যে২ গ্রামে ও যে২ নগরে ও যে২ পল্লীতে তিনি
প্রবেশ করিবেন, তাহার পথিমধ্যে পীড়িতদিগকে রাখিল;
এবং তাহারা তাঁহার বস্ত্রের থোপমাত্র স্পর্শ করিতে বিনতি
করিলে যত লোক স্পর্শ করিল, সকলেই সুস্থ হইল।

৭ অধ্যায়।

১ অধৌত হস্তে ভোজনের বিষয় ১৪ ও মনুষ্যকে অশুচি করণের কারণ নির্ণয় ২৪ ও সুরফৈনিকীয় কন্যাকে সুস্থ করণ ৩১ ও বধির ও তোৎলা মনুষ্যকে সুস্থ করণ।

অনন্তর যিরূশালমহইতে আগত ফিরূশিগণ ও কএক জন ১ অধ্যাপক যীশুর নিকটে গমন করিল; তাহারা তাঁহার ২ কতক শিষ্যকে অপবিত্র হস্তে অর্থাৎ অধৌত হস্তে ভোজন করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে দোষী করিল। কারণ ফিরূশি ৩ ও তাবৎ যিহূদীয়েরা প্রাচীনবর্গের পরম্পরাগত ব্যবহার মানিয়া হস্ত সুপ্রক্ষালন না করিয়া ভোজন করে না। এবং ৪ বাজারহইতে আসিয়া স্নান না করিয়া খায় না; এবং জলপাত্র ও ভোজনপাত্র ও পিত্তলপাত্র ও আসন ধৌত করা তাহাদের ব্যবহার আছে। ঐ ফিরূশিরা ও অধ্যাপ- ৫ কেরা যীশুকে জিজ্ঞাসিল, তোমার শিষ্যেরা প্রাচীনবর্গের পরম্পরাগত ব্যবহারানুসারে আচরণ না করিয়া অধৌত হস্তে ভোজন করিতেছে কেন? তাহাতে তিনি উত্তর করি- ৬ লেন, কপটি যে তোমরা, তোমাদের বিষয়ে যিশয়িয় এই ভবিষ্যদ্বাক্য বিলক্ষণ কহিয়াছেন, "এই লোকেরা আপ- "নাদের ওষ্ঠাধরেতে আমাকে সম্মান করিয়া থাকে, কিন্তু "তাহাদের অন্তঃকরণ আমাহইতে দূরে থাকে। অতএব ৭ "মনুষ্যদের নিরূপিত বিধি আজ্ঞাজ্ঞানে শিক্ষা দিয়া "তাহারা আমাকে বৃথা ভজনা করে।" তোমরা ভোজ- ৮ নপাত্র জলপাত্রাদি ধৌত করিয়া মনুষ্য পরম্পরাগত ব্যবহার রক্ষা করিতেছ, কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা নিরর্থক করিতেছ, আর এমন অনেক২ ক্রিয়াও করিয়া থাক। তাহাদিগকে আরও কহিলেন, তোমরা আপন পরম্পরাগত ৯ ব্যবহার রক্ষার নিমিত্তে বিলক্ষণরূপে ঈশ্বরের আজ্ঞা লোপ করিতেছ; কেননা মূসাদ্বারা উক্ত আছে, "তুমি আপন ১০

"পিতা মাতাকে সম্ভ্রম কর," আর "যে কেহ আপন পিতা
১১ "মাতার নিন্দা করে, সে নিতান্তই মরিবে।" কিন্তু তো-
মরা বলিয়া থাক, পুত্র আপন পিতা কি মাতাকে এই
কথা কহুক, তুমি আমাহইতে যাহা পাইতা, তাহা কর্ব্বান্
১২ অর্থাৎ নিবেদিত হইল; তাহা করিলে তোমরা তাহাকে
১৩ পিতামাতার উপকার আর করিতে দেও না। এই রূপে
তোমরা আপনাদের প্রচারিত পরম্পরাগত ব্যবহারেতে
ঈশ্বরের আজ্ঞা লোপ করিতেছ; আর এমন অনেক২ কর্ম্ম
করিয়া থাক।

১৪　তদনন্তর তিনি লোক সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা
১৫ প্রত্যেক জন আমার কথা শুনিয়া বুঝ। বাহিরহইতে
অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া মনুষ্যকে অপবিত্র করিতে পারে,
এমন কোন বস্তুই নাই; বরঞ্চ অন্তরহইতে নির্গত যে
১৬ বিষয়, সে মনুষ্যকে অপবিত্র করে। যাহার শুনিতে কর্ণ
১৭ থাকে, সে শুনুক। পরে তিনি লোকদিগকে ছাড়িয়া গৃহ-
মধ্যে প্রবেশ করিলে শিষ্যেরা ঐ দৃষ্টান্ত কথার ভাব
১৮ জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে তিনি কহিলেন, তোমরাও কি
এমন অবোধ? কোন দ্রব্য বাহিরহইতে মনুষ্যের অন্তরে
প্রবিষ্ট হইয়া মনুষ্যকে অপবিত্র করিতে পারে না, এই
১৯ কথা কি বুঝ না? সে তাহার অন্তঃকরণে প্রবেশ করে না,
কিন্তু উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শেষে তাবৎ ভুক্ত দ্রব্য
২০ গ্রহণকারি বহির্দ্দেশে নির্গত হয়। আরও কহিলেন, মনুষ্য-
হইতে যাহা নির্গত হয়, তাহাই মনুষ্যকে অপবিত্র করে।
২১ কেননা অন্তরহইতে অর্থাৎ মনুষ্যদের মনহইতে কুচিন্তা,
২২ পরদার, বেশ্যাগমন, নরহত্যা, চৌর্য্য, লোভ, দুষ্টতা,
প্রবঞ্চনা, কামুকতা, কুদৃষ্টি, ঈশ্বরের নিন্দা, অহঙ্কার, ভমঃ

ইত্যাদি নির্গত হয়। এই সকল মন্দ বিষয় অন্তরহইতে ২৩
নির্গত হইয়া মনুষ্যকে অপবিত্র করে।

অনন্তর তিনি উঠিয়া সে স্থানহইতে সোর্ ও সীদোন ২৪
নগরের প্রদেশে গমন করিলেন, ও সেই স্থানে কোন বা-
টীতে প্রবেশ করিয়া সকলের অজ্ঞাত হইয়া থাকিতে মনস্থ
করিলেন, কিন্তু গোপনে থাকিতে পারিলেন না। কারণ সুর- ২৫
ফৈনীকী দেশীয় যূনানী বংশোদ্ভব এক স্ত্রীর একটি অশুচি
ভূতগ্রস্তা ক্ষুদ্র বালিকা ছিল। সে স্ত্রী তাঁহার সমাচার পাইয়া ২৬
তাঁহার নিকটে আসিয়া চরণে পড়িয়া আপন বালিকাহইতে
ভূতকে ছাড়াইতে তাঁহাকে বিনতি করিল। কিন্তু যীশু তা- ২৭
হাকে কহিলেন, প্রথমে বালকেরা তৃপ্ত হউক, কেননা বাল-
কদের খাদ্য লইয়া কুক্কুরদের কাছে নিক্ষেপ করা উচিত
নয়। তখন সে স্ত্রী তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, সে সত্য বটে, ২৮
তথাচ মেজের নীচস্থ কুক্করেরা বালকদের উদ্বৃত্ত রুটী খায়।
তাহাতে তিনি কহিলেন, এই কথাপ্রযুক্ত কুশলে যাও, তো- ২৯
মার কন্যাহইতে ভূত ছাড়িয়া গিয়াছে। পরে সে স্ত্রী নিজ ৩০
গৃহে গেলে ভূত ছাড়িয়া যাওয়াতে কন্যা শয্যাতে শয়ন
করিয়া আছে, ইহা দেখিল।

পুনশ্চ তিনি সোর্ ও সীদোন নগরের প্রদেশহইতে ৩১
প্রস্থান করিয়া দিকপলি দেশের প্রান্তভাগ দিয়া গালীল
সাগরের নিকটে আগমন করিলেন। তখন লোকেরা এক ৩২
বধির ও তোৎলা মনুষ্যকে তাঁহার নিকটে আনিয়া তাহার
গাত্রে হস্তার্পণ করিতে বিনতি করিল। তাহাতে যীশু লো- ৩৩
কারণ্যহইতে তাহাকে নির্জ্জনে আনিয়া তাহার দুই কর্ণে
আপন অঙ্গুলী দিলেন, ও থুথু দিয়া তাহার জিহ্বা স্পর্শ
করিলেন। পরে স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ৩৪
ছাড়িয়া তাহাকে কহিলেন, ইন্‌ফতহ, অর্থাৎ খুলিয়া যাউক।

৩৫ তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ণ মুক্ত হইল, এবং জিহ্বার জড়তা ঘুচিয়া যাওয়াতে সে সুস্পষ্টরূপে কথা কহিতে
৩৬ লাগিল। পরে তিনি তাহাদিগকে দৃঢ় আজ্ঞা করিলেন, তোমরা এ কথা কাহাকেও কহিও না; কিন্তু তিনি যত নিষেধ করিলেন, তাহারা তত বাহুল্য রূপে প্রচার করিল।
৩৭ আর তাহারা অতি চমৎকৃত হইয়া পরস্পর কহিল, তিনি বধিরকে শ্রবণশক্তি, এবং বোবাকে কথনশক্তি দিয়া উত্তম রূপে তাবৎ কর্ম্ম করিলেন।

৮ অধ্যায়।

১ সাত রুটী ও মৎস্যদ্বারা চারি সহস্র লোককে ভোজন করাওন ১০ ও আকাশীয় চিহ্ন দেখাইতে অস্বীকার করণ ১৪ ও শিক্ষারূপ তাড়ীর বিষয় ২২ ও অন্ধ লোককে চক্ষু দেওন ২৭ ও খ্রীষ্টের নির্ণয় ৩১ ও খ্রীষ্টের আপন মৃত্যু ভোগের ভবিষ্যদ্বাক্য ৩৪ ও পশ্চাদ্গামি লোকদের প্রতি উপদেশ ৩৯ ও ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ অপর সে সময়ে তাঁহার নিকটে অনেক লোক আইল, এবং তাহাদের নিকটে কিছু খাদ্য সামগ্রী না থাকাতে
২ যীশু আপন শিষ্যদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, এই লোকারণ্যের প্রতি আমার দয়া হইতেছে; তাহারা তিন দিবস আমার সঙ্গে আছে, ও তাহাদের নিকটে খাদ্য দ্রব্য কি-
৩ ছুই নাই। এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে অনেক দূরহইতে আসিয়াছে; তাহাদিগকে অনাহারে গৃহে বিদায় করিলে
৪ পথে ক্লান্ত হইবে। শিষ্যেরা কহিল, এ সকল লোকের তৃপ্তি
৫ হয়, এত রুটী এই প্রান্তরের মধ্যে কে পাইতে পারে? তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসিলেন, তোমাদের কাছে কত রুটী আছে?
৬ তাহারা কহিল, সাতখান। পরে তিনি লোকসমূহকে ভূমিতে বসিতে আজ্ঞা দিয়া সেই সাত রুটী লইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিলেন, এবং ভাঙ্গিয়া পরিবেষণার্থে শিষ্য-

দিগকে দিলেন; তাহাতে তাহারা লোকদিগকে পরিবেষণ করিল। এবং তাহাদের নিকটে যে কএক ক্ষুদ্র মৎস্য ছিল, ৭ তাহাও লইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিয়া পরিবেষণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে লোকেরা ভোজন করিয়া তৃপ্ত ৮ হইল; এবং অবশিষ্ট খাদ্যেতে পূর্ণ সাত ডালী উঠাইয়া লইল। এই ভোক্তারা প্রায় চারি সহস্র পুরুষ ছিল; পরে ৯ তিনি তাহাদিগকে বিদায় করিলেন।

তদনন্তর তিনি শিষ্যগণের সহিত নৌকারোহণ করিয়া ১০ দল্‌মনূথার সীমাতে আগমন করিলেন। তাহার পর ফিরু- ১১ শিরা আসিয়া তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিয়া পরীক্ষার নিমিত্তে তাঁহার নিকটে আকাশে এক চিহ্ন দেখিতে চাহিল। তখন তিনি অন্তরে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, ১২ এই বর্ত্তমান কালের লোকেরা কেন চিহ্নের অন্বেষণ করে? আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, এই লোকদিগকে কোন চিহ্ন দেখান যাইবে না। পরে তিনি তাহাদিগকে ১৩ ছাড়িয়া পুনশ্চ নৌকারোহণ করিয়া অন্য পারে প্রস্থান করিলেন।

ইতোমধ্যে শিষ্যগণ রুটী লইতে বিস্মৃত হইলে নৌকাতে ১৪ কেবল এক রুটীমাত্র তাহাদের কাছে থাকিল। পরে যীশু ১৫ তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সতর্ক হইয়া ফিরু- শিদের ও হেরোদের তাড়ীর প্রতি সাবধান হও। তাহাতে ১৬ তাহারা পরস্পর বিবেচনা করিয়া কহিতে লাগিল, আমা- দের নিকটে রুটী নাই, এই জন্যে ইহা কহিতেছেন। তাহা ১৭ বুঝিয়া যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের স্থানে রুটী না থাকাতে কেন এমত বিবেচনা করিতেছ? তোমরা কি অদ্যাপি কিছু জান না ও বুঝিতে পার না? এখন পর্য্যন্ত কি তোমাদিগের মন কঠিন আছে? চক্ষু থাকিতে কি দেখ

১৮ না ? কর্ণ থাকিতে কি শুন না ? আর স্মরণও কর না ?
১৯ আমি যখন পাঁচ রুটী পাঁচ সহস্র পুরুষের মধ্যে ভাঙ্গিয়া দি-
লাম, তখন তোমরা উদ্বৃত্ত কত ডালী উঠাইয়া লইলা ?
২০ তাহারা কহিল, বারো ডালী। আর যখন চারি সহস্র পুরু-
ষের মধ্যে সাত খান রুটী ভাঙ্গিয়া দিলাম, তখন তোমরা
উদ্বৃত্ত কত ডালী উঠাইয়া লইলা ? তাহারা কহিল, সাত
২১ ডালী। তখন তিনি কহিলেন, তবে তোমরা এখনও বুঝিতে
পার না কেন ?

২২ অনন্তর তিনি বৈৎসৈদা নগরে উপস্থিত হইলে পর লো-
কেরা এক অন্ধ মনুষ্যকে তাঁহার নিকটে আনিয়া তাহাকে
২৩ স্পর্শ করিতে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিল। তখন তিনি
সেই অন্ধের হস্ত গ্রহণ করিয়া নগরের বাহিরে লইয়া
গেলেন ; পরে তাহার চক্ষুতে থুথু দিয়া ও গাত্রে হস্তার্পণ
করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, কিছু দেখিতে পাইতেছ ?
২৪ তখন সে চক্ষু মেলিয়া কহিল, বৃক্ষের ন্যায় মনুষ্যদিগকে
২৫ হাঁটিতে দেখিতেছি। তাহাতে যীশু তাহার চক্ষুর উপরে
আর বার হস্ত দিয়া তাহাকে চক্ষুর উন্মীলন করাইলেন ;
তাহাতে সে সুস্থ হইয়া স্পষ্টরূপে সকল লোককে দেখিতে
২৬ পাইল। পরে তুমি গ্রামে যাইও না ও গ্রামস্থ কাহাকে
কিছু বলিও না, এই কথা কহিয়া যীশু তাহাকে নিজ গৃহে
বিদায় করিলেন।

২৭ পরে যীশু আপন শিষ্যগণের সহিত বাহিরে গিয়া কৈস-
রিয়া ফিলিপীর নিকটস্থ নগরে গমন করিলেন, এবং পথে
যাইতে২ শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে, এ
২৮ বিষয়ে লোকেরা কি বলে ? তাহারা কহিল, প্রায় সকলে
বলে, তুমি যোহন্ বাপ্তাইজক ; কিন্তু কেহ২ বলে, তুমি
এলিয় ; আর কেহ২ বলে, তুমি ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের মধ্যে

এক জন। পরে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন কিন্তু ২৯ আমি কে, এ বিষয়ে তোমরা কি বল? তাহাতে পিতর্ উত্তর করিল, তুমি অভিষিক্ত ত্রাতা। তখন তিনি দৃঢ় ৩০ আজ্ঞাতে তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আমার বিষয়ে এই কথা কাহাকেও কহিও না।

অপর মনুষ্যপুত্রকে অনেক২ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, ৩১ এবং প্রাচীন লোক ও প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া হত হইতে হইবে, আর তৃতীয় দিবসে উত্থান করিতে হইবে, যীশু শিষ্যদিগকে এই কথা ৩২ জানাইতে আরম্ভ করিয়া স্পষ্টরূপে তাহা কহিতে লাগিলেন। তাহাতে পিতর্ তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া শিষ্য- ৩৩ গণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পিতর্কে অনুযোগ করিয়া কহিলেন, হে বিঘকারি, আমার সম্মুখহইতে দূর হও; যাহা ঈশ্বরের তাহাতে নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের তাহাতে তোমার রুচি আছে।

পরে তিনি লোকদিগকে ও শিষ্যদিগকে ডাকিয়া কহি- ৩৪ লেন, যে কেহ আমার পশ্চাদ্গামী হইতে বাঞ্ছা করে, সে আপনাকে দমন করুক; এবং আপন ক্রুশ তুলিয়া লইয়া আমার পশ্চাৎ আইসুক। কেননা যে কেহ আপন প্রাণ ৩৫ রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, সে তাহা হারাইবে; কিন্তু যে কেহ আমার এবং সুসমাচারের কারণ প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে। আর মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ প্রাপ্ত ৩৬ হইয়া আপন প্রাণ হারায়, তবে তাহার কি লাভ? কিম্বা ৩৭ মনুষ্য আপন প্রাণের পরিবর্ত্তে বা কি দিতে পারে? এই ৩৮ বর্ত্তমান কালের ব্যভিচারি ও পাপি লোকের সাক্ষাতে যদি কেহ আমাকে কিম্বা আমার কথাকে লজ্জাস্পদ জ্ঞান করে,

তবে মনুষ্যপুত্র যখন পবিত্র দূতগণের সহিত পিতার প্রভাবে আসিবেন, তখন তিনিও সেই ব্যক্তিকে লজ্জাস্পদ জ্ঞান করিবেন ।

৩৯ পরে তিনি কহিলেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজত্বকে পরাক্রমে উপস্থিত না দেখিলে মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না, এই স্থানে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের মধ্যেও এমন কএক লোক আছে ।

৯ অধ্যায় ।

১ খ্রীষ্টের অন্য মূর্ত্তি ধারণ ও এলিয়ের নির্ণয় ১৪ এবং এক গুঙ্গা ও বধির ভূতগ্রস্তকে সুস্থ করণ ৩১ এবং আপন মৃত্যু ও কবরহইতে উত্থানের কথা ৩৩ ও শ্রেষ্ঠতার নির্ণয় ৩৮ ও খ্রীষ্টের নানা উপদেশের কথা ।

১ অনন্তর ছয় দিনের পরে যীশু পিতর্‌কে ও যাকূব্‌কে ও ২ যোহন্‌কে সঙ্গে লইয়া এক উচ্চ পর্ব্বতের নির্জ্জন স্থানে আনিয়া তাহাদের সাক্ষাতে অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন । ৩ তাহাতে তাঁহার পরিচ্ছদ এমনি উজ্জ্বল হিম সদৃশ শুভ্রবর্ণ হইল, যে জগতের মধ্যে কোন রজক তাদৃশ শুভ্রবর্ণ করিতে ৪ পারে না । এবং এলিয় ও মূসা তাহাদের নিকটে দর্শন দিয়া ৫ যীশুর সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল । তখন পিতর্ যীশুকে কহিল, হে গুরো, আমাদের এ স্থানে থাকা ভাল ; অতএব আমরা আপনকার জন্যে এক, ও মূসার জন্যে এক, এবং এলিয়ের জন্যে এক, এই তিনটা কুটীর নির্ম্মাণ করি । ৬ কিন্তু সে কি কহিল, তাহা আপনি বুঝিল না, কেননা সক- ৭ লেই ভীত হইল । ইতোমধ্যে একটা মেঘ তাহাদিগকে ছায়া করিল ; এবং সেই মেঘহইতে এই আকাশবাণী হইল, 'এই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁর কথায় মনোযোগ ৮ কর ।' পরে হঠাৎ তাহারা চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করিয়া যীশু ব্যতিরেকে আপনাদের সহিত আর কাহাকেও দেখিতে

পাইল না। তদনন্তর পর্ব্বতহইতে নামিবার সময়ে তিনি ৯ তাহাদিগকে এই দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, যাবৎ কবর-হইতে মনুষ্যপুত্রের উত্থান না হয়, তাবৎ এই দর্শনের বৃত্তান্ত কাহাকেও কহিও না। তাহাতে তাহারা আপনাদের ১০ মধ্যে এই বিষয় গুপ্ত রাখিয়া কবরহইতে উত্থান করণের মর্ম্ম কি, এই কথার অন্দোলন করিতে লাগিল। পরে তা- ১১ হারা যীশুকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রথমে এলিয়ের আগমন হইবে, অধ্যাপকেরা তবে এই কথা কেন বলে? তখন তিনি ১২ উত্তর করিলেন, এলিয় প্রথমে আসিয়া সকল বিষয়ের সাধন করিবে, এই কথা সত্যই বটে; কিন্তু মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যেমত লিপি আছে, তদনুসারে তিনি অনেক২ দুঃখ পাইয়া অবজ্ঞাত হইবেন। এবং আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ১৩ এলিয়ের বিষয়ে যে রূপ লিপি আছে, তদনুসারে সে আ-সিয়া গিয়াছে, এবং লোকেরা তাহার প্রতি আপনাদের ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করিয়াছে।

অনন্তর তিনি শিষ্যগণের নিকটে আসিয়া তাহাদের চ- ১৪ তুষ্পার্শ্বে অনেক লোককে এবং অধ্যাপকদিগকে তাহাদের সহিত বাদানুবাদ করিতে দেখিলেন; কিন্তু লোক সকল ১৫ তাঁহাকে দেখিবামাত্র চমৎকৃত হইয়া তাঁহার নিকটে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। তখন তিনি অধ্যা- ১৬ পকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা ইহাদের সঙ্গে কিসের বাদানুবাদ করিতেছ? তাহাতে লোকদের মধ্যে ১৭ এক জন উত্তর করিল, হে গুরো, আমার একটি গুঙ্গা ভূত-গ্রস্ত পুত্রকে আপনকার নিকটে আনিলাম। ঐ ভূত যে২ ১৮ স্থানে আক্রমণ করে, সে২ স্থানে তাহাকে মুচড়াইয়া ফেলে; আর তাহার মুখে ফেণা উঠে, সে দন্তঘর্ষণ করে ও ক্ষীণ হইয়া যায়; অতএব সেই ভূত ছাড়াইবার জন্যে আপন-

কার শিষ্যদের নিকটে নিবেদন করিলাম, কিন্তু তাহারা
১৯ পারিল না। তখন তিনি উত্তর করিলেন, অরে অবিশ্বাসি বংশ, আর কত কাল তোমাদের নিকটে থাকিব? আর কত কাল তোমাদের ভার সহ্য করিব? তাহাকে আমার
২০ নিকটে আন। তাহাতে তাঁহার নিকটে তাহাকে আনিল, কিন্তু সেই ভূত তাঁহাকে দেখিবামাত্র বালককে এমনই মুচড়াইয়া ধরিল, যে সে ভূমিতে পড়িয়া ফেণা ভাঙ্গিয়া
২১ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তখন তিনি তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার এমত কত দিন হইয়াছে?
২২ তাহাতে সে কহিল, বাল্যকালাবধি। ঐ ভূত ইহাকে নষ্ট করিবার নিমিত্তে অনেক বার অগ্নিতে ও জলেতে ফেলিয়াছে; এখন আপনি যদি কিছু করিতে পারেন,
২৩ তবে আমাদের প্রতি সদয় হইয়া উপকার করুন। যীশু তাহাকে কহিলেন, যদি প্রত্যয় করিতে পার, তবে প্র-
২৪ ত্যয়ি জনের কাছে সকলই সাধ্য। তাহাতে তৎক্ষণাৎ ঐ বালকের পিতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে২ কহিল, হে প্রভো, প্রত্যয় করি, আমার অপ্রত্যয়ের প্রতিকার
২৫ করুন। পরে যীশু লোকসমূহকে দৌড়িয়া আসিতে দেখিয়া ঐ অপবিত্র ভূতকে ধম্‌কাইয়া কহিলেন, হে বধির গুঙ্গা ভূত, ইহাহইতে বহির্গত হও, আর কখনও ইহাতে আশ্রয় করিও না, আমি তোমাকে এই আজ্ঞা
২৬ দি। তখন সে ভূত চীৎকারশব্দ করিয়া তাহাকে মুচড়াইয়া বহির্গত হইল; তাহাতে বালক এমন মৃতবৎ হইয়া
২৭ পড়িল, যে মরিয়া গেল, অনেকে এমন কহিল। কিন্তু যীশু তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে উঠাইলে সে উঠিল।
২৮ পরে যীশু গৃহে প্রবেশ করিলে পর শিষ্যেরা গোপনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কেন সেই ভূতকে

ছাড়াইতে পারিলাম না? তিনি কহিলেন, প্রার্থনা ও ২৯ উপবাস ব্যতিরেকে আর কিছুতেই এই প্রকার ভূত ছাড়ান যায় না।

অনন্তর তিনি সে স্থানহইতে প্রস্থান করিয়া গালীলের ৩০ মধ্য দিয়া গমন করিলেন, কিন্তু ইহা কেহ জানিতে পায়, এমন তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। আর মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের ৩১ হস্তে সমর্পিত হইবেন, ও তাহারা তাঁহাকে বধ করিবে, ও তাহাদের কর্ত্তৃক হত হইলে পর তৃতীয় দিবসে উঠিবেন; তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া এই সকল কথা কহিলেন। কিন্তু তাহারা সেই কথা বুঝিতে পারিল না, এবং জিজ্ঞাসা ৩২ করিতেও ভয় করিল। অনন্তর তিনি কফর্নাহূম্ নগরে ৩৩ আইলে পর গৃহমধ্যে গিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পথিমধ্যে তোমরা পরস্পর কিসের বাদানুবাদ করিতেছিলা? কিন্তু তাহারা নিরুত্তর হইয়া থাকিল, কারণ তা- ৩৪ হাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহারা পথে পরস্পর ইহার বাদানুবাদ করিয়াছিল। তাহাতে তিনি বসিয়া দ্বাদশ শি- ৩৫ ষ্যকে ডাকিয়া কহিলেন, যে ব্যক্তি প্রথম হইতে ইচ্ছা করে, সে সকলের শেষ এবং সকলের দাস হউক। তখন ৩৬ তিনি এক বালককে লইয়া মধ্যস্থলে বসাইলেন; পরে আপনার ক্রোড়ে করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যে কেহ ৩৭ আমার নামেতে ইহার মত কোন বালককে অতিথি করে, সে আমাকে অতিথি করে; আর যে কেহ আমাকে অতিথি করে সে কেবল আমাকে অতিথি করে তাহা নয়, আমার প্রেরণকর্ত্তাকেও অতিথি করে।

পরে যোহন্ তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, আমাদের ৩৮ পশ্চাদ্গামী না হইয়াও তোমার নামেতে ভূতগণকে ছাড়াইতেছিল, এমন এক জনকে দেখিলাম, এবং আমাদের

৩৯ পশ্চাদ্বর্ত্তী না হওয়াতে তাহাকে নিষেধ করিলাম। কিন্তু যীশু কহিলেন, তাহাকে নিষেধ করিও না, কারণ যে ব্যক্তি আমার নামেতে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করে, সে হঠাৎ আমাকে
৪০ নিন্দা করিতে পারে না। আর যে কেহ আমাদের বি-
৪১ পক্ষ নহে, সে আমাদের সপক্ষ হয়। আর যে কেহ তোমাদিগকে খ্রীষ্টের শিষ্য জানিয়া আমার নামেতে এক বাটী জল পান করিতে দেয়, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, সে কোন প্রকারে আপন ফলে বঞ্চিত হইবে
৪২ না। কিন্তু কেহ যদি আমাতে বিশ্বাসকারি এই ক্ষুদ্র প্রাণিদের মধ্যে এক জনেরও বিঘ্ন জন্মায়, তবে গলদেশে যাঁতাবদ্ধ হইয়া সমুদ্রেতে নিক্ষিপ্ত হওয়া বরঞ্চ তাহার
৪৩ ভাল। অতএব তোমার হস্ত যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়,
৪৪ তবে তাহা ছেদন কর; কেননা দুই হস্ত বিশিষ্ট হইয়া যে স্থানে কীট মরে না এবং অগ্নিও নির্ব্বাণ হয় না, এমন নরকে ও অনির্ব্বাণ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওন অপেক্ষা বরঞ্চ নুলা হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল।
৪৫ এবং তোমার চরণ যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে
৪৬ তাহা ছেদন কর; যেহেতুক দুই চরণ বিশিষ্ট হইয়া যে স্থানে কীট মরে না এবং অগ্নিও নির্ব্বাণ হয় না, এমন নরকে ও অনির্ব্বাণ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওন অপেক্ষা বরঞ্চ
৪৭ খঞ্জ হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল। আর তোমার চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উৎ-
৪৮ পাটন কর; যেহেতুক দুই চক্ষুর্বিশিষ্ট হইয়া যে স্থানে কীট মরে না এবং অগ্নিও নির্ব্বাণ হয় না, এমন নর-কাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওন অপেক্ষা বরঞ্চ একচক্ষু হইয়া
৪৯ ঈশ্বররাজ্যে প্রবেশ করা তোমার ভাল। যেমন লবণেতে প্রত্যেক বলি লবণাক্ত করা যায়, তেমনই প্রত্যেক জন-

কেই অগ্নিরূপ লবণেতে লবণাক্ত করা যাইবে। লবণ ৫০
ভাল, কিন্তু লবণেতে যদি স্বাদ না থাকে, তবে কি প্র-
কারে আস্বাদযুক্ত করিবা? তোমরা লবণযুক্ত হও, এবং
পরস্পর প্রণয় রাখ।

১০ অধ্যায়।

১ স্ত্রীত্যাগের বিষয় ১৩ ও শিশুগণকে গ্রাহ্য করণ ১৭ ও ধনি যুব লোককে উপদেশ দেওন ২৮ ও শিষ্যদিগের পুরস্কারের নির্ণয় ৩২ ও খ্রীষ্টের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাক্য ৩৫ ও যাকুব ও যোহনের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করণ ৪৬ ও অন্ধ লোককে চক্ষু দেওন।

অনন্তর তিনি সে স্থানহইতে প্রস্থান করিয়া যর্দ্দনের ১
ওপার দিয়া যিহূদা প্রদেশে উপস্থিত হইলেন; তাহাতে
তাঁহার নিকটে পুনর্ব্বার লোকদের সমাগম হইলে পর
তিনি নিজ ব্যবহারানুসারে পুনশ্চ তাহাদিগকে উপদেশ
দিলেন। তখন ফিরূশিরা তাঁহার নিকটে আসিয়া পরী- ২
ক্ষার উদ্দেশে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, পুরুষ কি আ-
পন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে? তাহাতে তিনি ৩
উত্তর করিলেন, এ বিষয়ে মূসা তোমাদিগকে কি আজ্ঞা
দিয়াছে? তাহারা কহিল, ত্যাগপত্র লিখিয়া আপন২ ৪
স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারি, মূসা এমন অনুমতি দি-
য়াছে। তখন যীশু প্রত্যুত্তর করিলেন, তোমাদের অন্তঃ- ৫
করণের কাঠিন্য প্রযুক্ত মূসা এমন বিধি লিখিয়াছে;
কিন্তু সৃষ্টির আদিসময়ে ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া মনু- ৬
ষ্যদিগকে সৃষ্টি করিলেন; "এই প্রযুক্ত মনুষ্য আপন ৭
"পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত
"হইবে, এবং সে দুই জন একাঙ্গ হইবে;" অতএব তা- ৮
হারা আর দুই নহে, একাঙ্গ আছে। আর ঈশ্বর যাহার ৯
যোগ করিয়া দিলেন, মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক।

১০ পরে শিষ্যেরা গৃহেতে পুনর্ব্বার সেই বিষয়ের কথা তাঁ-
১১ হাকে জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে তিনি কহিলেন, কেহ যদি আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যাকে বিবাহ
১২ করে, তবে সে তাহার সহিত ব্যভিচার করে; এবং কোন স্ত্রী যদি আপন স্বামিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরু-ষের সহিত বিবাহিতা হয়, তবে সেও ব্যভিচারিণী হয়।

১৩ পরে যীশু যেন শিশুগণের গাত্র স্পর্শ করেন, এই জন্যে লোকেরা শিশুদিগকে তাঁহার নিকটে আনিল; কিন্তু শিষ্যেরা তাহাদের আনয়নকারিদিগকে অনুযোগ করিল।
১৪ যীশু তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, তাহাদিগকে বারণ করিও না; কেননা এই মত ব্যক্তিরা ঈশ্বরের রাজ্যের অধি-
১৫ কারী। আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, যে ব্যক্তি শিশুবৎ হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রাহ্য না করে, সে কোন
১৬ প্রকারে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। পরে তিনি শিশুদিগকে ক্রোড়ে করিয়া তাহাদের গাত্রে হস্তা-র্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

১৭ অনন্তর তিনি পথ দিয়া যান, এমন সময়ে এক জন দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে পরম গুরো, অনন্ত পরমায়ুঃ প্রাপ্তির নিমিত্তে
১৮ আমার কি করা কর্ত্তব্য? তাহাতে যীশু কহিলেন, আ-মাকে পরম করিয়া কেন বল? ঈশ্বর ব্যতিরেকে কেহই
১৯ পরম হয় না। "পরদার করিও না, ও নরহত্যা করিও "না, ও চুরি করিও না, ও মিথ্যাসাক্ষ্য দিও না, এবং "হিংসা করিও না, ও পিতা মাতাকে সম্ভ্রম কর;" এইং
২০ আজ্ঞা তুমি জ্ঞাত আছ। তাহাতে সে উত্তর করিল, হে গুরো, বালককালাবধি এই সকল পালন করিয়া আসি-

তেছি। তখন যীশু তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া স্নেহ ক- ২১
রিয়া কহিলেন, এক বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে, তুমি
গিয়া আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ
কর, তাহাতে স্বর্গেতে ধন পাইবা; পরে আসিয়া ক্রুশ
তুলিয়া লইয়া আমার পশ্চাদ্গামী হও। এ কথা শুনিয়া ২২
সে বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল, কারণ তাহার
বিস্তর সম্পত্তি ছিল। পরে যীশু চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করিয়া ২৩
শিষ্যদিগকে কহিলেন, ধনি লোকদের ঈশ্বরের রাজ্যে
প্রবেশ করা কেমন দুষ্কর! তাঁহার এই কথাতে শিষ্যেরা ২৪
চমৎকৃত হইল; কিন্তু যীশু পুনশ্চ কহিলেন, হে বাল-
কেরা, যাহারা ধনে নির্ভর করিয়া থাকে, তাহাদের ঈশ্ব-
রের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন দুঃসাধ্য! ঈশ্বরের রা- ২৫
জ্যে ধনি লোকের প্রবেশ করণ অপেক্ষা বরং সূচির
ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের গমনাগমন করা সহজ। তখন শিষ্যেরা ২৬
অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পরস্পর বলিল, তবে কাহার পরি-
ত্রাণ হইতে পারে? তাহাতে যীশু তাহাদের প্রতি অব- ২৭
লোকন করিয়া কহিলেন, তাহা মনুষ্যের অসাধ্য বটে,
কিন্তু ঈশ্বরের অসাধ্য নয়, যেহেতুক ঈশ্বরের সকলি
সাধ্য।

তখন পিতর্ উত্তর করিল, দেখ, আমরা সমস্তই পরি- ২৮
ত্যাগ করিয়া তোমার পশ্চাদ্গামী হইলাম। তাহাতে ২৯
যীশু প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ
কহিতেছি, আমার ও সুসমাচারের নিমিত্তে যে জন গৃহ
কি ভ্রাতৃগণ কি ভগনীগণ কি পিতা কি মাতা কি স্ত্রী কি
সন্তানগণ কি ভূমি পরিত্যাগ করিয়া তাড়না থাকিলেও ৩০
ইহকালে গৃহ ও ভ্রাতা ও ভগনী ও মাতা ও সন্তান ও
ভূমির শতগুণ, এবং পরকালে অনন্ত পরমায়ু না পায়,

৩১ এমন ব্যক্তি কেহই নাই। কিন্তু অগ্রের অনেক লোক পশ্চাৎ, ও পাশ্চাতের অনেক লোক অগ্রে পড়িবে।

৩২ অনন্তর তাহাদের যিরূশালমে যাওন কালে যীশু তাহাদের অগ্রগামী হইলেন; তাহাতে তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, ও পশ্চাদ্গামী হইয়া ভীত হইল। তখন তিনি পুনর্ব্বার দ্বাদশ শিষ্যকে লইয়া আপনার যেং ঘটিবে,
৩৩ তাহা তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, আমরা যিরূশালম্ নগরে যাইতেছি, তাহাতে মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণের হস্তে সমর্পিত হইবেন; এবং তাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়া অন্যদেশীয়দের হস্তে তাঁহাকে
৩৪ সমর্পণ করিবে। এবং তাহারা তাঁহাকে পরিহাস ও কোড়া প্রহার করিয়া তাঁহার গাত্রে থুথু দিয়া বধ করিবে; পরে তিনি তৃতীয় দিবসে কবরহইতে উঠিবেন।

৩৫ পরে সিবদিয়ের পুত্র যাকূব্ ও যোহন্ তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, হে গুরো, আপনি আমাদের মনোবাঞ্ছা
৩৬ পূর্ণ করুন, আমরা এই প্রার্থনা করি। তাহাতে তিনি কহিলেন, তোমরা কি চাহ? তোমাদের নিমিত্তে আ-
৩৭ মাকে কি করিতে হইবে? তখন তাহারা কহিল, আমাদের এক জনকে আপনকার দক্ষিণ পার্শ্বে, ও দ্বিতীয় জনকে বাম পার্শ্বে আপন ঐশ্বর্য্যপদে বসিতে আজ্ঞা
৩৮ করুন। কিন্তু যীশু উত্তর করিলেন, তোমরা যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহা বুঝ না; আমি যে পাত্রে পান করিব, তাহাতে কি তোমরা পান করিতে পারিবা? এবং আমি যে প্রকার বাপ্তিস্মেতে বাপ্তাইজিত হইব, তাহাতে কি তোমরা বাপ্তাইজিত হইতে পারিবা? তাহারা
৩৯ বলিল, পারিব। তখন যীশু কহিলেন, আমি যে পাত্রে পান করিব, তাহাতে অবশ্য তোমরাও পান করিবা,

এবং আমি যে প্রকার বাপ্তিস্মেতে বাপ্তাইজিত হইব, তাহাতে তোমরাও বাপ্তাইজিত হইবা; কিন্তু যাহাদের ৪০ নিমিত্তে আমার দক্ষিণ পার্শ্বে ও বাম পার্শ্বে আসন প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহাদের ব্যতিরেকে আর কাহা-কেও তাহাতে বসাইতে আমার অধিকার নাই। এই ৪১ কথা শুনিয়া অন্য দশ শিষ্য যাকূব্ ও যোহনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু যীশু তাহাদিগকে আপনার নিকটে ৪২ ডাকিয়া কহিলেন, যাহারা অন্যদেশীয়দের ভূপতিপদ প্রাপ্ত হয়, তাহারা তাহাদের উপরে প্রভুত্ব করে, এবং যাহারা প্রধান মানুষ, তাহারা তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করে, ইহা তোমরা জান। কিন্তু তোমাদের মধ্যে ত- ৪৩ দ্রূপ হইবে না; তোমাদের মধ্যে যে কেহ প্রধান হইতে চাহে, সে তোমাদের সেবক হইবে; এবং তোমাদের ৪৪ মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করে, সে সকলের দাস হইবে। কেননা মনুষ্যপুত্র সেবা পাইতে নয়, কিন্তু ৪৫ সেবা করিতে এবং অনেকের পরিত্রাণের মূল্যরূপ আ-পন প্রাণ দিতে আসিয়াছেন।

পরে তাহারা যিরীহো নগরে উপস্থিত হইলে পর ৪৬ তথাহইতে যখন শিষ্যগণের ও লোকসমূহের সহিত যীশু গমন করেন, এমন সময়ে তীময়ের পুত্র বর্তীময় নামে এক জন অন্ধ ঐ পথের পার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষা করিতে-ছিল। সে নাসরতীয় যীশুর আগমন সংবাদ পাইয়া ৪৭ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, হে যীশু দায়ূদের সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন। তাহাতে অনেক লোক চুপ্২ ৪৮ বলিয়া তাহাকে ধমক্ দিল; কিন্তু সে আরও অধিক চেঁচাইয়া বলিল, হে দায়ূদের সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন। তখন যীশু স্থগিত হইয়া তাহাকে ডাকিয়া ৪৯

আনিতে আজ্ঞা করিলেন; তাহাতে লোকেরা ঐ অন্ধ-
কে ডাকিয়া বলিল, ওহে, সুস্থির হও, উঠ, তিনি তোমা-
৫০ কে ডাকিতেছেন। তখন সে উত্তরীয় বস্ত্র ফেলিয়া উ-
৫১ ঠিয়া যীশুর নিকটে গেল। তাহাতে যীশু তাহাকে কহি-
লেন, তুমি কি চাহ? তোমার নিমিত্তে আমি কি ক-
রিব? তখন সে অন্ধ তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, আমি
৫২ যেন দেখিতে পাই। তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন,
চলিয়া যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল;
তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইয়া পথ দিয়া যীশুর
পশ্চাৎ গমন করিল।

১১ অধ্যায়।

১ যিরূশালম নগরে খ্রীষ্টের গমন ১২ ও ডুম্বুর বৃক্ষকে শাপ দেওন ১৫ ও মন্দিরহইতে বণিকদিগকে বহিষ্কৃত করণ ২০ ও প্রত্যয়ের প্রবলতার কথন ২৭ ও প্রধান যাজক প্রভৃতিকে নিরুত্তর করণ।

১ অনন্তর তাহারা যিরূশালমের নিকটে অর্থাৎ জৈতুন
নামক পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামে উপ-
স্থিত হইলে পর তিনি দুই শিষ্যকে ইহা কহিয়া পাঠাই-
২ লেন, তোমরা ঐ সম্মুখস্থ গ্রামে যাও; তথায় প্রবেশ
করিবামাত্র যাহাতে কোন মনুষ্য কখনো আরোহণ করে
নাই, এমন এক গর্দ্দভশাবককে বান্ধা দেখিতে পাইবা,
৩ তাহাকে খুলিয়া আন। কিন্তু 'তোমরা এ কর্ম্ম কেন করি-
তেছ?' এমন কথা কেহ যদি বলে, তবে ইহাতে প্রভুর
প্রয়োজন আছে, এ কথা কহিলে সে ব্যক্তি তাহা শীঘ্র
৪ এখানে পাঠাইয়া দিবে। তাহাতে তাহারা গিয়া দ্বিমস্তক
পথে কোন দ্বারের পার্শ্বে সেই গর্দ্দভশাবককে পাইয়া
৫ তাহাকে খুলিতে লাগিল। তাহাতে সে স্থানে উপস্থিত

লোকদের মধ্যে কেহ২ কহিল, গর্দ্দভশবককে কেন খুলি-তেছ? তখন যীশুর আজ্ঞানুসারে উত্তর করিলে পর ৬ তৎক্ষণাৎ তাহারা লইতে দিল। পরে তাহারা সেই গর্দ্দ- ৭ ভশাবককে যীশুর নিকটে আনিয়া তাহার পৃষ্ঠে আপনা-দের বস্ত্র পাতিল; তাহাতে তিনি তাহার উপরে বসি-লেন। এবং অনেকে আপনাদের বস্ত্র পথে পাতিয়া দি- ৮ ল, ও অন্যেরা বৃক্ষের শাখা কাটিয়া পথে ছড়াইল। আর অগ্রপশ্চাদ্গামি সকল লোক উচ্চৈঃস্বরে কহিতে ৯ লাগিল, জয়২, যিনি পরমেশ্বরের নামেতে আসিতেছেন তিনি ধন্য। আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের যে রা- ১০ জত্ব পরমেশ্বরের নামেতে উপস্থিত হইতেছে সেও ধন্য, সর্ব্বোপরিস্থ স্বর্গেতে জয়ধ্বনি হউক। এই রূপে যীশু যিরূ- ১১ শালমে ও মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ সকল বস্তুর উপরে দৃষ্টি করিলেন; পরে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে দ্বাদশ শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া বৈথনিয়াতে গমন করিলেন।

অনন্তর পরদিবসে বৈথনিয়াহইতে আগমন সময়ে ক্ষু- ১২ ধার্ত্ত হওয়াতে তিনি দূরেতে সপত্র ডুম্বুর বৃক্ষ দেখিয়া ১৩ তাহাহইতে যদি কিছু ফল পাওয়া যায়, এই আশাতে তাহার নিকটে গেলেন; তখন ফল পাড়নের সময় আগত হয় নাই; তাহাতে উপস্থিত হইয়া পত্র ব্যতিরেক কিছু-মাত্র পাইলেন না। তখন যীশু তাহাকে এই কথা ক- ১৪ হিলেন, অদ্যাবধি আর কখনো কোন মনুষ্য তোমার ফল ভোজন না করুক; এ কথা তাঁহার শিষ্যেরাও শুনিল।

পরে তাহারা যিরূশালমে আইলে যীশু মন্দিরের মধ্যে ১৫ গিয়া তথাকার বণিক্দের মুদ্রার আসন ও কপোত ব্যা-পারিদের আসন উল্টাইয়া ফেলিয়া সকল ক্রয়বিক্রয়-

১৬ কারিকেই বাহির করিয়া দিলেন। আর মন্দিরের মধ্য দিয়া কাহাকেও কোন পাত্র বহিয়া গমনাগমন করিতে
১৭ দিলেন না। এবং লোকদিগকে উপদেশ দিয়া কহিলেন, “আমার গৃহ তাবৎ লোকদের প্রার্থনাগৃহ নামে খ্যাত “হইবে,” ইহা কি শাস্ত্রের লিপি নহে? কিন্তু তোমরা
১৮ তাহা দস্যুর গহ্বর করিতেছ। এ কথা শুনিয়া অধ্যাপকেরা ও প্রধান যাজকেরা কোন মতে তাঁহাকে নষ্ট করিতে পারে, ইহার অনুসন্ধান করিল, কিন্তু তাঁহার উপদেশে লোক সকল চমৎকৃত হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে
১৯ ভয় করিল। অপর সায়ংকাল উপস্থিত হইলে যীশু নগরের বাহিরে গেলেন।

২০ পরে প্রাতঃকালে তাহারা সেই পথে যাইতে২ ঐ ডুম্বুরবৃক্ষ মূলের সহিত শুষ্ক হইয়া গেল, ইহা দেখিল।
২১ তাহাতে পিতর্ পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া যীশুকে কহিল, হে গুরো, দেখ, আপনি যে ডুম্বুরবৃক্ষকে শাপ দিয়াছেন,
২২ সেটা শুষ্ক হইয়া গেল। তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন,
২৩ তোমরা ঈশ্বরেতে বিশ্বাস রাখ। আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, কেহ যদি এই পর্ব্বতকে বলে, তুমি সরিয়া গিয়া সমুদ্রেতে পড়, এবং এই যে কথা বলে ইহা অবশ্য ঘটিবে, মনে২ কোন সংশয় না করিয়া যদি এমন বিশ্বাস করে, তবে তাহার কথানুসারে তাহা ঘ-
২৪ টিবে। এই জন্যে তোমাদিগকে বলি, প্রার্থনার সময়ে যাহা২ আকাঙ্ক্ষা কর, তাহা যে অবশ্য পাইবা, এমত
২৫ বিশ্বাস কর, তাহাতে প্রাপ্ত হইবা। আর প্রার্থনা করিতে দাঁড়াইলে যদি কেহ তোমাদের বিরুদ্ধে অপরাধী থাকে, তবে তাহাকে ক্ষমা কর; তাহা করিলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপারাধ ক্ষমা করিবেন।

কিন্তু তোমরা যদি ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের স্বর্গ- ২৬
স্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।

অনন্তর তাহারা যিরূশালমে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলে ২৭
যে সময়ে তিনি মন্দিরের মধ্যে গমনাগমন করিতেছেন,
এমন সময়ে প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা এবং প্রা-
চীন লোকেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া এ কথা জিজ্ঞাসা ২৮
করিল, তুমি কি ক্ষমতাতে এই সকল কর্ম্ম করিতেছ?
আর এমত কর্ম্ম করিতে তোমাকে সেই ক্ষমতা কে ২৯
দিল? তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, আমিও তোমাদি-
গকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি; তোমরা যদি তাহার
উত্তর দেও, তবে কি ক্ষমতাতে এ সকল কর্ম্ম করিতেছি,
তাহা আমিও তোমাদিগকে কহিব। যোহনের বাপ্তিস্ম ৩০
ঈশ্বরের কি মনুষ্যের আজ্ঞাতে হইল? তাহা আমাকে
বল। তাহাতে তাহারা পরস্পর ইহা বিবেচনা করিতে ৩১
লাগিল, যদি ঈশ্বরের বলি, তবে তোমরা তাহাকে প্র-
ত্যয় কর নাই কেন? এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে। কিন্তু ৩২
মনুষ্যের আজ্ঞাতে হইল, ইহাও তাহারা লোকদের ভয়
প্রযুক্ত কহিতে পারিল না; যেহেতুক সকলে যোহন্‌কে
সত্য ভবিষ্যদ্বক্তৃরূপে মানিত। অতএব তাহারা যীশুকে ৩৩
এই উত্তর করিল, তাহা আমরা জানি না। তখন যীশু
তাহাদিগকে কহিলেন, তবে কি ক্ষমতাতে এ সকল কর্ম্ম
করিতেছি, তাহা আমিও তোমাদিগকে কহিব না।

১২ অধ্যায়।

১ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত ১৩ ও করের বিষয়ে ফিরূশিদিগকে নিরুত্তর
করণ ১৮ ও কবরহইতে উত্থানের বিষয়ে সিদূকিদিগকে নিরুত্তর
করণ ২৮ ও প্রধান আজ্ঞার নির্ণয় ৩৫ ও অধ্যাপককে নিরুত্তর করণ
৩৮ ও তাহাদের দোষ প্রকাশ করণ ৪১ ও বিধবার দানশীলতা।

১ পরে যীশু দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, কোন এক ব্যক্তি ক্ষেত্রে দ্রাক্ষালতা রোপণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিগে বেড়া দিয়া তাহার মধ্যে দ্রাক্ষা পেষণার্থে কুণ্ড খনন করিলেন, এবং তাহার উচ্চ গৃহও নির্ম্মাণ করিলেন; পরে সেই ক্ষেত্র কৃষকদের হস্তে সমর্পণ করিয়া দূর দেশে
২ গমন করিলেন। অনন্তর উপযুক্ত সময়ে কৃষকগণহইতে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফল পাইবার নিমিত্তে তাহাদের নিকটে
৩ এক দাসকে পাঠাইলেন; কিন্তু কৃষকেরা তাহাকে ধরিয়া
৪ প্রহার করিয়া রিক্ত হস্তে বিদায় করিল। পরে তিনি পুনর্ব্বার আর এক দাসকে পাঠাইলেন; কিন্তু তাহারা প্রস্তরাঘাতে তাহার মস্তক ভাঙ্গিয়া অপমান করিয়া তা-
৫ হাকে বিদায় করিল। পরে তিনি আর এক জনকে পাঠাইলেও তাহারা তাহাকে বধ করিল; এবং আরং অনেকের কাহাকে প্রহার ও কাহাকে বা সংহার করিল।
৬ অনন্তর আমার পুত্র গেলে তাহারা অবশ্য তাঁহাকে সমাদর করিবে, ইহা ভাবিয়া তিনি অবশেষে আপনার প্রিয় যে অদ্বিতীয় পুত্র ছিলেন, তাঁহাকে তাহাদের নি-
৭ কটে পাঠাইলেন। কিন্তু কৃষকেরা পরস্পর এই মন্ত্রণা করিতে লাগিল, এই উত্তরাধিকারী, আইস, আমরা ই-হাকে বধ করি, তাহাতে অধিকার আমাদের হইবে।
৮ পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া বধ করিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রের
৯ বাহিরে ফেলিয়া দিল। ইহাতে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা কি করিবেন? তিনি আসিয়া ঐ কৃষকদিগকে সংহার
১০ করিয়া অন্যদের হস্তে ঐ ক্ষেত্র সমর্পণ করিবেন। আর "গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহা কোণের
১১ "প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল; এই যে পরমেশ্বরের কর্ম্ম, "সে আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত," এই শাস্ত্রীয় লিপি কি

তোমরা পাঠ কর নাই ? তখন তিনি আমাদের উদ্দেশে ১২
ঐ দৃষ্টান্ত কথা কহিলেন, তাহারা ইহা বুঝিয়া তাঁহাকে
ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু লোকদিগকে ভয় করিল;
পরে তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অপর তাহারা তাঁহার কথার ছিদ্র ধরিবার নিমিত্তে ১৩
কএক জন ফিরূশি ও হেরোদীয় লোককে তাঁহার নিকটে
পাঠাইল। তাহারা আসিয়া তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, ১৪
আপনি সত্যবাদী হইয়া কাহারও অনুরোধ কিম্বা মুখা-
পেক্ষা না করিয়া সত্যরূপে ঈশ্বরের পথ দেখাইতেছেন,
তাহা আমরা জানি ; অতএব কৈসর্ রাজাকে কর
দেওয়া কর্ত্তব্য কি না ? আমরা দিব কি না ? তাহাতে ১৫
তিনি তাহাদের কাপট্য বুঝিয়া কহিলেন, আমার পরীক্ষা
কেন করিতেছ ? একটা সিকি আনিয়া আমাকে দে-
খাও। তখন তাহারা একটা সিকি আনিলে পর তিনি ১৬
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, ইহাতে কাহার এই মূর্ত্তি ও
নাম আছে ? তাহারা কহিল, কৈসরের। তাহাতে যীশু ১৭
কহিলেন, তবে কৈসরের যাহা তাহা কৈসর্কে দেও,
আর ঈশ্বরের যাহা তাহা ঈশ্বরকে দেও ; তাহাতে তা-
হারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।

পরে সদূকিরা, অর্থাৎ কবরহইতে উত্থান হয় না, এই ১৮
কথা যাহারা বলে, তাহারা যীশুর নিকটে আসিয়া জি-
জ্ঞাসা করিল, হে গুরো, কোন ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান ১৯
হইয়া স্ত্রীকে রাখিয়া মরে, তবে তাহার ভ্রাতা তাহার
স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া ভ্রাতার বংশ উৎপন্ন করিবে, মূসা
আমাদের প্রতি এমন আজ্ঞা লিখিয়াছে। কিন্তু কোন ২০
লোকেরা সাত ভাই ছিল ; পরে তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ
ব্যক্তি বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান হইয়া মরিল। তাহাতে ২১

দ্বিতীয় ভ্রাতা তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিল, কিন্তু সেও নিঃসন্তান হইয়া মরিল; পরে তৃতীয় জনও তদ্রূপ হইল।
২২ এই রূপে সপ্ত ভ্রাতাই সেই স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান হইয়া মরিল, এবং সকলের শেষে সে স্ত্রীও ম-
২৩ রিল। মৃতদের উত্থান সময়ে যখন তাহারা উঠিবে, তখন সে তাহাদের মধ্যে কাহার স্ত্রী হইবে? যেহেতুক
২৪ তাহারা সাত জনই তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। যীশু উত্তর করিলেন, তোমরা ধর্ম্মপুস্তক এবং ঈশ্বরের শক্তি
২৫ না বুঝিয়া কি ভ্রান্ত হও নাই? মৃত লোকদের উত্থান হইলে তাহারা বিবাহ করে না, এবং বাগ্‌দত্তাও হয়
২৬ না, কিন্তু স্বর্গীয় দূতগণের তুল্য হয়। আর মৃতদের উত্থান বিষয়ে ঈশ্বর মূসাকে এই কথা কহিলেন, "আমি "ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকূবের "ঈশ্বর," ইহা কি তোমরা মূসালিখিত পুস্তকের ঝোপের
২৭ বৃত্তান্তে পাঠ কর নাই? ঈশ্বর জীবৎ লোকদের ঈশ্বর, মৃত লোকদের ঈশ্বর নহেন; অতএব তোমরা বড় ভ্রান্তিতে আছ।

২৮ ইতিমধ্যে এক অধ্যাপক আসিয়া তাহাদের এমন বিচার শুনিয়া যীশু তাহাদের কথায় বিলক্ষণ উত্তর দিয়াছেন, ইহা বুঝিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকল
২৯ আজ্ঞার মধ্যে কোন্ আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ? তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা এই, "হে ইস্রায়েল্ বংশ, শুন,
৩০ "আমাদের প্রভু পরমেশ্বর একই পরমেশ্বর; এবং তুমি "আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত চিত্ত "ও সমস্ত শক্তিদ্বারা আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর,"
৩১ এই প্রথম আজ্ঞা। আর, "তুমি আপন প্রতিবাসিকে "আত্মতুল্য প্রেম কর," এই যে দ্বিতীয় আজ্ঞা সে তা-

হার সদৃশ; এই দুই আজ্ঞাহইতে আর কোন আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ নহে। তখন সে অধ্যাপক তাঁহাকে কহিল, হে ৩২ গুরো, ভাল, আপনি যথার্থ কহিলেন, কেননা এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই; আর সমস্ত অন্তঃ- ৩৩ করণ ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত চিত্ত এবং সমস্ত শক্তি দিয়া ঈশ্বরকে প্রেম করা এবং প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম করা, ইহা যাবদীয় হোম ও বলিদানাদিহইতে শ্রেষ্ঠ হয়। তাহাতে যীশু সুবুদ্ধির মত তাহার এই উত্তর ৩৪ শুনিয়া তাহাকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্যহইতে তুমি দূর নও। ইহার পর তাঁহার সহিত কোন কথার বিচার করিতে আর কাহারও সাহস হইল না।

অনন্তর মন্দিরের মধ্যে উপদেশ করিতে২ যীশু এই ৩৫ প্রশ্ন করিলেন, অধ্যাপকেরা কেমন করিয়া খ্রীষ্টকে দা- য়ূদের সন্তান বলে? যেহেতুক দায়ূদ্ আপনি পবিত্র আ- ৩৬ ত্মার আবির্ভাবে এই কথা কহিয়াছে, "পরমেশ্বর আ- "মার প্রভুকে কহিলেন, আমি যাবৎ তোমার শত্রুগ- "ণকে তোমার পাদপীঠ না করি, তাবৎ তুমি আমার "দক্ষিণে বৈস।" অতএব দায়ূদ্ যদি তাঁহাকে প্রভু ৩৭ করিয়া বলে, তবে তিনি কি রূপে তাহার সন্তান হইতে পারেন? তাঁহার কথা শুনিয়া ইতর লোকেরা আনন্দিত হইল।

তখন তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া কহিলেন, ৩৮ যাহারা দীর্ঘ পরিচ্ছদান্বিত হইয়া ভ্রমণ করা, ও হাট বাজারে লোকদের নমস্কার, ও ভজনালয়ে প্রধান স্থান, ৩৯ এবং ভোজনের সময়ে প্রধান আসন, এই সকল ভাল বাসে, এবং বিধবাদিগের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া ছলেতে ৪০ দীর্ঘ কাল প্রার্থনা করে, এমন যে অধ্যাপকেরা, তাহা-

দের হইতে সাবধান হও; তাহাদের ঘোরতর দণ্ড হইবে।
৪১ অনন্তর লোকেরা ভাণ্ডারের মধ্যে কিরূপ টাকা কড়ি রাখিতেছে, ভাণ্ডারের সম্মুখে বসিয়া যীশু তাহা দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে অনেক ধনবান তাহার মধ্যে
৪২ বিস্তর ধন রাখিল। পরে এক দরিদ্রা বিধবা আসিয়া এক
৪৩ পাই মূল্য দুই মুদ্রা তাহাতে রাখিল। তখন যীশু শিষ্যদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, যাহারা এই ভাণ্ডারে ধন রাখিয়াছে, সে
৪৪ সকলহইতে এই দরিদ্রা বিধবা অধিক রাখিল। কেননা অন্য সকলে আপনাদের প্রচুর ধনের কিঞ্চিৎ২ দিয়াছে, কিন্তু এই দীনহীনা দিনপাতের জন্যে আপনার যে যৎকিঞ্চিৎ ছিল তাহা সমুদয় দিল।

১৩ অধ্যায়।

১ মন্দিরের বিনাশ ৩ ও শিষ্যদের দুঃখবিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য ৩৪ ও যিহূদীয়দের দুঃখের বিষয় ২১ ও মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তার বিষয় ২৪ ও যিহূদীয়দের রাজ্য বিনাশের বিষয় ২৮ ও ডুম্বুরবৃক্ষের দৃষ্টান্ত ৩২ ও সাবধান হওনের আবশ্যকতার বিষয়।

১ পরে মন্দিরহইতে বাহিরে যাওন সময়ে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে এক জন তাঁহাকে কহিল, হে গুরো,
২ দেখ, কেমন প্রস্তর ও কেমন গাঁথনি! তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, তুমি কি এই বড় গাঁথনি দেখিতেছ? ইহার এক প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে থাকিবে না, সকলি ভূমিসাৎ হইবে।
৩ পরে তিনি জৈতুন পর্ব্বতে মন্দিরের সম্মুখে বসিলে পিতর্ ও যাকূব্ ও যোহন্ ও আন্দ্রিয়, ইহারা তাঁহাকে
৪ গোপনে জিজ্ঞাসা করিল, এই প্রকার ঘটনা কবে হইবে? আর এই সমস্ত প্রত্যক্ষ হওনের চিহ্ন বা কি?

তাহা আমাদিগকে বলুন। তাহাতে যীশু তাহাদিগকে ৫
কহিতে লাগিলেন, সাবধান, কেহ তোমাদিগকে না ভুলা-
উক। অনেকে আমার নাম ধরিয়া আসিবে, এবং 'আ- ৬
মি খ্রীষ্ট' ইহা বলিয়া অনেক লোকের ভ্রান্তি জন্মা-
ইবে। কিন্তু তোমরা সংগ্রামের সংবাদ ও যুদ্ধের আড়- ৭
ম্বর শুনিয়া ব্যাকুল হইও না; এ সকল অবশ্যই হইবে,
কিন্তু আপাততঃ যুগান্ত হইবে না। আর দেশের বি- ৮
পক্ষে দেশ, ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে; এবং
স্থানে২ ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষ এবং মহাক্লেশ উপস্থিত হ-
ইবে; এই সকল দুঃখের উপক্রম। কিন্তু তোমরা আপ- ৯
নাদের বিষয়ে সাবধান থাকিও, কেননা লোকেরা তো-
মাদিগকে রাজসভাতে সমর্পন করিবে, এবং ভজনালয়ে
প্রহার করিবে; আর তোমরা আমার নাম প্রযুক্ত
দেশাধ্যক্ষ ও রাজাদের প্রতি সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে
তাহাদের সম্মুখে আনীত হইবা। এবং শেষ হওনের ১০
পূর্ব্বে তাবৎ দেশীয়দের কাছে সুসমাচার প্রচার করা
যাইবে। কিন্তু যখন তাহারা তোমাদিগকে ধরিয়া সম- ১১
র্পণ করিবে, তখন কি২ উত্তর করিবা, অগ্রে তাহার
বিবেচনা করিও না, ও তাহার নিমিত্তে কিছু ভাবিও
না; সেই সময়ে তোমাদিগের মনে যে২ কথা উপস্থিত
করা যাইবে, তাহাই কহিও; কেননা যে বলিবে সে তো-
মরা নহ, কিন্তু পবিত্র আত্মা কহিবেন। তখন ভ্রাতা ১২
ভ্রাতাকে ও পিতা পুত্রকে মৃত্যুতে সমর্পণ করিবে;
এবং সন্তানেরা আপন২ মাতাপিতার বিপক্ষ হইয়া তা-
হাদিগকে বধ করাইবে। এবং তোমরা আমার নাম ১৩
প্রযুক্ত সকলের নিকটে ঘৃণাস্পদ হইবা; কিন্তু যে কেহ
শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।

১৪　অতএব যে সর্ব্বনাশকারি ঘৃণার্হ বস্তু দানিয়েল্ ভবিষ্যদ্বক্তার দ্বারা উক্ত আছে, তাহা যখন অনুপযুক্ত স্থানে উপস্থিত দেখিবা, (যে জন পাঠ করে সে বুঝুক,) তখন যাহারা যিহূদা দেশে থাকে, তাহারা পর্ব্বতে পলায়ন ক-
১৫ রুক ; এবং যে কেহ গৃহের ছাতের উপরে থাকে, সে গহের মধ্যে না নামুক, ও কোন বস্তু লইতে গৃহমধ্যে
১৬ প্রবেশ না করুক ; এবং যে কেহ ক্ষেত্রে থাকে, সেও
১৭ বস্ত্র লইবার নিমিত্তে ফিরিয়া না যাউক। সেই সময়ে
১৮ গর্ব্ভবতী এবং স্তনদাত্রী স্ত্রীদিগের দুর্গতি হইবে। আর তোমাদের পলায়ন শীতকালে যেন না হয়, এই জন্যে
১৯ প্রার্থনা কর। কেননা তৎকালে যেরূপ ক্লেশ হইবে, ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রথম অবধি অদ্য পর্য্যন্ত এমন ক্লেশ
২০ কখনও হয় নাই এবং হইবেও না। আর পরমেশ্বর যদি সেই ক্লেশের সময় ন্যূন না করেন, তবে কোন প্রাণির রক্ষা হইতে পারিবে না ; কিন্তু যে লোকদিগকে মনোনীত করিয়াছেন, সেই আপন মনোনীত লোকদের নিমিত্তে তিনি সে সময় ন্যূন করিবেন।

২১　আর দেখ, খ্রীষ্ট এই স্থানে আছেন, কিম্বা ঐ স্থানে আছেন, সেই সময়ে যদি কেহ তোমাদিগকে এমন কথা
২২ কহে, তবে তাহাতে বিশ্বাস করিও না। কেননা অনেক২ ভাক্ত খ্রীষ্ট ও ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা উপস্থিত হইয়া এমত চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ করিবে, যে যদি সম্ভব হয়, তবে মনোনীত লোকদিগেরও ভ্রান্তি জন্মা-
২৩ ইবে। দেখ, আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে সকল বিষয়ের সম্বাদ দিলাম, তোমরা সাবধান থাক।

২৪　আরও সেই ক্লেশের সময়ের অব্যবহিত পরে সূর্য্য
২৫ অন্ধকারময় হইবে, এবং চন্দ্র জ্যোৎস্না দিবে না ; এবং

আকাশস্থ নক্ষত্রগণের পতন হইবে, ও আকাশমণ্ডলের গ্রহগণ বিচলিত হইবে। তখন লোকেরা মহাপরাক্রমে ২৬ ও ঐশ্বর্য্যেতে মেঘারূঢ় মনুষ্যপুত্রকে আসিতে দেখিবে। আর তিনি আপন দূতগণকে প্রেরণ করিয়া আকাশ ও ২৭ পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত জগতের চারিদিগহইতে আপনার মনোনীত লোকদিগকে আনাইয়া একত্র করিবেন।

ডুম্বুরবৃক্ষহইতে দৃষ্টান্ত শিখ; যেমন ডুম্বুরবৃক্ষের নবী- ২৮ ন শাখা ও পল্লবাদি নির্গত হইলে গ্রীষ্ম কাল সন্নিকট হইতেছে, ইহা তোমরা জানিতে পার, তদ্রূপ এই সকল ২৯ ঘটনা দেখিলেই সেই সময় দ্বারে উপস্থিত ইহা জানি- ও। আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, এই বর্ত্তমান ৩০ কালের লোকদের গত হওনের পূর্ব্বে সেই সকল ঘটিবে। আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, তথাপি আমার ৩১ কথার লোপ কখনো হইবে না।

আর পিতা ব্যতিরেকে মনুষ্য কিম্বা স্বর্গস্থ দূতগণ কি- ৩২ ম্বা পুত্র কেহই সেই দিবস ও সেই দণ্ড জনায় না। অতএব সে সময় কখন ইহবে, তাহা তোমরা জ্ঞাত না ৩৩ হওয়াতে সাবধান থাক, ও সতর্ক হইয়া প্রার্থনা কর। যেমন মনুষ্য আপন বাটীহইতে দূর দেশে যাত্রার কালে ৩৪ দাসদিগকে আপন বিষয়ের ভার দিয়া প্রত্যেককে আ- পন২ কর্ম্মে নিযুক্ত করে, এবং দ্বারিকে জাগ্রৎ থাকিতে আজ্ঞা দিয়া যায়, তাহার ন্যায় মনুষ্যপুত্র। অতএব ৩৫ তোমরা সচেতন হইয়া থাক, কেননা গৃহের কর্ত্তা সায়ং- কালে কি রাত্রি দুই প্রহরে কি তৃতীয় প্রহরে কি প্রাতঃ- কালে, কখন্ আসিবেন, তাহা তোমরা জান না। তিনি ৩৬ যেন হঠাৎ আসিয়া তোমাদিগকে নিদ্রাগত না দেখেন,

৩৭ এই জন্যে যাহা আমি তোমাদিগকে কহি, তাহাই সকলকে কহি, জাগ্রৎ হইয়া থাক।

১৪ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে কুপরামর্শ ৩ ও স্ত্রীদ্বারা সুগন্ধি তৈলেতে তাঁহার অভিষিক্ত হওন ১০ ও যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতা ১২ ও নিস্তার পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিতে শিষ্যদিগকে প্রেরণ ১৭ ও তাহাদের সহিত ভোজন ২২ ও আপনার রাত্রিভোজ নিরূপণ ২৭ ও পিতরের অস্বীকার বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য ৩২ ও উদ্যানে খ্রীষ্টের মনস্তাপ ৪৩ ও খ্রীষ্টের পরহস্তগত হওন ৫৩ ও তাঁহার বিচার করণ ও দণ্ডাজ্ঞা দেওন ৬৬ ও পিতরের অস্বীকার করণ।

১ অনন্তর নিস্তারপর্ব্ব ও তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্ব উপস্থিত হওনের দুই দিবস পূর্ব্বে প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা কোন ছলেতে যীশুকে ধরিতে ও বধ করিতে অ-
২ ন্বেষণ করিল। কিন্তু তাহারা কহিল, পর্ব্বসময়ে নহে, তাহা হইলে লোকদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইতে পারে।
৩ অনন্তর যীশু বৈথনিয়া নগরে শিমোন্ কুষ্ঠির গৃহে ভোজনে বসিবার সময়ে এক স্ত্রী শ্বেতপ্রস্তরের পাত্রে বহুমূল্য উত্তম সুগন্ধি তৈল আনিয়া ঐ পাত্র খুলিয়া
৪ তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দিল। তাহাতে কেহ২ মনে ক্রুদ্ধ
৫ হইয়া কহিল, তৈলের এমন অপব্যয় কেন? এই তৈল তিন শত সিকি অপেক্ষাও অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারিত, এবং ঐ মূল্য দরিদ্র লোককে দত্ত হইতে পারিত,
৬ এ কথা কহিয়া ঐ স্ত্রীর সহিত বচসা করিল। কিন্তু যীশু কহিলেন, উহাকে থাকিতে দেও, কেন দুঃখ দেও? সে
৭ আমার প্রতি সৎকর্ম্ম করিল। দরিদ্রেরা তোমাদের নিকটে সতত থাকে, তাহাতে তোমাদের যখন ইচ্ছা হয়, তখনই তাহাদের উপকার করিতে পার; কিন্তু আমি

তোমাদের নিকটে সতত থাকি না। উহার যথা সাধ্য ৮ তাহাই করিল; কবর দেওনের অগ্রে আসিয়া আমার শরীরেতে তৈল মর্দ্দন করিল। আমি তোমাদিগকে য- ৯ থার্থ কহিতেছি, জগৎ সমুদয়ের মধ্যে যে২ স্থানে এই সুসমাচার প্রচারিত হইবে, সেই২ স্থানে এই স্ত্রীর স্মর-ণার্থে এই কর্ম্মের কথাও প্রচারিত হইবে।

পরে দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা নাম- ১০ ক এক জন যীশুকে পরহস্তগত করিবার নিমিত্তে প্রধান যাজকদের নিকটে গেল। তাহার কথা শুনিয়া তাহারা ১১ তুষ্ট হইয়া তাহাকে মুদ্রা দিতে স্বীকার করিল; তা-হাতে সে তাঁহাকে তাহাদের হস্তগত করিবার জন্যে সু-যোগ চেষ্টা করিতে লাগিল।

পরে তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্বের প্রথম দিবসে অর্থাৎ যে ১২ দিনে নিস্তারপর্ব্বের মেষশাবককে বধ করিতে হইবে, সেই দিনে শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কোথায় যাইয়া নিস্তারপর্ব্বের ভোজের আয়োজন ক-রিব? আপনকার ইচ্ছা কি? তখন তিনি শিষ্যদের দুই ১৩ জনকে প্রেরণকালে কহিলেন, তোমরা নগরের মধ্যে গেলে যে জন জলকুম্ভ লইয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তাহারি পশ্চাৎ যাও; এবং সে যে গৃহে প্রবেশ ১৪ করে, সেই গৃহের কর্ত্তাকে বল, গুরু কহিতেছেন, আ-মি যে স্থানে শিষ্যগণের সহিত নিস্তার পর্ব্বের ভোজ করিতে পারি, সেই অতিথিশালা কোথায়? তাহাতে সে ১৫ ব্যক্তি সুসজ্জিত দ্বিতীয় তালার এক প্রশস্ত কুঠরী দেখা-ইয়া দিবে; তোমরা সেই স্থানে আমাদের জন্যে ভো-জের আয়োজন কর। পরে শিষ্যেরা প্রস্থান করিয়া ১৬

নগরে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি যেমত কহিয়াছিলেন, সেই মত পাইয়া তথায় নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিল।

১৭ অনন্তর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে যীশু দ্বাদশ শিষ্যের সহিত উপস্থিত হইলেন, এবং সকলে ভোজন ক-
১৮ রিতে বসিলে তিনি কহিলেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, আমার সহিত ভোজনকারি তোমাদের মধ্যে
১৯ এক জন আমাকে পরহস্তগত করিবে। তখন তাহারা দুঃখিত হইয়া একে২ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, সে কি
২০ আমি? পরে আর এক জন কহিল, সে কি আমি? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, এই দ্বাদশের মধ্যে যে জন
২১ আমার সঙ্গে ভোজনপাত্রে হস্ত মগ্ন করিবে, সেই। মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যেমন লিখিত আছে, তদনুসারে তাঁহার গতি হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তির দ্বারা মনুষ্যপুত্র পরহস্তগত হইবেন, হায়২ তাহার জন্ম না হইলে ভাল হইত।

২২ অপর তাহাদের ভোজন সময়ে যীশু রুটী লইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে দিয়া কহিলেন, ইহা লইয়া ভোজন কর, এ আমার শরীরস্বরূপ।
২৩ পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিয়া তাহাদিগকে দিলেন, তাহাতে তাহারা সকলেই পান ক-
২৪ রিল। আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, ইহা নূতন নিয়মের ও অনেকের (মঙ্গলের) নিমিত্তে পাতিত আমার
২৫ রক্তস্বরূপ। আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, যাবৎ ঈশ্বরের রাজ্যেতে নূতন দ্রাক্ষারস পান না করিব, তাবৎ আমি দ্রাক্ষাফলের রস আর কখনো পান করিব না।
২৬ অনন্তর তাহারা এক গীত গান করিয়া জৈতুন পর্ব্বতে গমন করিল।

পরে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, এই রাত্রিতে আমি ২৭ তোমাদের সকলের বিঘ্নস্বরূপ হইব, কেননা লিপি আ-ছে, "আমি মেষপালককে প্রহার করিব, তাহাতে মেষে-"রা ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।" কিন্তু কবরহইতে আমার ২৮ উত্থান হইলে পর তোমাদের অগ্রে গালীলেতে যাইব। তখন পিতর্ কহিল, যদ্যপি সকলের বিঘ্নস্বরূপ হও, তথা- ২৯ পি আমার হইবা না। তাহাতে যীশু কহিলেন, আমি ৩০ তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, অদ্য রাত্রিতে কুকুড়ার দ্বি-তীয় ডাকের পূর্ব্বে তুমি আমাকে তিন বার অস্বীকার করিবা। কিন্তু সে আরো দৃঢ় রূপে বলিল, যদ্যপি তো- ৩১ মার সহিত মরিতে হয়, তথাপি কোন ক্রমে তোমাকে অস্বীকার করিব না; এবং অন্য সকলেও তদ্রূপ কথা কহিল।

অপর তাহারা গেৎশিমানী নামক এক স্থানে উপ- ৩২ স্থিত হইলে তিনি শিষ্যদিগকে কহিলেন, যাবৎ আমি প্রার্থনা করি, তাবৎ তোমরা এই স্থানে বসিয়া থাক। পরে তিনি পিতর্কে ও যাকূব্কে ও যোহন্কে সঙ্গে লইয়া ৩৩ গেলেন; আর অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত ও ব্যথিত হইতে লাগি-লেন। এবং তাহাদিগকে কহিলেন, মৃত্যুজনক দুঃখেতে ৩৪ আমার প্রাণ অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছে; তোমরা জাগ্রৎ হইয়া এ স্থানে থাক। পরে তিনি কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া ভূ- ৩৫ মিতে উবুড় হইয়া পড়িলেন, এবং যদি হইতে পারে, তবে সেই দুঃসময় যেন তাঁহাহইতে দূরীকৃত হয়, এই অভিপ্রায়ে প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ২, সকলি তোমার ৩৬ সাধ্য, অতএব এই পানপাত্র আমাহইতে দূর কর, কিন্তু আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক। পরে তিনি আসিয়া তাহাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া পিত- ৩৭

রকে কহিলেন, হে শিমোন, তুমি কি নিদ্রিত হইতেছ?
৩৮ এক দণ্ডও জাগিয়া থাকিতে পারিলা না? তোমরা যেন
পরীক্ষাতে না পড়, এই জন্যে জাগ্রৎ হইয়া প্রার্থনা কর;
৩৯ আত্মা উদ্যুক্ত বটে, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল। পরে তিনি
পুনর্ব্বার গিয়া প্রার্থনা করিয়া ঐ পূর্ব্বোক্ত কথা কহি-
৪০ লেন। এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে আরবার
নিদ্রাগত দেখিলেন; তখন তাহাদের চক্ষু নিদ্রাতে এমত
পূর্ণ ছিল, যে তাঁহাকে কি উত্তর দিতে হয়, তাহাও বু-
৪১ ঝিতে পারিল না। পরে তিনি তৃতীয় বার আসিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি নিতান্ত শয়ন করিয়া
বিশ্রাম করিবা? যথেষ্ট হইয়াছে, সময় উপস্থিত;
৪২ দেখ, মনুষ্যপুত্র পাপিদের হস্তে সমর্পিত হন। উঠ,
আমরা যাই; যে ব্যক্তি আমাকে পরহস্তগত করিবে,
দেখ, সে সমীপে আসিতেছে।

৪৩ এই কথা কহন সময়ে দ্বাদশের মধ্যে গণিত যিহূদা
নামক শিষ্য প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপকদের ও প্রা-
চীন লোকদের নিকটহইতে খড়্গ ও যষ্টিধারি লোক-
সমূহকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল।
৪৪ আর ঐ পরহস্তগতকারী পূর্ব্বে এই সঙ্কেত করিয়াছিল,
আমি যাহাকে চুম্বন করিব, সেই ঐ ব্যক্তি; তাহাকেই
৪৫ ধরিয়া সাবধানে লইয়া যাইও। অতএব আসিবামাত্র
সে তাঁহার নিকটে গিয়া হে গুরো২ বলিয়া তাঁহাকে
৪৬ চুম্বন করিল। তখন তাহারা তাঁহার উপরে হস্তার্পণ করি-
৪৭ য়া তাঁহাকে ধরিল। তাহাতে তাঁহার পার্শ্বস্থ লোকদের
মধ্যে এক জন খড়্গ মুক্ত করিয়া মহাযাজকের এক
দাসকে আঘাত করিয়া তাহার এক কর্ণ ছেদন করিয়া
৪৮ ফেলিল। পরে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, খড়্গ ও যষ্টি

লইয়া আমাকে কি চোর ধরিতে আইলা? আমি মন্দি- ৪৯
রের মধ্যে উপদেশ দিতে২ প্রতি দিন তোমাদের সঙ্গে
থাকিতাম, তখন তোমরা আমাকে ধরিলা না; কিন্তু
ইহাতে শাস্ত্রের বচন সিদ্ধ হইল। তখন শিষ্যেরা তাঁহা- ৫০
কে ত্যাগ করিয়া সকলেই পলায়ন করিল। পরে এক ৫১
যুবমনুষ্য উলঙ্গ শরীরে এক খান বস্ত্র দিয়া তাঁহার
পশ্চাৎ চলিল; কিন্তু যুবলোকেরা তাহাকে ধরাতে সেও ৫২
বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া উলঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

অপর তাহারা মহাযাজকের নিকটে যীশুকে লইয়া ৫৩
গেল; তখন প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীন লোকেরা ও
অধ্যাপক সকল মহাযাজকের সঙ্গে সভাস্থ হইল। এবং ৫৪
পিতর দূরে তাঁহার পশ্চাতে যাইয়া মহাযাজকের অট্টা-
লিকার প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইয়া দাসদের সহিত বসিয়া
অগ্নির তাপ লইতে লাগিল। তখন প্রধান যাজকগণ ও ৫৫
মন্ত্রি সকল যীশুকে বধ করিবার জন্যে তাঁহার প্রতিকূলে
সাক্ষ্যের চেষ্টা করিল, কিন্তু পাইল না। অনেকে তাঁ- ৫৬
হার বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেও তাহাদের সাক্ষ্য মি-
লিল না। অবশেষে কএক জন উঠিয়া তাঁহার প্রতিকূ- ৫৭
লে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া কহিল, ‘আমি এই হস্তকৃত ম- ৫৮
ন্দির নষ্ট করিয়া তিন দিনের মধ্যে আর একটা অহস্ত-
কৃত মন্দির নির্ম্মাণ করিব,’ উহার মুখে এই কথা শুনি-
লাম; কিন্তু ইহাতেও তাহাদের সাক্ষ্য মিলিল না। পরে ৫৯
মহাযাজক মধ্যস্থানে উঠিয়া যীশুকে জিজ্ঞাসিল, তুমি ৬০
কিছুই উত্তর দিবা না? তোমার বিরুদ্ধে ইহারা কি
সাক্ষ্য দিতেছে? কিন্তু তিনি কোন উত্তর না দিয়া মৌনী ৬১
হইয়া থাকিলেন; তাহাতে মহাযাজক পুনশ্চ তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি সচ্চিদানন্দের অভিষিক্ত পুত্র?

৬২ তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, আমি বটি; আর তোমরা মনুষ্যপুত্রকে সর্ব্বশক্তিমানের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে ও আকাশের মেঘে আরূঢ় হইয়া আসিতে
৬৩ দেখিবা। তাহাতে মহাযাজক আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া ক-
৬৪ হিল, আমাদের আর সাক্ষিতে প্রয়োজন কি? তোমরা ঈশ্বরনিন্দার কথা শুনিলা; কি বিবেচনা কর?
৬৫ তখন তাহারা সকলেই বলিল, এ মৃত্যুদণ্ডযোগ্য। তাহাতে কেহ২ তাঁহার গাত্রে থুথু দিতে লাগিল, এবং তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাকে চড় মারিয়া কহিল, গণনা করিয়া বল; এবং অনুচরেরাও চপেটাঘাত করিতে লাগিল।

৬৬ তখন পিতর নীচে প্রাঙ্গণে ছিল, তাহাতে মহাযা-
৬৭ জকের এক দাসী আসিয়া তাহাকে অগ্নিতাপ লইতে দেখিয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিল,
৬৮ তুমিও নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিলা। কিন্তু সে অস্বীকার করিয়া কহিল, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমি জানি না এবং বুঝিও না; পরে পিতর্ বাহিরের প্রা-
৬৯ ঙ্গণে গেলে কুকুড়া ডাকিল। পরে আর এক দাসী পিতরকে দেখিয়া নিকটস্থ লোককে বলিতে লাগিল, এ
৭০ তাহাদের এক জন। তাহাতে সে দ্বিতীয় বার অস্বীকার করিল; কিঞ্চিৎ কাল পরে ঐ স্থানস্থ লোকেরা পিতরকে পুনর্ব্বার বলিল, তুমি অবশ্য তাহাদের এক জন, কেননা তুমি যে গালীলীয় মনুষ্য, ইহা তোমার
৭১ উচ্চারণেতেই প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু সে অভিশাপপূর্ব্বক দিব্য করিয়া বলিতে লাগিল, তোমরা যাহার
৭২ কথা কহিতেছ, সেই মনুষ্যকে আমি জানি না। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় বার কুকুড়া ডাকিল; তখন কুকুড়ার

দ্বিতীয় ডাকের পূর্ব্বে আমাকে তিন বার অস্বীকার ক-
রিবা, এই যে কথা যীশু কহিয়াছিলেন, তাহা পিতরের
স্মরণে হওয়াতে সে তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া ক্রন্দন
করিতে লাগিল।

১৫ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টকে পীলাতের নিকটে লইয়া যাওন ৬ ও পীলাত কর্তৃক হত হওনে সমর্পিত হওন ১৬ ও খ্রীষ্টকে বিদ্রূপ করণ ২১ ও তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করণ ২৯ ও তাঁহাকে তিরস্কার করণ ৩৩ ও তাঁহার আর্ত্তস্বর করণ ৩৭ ও তাঁহার প্রাণত্যাগ ৪০ ও তাঁহার মরণের পর স্ত্রীলোকদের উপস্থিত হওন ৪২ ও তাঁহার কবর দেওন।

১ পরে প্রভাত হইবামাত্র প্রধান যাজকেরা ও প্রাচী-
নেরা ও অধ্যাপকেরা প্রভৃতি তাবৎ মন্ত্রী সভা করিয়া
যীশুকে বান্ধিয়া পীলাতের নিকটে লইয়া গিয়া সমর্পণ
করিল। ২ তখন পীলাত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি
কি যিহূদীয়দের রাজা? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন,
সত্য কহিতেছ। ৩ অপর প্রধান যাজকেরা অনেক২ বিষয়ে
তাঁহার দোষারোপণ করিল, কিন্তু তিনি কিছু উত্তর দি-
লেন না। ৪ তখন পীলাত তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা ক-
রিল, তুমি কিছু উত্তর দিবা না? দেখ, ইহারা কত বিষ-
য়ে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। ৫ কিন্তু যীশু তখনও
কিছু উত্তর না দেওয়াতে পীলাতের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল।

৬ অপর সেই পর্ব্বসময়ে লোকেরা কোন এক বন্দিকে
চাহিলে দেশাধিপতি তাহাকেই মুক্ত করিত। ৭ আর যা-
হারা পূর্ব্বে উপপ্লব করিয়াছিল, এবং উপপ্লবেতে বধও
করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সেই সময়ে বরব্বা নামে
এক জন বন্দী ছিল। ৮ অতএব লোকেরা পূর্ব্বাপর রীতির
কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া তাহার নিকটে নিবে-

৯ দন করিতে লাগিল। তখন পীলাত তাহাদিগকে কহিল, তবে কি যিহূদীয়দের রাজাকে মুক্ত করিব? তোমাদের
১০ ইচ্ছা কি? কেননা প্রধান যাজকেরা যে ঈর্ষ্যাভাবে
১১ যীশুকে সমর্পণ করিয়াছিল, তাহা সে জানিল। কিন্তু যেন বরব্বাকে মুক্ত করে, এই প্রার্থনা করিতে প্রধান
১২ যাজকেরা লোকদিগকে প্রবৃত্তি দিল। পরে পীলাত পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, তবে যাহাকে যিহূদীয়দের রাজা করিয়া বল, তাহাকে কি করিব? তোমাদের ইচ্ছা
১৩ কি? তখন তাহারা পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে বলিল, তাহাকে
১৪ ক্রুশে বিদ্ধ কর। তাহাতে পীলাত কহিল, কেন? সে কি অপরাধ করিয়াছে? কিন্তু তাহারা আরও অধিক চেঁচা-
১৫ ইয়া বলিল, তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ কর। তাহাতে পীলাত লোকসমূহকে তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়া বরব্বাকে মুক্ত করণ পূর্ব্বক যীশুকে কোড়া প্রহার করাইয়া ক্রুশে বিদ্ধ করিতে সমর্পণ করিল।

১৬ অনন্তর সৈন্যগণ অট্টালিকাতে অর্থাৎ অধিপতির গৃহে
১৭ যীশুকে লইয়া গিয়া সেনাসমূহকে ডাকিল। পরে তাহারা তাঁহাকে কৃষ্ণলোহিতবর্ণ বস্ত্র পরিধান করাইয়া
১৮ কণ্টকনির্ম্মিত মুকুট তাঁহার মস্তকে দিয়া, হে যিহূদীয়দের রাজন্ নমস্কার, ইহা বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার
১৯ করিতে লাগিল। এবং তাঁহার মস্তকে বেত্রাঘাত করিল, এবং তাঁহার গাত্রেতে থুথু দিল, এবং তাঁহার সম্মুখে
২০ হাঁটু পাতিয়া প্রণাম করিল। এই রূপে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিলে পর ঐ কৃষ্ণলোহিতবর্ণ বস্ত্র খুলিয়া পুনশ্চ তাঁহার নিজ বস্ত্র পরিধান করাইয়া তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিতে বাহিরে লইয়া গেল।

২১ অপর সিকন্দর্ ও রূফের পিতা শিমোন নামে এক

জন কুরীণীয় লোক কোন পল্লীগ্রামহইতে আসিতেছিল, পথে (তাহার দেখা পাইয়া) যীশুর ক্রুশ বহনার্থে তাহাকে বলেতে ধরিল। অনন্তর গুল্গল্তা অর্থাৎ মাথা- ২২ খুলী নামক স্থানে যীশুকে আনিলে পর তাহারা তাঁ- ২৩ হাকে গন্ধরস মিশ্রিত দ্রাক্ষারস পান করিতে দিল; কিন্তু তিনি গ্রহণ করিলেন না। পরে এক প্রহর বেলার ২৪ সময়ে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিল, এবং ক্রুশে ২৫ বিদ্ধ করিলে পর প্রত্যেক জন কি পাইবে, তাহার নির্ণয়ার্থে গুলিবাঁট পূর্ব্বক তাঁহার পরিচ্ছদ অংশ করিয়া লইল। এবং 'এ যিহূদীয়দের রাজা,' এই অপবা- ২৬ দের লিপি পত্র তাঁহার ঊর্দ্ধে লাগাইয়া দিল। আর ২৭ তাঁহার বাম ও দক্ষিণ দুই দিগে দুই চোরকে তাঁহার সহিত ক্রুশে বিদ্ধ করিল। তাহাতে "তিনি পাপিদের ২৮ "সহিত গণিত হইলেন," এই শাস্ত্রোক্ত বচন সিদ্ধ হইল।

পরে পথ দিয়া যে২ লোক যাতায়াত করিল, সকলেই ২৯ শিরশ্চালনপূর্ব্বক নিন্দা করিয়া কহিল, হে মন্দির ভগ্নকারি ও তিন দিনের মধ্যে তাহার নির্ম্মাণকারি, আপ- ৩০ নাকে রক্ষা করিয়া ক্রুশহইতে নাম। এবং প্রধান যাজ- ৩১ কেরা ও অধ্যাপকেরাও সেই মত বিদ্রূপ করিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি অন্য২ লোককে রক্ষা করিল, কিন্তু আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। হে ইস্রায়েলের অভিষিক্ত রাজন্, এখনই ক্রুশহ- ৩২ ইতে নাম, তাহাতে আমরা তাহা দেখিয়া বিশ্বাস করিব; আর যে লোকেরা তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইল, তাহারাও তাঁহাকে তিরস্কার করিল।

পরে বেলা দ্বিতীয় প্রহরাবধি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ৩৩ সমুদয় দেশ অন্ধকারাবৃত হইল। এবং তৃতীয় প্রহর স- ৩৪

ময়ে যীশু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, এলী২ লামা শিবক্তনী, অর্থাৎ “হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, তুমি
৩৫ “কেন আমাকে পরিত্যাগ কর ?” তাহাতে সে স্থানে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে কেহ২ ঐ কথা শুনিয়া কহিল,
৩৬ দেখ, ইনি এলিয়কে ডাকিতেছেন। তখন এক জন দৌড়িয়া স্পঞ্জেতে অম্লরস ভরিয়া তাহা নলে লাগাইয়া তাঁহাকে পান করিতে দিয়া কহিল, থাক, এলিয় উহাকে নামাইতে আইসেন কি না, তাহা দেখি।
৩৭ পরে যীশু উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।
৩৮ তখন মন্দিরের বিচ্ছেদবস্ত্র উপরভাগ অবধি নামো প-
৩৯ র্য্যন্ত চিরিয়া দুই খান হইল। আর এই প্রকার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল যে শতসেনাপতি, সে কহিল, সত্য, এই ব্যক্তি ঈশ্বরের পুত্র।
৪০ ঐ সময়ে মগ্‌দলীনী মরিয়ম ও ছোট যাকূবের ও যোশির মাতা অন্য মরিয়ম্ ও শালোমী প্রভৃতি যে সকল স্ত্রীলোক গালীল প্রদেশে থাকিবার সময়ে যীশুর পশ্চাদ্-
৪১ গামী হইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিল, ইহারা এবং তদ্ভিন্ন যে অনেক স্ত্রীলোক যীশুর সঙ্গে যিরূশালমে আসিয়াছিল, তাহারাও দূরে থাকিয়া এই সকল দেখিল।
৪২ অনন্তর সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, আয়োজন দিবস
৪৩ অর্থাৎ বিশ্রামবারের পূর্ব্বদিবস হওয়াতে, ঈশ্বররাজত্বের অপেক্ষাকারি অরিমথীয় যূষফ্ নামক সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী আসিয়া পীলাতের নিকটে নির্ভয়ে গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা
৪৪ করিল। কিন্তু তিনি এত শীঘ্র মরিলেন, পীলাত এ কথা অসম্ভব বোধ করিয়া শতসেনাপতিকে ডাকিয়া, তিনি কত
৪৫ ক্ষণ মরিয়াছেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিল। তাহা শতসেনা-

পতির প্রমুখাৎ অবগত হইয়া যূষফকে যীশুর দেহ দিল। পরে সে সূক্ষ্ম বস্ত্র ক্রয় করিয়া তাঁহাকে নামাইয়া ঐ ৪৬ বস্ত্রে বেষ্টন করিয়া শৈলে খোদিত এক কবরেতে রাখিল; এবং কবরদ্বারেতে একখান প্রস্তর গড়াইয়া দিল। কিন্তু তাঁহাকে যে স্থানে রাখিল, তাহা মগ্দলীনী মরিয়ম্ ৪৭ ও যোশির মাতা মরিয়ম্ দেখিল।

১৬ অধ্যায়।

১ দূতদ্বারা খ্রীষ্টের উত্থান প্রকাশ ৯ ও মগ্দলীনী মরিয়মকে দর্শন দেওন ১২ ও দুই শিষ্যকে দর্শন দেওন ১৪ ও এগারো শিষ্যকে দর্শন দেওন ও আজ্ঞা করণ ১৯ ও তাঁহার স্বর্গারোহণ।

অপর বিশ্রামদিনের অবসান হইলে মগ্দলীনী মরি- ১ য়ম্ ও যাকূবের মাতা মরিয়ম এবং শালোমী ইহারা তাঁহাকে মাখাইতে যাইবার জন্যে সুগন্ধি দ্রব্য ক্রয় করিয়া সপ্তাহের প্রথম দিনে অতি প্রত্যূষে সূর্য্যোদয় সময়ে ২ কবরস্থানে উপস্থিত হইল। কিন্তু কবরদ্বারের প্রস্তর অ- ৩ তিবৃহৎ হওয়াতে, 'তাহা সরাইয়া কে দিবে?' তাহারা পরস্পর ইহা কহিতে লাগিল। ইতোমধ্যে দ্বারহইতে ৪ প্রস্তর সরাণ গিয়াছে, ইহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। পরে তাহারা কবরে প্রবেশ করিল, কিন্তু শুক্লবর্ণ দীর্ঘ ৫ পরিচ্ছদাবৃত এক যুবকে কবরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইল। তাহাতে ঐ যুবা ক- ৬ হিল, ভয় করিও না, তোমরা ক্রুশেতে হত নাসরতীয় যীশুর অন্বেষণ করিতেছ; কিন্তু তিনি এ স্থানে নাই, কবরহইতে উঠিয়াছেন; তাহারা যে স্থানে তাঁহাকে রাখিয়াছিল, সেই স্থান এই দেখ। আর তিনি যে রূপ ৭ কহিয়াছিলেন, তদনুসারে তোমাদের অগ্রে গালীলেতে যাইবেন, সে স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবা; তোমরা

যাইয়া পিতর্ প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যগণকে এই সংবাদ
৮ দেও। কিন্তু তাহারা কম্পান্বিতা ও বিস্ময়াপন্না হইয়া
ত্বরায় কবরহইতে বাহিরে গিয়া পলায়ন করিল, এবং
ভয় প্রযুক্ত কাহাকেও কিছু কহিল না।

৯ অপর যীশু সপ্তাহের প্রথম দিবসে কবরহইতে উঠিলে
পর, যাহাহইতে সাত ভূত ছাড়াইয়াছিলেন, সেই মগ্দ-
১০ লীনী মরিয়মকে প্রথমে দর্শন দিলেন। তাহাতে সে
গিয়া শোক ও রোদনকারি তাঁহার পূর্ব্বসহচর লোক-
১১ দিগকে ঐ সংবাদ দিল; কিন্তু যীশু যে পুনর্জীবিত হ-
ইয়া তাহাকে দর্শন দিয়াছেন, এ কথা শুনিয়া তাহারা
প্রত্যয় করিল না।

১২ পরে তাহাদের দুই জনের গ্রামে যাওন সময়ে যীশু
অন্য বেশ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে দর্শণ দিলে পর
১৩ তাহারাও যাইয়া অন্য২ শিষ্যকে ঐ কথা কহিল; কিন্তু
তাহাদের কথাও তাহারা বিশ্বাস করিল না।

১৪ অবশেষে একাদশ শিষ্য ভোজনে বসিলে যীশু তাহা-
দিগকে দর্শন দিলেন, এবং উত্থানের পর তাঁহার দর্শণ
প্রাপ্ত লোকদের কথাতে প্রত্যয় না করাতে তাহাদের
অবিশ্বাস ও মনের কাঠিন্য প্রযুক্ত তাহাদিগকে অনুযোগ
১৫ করিলেন। পরে তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সমুদয়
জগতে গিয়া সমস্ত লোকের নিকটে সুসমাচার প্রচার
১৬ কর। তাহাতে যে কেহ বিশ্বাস করিয়া বাপ্তাইজিত
হইবে, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে বিশ্বাস না
১৭ করিবে, তাহার দণ্ড হইবে। আর যাহারা প্রত্যয় ক-
রিবে, তাহাদের দ্বারা এই রূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রকাশিত
হইবে; তাহারা আমার নামদ্বারা ভূতগণকে ছাড়াইবে,
১৮ এবং অন্য ভাষা কহিতে পারিবে। আর সর্পাদি ধরিলে

ও প্রাণনাশক কোন বস্তু পান করিলেও তাহাদের কিছু ক্ষতি হইবে না; এবং পীড়িতদের গাত্রে হস্তার্পণ করিলে তাহারা সুস্থ হইবে।

অনন্তর প্রভু তাহাদিগকে এই রূপ আজ্ঞা দিয়া স্ব- ১৯ র্গেতে নীত হইয়া ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন। অপর ২০ তাহারা প্রস্থান করিয়া সর্ব্বত্র সুসমাচারের কথা প্রচার করিতে লাগিল; আর প্রভু তাহাদের সহকারী হইয়া প্রকাশিত আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা সেই কথা সপ্রমাণ করিলেন। ইতি।

লূকলিখিত সুসমাচার।

---

১ অধ্যায়।

১ আভাষ ৫ ও ইলীশেবার গর্ভধারণের বিবরণ ২৬ ও মরিয়মের গর্ভধারণের বিবরণ ৩৯ ও ঐ উভয়ের সাক্ষাৎ করণ ৪৬ ও মরিয়মের গীত ৫৭ ও যোহনের জন্মের বিবরণ ৬৭ ও তাহার পিতা সিখরিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য ৮০ ও যোহনের বর্দ্ধন।

যাহারা প্রথমাবধি সাক্ষী এবং বাক্যের প্রচারক, ১ তাহাদের শিক্ষানুসারে আমাদের মধ্যে সপ্রমাণরূপে প্রচলিত সকল বিষয়ের বৃত্তান্ত অন্য২ অনেকেই রচনা ২ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অতএব হে মহামহিম থিয়ফিলঃ, ৩ আমিও প্রথমাবধি সে সমস্ত উত্তমরূপে অবগত হওয়াতে আনুপূর্ব্বিক তাবৎ বিবরণ তোমাকে লিখিতে মনস্থ করিলাম; তাহাতে তুমি যে সকল কথা শিক্ষিত হই- ৪ য়াছ, তাহার দৃঢ় প্রমাণ প্রাপ্ত হইবা।

৫ যিহূদা দেশীয় হেরোদ্ নামক রাজার অধিকার সময়ে অবিয় যাজকের পালার অধিকারী সিখরিয় নামে এক জন যাজক এবং হারোণের বংশোদ্ভবা ইলীশেবা
৬ নামে তাহার স্ত্রী, এই দুই জন নির্দ্দোষরূপে পরমেশ্বরের সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি পালন করিয়া ঈশ্বরের
৭ দৃষ্টিতে ধার্ম্মিক ছিল। ইলীশেবা বন্ধ্যা হওয়াতে তাহাদের সন্তান ছিল না, ও তাহারা দুই জনই বৃদ্ধ ছিল।
৮ যখন সিখরিয় পালানুক্রমে ঈশ্বরের সাক্ষাতে যাজকীয়
৯ কর্ম্ম করে, তখন যজ্ঞকর্ম্মের রীতিক্রমে পরমেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করণের সময়ে তাহার ধূপ জ্বালাওনের
১০ ভার ছিল। সেই ধূপ জ্বালাওনের সময়ে লোকসমূহ
১১ প্রার্থনা করিতে বাহিরে থাকিলে পরমেশ্বরের এক দূত ধূপবেদির দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দর্শন দিল।
১২ সিখরিয় তাহাকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন ও শঙ্কাযুক্ত হইল।
১৩ তখন সে দূত তাহাকে কহিল, হে সিখরিয়, ভয় করিও না; তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহাতে তোমার স্ত্রী ইলীশেবা পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম যো-
১৪ হন্ রাখিবা। আর সে তোমার আনন্দ ও হর্ষজনক হইবে; তাহার জন্মেতে অনেকেই আনন্দিত হইবে।
১৫ যেহেতুক পরমেশ্বরের গোচরে সে মহান হইবে, এবং
১৬ দ্রাক্ষারস কি সুরা কিছুই পান করিবে না; আর জন্মাবধি পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া ইস্রায়েল্ বং-
১৭ শের অনেককে প্রভু পরমেশ্বরের পথে আনিবে। এবং সন্তানদের প্রতি পিতৃগণের মন ফিরাইতে ও অনাজ্ঞাবহদিগকে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিয়া প্রভু পরমেশ্বরের সেবার নিমিত্তে এক জাতি প্রস্তুত করিতে, সে এলিয়ের ন্যায় আত্মা ও শক্তি বিশিষ্ট হইয়া তাঁহার অগ্রে গমন

করিবে। তখন সিখরিয় দূতকে কহিল, ইহা কি প্রকা- ১৮
রে জানিব? কেননা আমি বৃদ্ধ, এবং আমার স্ত্রীও
বয়সে বৃদ্ধা। তাহাতে দূত উত্তর করিয়া কহিল, ঈশ্বরের ১৯
সাক্ষাদ্বর্ত্তী জিব্রায়েল্ (নামে দূত) আমি তোমার সহিত
কথোপকথন করিতে ও তোমাকে এই সুসমাচার দিতে
প্রেরিত হইলাম। কিন্তু দেখ, আমার যে বাক্য কাল- ২০
ক্রমে সফল হইবে, তাহাতে তুমি প্রত্যয় করিলা না;
এ নিমিত্তে যে পর্য্যন্ত এই সকল সিদ্ধ না হইবে, সে
পর্য্যন্ত তুমি বাক্য উচ্চারণের শক্তি না পাইয়া বোবা
হইয়া থাকিবা। সে সময়ে যে সকল লোক সিখরিয়ের ২১
অপেক্ষাতে ছিল, তাহারা মন্দিরের মধ্যে তাহার অনেক
বিলম্বেতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে লাগিল; কিন্তু সে ২২
বাহিরে আইলে পর যখন কোন কথা বলিতে না পা-
রিয়া সঙ্কেত করিয়া নীরব থাকিল, তখন মন্দিরের
মধ্যে সে যে কাহারো দর্শন পাইয়াছে, তাহা সকলেই
বুঝিতে পারিল। পরে তাহার সেবার পালা সম্পূর্ণ হই- ২৩
লে সে নিজ গৃহে গমন করিল। কিছু দিন গত হইলে ২৪
তাহার স্ত্রী ইলীশেবা গর্ব্ভিণী হইল; পরে সে পাঁচ
মাস সংগোপনে থাকিয়া কহিল, লোকদের নিকটে আ- ২৫
মার অপমান খণ্ডাইবার নিমিত্তে এখন পরমেশ্বর আ-
মার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এমন ব্যবহার করিলেন।

অপর তাহার ষষ্ঠ মাস গর্ব্ভ হইলে গালীল্ প্রদেশীয় ২৬
নাসরৎ নগরে দায়ূদ্ বংশোদ্ভব যূষফ্ নামক পুরুষের
প্রতি মরিয়ম্ নাম্নী যে কুমারী বাগ্দত্তা হইয়াছিল, তা- ২৭
হার নিকটে জিব্রায়েল্ দূত ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হইয়া
আসিয়া কহিল, ওগো ঈশ্বরের মহানুগৃহীতে কন্যে, তো- ২৮
মার কল্যাণ হউক; নারীগণের মধ্যে তুমিই ধন্যা; পর-

২৯ মেশ্বর তোমার সহায়। তখন সে তাহাকে দেখিয়া তাহার কথাতে উদ্বিগ্ন হইয়া, এ কেমন সম্ভাষণ? ইহা
৩০ মনে ভাবিতে লাগিল। তাহাতে দূত কহিল, ওগো মরিয়ম্, ভয় করিও না, তোমার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ
৩১ আছে। দেখ, তুমি গর্ব্ভিণী হইয়া এক পুত্র প্রসব ক-
৩২ রিবা, ও তাঁহার নাম যীশু (ত্রাণকর্ত্তা) রাখিবা। তিনি মহান্ হইবেন, এবং সর্ব্বোপরিস্থের পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবেন, আর প্রভু পরমেশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূ-
৩৩ দের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন; এবং তিনি যাকূবের বংশের উপরে সর্ব্বদা রাজত্ব করিবেন; ও তাঁহার রা-
৩৪ জত্বের শেষ হইবে না। তখন মরিয়ম্ ঐ দূতকে কহিল, আমি পুরুষের সঙ্গে ব্যবহার করি না, তবে কি প্রকারে
৩৫ ইহা সম্ভব হইবে? তাহাতে দূত কহিল, পবিত্র আত্মা তোমাতে আশ্রয় করিবেন, এবং সর্ব্বোপরিস্থের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; অতএব তোমার গর্ব্ভেতে যে পবিত্র বালক উৎপন্ন হইবেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র
৩৬ বিখ্যাত হইবেন। আর দেখ, তোমার জ্ঞাতি ইলীশেবা যাহাকে সকলে বন্ধ্যা বলিত, সংপ্রতি ষষ্ঠ মাস হইল
৩৭ সেও বৃদ্ধকালে এক সন্তান গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছে। কোন
৩৮ কর্ম্মই ঈশ্বরের অসাধ্য নহে। তখন মরিয়ম্ কহিল, দেখ, পরমেশ্বরের দাসী যে আমি, আমার প্রতি তোমার বাক্যানুসারে ইহা ঘটুক। পরে দূত তাহার নিকটহইতে প্রস্থান করিল।

৩৯ অনন্তর তৎকালে মরিয়ম্ তথাহইতে পর্ব্বতময় প্রদে-
৪০ শীয় যিহূদার এক নগরেতে ত্বরায় গমন করিয়া সিখরিয়ের গৃহে প্রবিষ্টা হইয়া ইলীশেবাকে সম্বোধন ক-
৪১ রিল। এবং মরিয়মের সম্বোধন বাক্য ইলীশেবার কর্ণে

প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহার গর্ব্ভস্থ বালক নাচিয়া উঠিল।
তাহাতে ইলীশেবা পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণা হইয়া উচ্চৈঃ- ৪২
স্বরে বলিতে লাগিল, নারীগণের মধ্যে তুমিই ধন্যা,
এবং ধন্য তোমার গর্ব্ভস্থ শিশু। তুমি আমার প্রভুর ৪৩
মাতা আমার বাটীতে পদার্পণ করিলা, অদ্য আমার
এ কি সৌভাগ্য? দেখ, তোমার বাক্যের শব্দ আমার ৪৪
কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আমার উদরস্থ শিশু আনন্দে
নাচিয়া উঠিল। আর যে স্ত্রী বিশ্বাস করিল, সে ধন্যা, ৪৫
যেহেতুক তাহার প্রতি পরমেশ্বরের উক্ত বাক্য সকল
সিদ্ধ হইবে।

তখন মরিয়ম্ কহিল, আমার মন পরমেশ্বরের ধন্যবাদ ৪৬
করিতেছে, এবং আমার আত্মা আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্ব- ৪৭
রেতে উল্লাসিত হইতেছে। তিনি নিজ দাসীর দুর্গতির ৪৮
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; অতএব দেখ, অদ্যাবধি পু-
রুষপরম্পরা সকলেই আমাকে ধন্যা বলিবে। যিনি ৪৯
সর্ব্বশক্তিমান্, যাঁহার নাম পবিত্র, তিনি আমার নি-
মিত্তে মহৎকর্ম্ম করিলেন। এবং যাহারা তাঁহাকে ভয় ৫০
করে, তাহাদের সন্তান পরম্পরার প্রতি তাঁহার করুণা
আছে। আর তিনি নিজ বাহুবল প্রকাশ করিয়া তা- ৫১
হাদের মনের কুমন্ত্রণাতে অহঙ্কারিদিগকে ছিন্নভিন্ন ক-
রেন; এবং মহাবলবান্‌দিগকে সিংহাসনহইতে নামাইয়া ৫২
ক্ষুদ্র লোকদিগকে উচ্চপদে স্থাপিত করেন। এবং ক্ষু- ৫৩
ধার্ত্ত লোককে উত্তম সামগ্রীর দ্বারা তৃপ্ত করিয়া ধন-
বান্‌দিগকে রিক্ত হস্তে বিদায় করেন। এবং তিনি আ- ৫৪
মাদের পিতৃলোকদের কাছে যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি-
লেন, তদনুসারে ইব্রাহীমের ও তাহার বংশের প্রতি ৫৫
সতত সেই দয়ার কথা স্মরণ করিয়া নিজ সেবক ইস্রা-

৫৬ য়েলের উপকার করেন। পরে মরিয়ম্ প্রায় তিন মাস ইলীশেবার সহিত বাস করিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল।
৫৭ তদনন্তর ইলীশেবার প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে
৫৮ সে এক পুত্র প্রসব করিল। তাহাতে পরমেশ্বর তাহার প্রতি মহানুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা শুনিতে পাইয়া প্রতিবাসি ও কুটুম্ব লোকেরা তাহার সহিত আমোদ
৫৯ করিতে লাগিল। এবং অষ্টম দিনে বালকের ত্বক্ছেদ করিতে আসিয়া তাহার পিতৃনামানুসারে তাহার নাম
৬০ সিখরিয় রাখিতে চাহিল। কিন্তু তাহার মাতা কহিল,
৬১ তাহা নয়, উহার নাম যোহন্ রাখিতে হইবে। তখন তাহারা কহিল, তোমার বংশের মধ্যে এমন নাম কাহা-
৬২ রও নাই। পরে তাহার পিতা সিখরিয়কে সঙ্কেত পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, বালকের কি নাম রাখা যাইবে?
৬৩ তাহাতে সে এক লিপির পত্র চাহিয়া লইয়া লিখিল, তাহার নাম যোহন্ হইবে; তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্য
৬৪ জ্ঞান করিল। এবং তৎক্ষণাৎ সিখরিয়ের জিহ্বার জড়তা ঘুচিলে মুখ খুলিয়া যাওয়াতে সে বাক্য উচ্চারণ ক-
৬৫ রিয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিল। তাহাতে চতুর্দ্দিকস্থ প্রতিবাসি লোকেরা ভয় পাইল, আর এই সকল কথা যিহূদার পর্ব্বতময় প্রদেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়াতে
৬৬ শ্রোতারা মনে২ বিবেচনা করিয়া কহিল, এ কেমন বালক হইবে? আর পরমেশ্বর তাহার সহায় হইলেন।
৬৭ তখন যোহনের পিতা সিখরিয় পবিত্র আত্মাতে সম্পূর্ণ
৬৮ হইয়া এই মত ভবিষ্যদ্বাক্য কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর ধন্য, তিনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আপন লোক-
৬৯ দিগকে মুক্ত করেন। এবং পূর্ব্বকালাবধি আপন পবিত্র
৭০ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের দ্বারা যেমত কহিয়াছিলেন, তদনুসারে

তিনি শত্রুগণের ও ঘৃণাকারি সকলের হস্তহইতে আমাদের রক্ষা করণার্থে আপন সেবক দায়ূদের বংশেতে এক ৭১ শক্তিমান্ ত্রাণকর্ত্তাকে উৎপন্ন করিলেন। আর আমরা ৭২ বিপক্ষ লোকদের হস্তহইতে নিস্তার পাইয়া নির্ভয়ে তাঁ-হার সাক্ষাতে থাকিয়া যাবজ্জীবন ধর্ম্ম ও সরলাচরণে ৭৩ তাঁহার সেবা করিতে পারিব, আমাদের পিতা ইব্রাহী- ৭৪ মের কাছে এমন দিব্য করাতে তিনি যে পবিত্র নিয়ম স্থির করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া আমাদের পূর্ব্ব- ৭৫ পুরুষদের প্রতি আপনার স্নেহ প্রকাশ করিলেন। অতএব ৭৬ হে বালক, তুমি সর্ব্বোপরিস্থের ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া বি-খ্যাত হইবা, কারণ তুমি প্রভুর পথ প্রস্তুত করিতে তাঁ-হার অগ্রগামী হইবা। এবং আমাদের চরণ মঙ্গলপথে ৭৭ চালাইবার জন্যে, ও অন্ধকারে অর্থাৎ মৃত্যুরূপ ছায়াতে উপবিষ্ট লোকদের নিকটে দীপ্তি প্রকাশের জন্যে, ঈশ্ব- ৭৮ রের যে মহাকৃপাতে স্বর্গীয় আলোক আমাদের প্রতি উদিত হইল, সেই কৃপাদ্বারা পাপ মোচনার্থে তাঁহার ৭৯ লোকদিগকে পরিত্রাণ বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করিবা।

পরে বালক শরীরেতে ও বুদ্ধিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ৮০ আর সে ইস্রায়েল্ বংশীয় লোকদের নিকটে যাবৎ প্রকা-শিত না হইল, তাবৎ প্রান্তরে বাস করিল।

২ অধ্যায়।

১ যূষফের বৈৎলেহম নগরে গমন ও খ্রীষ্টের জন্ম ৮ ও দূতগণদ্বারা মেষপালকদের কাছে তাঁহার জন্মের প্রকাশ ১৫ ও মেষপালকদের দ্বারা অন্যদের কাছে তাঁহার প্রকাশ ২১ ও খ্রীষ্টের ত্বকচ্ছেদন, ২২ ও মরিয়মের শুচি হওনের বিবরণ ২৫ ও শিমিয়োনের বিবরণ ৩৬ ও হন্নার বিবরণ ৩৯ ও খ্রীষ্টের বর্দ্ধন ৪১ ও বালককালে পণ্ডি-তদের সহিত খ্রীষ্টের প্রশ্নোত্তর।

১　অপর সে কালে অগস্ত কৈসর্ রাজ্যের সমুদয় লো-
২ কের নাম লিখিয়া দিতে আজ্ঞা দিল। তদনুসারে কূরী-
ণিয় নামে সুরিয়া দেশের শাসনকর্ত্তার সময়ে এই নাম
৩ লিখিয়া লইবার আরম্ভ হইল। অতএব নাম লিখিবার
৪ নিমিত্তে প্রত্যেকে আপন২ নগরে গমন করিল। তাহা-
তে যূষফ্ও বাগ্দত্তা আপন গর্ব্ভবতী স্ত্রী মরিয়মের স-
হিত নাম লিখিয়া দিবার জন্যে গালীল্ প্রদেশের না-
সরৎ নগরহইতে যিহূদা প্রদেশের বৈৎলেহম্ নামক দা-
৫ য়ূদের নগরে গেল, যেহেতুক সে দায়ূদ রাজের কুলজ
৬ ও বংশজাত ছিল। অপর তাহারা সেই স্থানে থাকিতে২
মরিয়মের প্রসব সময় সম্পূর্ণ হইলে সে ঐ প্রথম সন্তা-
৭ নকে প্রসব করিল। কিন্তু ঐ উত্তরণীয় গৃহে স্থানাভাব
প্রযুক্ত বালককে বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া গোশালাতে
রাখিল।

৮　অনন্তর যে২ মেষপালক ঐ প্রদেশের প্রান্তরে থাকিয়া
রাত্রিযোগে আপন২ পাল রক্ষার্থ প্রহরি কর্ম্ম করিতে-
৯ ছিল, তাহাদের নিকটে পরমেশ্বরের এক দূত আসিয়া
উপস্থিত হইল, এবং চতুষ্পার্শ্বে পরমেশ্বরের তেজঃ প্র-
কাশিত হইল; তাহাতে তাহারা অতি শঙ্কাকুল হইলে সে
১০ দূত কহিল, ভয় করিও না, কারণ দেখ, যাহাতে তাবৎ
লোকের আনন্দ হইবে, এমন সুসমাচার আমি তোমা-
১১ দিগকে জানাইতেছি; ফলতঃ অদ্য দায়ূদের নগরে তো-
মাদের নিমিত্তে ত্রাণকর্ত্তা অর্থাৎ অভিষিক্ত প্রভু জন্মি-
১২ লেন। তোমরা সেই স্থানে গেলে বস্ত্রবেষ্টিত সেই বা
লককে এক গোশালাতে শয়ন করাণ দেখিতে পাইবা,
১৩ তোমাদের প্রতি এই চিহ্ন হইবে। দূত এই কথা ক-
হিলে অকস্মাৎ তাহার সঙ্গে এক স্বর্গবাহিনী উপস্থিত

হইয়া, 'সর্ব্বোপরিস্থ (স্বর্গেতে) ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত ১৪ হউক, এবং পৃথিবীর শান্তি, ও মনুষ্যদের প্রতি অনুগ্রহ হউক,' এই কথা কহিয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর দূতগণ তাহাদের নিকটহইতে স্বর্গে গমন করি- ১৫ লে ঐ মেষপালকেরা পরস্পর কহিল, আইস, পরমেশ্বর যে ঘটনার কথা আমাদিগকে জ্ঞাত করিলেন, তাহার তত্ত্ব জানিতে এই ক্ষণে বৈৎলেহম নগর পর্য্যন্ত যাই। পরে তাহারা শীঘ্র গমন করিয়া মরিয়ম্‌কে ও যূষফ্‌কে ১৬ এবং গোশালার মধ্যে শোয়ান বালককে দেখিতে পা- ইল। এমত দেখিয়া তাহারা বালকের বিষয়ে উক্ত সকল ১৭ কথা প্রচার করিল। তাহাতে যে সকল লোক মেষপা- ১৮ লকগণের প্রমুখাৎ ঐ সমাচার শুনিল, তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। কিন্তু মরিয়ম্ এ সকল ঘটনার মর্ম্ম বিবে- ১৯ চনা করিয়া মনেতে রাখিল। পরে দূতের জ্ঞাপনানুসারে ২০ শুনিতে ও দেখিতে পাইয়া মেষপালকগণ ঈশ্বরের গুণা- নুবাদ ও ধন্যবাদ করিতে২ ফিরিয়া গেল।

অনন্তর বালকের ত্বক্‌ছেদনের সময় অর্থাৎ অষ্টম ২১ দিবস উপস্থিত হইলে তাঁহার গর্ব্ভস্থ হওনের পূর্ব্বে স্বর্গ- দূত যেমন আজ্ঞা করিয়াছিল, তদনুসারে তাঁহার নাম যীশু রাখা গেল।

পরে মূসালিখিত ব্যবস্থানুসারে তাহাদের শুচি হওনের ২২ কাল সম্পূর্ণ হইলে "প্রথমজাত প্রত্যেক পুরুষসন্তান পর- মেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র বিখ্যাত হইবে," পরমেশ্বরের ২৩ এই আজ্ঞানুসারে যীশুকে পরমেশ্বরের নিকটে উপস্থিত করিতে, এবং পরমেশ্বরের বিধিমত "দুই ঘুঘুকে কিম্বা ২৪

দুই কপোতের বৎসকে” বলিদান করিতে তাহারা তাঁ- হাকে লইয়া যিরূশালমে গমন করিলে।

২৫ যিরূশালম নগর নিবাসি শিমিয়োন্ নামে এক জন ধার্ম্মিক ও ভক্ত লোক ছিল; সে ইস্রায়েলের সান্ত্বনার অপেক্ষাতে থাকিত, এবং পবিত্র আত্মা তাহাতে আবি- ২৬ র্ভূত ছিলেন। আর পরমেশ্বরের অভিষিক্ত ত্রাতার দর্শ- ন না পাইলে তোমার মরণ হইবে না, এই কথা পবিত্র ২৭ আত্মাকর্ত্তৃক তাহার প্রতি প্রকাশিত হইয়াছিল। অপর যখন শিশু যীশুর পিতামাতা তাঁহার বিষয়ে ব্যবস্থানু- সারে ক্রিয়া করিতে তাঁহাকে মন্দিরে আনিল, তখন ২৮ শিমিয়োন্ আত্মার আকর্ষণদ্বারা মন্দিরে আসিয়া তাঁ- হাকে ক্রোড়ে করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ পূর্ব্বক কহিল, ২৯ হে প্রভো, নিজ বাক্যানুসারে আপন সেবককে এখন ৩০ কুশলে বিদায় করুন, কেননা ভাবদ্দেশীয়দের দীপ্তি প্র- ৩১ দানের দীপ্তিস্বরূপ, এবং তোমার লোক ইস্রায়েলের গৌ- ৩২ রবস্বরূপ যে পরিত্রাণকর্ত্তাকে সকল লোকের সম্মুখে উৎ- ৩৩ পন্ন করিয়াছ, তিনি আমার নয়নগোচর হইলেন। তখন তাঁহার মাতা ও যূষফ তাঁহার বিষয়ে উক্ত এই সকল ৩৪ কথাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। অনন্তর শিমিয়োন তাহা- দিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার মাতা মরিয়মকে ক- হিল, দেখ, ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে অনেকের পতন ও উত্থানের নিমিত্তে, এবং বিরোধপাত্র হইবার নিমিত্তে, এবং অনেকের মনের গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিবার নি- ৩৫ মিত্তে এই বালক নিযুক্ত আছেন। তাহাতে তোমারও প্রাণ শূলেতে বিদ্ধ হইবে।

৩৬ আর আশেরের বংশীয় পিনূয়েলের কন্যা হন্না নাম্নী এক অতিবৃদ্ধা ভবিষ্যদ্বক্ত্রী যে বিবাহের পরে স্বামির সহিত

সাত বৎসর বাস করিয়াছিল, পরে বিধবা হইয়া চৌরাশী ৩৭ বৎসর (বয়স্) পর্য্যন্ত মন্দিরহইতে প্রস্থান না করিয়া উপবাস ও প্রার্থনা পূর্ব্বক দিবারাত্রি ঈশ্বরের সেবা করিত, সেও ঐ সময়ে উপস্থিত হইয়া পরমেশ্বরের ধন্যবাদ ৩৮ করিল, এবং যিরূশালম নগর নিবাসি যত লোক মুক্তির অপেক্ষাতে ছিল, তাহাদিগকে যীশুর বৃত্তান্ত জানাইল।

অনন্তর পরমেশ্বরের ব্যবস্থানুসারে সমস্ত কর্ম্ম সাধন ৩৯ হইলে তাহারা পুনর্ব্বার গালীলের নাসরৎ নামক আপন নগরে প্রস্থান করিল। পরে বালক শরীরেতে বৃদ্ধি ৪০ পাইয়া আত্মাতে শক্তিমান্ ও জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিলেন, এবং তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইল।

তাঁহার পিতামাতা প্রতি বৎসর নিস্তার পর্ব্ব সময়ে ৪১ যিরূশালমে যাইত। অপর যীশুর বারো বৎসর বয়স্ ৪২ হইলে তাহারা পর্ব্ব সময়ের রীত্যনুসারে যিরূশালমে গমনানন্তর পর্ব্ব সম্পন্ন করিয়া পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে, ৪৩ এমন সময়ে যীশু বালক আপন মাতার ও যূষফের অজ্ঞাতসারে যিরূশালমে রহিলেন। তাহাতে তিনি সম- ৪৪ ভিব্যাহারিদের সঙ্গে আছেন, এমন বোধ করিয়া তাহারা এক দিনের পথ পর্য্যন্ত গেল; কিন্তু অবশেষে জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধবদের নিকটে অন্বেষণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ ৪৫ না পাওয়াতে তাহারা তাঁহার অন্বেষণ করিতে২ যিরূশালমে ফিরিয়া গেল। তিন দিনের পর পণ্ডিতগণের ৪৬ মধ্যে তাহাদের কথা শ্রবণ ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে মন্দিরে উপবিষ্ট তাঁহাকে দেখিল। এবং তাঁহার বুদ্ধি- ৪৭ তে ও উত্তরেতে শ্রোতা সকল বিস্ময়াপন্ন হইতেছে, এমত দেখিয়া তাঁহার পিতামাতা চমৎকৃত হইল; এবং ৪৮ তাঁহার মাতা তাঁহাকে কহিল, হে পুত্র, আমাদের প্রতি

এমন ব্যবহার কেন করিলা? দেখ, তোমার পিতা এবং আমি শোকাকুল হইয়া তোমার অন্বেষণ করিলাম।
৪৯ তাহাতে তিনি কহিলেন, আমার অন্বেষণ কেন করিলা? পিতৃগৃহে আমার থাকা কর্ত্তব্য, ইহা কি তোমরা জান
৫০ না? কিন্তু তাহারা তাঁহার এই কথার কি ভাব, তাহা
৫১ বুঝিতে পারিল না। পরে তিনি তাহাদিগের সঙ্গে নাসরতে গিয়া তাহাদের বশীভূত হইয়া থাকিলেন; কিন্তু
৫২ এই সকল বিষয় তাঁহার মাতা মনে রাখিল। পরে যীশুর বুদ্ধি ও শরীর, এবং তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের ও মনুষ্যের অনুগ্রহ বাড়িতে লাগিল।

৩ অধ্যায়।

১ যোহনের প্রচার ও বাপ্তাইজ করণ ১৫ ও খ্রীষ্টের বিষয়ে তাহার সাক্ষ্য দেওন ১৯ ও যোহনের কারাগারে বদ্ধ হওন ২১ ও খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম ২৩ ও খ্রীষ্টের বংশাবলী।

১ অপর তিবিরিয় কৈসরের রাজত্বের পোনেরো বৎসর কালে, যখন পন্তীয় পীলাত যিহূদা দেশের অধিপতি, ও হেরোদ্ গালীল্ প্রদেশের রাজা, ও ফিলিপ নামে তাহার ভ্রাতা যিতূরিয়া ও ত্রাখোনীতিয়া প্রদেশের রাজা,
২ এবং লুষানিয় নামে অবিলীনী প্রদেশের রাজা, এবং হানন্ ও কিয়ফা ইহারা প্রধান যাজক ছিল; ঐ সময়ে প্রান্তরের মধ্যে সিখরিয়ের পুত্র যোহনের প্রতি ঈশ্বরের
৩ বাক্য প্রকাশিত হইলে সে যর্দ্দনের নিকটস্থ দেশে আসিয়া পাপমোচনার্থে মনঃপরিবর্ত্তনের চিহ্নস্বরূপ যে বা-
৪ প্তিস্ম, তাহার কথা সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিল। যেমন যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থে লিপি আছে, যথা, "প্রা-
"ন্তরে এই বাক্যবাদি এক জনের রব আছে, পরমেশ্ব-
"রের পথ প্রস্তুত কর, এবং তাঁহার রাজপথ সমান কর;

"প্রত্যেক নিম্নভূমি উচ্চ হইবে, এবং পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত ৫
"সকল নিম্ন হইবে, এবং বক্র পথ সরল হইবে, ও উচ্চ-
"নীচ ভূমি সমান হইবে, এবং তাবৎ প্রাণী ঈশ্বরদত্ত ৬
"ত্রাণকর্ত্তাকে দেখিবে।" ঐ যোহন্দ্বারা বাপ্তাইজিত হ- ৭
ইবার নিমিত্তে যে সকল লোক বাহিরে আইল, তাহা-
দিগকে সে কহিতে লাগিল, অরে সর্পের বংশ, আগামি
কোপহইতে পলায়ন করিতে তোমাদিগকে কে চেতনা
দিল? অতএব মনঃপরিবর্ত্তনের উপযুক্ত ফলে ফলবান ৮
হও; কিন্তু 'আমাদের পিতা ইব্রাহীম আছেন,' আপনা-
দের মনে২ এমন কথা কহিও না, কেননা আমি তোমা-
দিগকে কহিতেছি, ঈশ্বর এই২ প্রস্তরহইতে ইব্রাহীমের
সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন। আর বৃক্ষের মূলে এখনও ৯
কুঠার লাগান আছে; অতএব যে বৃক্ষেতে উত্তম ফল ধরে
না, সে ছিন্ন হইয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে। তখন লো- ১০
কেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে আমাদের কর্ত্তব্য
কি? তাহাতে সে উত্তর করিল, যাহার দুই খান বস্ত্র ১১
আছে, সে বস্ত্রহীন ব্যক্তিকে এক খান বিতরণ করুক;
আর যাহার কাছে খাদ্য সামগ্রী আছে, সেও তদ্রূপ
করুক। পরে করসঞ্চয়কারিরাও বাপ্তাইজিত হইতে আ- ১২
সিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে গুরো, আমাদের কর্ত্তব্য কি?
তাহাতে সে কহিল, নিরূপিতের অধিক কিছু গ্রহণ করি- ১৩
ও না। অনন্তর সেনাগণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আ- ১৪
মাদেরই বা কর্ত্তব্য কি? তাহাতে সে বলিল, বলেতে
কাহারো হইতে কিছু লইও না, ও মিথ্যা অপবাদ দিও
না, এবং আপনাদের বেতনে সন্তুষ্ট হইয়া থাক।

অপর লোকেরা অপেক্ষাতে থাকিয়া এই যোহন্ ইনি ১৫
অভিষিক্ত ত্রাতা কি না? ইহা সকলে মনে২ বিতর্ক ক-

১৬ রিলে যোহন সকলকে কহিল, আমি তোমাদিগকে জলে-
তে বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু যাঁহার পাদুকার ব-
ন্ধন খুলিতে যোগ্য নহি, আমাহইতে গুরুতর এমন এক
ব্যক্তি আসিতেছেন তিনি তোমাদিগকে অগ্নিস্বৰূপ পবি-
১৭ ত্র আত্মাতে বাপ্তাইজ করিবেন। আর তাঁহার হস্তে কু-
লা আছে; তিনি আপন শস্য শুদ্ধ মতে ঝাড়িয়া গো-
ম ভাণ্ডারে সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু ভূষি সকল আনির্ব্বাণ
১৮ অগ্নিতে দগ্ধ করিবেন। এই ৰূপ নানা উপদেশদ্বারা
যোহন লোকদের নিকটে কথা প্রচার করিল।

১৯ অপর হেরোদ রাজা ফিলিপ নামক সহোদরের স্ত্রী
হেরোদিয়ার বিষয়ে, এবং অন্য যে সকল দুষ্কর্ম্ম করি-
২০ য়াছিল, তদ্বিষয়ে যোহনকর্তৃক অনুযুক্ত হইলে যোহনকে
কারাগারে বদ্ধ করিয়া আরো অপরাধী হইল।

২১ ইহার পূর্ব্বে যে সময়ে সকল লোক যোহনদ্বারা বা-
প্তাইজিত হইতেছিল, তৎকালে যীশুও আসিয়া বাপ্তা-
২২ ইজিত হইলেন। এবং তিনি প্রার্থনা করিলে মেঘদ্বার
মুক্ত হইল, ও তাহাহইতে পবিত্র আত্মা মূর্ত্তিমান হইয়া
কপোতের ন্যায় তাঁহার উপরে নামিলেন; এবং 'তুমি
আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতে আমার পরম সন্তোষ,'
এমন এক আকাশবাণী হইল।

২৩ তৎকালে যীশুর বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ বৎসর, এবং
লৌকিক জ্ঞানেতে তিনি যূষফের পুত্র, ও যূষফ্ এলির
২৪ পুত্র। এলি মত্ততের পুত্র, মত্তৎ লেবির পুত্র, লেবি
মল্কির পুত্র, মল্কি যান্নের পুত্র, যান্ন যূষফের পুত্র।
২৫ যূষফ্ মত্তথিয়ের পুত্র, মত্তথিয় আমোসের পুত্র, আমোস্
২৬ নহূমের পুত্র, নহূম্ ইষ্লির পুত্র, ইষ্লি নগির পুত্র। নগি
মাটের পুত্র, মাট্ মত্তথিয়ের পুত্র, মত্তথিয় শিমিয়ির পুত্র,

শিমিয়ি যূষফের পুত্র, যূষফ্ যিহূদার পুত্র। যিহূদা যোহা- ২৭
নার পুত্র, যোহানা রীষার পুত্র, রীষা সিরুব্বাবিলের পুত্র,
সিরুব্বাবিল্ শল্তীয়েলের পুত্র, শল্তীয়েল্ নেরির পুত্র।
নেরি মল্কির পুত্র, মল্কি অদ্দীর পুত্র, অদ্দী কোষমের ২৮
পুত্র, কোষম্ ইল্মোদদের পুত্র, ইল্মোদদ্ এরের পুত্র।
এর্ যোশির পুত্র, যোশি ইলীয়েষরের পুত্র, ইলীয়েষর্ ২৯
যোরীমের পুত্র, যোরীম্ মৰ্ত্ততের পুত্র, মৰ্ত্তৎ লেবির পুত্র।
লেবি শিমিয়োনের পুত্র, শিমিয়োন্ যিহূদার পুত্র, যিহূদা ৩০
যূষফের পুত্র, যূষফ্ যোননের পুত্র, যোনন্ ইলিয়াকীমের
পুত্র। ইলিয়াকীম্ মিলেয়ার পুত্র, মিলেয়া মৈননের পুত্র, ৩১
মৈনন্ মত্তত্তের পুত্র, মত্তত্ত নাথনের পুত্র, নাথন্ দায়ূ-
দের পুত্র। দায়ূদ্ যিশয়ের পুত্র, যিশয়্ ওবেদের পুত্র, ৩২
ওবেদ্ বোয়সের পুত্র, বোয়স্ সল্মোনের পুত্র, সল্-
মোন্ নহশোনের পুত্র। নহশোন্ অম্মীনাদবের পুত্র, ৩৩
অম্মীনাদব্ অরামের পুত্র, অরাম্ হিষ্রোণের পুত্র, হিষ্রোণ্
পেরসের পুত্র, পেরস্ যিহূদার পুত্র। যিহূদা যাকূবের ৩৪
পুত্র, যাকূব্ ইস্হাকের পুত্র, ইস্হাক্ ইব্রাহীমের পুত্র,
ইব্রাহীম্ তেরহের পুত্র, তেরহ নাহোরের পুত্র। নাহোর্ ৩৫
সিরূগের পুত্র, সিরূগ্ রিয়ূর পুত্র, রিয়ূ পেলগের পুত্র,
পেলগ্ এবরের পুত্র, এবর্ শেলহের পুত্র। শেলহ কৈ- ৩৬
ননের পুত্র, কৈনন্ অর্ফক্ষদের পুত্র, অর্ফক্ষদ্ শামের
পুত্র, শাম্ নোহের পুত্র, নোহ লেমকের পুত্র। লেমক্ ৩৭
মিথূশেলহের পুত্র, মিথূশেলহ হনোকের পুত্র, হনোক্
যেরদের পুত্র, যেরদ্ মহললেলের পুত্র, মহললেল্ কৈন-
নের পুত্র। কৈনন্ ইনোশের পুত্র, ইনোশ্ শেতের পুত্র, ৩৮
শেৎ আদমের পুত্র, আদম্ ঈশ্বরের পুত্র।

৪ অধ্যায়।

১ শয়তানদ্বারা খ্রীষ্টের পরীক্ষা ১৪ ও তাঁহার প্রচার করণের আরম্ভ ১৬ ও অশুচি ভূত ছাড়াওন ৩৮ ও পিতরের শ্বশ্রূকে সুস্থ করণ ৪০ ও নানাবিধ রোগিকে সুস্থ করণ।

১ পরে যীশু পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হইয়া যর্দ্দন্ নদীহইতে ফিরিয়া আত্মার দ্বারা প্রান্তরে আকর্ষিত হইয়া
২ চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত শয়তান্ কর্তৃক পরীক্ষিত হইলেন; আর সেই সকল দিন অনাহারে থাকাতে দিন সম্পূর্ণ
৩ হইলে তিনি ক্ষুধিত হইলেন। তাহাতে শয়তান আসিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে
৪ আজ্ঞাদ্বারা এই প্রস্তরকে রুটী কর। তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, এমত লিপি আছে, "মনুষ্য কেবল রুটী-
"তে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের যে২ বাক্য তাহাদ্বারাই
৫ "বাঁচে।" তখন শয়তান তাঁহাকে এক উচ্চ পর্ব্বতোপরি লইয়া গিয়া এক নিমিষের মধ্যে জগতের সমস্ত রাজ্য
৬ দেখাইল। পরে শয়তান তাঁহাকে বলিল, এই সকল রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপ সমস্তই তোমাকে দিব; তাহা আমার স্থানে সমর্পিত আছে; আমার যাহাকে ইচ্ছা,
৭ তাহাকে তাহা দিতে পারি। তুমি যদি আমাকে প্রণাম
৮ কর, তবে এ সকলি তোমার হইবে। তখন যীশু তাহাকে উত্তর দিলেন, দূর হও, শয়তান; লেখা আছে, "তুমি
"আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রণাম করিও, এবং কেবল
৯ "তাঁহারি সেবা করিও।" পরে সে তাঁহাকে যিরূশালমে লইয়া গিয়া মন্দিরের চূড়ার উপরে বসাইয়া কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে এ স্থানহইতে নীচে
১০ পড়; কেননা এমন লেখা আছে, "তিনি তোমাকে রক্ষা
১১ "করিতে আপন দূতগণকে আজ্ঞা দিবেন, তাহাতে তো-

"মার চরণে যেন প্রস্তরাঘাত না লাগে, এ কারণ তাহারা
"তোমাকে হস্তে ধরিয়া রাখিবে।" তখন যীশু উত্তর ১২
করিলেন, ইহাও উক্ত আছে, "তুমি আপন প্রভু পরমে-
"শ্বরের পরীক্ষা লইও না।" পরে শয়তান পরীক্ষা সক- ১৩
ল শেষ করিয়া ক্ষণেক কাল তাঁহাহইতে প্রস্থান করিল।

তখন যীশু আত্মার প্রভাবে পুনর্ব্বার গালীল্ প্রদেশে ১৪
প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার সুখ্যাতি দেশের চারিদিগে
ব্যাপিল। এবং তিনি তাহাদের ভজমালয়ে উপদেশ দিয়া ১৫
সকলের কাছে প্রশংসিত হইতে লাগিলেন।

তদনন্তর তিনি আপন পালনের স্থান নাসরৎ নগরে- ১৬
তে উপস্থিত হইলেন, এবং বিশ্রামবারে আপন ব্যবহা-
রানুসারে ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া পাঠ করিতে দাঁড়া-
ইলেন। তাহাতে যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার লিখিত পুস্তক ১৭
তাঁহার হস্তেতে সমর্পিত হইলে তিনি সেই পুস্তক খুলিয়া
এই বচন যে স্থানে লেখা আছে, সেই স্থান পাইলেন,
যথা "পরমেশ্বরের আত্মা আমাতে আবির্ভূত আছেন; ১৮
"কেননা তিনি দরিদ্র লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচা-
"র করিতে আমাকে অভিষিক্ত করিলেন, এবং ভগ্নান্তঃ-
"করণদিগকে সুস্থ করিতে এবং বন্দি লোকদের প্রতি মু-
"ক্তির ও অন্ধদিগের প্রতি চক্ষু দানের কথা প্রচার ক-
"রিতে, ও বদ্ধদিগকে নিস্তার করিতে, এবং পরমেশ্বরের ১৯
"গ্রাহ্য বৎসর প্রচার করিতে আমাকে প্রেরণ করিলেন।"
পরে তিনি ঐ পুস্তক বন্ধন পূর্ব্বক পরিচারকের হস্তে ২০
দিয়া আসনে বসিলেন; তাহাতে ভজনালয়ে যত লো-
ক ছিল, সকলেই তাঁহার প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া
রহিল। পরে তিনি তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, অদ্য ২১
এই সকল লিখিত বচন তোমাদের সাক্ষাতে সিদ্ধ হ- ২২

২২ ইল। তাহাতে সকলেই তাঁহার অনুরাগ করিল, ও তাঁ-
হার মুখহইতে নির্গত অনুগ্রহের কথাতে চমৎকার বোধ
২৩ করিয়া কহিল, এ কি যূষফের পুত্র নহে? তখন তিনি
কহিলেন, হে চিকিৎসক, আপনাকেই সুস্থ কর; কফর্না-
হূমে যাহা২ করিয়াছ শুনিলাম, সে সকল ক্রিয়া এই
স্বদেশেও কর, এ কথা তোমরাই আমাকে অবশ্য বলি-
২৪ বা। তিনি আরও কহিলেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ
কহিতেছি, কোন ভবিষ্যদ্বক্তাই স্বদেশে সম্ভ্রম পায় না।
২৫ কিন্তু আমি তোমাদিগকে যথার্থ বলি, এলিয়ের বর্ত্তমান
সময়ে যখন সাড়ে তিন বৎসর পর্য্যন্ত আকাশের বৃষ্টি
নিবৃত্ত হওয়াতে সমুদয় দেশে মহাদুর্ভিক্ষ জন্মিল, তখন
২৬ ইস্রায়েল্ দেশের মধ্যে অনেক২ বিধবা ছিল, কিন্তু এ-
লিয় তাহাদের মধ্যে কাহারো নিকটে প্রেরিত না হইয়া
কেবল সীদোন্ প্রদেশীয় সারিফৎ নগর নিবাসিনী এক
২৭ বিধবার নিকটে প্রেরিত হইল। আর ইলীশায় ভবিষ্যদ্-
বক্তার বর্ত্তমান সময়ে ইস্রায়েল্ দেশে অনেক২ কুষ্ঠী
ছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ পরিষ্কৃত হইল না,
২৮ কেবল সুরিয়া দেশীয় নামান্ পরিষ্কৃত হইল। এই কথা
শুনিয়া ভজনালয়স্থিত লোকেরা ক্রোধেতে পরিপূর্ণ হইল,
২৯ এবং উঠিয়া তাঁহাকে নগরহইতে বাহির করিয়া যে
পর্ব্বতের উপরে তাহাদের নগর স্থাপিত আছে, ঐ পর্ব্ব-
তহইতে নিক্ষেপ করণার্থে তাহার শিখরে তাঁহাকে ল-
৩০ ইয়া যাইতেছিল; কিন্তু তিনি তাহাদের মধ্য দিয়া গমন
করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

৩১ পরে যীশু গালীল্ প্রদেশীয় কফর্নাহূম্ নগরে উপ-
স্থিত হইয়া বিশ্রামবারে লোকদিগকে উপদেশ দিতে লা-
৩২ গিলেন। এবং সকলেই তাঁহার উপদেশে চমৎকৃত হইল;

কারণ তাঁহার কথা প্রবল হইল। তখন ঐ ভজনালয়ে ৩৩ অপবিত্র ভূতগ্রস্ত এক মনুষ্য ছিল; সে চীৎকার শব্দ ৩৪ করিয়া কহিল, হে নাসরতীয় যীশু, আমাদিগকে থাকিতে দেও, তোমার সহিত আমাদের সম্পর্ক কি? তুমি কি আমাদিগকে নষ্ট করিতে আইলা? তুমি যে ঈশ্বরের পবিত্র লোক, তাহা আমি জানি। তখন যীশু তাহা- ৩৫ কে ধম্‌কাইয়া কহিলেন, নীরব হও, এবং উহাহইতে বহির্গত হও; তাহাতে সেই ভূত তাহাকে মধ্যস্থানে ফেলিয়া কিছু আঘাত না করিয়া তাহাহইতে বহির্গত হইল। তাহাতে সকলে চমৎকৃত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, ৩৬ এ কি? ইনি প্রভাবে ও পরাক্রমেতে অপবিত্র ভূতদিগকে আজ্ঞা করিবামাত্র তাহারা বহির্গত হয়। পরে ৩৭ চতুর্দ্দিকস্থ দেশের সর্ব্বত্র তাঁহার সুখ্যাতি ব্যাপিল।

অনন্তর তিনি ভজনালয়হইতে বাহিরে আসিয়া শি- ৩৮ মোনের বাটীতে প্রবেশ করিলেন; তখন শিমোনের শ্বশ্রূ জ্বরেতে অত্যন্ত পীড়িতা থাকাতে শিষ্যেরা তাহার নিমিত্তে তাঁহাকে বিনতি করিল। তাহাতে তিনি ৩৯ তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া জ্বরকে তর্জন করিবামাত্র তাহার জ্বরত্যাগ হইল; তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাহাদের সেবা করিতে লাগিল।

পরে সূর্য্যাস্ত সময়ে আপনাদের যে সকল ব্যক্তি নানা ৪০ রোগেতে পীড়িত ছিল, লোকেরা তাহাদিগকে তাঁহার নিকটে আনিলে তিনি প্রত্যেক জনের গাত্রেতে হস্তার্পণ করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। তাহাতে ভূতগণ ৪১ অনেকহইতে বহির্গত হইয়া চীৎকার শব্দ করিয়া কহিল, তুমি ঈশ্বরের অভিষিক্ত পুত্র; কিন্তু তিনি অভিষিক্ত ত্রাতা, ইহা তাহারা জ্ঞাত ছিল, এ প্রযুক্ত তাহাদিগকে

৪২ কোন কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। অপর প্রভাত হইলে তিনি বিরল স্থানে প্রস্থান করিলেন; পরে লোকেরা তাঁহার অন্বেষণ করিতে২ তাঁহার নিকটে গিয়া স্থানান্তরে না যাইতে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল।
৪৩ কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বররাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে অন্য২ নগরেও আমাকে যাইতে
৪৪ হইবে; কেননা তন্নিমিত্তেই প্রেরিত আছি। পরে গালীলের নানা ভজনালয়ে উপদেশ দিলেন।

৫ অধ্যায়।

১ অনেক মৎস্য ধারণ ১২ ও কুষ্ঠিকে সুস্থ করণ ১৭ ও পক্ষাঘাতিকে সুস্থ করণ ও পাপক্ষমা করণ ২৭ ও মথির প্রতি আহ্বান ও তাহার গৃহে ভোজ ৩৩ ও উপবাস না করিবার কারণের নির্ণয়।

১ অনন্তর যীশু এক দিন গিনেষরৎ হ্রদের কূলে দাঁড়াইলে লোকেরা ঈশ্বরের কথা শ্রবণার্থে তাঁহার উপরে
২ চাপাচাপি করিল। তখন হ্রদের কূলের নিকটে দুই খান নৌকা আছে, এবং মৎস্য ব্যবসায়িরা তাহা ত্যাগ ক-
৩ রিয়া জাল ধুইতেছে, ইহা দেখিয়া তিনি ঐ দুইয়ের মধ্যে এক খানে অর্থাৎ শিমোনের নৌকাতে আরোহণ করিয়া কূলহইতে কিঞ্চিৎ দূরে যাইতে তাহাকে বিনতি করিলেন; অপর নৌকাতেই বসিয়া লোকদিগকে উপ-
৪ দেশ দিতে লাগিলেন। পরে সেই প্রসঙ্গ সাঙ্গ করিয়া তিনি শিমোনকে কহিলেন, গভীর জলে গিয়া মৎস্য
৫ ধরিতে জাল নিক্ষেপ কর। তাহাতে শিমোন কহিল, হে গুরো, যদ্যপি আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কিছু মাত্র মৎস্য পাই নাই, তথাপি আপনকার আজ্ঞাতে
৬ জাল ফেলি। পরে জাল ফেলিলে যথেষ্ট মৎস্য পড়া-
৭ তে জাল ছিঁড়িতে লাগিল। তাহাতে উপকারার্থে অন্য

নৌকাস্থিত সঙ্গিদিগকে আসিতে ইঙ্গিতে ডাকিলে তাহারা আসিয়া মৎস্যেতে দুই নৌকা এমন পূর্ণ করিল, যে নৌকা ডূবিবার উপক্রম হইল। ৮ তখন শিমোন পিতর তাহা দেখিয়া যীশুর চরণে পড়িয়া কহিল, হে প্রভো, আমি পাপি মনুষ্য, আমার নিকটহইতে আপনি প্রস্থান করুন। ৯ কারণ জালে পতিত মৎস্যের ঝাঁকেতে শিমোন ও তাহার সঙ্গিরা চমৎকৃত হইল, ১০ এবং শিমোনের সহকারি সিবদিয়ের পুত্র যাকূব ও যোহন ইহারাও তদ্রূপ হইল। তখন যীশু শিমোনকে কহিলেন, ভয় করিও না, অদ্যাবধি তুমি মনুষ্যধারী হইবা। ১১ অনন্তর নৌকা সকল কূলে আনিলে তাহারা সকলকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল।

১২ তদনন্তর যীশু কোন এক নগরে থাকিলে এক জন সর্ব্বাঙ্গ কুষ্ঠ তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে উবুড় হইয়া বিনতি পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, হে প্রভো, যদি আপনকার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে পরিষ্কৃত করিতে পারেন। ১৩ তখন তিনি হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, আমার ইচ্ছা আছে, তুমি পরিষ্কৃত হও; তাহাতে তৎক্ষণাৎ সে কুষ্ঠহইতে মুক্ত হইল। ১৪ পরে তিনি তাহাকে আজ্ঞা দিলেন, এই কথা কাহাকে না কহিয়া যাজকের নিকটে গিয়া আপনাকে দেখাও, এবং লোকদিগকে আপন পরিষ্কৃত হওনের প্রমাণ দিবার নিমিত্তে মূসার আজ্ঞানুসারে দান উৎসর্গ কর। ১৫ তথাপি যীশুর সুখ্যাতি ততোধিক প্রকাশ পাইতে লাগিল, আর তাঁহার কথা শুনিতে এবং আপনহ রোগ হইতে মুক্তি পাইতে লোকসমূহের সমাগম হইল। ১৬ পরে তিনি প্রান্তরে গিয়া প্রার্থনা করিলেন।

১৭ অপর এক দিবস যীশু উপদেশ দিতেছিলেন, ইতো-
মধ্যে গালীল ও যিহূদা প্রদেশের সমস্ত নগরহইতে এবং
যিরূশালমহইতে কতক ফিরূশি লোক ও ব্যবস্থাপকেরা
আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিল; তৎকালে লোকদিগকে
১৮ সুস্থ করণেতে পরমেশ্বরের ক্ষমতা প্রকাশ পাইল। পরে
কতক লোক এক জন পক্ষাঘাতিকে খট্টাতে লইয়া
১৯ যীশুর সম্মুখে আনিয়া রাখিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু জ-
নতা প্রযুক্ত আনিবার কোন উপায় না পাইয়া গৃহের
উপরে গিয়া ছাত খুলিয়া ঐ পক্ষাঘাতিকে খট্টার সহিত
২০ যীশুর সম্মুখে গৃহের মধ্যে নামাইল। তখন যীশু তাহা-
দের এই রূপ বিশ্বাস দেখিয়া ঐ পক্ষাঘাতিকে কহি-
২১ লেন, হে মনুষ্য, তোমার পাপক্ষমা হইল। তাহাতে অ-
ধ্যাপকেরা ও ফিরূশিরা মনে২ এমত বিতর্ক করিতে লা-
গিল, এই যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিন্দা করে, এ কে? ঈশ্বর
২২ ব্যতিরেকে পাপের ক্ষমা করিতে কাহার সাধ্য? তখন
যীশু তাহাদের এই প্রকার অনুভব বুঝিয়া তাহাদিগকে
২৩ কহিলেন, তোমরা মনে২ কেন বিতর্ক করিতেছ? তো-
মার পাপক্ষমা হইল, কিম্বা তুমি উঠিয়া চল, এ দুই-
২৪ য়ের মধ্যে কোন্ কথা কহা সহজ? কিন্তু পৃথিবীতে
পাপক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন
তোমরা জানিতে পার, (এই নিমিত্তে তিনি সেই পক্ষা-
ঘাতিকে কহিলেন) উঠ, আপন শয্যা লইয়া গৃহে গমন
২৫ কর, আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি। তাহাতে সে
তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সকলের সাক্ষাতে আপন শয়নের
শয্যা লইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে২ নিজ গৃহে চলি-
২৬ য়া গেল। তাহাতে সকলে বিস্ময়াপন্ন ও ভয়যুক্ত হইয়া,

অদ্য আমরা অসম্ভব ব্যাপার দেখিলাম, ইহা বলিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

তদনন্তর বাহিরে গমন করিতে২ যীশু করসঞ্চয়স্থানে ২৭ উপবিষ্ট লেবি নামে করসঞ্চয়কারিকে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস। তাহাতে সে তৎক্ষ- ২৮ ণাৎ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিল। পরে লেবি আপন গৃহে তাঁহার নিমিত্তে ২৯ বড় ভোজ প্রস্তুত করিলে তাহাদের সঙ্গে অনেক২ করসঞ্চয়কারী এবং অন্য২ লোকেরা ভোজনে বসিল। অত- ৩০ এব করসঞ্চয়কারি ও পাপি লোকদিগের সঙ্গে তোমরা কেন ভোজন পান করিতেছ? এ কথা কহিয়া অধ্যাপকেরা ও ফিরূশিরা তাঁহার শিষ্যদের সহিত বচসা করিতে লাগিল। তাহাতে যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, ৩১ সুস্থ লোকদের চিকিৎসকেতে প্রয়োজন নাই, কিন্তু অসুস্থ লোকদেরই প্রয়োজন আছে। আমি ধার্ম্মিক লো- ৩২ কদিগকে আহ্বান করিতে আসি নাই, কিন্তু মন ফিরাইতে পাপিদিগকে আহ্বান করিতে আসিয়াছি।

পরে তাহারা কহিল, যোহনের এবং ফিরূশিদের শি- ৩৩ ষ্যগণ বার২ উপবাস ও প্রার্থনা করে, কিন্তু তোমার শিষ্যেরা ভোজন ও পান করে, ইহার কারণ কি? তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যে পর্য্যন্ত সখিগণের সঙ্গে কন্যার বর থাকে, তাবৎ কি তাহাদিগকে উপবাস করাইতে পার? কিন্তু যখন তাহাদের নিকটহইতে বর নীত ৩৫ হইবে, এমন সময় আসিবে; তৎকালে তাহারা উপবাস করিবে। তিনি আরও এক দৃষ্টান্ত কহিলেন, পুরাতন ৩৬ বস্ত্রেতে কেহ নূতন বস্ত্রের তালী দেয় না; যেহেতুক তাহা

করিলে নূতন বস্ত্রও নষ্ট হয়, এবং পুরাতন বস্ত্রেও নূতন
৩৭ বস্ত্র মিলে না। আর পুরাতন কুপাতে কেহ নূতন
দ্রাক্ষারস রাখে না; যেহেতুক তাহা করিলে নূতন দ্রাক্ষা-
রসের তেজেতে পুরাতন কুপা ফাটিয়া যায়, তাহাতে
দ্রাক্ষারসও পড়িয়া যায়, এবং কুপা সকলও নষ্ট হয়।
৩৮ অতএব নূতন কুপাতে নূতন দ্রাক্ষারস রাখা কর্ত্তব্য,
৩৯ তাহাতে উভয়েরই রক্ষা হয়। অপর পুরাতন দ্রক্ষারস
পান করিয়া কেহ তৎপরে নূতনের বাঞ্ছা করে না, কে-
ননা সে বলে, নূতন অপেক্ষা পুরাতন ভাল।

৬ অধ্যায়।

১ বিশ্রামবারের বিষয়ে ফিরূশিদিগকে নিরুত্তর করণ ৬ ও শুষ্কহস্ত লোককে সুস্থ করণ ১২ ও শিষ্যদিগকে মনোনীত করণ ১৭ ও রো-গিদিগকে সুস্থ করণ ২০ ও শিষ্যদের প্রতি উপদেশ ২৭ ও শত্রুদের প্রতি প্রেম করণ ৩৭ ও উপদেশ করণ ৩৯ ও পরের প্রতি দোষ দিতে নিষেধ ৪৬ ও গৃহ নির্ম্মাণকারির দৃষ্টান্ত কথা।

১ অপর পর্ব্বের দ্বিতীয় দিনের পর প্রথম বিশ্রামবারে
শস্যের ক্ষেত্র দিয়া যীশুর গমনের সময়ে তাঁহার শি-
ষ্যেরা শস্যের শিষ ছিঁড়িয়া২ হস্তে পিষিয়া খাইতে
২ লাগিল। তাহাতে কএক জন ফিরূশী তাহাদিগকে ক-
হিল, বিশ্রামবারে যাহা কর্ত্তব্য নয়, এমন কর্ম্ম কর
৩ কেন? যীশু উত্তর করিলেন, দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গিরা
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কি করিল, তাহা কি তোমরা কখনো
৪ পাঠ কর নাই? সে ঈশ্বরের আবাসে প্রবেশ করিয়া
যে দর্শনরুটী যাজকবর্গ ব্যতিরেক আর কাহারও ভো-
জন করিতে নাই, তাহা লইয়া আপনি খাইল এবং
৫ সঙ্গিগণকেও দিল। পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারেরও কর্ত্তা আছেন।

অনন্তর আর এক বিশ্রামবারে তিনি ভজনালয়ে প্র- ৬
বেশ করিয়া উপদেশ দিতেছিলেন; সে সময়ে ঐ স্থানে
দক্ষিণহস্ত শুষ্ক এক মনুষ্য উপস্থিত ছিল। তাহাতে অধ্যা- ৭
পকেরা এবং ফিরূশিবর্গ যীশুর প্রতি দোষ আরোপ ক-
রিবার নিমিত্তে, তিনি বিশ্রামবারে সুস্থ করেন কি না,
তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন তিনি তাহাদের ৮
চিন্তা বুঝিয়া ঐ শুষ্কহস্ত ব্যক্তিকে কহিলেন, উঠিয়া মধ্য-
স্থানে দাঁড়াও। তাহাতে সে উঠিয়া দাঁড়াইলে পর যীশু ৯
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদিগকে এক কথা জিজ্ঞাসা
করি, বিশ্রামবারে ভাল করা কি মন্দ করা, এবং প্রাণ
রক্ষা কি প্রাণ নাশ করা, ইহার কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য?
পরে চারিদিগে সকলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঐ মনুষ্যকে ১০
বলিলেন, আপন হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে সে তাহা
করিলে তাহার হস্ত অন্য হস্তের ন্যায় সুস্থ হইল। তা- ১১
হাতে তাহারা প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হইয়া যীশুকে কি ক-
রিবে, পরস্পর ইহার মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

তৎকালে তিনি প্রার্থনা করণার্থে এক পর্ব্বতারোহণ ১২
করিয়া সমস্ত রাত্রি ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা করিলেন। প- ১৩
রে দিন উপস্থিত হইলে তাবৎ শিষ্যকে ডাকিলেন, এবং ১৪
তাহাদের মধ্যহইতে যাহাকে পিতর্ (প্রস্তর) বলিয়া উ-
পনাম দিলেন, সেই শিমোন্ ও তাহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়,
এবং যাকূব্ ও যোহন্, এবং ফিলিপ্ ও বর্থলময়্; এবং ১৫
মথি ও থোমা, এবং আল্‌ফেয়ের পুত্র যাকূব্ ও উদ্-
যোগী নামে খ্যাত শিমোন্; এবং যাকূবের ভ্রাতা যিহূদা, ১৬
ও যে খ্রীষ্টকে পরহস্তগত করিল, সেই ঈষ্করিয়োতীয়
যিহূদা, এই দ্বাদশ জনকে মনোনীত করিয়া লইলেন;
এবং প্রেরিত বলিয়া তাহাদের উপাধিও রাখিলেন।

১৭ পরে তিনি তাহাদের সহিত পর্ব্বতহইতে নামিয়া নিম্ন ভূমিতে গিয়া দাঁড়াইলেন; তাহাতে তাঁহার শিষ্যসমূহ, এবং যিহূদা দেশ ও যিরূশালম এবং সোর ও সীদোনের নিকটস্থ সমুদ্রের তীরহইতে লোকসমূহ আসিয়া তাঁহার বাক্য শ্রবণার্থে এবং রোগহইতে মুক্ত হওনের ১৮ নিমিত্তে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল; এবং অশুচি ১৯ ভূতগ্রস্তেরাও তাঁহার নিকটে আসিয়া সুস্থ হইল। এই রূপ ক্ষমতা প্রকাশ হওয়াতে তাবৎ লোক আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে যত্ন করিল, এবং তিনি সকলকে সুস্থ করিলেন।

২০ পরে তিনি শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, হে দরিদ্রেরা, তোমরা ধন্য, কেননা ঈশ্বরের রাজ্যে ২১ তোমাদের অধিকার। হে ইহকালে ক্ষুধিত লোকেরা, তোমরা ধন্য, কারণ তোমরা পরিতৃপ্ত হইবা; হে ইহকালে রোদনকারি লোকেরা, তোমরা ধন্য, যেহেতুক ২২ তোমরা হাসিবা। যখন লোকেরা মনুষ্যপুত্রের নাম প্রযুক্ত তোমাদিগকে ঘৃণা করিবে, এবং পৃথক্ করিয়া নিন্দা করিবে, এবং অধমের ন্যায় তোমাদিগকে আপনাদের নিকটহইতে দূর করিবে, তখন তোমরা ধন্য। ২৩ সেই দিবসে উল্লাস কর, এবং আনন্দেতে নৃত্য কর, কেননা স্বর্গে প্রচুর ফল পাইবা; তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও ভবিষ্যদ্বক্তাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছিল। ২৪ কিন্তু হায়২ ধনি লোকেরা, তোমরা সুখ পাইলা। হায়২ ২৫ পরিতৃপ্ত লোকেরা, তোমরা ক্ষুধিত হইবা; হায়২ ইহকালে হাস্যকারিরা, তোমাদের শোক ও রোদন করিতে ২৬ হইবে। তাবৎ লোক তোমাদের সুখ্যাতি করিলে তো-

মাদের সন্তাপ হইবে; তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছিল।

২৭ হে শ্রোতারা, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা শত্রুদিগের প্রতি প্রেম কর; ও যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের মঙ্গল কর। ২৮ এবং যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ দেও; এবং যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা করে, তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর। ২৯ আর কেহ তোমার এক গালে চড় মারিলে তাহার প্রতি অন্য গালও ফিরাইয়া দেও; এবং কেহ তোমার গাত্রীয় বস্ত্র হরণ করিলে তাহাকে পরিধেয় বস্ত্রও লইতে বারণ করিও না। ৩০ যে কেহ তোমার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাকে দেও; এবং যে তোমার সম্পত্তি লয়, তাহার কাছে চাহিও না। ৩১ আর অন্যদের হইতে আপনাদের প্রতি যে রূপ ব্যবহারের অপেক্ষা কর, তোমরা তাহাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার কর। ৩২ কেননা যাহারা তোমাদিগকে প্রেম করে, কেবল তাহাদিগকে প্রেম করিলে তোমাদের কি ফল? পাপি লোকেরাও আপনাদের প্রেমকারিদিগকে প্রেম করে। ৩৩ আর যদি হিতকারিদিগের মাত্র হিত কর, তবে তোমাদের কি ফল? পাপিলোকেরাও তাদৃশ করে। ৩৪ এবং যাহাদের হইতে ঋণ (পরিশোধ) পাইবার আশা থাকে, কেবল তাহাদিগকেই ঋণ দিলে তোমাদের কি ফল? পুনঃপ্রাপ্তির আশাতে পাপিলোকেরাও পাপি লোকদিগকে ঋণ দেয়। ৩৫ অতএব তোমরা শত্রুদিগকেও প্রেম কর, এবং পরের হিত কর, এবং পুনঃপ্রাপ্তির আশা না করিয়া ঋণ দেও; তাহা করিলে তোমাদের বড় ফল হইবে, এবং তোমরা সর্ব্বোপরিস্থের সন্তান

বিখ্যাত হইবা, যেহেতুক তিনি কৃতঘ্নদের ও দুষ্টদেরও
৩৬ হিত করেন। অতএব তোমাদের পিতা যেমন দয়ালু,
তোমরাও তদ্রূপ দয়ালু হও।
৩৭ আর অন্যকে দোষী করিও না, তাহাতে তোমরা
দোষীকৃত হইবা না; এবং অদণ্ড্যকে দণ্ডাজ্ঞা দিও
না, তাহাতে তোমরাও দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবা না; পরের
দোষ ক্ষমা কর, তাহাতে তোমাদেরও দোষ ক্ষমা
৩৮ হইবে। দান কর, তাহাতে তোমরাও দান প্রাপ্ত হই-
বা; বরঞ্চ লোকেরা চাপিয়া ঝাঁকরিয়া উপচিয়া সম্পূর্ণ
পরিমাণে তোমাদের কোলে দিবে; তোমরা যে পরি-
মাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণেতেই তোমাদের নি-
মিত্তে পরিমিত হইবে।
৩৯ পরে তিনি তাহাদিগকে এক দৃষ্টান্ত কহিলেন, অন্ধ
ব্যক্তি কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে? তাহা করিলে
৪০ উভয়ই কি গর্ত্তে পড়িবে না? গুরুহইতে শিষ্য শ্রেষ্ঠ
নয়, কিন্তু শিষ্য সিদ্ধ হইলে গুরুর তুল্য হইতে পারে।
৪১ আর আপন চক্ষুতে যে আড়কাটা আছে, তাহার আ-
লোচনা না করিয়া তোমার ভ্রাতার চক্ষুতে যে কুটা
৪২ আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ? আর তোমার নিজ
চক্ষুতে আড়কাটা আছে, তাহা না বুঝিয়া, হে ভ্রাতঃ,
তোমার চক্ষুহইতে কুটা বাহির করিতে দেও, এমন
কথা ভ্রাতাকে কি প্রকারে কহিতে পার? হে কপটি,
অগ্রে আপন চক্ষুহইতে আড়কাটা বাহির করিয়া ফেল,
তাহাতে দৃষ্টি প্রসন্ন হইলে তোমার ভ্রাতার চক্ষুহইতে
৪৩ কুটা বাহির করিতে পারিবা। আর ভাল বৃক্ষেতে
কখনো মন্দ ফল ধরে না, এবং মন্দ বৃক্ষেতে ভাল
৪৪ ফল ধরে না। স্ব২ ফলদ্বারাতেই প্রত্যেক বৃক্ষকে চেনা

যায়; কণ্টক বৃক্ষহইতে কেহ ডুম্বুর ফল পাড়ে না, এবং শ্যাকুলের বৃক্ষহইতেও কেহ দ্রাক্ষা ফল পাড়ে না। ভা- ৪৫ ল মনুষ্য আপন অন্তঃকরণরূপ ভাল ভাণ্ডারহইতে ভাল দ্রব্য বাহির করে; এবং মন্দ মনুষ্য আপন অন্তঃকরণ-রূপ মন্দ ভাণ্ডারহইতে মন্দ দ্রব্য বাহির করে; যেহে-তুক অন্তঃকরণের পূর্ণভাবানুসারে মুখহইতে বাক্য নি-র্গত হয়।

অপর আমার আজ্ঞা পালন না করিয়া আমাকে কে- ৪৬ ন প্রভুঃ করিয়া বল? যে কেহ আমার নিকটে আসি- ৪৭ য়া আমার কথা শুনিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করে, সে কা-হার সদৃশ হয়, তাহা তোমাদিগকে জানাই। যে ব্যক্তি ৪৮ গভীর খনন করিয়া পাষাণে ভিত্তি প্রস্তুত করিয়া আপ-ন গৃহ নির্ম্মাণ করে, এমন লোকের সহিত তাহার তুল-না হয়; কেননা বন্যা আসিয়া তাহার মূলে বেগেতে স্রোত বহাইলেও সে গৃহ হেলাইতে পারে না; কারণ তাহার ভিত্তি পাষাণের উপরে থাকে। কিন্তু যে কেহ ৪৯ আমার কথা শুনিয়া পালন না করে, সে পত্তন ব্যতি-রেকে মৃত্তিকার উপরে গৃহ নির্ম্মাণকারি লোকের সমান হয়; কেননা বন্যা আসিয়া তাহার মূলে বেগেতে স্রোত বহাইলে সে গৃহ পড়িয়া যায়, ও তাহার ঘোরতর প-তন হয়।

৭ অধ্যায়।

১ শতসেনাপতির দাসকে অসাক্ষাতে সুস্থ করণ ১১ ও বিধবার মৃত পুত্রকে প্রাণ দান ১৮ ও যোহনের প্রতি খ্রীষ্টের সম্বাদ ২৪ ও যো-হনের বিষয়ে খ্রীষ্টের সাক্ষ্য ৩৬ ও পাপি স্ত্রীর পাপক্ষমা করণ।

পরে তিনি লোকদের কর্ণগোচরে ঐ সকল উপদেশ ১ সমাপ্ত করিয়া কফর্নাহূম নগরে প্রবেশ করিলেন। সেই ২

সময়ে শতসেনাপতির এক জন প্রিয় দাস মৃতবৎ পী-
৩ ড়িত হওয়াতে ঐ সেনাপতি যীশুর সম্বাদ শুনিয়া দাস-
কে সুস্থ করিবার নিমিত্তে তাঁহার আগমনার্থে বিনয় ক-
রিতে যিহূদীয়দের কএক জন প্রাচীনকে পাঠাইয়া দিল।
৪ তাহারা যীশুর নিকটে উপস্থিত হইয়া একান্তরূপে বি-
নতি করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি যাহাকে এই অনুগ্রহ
৫ করিবা, সে এমত যোগ্যপাত্র বটে, কেননা সে আমা-
দের বংশীয় লোককে ভাল বাসে, এবং আমাদের এ-
৬ খানকার ভজনালয়ও নির্ম্মাণ করাইল। তাহাতে যীশু
তাহাদের সঙ্গে গমন করিয়া বাটীর নিকটে উপস্থিত হ-
ইলে ঐ শতসেনাপতি বন্ধুলোকদ্বারা তাঁহার নিকটে ক-
হিয়া পাঠাইল, হে প্রভো, আপনাকে ব্যামোহ দিবেন
না; আপনি যে আমার গৃহমধ্যে পদার্পণ করেন, আমি
৭ এমত যোগ্যপাত্র নহি, বরঞ্চ আমি আপনকার নিকটে
যাইতেও আপনাকে অযোগ্য বুঝিলাম; আপনি কথা-
মাত্র আজ্ঞা করুন, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে।
৮ যেহেতুক আমি আপনি পরাধীন হইলেও আমার অ-
ধীন যে সেনাগণ আছে, তাহাদের এক জনকে যাও
বলিলে সে যায়, এবং অন্যকে আইস বলিলে সে আ-
ইসে, আর আমার নিজ দাসকে 'এই কর্ম্ম কর' বলিলে
৯ সে তাহাই করে। যীশু তাহার এই কথা শুনিয়া আ-
শ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তি
লোকদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে কহি, ইস্রা-
১০ য়েল্ বংশের মধ্যেও এমন বিশ্বাস পাইলাম না। পরে
ঐ (সেনাপতির) প্রেরিত লোকেরা গৃহে ফিরিয়া গিয়া
সেই পীড়িত দাসকে সুস্থ দেখিল।

১১ পরদিবসে তিনি নায়িন্ নামক নগরে গমন করিলেন,

এবং তাঁহার অনেক শিষ্য ও অন্যং অনেকেই তাঁহার সঙ্গে গেল। অপর সেই নগরদ্বারের নিকটে উপস্থিত ১২ হইলে কোন বিধবা স্ত্রীলোকের যে এক পুত্র মাত্র ছিল, কতক লোক তাহার মৃত শরীরকে বহিয়া নগরের বাহিরে যাইতেছিল, এবং তাহার মাতার সঙ্গে তন্নগরীয় অনেকং লোক ছিল। প্রভু তাহাকে দেখিয়া সদয় ১৩ হইয়া কহিলেন, কান্দিও না। এবং নিকটে গিয়া খাট ১৪ স্পর্শ করিলেন; তাহাতে বাহকেরা স্থগিত হইয়া দাঁড়াইলে তিনি কহিলেন, হে যুব মানুষ, উঠ, আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি। তাহাতে সেই মৃত ব্যক্তি ১৫ উঠিয়া কথা কহিতে লাগিল; পরে যীশু তাহার মাতার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন। তাহাতে সকলে শঙ্কিত ১৬ হইল, আর আমাদের মধ্যে এক মহাভবিষ্যদ্বক্তার উদয় হইল, এবং ঈশ্বর আপন লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এ কথা কহিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল। পরে ১৭ সমুদয় যিহূদা দেশে এবং তাহার চতুর্দ্দিক প্রদেশে তাঁহার এই সুখ্যাতি ব্যাপিল।

অনন্তর যোহনের শিষ্যগণ যোহনকে এই সকল সমা- ১৮ চার জ্ঞাত করিলে সে আপনার দুই জন শিষ্যকে ডা- ১৯ কিয়া যীশুর নিকটে এমন কহিতে পাঠাইল, যাঁহার আগমনের অপেক্ষাতে আছি, তুমি কি সেই জন? কি আমরা অন্যের অপেক্ষাতে থাকিব? পরে সেই মনুষ্যে- ২০ রা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, যাঁহার আগমনের অপেক্ষাতে আছি, তুমি কি সেই জন? কি আমরা অন্যের অপেক্ষাতে থাকিব? যোহন বাপ্তাইজক আমাদের দ্বারা আপনকার কাছে এ কথা কহিয়া পাঠাইল। যীশু সেই দণ্ডে রোগ ও মহাব্যাধি ও দুষ্ট ২১

২২ ভূতগ্রস্ত অনেককে সুস্থ করিয়া, অন্ধকে চক্ষু দিয়া উত্তর করিলেন, তোমরা যাও, এবং এই যে সকল দেখিতেছ ও শুনিতেছ, তাহার সম্বাদ যোহনকে দেও। দেখ, অন্ধেরা দেখিতেছে, ও খঞ্জেরা চলিতেছে, ও কুষ্ঠিরা পরিষ্কৃত হইতেছে, ও বধিরেরা শ্রবণ করিতেছে, ও মৃতেরা উত্থাপিত হইতেছে, ও দরিদ্রদের নিকটে সুসমাচার প্রচার
২৩ হইতেছে; এবং আমি যাহার বিঘ্নস্বরূপ না হই, সেই ধন্য।

২৪ যোহনের ঐ দূতগণ প্রস্থান করিলে পর তিনি যোহনের বিষয়ে লোকসমূহকে কহিতে লাগিলেন, তোমরা প্রান্তরের মধ্যে কি দেখিতে বাহিরে গিয়াছিলা? কি বায়ুক-
২৫ ম্পিত নল? তোমরা কি দেখিতে বাহিরে গিয়াছিলা? কি সূক্ষ্মবস্ত্র পরিহিত কোন মনুষ্যকে? দেখ, যাহারা শুভ্রবর্ণ বস্ত্র পরিধান করে এবং উপাদেয় সামগ্রী ভোজন
২৬ করে, তাহারা রাজধানীতে থাকে। তবে তোমরা কি দেখিতে বাহিরে গিয়াছিলা? কি এক জন ভবিষ্যদ্বক্তাকে? তাহাই বটে, বরঞ্চ সে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বক্তাহইতেও শ্রেষ্ঠ, ইহা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি।
২৭ "দেখ, আমি আপন দূতকে তোমার অগ্রে প্রেরণ করি-"লে সে তোমার অগ্রে যাইয়া পথ প্রস্তুত করিবে;" যাহার বিষয়ে এই কথা লিখিত আছে, সে এই যোহন।
২৮ অতএব তোমাদিগকে কহিতেছি, স্ত্রীলোকের গর্ব্ভজাত ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের মধ্যে যোহন বাপ্তাইজকহইতে কেহই শ্রেষ্ঠ নহে; তথাপি ঈশ্বরের রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র
২৯ যে ব্যক্তি, সে তাহাহইতেও শ্রেষ্ঠ হয়; আর লোক সকল ও করসঞ্চয়কারিবর্গ বাক্য শ্রবণ করিয়া যোহনের বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হইয়া পরমেশ্বরকে নির্দ্দোষ ক-

রিয়া মানিল; কিন্তু ফিরূশিরা এবং ব্যবস্থাপকেরা তাহা- ৩০
দ্বারা বাপ্তাইজিত না হইয়া আপনাদের প্রতি ঈশ্বরের
উপদেশ নিষ্ফল করিল। পরে প্রভু কহিলেন, কাহার ৩১
সঙ্গে এই বর্ত্তমান কালের লোকদের তুলনা দিব? এবং
তাহারা কাহার সদৃশ হয়? যে বালকেরা বাজারে ৩২
উপবিষ্ট হইয়া আপন২ সঙ্গিগণকে ডাকিয়া কহে, আ-
মরা তোমাদের নিকটে বাঁশী বাজাইলাম, কিন্তু তো-
মরা নৃত্য করিলা না; এবং তোমাদের নিকটে বিলাপ
করিলাম, কিন্তু তোমরা রোদন করিলা না, এমন বাল-
কদের সহিত তাহাদের তুলনা হয়। কেননা যোহন ৩৩
বাপ্তাইজক আসিয়া রুটী খাইল না এবং দ্রাক্ষারসও
পান করিল না, তাহাতে তোমরা বলিয়া থাক, সে ভূত-
গ্রস্ত। পরে মনুষ্যপুত্র আসিয়া ভোজন পান করিলেন, ৩৪
তাহাতে বলিয়া থাক, দেখ, এ এক জন ভোক্তা ও
মদ্যপ, এবং চণ্ডাল ও পাপিলোকদের বন্ধু। কিন্তু ৩৫
জ্ঞানি সকল জ্ঞানের ব্যবহার নির্দ্দোষ জানে।

পরে এক জন ফিরূশী যীশুকে ভোজনের নিমন্ত্রণ ৩৬
করিলে তিনি তাহার গৃহেতে প্রবেশ করিয়া ভোজনে
বসিলেন। এমন সময়ে ঐ ফিরূশির গৃহে তিনি ভোজ- ৩৭
নে উপবিষ্ট হইয়াছেন, তাহা শুনিতে পাইয়া তন্নগর-
নিবাসী কোন দুষ্ট স্ত্রীলোক এক শ্বেত প্রস্তরের কৌ-
টায় সুগন্ধি তৈল লইয়া তাঁহার পশ্চাতে চরণের নিকটে ৩৮
দাঁড়াইল, এবং রোদন করিতে২ নেত্রজলদ্বারা তাঁহার
পাদপ্রক্ষালন করিয়া নিজ মস্তকের কেশদ্বারা মুছাইল,
এবং তাঁহার চরণ চুম্বন করিয়া সেই সুগন্ধি তৈল
মাখাইতে লাগিল। তাহাতে ঐ নিমন্ত্রণকারি ফিরূশী ৩৯
মনে২ ভাবিল, ইনি যদি ভবিষ্যদ্বক্তা হইতেন, তবে

ইহাঁকে স্পর্শ করিতেছে যে স্ত্রী, সে কে এবং কি প্রকার লোক, তাহা অবশ্য জানিতে পারিতেন, কেননা সে দুষ্টা
৪০ আছে। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, ও হে শিমোন, তোমাকে আমার কিছু বক্তব্য আছে; তাহাতে সে
৪১ কহিল, হে গুরো, তাহা বলুন। এক মহাজনের দুই জন ঋণী ছিল; তাহার মধ্যে এক জন পাঁচ শত সিকি, ও
৪২ অন্য জন পঞ্চাশ সিকি ধারিত; পরে তাহাদের পরিশোধ করিবার সঙ্গতি না থাকাতে সে ঐ দুই জনের ঋণ ক্ষমা করিল; তাহাতে ঐ দুই জনের মধ্যে কে
৪৩ তাহাকে অধিক প্রেম করিবে? তাহা বল। শিমোন উত্তর করিল, আমার বোধ হয়, যাহার অধিক ঋণ ক্ষমা করিল; পরে যীশু তাহাকে কহিলেন, তুমি যথার্থ বিচার
৪৪ করিলা। পরে সেই স্ত্রীলোকের প্রতি ফিরিয়া শিমোনকে কহিলেন, এই স্ত্রীকে দেখিতেছ? আমি তোমার গৃহে আইলে তুমি আমার পাদ প্রক্ষালনার্থে জল দিলা না, কিন্তু এই স্ত্রী নেত্রজল দিয়া আমার পাদ প্রক্ষালন
৪৫ করিয়া মস্তকের কেশদ্বারা মুছাইয়া দিল। এবং তুমি আমাকে চুম্বন করিলা না, কিন্তু এই স্ত্রী আপন আগমন
৪৬ অবধি আমার চরণ চুম্বন করিতে নিরস্তা হয় নাই। আর তুমি আমার মস্তকেও কিছু তৈল মর্দ্দন করিলা না, কিন্তু এই স্ত্রী সুগন্ধি তৈল লইয়া আমার চরণে মর্দ্দন করিল।
৪৭ অতএব তোমাকে কহিতেছি, ইহার অধিক পাপ ক্ষমা হইল, এই জন্যে অধিক প্রেম করিতেছে; কিন্তু যাহার
৪৮ অল্প পাপ ক্ষমা করা যায়, সে অল্প প্রেম করে। পরে তিনি সে স্ত্রীকে কহিলেন, তোমার পাপ ক্ষমা হইল।
৪৯ তখন যাহারা তাঁহার সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিল, তাহারা মনে২ ভাবিতে লাগিল, এই যে পাপক্ষমা করিতেছে,

এ কে? কিন্তু তিনি সে স্ত্রীকে কহিলেন, তোমার বি- ৫০
শ্বাসতোমাকে পরিত্রাণ করিল; কুশলে প্রস্থান কর।

৮ অধ্যায়।

১ নগরে২ খ্রীষ্টের ভ্রমণ ৪ ও বীজবাপকের দৃষ্টান্ত কথা ৯ ও তা-
হার তাৎপর্য্য ১৬ ও প্রদীপের দৃষ্টান্ত ১৯ ও কুটুম্বের লক্ষণ ২২ ও
ঝড়কে স্থির করণ ২৬ ও ভূতগণকে ছাড়াওন ৪০ ও খ্রীষ্টকে গ্রাহ্য
করণ ৪১ ও প্রদররোগীকে সুস্থ করণ ৪৯ ও অধ্যক্ষের মৃত কন্যাকে
প্রাণ দান।

অপর যীশু নগরে২ ও গ্রামে২ ভ্রমণ করিতে২ ঈশ্ব- ১
রের রাজত্বের সুসমাচার প্রচার করিতে লাগিলেন, এবং
দ্বাদশ শিষ্য তাঁহার সঙ্গে ছিল। এবং যে অনেক স্ত্রী- ২
লোক নিজ সংস্থান ব্যয় করিয়া তাঁহার সেবা করিত,
তাহারা বিশেষতঃ মরিয়ম অর্থাৎ যাহাকে মগ্‌দলীনী
বলে ও যাহাহইতে সাত ভূত বহির্গত হইয়াছিল, আর ৩
হেরোদ রাজার গৃহাধ্যক্ষ হোষির ভার্য্যা যোহানা, এবং
শোশন্না প্রভৃতি যাহারা মন্দ ভূত ও রোগহইতে মুক্তা
হইয়াছিল, এই সকলে তাঁহার সঙ্গে ছিল।

অনন্তর নানা নগরহইতে অনেক২ লোক আসিয়া তাঁ- ৪
হার নিকটে একত্র হইলে তিনি তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্ত
কথা কহিলেন। এক জন বীজবাপক বীজ বপন করিতে ৫
গেলে, বপনের সময়ে কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল,
তাহাতে তাহা পদতলে দলিত হইল, ও আকাশের প-
ক্ষিগণ তাহা খুঁটিয়া খাইল। আর কতক বীজ পাষাণ- ৬
স্থলে পড়িল, তাহাতে তাহার অঙ্কুর হইয়া উঠিল বটে,
কিন্তু রসের অভাব প্রযুক্ত শুষ্ক হইয়া গেল। আর কতক ৭
বীজ কন্টকবনের মধ্যে পড়িল, তাহাতে কন্টক সকল
সঙ্গে২ বাড়িয়া তাহা গ্রাসিয়া রাখিল। আর কতক ৮
বীজ উর্ব্বরা ভূমিতে পড়িল, তাহাতে তাহার অঙ্কুর বৃদ্ধি

পাইয়া শত গুণ ফলেতে ফলবান হইয়া উঠিল। এই কথা বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে সে শুনুক।

৯ পরে শিষ্যগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ঐ দৃষ্টান্তের ১০ তাৎপর্য্য কি? তাহাতে তিনি কহিলেন, ঈশ্বরের রাজত্বের নিগূঢ় কথা জানিবার ক্ষমতা তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে; কিন্তু অন্যেরা যেন দেখিয়াও না দেখে, এবং শুনিয়াও না বুঝে, এই জন্যে তাহাদের নিকটে দৃষ্টান্ত- ১১ দ্বারা সেই সকল কথা কহা যাইতেছে। ঐ দৃষ্টান্তের ১২ ভাব এই; ঈশ্বরের কথা বীজস্বরূপ। আর পথের পার্শ্বে বীজ পড়িল, তাহার অর্থ এই; কোন২ লোক কথা শ্রবণমাত্র করে, পরে তাহারা বিশ্বাস করিয়া যেন পরিত্রাণ না পায়, এই আশয়ে শয়তান আসিয়া তাহাদের ১৩ মনহইতে সেই কথা হরণ করিয়া লয়। আর পাষাণস্থলে বীজ পড়িল, তাহার অর্থ এই; কোন২ লোক কথা শুনিবামাত্র আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করে, কিন্তু মূল না ধরাতে কিছু কালমাত্র প্রত্যয় করিয়া পরীক্ষার সময়ে ১৪ পতিত হয়। আর কণ্টকবনের মধ্যে বীজ পড়িল, তাহার অর্থ এই; কোন২ লোক কথা শুনিলে পর ক্রমে২ বিষয় চিন্তাতে কি ধনলোভেতে কি ঐহিক সুখেতে মগ্ন ১৫ হইয়া উপযুক্ত ফলে ফলবান হয় না। আর উর্ব্বরা ভূমিতে বীজ পড়িল, তাহার অর্থ এই; কোন২ লোক কথা শ্রবণ করিয়া সরল ও শুদ্ধান্তঃকরণে তাহা পালন করে, এবং ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ফল উৎপন্ন করে।

১৬ আর প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ পাত্র দিয়া ঢাকে না, এবং খট্টার নীচেও রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই ১৭ রাখে; তাহাতে প্রবেশকারিরা দীপ্তি পায়। প্রকাশ

পাইবে না, এমন গুপ্ত কিছুই নাই; এবং জ্ঞাত ও প্রচারিত হইবে না, এমন লুক্কায়িত কিছুই নাই। অত- ১৮ এব তোমরা যে প্রকার শুনিতেছ, তদ্বিষয়ে সাবধান; যাহার কাছে বাড়ে, তাহাকে আরও দত্ত হইবে; কিন্তু যাহার কাছে বাড়ে না, তাহার বোধেতে যে যৎকিঞ্চিৎ আছে, তাহাও তাহার নিকটহইতে নীত হইবে।

অপর যীশুর মাতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহার নিকটে আ- ১৯ ইল, কিন্তু জনতাপ্রযুক্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিল না। পরে তোমার মাতা এবং ভ্রাতারা তো- ২০ মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছাতে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, এই সম্বাদ তাঁহাকে দত্ত হইলে তিনি ২১ উত্তর করিলেন, যাহারা ঈশ্বরের কথা শুনিয়া পালন করে, তাহারাই আমার মাতা এবং ভ্রাতৃগণ।

পরে যীশু এক দিন শিষ্যগণের সহিত নৌকারোহণ ২২ করিয়া কহিলেন, আইস, আমরা হ্রদের ওপারে যাই; তাহাতে তাহারা প্রস্থান করিল, কিন্তু যাইতে২ তিনি নিদ্রিত হইলেন। তখন অকস্মাৎ একটি প্রবল ঝড় হ্রদে ২৩ উপস্থিত হওয়াতে নৌকা ঢেউতে আচ্ছন্ন হইলে তাহারা বিপদ্‌গ্রস্ত হইল। তাহাতে তাহারা যীশুর নিকটে ২৪ গিয়া তাঁহাকে জাগ্রৎ করিয়া কহিল, হে গুরো২ আমাদের প্রাণ যায়। তখন তিনি উঠিয়া বাতাসকে ও জলের তরঙ্গকে তর্জ্জন করিলেন, তাহাতে উভয়ই নিবৃত্ত হইয়া নিথর হইল। এবং তিনি তাহাদিগকে ক- ২৫ হিলেন, তোমাদের বিশ্বাস কোথায়? তাহাতে তাহারা ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর কহিল, আঃ, ইনি কেমন মানুষ! বাতাসকে ও জলকে আজ্ঞা দিলে তাহারাও ইহাঁর আজ্ঞা মানে!

২৬ পরে গালীল প্রদেশের সম্মুখস্থ গিদেরীয় প্রদেশে
২৭ নৌকা লাগিলে পর, তিনি তটে নামিবামাত্র বহুকাল
ভূতগ্রস্ত এক জন নগরহইতে আসিয়া তাঁহার সহিত সা-
ক্ষাৎ করিল; সে মনুষ্য বস্ত্র পরিধান করিত না, ও
গৃহেতে বাস না করিয়া কেবল কবরস্থানেতে থাকিত।
২৮ যীশুকে দেখিবামাত্র সে চীৎকার শব্দ করিল, এবং তাঁ-
হার সম্মুখে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে সর্ব্বোপরিস্থ
ঈশ্বরের পুত্র যীশু, তোমার সহিত আমার সম্পর্ক কি?
২৯ তোমাকে বিনতি করি, আমাকে যন্ত্রণা দিও না। কা-
রণ তিনি সে মনুষ্যকে ছাড়িয়া যাইতে অপবিত্র ভূতকে
আজ্ঞা দিয়াছিলেন; ঐ ভূত সে মনুষ্যকে বার২ ধরা-
তে সে শৃঙ্খল ও বেড়ীদ্বারা বদ্ধ হইয়া রক্ষিত হইলেও
বন্ধন ছিঁড়িয়া ভূতের বশেতে প্রান্তরের মধ্যে আকৃষ্ট
৩০ হইত। পরে যীশু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তো-
মার নাম কি? তাহাতে সে উত্তর করিল, আমার নাম
বাহিনী, যেহেতুক অনেক ভূত তাহাকে আশ্রয় করিয়া-
৩১ ছিল। পরে ভূতগণ বিনয় করিয়া কহিল, আমাদিগকে
৩২ গভীর গর্ত্তে যাইতে আজ্ঞা দিও না। ঐ সময়ে নিক-
টস্থ পর্ব্বতের পার্শ্বে এক বৃহৎ শূকরপাল চরিতেছিল;
তাহাতে ভূতগণ বিনতি করিয়া কহিল, ঐ শূকরপালে
আশ্রয় লইতে আমাদিগকে অনুমতি দেও; তাহাতে তি-
৩৩ নি অনুমতি করিলেন। পরে ভূতগণ সেই মনুষ্যহইতে
বহির্গত হইয়া শূকরদিগের আশ্রয় লইল, তাহাতে শূক-
রপাল গড়ান স্থান দিয়া মহাবেগে দৌড়িয়া হ্রদের মধ্যে
৩৪ (পড়িয়া) প্রাণত্যাগ করিল। তাহা দেখিয়া শূকরপাল-
কেরা পলায়ন করিয়া নগরে ও পল্লীগ্রামে গিয়া ঐ
৩৫ বৃত্তান্ত কহিল। তাহাতে কি হইল, তাহা দেখিবার

নিমিত্তে লোকেরা বহির্গত হইল, এবং যীশুর নিকটে উপস্থিত হইয়া ভূতহইতে পরিত্যক্ত সেই মনুষ্যকে বস্ত্রান্বিত ও সচেতন মানুষের ন্যায় যীশুর চরণের নিকটে উপবিষ্ট দেখিয়া ভয় পাইল। এবং যাহারা সে ভূত- ৩৬ গ্রস্ত মনুষ্যের সুস্থ হওনের বিষয় দেখিয়াছিল, তাহারা তাহাদিগকে সমস্ত বিবরণ কহিল। পরে সেই গিদেরীয় ৩৭ প্রদেশের চতুর্দ্দিকস্থ অনেক২ লোক অতি ত্রাসযুক্ত হইয়া তাঁহাকে বিনয় করিয়া বলিল, আপনি আমাদের নিকটহইতে প্রস্থান করুন; তাহাতে তিনি নৌকারোহণ করিয়া তথাহইতে ফিরিয়া গেলেন। তখন ভূতহইতে ৩৮ পরিত্যক্ত মনুষ্য তাঁহার সঙ্গে থাকিতে প্রার্থনা করিল; কিন্তু তোমার নিমিত্তে ঈশ্বর কেমন মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন, বাটীতে গিয়া তাহা জানাও, যীশু এ কথা কহিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। তাহাতে সে প্রস্থান করিয়া ৩৯ তাহার জন্যে যীশু কেমন মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা নগরের সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতে লাগিল।

পরে যীশু ফিরিয়া আইলে লোকেরা তাঁহাকে গ্রাহ্য ক- ৪০ রিল, যেহেতুক তাহারা সকলে তাঁহার অপেক্ষাতে ছিল।

অনন্তর যায়ীর্ নামে ভজনালয়ের এক জন অধ্যক্ষ ৪১ আসিয়া যীশুর চরণে পড়িয়া আপন বাটীতে আসিতে তাঁহাকে বিনয় করিল; কারণ তাহার দ্বাদশ বৎসরের ৪২ একটি কন্যামাত্র ছিল, সে মৃতকল্পা হইয়াছে। তাহাতে তাঁহার গমন সময়ে পথে লোকেরা তাঁহার উপরে চাপাচাপি করিল। এবং দ্বাদশ বৎসর প্রদর রোগগ্রস্ত ৪৩ এবং নানা বৈদ্যের নিকটে চিকিৎসা করাইয়া সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া কাহারো দ্বারা সুস্থ হইতে পারে নাই, এমন এক স্ত্রীলোক যীশুর পশ্চাদ্দিগে আসিয়া তাঁহার ৪৪

বস্ত্রের থোপ স্পর্শ করিল; তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার
৪৫ রক্তস্রব বদ্ধ হইল। তখন যীশু কহিলেন, কে আমাকে
স্পর্শ করিল? তাহাতে অনেকেই অস্বীকার করিলে
পিতর ও তাহার সঙ্গিরা বলিল, হে গুরো, লোক সকল
চাপাচাপি করিয়া আপনকার গাত্রের উপরে পড়িতেছে,
তথাপি কে আমাকে স্পর্শ করিল? ইহা আপনি কেন
৪৬ বলিতেছেন? যীশু কহিলেন, আমাকে কেহ স্পর্শ ক-
রিল, কেননা আমাহইতে শক্তি নির্গত হইল, আমি ইহা
৪৭ নিশ্চয় জানিলাম। তখন ঐ স্ত্রীলোক আপনি গুপ্তা
নহে, ইহা বুঝিয়া কাঁপিতে২ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া
পড়িল; এবং কি নিমিত্তে তাঁহাকে স্পর্শ করিল, এবং
স্পর্শ করিবামাত্র কি প্রকারে সুস্থ হইল, তাহা সকল
৪৮ লোকের সাক্ষাতে বলিল। তাহাতে তিনি তাহাকে ক-
হিলেন, হে কন্যে, সুস্থিরা হও, তোমার বিশ্বাস তো-
মাকে সুস্থা করিল; তুমি কুশলে যাও।

৪৯ যীশুর এই কথা কহন সময়ে অধ্যক্ষের বাটীহইতে
কোন লোক আসিয়া তাহাকে কহিল, তোমার কন্যা
৫০ মরিল; গুরুকে ব্যামোহ দিও না। কিন্তু যীশু তাহা
শুনিয়া তাহাকে কহিলেন, ভয় করিও না, কেবল বিশ্বাস
৫১ কর, তাহাতে সে বাঁচিবে। পরে তিনি তাহার বাটীতে
উপস্থিত হইলে, পিতর ও যাকূব ও যোহন এবং কন্যার
মাতা পিতা ব্যতিরেকে আর কাহাকেও প্রবেশ করিতে
৫২ দিলেন না। আর যাহারা রোদন ও বিলাপ করিতেছিল,
ঐ সকলকে কহিলেন, তোমরা কান্দিও না; কন্যা মরে
৫৩ নাই, নিদ্রিতা আছে। কিন্তু তাহার মরণ নিশ্চয় জা-
৫৪ নিয়া তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিল। পরে তিনি
সকলকে বাহির করিয়া কন্যার হস্ত ধরিয়া ডাকিয়া কহি-

লেন, হে কন্যে, উঠ; তাহাতে তাহার প্রাণ পুনশ্চ ৫৫ আগত হওয়াতে সে তৎক্ষণাৎ উঠিল। তখন তাহাকে কিছু আহার দিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে তাহার ৫৬ পিতা মাতা বিস্ময়াপন্ন হইল; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, এই কথা কাহাকেও কহিও না।

৯ অধ্যায়।

১ শিষ্যদিগকে প্রেরণ করণ ৭ ও খ্রীষ্টকে দেখিতে হেরোদের ইচ্ছা ১০ ও পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্যদ্বারা পাঁচ সহস্র লোককে ভোজন করাওন ১৮ ও খ্রীষ্টের নির্ণয় ২৩ ও খ্রীষ্টের উপদেশ ২৮ ও তাঁহার মূর্ত্ত্যন্তর হওন ৩৭ ও ভূতগ্রস্ত বালককে সুস্থ করণ ৪৬ ও নম্র হওনের উপদেশ ৪৯ ও সকলের প্রতি অনুগ্রহ করণের আবশ্যকতা ৫১ ও শোমিরোণীয়দের দ্বারা খ্রীষ্টের অগ্রাহ্য হওন ৫৭ ও চঞ্চল লোকদের প্রতি খ্রীষ্টের উপদেশ কথা।

পরে তিনি দ্বাদশ শিষ্যকে ডাকিয়া ভূতগণ ছাড়াইতে ১ এবং রোগের প্রতিকার করিতে তাহাদিগকে শক্তি ও কর্ত্তৃত্ব দিলেন। আর ঈশ্বরের রাজত্বের সুসমাচার ২ প্রকাশ করিতে এবং রোগিদিগকে সুস্থ করিতে তাহাদিগকে প্রেরণ করিবার সময়ে কহিলেন, যাত্রার নি- ৩ মিত্তে যষ্টি কিম্বা ঝুলী কিম্বা খাদ্য কিম্বা টাকা কিম্বা দ্বিতীয় বস্ত্র, ইহার কিছুই সঙ্গে লইও না। আর তো- ৪ মরা যে বাটীতে প্রবেশ কর, সেই স্থানে থাক; পরে সেই স্থানহইতে প্রস্থান কর। তাহাতে যদি কোন লো- ৫ কেরা তোমাদিগকে অতিথি না করে, তবে সে নগরহইতে গমন সময়ে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণার্থে তোমাদের পদধূলি ঝাড়িয়া দেও। পরে তাহারা প্রস্থান ক- ৬ রিয়া সর্ব্বত্র সুসমাচার প্রকাশ করিতে এবং পীড়িতদিগকে সুস্থ করিতে গ্রামে২ ভ্রমণ করিতে লাগিল।

৭ ইতোমধ্যে হেরোদ রাজা যীশুর সকল কর্ম্মের সংবাদ পাইয়া বড় উদ্বিগ্ন হইল। কারণ কোন২ লোক বলিল,
৮ যোহন কবরহইতে উঠিল; আর কেহ২ কহিল, এলিয় দর্শন দিল; এবং অন্য২ লোক বলিল, পূর্ব্বকালীয় ভ-
৯ বিষ্যদ্বক্তৃগণের এক জন কবরহইতে উঠিল। হেরোদ কহিল, আমি যোহনের মস্তক ছেদন করিয়াছি, কিন্তু যাহার এমন কর্ম্মের সংবাদ পাইতেছি সে কে? তাহাতে সে তাঁহাকে দেখিতে সচেষ্ট হইল।

১০ অনন্তর প্রেরিতেরা প্রত্যাগমন করিয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহা যীশুকে কহিলে পর তিনি বৈৎসৈদা নগরের (নিকটস্থ) এক নিভৃত স্থানে তাহাদিগকে গো-
১১ পনে লইয়া গেলেন। পরে লোকেরা তাহা জানিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলে তিনি তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিয়া ঈশ্বরের রাজত্বের প্রসঙ্গ কহিলেন, এবং যাহাদের চিকিৎসাতে প্রয়োজন ছিল, তাহাদিগকে সুস্থ
১২ করিলেন। অপর দিবা অবসান হইলে দ্বাদশ শিষ্য তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, আমরা এখানে প্রান্তরস্থানে আছি, অতএব নগরে২ ও গ্রামে২ গিয়া বাসস্থান লইয়া খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিতে লোকসমূহকে বিদায়
১৩ করুন। তখন তিনি কহিলেন, তোমরাই তাহাদিগকে ভোজন করাও; তাহাতে তাহারা বলিল, আমাদের নিকটে কেবল পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্য আছে, অতএব স্থানান্তরে যাইয়া এই লোকসমূহের নিমিত্তে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় না করিলে হয় না; যেহেতুক তাহারা প্রায় পঞ্চ
১৪ সহস্র পুরুষ ছিল। তখন তিনি শিষ্যদিগকে কহিলেন,
১৫ পঞ্চাশ২ জন করিয়া তাহাদিগকে সারি২ বসাও। তা-
১৬ হাতে তাহারা তদনুসারে সকলকে বসাইলে পর তিনি

সেই পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্য লইয়া স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া লোকদিগকে পরিবেষণ করিতে শিষ্যদিগকে দিলেন। ১৭ তাহাতে সকলেই ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইল, এবং অবশিষ্ট খাদ্য কুড়াইলে বারো ডালি হইল।

১৮ পরে এক দিন নির্জ্জনে শিষ্যগণের সহিত প্রার্থনা করণ সময়ে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে, এ বিষয়ে লোকেরা কি বলে? ১৯ তাহাতে তাহারা কহিল, প্রায় সকলে বলে, তুমি যোহন বাপ্তাইজক; কিন্তু কেহ২ বলে, তুমি এলিয়; ও কেহ২ বলে, পূর্ব্বকালীয় ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের এক জন কবরহইতে উঠিল। ২০ তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, কিন্তু আমি কে, এ বিষয়ে তোমরা কি বল? তাহাতে পিতর উত্তর করিল, তুমি ঈশ্বরের অভিষিক্ত ব্যক্তি। ২১ তখন তিনি তাহাদিগকে দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, এ কথা কাহাকেও কহিও না। ২২ তিনি আরো কহিলেন, মনুষ্যপুত্রকে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এবং প্রাচীন লোক ও প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া হত হইতে হইবে; আর তৃতীয় দিবসে কবরহইতে উঠিতে হইবে।

২৩ আর তিনি সকলকে কহিলেন, কেহ যদি আমার পশ্চাদ্গামী হইতে বাঞ্ছা করে, তবে সে আপনাকে দমন করুক, এবং দিনে২ আপন ক্রুশ তুলিয়া লইয়া আমার পশ্চাৎ আইসুক। ২৪ কেননা যে কেহ নিজ প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে; কিন্তু যে কেহ আমার নিমিত্তে প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে। ২৫ এবং কেহ যদি সমুদয় জগৎ প্রাপ্ত হইয়া আপন প্রাণ

২৬ হারায় ও বিনষ্ট হয়, তবে তাহার কি লাভ ? আর যে কেহ আমাকে কিম্বা আমার কথাকে লজ্জাস্পদ জ্ঞান করে, মনুষ্যপুত্র যখন আপনার ও পিতার এবং পবিত্র দূতগণের প্রভাবে আসিবেন, তখন তিনিও সেই
২৭ ব্যক্তিকে লজ্জাস্পদ জ্ঞান করিবেন। কিন্তু আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজত্ব না দেখিলে মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না, এই স্থানে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের মধ্যে এমন কএক লোক আছে।

২৮ এই প্রসঙ্গ কহনের পর প্রায় আট দিন বিলম্বে তিনি পিতরকে ও যোহনকে ও যাকূবকে সঙ্গে লইয়া
২৯ প্রার্থনা করণার্থে এক পর্ব্বতারোহণ করিলেন। পরে তাঁহার প্রার্থনা করণ সময়ে তাঁহার মুখের আকৃতি অন্যরূপ হইল, এবং তাঁহার বস্ত্র উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ হইল।
৩০ আর মূসা এবং এলিয় এই দুই জন তেজ বিশিষ্ট
৩১ দৃষ্ট হইয়া যিরূশালম নগরে তিনি যে মৃত্যু সাধন করিবেন, তদ্বিষয়ের কথাবার্ত্তা তাঁহার সহিত করিতে লা-
৩২ গিল। কিন্তু পিতর ও তাহার সঙ্গিরা নিদ্রাকর্ষিত ছিল, পরে জাগৃত হইয়া তাঁহার তেজ এবং তাঁহার সহিত
৩৩ দণ্ডায়মান সেই দুই জনকে দেখিল। পরে সে দুই জনের গমনকালে পিতর যীশুকে কহিল, হে গুরো, আমাদের এ স্থানে থাকা ভাল; অতএব আপনকার জন্যে এক, ও মূসার জন্যে এক, ও এলিয়ের জন্যে এক, এই তিনটা কুটীর নির্ম্মাণ করি; সে বিবেচনা না ক-
৩৪ রিয়া এ কথা কহিল। অপর এই কথা কহিবার সময়েতে এক মেঘ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ছায়া করিল; তাহাতে ঐ দুই জন তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহারা
৩৫ শঙ্কাযুক্ত হইল। তখন সেই মেঘহইতে এই আকাশ-

বাণী হইল, 'এই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁর কথাতে মনোযোগ কর।' ঐ শব্দ হইবামাত্র তাহারা যীশুকে ৩৬ একাকী দেখিতে পাইল; কিন্তু তাহারা সেই সময়ে ঐ দর্শনের এক কথাও কাহাকে না বলিয়া গুপ্ত রাখিল।

পরদিনে সেই পর্ব্বতহইতে নামিলে তাঁহার সহিত ৩৭ সাক্ষাৎ করণার্থে অনেক লোক আইল, এবং তাহাদের ৩৮ মধ্যহইতে এক জন উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে গুরো, আমি বিনয় করি, আমার পুত্রের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন; সে আমার এক পুত্রমাত্র। আর দেখ, ভূত তাহাকে আক্র- ৩৯ মণ করিলে সে হঠাৎ চীৎকার করে, এবং ভূত তাহাকে মুচড়াইয়া ধরিলে তাহার মুখ দিয়া ফেণা উঠিতে থাকে, এই রূপে ক্লিষ্ট করিয়াও প্রায় ছাড়িয়া যায় না। অত- ৪০ এব সেই ভূতকে ছাড়াইতে তোমার শিষ্যগণের নিকটে নিবেদন করিলাম, কিন্তু তাহারা পারিল না। তখন যীশু ৪১ কহিলেন, ওরে অবিশ্বাসি ও বিপথগামি বংশ, আর কত কাল তোমাদের নিকটে থাকিয়া তোমাদের ভার সহ্য করিব? তোমার পুত্রকে এ স্থানে আন। তাহাতে ৪২ তাহার আগমন সময়ে ঐ ভূত তাহাকে ভূমিতে ফেলিয়া মুচড়াইয়া ধরিল; তখন যীশু সেই অপবিত্র ভূতকে তর্জ্জন করিয়া বালককে সুস্থ করিয়া তাহার পিতার নিকটে সমর্পণ করিলেন। ঈশ্বরের এই মহাশক্তি দে- ৪৩ খিয়া সকলে চমৎকৃত হইল; কিন্তু যীশুর এই রূপ সকল ক্রিয়াতে তাবৎ লোক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলে তিনি শিষ্যগণকে কহিলেন, এই কথা তোমাদের কর্ণে ৪৪ প্রবিষ্ট হউক; মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হই- বেন। কিন্তু তাহারা সেই কথা বুঝিতে পারিল না, ৪৫ এবং অস্পষ্ট হওয়াতে তাহার ভাব তাহাদের বোধগম্য

হইল না; এবং তাহার আশয় কি, তাহাও জিজ্ঞাসা করিতে ভয় করিল।

৪৬ পরে তাহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ হইবে, এই কথা লইয়া ৪৭ তাহারা পরস্পর বাদানুবাদ করিলে, যীশু তাহাদের মনের আশয় বুঝিয়া এক বালককে লইয়া আপনার নি-৪৮ কটে রাখিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যে ব্যক্তি আমার নামেতে এই বালককে অতিথি করে, সে আমাকে অতিথি করে; এবং যে কেহ আমাকে অতিথি করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকে অতিথি করে; তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, সেই শ্রেষ্ঠ হইবে।

৪৯ অপর যোহন কহিল, হে প্রভো, তোমার নামেতে ভূতগণকে ছাড়াইতেছিল এমন এক জনকে দেখিলাম, কিন্তু আমাদের পশ্চাদ্‌গামী না হওয়াতে তাহাকে নি-৫০ ষেধ করিলাম। তখন যীশু কহিলেন, তাহাকে নিষেধ করিও না, কেননা যে ব্যক্তি আমাদের বিপক্ষ নহে, সেই আমাদের সপক্ষ হয়।

৫১ অনন্তর তাঁহার স্বর্গারোহণের সময় প্রায় উপস্থিত হইলে তিনি একান্ত মনে যিরূশালমে যাত্রা করিতে স্থির ৫২ করিয়া অগ্রে দূতগণকে পাঠাইলেন। তাহাতে তাহারা যাইয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করণার্থে শো-৫৩ মিরোণীয়দের এক গ্রামে প্রবেশ করিল। কিন্তু তিনি যিরূশালম নগরে যাইতেছেন, এই জন্যে লোকেরা তাঁ-৫৪ হাকে অতিথি করিল না। অতএব যাকূব ও যোহন নামে তাঁহার দুই শিষ্য তাহা দেখিয়া বলিল, হে প্রভো, এলিয় যেমন করিয়াছিল, তদ্রূপ আমরাও কি আকাশহইতে অগ্নি নামিতে ও ইহাদিগকে ভস্ম করিতে আজ্ঞা ৫৫ দিব? তোমার ইচ্ছা কি? কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া

তাহাদিগকে তর্জন করিয়া কহিলেন, তোমাদের মনের ভাব কি প্রকার, ইহা তোমরা জান না। মনুষ্যপুত্র ৫৬ মনুষ্যদিগের প্রাণ নষ্ট করিতে আইসেন নাই, কিন্তু রক্ষা করিতেই আসিয়াছেন। পরে তাঁহারা অন্য গ্রামে প্রস্থান করিলেন।

তাহার পর পথে যাইবার সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহাকে ৫৭ কহিল, হে প্রভো, আপনি যে কোন স্থানে যাইবেন, আমিও সেই স্থানে আপনকার পশ্চাৎ যাইব। তাহাতে ৫৮ যীশু তাহাকে কহিলেন, শৃগালের গর্ত্ত আছে, এবং আকাশীয় পক্ষিগণের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই। পরে তিনি অন্য এক জন- ৫৯ কে কহিলেন, তুমি আমার পশ্চাৎ আইস; তাহাতে সে কহিল, হে প্রভো, অগ্রে পিতাকে কবর দিতে আমাকে যাইতে অনুমতি দিউন। তাহাতে যীশু কহিলেন, ৬০ মৃতদের কবর মৃতেরা দিউক, কিন্তু তুমি যাইয়া ঈশ্বরের রাজত্বের কথা প্রচার কর। পরে আর এক জন কহিল, ৬১ হে প্রভো, আমিও আপনকার পশ্চাৎ যাইব, কিন্তু অগ্রে আমার গৃহের পরিবার লোকদের নিকটহইতে বিদায় লইয়া আসিতে দিউন। তখন যীশু তাহাকে ক- ৬২ হিলেন, যে কেহ লাঙ্গলে হাত দিয়া পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া চাহে, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযুক্ত পাত্র নহে।

১০ অধ্যায়।

১ সত্তর শিষ্যকে নিরূপণ ও প্রেরণ করণ ১৩ ও কোরাসীন প্রভৃতি নগরের সন্তাপের ভবিষ্যৎকথা ১৭ ও সত্তর শিষ্যের সহিত কথোপকথন ২৩ ও শিষ্যগণকে আশীর্ব্বাদ দেওন ২৫ ও ব্যবস্থাপককে খ্রীষ্টের উপদেশ দেওন ৩৮ ও মর্থা ও মরিয়মের গৃহে খ্রীষ্টের অতিথি হওন।

১ তদনন্তর প্রভু আরও সত্তর শিষ্যকে নিযুক্ত করিয়া আপনি যে২ নগরে ও স্থানে গমন করিবেন, সেই২ নগরে ও স্থানে অগ্রে দুই২ জন করিয়া তাহাদিগকে
২ পাঠাইলেন। আর তাহাদিগকে কহিলেন, শস্যের বাহুল্য বটে, কিন্তু ছেদকেরা অল্প; অতএব শস্যক্ষেত্রে আরও ছেদকদিগকে পাঠাইয়া দিতে ক্ষেত্রের স্বামির
৩ নিকটে প্রার্থনা কর। আর তোমরা যাও, দেখ, কেন্দুয়া ব্যাঘ্রসমূহের মধ্যে যেমন মেষবৎস, তদ্রূপ তোমা-
৪ দিগকে পাঠাইতেছি। তোমরা আপনাদের সঙ্গে থলী কিম্বা ঝুলী কিম্বা পাদুকা লইয়া যাইও না, এবং প-
৫ থের মধ্যে কাহাকেও নমস্কার করিও না। আর কোন বাটীতে প্রবেশ করণের সময়ে, এই বাটীর মঙ্গল হউক,
৬ এ কথা প্রথমে বলিও। তাহাতে সে বাটীতে যদি মঙ্গলের পাত্র থাকে, তবে সে মঙ্গল তাহারই উপরে ব-
৭ র্ত্তিবে, নতুবা তোমাদের প্রতি ফিরিয়া আসিবে। আর তাহাদের নিকটে যে কিছু থাকে, তাহাই ভোজন পান করিয়া সেই বাটীতে থাকিও, কেননা কার্য্যকারি লোক
৮ বেতনের যোগ্য হয়; ঘরে২ যাইও না। আর তোমরা কোন নগরে প্রবিষ্ট হইলে লোকেরা যদি তোমাদিগকে অতিথি করে, তবে যে খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত হইবে,
৯ তাহাই ভোজন করিও। এবং তন্নগরস্থ অসুস্থদিগকে সুস্থ করিও, এবং ঈশ্বরের রাজত্ব তোমাদের নিকটে
১০ আইল, এ কথা তাহাদিগকে কহিও। কিন্তু কোন নগরে প্রবিষ্ট হইলে লোকেরা যদি তোমাদিগকে অতিথি না করে, তবে সে নগরের রাজপথে যাইয়া এই কথা বলি-
১১ ও, তোমাদের নগরের যে ধূলা আমাদিগেতে লাগিয়াছে, তাহাও তোমাদের প্রতিকূলে ঝাড়িয়া দি; তথাপি

ঈশ্বরের রাজত্ব তোমাদের নিকটে আইল, ইহা নিশ্চয় জানিও। আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, বিচারদিনে সে ১২ নগরের দশাহইতে সিদোমের দশা সহ্যতর হইবে।

হায়২ কোরাসীন্, হায়২ বৈৎসৈদা, তোমাদের মধ্যে ১৩ যে২ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা গিয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম যদি সোর্ ও সীদোন্ নগরে করা যাইত, তবে ইহার অনেক দিন পূর্ব্বে তন্নিবাসিরা চট পরিধান ও ভস্ম লেপন করিয়া বসিয়া মন ফিরাইত। অতএব বিচার দিবসে ১৪ তোমাদের দশাহইতে সোর্ ও সীদোনের দশা সহ্যতর হইবে। অরে কফর্নাহূম, তুমি স্বর্গ পর্য্যন্ত উন্নত হই- ১৫ তেছ, কিন্তু নরক পর্য্যন্ত অধোগামী হইবা। যে ব্যক্তি ১৬ তোমাদের কথা গ্রাহ্য করে, সে আমারই কথা গ্রাহ্য করে; এবং যে ব্যক্তি তোমাদিগকে অবজ্ঞা করে, সে আমাকেই অবজ্ঞা করে; ও যে ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকেই অবজ্ঞা করে।

পরে সেই সত্তর শিষ্য আনন্দেতে প্রত্যাগমন করিয়া ১৭ কহিল, হে প্রভো, আপনকার নামদ্বারা ভূতগণও আমাদের বশীভূত হয়। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, ১৮ স্বর্গহইতে বিদ্যুতের ন্যায় শয়তানকে অধঃপতিত হইতে দেখিলাম। দেখ, সর্প ও বৃশ্চিক এবং শত্রুর তাবৎ ১৯ পরাক্রম পদতলে দলন করিতে তোমাদিগকে শক্তি প্রদান করি; তাহাতে তোমাদের কোন হানি হইবে না। ভূতগণ তোমাদের বশীভূত হয়, ইহার নিমিত্তে উল্লাস ২০ না করিয়া স্বর্গেতে তোমাদের নাম লিখিত আছে, বরং ইহার নিমিত্তে উল্লাস কর। সেই দণ্ডে যীশু মনে আ- ২১ হ্লাদিত হইয়া কহিলেন, হে স্বর্গ ও পৃথিবীর একাধিপতি পিতঃ, তুমি জ্ঞানবান ও বিদ্বান লোকদের নি-

কটে এই সকল কথা প্রকাশ না করিয়া শিশুদের
নিকটে প্রকাশ করিলা, এই নিমিত্তে তোমার ধন্যবাদ
করিতেছি; হে পিতঃ, এই মত হউক, কারণ ইহা তো-
২২ মার দৃষ্টিতে উত্তম। পিতাকর্ত্তৃক আমার নিকটে স-
কলই সমর্পিত আছে; আর পিতা ব্যতিরেকে কেহ
পুত্রকে জানে না, এবং পুত্র ও যে জনের নিকটে পুত্র
পিতাকে প্রকাশ করেন, তাহাদের ব্যতিরেকে কেহই পি-
তাকে জানে না।

২৩ পরে তিনি শিষ্যগণের প্রতি ফিরিয়া গোপনে কহি-
লেন, তোমরা যাহা২ দেখিতেছ, তাহা দর্শনকারিদের
২৪ চক্ষু ধন্য। আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা যা-
হা২ দেখিতেছ, তাহা অনেক ভবিষ্যদ্বক্তা ও ভূপতি দে-
খিতে ইচ্ছা করিলেও দেখিতে পাইল না; এবং তো-
মরা যাহা২ শুনিতেছ, তাহা তাহারা শুনিতে চাহিলেও
শুনিতে পাইল না।

২৫ অনন্তর এক জন ব্যবস্থাপক উঠিয়া তাঁহার পরীক্ষা
লইবার আশয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে উপদে-
শক, অনন্ত পরমায়ুঃ প্রাপ্তির নিমিত্তে আমার কি কর্ত্ত-
২৬ ব্য? যীশু উত্তর করিলেন, এ বিষয়ে ব্যবস্থাতে কি লে-
২৭ খা আছে? তুমি কেমন পাঠ করিতেছ? তাহাতে সে
কহিল, "তুমি আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ ও
"সমস্ত শক্তি ও সমস্ত চিত্তদ্বারা আপন প্রভু পরমেশ্বরেতে
"প্রেম কর, এবং প্রতিবাসিতে আত্মতুল্য প্রেম কর।"
২৮ তখন তিনি কহিলেন, যথার্থ উত্তর করিলা; এই মত আ-
২৯ চার কর, তাহাতেই বাঁচিবা। কিন্তু সে ব্যক্তি আপনাকে
নির্দ্দোষ করিয়া জানাইতে চাহিয়া যীশুকে জিজ্ঞাসা ক-
৩০ রিল, তবে আমার প্রতিবাসী কে? তাহাতে যীশু উত্তর

করিলেন, এক ব্যক্তি যিরূশালম নগরহইতে যিরীহো নগরে যাইতেছিল, এমত সময়ে দস্যুদলের হস্তে পতিত হওয়াতে তাহারা তাহার বস্ত্রাদি হরণ করিল, এবং তাহাকে আঘাত করিয়া মৃতপ্রায় ত্যাগ করিয়া গেল। অকস্মাৎ এক জন যাজক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল; ৩১ সে তাহাকে দেখিয়া পথের অন্য পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। পরে তাহার ন্যায় এক জন লেবীয় সেই স্থানে ৩২ উপস্থিত হইয়া তাহার কাছে গিয়া অবলোকন করিয়া অন্য পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু এক জন শোমি- ৩৩ রোণীয় যাইতে২ সেই স্থানে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া দয়া করিল। এবং তাহার নিকটে যাইয়া তাহার ক্ষ- ৩৪ তেতে তৈল ও দ্রাক্ষারস ঢালিয়া বন্ধন করিয়া নিজ বাহনের উপরে তাহাকে বসাইয়া উত্তরণীয় গৃহে লইয়া তাহার শুশ্রূষা করিল। পরদিবসে আপনার যাওন সময়ে ৩৫ দুই সিকি বাহির করিয়া সেই গৃহের কর্ত্তাকে দিয়া বলিল, এই ব্যক্তির শুশ্রূষা করিও, তাহাতে যে অধিক ব্যয় হয়, তাহা পুনরাগমন সময়ে আমি পরিশোধ করিব। এই তিন জনের মধ্যে ঐ দস্যুদলের হস্তে প- ৩৬ তিত ব্যক্তির প্রতিবাসী কে? তোমার কি বোধ হয়? তাহাতে সেই ব্যবস্থাপক কহিল, যে ব্যক্তি তাহার প্রতি ৩৭ দয়া করিল, সেই। তখন যীশু কহিলেন, তুমিও যাইয়া তদ্রূপ ব্যবহার কর।

পরে তাহারা যাইতে২ কোন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ ৩৮ করিলে মর্থা নামে এক স্ত্রী তাঁহাকে আপন গৃহেতে অতিথি করিল। তাহাতে মরিয়ম্ নাম্নী তাহার ভগিনী ৩৯ যীশুর চরণ নিকটে বসিয়া তাঁহার উপদেশ কথা শুনিতে লাগিল। কিন্তু মর্থা নানা প্রকার সেবাকর্ম্মে ৪০

ব্যস্তা হওয়াতে তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, হে প্রভো, আমার ভগিনী কেবল আমার উপরে সকল কর্ম্মের ভার দিল, তাহাতে আপনি কি কিছু মনোযোগ করেন না? আমার উপকার করিতে উহাকে আজ্ঞা ৪১ দিউন। তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, হে মর্থা, হে মর্থা, তুমি নানা বিষয়ে চিন্তিতা ও ব্যস্তা আছ; কিন্তু ৪২ প্রয়োজনীয় এক বিষয়মাত্র আছে। আর মরিয়ম যে উত্তম অংশ মনোনীত করিল, তাহা তাহাহইতে অপহৃত হইবে না।

১১ অধ্যায়।

১ প্রার্থনার বিষয়ে খ্রীষ্টের উপদেশ ১৪ ও গোঙ্গা ভূত ছাড়াওন ২৪ ও অশুচি ভূতের দৃষ্টান্ত ২৭ ও ধন্য লোকদের নির্ণয় ২৯ ও লোকদের কাছে খ্রীষ্টের প্রচার ৩৩ ও প্রদীপের দৃষ্টান্ত কথা ৩৭ ও ফিরূশিদের প্রতি তাঁহার কথা ৪৫ ও ব্যবস্থাপকদের প্রতি খ্রীষ্টের কথা।

১ তদনন্তর তিনি কোন এক স্থানে প্রার্থনা করিলেন; পরে সাঙ্গ হইলে তাঁহার এক শিষ্য তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, যোহন যেমন নিজ শিষ্যদিগকে প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিত, আপনিও তদ্রূপ আমাদিগকে ২ উপদেশ দিউন। তাহাতে তিনি কহিলেন, প্রার্থনাসময়ে তোমরা এই কথা কহ; 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পূজ্য হউক। তোমার রাজত্ব হউক; আর তোমার ইচ্ছা স্বর্গেতে যেমন, তেমনি পৃথিবীতেও সফল ৩ হউক। আমাদের প্রয়োজনীয় আহার প্রতিদিন দেও। ৪ আর আমরা যেমন আপন প্রত্যেক অপরাধিকে ক্ষমা করি, তদ্রূপ তুমিও আমাদের পাপ ক্ষমা কর। আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দহইতে

রক্ষা কর।' পরে তিনি আরও কহিলেন, তোমাদের মধ্যে ৫ কাহারো কি এমন এক বন্ধু আছে, যাহার নিকটে সে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে যাইয়া বলে, 'হে মিত্র, আমার বা- ৬ টীতে এক পথিক বন্ধু আইল, কিন্তু তাহাকে অতিথি করিতে আমার কাছে কিছুই নাই; অতএব আমাকে তিনখান রুটী ধার দেও?' সেই বন্ধু ভিতরে থাকিয়া ৭ 'আমাকে দুঃখ দিও না; এখন দ্বার রুদ্ধ, এবং বাল- কেরা আমার সহিত শয়নে আছে; তোমাকে দিবার জন্যে উঠিতে পারি না;' এমন উত্তর দিতে পারে। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহি, সে যদি মিত্রভাবে তাহা ৮ দিতে না উঠে, তথাপি বার২ প্রার্থনাতে বিরক্ত হইয়া যাহাতে তাহার প্রয়োজন, তাহাই দিবে। এ জন্যে ৯ তোমাদিগকে কহিতেছি, যাঞ্চা কর, তাহাতে তোমা- দিগকে দত্ত হইবে; এবং অন্বেষণ কর, তাহাতে উদ্দেশ পাইবা; এবং দ্বারে আঘাত কর, তাহাতে তোমাদের জন্যে দ্বার মুক্ত হইবে। যে যাঞ্চা করে সে পায়, ১০ এবং যে অন্বেষণ করে সে উদ্দেশ পায়, এবং যে দ্বা- রে আঘাত করে তাহার জন্যে দ্বার মুক্ত হয়। পুত্র ১১ রুটী চাহিলে তাহাকে প্রস্তর দেয়, কিম্বা মৎস্য চাহিলে তাহাকে মৎস্য না দিয়া সর্প দেয়, কিম্বা ডিম্ব চাহিলে ১২ তাহাকে বৃশ্চিক দেয়, তোমাদের মধ্যে এমন পিতা কে আছে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপন২ বা- ১৩ লকদিগকে উত্তম দ্রব্য দিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা আপন যাচকদিগকে কি পবিত্র আত্মা দিবেন না?

অনন্তর যীশু কোন মনুষ্যহইতে এক গোঙ্গা ভূত ছা- ১৪ ড়াইলে পর সে ভূতত্যক্ত মনুষ্য স্পষ্টরূপে কথা কহিতে লাগিল; তাহাতে লোক সকল আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।

১৫ কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ২ বলিল, এ ব্যক্তি বাল্সি-
১৬ বূব্দ্বারা অর্থাৎ ভূতরাজদ্বারা ভূতগণকে ছাড়ায়। এবং
তাঁহার পরীক্ষার্থে কেহ২ আকাশে কোন এক চিহ্ন দে-
১৭ খাইতে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিল। তখন তিনি তা-
হাদের মনের কল্পনা জানিয়া কহিলেন, কোন রাজ্য
যদি আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তবে সে রাজ্য উ-
চ্ছিন্ন হয়; এবং কোন পরিবার যদি আপনার বিপক্ষে
১৮ ভিন্ন হয়, তবে তাহাও নষ্ট হয়। তেমনি শয়তানও
যদি আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তবে তাহার রাজ্য
কি প্রকারে থাকিবে? আমি বালসিবূবদ্বারা ভূতদিগকে
১৯ ছাড়াই, তোমরা ইহা বলিতেছ। আমি যদি বালসি-
বূবদ্বারা ভূতদিগকে ছাড়াই, তবে তোমাদের সন্তানেরা
কাহার দ্বারা ছাড়ায়? অতএব তোমাদের ইহার বিচার-
২০ কর্ত্তা তাহারাই হইবে। কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের পরা-
ক্রমদ্বারা ভূতগণকে ছাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজত্ব অব-
২১ শ্য তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইল। বলবান ব্যক্তি
সুসজ্জীভূত হইয়া যত কাল আপন অট্টালিকা রক্ষা ক-
২২ রে, তত কাল তাহার সম্পত্তি নিরাপদে থাকে; কিন্তু
তাহাহইতে প্রবল কোন ব্যক্তি যদি আসিয়া তাহাকে প-
রাভব করে, তবে যে অস্ত্র শস্ত্রেতে তাহার বিশ্বাস ছিল,
সে সকলই হরণ করিয়া তাহার দ্রব্য বণ্টন করিয়া লয়।
২৩ অতএব যে আমার সপক্ষ নহে, সে বিপক্ষ আছে;
এবং যে আমার সহিত কুড়ায় না, সে ছড়াইয়া ফেলে।
২৪ অপর অপবিত্র ভূত মনুষ্যহইতে বহির্গত হইলে প-
র সে শুষ্ক স্থান দিয়া ভ্রমণ করিয়া বিশ্রামের অন্বে-
ষণ করে; কিন্তু না পাইয়া বলে, আমার যে গৃহহইতে
২৫ আইলাম, সেই গৃহে ফিরিয়া যাই। পরে সে স্থানে

উপস্থিত হইয়া তাহা মার্জ্জিত ও শোভিত দেখে; তখন ২৬ সে পুনশ্চ যাইয়া আপনাহইতেও দুষ্টতর আর সাত ভূত সঙ্গে লইলে তাহারা সকলে সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া বাস করে; তাহাতে সেই মনুষ্যের পূর্ব্বদশা-হইতে শেষদশা আরও মন্দ হয়।

এই কথা কহিবার সময়ে জনতার মধ্যে কোন স্ত্রী- ২৭ লোক উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে বলিল, তুমি যে গর্ব্ভে ধৃত হইয়াছ, ও যে স্তন পান করিয়াছ, সে উভয়ই ধন্য। কিন্তু তিনি কহিলেন, যাহারা পরমেশ্বরের কথা শুনিয়া ২৮ পালন করে, বরঞ্চ তাহারাই ধন্য।

পরে তাঁহার নিকটে অনেক২ লোকের সমাগম হ- ২৯ ইলে তিনি কহিতে লাগিলেন, এই কালের লোকেরা দুষ্ট; তাহারা চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যূনস্ ভবি-ষ্যদ্বক্তার চিহ্ন ব্যতিরেকে আর কোন চিহ্ন তাহাদি-গকে দেখান যাইবে না। ফলতঃ যূনস যেমন নীনি- ৩০ বীয় লোকদের কাছে এক চিহ্নস্বরূপ হইয়াছিল, তে-মনি এই বর্ত্তমান কালের লোকদের নিকটে মনুষ্য-পুত্রও চিহ্নস্বরূপ হইবেন। আর দক্ষিণ দেশের রাণী ৩১ বিচারদিনে এই কালের লোকদের প্রতিকূলে উঠিয়া তাহাদিগকে দোষী করিবে, কেননা সে সুলেমানের জ্ঞানের কথা শুনিতে পৃথিবীর সীমাহইতে আসিয়াছিল; কিন্তু দেখ, সুলেমানহইতেও গুরুতর এক জন এ স্থানে আছেন। আর নীনিবীয় লোকেরাও বিচারদিনে এই ৩২ বর্ত্তমান কালের লোকদের প্রতিকূলে উঠিয়া তাহাদি-গকে দোষী করিবে; কেননা তাহারা যূনসের উপদেশে মন ফিরাইয়াছিল, কিন্তু দেখ, যূনসহইতেও গুরুতর এক জন এ স্থানে আছেন।

৩৩ প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ গুপ্ত স্থানে কিম্বা কাঠার নীচে রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে, তাহাতে
৩৪ প্রবেশকারিরা দীপ্তি পায়। চক্ষু শরীরের প্রদীপ; অতএব তোমার চক্ষু যদি প্রসন্ন হয়, তবে তোমার সমুদয় শরীরই দীপ্তিময় হইবে; কিন্তু চক্ষু অপ্রসন্ন হইলে
৩৫ তোমার শরীরই অন্ধকারময় থাকিবে। এ কারণ তোমার অন্তরস্থ জ্যোতি যেন অন্ধকারময় না হয়, এ
৩৬ বিষয়ে সাবধান। কেননা শরীরের কোন অংশ অন্ধকারময় না হইলে সমুদয় যদি দীপ্তিময় থাকে, তবে তোমাকে দীপ্তিদানকারি উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় তোমার সমুদয় শরীর দীপ্তিময় হইবে।

৩৭ ঐ কথা কহিবার সময়ে এক জন ফিরূশী আসিয়া তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল; তাহাতে তিনি যা-
৩৮ ইয়া ভোজনে বসিলেন। কিন্তু ভোজনের পূর্ব্বে স্নান করেন নাই, ইহা দেখিয়া ঐ ফিরূশী আশ্চর্য্য জ্ঞান
৩৯ করিল। তখন প্রভু তাহাকে কহিলেন, তোমরা ফিরূশি লোক পানপাত্রের ও ভোজনপাত্রের বহির্ভাগ পরিষ্কার করিয়া থাক, কিন্তু তোমাদের অন্তর্ভাগ দৌরা-
৪০ ত্ম্যেতে ও দুষ্কৃতিতে পরিপূর্ণ থাকে। হে নির্ব্বোধ সকল, যিনি বহির্ভাগ সৃষ্টি করিলেন, তিনিই কি অন্তর্ভাগের
৪১ সৃষ্টি করেন নাই? অতএব তোমাদের যে সংস্থান আছে, তাহার কিছু বিতরণ কর, তাহাতে দেখ, তো-
৪২ মাদের পক্ষে সকল বস্তুই শুচি হইবে। কিন্তু হায়২ ফিরূশিগণ, তোমরা পোদিনা ও আরুদ প্রভৃতি সকল প্রকার শাকের দশমাংশ দান করিতেছ, কিন্তু ন্যায় ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ত্যাগ করিতেছ; এই দুইয়ের পালন করা ও অন্যের লঙ্ঘন না করা তোমাদের কর্ত্তব্য হয়।

হায়২ ফিরূশিগণ, তোমরা ভজনালয়ে প্রধান স্থান, ও ৪৩ হাটে বাজারে লোকদের নমস্কার ভাল বাস। হায়২ ৪৪ কপটি অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ, যে কবরের উপর দিয়া লোকেরা উপলব্ধি না পাইয়া গমন করে, তোমরা এমন গুপ্ত কবরের স্বরূপ হইতেছ।

তখন ব্যবস্থাপকদিগের মধ্যে এক জন যীশুকে কহিল, ৪৫ হে উপদেশক, এ রূপ বাক্যেতে আমাদিগের প্রতিও দোষারোপ করিতেছ। তাহাতে তিনি কহিলেন, হায়২ ৪৬ ব্যবস্থাপকগণ, তোমরা মনুষ্যদের উপরে দুর্ব্বাহ্য ভার চাপাইয়া দেও, কিন্তু আপনারা এক অঙ্গুলি দিয়াও সেই ভার স্পর্শ কর না। হায়২ তোমাদের পূর্ব্বপুরু- ৪৭ ষেরা যে সকল ভবিষ্যদ্বক্তাকে বধ করিয়াছে, তোমরা তাহাদের কবর নির্ম্মাণ করিতেছ। তাহাতে তোমরা ৪৮ যে আপন পূর্ব্বপুরুষদের কর্ম্মে সম্মত আছ, তাহার প্রমাণ দিতেছ; কেননা তাহারা যাহাদিগকে বধ করিয়াছে, তোমরা তাহাদের কবর নির্ম্মাণ করিতেছ। অত- ৪৯ এব ঈশ্বরের জ্ঞানেতে উক্ত আছে, আমি তাহাদের নিকটে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও প্রেরিতবর্গকে পাঠাইব, কিন্তু তাহারা তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে বধ ও কাহাকে তাড়না করিবে। তাহাতে হাবিলের রক্তপাতাবধি মন্দি- ৫০ রের ও হোমবেদির মধ্যস্থানে হত সিখরিয়ের রক্তপাত পর্য্যন্ত, জগতের সৃষ্টি অবধি যত ভবিষ্যদ্বক্তার রক্তপাত হইয়া আসিতেছে, সে সমস্ত অপরাধের দণ্ড এই ৫১ বর্ত্তমান লোকদের উপরে বর্ত্তিবে; আমি তোমাদিগকে নিশ্চিত কহিতেছি, এই বর্ত্তমান পুরুষেতে ঐ সকল বর্ত্তিবে। হায়২ ব্যবস্থাপকগণ, তোমরা জ্ঞানের চাবি ৫২ হরণ করিয়া আপনারা প্রবেশ করিলা না, এবং প্রবেশ

করিতে উদ্যত লোকদিগকেও প্রবেশ করিতে দিলা না।
৫৩ এই ৰূপ কথা কহনেতে অধ্যাপক এবং ফিৰূশিগণ অতি
৫৪ ক্রুদ্ধ হওয়াতে তাঁহার অপবাদ করণার্থে ছলেতে তাঁহার কথার ছিদ্র ধরিতে চেষ্টা করিয়া নানা প্রসঙ্গ করিতে তাঁহাকে অনেক প্রবৃত্তি দিতে লাগিল।

১২ অধ্যায়।

১ শিষ্যদের প্রতি খ্রীষ্টের উপদেশ ১৩ ও ধনি লোকের দৃষ্টান্তকথা ২২ ও চিন্তা করণে নিষেধ ৩৫ ও কর্ম্মশীল হওনে উপদেশ ৪১ ও প্রভু ও দাসের দৃষ্টান্ত ৪৯ ও খ্রীষ্টের উপদেশের ফলের নির্ণয় ৫৪ ও কপটিদের প্রতি অনুযোগ ৫৮ ও তাহাদের প্রতি উপদেশ।

১ তৎকালে সহস্রং লোক আসিয়া উপস্থিত হইলে এক জন অন্যের উপর চাপিয়া পড়িতে লাগিল; তখন তিনি শিষ্যদিগকে কহিতে লাগিলেন, তোমরা ফিৰূশিবর্গের তাড়ীস্বৰূপ কাপট্য বিষয়ে বিশেষৰূপে সাবধান থাক;
২ কেননা প্রকাশিত হইবে না, এমন আচ্ছন্ন কিছুই নাই;
৩ এবং জ্ঞাত হইবে না, এমন গুপ্ত কিছুই নাই। অন্ধকারে থাকিয়া যেং কথা কহিয়াছ, সেই সকল কথা দীপ্তিস্থানে শুনা যাইবে; এবং নির্জ্জনে কর্ণেং যাহা কহিয়াছ, তাহা গৃহের ছাতহইতে প্রচারিত হইবে।
৪ আর হে বন্ধুগণ, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যাহারা শরীরের বধ ব্যতিরেক আর কিছু করিতে পারে
৫ না, তাহাদিগকে ভয় করিও না। তবে কাহাকে ভয় করিতে হইবে তাহা বলি; যিনি তোমাদিগকে বধ করিয়া নরকে নিক্ষেপ করিতে পারেন, তাঁহাকেই ভয় ক-
৬ র; পুনশ্চ কহিতেছি, তাঁহাকেই ভয় কর। আর পাঁচ চটক পক্ষী কি দুই পয়সাতে বিক্রীত হয় না? তথাপি
৭ ঈশ্বর তাহার একটাকেও বিস্মৃত হন না। তোমাদের

মস্তকের কেশ সকলও গণিত আছে; অতএব ভয় ক-
রিও না, তোমরা অনেক চটক পক্ষিহইতে বহুমূল্য।
আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কেহ মনুষ্যদের ৮
সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, মনুষ্যপুত্র ঈশ্বরের দূ-
তগণের সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার করিবেন; কিন্তু যে ৯
কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আ-
মিও ঈশ্বরের দূতগণের সাক্ষাতে তাহাকে অস্বীকার ক-
রিব। আর যে কেহ মনুষ্যপুত্রের নিন্দাভাবে কোন ক- ১০
থা কহে, তাহার সেই পাপের মোচন হইতে পারে;
কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, তাহার মো-
চন হইবে না। আর যখন লোকেরা তোমাদিগকে ভ- ১১
জনালয়ে এবং বিচারকর্ত্তাদের ও রাজ্যকর্ত্তাদের সম্মুখে
লইয়া যাইবে, তখন কি প্রকারে ও কি কথাতে উত্তর
দিবা ও কি কহিবা, এ বিষয়ে চিন্তা করিও না; কেননা ১২
সে সময়ে যাহা২ বক্তব্য, তাহা পবিত্র আত্মা তো-
মাদিগকে শিক্ষা দিবেন।

পরে জনতার মধ্যহইতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, ১৩
হে গুরো, আমার সহিত পৈতৃক ধন বিভাগ করিতে
আমার ভ্রাতাকে আজ্ঞা করুন। কিন্তু তিনি তাহাকে ১৪
কহিলেন, হে মনুষ্য, তোমাদের উপরে বিচারকর্ত্তা ও
বিভাগকর্ত্তা করিয়া আমাকে কে নিযুক্ত করিল? পরে ১৫
তিনি লোকদিগকে কহিলেন, লোভের বিষয়ে সাবধান
ও সতর্ক হইয়া থাক; কেননা বহু সম্পত্তি প্রাপ্ত ব্য-
ক্তিরও সম্পত্তিদ্বারা আয়ু হয় না। পরে এক দৃষ্টান্ত ১৬
কথা উত্থাপন করিয়া কহিলেন, এক জন ধনবানের
ভূমিতে যথেষ্ট শস্যাদি উৎপন্ন হইল। তাহাতে সে ১৭
মনে২ ভাবিয়া কহিল, আমার এ সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য

১৮ রাখিবার স্থান নাই; কি করিব? পরে কহিল, ইহা করিব, আপন ভাণ্ডারগৃহ সকল ভাঙ্গিয়া বড়২ ভাণ্ডার-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে তাবৎ ফল ও সামগ্রী রা-
১৯ খিব। এবং আপন মনকে কহিব, ও মন, বহু বৎস-রের নিমিত্তে নানা সামগ্রী সঞ্চিত আছে; বিশ্রাম কর,
২০ ও ভোজন পান করিয়া কৌতুকে থাক। কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, অরে নির্ব্বোধ, অদ্য রাত্রিতে তো-মার প্রাণ তোমাহইতে নীত হইবে; তাহাতে এই যে সকল সামগ্রী আয়োজন করিলা, সে কাহার হইবে?
২১ অতএব যে কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে ধন সঞ্চয় না করিয়া কেবল আপনার নিকটে সঞ্চয় করে, সে তদ্রূপ।
২২ পরে তিনি শিষ্যগণকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, কি ভোজন করিব? কি পরিধান করিব? ই-
২৩ হা বলিয়া প্রাণ ও শরীরের বিষয়ে ভাবিও না। ভক্ষ্য-
২৪ হইতে প্রাণ ও বস্ত্রহইতে শরীর শ্রেষ্ঠ হয়। কাক প-ক্ষির বিষয়ে বিবেচনা কর; তাহারা বুনে না ও কাটে না; তাহাদের ভাণ্ডার নাই, এবং কোষও নাই; তথাপি ঈশ্বর তাহাদিগকে আহার দিতেছেন; তোমরা কি পক্ষি-
২৫ গণহইতে শ্রেষ্ঠ নহ? আর তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্য-ক্তি ভাবিত হইয়া আপন আয়ুর ক্ষণমাত্র বৃদ্ধি করিতে
২৬ পরে? অতএব তোমরা ক্ষুদ্র কর্ম্ম সিদ্ধি করিতে অক্ষম
২৭ হইয়া অন্য বিষয়ে কেন ভাবিত হও? আর কানুড় পুষ্প যেমন বাড়িতেছে, তাহাও বিবেচনা কর; সে সকলে কোন শ্রম করে না এবং সূতাও কাটে না; তথাপি আ-মি তোমাদিগকে কহিতেছি, সুলেমান এত ঐশ্বর্য্যবান হইলেও ইহার এক পুষ্পের ন্যায় বিভূষিত ছিল না।
২৮ অতএব অদ্য ক্ষেত্রেতে বর্ত্তমান, ও কল্য চুলাতে নি-

ক্ষিপ্ত হইবে, এমন যে তৃণ, তাহাকে যদি ঈশ্বর এতা-
দৃশ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্প প্রত্যয়িরা, তোমা-
দিগকে কি বস্ত্র দিবেন না? অতএব আমরা কি ভো- ২৯
জন করিব? ও কি পরিধান করিব? এ বিষয়ে চিন্তা-
ন্বিত হইও না, এবং সন্দিগ্ধও হইও না। জগতের দেব- ৩০
পূজকেরাই এ সকল বিষয়ে সচেষ্ট আছে; এবং এই
সকল দ্রব্য তোমাদের আবশ্যক আছে, তাহা তোমা-
দের পিতা জানেন। অতএব ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ৩১
সচেষ্ট হও, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্য তোমাদিগকে
দত্ত হইবে। হে ক্ষুদ্র মেষপাল, ভয় করিও না, তোমা- ৩২
দিগকে রাজ্য দিতে তোমাদের পিতার অভিমত আছে।
অতএব তোমাদের যে২ দ্রব্য থাকে, তাহা বিক্রয় করি- ৩৩
য়া বিতরণ কর; এবং যে স্থানে চোর আইসে না ও
কীট ক্ষয় করে না, এমন স্বর্গেতে আপনাদের নিমিত্তে
অজর থলীতে অক্ষয় ধন সঞ্চয় কর; কেননা যে স্থানে ৩৪
তোমাদের ধন, সেই স্থানে তোমাদের মন।

আর তোমরা প্রদীপ জ্বালিয়া বদ্ধকটি হইয়া থাক; ৩৫
এবং প্রভু বিবাহহইতে আসিয়া দ্বারে আঘাত করিবা- ৩৬
মাত্র দ্বার খুলিয়া দিবার জন্যে যেমন দাসেরা তাঁহার
অপেক্ষা করিয়া থাকে, তেমনি তোমরাও থাক। যে- ৩৭
হেতুক প্রভু আসিয়া যে২ দাসগণকে সচেতন থাকিতে
দেখিবেন, তাহারাই ধন্য; আমি তোমাদিগকে যথার্থ
কহিতেছি, প্রভু আপনি কটি বান্ধিয়া তাহাদিগকে ভো-
জনে বসাইয়া নিকটে আসিয়া পরিবেষণ করিবেন।
আর দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় প্রহরে আসিয়া যদি ঐ রূপ ৩৮
দেখেন, তবে সেই দাসেরাই ধন্য। আর কোন্ দণ্ডে ৩৯
চোর আসিবে, তাহা যদি গৃহস্থ জানিতে পারে, তবে

অবশ্য জাগ্রৎ থাকিয়া নিজ গৃহে সিঁধ কাটিতে দেয়
৪০ না, তোমরা ইহা জান। অতএব তোমরাও প্রস্তুত হ-
ইয়া থাক; কেননা যেই দণ্ডে তাঁহার অপেক্ষাতে না
থাকিবা, সেই দণ্ডেই মনুষ্যপুত্র আগমন করিবেন।
৪১ তখন পিতর জিজ্ঞাসিল, হে প্রভো, আপনি (কেবল)
আমাদিগের প্রতি, কি সকলের প্রতি এই দৃষ্টান্তকথা
৪২ কহিতেছেন? তাহাতে প্রভু কহিলেন, নিজ পরিবারগণ-
কে উপযুক্ত সময়ানুক্রমে ভোজ্য পরিবেষণ করিতে প্রভু
যাহাকে কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিয়া রাখেন, এমন বিশ্বাস্য
৪৩ ও বুদ্ধিমান অধ্যক্ষ কে আছে? প্রভু আসিয়া যাহাকে
৪৪ এমন কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিবেন, সেই দাস ধন্য। আমি
তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, তিনি তাহাকে আপন
৪৫ সর্ব্বস্বেরই অধ্যক্ষ করিবেন। কিন্তু প্রভুর আগমনের
বিলম্ব আছে, ইহা মনে২ ভাবিয়া সে দাস যদি অন্য
দাস দাসীদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে ও ভো-
৪৬ জন পানেতে মত্ত হয়, তবে যে দিবসে ঐ দাস প্রভুর
অপেক্ষা না করিবে, এবং যে দণ্ড সে না জানিবে, তদ-
দণ্ডেই তাহার প্রভু উপস্থিত হইবেন, আর তাহাকে
দারুণ শাস্তি দিয়া অবিশ্বস্তদিগের সহিত তাহার অংশ
৪৭ নিরূপণ করিবেন। আর যে দাস প্রভুর আজ্ঞা জ্ঞাত
হইয়াও প্রস্তুত থাকে না এবং তদাজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করে
৪৮ না, সে অনেক প্রহার পাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি না জা-
নিয়া প্রহারের যোগ্য কর্ম্ম করে, সে অল্প প্রহার পা-
ইবে। কেননা যাহাকে বাহুল্যরূপে দত্ত হইয়াছে, তা-
হারই নিকটহইতে বাহুল্যরূপে লইতে হইবে; এবং
মনুষ্যেরা যাহার কাছে অধিক গচ্ছিত করিয়া রাখে,
তাহার নিকটহইতেই অধিক চাহে।

আমি পৃথিবীতে অগ্নি নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছি, ৪৯
আর তাহা যদি এই ক্ষণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাহা-
তেই বা আমার ভাবনা কি? কিন্তু যে বাপ্তিস্মেতে ৫০
আমাকে বাপ্তাইজিত হইতে হইবে, যে পর্য্যন্ত তাহার
সিদ্ধি না হইবে, তাবৎ আমি কত কষ্ট পাইব! আমি ৫১
পৃথিবীতে ঐক্য করিতে আসিয়াছি, তোমরা কি এমন
বোধ করিতেছ? তোমাদিগকে কহিতেছি, তাহা নয়, ব-
রং অনৈক্য করিতে আসিয়াছি। যেহেতুক এখন অবধি ৫২
এক পরিবারের মধ্যে পাঁচ জন ভিন্ন২ হইয়া তিন জন
দুই জনের প্রতিকূল, ও দুই জন তিন জনের প্রতিকূল
হইবে; পিতা পুত্রের বিপক্ষ, ও পুত্র পিতার বিপক্ষ ৫৩
হইবে; এবং মাতা কন্যার বিপক্ষ, ও কন্যা মাতার
বিপক্ষ হইবে; এবং শ্বশ্রূ বধূর বিপক্ষ, ও বধূ শ্বশ্রূর
বিপক্ষ হইবে।

তিনি লোকদের প্রতি আরও কহিলেন, পশ্চিমদিগে ৫৪
মেঘোদয় দেখিলে তোমরা হঠাৎ বল, বৃষ্টি হইবে;
এবং তাহাও হয়। আর দক্ষিণ বাতাস বহিলে বল, ৫৫
গীষ্ম হইবে; এবং তদ্রূপও ঘটে। অরে কপটি সকল, ৫৬
ভূমির ও আকাশের লক্ষণ বুঝিতে পার, কিন্তু এই কা-
লের লক্ষণ কেন বুঝিতে পার না? আর তোমরা আ- ৫৭
পনারা কেন প্রকৃত বিচার কর না?

আর বিবাদি লোকের সহিত বিচারকর্ত্তার নিকটে ৫৮
যাইতে২ পথের মধ্যে তাহাহইতে উদ্ধার পাইবার যত্ন
করিও; নতুবা সে তোমাকে ধরিয়া বিচারকর্ত্তার সম্মুখে
লইয়া গেলে বিচারকর্ত্তা যদি তোমাকে প্রহরির নিকটে
সমর্পণ করে, এবং প্রহরী তোমাকে কারাগারে বদ্ধ
করে, তবে আমি তোমাকে কহিতেছি, শেষ কপর্দ্দক ৫৯

পর্য্যন্ত পরিশোধ না করিলে তুমি তথাহইতে বাহিরে আসিতে পাইবা না।

১৩ অধ্যায়।

১ পাপের দণ্ড এড়াইবার কারণ মনঃপরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা ৬ ও নিষ্ফল ডুমুর বৃক্ষের দৃষ্টান্ত ১০ ও কুব্জা স্ত্রীকে সুস্থ করণ ১৮ ও সর্ষপের ও তাড়ীর দৃষ্টান্ত ২২ ও উপদেশ কথা ৩১ ও হেরোদের প্রতি ও যিরূশালমস্থ লোকদের প্রতি অনুযোগ করণ।

১ অপর পীলাত যে গালীলীয়দের রক্ত আপনাদের বলিদানের রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়াছিল, তাহাদের বৃত্তান্ত কএক জন উপস্থিত হইয়া যীশুকে কহিল। ২ তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, সেই লোকদের এমন দুর্গতি ঘটিয়াছে, এই নিমিত্তে তাহারা অন্য সকল গালীলীয় লোকহইতে অধিক পাপী, তোমরা কি এমন ৩ বোধ করিতেছ? আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তাহা নয়; কিন্তু মন না ফিরাইলে তোমরা সকলেও তদ্রূপ ৪ বিনষ্ট হইবা। আর শীলোহ নিকটবর্ত্তি উচ্চগৃহের পতনে যে আঠার জন হত হইল, তাহারা যিরূশালম নিবাসি সকলহইতে অধিক অপরাধী, তোমরা কি এমন ৫ বোধ করিতেছ? আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তাহা নয়; কিন্তু মন না ফিরাইলে তোমরা সকলেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবা।

৬ পরে তিনি এই দৃষ্টান্ত কথা কহিলেন, এক ব্যক্তি দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে একটি ডুম্বুর বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল। পরে সে আসিয়া ঐ বৃক্ষে ফল অন্বেষণ করিল; ৭ কিন্তু ফল না পাওয়াতে উদ্যানের মালিকে কহিল, দেখ, তিন বৎসর পর্য্যন্ত আসিয়া এই ডুম্বুর বৃক্ষেতে ফল অন্বেষণ করি, কিন্তু কিছুই পাই না; এটা কেন মিথ্যা

স্থান যোড়া করিয়া থাকে ? কাটিয়া ফেল। তাহাতে ৮ মালী উত্তর করিল, হে প্রভো, আর এক বৎসর থাকিতে দিউন ; উহার মূলের চারিদিগে খনন করিয়া সার দিব, তাহাতে ফল ধরিতে পারে ; যদি না ধরে, ৯ তবে পশ্চাৎ কাটিয়া ফেলিবেন।

পরে বিশ্রামবারে এক ভজনালয়ে যীশু উপদেশ দি- ১০ তেছেন, এমন সময়ে ভূতের অধীন হওয়াতে কুব্জা ১১ হইয়া কোন ক্রমে সোজা হইতে পারে না, এমন এক আঠার বৎসর পর্য্যন্ত দুর্ব্বলা স্ত্রীকে সেই স্থানে উপস্থিতা দেখিয়া যীশু তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, হে ১২ নারি, তোমার দৌর্ব্বল্যহইতে তুমি মুক্তা হও। পরে ১৩ তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করিবামাত্র সে সোজা হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল। কিন্তু বিশ্রামবারে ১৪ যীশুর সুস্থ করাতে ভজনালয়ের অধ্যক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া লোকদিগকে বলিল, ছয় দিনের মধ্যে লোকদের সকল কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ; অতএব সুস্থ হইবার নিমিত্তে ঐ সকল দিনেতে আসিও, বিশ্রামবারে আসিও না। তখন ১৫ প্রভু উত্তর করিলেন, অরে কপটি, তোমাদের প্রত্যেক জন বিশ্রামবারে আপন২ বলদ ও গর্দ্দভকে বন্ধনস্থানহইতে মুক্ত করিয়া জল পান করাইতে কি লইয়া যায় না? তবে আঠার বৎসরাবধি শয়তানকর্ত্তৃক বদ্ধা আছে ১৬ যে ইব্রাহীমের সন্ততি এই স্ত্রী, ইহাকে বিশ্রামবারে শৃঙ্খলহইতে মুক্তা করা কি কর্ত্তব্য নয়? এ সকল কথা ১৭ কহিলে তাঁহার বিপক্ষেরা অপ্রতিভ হইল, কিন্তু তাঁহার কৃত সকল মহৎ কর্ম্মের নিমিত্তে লোকসমূহ আনন্দিত হইল।

পরে তিনি কহিলেন, কাহার সহিত ঈশ্বরের রাজ্যের ১৮

সাদৃশ্য হইবে ? কিসের সহিত তাহার তুলনা দিব ?
১৯ কোন মনুষ্য এক সর্ষপবীজ লইয়া আপন উদ্যানে রোপণ করিলে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া এমন মহাবৃক্ষ হইয়া উঠিল, যে তাহার শাখাতে আকাশের পক্ষিগণ আসিয়া বাস করিল ; সেই সর্ষপের তুল্য ঐ রাজ্য।
২০ পুনর্ব্বার কহিলেন, আর কাহার সহিত ঈশ্বরের রাজ্যের
২১ তুলনা দিব ? এক স্ত্রী যে তাড়ী লইয়া তিন কাঠা ময়দার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিলে পর ক্রমে২ তাহা সমুদয় ময়দাতেই ব্যাপিয়া গেল, সেই তাড়ীর তুল্য ঐ রাজ্য।
২২ এই রূপে তিনি যিরূশালম নগরে গমনোন্মুখ হইয়া
২৩ নগরে২ ও গ্রামে২ উপদেশ দিতে২ চলিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, কি কেবল অল্প লোক পরিত্রাণ পাইবে ? তাহাতে তিনি
২৪ তাহাদিগকে কহিলেন, সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে প্রাণপণ কর, কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অনেকেই প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু পারিবে
২৫ না। গৃহের কর্ত্তা উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলে পর তোমরা যদি বাহিরে দাঁড়াইয়া দ্বারে আঘাত করিয়া বল, হে প্রভো, হে প্রভো, আমাদের জন্যে দ্বার খুলিয়া দিউন, তবে তিনি এই উত্তর দিবেন, তোমরা কোথা-
২৬ কার লোক, তাহা আমি জানি না। তখন তোমরা বলিবা, আমরা তোমার সাক্ষাতে ভোজন পান করিয়াছি, এবং আমাদের নগরের পথে তুমি উপদেশ দি-
২৭ য়াছ। কিন্তু তিনি বলিবেন, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা কোথাকার লোক, তাহা আমি জানি
২৮ না ; হে দুরাচার সকল, আমাহইতে দূর হও। তখন

ইব্রাহীমকে ও ইসহাককে ও যাকূবকে এবং তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে ঈশ্বরের রাজ্য প্রাপ্ত, এবং আপনাদিগকে বহিষ্কৃত দেখিয়া তোমরা রোদন ও দন্তের ঘর্ষণ করিবা। আর পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারিদিকহইতে লোকেরা ২৯ আসিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবিষ্ট হইবে। দেখ, এই ৩০ রূপে পশ্চাতের অনেক লোক অগ্রে, এবং অগ্রের অনেক লোক পশ্চাতে পড়িবে।

অপর সেই দিবসে কএক জন ফিরূশী আসিয়া তাঁ- ৩১ হাকে বলিল, বহির্গত হও, ও এস্থানহইতে প্রস্থান কর; হেরোদ তোমাকে বধ করিতে চাহে। তাহাতে তিনি ৩২ উত্তর করিলেন, তোমরা গিয়া সেই শৃগালকে এই কথা বল; দেখ, অদ্য এবং কল্য ভূতগণকে ছাড়াইয়া রোগিদিগকে আরোগ্য করিয়া তৃতীয় দিবসে সিদ্ধ হইব। ত- ৩৩ ত্রাপি অদ্য ও কল্য ও পরশ্ব (এ স্থানে) আমাকে গতায়াত করিতে হইবে; যেহেতুক যিরূশালমের বাহিরে কোন ভবিষ্যদ্বক্তা হত হইতে পারে না। হে যিরূশালম, হে ৩৪ যিরূশালম, তুমি ভবিষ্যদ্বক্তৃদিগকে বধ করিয়া থাক; এবং আপনার নিকটে প্রেরিতগণকে প্রস্তরাঘাত করিয়া থাক; যেমন কুক্কুটী পক্ষের নীচে আপন শাবক সকলকে একত্র করে, তদ্রূপ আমিও তোমার সন্তান সকলকে একত্র করিতে কত বার ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলা না! দেখ, তোমাদের আবাস ৩৫ উচ্ছিন্ন হইয়া পরিত্যক্ত হইবে; আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, 'যিনি পরমেশ্বরের নামে আসিতেছেন তিনি ধন্য,' এমন কথা যে পর্য্যন্ত না বলিবা, সে পয্যন্ত আমাকে আর দেখিতে পাইবা না।

১৪ অধ্যায়।

১ এক জন উদরিকে সুস্থ করণ ৭ ও নম্র হওনের উপদেশ ১২ ও নিমন্ত্রণ করণের বিধি ১৫ ও মহাভোজের দৃষ্টান্ত ২৫ ও নানা উপদেশ কথা।

১ পরে বিশ্রামবারে যীশু প্রধান ফিরূশিদের এক জনের গৃহে ভোজন করিতে গমন করিলে তাহারা তাঁহার
২ প্রতি কুদৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন এক জলোদরী
৩ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে যীশু ব্যবস্থাপকগণকে ও ফিরূশিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশ্রামবারে সুস্থ
৪ করা কর্ত্তব্য কি না? তাহাতে তাহারা নীরব থাকিলে তিনি তাহাকে ধরিয়া সুস্থ করিয়া বিদায় করিলেন;
৫ ও তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের কাহারও কোন গর্দ্দভ কিম্বা বলদ যদি গর্ত্তের মধ্যে পড়ে, তবে কি বিশ্রামবারে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া তুলিবা না?
৬ তাহাতে তাহারা এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না।
৭ অপর নিমন্ত্রিত লোকেরা প্রধান স্থান মনোনীত করিতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে এই উপদেশ কথা কহিলেন, তুমি বিবাহাদি ভোজেতে নিমন্ত্রিত
৮ হইয়া প্রধান স্থানে বসিও না। কি জানি, তোমাহইতে অধিক মর্য্যাদাপন্ন কোন নিমন্ত্রিত লোক আ-
৯ ইলে নিমন্ত্রণকর্ত্তা আসিয়া এই মনুষ্যকে স্থান দেও, এমন কথা যদি বলে, তবে তুমি সঙ্কুচিত হইয়া ইতর
১০ স্থানে বসিতে উদ্যত হইবা। অতএব নিমন্ত্রণে গেলে অপ্রধান স্থানে বসিও; তাহাতে নিমন্ত্রণকর্ত্তা আইলে পরে বলিবে, হে বন্ধো, উচ্চতর স্থানে গিয়া বৈস; এমন হইলে ভোজনোপবিষ্ট সকলের সাক্ষাতে সম্ভ্রম
১১ পাইবা। যে কেহ আপনাকে উন্নত করে, তাহাকে নত

করা যাইবে; কিন্তু যে জন আপনাকে নত করে, তা-হাকে উন্নত করা যাইবে।

তখন তিনি নিমন্ত্রণকারি ব্যক্তিকেও কহিলেন, মধ্যাহ্ন ১২ কিম্বা রাত্রি ভোজ প্রস্তুত করিলে নিজ বন্ধুগণ ও ভ্রাতৃবর্গ ও জ্ঞাতিবর্গ ও ধনি প্রতিবাসিগণকে নিমন্ত্রণ করিও না; কি জানি, তাহারা পুনর্ব্বার তোমাকে নি-মন্ত্রণ করিলে তাহা তোমার শোধ হইবে। কিন্তু যখন ১৩ ভোজ প্রস্তুত কর, তখন দরিদ্র ও নুলা ও খঞ্জ ও অন্ধদিগকে নিমন্ত্রণ করিও; তাহাতে আশীর্ব্বাদ পাইবা, ১৪ এবং তাহারা পরিশোধ করিতে না পারিলে ধার্ম্মিক-দের কবরহইতে উত্থান সময়ে শোধ পাইবা।

পরে ঐ কথা শুনিয়া ভোজনোপবিষ্ট কোন এক ১৫ ব্যক্তি কহিল, যে জন ঈশ্বরের রাজ্যে ভোজন করিতে পাইবে, সেই ধন্য। তাহাতে তিনি কহিলেন, এক ব্যক্তি ১৬ রাত্রিতে মহাভোজ প্রস্তুত করিয়া অনেককে নিমন্ত্রণ করিল। পরে ভোজন সময়ে নিমন্ত্রিত লোকদিগকে ১৭ আহ্বান করণার্থে দাসদ্বারা কহিয়া পাঠাইল, এখন সকলই প্রস্তুত আছে, তোমরা আইস; কিন্তু তাহারা ১৮ সকলে এক২ ছল করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। প্রথম জন কহিল, এক খান ক্ষেত্র ক্রয় করিলাম, তাহা দে-খিতে আমাকে যাইতে হইবে; অতএব আমাকে ক্ষমা করিতে নিবেদন করিও। অন্য জন কহিল, আমি পাঁচ ১৯ যোড়া বলদ কিনিলাম, তাহাদের পরীক্ষা করিতে যাই-তেছি; অতএব আমাকে ক্ষমা করিতে নিবেদন করিও। আর এক জন কহিল, আমি বিবাহ করিলাম, এ কা- ২০ রণ যাইতে পারিব না। পরে সে দাস ফিরিয়া গিয়া ২১ আপন প্রভুর সাক্ষাতে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে

পর ঐ গৃহের কর্ত্তা ক্রুদ্ধ হইয়া আপন দাসকে কহিল, তুমি ত্বরায় নগরের পথে ও উপপথে গিয়া দরিদ্র ও
২২ নুলা ও খঞ্জ ও অন্ধদিগকে এ স্থানে আন। পরে সে দাস কহিল, হে প্রভো, আপনকার আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম
২৩ করা গেল, তথাপি আরও স্থান আছে। তখন সে প্রভু পুনশ্চ দাসকে কহিল, রাজপথে ও বৃক্ষতলে যাইয়া আমার গৃহ পরিপূর্ণ করণার্থে লোকদিগকে আ-
২৪ সিতে প্রবৃত্তি দেও। আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ঐ নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এক জনও আমার এই রাত্রিভোজ্যের আস্বাদ পাইবে না।

২৫ অনন্তর অনেক লোক যীশুর সঙ্গে২ গমন করিলে
২৬ তিনি ফিরিয়া তাহাদিগকে কহিলেন; কেহ আমার নিকটে আসিয়া আপন মাতা ও পিতা ও স্ত্রী ও সন্তান ও ভ্রাতৃগণ ও ভগিনীবর্গ এবং নিজ প্রাণও, এ সকল অপ্রিয় জ্ঞান না করিলে আমার শিষ্য হইতে পারিবে
২৭ না। এবং যে কেহ আপন ক্রুশ বহন করিয়া আমার পশ্চাদ্গামী না হয়, সে আমার শিষ্য হইতে পারিবে
২৮ না। দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে গেলে, কত ব্যয় হইবে, ও তাহার সমাপ্তি করিবার সঙ্গতি আছে কি না, প্রথমে বসিয়া ইহা গণনা না করে, তোমাদের মধ্যে এমন
২৯ কে আছে? সে ভিত্তি করিয়া শেষে যদি সমাপ্তি করিতে না পারে, তবে কি জানি সকলে তাহা দেখিয়া,
৩০ এই মনুষ্য ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়া সমাপ্ত করিতে পারিল না, ইহা বলিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ
৩১ করিবে। আর অন্য রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, দশ সহস্র সৈন্য লইয়া আমি বিংশতি সহস্র সৈন্যযুক্ত প্রতিবাদির সম্মুখে যাইতে পারিব কি না?

ইহা প্রথমে বসিয়া বিবেচনা না করে, এমন রাজা বা কে? যদি না পারে, তবে শত্রু দূরে থাকিতে সে ৩২ দূতকে প্রেরণ করিয়া সন্ধি নির্দ্ধারণের কথা জিজ্ঞাসা করে। তদ্রূপ তোমাদের মধ্যে যে কেহ সর্ব্বস্ব ত্যাগ ৩৩ করিতে না পারে, সে আমার শিষ্য হইতে পারিবে না। লবণ উত্তম বটে, কিন্তু যদি লবণের লবণত্ব যায়, ৩৪ তবে তাহা কেমন করিয়া আস্বাদযুক্ত হইবে? তাহা ৩৫ ভূমির কিম্বা সারঢিবির নিমিত্তেও ভাল হয় না; লোকেরা তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দেয়। যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে, সে শুনুক।

১৫ অধ্যায়।

১ হারাণ মেষ ও হারাণ রূপার দৃষ্টান্ত ১১ ও অপব্যয়ি পুত্রের দৃষ্টান্ত।

তখন করসঞ্চয়কারি ও পাপি সকল তাঁহার কথা ১ শুনিতে যীশুর নিকটে আইল। তাহাতে ফিরূশিরা ও ২ অধ্যাপকেরা বচসা করিয়া কহিল, এ মনুষ্য পাপিগণের সঙ্গে প্রণয় করিয়া একত্র ভোজন করিতেছে। তখ- ৩ ন তিনি তাহাদিগকে এই এক দৃষ্টান্ত কথা কহিলেন; কাহারো শত মেষ থাকিলে তাহার মধ্যে যদি একটা ৪ হারায়, তবে নিরানব্বইটা মেষ প্রান্তরের মধ্যে ছাড়িয়া হারাণ মেষের উদ্দেশ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অন্বেষণ না করে, এমন লোক তোমাদের মধ্যে কে আছে? আর ৫ তাহার উদ্দেশ পাইলে হৃষ্ট মনে স্কন্ধে করিয়া স্বস্থানে ৬ আনয়ন পূর্ব্বক বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবাসিদিগকে ডাকিয়া বলে, হারাণ মেষকে পাইলাম, অতএব আমার সঙ্গে আনন্দ কর। তদ্রূপ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ৭ যাহাদের মনঃপরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই, এমন নিরানব্বই ধার্ম্মিক লোক অপেক্ষা যে জন মন ফিরায়,

এমন এক পাপির নিমিত্তে স্বর্গেতে অধিক আনন্দ হয়।
৮ আর দশ খান রূপার মধ্যে এক খান হারাইলে প্রদীপ জ্বালিয়া ঘর ঝাঁটি দিয়া তাহার প্রাপ্তি পর্য্যন্ত যত্নপূর্ব্বক
৯ অন্বেষণ না করে, এমন কোন্ স্ত্রী আছে? আর পাইলে পর বন্ধু বান্ধব প্রতিবাসিগণকে ডাকিয়া কহে, হারাণ রূপাখান পাইলাম, অতএব আমার সঙ্গে আ-
১০ নন্দ কর। তদ্রূপ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এক জন পাপী মন ফিরাইলে ঈশ্বরের দূতগণের মধ্যেও আনন্দ হয়।

১১　অপর তিনি কহিলেন, এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল;
১২ তাহার মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে কহিল, হে পিতঃ, তোমার যে সম্পত্তির অংশ পাইব, তাহা বিভাগ করিয়া দেও; তাহাতে পিতা নিজ সম্পত্তি ভাগ করিয়া
১৩ তাহাদিগকে দিল। অল্প দিনের পর সেই কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত ধন একত্র করিয়া লইয়া দূরদেশে প্রস্থান করিয়া
১৪ দুষ্টাচরণেতে সমস্ত সংস্থানই অপব্যয় করিল। তাহার সকল ধন ব্যয় হইলে পর সে দেশে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, তাহাতে তাহার দৈন্যদশা ঘটিতে লাগিল।
১৫ পরে সে যাইয়া তদ্দেশীয় এক গৃহস্থের আশ্রিত হইলে সেই ব্যক্তি শূকরপাল চরাইতে তাহাকে মাঠে পাঠা-
১৬ ইয়া দিল। কিন্তু কেহ তাহাকে কিছু আহার না দেওয়াতে সে শূকরের খাদ্য খোসাদ্বারা উদর পূর্ণ করিতে
১৭ বাঞ্ছা করিল। অবশেষে সে মনে২ চেতনা পাইয়া কহিল, হায়, আমার পিতার নিকটে কত২ বেতনগ্রাহি দাস যথেষ্ট ও ততোধিক আহার পাইতেছে, কিন্তু আমি
১৮ ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি উঠিয়া পিতার নিকটে গিয়া এই কথা বলিব, হে পিতঃ, ঈশ্বরের এবং তোমার

বিরুদ্ধে পাপ করিলাম, এ কারণ তোমার পুত্র বলিয়া ১৯
বিখ্যাত হইবার যোগ্য নহি; আমাকে তোমার এক
বেতনগ্রাহি দাস করিয়া রাখ। পরে সে উঠিয়া পিতার ২০
নিকটে গমন করিল; তাহাতে তাহার পিতা অতি দূরে
তাহাকে দেখিয়া দয়া করিল, এবং ধাবমান হইয়া তা-
হার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। তখন পুত্র ২১
তাহাকে কহিল, হে পিতঃ, ঈশ্বরের ও তোমার বিরুদ্ধে
পাপ করিলাম, এবং তোমার পুত্ররূপে বিখ্যাত হইবার
যোগ্য নহি। কিন্তু তাহার পিতা নিজ দাসদিগকে আজ্ঞা ২২
দিল, সর্ব্বোত্তম বস্ত্র আনিয়া ইহাকে পরাও, এবং ইহার
হস্তে অঙ্গুরীয় দেও, এবং পায়েতে পাদুকা দেও। আর ২৩
হৃষ্ট পুষ্ট বাছুর আনিয়া মার; তাহা ভোজন করিয়া
আমরা আনন্দ করিব। যেহেতুক আমার এই পুত্র মৃত ২৪
হইয়া পুনশ্চ সজীব হইল, এবং হারাণ হইয়া প্রাপ্ত হ-
ইল; তাহাতে তাহারা আনন্দ করিতে লাগিল। তৎকা- ২৫
লে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রেতে ছিল, পরে আসিতে২
বাটীর নিকটে উপস্থিত হইয়া নৃত্য ও বাদ্যের শব্দ শুনি-
য়া দাসদের এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল, ইহার কারণ ২৬
কি? তাহাতে সে কহিল, তোমার ভ্রাতা আইল, এবং ২৭
তোমার পিতা তাহাকে সুস্থ শরীরে প্রাপ্ত হওয়াতে
হৃষ্ট পুষ্ট বাছুর মারিল। তাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া ২৮
ভিতরে যাইতে অসম্মত হইল; অতএব তাহার পিতা
বাহিরে আসিয়া তাহাকে সাধ্যসাধনা করিল। তাহাতে ২৯
সে পিতাকে উত্তর করিল; দেখ, আমি তোমার কোন
আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিয়া বহু বৎসরাবধি তোমার সেবা
করিয়া আসিতেছি, তথাপি মিত্রগণের সহিত উৎসব
করিতে কখনো একটি ছাগলও আমাকে দেও নাই

৩০ কিন্তু তোমার যে পুত্র বেশ্যাগমনাদিদ্বারা তোমার সম্পত্তি অপব্যয় করিয়াছে, সে আসিবামাত্র তাহারই
৩১ নিমিত্তে তুমি হৃষ্ট পুষ্ট বাছুর মারিলা। তখন তাহার পিতা কহিল, হে পুত্র, তুমি সর্ব্বদা আমার সহিত আছ,
৩২ তাহাতে আমার সর্ব্বস্বই তোমার। কিন্তু তোমার এই ভ্রাতা মৃত হইয়া পুনশ্চ সজীব হইল, এবং হারাণ হইয়া প্রাপ্ত হইল, এ কারণ উৎসব ও আনন্দ করা (আমাদের) উচিত।

১৬ অধ্যায়।

১ অপব্যয়ি গৃহাধ্যক্ষের দৃষ্টান্ত ১০ ও বিশ্বস্ত হওনের আবশ্যকতা ১৪ ও ফিরূশিদের প্রতি অনুযোগ ১৯ ও ধনি ও দরিদ্রের দৃষ্টান্ত।

১ অপর যীশু শিষ্যদিগকে আর এক কথা কহিলেন, এক ধনবানের গৃহাধ্যক্ষ আপনার স্বামির সম্পত্তি অপব্যয়
২ বিষয়ে অপবাদিত হইলে ঐ স্বামী তাহাকে ডাকিয়া কহিল, তোমার বিষয়ে এ কি কথা শুনিতে পাই? তুমি অধ্যক্ষপদের নিকাশ দেও, তুমি গৃহাধ্যক্ষের পদে আর
৩ থাকিতে পাইবা না। তখন সে গৃহাধ্যক্ষ মনে২ ভাবিতে লাগিল, প্রভু আমাকে অধ্যক্ষপদচ্যুত করিলে কি করিব? মৃত্তিকা কাটিতে আমার শক্তি নাই, এবং ভিক্ষা করি-
৪ তেও লজ্জা হয়। অতএব পদচ্যুত হইলে যেন লোকেরা আপনাদের গৃহে আমাকে গ্রহণ করে, ইহার নিমিত্তে
৫ কি কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা আমি মনস্থ করি। পরে সে আপন প্রভুর প্রত্যেক ঋণিকে ডাকিয়া প্রথম জনকে জিজ্ঞাসিল, তোমার কাছে আমার প্রভুর কত পাওনা
৬ আছে? তাহাতে সে বলিল, এক শত মোন তৈল; তখন গৃহাধ্যক্ষ কহিল, তোমার পত্র আনিয়া শীঘ্র বসিয়া
৭ তাহাতে পঞ্চাশ মোন লেখ। পরে আর এক জনকে

জিজ্ঞাসিল, তোমার নিকটে প্রভুর কত পাওনা আছে? তাহাতে সে বলিল, এক শত বিশি গোম; তখন সে কহিল, তবে তোমার পত্র আনিয়া আশী লেখ। তাহা- ৮ তে প্রভু সে অযাথার্থিক অধ্যক্ষের বুদ্ধির কৌশল প্র- যুক্ত তাহার প্রতিষ্ঠা করিল; এই রূপে জ্যোতির সন্তা- নদের অপেক্ষা এই বর্ত্তমান সংসারের সন্তানেরা স্বং কালে অধিক বুদ্ধিমান হয়। এ জন্যে বলি, তোমরাও ৯ অযথার্থ ধনদ্বারা মিত্রলাভ কর, তাহাতে তোমরা দীন- হীন হইলে তাহারা তোমাদিগকে নিত্যস্থায়ি আশ্রয়ে গ্রহণ করিবে।

যে কেহ ক্ষুদ্র বিষয়ে বিশ্বাস্য হয়, সে মহদ্বিষয়েও ১০ বিশ্বাস্য হয়; কিন্তু যে কেহ ক্ষুদ্র বিষয়ে অবিশ্বাস্য হয়, সে মহদ্বিষয়েও অবিশ্বাস্য হয়। অতএব যদি অয- ১১ থার্থ ধনে তোমরা অবিশ্বাস্য হইলা, তবে যথার্থ ধন তোমাদের হস্তে কে সমর্পণ করিবে? আর পরকীয় ১২ অধিকারে যদি তোমরা অবিশ্বাস্য হও, তবে তোমা- দিগকে তোমাদের অধিকার কে দিবে? কোন দাস দুই ১৩ কর্ত্তার সেবা করিতে পারে না, যেহেতুক এক জনকে মন্দ বাসিয়া অন্য জনকে ভাল বাসে, কিম্বা একের প্রতি মনোযোগী হইয়া অন্যকে অবহেলা করে; তেমনি তোমরা ঈশ্বর ও ধন উভয়ের সেবা করিতে পার না।

তখন এ সকল কথা শুনিয়া লোভি ফিরূশিরা তাঁহাকে ১৪ ব্যঙ্গ করিল। তাহাতে তিনি কহিলেন, তোমরা মনুষ্য- ১৫ দের নিকটে আপনাদিগকে নির্দ্দোষ করিয়া দেখাইতেছ বটে, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের অন্তঃকরণ জানেন; যাহা মনুষ্যদিগের প্রশংসিত হয়, তাহা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঘৃণিত। যোহনের আগমন পর্য্যন্ত ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্- ১৬

বক্তৃগণের লিপি ছিল; তদবধি ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার হইতেছে, এবং প্রত্যেক জন তন্মধ্যে যত্নে
১৭ প্রবেশ করিতেছে। বরং আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, তথাচ ব্যবস্থার এক বিন্দুরও লোপ হইবে না।
১৮ যে কেহ আপনার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে; এবং যে ব্যক্তি সেই স্বামিত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে।
১৯ এক ধনবান মানুষ শুভ্রবর্ণ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিত,
২০ এবং প্রত্যহ পরিতোষরূপে ভোজন পান করিত। এবং সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতযুক্ত ইলিয়াসর্ নামে এক জন দরিদ্র ঐ ধনবানের ভোজনাসনহইতে পতিত উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইতে
২১ বাঞ্ছা করিয়া তাহার দ্বারে পড়িয়া থাকিত, এবং কুক্কুর-
২২ গণ আসিয়া তাহার ক্ষত সকল চাটিত। কিছু কাল পরে ঐ দরিদ্র প্রাণ ত্যাগ করিলে স্বর্গীয় দূতগণ তাহাকে লইয়া ইব্রাহীমের ক্রোড়ে বসাইল। পরে সেই
২৩ ধনবানও মরিল, ও তাহার কবরও দেওয়া গেল; কিন্তু পরলোকে যন্ত্রণাগ্রস্ত হইয়া সে ঊর্দ্ধ্বদিগে দৃষ্টি করিয়া দূরে ইব্রাহীমকে এবং তাহার ক্রোড়ে ইলিয়াসরকে
২৪ দেখিয়া চেঁচাইয়া কহিল, হে পিতঃ ইব্রাহীম, আমার প্রতি দয়া করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া আমার জিহ্বা শীতল করিতে ইলিয়াসরকে পাঠাইয়া
২৫ দেও; এই অগ্নির শিখাতে আমি ব্যথিত আছি। তখন ইব্রাহীম কহিল, হে পুত্র, তুমি জীবদ্দশাতে সম্পদ পাইয়াছিলা, এবং ইলিয়াসর বিপদ পাইয়াছিল, ইহা স্মরণ কর; কিন্তু সম্প্রতি তাহার সান্ত্বনা ও তোমার
২৬ যন্ত্রণা হইতেছে। আরও বলি, তোমাদের ও আমাদের স্থানের মধ্যে মহাবিচ্ছেদ স্থাপিত আছে, তন্নিমিত্তে এ

স্থানের লোক ও স্থানে, কিম্বা ও স্থানের লোক এ স্থানে যাতায়াত করিতে পারে না। তখন সে কহিল, ২৭ হে পিতঃ, তবে বিনয় করিয়া বলি, আমার পিতৃগৃহে যে পাঁচ ভ্রাতা আছে, তাহারা যেন এই যন্ত্রণাস্থানে ২৮ না আইসে, এই পরামর্শ দিবার জন্যে তাহাদের কাছে তাহাকে পাঠাইয়া দেও। তাহাতে ইব্রাহীম কহিল, ২৯ মূসার ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের পুস্তক তাহাদের নিকটে আছে; তাহারা ঐ বচন মানুক। তখন সে নিবেদন করিল, হে ৩০ পিতঃ ইব্রাহীম, তাহা নহে, কিন্তু যদি মৃত লোকদের কোন জন তাহাদের নিকটে যায়, তবে তাহারা মন ফিরাইবে। তাহাতে ইব্রাহীম কহিল, তাহারা যদি মূসার ৩১ ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বচন না মানে, তবে মৃত লোকদের কোন এক জন উঠিলেও তাহারা তাহার পরামর্শ মানিবে না।

১৭ অধ্যায়।

১ বিঘ্ন না জন্মাওনের উপদেশ ৭ ও প্রভু ও দাসের আচারের বিধি ১১ ও দশ জন কুষ্ঠিকে সুস্থ করণ ২০ ও ঈশ্বরের রাজত্বের কথা ২২ ও খ্রীষ্টের আগমনের কথা।

পরে যীশু শিষ্যদিগকে কহিলেন, বিঘ্ন অবশ্যই ঘটিবে, ১ কিন্তু যাহাদ্বারা বিঘ্ন ঘটিবে, তাহার সন্তাপ হইবে। এমন ব্যক্তি যদি এই ক্ষুদ্র প্রাণিদের মধ্যে এক জনেরও ২ বিঘ্ন জন্মায়, তবে গলদেশে যাঁতাবদ্ধ হইয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হওয়া বরঞ্চ তাহার সৌভাগ্য হয়; তোমরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাক। তোমার ভ্রাতা যদি ৩ তোমার বিরুদ্ধে অপরাধ করে, তবে তাহাকে অনুযোগ কর; তাহাতে সে যদি মন ফিরায়, তবে তাহাকে ক্ষমা কর। আর এক দিনের মধ্যে যদি তোমার বি- ৪

রুদ্ধে সাত বার অপরাধ করে, কিন্তু সেই দিনে সাত বার আসিয়া বলে, আমি অপরাধ করিলাম, তবে তা-
৫ হাকে ক্ষমা কর। অপর প্রেরিতেরা প্রভুকে কহিল,
৬ আমাদিগের বিশ্বাসের বৃদ্ধি কর। তাহাতে প্রভু কহিলেন, যদি তোমাদের এক সর্ষপের মত বিশ্বাস হয়, তবে তুমি সমূলে উৎপাটিত হইয়া সমুদ্রে রোপিত হও, এ কথা ঐ ডুম্বুরবৃক্ষকে কহিলে সে তোমাদের আজ্ঞাবহ হইবে।

৭ আর তোমাদের মধ্যে কাহারো দাস হাল বহিয়া কিম্বা পশু চরাইয়া ক্ষেত্রহইতে আইলে, 'তুমি আইস, ভোজনে বৈস,' সে কি এমন কথা তাহাকে বলিবে?
৮ বরঞ্চ 'আমার খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত কর, এবং আমি যাবৎ ভোজন পান করিব, তাবৎ কটিবন্ধন করিয়া পরিচর্য্যা কর, পরে তুমিও ভোজন পান করিতে
৯ পাইবা,' কি এমন কথা বলিবে না? ঐ দাস প্রভুর আজ্ঞামত কর্ম্ম করিল, এই জন্যে প্রভু কি তাহার কাছে বাধিত হইল? আমার এমন বোধ হয় না।
১০ এই প্রকারে নিরূপিত তাবৎ কর্ম্ম করিলে পর তোমরা এই কথা বল, আমরা অযোগ্য দাস, আমাদের যাহা২ কর্ত্তব্য, তাহাইমাত্র করিলাম।

১১ অপর যিরূশালমে যাত্রা করণ সময়ে তিনি শোমিরোণ
১২ ও গালীল প্রদেশের মধ্যস্থান দিয়া গমন করিয়া কোন গ্রামের নিকটে আইলে দশ জন কুষ্ঠী তাঁহার সাক্ষাৎ
১৩ পাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, হে
১৪ প্রভো যীশু, আমাদিগকে দয়া করুন। তাহাতে তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া কহিলেন, তোমরা যাজকগণের নিকটে গিয়া আপনাদিগকে দেখাও; তাহাতে তাহারা

যাইতে২ রোগহইতে পরিষ্কৃত হইল। তখন তাহাদের ১৫ মধ্যে এক জন আপনাকে সুস্থ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে২ ফিরিয়া আইল, এবং যীশুর ১৬ চরণতলে অধোমুখে পতিত হইয়া তাঁহার গুণানুবাদ করিতে লাগিল; সে শোমিরোণী ছিল। তখন যীশু ১৭ কহিলেন, কি দশ জন পরিষ্কৃত হইল না? তবে আর নয় জন কোথায়? এই বিদেশি ব্যক্তি ব্যতিরেক প্র- ১৮ ত্যাগমন করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে আর কেহ উপস্থিত হইল না? ইহা বলিয়া তিনি তাহাকে কহি- ১৯ লেন, উঠিয়া চলিয়া যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল।

অনন্তর কোন্ সময়ে ঈশ্বরের রাজত্ব হইবে, ফিরূশিরা ২০ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, ঈশ্ব- রের রাজত্ব সমারোহ পূর্ব্বক হইবে না। অতএব এ ২১ স্থানে দেখ, কি ও স্থানে দেখ, এমন কথা লোক কহিতে পারিবে না; ঈশ্বরের রাজত্ব তোমাদের অন্ত- রেই আছে।

পরে তিনি শিষ্যদিগকে কহিলেন, যে সময়ে তোমরা ২২ মনুষ্যপুত্রের এক দিন দেখিতে ইচ্ছা করিবা, কিন্তু দেখিতে পাইবা না, এমন সময় আসিতেছে। তখন ২৩ এই স্থানে কিম্বা ঐ স্থানে আসিয়া দেখ, এই কথা লোকেরা বলিবে; কিন্তু যাইও না, ও তাহাদের পশ্চাদ্- গামী হইও না। কেননা বিদ্যুৎ যেমন আকাশের ২৪ এক দিগহইতে নির্গত হইবামাত্র অন্যদিক ব্যাপিয়া দীপ্তি প্রকাশ করে, তদ্রূপ আপনার সেই দিনে মনুষ্য- পুত্রের প্রকাশ হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তাঁহাকে অ- ২৫ নেক দুঃখভোগ করিতে এবং এই বর্ত্তমান লোককতক

২৬ অবজ্ঞাত হইতে হইবে। আর নোহের বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ হইয়াছিল, মনুষ্যপুত্রের সময়েও তদ্রূপ হইবে।
২৭ ফলতঃ নোহের জাহাজারোহণ করিবার দিন পর্য্যন্ত যেমন লোকেরা ভোজন পান, এবং বিবাহ করণ ও বিবাহ দেওন, এই২ কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত ছিল, কিন্তু জল-
২৮ প্লাবন উপস্থিত হইয়া সকলকে বিনষ্ট করিল; এবং লোটের বর্ত্তমান সময়েও যেমন লোকেরা ভোজন পান, ও ক্রয় বিক্রয়, এবং বৃক্ষ রোপণ ও গৃহ নির্ম্মাণ কর্ম্মেতে
২৯ প্রবৃত্ত ছিল; কিন্তু যে দিনে লোট সিদোমহইতে বহির্গত হইল, তদ্দিবসে আকাশহইতে সগন্ধক অগ্নি বর্ষিয়া
৩০ সকলকে বিনষ্ট করিল; তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রের প্রকাশ হও-
৩১ নের দিনেও হইবে। তদ্দিনেতে যে কেহ গৃহের ছাতের উপরে থাকে, সে গৃহের মধ্যস্থিত আপনার দ্রব্যাদি লইবার নিমিত্তে নীচে না নামুক; এবং যে কেহ
৩২ ক্ষেত্রে থাকে, সেও ফিরিয়া না যাউক। লোটের স্ত্রীকে
৩৩ স্মরণে রাখ। যে জন প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে, সেই তাহা হারাইবে; আর যে জন প্রাণ হারাইবে,
৩৪ সেই তাহা রক্ষা করিবে। আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, সেই রাত্রিতে দুই জন এক শয্যাগত হইলে তাহাদের এক জনকে ধরা যাইবে, এবং অন্য জনকে
৩৫ ত্যাগ করা যাইবে। আর দুই স্ত্রী একত্র যাঁতা পিষিলে তাহাদের এক জনকে ধরা যাইবে, এবং অন্যকে ত্যাগ
৩৬ করা যাইবে। এবং দুই পুরুষ ক্ষেত্রেতে থাকিলে, তাহাদের এক জনকে ধরা যাইবে, এবং অন্যকে ত্যাগ
৩৭ করা যাইবে। তখন তাহারা জিজ্ঞাসিল, হে প্রভো, এমন কোথায় হইবে? তাহাতে তিনি কহিলেন, যে স্থানে শব থাকে, সে স্থানেই গৃধ্র একত্র হয়।

১৮ অধ্যায়।

১ বিধবার দৃষ্টান্ত ৯ ও ফিরূশি ও করসঞ্চয়কারির দৃষ্টান্ত ১৫ ও শিশুগণকে গ্রাহ্য করণ ১৮ ও এক যুব ধনি অধ্যক্ষের কথা ৩১ ও খ্রীষ্টের মরণ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য ৩৫ ও এক অন্ধ ভিক্ষুককে চক্ষু দেওন।

১ অপর ক্লান্ত না হইয়া অনবরত প্রার্থনা করা লোকদের কর্ত্তব্য, এই আশয়ে যীশু এই এক দৃষ্টান্ত কথা কহিলেন। ২ কোন নগরে এক জন বিচারকর্ত্তা ছিল, সে ঈশ্বরকে ভয় করিত না এবং মানুষকেও মানিত না। ৩ পরে তন্নগর নিবাসিনী এক বিধবা তাহার নিকটে আসিয়া, প্রতিবাদির সহিত আমার বিচার পরিষ্কার করিয়া দেও, এই নিবেদন করিত। ৪ তাহাতে ঐ বিচারকর্ত্তা কএক দিন পর্য্যন্ত তাহা স্বীকার করিল না; পরে মনে২ ভাবিল, যদ্যপি ঈশ্বরকে ভয় না করি এবং মনুষ্যকেও না মানি, ৫ তথাপি এই বিধবা আমাকে ব্যামোহ দিতেছে, এ জন্যে উহার বিবাদ পরিষ্কার করিয়া দিব, নতুবা সে সর্ব্বদা আসিয়া আমাকে ব্যস্ত করিবে। ৬ পরে প্রভু কহিলেন, ঐ অন্যায়ি বিচারকর্ত্তা যাহা কহে, তাহাতে মনোযোগ কর। ৭ ঈশ্বরের যে মনোনীত লোকেরা দিবারাত্রি তাঁহার কাছে প্রার্থনা করে, তিনি অনেক দিন বিলম্ব করিলেও কি তাহাদের বিবাদ পরিষ্কার করিবেন না? ৮ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ত্বরায় পরিষ্কার করিবেন; কিন্তু যে সময়ে মনুষ্যপুত্র আসিবেন, তখন কি পৃথিবীতে বিশ্বাস পাইবেন?

৯ অপর আপনাদিগকে ধার্ম্মিক জ্ঞান করিয়া অন্য সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, এমন আত্মাভিমানি কএক জনকে এই দৃষ্টান্ত কহিলেন। ১০ এক ফিরূশী আর এক করসঞ্চয়কারী এই উভয়ে প্রার্থনা করিতে মন্দিরে গেল।

১১ পরে ঐ ফিরূশী এক ভিতে দাঁড়াইয়া এই প্রার্থনা ক-
রিল, 'হে ঈশ্বর, আমি অন্য লোকদের মত উপদ্রবী কি
অন্যায়ী কি পারদারিক নহি, এবং ঐ করসঞ্চয়কারির
তুল্যও নহি, এই জন্যে তোমার ধন্যবাদ করিতেছি;
১২ সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন উপবাস, এবং সমস্ত সম্পদের
১৩ দশাংশের একাংশ দান করিয়া থাকি।' কিন্তু সে কর-
সঞ্চয়কারী দূরে দাঁড়াইয়া স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি করিতে সা-
হস না পাইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া, 'হে ঈশ্বর,
পাপিষ্ঠ যে আমি, আমাকে দয়া কর,' এই রূপ প্রার্থনা
১৪ করিল। আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এই দুই জনের
মধ্যে কেবল করসঞ্চয়কারী পুণ্যবান্ গণিত হইয়া নিজ
গৃহে গমন করিল; কেননা যে কেহ আপনাকে উন্নত
করে, তাহাকে নত করা যাইবে; কিন্তু যে জন আপ-
নাকে নত করে, তাহাকে উন্নত করা যাইবে।

১৫ পরে তিনি যেন শিশুগণের গাত্র স্পর্শ করেন, লো-
কেরা এই আশয়েতে শিশুদিগকে তাঁহার নিকটে আ-
নিল; শিষ্যেরা তাহা দেখিয়া আনয়নকারিদিগকে অনু-
১৬ যোগ করিল। কিন্তু যীশু শিশুদিগকে ডাকিয়া কহি-
লেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, তা-
হাদিগকে বারণ করিও না; কেননা এই মত ব্যক্তিরা
১৭ ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী। আমি তোমাদিগকে যথা-
র্থ কহিতেছি, যে ব্যক্তি শিশুবৎ হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য
গ্রাহ্য না করে, সে কোন প্রকারে তাহাতে প্রবেশ ক-
রিতে পারিবে না।

১৮ অপর এক জন অধ্যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে
পরম গুরো, অনন্ত পরমায়ুঃ প্রাপ্তির নিমিত্তে আমার
১৯ কি করা কর্ত্তব্য? তাহাতে যীশু কহিলেন, আমাকে পরম

করিয়া কেন বল? ঈশ্বর ব্যতিরেকে কেহই পরম হয় না।
"পরদার করিও না, নরহত্যা করিও না, চুরি করিও ২০
"না, মিথ্যাসাক্ষ্য দিও না, মাতা পিতাকে সম্ভ্রম কর,"
এই২ আজ্ঞা তুমি জ্ঞাত আছ। তখন সে কহিল, ২১
বালককালাবধি এই সকল পালন করিয়া আসিতেছি।
এ কথা শুনিয়া যীশু তাহাকে কহিলেন, এক বিষয়ে ২২
তোমার ত্রুটি আছে, তুমি আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া
দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর, তাহাতে স্বর্গেতে ধন পাইবা;
পরে আসিয়া আমার পশ্চাদ্গামী হও। কিন্তু এ কথা ২৩
শুনিয়া সে অধ্যক্ষ অতি শোকান্বিত হইল, কারণ তা-
হার বিস্তর ধন ছিল। তখন যীশু তাহাকে অতি শো- ২৪
কান্বিত দেখিয়া কহিলেন, ধনি লোকদের ঈশ্বরের রাজ্যে
প্রবেশ করা কেমন দুষ্কর! ঈশ্বরের রাজ্যে ধনি লো- ২৫
কের প্রবেশ করণ অপেক্ষা বরং সূচির ছিদ্র দিয়া
উষ্ট্রের গমনাগমন করা সহজ। তখন শ্রোতারা জিজ্ঞা- ২৬
সিল, তবে কাহার পরিত্রাণ হইতে পারে? তিনি ক- ২৭
হিলেন, যাহা মনুষ্যের অসাধ্য, তাহা ঈশ্বরের সাধ্য।
তখন পিতর কহিল, দেখ, আমরা সমস্তই পরিত্যাগ ২৮
করিয়া তোমার পশ্চাদ্গামী হইলাম। তাহাতে তিনি ২৯
কহিলেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, ঈশ্বরের
রাজ্যের নিমিত্তে বাটী ও পিতা ও মাতা ও ভ্রাতৃগণ
ও স্ত্রী ও সন্তানগণকে ত্যাগ করিলে ইহকালে তদপেক্ষা ৩০
প্রচুর ও পরকালে অনন্ত পরমায়ুঃ প্রাপ্ত না হইবে,
এমন লোক কেহই নাই।

পরে তিনি দ্বাদশ শিষ্যকে ডাকিয়া কহিলেন, দেখ, ৩১
আমরা যিরূশালম নগরে যাইতেছি; তাহাতে মনুষ্য-
পুত্রের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ কর্তৃক যেরূপ লিখিত আছে,

৩২ তদনুসারে তাঁহার প্রতি ঘটিবে। ফলতঃ তিনি অন্যদেশীয়দের হস্তে সমর্পিত হইবেন, এবং তাহারা তাঁহাকে পরিহাস করিবে, ও তাঁহার প্রতি অসঙ্গত ব্যবহার ক-
৩৩ রিবে, ও তাঁহার গাত্রেতে থুথু দিবে; এবং কোড়া প্রহার করিয়া তাঁহাকে বধও করিবে; পরে তিনি তৃতীয়
৩৪ দিবসে কবরহইতে উঠিবেন। এ কথার ভাব তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিল না, কারণ তাহাদের নিকটে অস্পষ্ট হওয়াতে তাহারা তাঁহার এ সকল কথার মর্ম্ম জানিতে পারিল না।

৩৫ পরে তিনি যিরীহো নগরের নিকটস্থ হইলে এক জন
৩৬ অন্ধ পথের পার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষা করিতেছিল; সে লোকসমূহের গমনের শব্দ শুনিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা
৩৭ করিল। তাহাতে নাসরতীয় যীশু যাইতেছেন, লোকেরা
৩৮ ইহা বলিলে সে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, হে দায়ূদের
৩৯ সন্তান যীশু, আমার প্রতি দয়া করুন। তাহাতে অগ্রগামী লোকেরা চুপ২ বলিয়া তাহাকে ধমক্ দিল, কিন্তু সে আরও অধিক চেঁচাইয়া বলিল, হে দায়ূদের
৪০ সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন। তখন যীশু স্থগিত হইয়া আপনার নিকটে তাহাকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন; তাহাতে সে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে পর তিনি
৪১ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি চাহ? তোমার নিমিত্তে আমি কি করিব? সে কহিল, হে প্রভো, যেন
৪২ দেখিতে পাই। তখন যীশু কহিলেন, দেখিতে পাও;
৪৩ তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল। তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার চক্ষু প্রসন্ন হওয়াতে সে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে২ তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল; তাহা দেখিয়া সকল লোক ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে লাগিল।

১৯ অধ্যায়।

১ করসঞ্চয়কারি সক্কেয় নামকের বিবরণ ১১ ও এক মহৎ লোকের ও তাহার দশ দাসের বৃত্তান্ত ২৮ ও খ্রীষ্টের যিরূশালমে গমন ৪১ ও তাহার ভবিষ্যৎ দুঃখের বিষয়ে খ্রীষ্টের বিলাপ।

পরে যীশু যিরীহো নগরে প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্য ১ দিয়া গমন করিতেছেন, এমন সময়ে সক্কেয় নামে কর- ২ সঞ্চয়কারিবর্গের প্রধান এক ধনবান ব্যক্তি, যীশু কি ৩ প্রকার লোক, তাহা দেখিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু নিজ খর্ব্বতা প্রযুক্ত লোকসমূহের মধ্যে তাঁহার দর্শন না পা- ওয়াতে, যে পথে তিনি যাইবেন, সেই পথে অগ্রে দৌ- ৪ ড়িয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্যে এক ডুম্বুরবৃক্ষে উঠিল। পরে যীশু সেই স্থানে উপস্থিত হইলে ঊর্দ্ধ্বদৃষ্টি করিয়া ৫ তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, হে সক্কেয়, তুমি শীঘ্র ক- রিয়া নাম, অদ্য তোমার গৃহে আমাকে বাস করিতে হইবে। তাহাতে সে শীঘ্র নামিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক তাঁ- ৬ হাকে গ্রাহ্য করিল। তাহা দেখিয়া সকলেই বচসা ক- ৭ রিয়া কহিতে লাগিল, তিনি অতিথিভাবে দুষ্ট লোকের গৃহে গমন করিতেছেন। কিন্তু সক্কেয় দণ্ডায়মান হইয়া ৮ প্রভুকে বলিতে লাগিল, দেখ, আমার যে সংস্থান আ- ছে, তাহার অর্দ্ধেক দরিদ্রদিগকে দান করি; আর অস- ঙ্গত করিয়া কাহাহইতেও যদি কখনো কিছু লইয়া থা- কি, তবে চতুর্গুণে তাহা ফিরাইয়া দি। তখন যীশু তা- ৯ হার বিষয়ে কহিলেন, ইনিও ইব্রাহীমের এক সন্তান, এই জন্যে অদ্য ইহার গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত হইল; কারণ যাহা হারাণ ছিল, তাহা অনুসন্ধান করিয়া রক্ষা ১০ করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন।

১১ পরে তিনি যিরূশালমের নিকটে উপস্থিত হওয়াতে ঈশ্বরের রাজত্বের অনুষ্ঠান তখনি হইবে, লোকেরা এমন অনুভব করিতেছিল, এই কারণ তিনি শ্রোতাদিগকে
১২ এক দৃষ্টান্তকথা উত্থাপন করিয়া কহিলেন। কোন মহৎ লোক আপনার জন্যে রাজত্বপদ লইয়া ফিরিয়া আসি-
১৩ তে দূর দেশে গেলেন। যাত্রার সময়ে আপনার দশ জন দাসকে ডাকিয়া দশ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া, আমার আগ-
১৪ মন পর্য্যন্ত ব্যবসায় কর, এই আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রজারা তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া 'এমত মনুষ্যকে আমাদের উপরে রাজত্ব করিতে দিব না,' এমন সংবাদ
১৫ তাঁহার নিকটে পাঠাইল। অনন্তর তিনি রাজত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিলে পর প্রত্যেক জন ব্যবসায়দ্বারা কি প্রকার লাভ করিয়াছে, তাহা জানিবার নিমিত্তে, যে দাসদিগকে মুদ্রা দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে
১৬ ডাকিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন প্রথম ব্যক্তি আসিয়া কহিল, হে প্রভো, তোমার ঐ এক মুদ্রাদ্বারা
১৭ আর দশ মুদ্রা লাভ হইল। তাহাতে তিনি কহিলেন, তুমি উত্তম দাস, অতি অল্প বিষয়েতে বিশ্বস্ত হইলা; এ
১৮ জন্যে তুমি দশ নগরের কর্ত্তা হও। পরে দ্বিতীয় জন আসিয়া কহিল, হে প্রভো, তোমার ঐ এক মুদ্রাদ্বারা
১৯ পাঁচ মুদ্রা লাভ হইল। তাহাতে তিনি তাহাকে কহি-
২০ লেন, তুমিও পাঁচ নগরের কর্ত্তা হও। পরে অন্য জন আসিয়া কহিল, হে প্রভো, দেখ, আমি তোমার মুদ্রা
২১ গামছাতে বান্ধিয়া রাখিয়াছি, এই লও। তুমি কঠিন লোক, যাহা রাখ নাই, তাহাই তুলিয়া লইয়া থাক, এবং যাহা বুন নাই, তাহাই কাটিয়া থাক; অতএব
২২ আমি তোমাহইতে ভীত হইলাম। তখন তিনি কহি-

লেন, অরে দুষ্ট দাস, তোমার নিজ মুখের (কথাতেই) তোমাকে দোষী করিব; যাহা রাখি নাই, তাহাই তুলিয়া লই, এবং যাহা বুনি নাই, তাহাই কাটি, আমি এমন কঠিন লোক, ইহা যদি তুমি জানিয়াছ, তবে ২৩ আমার টাকা বণিকের হস্তে কেন সমর্পণ কর নাই? তাহা করিলে আমি আসিয়া সুদের সহিত তাহা পাইতাম। পরে তিনি নিকটস্থ লোকদিগকে এই আজ্ঞা ২৪ দিলেন, ইহার নিকটহইতে ঐ মুদ্রা লইয়া যাহার দশ মুদ্রা আছে, তাহাকে দেও। তাহাতে তাহারা কহিল, ২৫ হে প্রভো, উহার দশ মুদ্রা আছে। আমি তোমাদি- ২৬ গকে কহিতেছি, যাহার কাছে বাড়ে, তাহাকে আরও দত্ত হইবে; কিন্তু যাহার কাছে বাড়ে না, তাহার যে যৎকিঞ্চিৎ আছে, তাহাও তাহার নিকটহইতে নীত হইবে। কিন্তু আমার কর্তৃত্বের বশে থাকিতে অসম্মত ২৭ যে আমার শত্রুগণ, তাহাদিগকে আনিয়া আমার সাক্ষাতে সংহার কর।

অপর এই উপদেশকথা কহিয়া তিনি অগ্রগামী হইয়া ২৮ যিরূশালম নগরে গমন করিলেন। তাহাতে জৈতুন নামে ২৯ খ্যাত পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইলে পর তিনি দুই শিষ্যকে ইহা কহিয়া পাঠাইলেন, তোমরা ঐ সম্মুখস্থ গ্রামে প্রবেশ ক- ৩০ রিবামাত্র যাহাতে কোন মনুষ্য কখনো আরোহণ করে নাই, এমন এক গর্দ্দভ শাবককে বান্ধা দেখিতে পাইবা, তাহাকে খুলিয়া আন। তাহাতে 'কেন খুলিতেছ?' ৩১ এমন কথা কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে বলিও, ইহাতে প্রভুর প্রায়োজন আছে। তখন তাহারা প্রেরিত হইয়া ৩২ গমন করিলে তাঁহার কথানুসারে সকলি পাইল। গর্দ্দভ- ৩৩

শাবককে খুলিবার সময়ে তাহার স্বামিরা বলিল, গর্দ্দভ-
৩৪ শাবককে কেন খুলিতেছ? তাহাতে তাহারা কহিল,
৩৫ ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে। পরে তাহারা সেই
গর্দ্দভশাবককে যীশুর নিকটে আনিয়া তাহার পৃষ্ঠে
আপনাদের বস্ত্র পাতিয়া তদুপরি যীশুকে আরোহণ
৩৬ করাইল। পরে যাত্রা করণ সময়ে লোকেরা পথিমধ্যে
৩৭ আপনাদের বস্ত্র পাতিয়া দিতে লাগিল। আর জৈতুন
পর্ব্বতহইতে অবরোহণের পথের নিকটে উপস্থিত হ-
ইলে শিষ্যসমূহ যীশুর পূর্ব্বদৃষ্ট মহৎ কর্ম্ম সকল স্মরণ
৩৮ করিয়া 'যে রাজা প্রভুর নামে আসিতেছেন তিনি ধন্য,
স্বর্গেতে কুশল এবং সর্ব্বউচ্চেতে জয়ধ্বনি হউক,' এই
কথা কহিয়া আনন্দ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের ধন্যবাদ
৩৯ করিতে লাগিল। তখন লোকারণ্যের মধ্যহইতে কএক
জন ফিরূশী ইহা শুনিয়া যীশুকে কহিল, হে উপদেশক,
৪০ আপনকার শিষ্যদিগকে অনুযোগ করুন। তাহাতে তিনি
উত্তর করিলেন, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, উহারা
যদি নীরব হইয়া থাকে, তবে প্রস্তর সকল হঠাৎ উচ্চৈঃ-
স্বরে কথা কহিবে।

৪১ পরে তিনি নগরের সন্নিকটে আসিয়া তাহার প্রতি
৪২ অবলোকন করিয়া অশ্রুপাত পূর্ব্বক কহিলেন, হায় ২ যদি
তুমি পূর্ব্বে বা তোমার এই দিনেতে নিজ মঙ্গলের উপ-
লব্ধি পাইতা, (তবে উত্তম হইত;) কিন্তু এইক্ষণে তাহা
৪৩ তোমার দৃষ্টির অগোচর হয়। তুমি আপন পরিত্রাণের
সময়ের প্রতি মনোযোগ কর নাই, এই জন্যে যে কালে
তোমার শত্রুবর্গ জাঙ্গাল বাঁধিয়া তোমার চতুর্দ্দিগ বে-
৪৪ ষ্টন করিয়া অবরুদ্ধ করিবে, এবং বালকগণের সহিত
তোমাকে এমত ভূমিসাৎ করিবে, যে তোমার মধ্যে এক-

খান প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে থাকিবে না, এমন কাল উপস্থিত হইবে। পরে তিনি মন্দিরের মধ্যে প্র- ৪৫ বেশ করিয়া তন্মধ্যস্থ ক্রয় বিক্রয়কারিদিগকে বাহির করিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন, "আমার গৃহ প্রার্থনা- ৪৬ "গৃহ," এই রূপ লিপি আছে, কিন্তু তোমরা তাহা দ- স্যুর গহ্বর করিতেছ। পরে তিনি প্রত্যহ মন্দিরের ৪৭ মধ্যে উপদেশ দিতে লাগিলেন; অনন্তর যাজকগণ ও অধ্যাপকবর্গ এবং প্রধান লোকেরা তাঁহাকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাঁহার উপদেশে লোক সকল ৪৮ নিবিষ্ট চিত্ত থাকাতে তাহারা তাহা করিতে কোন সুযোগ পাইল না।

২০ অধ্যায়।

১ প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকদিগকে নিরুত্তর করণ ৯ ও দ্রাক্ষা- ক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত ১৯ ও করের বিষয়ে মহাযাজক ও অধ্যক্ষগণকে নি- রুত্তর করণ ২৭ ও কবরহইতে উত্থানের বিষয়ে সিদূকিদিগকে নিরু- ত্তর করণ ৪১ ও আপনার বিষয়ে অধ্যাপকদিগকে নিরুত্তর করণ।

পরে এক দিবস যীশু মন্দিরের মধ্যে সুসমাচার প্র- ১ চার করিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতেছেন, এমত স- ময়ে প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকবর্গ ও প্রাচীন লো- কেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি ২ কি ক্ষমতাতে এই সকল কর্ম্ম করিতেছ? আর তোমা- কেই বা এমন ক্ষমতা কে দিল? তাহা আমাদিগকে বল। তখন তিনি উত্তর করিলেন, আমিও তোমাদিগকে ৩ এক কথা জিজ্ঞাসা করি; আমাকে তাহার উত্তর দেও। যোহনের বাপ্তিস্ম ঈশ্বরের কি মনুষ্যের আজ্ঞাতে হ- ৪ ইল? তাহাতে তাহারা পরস্পর ইহা বিবেচনা করিতে ৫ লাগিল যদি ঈশ্বরের বলি, তবে তোমরা তাহাকে

প্রত্যয় কর নাই কেন? এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে।
৬ আর যদি মনুষ্যের বলি, তবে তাবৎ লোক আমাদিগকে প্রস্তরাঘাত করিবে, কারণ যোহন যে ভবিষ্যদ্বক্তা ছিল,
৭ ইহা সকলেরি দৃঢ় বোধ আছে। অতএব তাহারা উত্তর করিল, কাহার আজ্ঞাতে হইল, তাহা আমরা জানি
৮ না। তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তবে কি ক্ষমতাতে এ সকল কর্ম্ম করিতেছি, তাহা আমিও তোমাদিগকে কহিব না।

৯ পরে তিনি লোকদিগের নিকটে এই দৃষ্টান্ত কথা কহিতে লাগিলেন; কোন ব্যক্তি ক্ষেত্রে দ্রাক্ষালতা রোপণ করিয়া ঐ ক্ষেত্র কৃষকদের হস্তে সমর্পণ করিয়া
১০ বহু দিনের নিমিত্তে দূরদেশে গমন করিলেন। পরে তাহারা যেন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফল তাঁহাকে দেয়, এই নিমিত্তে তিনি উপযুক্ত সময়ে কৃষকদের নিকটে এক দাসকে পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু কৃষকেরা তাহাকে প্রহার
১১ করিয়া রিক্ত হস্তে বিদায় করিল। পরে তিনি পুনর্ব্বার আর এক দাসকে পাঠাইলে তাহাকেও প্রহার করিল, এবং অপমানগ্রস্ত করিয়া রিক্ত হস্তে বিদায় করিল।
১২ পরে তিনি তৃতীয় বার আর এক জনকে পাঠাইলেন, তাহাতে তাহারা তাহাকেও ক্ষত বিক্ষত করিয়া বাহিরে
১৩ ফেলিল। তখন ঐ ক্ষেত্রের স্বামী বিবেচনা করিলেন, এইক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি? আমার প্রিয় পুত্রকে পাঠাইয়া দিলে বোধ করি তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া
১৪ সমাদর করিবে। কিন্তু কৃষকেরা তাঁহাকে দেখিয়া পরস্পর এই মন্ত্রণা করিতে লাগিল, এই উত্তরাধিকারী; আইস, ইহাকে বধ করি, তাহাতে অধিকার আমাদের
১৫ হইবে। পরে তাহারা তাঁহাকে ক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া

বধ করিল। তাহাতে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা তাহাদের ১৬
প্রতি কি করিবেন? তিনি আসিয়া ঐ কৃষকদিগকে
সংহার করিয়া অন্যদের হস্তে ঐ ক্ষেত্র সমর্পণ করি-
বেন। এই কথা শুনিয়া কোন লোক কহিল, এমন
ঘটনা যেন না হয়। কিন্তু যীশু তাহাদের প্রতি অব- ১৭
লোকন করিয়া কহিলেন, তবে এই শাস্ত্রীয় বচনের
তাৎপর্য্য কি, "গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছে,
"তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল?" আর ১৮
যে জন সেই প্রস্তরের উপরে পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে,
কিন্তু যাহার উপরে সেই প্রস্তর পড়িবে, তাহাকে ধূলি-
বৎ চূর্ণ করিবে।

তিনি আমাদের বিষয়ে এই দৃষ্টান্ত কথা কহিলেন, ১৯
ইহা বুঝিয়া প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকবর্গ সেই
সময়ে তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু লোকদিগকে
ভয় করিল। অতএব তাঁহার প্রতি সতর্ক হইয়া কোন ২০
প্রকারে তাঁহার বাক্যের ছিদ্র ধরিয়া যেন তাঁহাকে
দেশাধিপতির হস্তে ও শাসনেতে সমর্পণ করিতে পারে,
এই অভিপ্রায়ে কএক জন সাধুবেশধারি চরকে তাঁহার
নিকটে প্রেরণ করিল। তখন তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা ২১
করিল, হে গুরো, আপনি প্রকৃত কথা কহিয়া সৎ
উপদেশ দিতেছেন, এবং কাহারও মুখাপেক্ষা না ক-
রিয়া সত্য রূপে ঈশ্বরের পথ দেখাইতেছেন, ইহা আ-
মরা জানি। কৈসর্ রাজাকে রাজস্ব দেওয়া আমাদের ২২
কর্ত্তব্য কি না? তিনি তাহাদের খলতা বুঝিয়া কহি- ২৩
লেন, আমার পরীক্ষা কেন করিতেছ? আমাকে একটা
সিকি দেখাও। ইহাতে লিখিত এই মূর্ত্তি ও নাম কা- ২৪
হার? তাহারা কহিল, কৈসরের। তখন তিনি কহি- ২৫

লেন, তবে কৈসরের যাহা তাহা কৈসরকে দেও, এবং
২৬ ঈশ্বরের যাহা তাহা ঈশ্বরকে দেও। তাহাতে লোকদি-
গের সাক্ষাতে তাঁহার কথার কোন ছিদ্র ধরিতে না
পাইয়া তাহারা তাঁহার উত্তরে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া
অবাক্ হইয়া থাকিল।

২৭ অপর কবরহইতে উত্থান অস্বীকারকারি সিদূকিগণের
২৮ কএক জন আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে গুরো,
'কাহারো স্ত্রীবিশিষ্ট ভ্রাতা যদি নিঃসন্তান হইয়া মরে,
তবে সে তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া ভ্রাতার বংশ
উৎপন্ন করিবে,' মূসা আমাদের প্রতি এমন আজ্ঞা
২৯ লিখিয়াছে। কিন্তু কোন লোকেরা সাত ভাই ছিল;
তাহাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান হইয়া
৩০ মরিল। অপর দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বিবাহ
৩১ করিল, কিন্তু সেও নিঃসন্তান হইয়া মরিল। পরে তৃতীয়
জন ঐ স্ত্রীকে বিবাহ করিল; এই রূপে ক্রমে২ সাত
জনই তাহাকে বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান হইয়া মরিল।
৩২ সকলের শেষে সে স্ত্রীও মরিল। অতএব কবরহইতে
৩৩ উত্থান সময়ে সে তাহাদের মধ্যে কাহার স্ত্রী হইবে?
যেহেতুক তাহারা সাত জনই তাহাকে বিবাহ করিয়া-
৩৪ ছিল। তখন যীশু উত্তর করিলেন, এই জগতের লোকে-
৩৫ রা বিবাহ করে এবং বাগ্দত্তা হয়, কিন্তু যাহারা সেই
জগৎ পাইবার যোগ্যপাত্র গণিত, তাহারা কবরহইতে
উত্থান করিয়া বিবাহ করে না, এবং বাগ্দত্তাও হয়
৩৬ না। আর তাহারা পুনর্ব্বার মরেও না, কিন্তু কবরহইতে
উত্থাপিত হইয়া ঈশ্বরের সন্তান ও স্বর্গদূতগণের সদৃশ
৩৭ হয়। অধিকন্তু 'পরমেশ্বর ইব্রাহীমের ঈশ্বর, ও ইস-
হাকের ঈশ্বর, ও যাকূবের ঈশ্বর,' মূসা ঝোপের বৃত্তান্তে

ইহা বলিয়া কবরহইতে মৃতদের উত্থানের প্রমাণ দেখাইয়াছে। যেহেতুক ঈশ্বর যিনি তিনি মৃত লোকদের ৩৮ ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবৎ লোকদেরই ঈশ্বর; তাঁহার নিকটে সকলেই জীবৎ আছে। ইহা শুনিয়া কএক জন ৩৯ অধ্যাপক কহিল, হে উপদেশক, আপনি বিলক্ষণ উত্তর দিলেন। এবং ইহার পর তাঁহাকে আর কোন প্রশ্ন ৪০ জিজ্ঞাসা করিতে তাহাদের সাহস হইল না।

পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, খ্রীষ্ট যিনি তিনি ৪১ দায়ূদের সন্তান, এ কথা লোকেরা কেমন করিয়া বলে? যেহেতুক দায়ূদ আপনি গীতপুস্তকে এই কথা কহি- ৪২ য়াছে? "পরমেশ্বর আমার প্রভুকে কহিলেন, আমি "যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি, ৪৩ "তাবৎ তুমি আমার দক্ষিণে বৈস।" অতএব দায়ূদ য ৪৪ দি তাঁহাকে প্রভু করিয়া বলে, তবে তিনি কি প্রকারে তাহার সন্তান হইতে পারেন? পরে তিনি তাবৎ লো- ৪৫ কদের কর্ণগোচরে শিষ্যদিগকে কহিলেন, যাহারা দীর্ঘ ৪৬ পরিচ্ছদান্বিত হইয়া ভ্রমণ করিতে ভাল বাসে, এবং হাটে বাজারে লোকদের নমস্কার ও ভজনালয়ে প্রধান স্থান এবং ভোজনের সময়ে প্রধান আসন ভাল বাসে; এবং বিধবাদিগের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া ছলেতে দীর্ঘ ৪৭ কাল প্রার্থনা করে, এমন যে অধ্যাপকেরা, তাহাদের বিষয়ে সাবধান হও; তাহাদের ঘোরতর দণ্ড হইবে।

২১ অধ্যায়।

১ বিধবার দানের বিবরণ ৫ ও মন্দিরের বিনাশ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য ১০ ও শিষ্যদের দুঃখের ভবিষ্যদ্বাক্য ২০ ও লোকদের দুঃখের ভবিষ্যদ্বাক্য ২৯ ও ডুম্বুর বৃক্ষের দৃষ্টান্ত ও উপদেশ ৩৭ ও খ্রীষ্টের গতায়াতের বিবরণ।

১ পরে ধনি লোকেরা ভাণ্ডারে দান রাখিতেছে, তাহা
২ তিনি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন; ইতোমধ্যে এক
দীনহীন বিধবাকে সেই স্থানে দুই পাই রাখিতে দে-
৩ খিলেন। তাহাতে তিনি কহিলেন, আমি তোমাদিগকে
যথার্থ কহিতেছি, এই দরিদ্রা বিধবা সকলহইতে অধিক
৪ রাখিল; কেননা অন্য সকলে আপনাদের প্রচুর ধনের
কিঞ্চিৎ২ ঈশ্বরের উদ্দিশ্য দানের সহিত রাখিল, কিন্তু
এই দীনহীনা দিনপাতের জন্যে আপনার যে যৎকিঞ্চিৎ
ছিল, তাহা সমুদয় রাখিল।

৫ অপর উত্তম প্রস্তর ও উৎসর্গদ্রব্যেতে মন্দির কেমন
সুশোভিত হইয়াছে, এ কথা কেহ২ বলিলে তিনি উত্তর
৬ করিলেন; তোমরা এই যে সকল দেখিতেছ, ইহার এক
প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে থাকিবে না, সকলি ভূমি-
৭ সাৎ হইবে, এমন সময় আসিতেছে। তখন তাহারা
জিজ্ঞাসা করিল, হে গুরো, এ প্রকার ঘটনা কবে হ-
ইবে? আর এই ঘটনা উপস্থিত হওনের চিহ্ন বা কি?
৮ তখন তিনি কহিলেন, সাবধান, কেহ তোমাদিগকে না
ভুলাউক; অনেকে আমার নাম ধরিয়া আসিবে, এবং
'আমি খ্রীষ্ট, ও সময় উপস্থিত,' এই কথা কহিবে;
৯ তাহাদের পশ্চাদ্গামী হইও না। আর যুদ্ধ এবং
উপপ্লবের সংবাদ শুনিলে শঙ্কাযুক্ত হইও না, কেননা
প্রথমে এই সকল ঘটনা আবশ্যক হয়; কিন্তু আপা-
ততো যুগান্ত হইবে না।

১০ আরও কহিলেন, তৎকালে দেশের বিপক্ষে দেশ, ও
১১ রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে; এবং স্থানে২ মহাভূমি-
কম্প ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইবে, আর আকাশমণ্ডলে
১২ ভয়ঙ্কর দর্শন ও আশ্চর্য্য লক্ষণ প্রকাশিত হইবে। কিন্তু

এই সকল ঘটনার পূর্ব্বে লোকেরা তোমাদের উপরে হস্তাপণ করিয়া তোমাদিগকে তাড়না করিবে, এবং ভজনালয়ে ও কারাগারে সমর্পণ করিবে; এবং আমার নামের নিমিত্তে তোমরা রাজা ও দেশাধ্যক্ষদের সম্মুখে আনীত হইবা। সাক্ষ্যের জন্যে এই সকল তোমাদের ১৩ প্রতি ঘটিবে। কিন্তু সে সময়ে কি উত্তর দিতে হইবে, ১৪ তাহার নিমিত্তে চিন্তা করিব না, ইহা মনে স্থির কর। আমি তোমাদিগকে এমত বাক্‌পটুতা ও জ্ঞান দিব, যে ১৫ বিপক্ষেরা কোন উত্তর কি আপত্তি করিতে পারিবে না। আর তোমরা পিতামাতা ও ভ্রাতৃগণ ও জ্ঞাতি ও বন্ধু- ১৬ গণ কর্তৃক পরহস্তে সমর্পিত হইবা; তাহাতে তোমাদের কাহাকে২ তাহারা বধ করাইবে। এবং তোমরা আ- ১৭ মার নাম প্রযুক্ত সকলের নিকটে ঘৃণাস্পদ হইবা। কিন্তু ১৮ তোমাদের মস্তকের একটি কেশও বিনষ্ট হইবে না; অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আপন২ প্রাণ রক্ষা কর। ১৯

আর যিরূশালম নগরকে সৈন্যসামন্তদ্বারা বেষ্টিত দে- ২০ খিলে তাহার উচ্ছিন্ন হইবার সময় যে সন্নিকট, ইহা জানিবা। তখন যিহূদা দেশস্থ লোকেরা পর্ব্বতে পলা- ২১ য়ন করুক, ও যাহারা (নগরের) মধ্যে থাকে, তাহারা তন্মধ্যহইতে পলায়ন করুক, এবং যাহারা পল্লীগ্রামে থাকে, তাহারা নগরের মধ্যে প্রবেশ না করুক; কে- ২২ ননা সমুচিত দণ্ড দেওনের ঐ সময় হইবে, তাহাতে (তদ্বিষয়ে) যে সকল লিখিত আছে, তাহা সকল হইবে। কিন্তু তৎকালে গর্ব্ববতী ও স্তনদাত্রী স্ত্রীদিগের দুর্গতি ২৩ হইবে, যেহেতুক এই লোকদের উপরে কোপ ও দেশের মধ্যে বিষম দুর্গতি ঘটিবে। ফলতঃ তাহারা খড়্গ- ২৪ ধারেতে পতিত হইবে, এবং বন্দী হইয়া তাবৎ দেশে

নীত হইবে; আর অন্যদেশীয়দের সম্পূর্ণ সময় উপস্থিত না হওন পর্য্যন্ত যিরূশালম নগর তাহাদের পদতলে
২৫ দলিত হইবে। এবং সূর্য্যে ও চন্দ্রে ও নক্ষত্রেতে লক্ষণাদি হইবে, এবং পৃথিবীস্থ তাবৎ দেশীয়দের দুঃখ ও ভাবনা, এবং সমুদ্রের ও তরঙ্গের তর্জ্জন গর্জ্জন হইবে।
২৬ এবং পৃথিবীতে ভাবি ঘটনার চিন্তা করিয়া মনুষ্যেরা ভয়েতে মৃতকল্প হইবে; কেননা আকাশমণ্ডলের গ্রহগণ
২৭ বিচলিত হইবে। তখন পরাক্রমে ও মহাতেজেতে মেঘা-
২৮ রূঢ় মনুষ্যপুত্ত্রকে আসিতে দেখিবে। কিন্তু এ সকল ঘটনার উপক্রম হইলে মুখ তুলিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিও; যেহেতুক তোমাদের মুক্তির সময় সন্নিকট হইবে।
২৯ অপর এই দৃষ্টান্ত কথা কহিলেন, দেখ, ডুম্বুরাদি বৃ-
৩০ ক্ষের নবীন পত্র দেখিলে গ্রীষ্মকাল সন্নিকট হইতেছে,
৩১ ইহা যেমন আপনারা জানিতে পার, তদ্রূপ এই সকল ঘটনার উপক্রম দেখিলে ঈশ্বরের রাজত্ব সন্নিকট, ইহাও
৩২ জানিও। আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, এই বর্ত্তমান কালের লোকদের গত হওনের পূর্ব্বে সেই সকল
৩৩ ঘটিবে। আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, তথাপি
৩৪ আমার কথার লোপ কখনো হইবে না। অতএব অসঙ্গত ভোজনে ও পানে কিম্বা সাংসারিক চিন্তাতে তোমাদের মন মত্ত হইয়া থাকিলে তোমাদের অনপেক্ষিত সময়ে সেই দিন যেন উপস্থিত না হয়, এই জন্যে
৩৫ আপনাদের বিষয়ে সাবধান হইয়া থাক। পৃথিবীস্থ সমুদয় লোকের পক্ষে সে দিন ফাঁদের স্বরূপ উপস্থিত
৩৬ হইবে। তোমরা যেন এই ভাবি ঘটনা উত্তীর্ণ হইতে এবং মনুষ্যপুত্ত্রের সম্মুখে দাঁড়াইতে যোগ্য হও, এ কারণ সাবধান হইয়া নিরন্তর প্রার্থনা কর।

তৎকালে তিনি দিবাতে মন্দিরের মধ্যে উপদেশ দিয়া ৩৭ রাত্রিতে জৈতুন নামক পর্ব্বতে গমন করিতেন। আর ৩৮ প্রত্যূষে লোক সকল তাঁহার কথা শ্রবণার্থে মন্দিরে তাঁহার নিকটে আসিত।

২২ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে কুপরামর্শ ৭ ও নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করণ ১৪ ও প্রভুর রাত্রিভোজ নিরূপণ ২১ ও পরহস্তগতকারির বিষয়ে কথা ২৪ ও নম্র হওনের উপদেশ ৩১ ও পিতরের অস্বীকার বিষয় ৩৫ ও শিষ্যদের প্রতি প্রশ্ন ৩৯ ও উদ্যানে খ্রীষ্টের দুঃখের বিষয় ৪৭ ও যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতা ৫৪ ও পিতরের অস্বীকার ৬৩ ও খ্রীষ্টকে বিদ্রূপ ও প্রহার করণ ৬৬ ও বিচারেতে আপনার সাক্ষ্য দেওন।

অপর তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্বের সময় উপস্থিত হইলে ১ প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকেরা কি প্রকারে তাঁহাকে ২ বধ করিতে পারে, ইহার উপায় চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহারা লোকদিগকে ভয় করিল। এই সময়ে দ্বাদশ ৩ শিষ্যের মধ্যে গণিত ঈষ্করিয়োতীয় উপাধি বিশিষ্ট যে যিহূদা, তাহাতে শয়তান আশ্রয় করাতে সে গিয়া কি ৪ প্রকারে যীশুকে তাহাদের হস্তগত করিতে পারে, এই যুক্তি প্রধান যাজকদের ও সেনাপতিদের সহিত করিল। তাহাতে তাহারা তুষ্ট হইয়া তাহাকে টাকা দিতে পণ ৫ করিলে, সে তাহা স্বীকার করিয়া যাহাতে জনতার ৬ অগোচরে তাঁহাকে তাহাদের হস্তগত করিতে পারে, এমন সুযোগ চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনন্তর তাড়ীশূন্য রুটীর দিনেতে, অর্থাৎ যে দিনেতে ৭ নিস্তারপর্ব্বের মেষশাবক বধ করিতে হইবে, সেই দিনে ৮ যীশু পিতরকে ও যোহনকে প্রেরণ করিয়া কহিলেন,

তোমরা গিয়া আমাদের ভোজনের নিমিত্তে নিস্তার-
৯ পর্ব্বের দ্রব্য আয়োজন কর। তাহাতে তাহারা জিজ্ঞা-
সিল, কোথায় আয়োজন করিব? আপনকার ইচ্ছা
১০ কি? তখন তিনি কহিলেন, দেখ, নগরে প্রবেশ করি-
বামাত্র এক জন জলকুম্ভ লইয়া তোমাদের সহিত
সাক্ষাৎ করিবে; সে যে বাটীতে প্রবেশ করিবে, তো-
মরাও সেই বাটীতে তাহার পশ্চাৎ যাইয়া বাটীর
১১ কর্ত্তাকে বল, গুরু কহিতেছেন, আমি যে স্থানে শিষ্য-
গণের সহিত নিস্তারপর্ব্বের ভোজ করিতে পারি, সে
১২ অতিথিশালা কোথায়? তাহাতে সে ব্যক্তি সুসজ্জিত
দ্বিতীয় তালার এক প্রশস্ত কুঠরী দেখাইয়া দিবে;
১৩ তোমরা সেই স্থানে ভোজের আয়োজন কর। তাহাতে
তাহারা যাইয়া তাঁহার বাক্যানুসারে সমস্ত দেখিয়া
তথায় নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিল।
১৪ পরে সময় উপস্থিত হইলে যীশু দ্বাদশ প্রেরিতের
১৫ সহিত ভোজনে বসিয়া কহিলেন, আমার দুঃখভোগের
পূর্ব্বে তোমাদের সহিত এই নিস্তারপর্ব্বের ভোজে
১৬ ভোজন করিতে আমি অত্যন্ত বাঞ্ছা করিলাম। এবং
তোমাদিগকে কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্যে
ইহা সিদ্ধ না হয়, সে দিন পর্য্যন্ত ইহা আর ভোজন
১৭ করিব না। অপর তিনি পানপাত্র লইয়া ঈশ্বরের গুণা-
নুবাদ পূর্ব্বক তাহাদিগকে দিয়া কহিলেন, ইহা গ্রহণ
১৮ করিয়া আপনাদের মধ্যে বিভাগ কর; তোমাদিগকে
কহিতেছি, যাবৎ ঈশ্বরের রাজত্বের সংস্থাপন না হয়,
তাবৎ আমি দ্রাক্ষাফলের রস আর পান করিব না।
১৯ পরে রুটী লইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া
তাহাদিগকে দিয়া কহিলেন, তোমাদের নিমিত্তে সমর্পিত

আমার শরীরস্বরূপ এই রুটী, আমাকে স্মরণ করিবার জন্যে ইহা ভোজন কর। অপর ভোজন সাঙ্গ হইলে ২০ তিনি তদ্রূপে পানপাত্র লইয়া কহিলেন, তোমাদের নিমিত্তে পাতিত যে আমার রক্ত, তাহার দ্বারা স্থিরীকৃত নূতন নিয়মস্বরূপ এই পাত্র।

দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে পরহস্তগত করিবে, সে আ- ২১ মার সহিত ভোজনাসনে বসিতেছে। আর যে প্রকার ২২ নিরূপিত আছে, তদনুসারে মনুষ্যপুত্রের গতি হইবে, তাহা সত্য; কিন্তু যে ব্যক্তিদ্বারা তিনি পরহস্তগত হইবেন, তাহার সন্তাপ হইবে। তখন তাহাদের মধ্যে ২৩ কোন্ জন এমন কর্ম্ম করিবে, তাহা তাহারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

আর তাহাদের মধ্যে কোন্ জন শ্রেষ্ঠরূপে গণিত হই- ২৪ বে, এই বিষয়েও তাহাদের বাদানুবাদ হইয়াছিল। এ- ২৫ কারণ তিনি কহিলেন, অন্যদেশীয়দের রাজবর্গ প্রজাদের উপরে কর্তৃত্ব করিয়া থাকে, এবং শাসনকর্ত্তৃগণ ভূপালরূপে বিখ্যাত হয়। কিন্তু তোমাদের মধ্যে তদ্রূপ ২৬ হইবে না; তোমাদের মধ্যে যে জন শ্রেষ্ঠ হইবে, সে কনিষ্ঠের ন্যায় হউক; এবং যে উপদেশক হইবে, সে সেবকের সদৃশ হউক। ভোজনোপবিষ্ট ব্যক্তি আর ২৭ পরিচারক, ইহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? যে ভোজনে বসিতেছে, সে কি শ্রেষ্ঠ নহে? কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে এক জন পরিচারকের ন্যায় আছি। আর তো- ২৮ মরা আমার পরীক্ষা সময়ে প্রথমাবধি আমার সঙ্গে রহিয়াছ, এ জন্যে পিতা যেমন আমার নিমিত্তে এক ২৯ রাজ্য নিরূপণ করিয়াছেন, আমিও তেমনি তোমাদের জন্যে এক রাজ্য নিরূপণ করি; তাহাতে তোমরা ৩০

আমার রাজ্যে ও ভোজনাসনে সঙ্গে ভোজন পান ক-
রিবা, এবং সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বং-
শের বিচার করিবা।

৩১ অপর প্রভু কহিলেন, হে শিমোন২, দেখ, চালুনীতে
যেমন ধান্যকে নাচায়, তদ্রূপ নাচাইতে শয়তান তো-
৩২ মাদিগকে হস্তগত করিতে চাহে; কিন্তু তোমার বিশ্বা-
সের লোপ যেন না হয়, এই জন্যে আমি তোমার
নিমিত্তে প্রার্থনা করিলাম; আর তোমার মন পরিবর্ত্ত
৩৩ হইলে ভ্রাতৃগণের মন স্থির কর। তখন সে কহিল, হে
প্রভো, আমি তোমার সঙ্গে কারাগারে যাইতে ও মৃত্যু-
৩৪ ভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি। তাহাতে তিনি কহিলেন,
হে পিতর, তোমাকে কহিতেছি, অদ্য কুকুড়া ডাকের
পূর্ব্বে তুমি যে আমাকে চিন, ইহা তিন বার অস্বী-
কার করিবা।

৩৫ অপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, যে সময়ে থলী ও
ঝুলী ও পাদুকা ব্যতিরেকে তোমাদিগকে পাঠাইয়াছি,
তখন কি তোমাদের কিছু অকুলান হইয়াছে? তাহাতে
৩৬ তাহারা কহিল, কিছুই না। তখন তিনি কহিলেন, কিন্তু
এইক্ষণে থলী ও ঝুলী যাহার নিকটে থাকে, তাহাকে
তাহা লইতে হইবে; এবং যাহার কাছে খড়্গ না
থাকে, তাহাকে আপন বস্ত্র বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয়
৩৭ করিতে হইবে। কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি,
"তিনি পাপিদের সহিত গণিত হইলেন," এই যে লি-
খিত বচন, তাহাও এখন আমাতে ফলিবে; যেহেতুক
আমার সম্বন্ধীয় তাবৎ বিষয় সিদ্ধ হইতে হইবে।
৩৮ তখন তাহারা কহিল, এই দেখ প্রভো, দুই খান খড়্গ
আছে। তাহাতে তিনি কহিলেন, এই যথেষ্ট।

পরে তিনি তথাহইতে বহির্গত হইয়া আপনার ব্যব- ৩৯
হারানুসারে জৈতুন নামক পর্ব্বতে গেলেন; এবং
শিষ্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। সেই স্থানে ৪০
উপস্থিত হইলে পর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যেন
পরীক্ষাতে না পড়, এই জন্যে প্রার্থনা কর। পরে ৪১
তাহাদের হইতে এক তীরভূমি দূরে গিয়া হাঁটু পাতিয়া
এই প্রার্থনা করিলেন, হে পিতঃ, যদি তোমার অভিমত ৪২
হয়, তবে এই পানপাত্র আমার নিকটহইতে দূর কর;
কিন্তু আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত
হউক। ঐ সময়ে তাঁহাকে শক্তি প্রদান করিতে স্বর্গ- ৪৩
হইতে এক দূত দর্শন দিল। পরে তিনি যন্ত্রণাতে ব্যা- ৪৪
কুল হইয়া আরও দৃঢ়রূপে প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে
রক্তের বড়২ ফোটার ন্যায় তাঁহার ঘর্ম্ম ভূমিতে প-
ড়িতে লাগিল। অনন্তর প্রার্থনাহইতে উঠিয়া শিষ্যদিগের ৪৫
নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে মনোদুঃখে নিদ্রিত দেখিয়া
কহিলেন, কেন নিদ্রা যাইতেছ? উঠ, পরীক্ষাতে যেন ৪৬
না পড়, এই জন্যে প্রার্থনা কর।

এই কথা কহিবার সময়ে দ্বাদশের মধ্যে গণিত যি- ৪৭
হূদা নামক শিষ্য জনতা সঙ্গে লইয়া তাহাদের অগ্রে
চলিয়া যীশুকে চুম্বন করণার্থে তাঁহার নিকটে আইল।
তাহাতে যীশু কহিলেন, হে যিহূদা, চুম্বন করিয়া কি ৪৮
মনুষ্যপুত্রকে পরহস্তগত করিতেছ? তখন কি২ ঘটিবে, ৪৯
তাহা অনুমান করিয়া সঙ্গিরা কহিল, হে প্রভো, আ-
মরা কি খড়্গাঘাত করিব? তাহাতে এক জন খড়্- ৫০
গাঘাতে মহাযাজকের এক দাসের দক্ষিণ কর্ণ ছেদন
করিয়া ফেলিল। এখন ক্ষান্ত হও, এই কথা বলিয়া ৫১
যীশু তাহার কর্ণ স্পর্শ করিয়া সুস্থ করিলেন। পরে ৫২

যীশু নিকটস্থ প্রধান যাজকগণ ও মন্দিরের সেনাপতিবর্গ ও প্রাচীন লোকদিগকে কহিলেন, খড়্গ ও যষ্টি লইয়া
৫৩ আমাকে কি চোর ধরিতে আইলা? যে সময়ে আমি তোমদের সঙ্গে দিনে২ মন্দিরে থাকিতাম, তখন আমাকে ধরিতে হস্ত বিস্তার করিলা না; কিন্তু এখন তোমাদের এবং অন্ধকারের কর্তৃত্বের সময় হইল।
৫৪ পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া মহাযাজকের অট্টালি-
৫৫ কাতে লইয়া গেল। তাহাতে পিতর দূরে২ পশ্চাৎ গিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে যে স্থানে অগ্নি জ্বালিয়া লোকেরা একত্র বসিয়াছিল, সে স্থানে তাহাদের সঙ্গে বসিল।
৫৬ পরে অগ্নির নিকটে বসিবার সময়ে এক দাসী তাহাকে দেখিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক তাহার প্রতি নিরীক্ষণ ক-
৫৭ রিয়া কহিল, এই ব্যক্তিও তাহার সঙ্গে ছিল। কিন্তু সে তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া কহিল, হে নারি, আ-
৫৮ মি তাহাকে চিনি না। অপর ক্ষণেক কাল বিলম্বে আর এক জন তাহাকে দেখিয়া বলিল, তুমিও তাহাদের এক জন বট। পিতর উত্তর করিল, হে মনুষ্য, আমি
৫৯ নহি। তাহার আড়াই দণ্ড পরে আর এক জন নিশ্চয় করিয়া বলিল, সত্যই এ ব্যক্তিও তাহার এক জন
৬০ সঙ্গী, কেননা এ গালীলীয় লোক। তখন পিতর কহিল, হে মনুষ্য, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমি বুঝি না; এই কথা কহিবামাত্র কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল।
৬১ তখন প্রভু ফিরিয়া পিতরের প্রতি দৃষ্টি করিলে, কুকুড়া ডাকের পূর্ব্বে আমাকে তিন বার অস্বীকার করিবা,
৬২ প্রভুর এই পূর্ব্বকথা পিতরের স্মরণে হওয়াতে সে বাহিরে গিয়া মহাখেদে ক্রন্দন করিল।
৬৩ তখন যীশুর প্রহরি লোকেরা বিদ্রূপ করিয়া তাঁ-

হাকে প্রহার করিতে লাগিল। এবং বস্ত্রেতে তাঁহার ৬৪
চক্ষু বন্ধ করিয়া গালে চপেটাঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা
করিল, কে তোমাকে চড় মারিল? তাহা গণনা করিয়া
বল। তদ্ভিন্ন তাঁহার বিরুদ্ধে আরও অনেক২ নিন্দার ৬৫
কথা কহিতে লাগিল।

অপর প্রভাত হইলে প্রাচীনেরা ও প্রধান যাজকগণ ৬৬
এবং অধ্যাপকবর্গ সভাস্থ হইয়া সভার মধ্যে যীশুকে
আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যদি অভিষিক্ত ত্রাতা
হও, তবে তাহা আমাদিগকে বল। তাহাতে তিনি উ- ৬৭
ত্তর করিলেন, তাহা বলিলেও তোমরা বিশ্বাস করিবা
না। আর তোমাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ৬৮
আমাকে উত্তর দিবা না, এবং ছাড়িয়াও দিবা না;
কিন্তু ইহার পরে মনুষ্যপুত্র সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের দ- ৬৯
ক্ষিণ পার্শ্বে বসিবেন। তাহাতে তাহারা সকলে জি- ৭০
জ্ঞাসা করিল, তবে কি তুমি ঈশ্বরের পুত্র? তাহাতে
তিনি কহিলেন, তোমরা যথার্থ কহিতেছ, আমি সেই
বটি। তখন তাহারা কহিল, তবে আর সাক্ষ্যেতে আ- ৭১
মাদের কি প্রয়োজন? ইহার আপন মুখেতেই সাক্ষ্য
পাইলাম।

২৩ অধ্যায়।

১ পীলাতের ও হেরোদের কাছে খ্রীষ্টকে লইয়া যাওন ১৩ ও পী-
লাতের বিচার ও দণ্ডাজ্ঞা দেওন ২৬ ও বিলাপকারিণী স্ত্রীলোকদের
প্রতি খ্রীষ্টের কথা ৩৩ ও খ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করণ ও বিদ্রূপ করণ
৩৯ ও ক্রুশে টাঙ্গান দুই চোরের বিবরণ ৪৪ ও খ্রীষ্টের মরণ ৫০
ও তাঁহাকে কবরে দেওন।

পরে ঐ সকল লোক উঠিয়া তাঁহাকে পীলাতের স- ১
ম্মুখে লইয়া গিয়া অপবাদ দিয়া বলিতে লাগিল, আপ- ২

নাকে অভিষিক্ত রাজা কহিতে, ও কৈসর রাজাকে কর
প্রদান নিষেধ করিতে, ও রাজ্য বিপর্য্যয় করিতে প্রবৃত্ত
৩ এই ব্যক্তিকে পাইলাম। তখন পীলাত তাঁহাকে জি-
জ্ঞাসা করিল, তুমি কি যিহূদীয়দের রাজা? তাহাতে
৪ তিনি উত্তর করিলেন, সত্য কহিতেছ। তখন পীলাত
প্রধান যাজক প্রভৃতি লোকসমূহকে কহিল, আমি এই
৫ ব্যক্তির কোন দোষই পাইলাম না। তাহারা আরও
সাহসী হইয়া কহিল, এ ব্যক্তি গালীল অবধি এই
স্থান পর্য্যন্ত সমুদয় যিহূদা দেশে তাবৎ লোককে উ-
৬ পদেশ করণপূর্ব্বক কুপ্রবৃত্তি দিয়া আসিতেছে। তখন
পীলাত গালীল প্রদেশের নাম শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল,
৭ এ ব্যক্তি কি গালীলীয় লোক? তাহাতে তিনি যে
হেরোদ রাজার অধিকারস্থ লোক, পীলাত ইহা অবগত
হইয়া, যিরূশালম নগরে হেরোদ রাজার সেই সময়ে
৮ থাকাতে তাহার নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিল। তখন
হেরোদ যীশুকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল, কেননা সে তাঁ-
হার বিষয়ে অনেক২ সংবাদ শ্রবণ করাতে তাঁহার কোন
আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখে, এই আশা করিয়া বহুকালাবধি
৯ তাঁহাকে দেখিতে প্রয়াস করিয়াছিল। তাহাতে সে তাঁ-
হাকে অনেক২ কথা জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু তিনি তাহার
১০ কোন কথারই উত্তর দিলেন না। পরে প্রধান যাজকগণ
ও অধ্যাপকবর্গ দণ্ডায়মান হইয়া সাহস পূর্ব্বক তাঁহার
১১ অপবাদ করিতে লাগিল। এবং হেরোদ ও তাহার
সেনাগণ তাঁহাকে হেয়জ্ঞান করিয়া বিদ্রূপভাবে রাজবস্ত্র
পরিধান করাইয়া পুনর্ব্বার পীলাতের নিকটে পাঠাইয়া
১২ দিল। পূর্ব্বে হেরোদের ও পীলাতের পরস্পর বৈরিভাব
ছিল, কিন্তু ঐ দিনেতে উভয়েরই মিলন হইল।

পরে পীলাত প্রধান যাজকগণ ও শাসনকর্ত্তৃগণ ও ১৩
লোকদিগকে একত্র ডাকিয়া কহিল, রাজ্য বিপর্য্যয়কারী ১৪
বলিয়া এই মানুষকে আমার নিকটে আনিয়াছ; কিন্তু
দেখ, তোমাদের সাক্ষাৎকারে ইহার বিচার করিলেও
উক্ত অপবাদানুসারে ইহার কোন দোষ পাইলাম না;
এবং তোমাদিগকে হেরোদের নিকটে প্রেরণ করিলে ১৫
সেও কোন দোষ পাইল না। দেখ, এ ব্যক্তি প্রাণ- ১৬
দণ্ডের যোগ্য কোন দোষ করে নাই, অতএব ইহাকে
শাস্তি দিয়া ছাড়িয়া দিব। ঐ পর্ব্বসময়ে তাহাদের ১৭
এক জনকে মুক্ত করিতে হয়; এই হেতু তাহারা একে- ১৮
বারে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, ইহাকে বধ করিয়া বরব্বাকে
মুক্ত কর। ঐ বরব্বা নগরের মধ্যে উপপ্লব ও বধ ১৯
করণ দোষে কারাগারে বদ্ধ ছিল। কিন্তু পীলাত যী- ২০
শুকে মুক্ত করিতে বাসনা করিয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে
কথা কহিল। তথাপি ‘উহাকে ক্রুশে বিদ্ধ কর, ক্রুশে ২১
বিদ্ধ কর,’ ইহা বলিয়া তাহারা ডাকিয়া উঠিল। পরে ২২
সে তৃতীয় বার কহিল, কেন? সে কি অপরাধ করি-
য়াছে? আমি তাহার প্রাণদণ্ডের দোষ কিছুই পাই না,
কেবল শাস্তি দিয়া তাহাকে বিদায় করি। তথাপি তা- ২৩
হারা আরও দৃঢ়রূপে ‘উহাকে ক্রুশে বিদ্ধ কর,’ ইহা
উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া প্রার্থনা করিল। তাহাতে প্রধান ২৪
যাজক প্রভৃতি লোকদের কলরব প্রবল হইলে পীলাত
তাহাদের প্রার্থনানুরূপ করিতে আজ্ঞা দিল, এবং রা- ২৫
জদ্রোহ ও বধ করণ দোষে কারাগারে বদ্ধ যে ব্য-
ক্তিকে তাহারা চাহিল, তাহাকে মুক্ত করিয়া যীশুকে
তাহাদের ইচ্ছাতে সমর্পণ করিল।

পরে তাহারা তাঁহাকে লইয়া যাইতেছিল, ইতিমধ্যে ২৬

পল্লীগ্রামহইতে আগত শিমোন নামে এক কুরীণীয় ব্যক্তিকে ধরিয়া যীশুর পশ্চাৎ লইয়া যাইতে তাহার
২৭ স্কন্ধে ক্রুশ দিল। তাহাতে মহালোকারণ্যের মধ্যে অনেক স্ত্রী রোদন ও বিলাপ করিতে২ যীশুর পশ্চাৎ
২৮ চলিল। কিন্তু তিনি ফিরিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ওগো যিরূশালমের কন্যাগণ, তোমরা আমার নিমিত্তে রোদন না করিয়া আপনাদের এবং আপন২ সন্তানদের নিমিত্তে
২৯ রোদন কর। দেখ, যাহারা কখনো গর্ব্ভবতী হয় নাই এবং স্তনপান করায় নাই, এমন বন্ধ্যাবর্গকে যে সময়ে
৩০ ধন্য২ বলিবে, সে সময় আসিতেছে। সেই সময়ে, ‘হে পর্ব্বতগণ, আমাদের উপরে পড়; হে উপপর্ব্বতগণ, আমাদিগকে ঢাকিয়া রাখ,’ এমন কথা লোকেরা বলিবে।
৩১ যেহেতুক সতেজ বৃক্ষে যদি এমন ঘটে, তবে শুষ্ক বৃক্ষে
৩২ কি না ঘটিবে? ঐ সময়ে তাহারা বধ করণার্থে দুই অপরাধি ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া গেল।

৩৩　অপর মাথাখুলী নামক স্থানেতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ক্রুশেতে বিদ্ধ করিল, এবং ঐ দুই অপরাধির এক জনকে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে, অন্য জনকে বাম
৩৪ পার্শ্বে ক্রুশে বিদ্ধ করিল। তখন যীশু কহিলেন, হে পিতঃ, উহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা কি কর্ম্ম করিতেছে, তাহা ইহারা জানে না। পরে তাহারা গুলিবাঁটদ্বারা
৩৫ তাঁহার বস্ত্র অংশ করিয়া লইল। সেই স্থানে লোকসমূহ দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, এবং তাহারা ও তাহাদের শাসনকর্ত্তারা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি অন্য২ লোককে রক্ষা করিল; যদি ঈশ্বরের মনোনীত অভিষিক্ত ত্রাতা হয়, তবে এখন আপনাকে রক্ষা করুক।
৩৬ তদ্ভিন্ন সেনাগণ আসিয়া তাঁহাকে অম্লরস দিয়া পরি-

হাসরূপে বলিতে লাগিল, তুমি যদি যিহূদীয়দের রাজা ৩৭ হও, তবে আপনাকে রক্ষা কর। আর 'এ যিহূদীয়দের ৩৮ রাজা,' এই কথা যূনানীয় ও রোমীয় ও ইব্রীয় অক্ষরে লিখিত হইয়া তাঁহার মস্তকের ঊর্দ্ধে স্থাপিত হইল।

তখন ক্রুশে বিদ্ধ দুই অপরাধির মধ্যে এক জন তাঁ- ৩৯ হাকে নিন্দা করিয়া বলিল, তুমি যদি অভিষিক্ত ত্রাতা হও, তবে আপনাকে ও আমাদিগকে রক্ষা কর। কিন্তু ৪০ অন্য জন তাহাকে অনুযোগ করিয়া কহিল, ঈশ্বরের প্রতি তোমার কি কিছুই ভয় নাই? তুমিও সমান দণ্ডে আছ; আমরা যোগ্য পাত্র, আপন২ কর্ম্মের ৪১ সমুচিত ফল পাইতেছি; কিন্তু এই মনুষ্য কোন দোষ করে নাই। পরে সে যীশুকে কহিল, হে প্রভো, আ- ৪২ পনি স্বরাজ্যে প্রবেশ করণ সময়ে আমাকে স্মরণ করিবেন। তখন যীশু কহিলেন, তোমাকে যথার্থ কহি- ৪৩ তেছি, অদ্যই তুমি আমার সঙ্গে (পরলোকের) সুখ- স্থানে উপস্থিত হইবা।

অপর দুই প্রহর বেলাবধি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সূ- ৪৪ র্য্যের তেজ অন্তর্হিত হওয়াতে সমুদয় দেশ অন্ধকারাবৃত হইল; এবং মন্দিরের বিচ্ছেদবস্ত্র ছিঁড়িয়া দুই খান ৪৫ হইল। পরে যীশু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে পিতঃ, ৪৬ আমার আত্মাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করি; এই কথা বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন এই ৪৭ সকল ঘটনা দেখিয়া শতসেনাপতি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া কহিল, ইনি নিতান্ত সাধু মনুষ্য ছিলেন। এবং ৪৮ যত লোক দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা ঐ সমস্ত ঘটনা দেখিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া ফিরিয়া গেল। এবং যীশুর জ্ঞাতিবর্গ ও যে২ স্ত্রীলোক গালীলহইতে ৪৯

তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারাও দূরে দাঁড়াইয়া ঐ সমস্ত দেখিল।

৫০ তখন অন্য মন্ত্রিদের যুক্তিতে ও ক্রিয়াতে অসম্মত এবং ঈশ্বরের রাজত্বের অপেক্ষাকারি যিহূদা দেশীয়
৫১ অরিমথিয়া নগরের যূষফ নামে এক মন্ত্রি ভদ্র ও ধা-
৫২ র্ম্মিক লোক পীলাতের নিকটে গিয়া যীশুর মৃত দেহ
৫৩ যাজ্ঞা করিল। পরে দেহ নামাইয়া বস্ত্র বেষ্টন করিয়া, যাহাতে কখনো কোন মনুষ্যকে রাখা যায় নাই, শৈলে
৫৪ খোদিত এমন এক কবরমধ্যে তাহা রাখিল। সেই দিন
৫৫ আয়োজন দিন, এবং বিশ্রামবারও সন্নিকট। অপর যীশুর সহিত গালীলহইতে আগত স্ত্রীগণ পশ্চাৎ গিয়া কবরস্থান, এবং কি প্রকারে দেহ রাখা গেল, তাহা
৫৬ দেখিয়া ফিরিয়া গিয়া সুগন্ধি দ্রব্য ও তৈল প্রস্তুত করিল, কিন্তু বিধিমতে বিশ্রামবারে বিশ্রাম করিল।

২৪ অধ্যায়।

১ দূতদ্বারা খ্রীষ্টের কবরহইতে উত্থানের প্রকাশ ৯ ও শিষ্যদের প্রতি স্ত্রীলোকদের দ্বারা ঐ উত্থানের সমাচার ১৩ ও ইম্মায়ূ নগরের প্রতি গমনকারি দুই শিষ্যের সহিত খ্রীষ্টের দর্শন ও কথোপকথন ৩৩ ও যিরূশালমে ফিরিয়া সকলকে সংবাদ দেওন ৩৬ ও শিষ্য-দের সহিত খ্রীষ্টের দর্শন ও ভোজন ও উপদেশ দেওন ৫০ ও তাঁ-হার স্বর্গারোহণ।

১ পরে সপ্তাহের প্রথম দিনে অতি প্রত্যূষে ঐ স্ত্রীলোকেরা প্রস্তুত সুগন্ধি দ্রব্য লইয়া অন্য কতক স্ত্রীলোকের
২ সহিত কবরস্থানে গমন করিল। কিন্তু কবরদ্বারের প্রস্ত-
৩ রখান সরাণ দেখিয়া তাহারা প্রবেশ করিয়া প্রভু
৪ যীশুর দেহ না পাইয়া ব্যাকুল হইতেছে, এমন সময়ে তেজোময় বস্ত্রান্বিত দুই ব্যক্তি তাহাদের নিকটে উপ-

স্থিত হওয়াতে তাহারা শঙ্কাযুক্ত হইয়া ভূমিতে অধো- ৫
মুখে থাকিল। তখন তাহারা তাহাদিগকে কহিল, মৃত-
দের মধ্যে জীবৎ ব্যক্তির তত্ত্ব কেন করিতেছ? তিনি ৬
এখানে নাই, উঠিয়াছেন। পাপি লোকদের হস্তে স-
মর্পিত হইয়া ক্রুশে হত হইলে পর তৃতীয় দিবসে মনু-
ষ্যপুত্রকে কবরহইতে উত্থান করিতে হইবে, গালীলে ৭
থাকন সময়ে এই যে কথা তিনি তোমাদিগকে কহি-
য়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর। তখন তাঁহার সেই কথা ৮
তাহাদের মনে পড়িল।

পরে তাহারা কবরহইতে গমন করিয়া একাদশ শিষ্য ৯
প্রভৃতি তাবৎকে ঐ সকল সংবাদ কহিল। মগ্দলীনী ১০
মরিয়ম্ ও যোহানা ও যাকূবের মাতা মরিয়ম ও
আর২ সঙ্গি স্ত্রীলোকেরাও প্রেরিতদিগকে এই সংবাদ
দিল; কিন্তু তাহাদের কথা অনর্থক গল্পমাত্র বোধ ১১
করিয়া কেহ প্রত্যয় করিল না। তখন পিতর উঠিয়া ১২
কবরের নিকটে দৌড়িয়া গেল, এবং হেঁট হইয়া বস্ত্র-
মাত্র দেখিল; তাহাতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে মনে
আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে২ প্রস্থান করিল।

সেই দিবসে দুই জন শিষ্য যিরূশালমহইতে চারি ১৩
ক্রোশ দূরে ইম্মায়ূ নামক গ্রামে গমন করিতে২ ঐ ১৪
সকল ঘটনার কথোপকথন করিতেছিল; এবং তাহা- ১৫
দের আলাপ ও বিচার করণ কালে যীশু আপনি নি-
কটে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে গমন করিলেন, কিন্তু ১৬
তাহারা যেন তাঁহাকে চিনিতে না পারে, এই নিমিত্তে
তাহাদের দৃষ্টি রুদ্ধ হইল। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা ১৭
করিলেন, তোমরা বিষণ্ণ হইয়া কি কথার বিচার ক-
রিতে২ গমন করিতেছ? তাহাতে তাহাদের মধ্যে ১৮

ক্লিয়পা নামে এক জন উত্তর করিল, যিরূশালম নগরে
এ সময়ে যে সকল ঘটিয়াছে, কেবল তুমি প্রবাসী
১৯ হইয়া কি তাহার বৃত্তান্ত জান না? তিনি জিজ্ঞাসি-
লেন, কি ঘটনা? তখন তাহারা বলিতে লাগিল, যীশু
নামে যে নাসরতীয় ভবিষ্যদ্বক্তা ঈশ্বরের এবং মনুষ্য
সকলের সাক্ষাতে বাক্যেতে ও কর্ম্মেতে ক্ষমতাপন্ন ছি-
২০ লেন, তাঁহাকে আমাদের প্রধান যাজকগণ ও বিচার-
কর্ত্তারা যে রূপে ক্রুশে বিদ্ধ করাইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড
২১ করাইয়াছে, তদ্বিষয়ক ঘটনা। কিন্তু যিনি ইস্রায়েল
লোককে উদ্ধার করিবেন, তিনিই ঐ ব্যক্তি, আমরা
এমন আশা করিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, ঐ সকল
২২ ঘটনা অদ্য তিন দিন হইল। অধিকন্তু আমাদের সঙ্গি
কএক স্ত্রীলোক আমাদের আশ্চর্য্য জ্ঞান জন্মাইল; তা-
২৩ হারা প্রত্যূষে তাঁহার কবরে গিয়া তন্মধ্যে তাঁহার দেহ
না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, স্বর্গদূতগণের দর্শন
পাইয়াছি; এবং দূতেরা বলিল, তিনি জীবৎ হইলেন।
২৪ তাহাতে আমাদের কেহ২ কবরস্থানে গমন করিলে তা-
হারাও সেই স্ত্রীলোকদের কথানুসারে দেখিল, কিন্তু
২৫ তাঁহার দর্শন পাইল না। তখন তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, হে অবোধেরা, ও হে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণোক্ত বা-
২৬ ক্যে প্রত্যয় করিতে বিলম্বকারি লোকেরা, এই সমস্ত দুঃ-
খভোগ করিয়া আপন বৈভব প্রাপ্ত হওয়া কি অভি-
২৭ ষিক্ত ত্রাতার উচিত নয়? তাহাতে তিনি আরম্ভ করিয়া
মূসা ও তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তার সর্ব্বশাস্ত্রে আপন বিষয়ের
২৮ লিখিত সকল প্রসঙ্গের ভাব বুঝাইয়া দিলেন। পরে
গন্তব্য গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি অগ্রে যা-
২৯ ইবার লক্ষণ দেখাওনেতে তাহারা সাধ্যসাধনা করিয়া

কহিল, আমাদের সঙ্গে থাক; বেলা অবসান, প্রায় রাত্রি হইল; তাহাতে তিনি তাহাদের সঙ্গে থাকিতে গৃহে গেলেন। পরে ভোজনে বসিবার সময়ে তিনি রুটী ৩০ লইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিলেন, ও তাহা ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে দিলেন। তখন তাহাদের চক্ষুঃ প্রসন্ন হও- ৩১ য়াতে তাহারা তাঁহাকে চিনিল; কিন্তু তিনি তাহাদের সাক্ষাৎহইতে অন্তর্হিত হইলেন। পরে তাহারা পরস্পর ৩২ কহিতে লাগিল, গমন সময়ে যখন কথোপকথন করি- তেছিলেন, এবং শাস্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিতেছিলেন, তখন আমাদের অন্তঃকরণ কি প্রজ্বলিত হইল না?

তাহারা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যিরূশালম নগরে প্রত্যা- ৩৩ গমন করিল; তাহাতে সে স্থানে একত্র যে একাদশ শিষ্যের ও সঙ্গিদের সহিত তাহাদের দেখা হইল, তাহারা বলিল, সত্য বটে, প্রভু উঠিয়াছেন, এবং ৩৪ শিমোনকে দর্শন দিয়াছেন। পরে তাহারাও পথের ৩৫ সমস্ত ঘটনার বিষয়, এবং রুটী ভাঙ্গনের সময়ে কি প্রকারে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল, এই সকল বৃত্তান্ত কহিতে লাগিল।

এই রূপে তাহারা পরস্পর কথোপকথন করিতেছে, ৩৬ ইতোমধ্যে যীশু আপনি তাহাদের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া, তোমাদের কল্যাণ হউক, এই কথা কহিলেন; কিন্তু ভূত ৩৭ দেখিতেছি, ইহা বোধ করিয়া তাহারা উদ্বিগ্ন ও ত্রাসযুক্ত হইল। তখন তিনি কহিলেন, তোমরা কেন ব্যাকুল হও? ৩৮ এবং তোমাদের মনে সন্দেহের উদয় হইতেছে কেন? এই আমি, আমার হাত পা দেখ, বরঞ্চ স্পর্শ করিয়া ৩৯ দেখ; আমাকে যে রূপ দেখিতেছ, তদ্রূপ ভূতের অস্থি মাংস নাই। ইহা বলিয়া তিনি হাত পা দেখাইলেন। ৪০

৪১ তাহারা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া তখনও আনন্দ প্রযুক্ত বি-
শ্বাস না করিলে, তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
এ স্থানে তোমাদের কাছে খাদ্য দ্রব্য কিছু আছে?
৪২ তাহাতে তাহারা কিছু দগ্ধ মৎস্য ও মধুচাক দিলে পর
৪৩ তাহা লইয়া তিনি তাহাদের সাক্ষাতে ভোজন করিলেন;
৪৪ আর কহিলেন, 'মূসার ব্যবস্থাতে ও ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থে
এবং গীতপুস্তকে আমার বিষয়ে যে সকল বচন লি-
খিত আছে, তদনুসারে ঘটিবে,' তোমাদের সঙ্গে থা-
কিয়া এই যে কথা আমি কহিয়াছিলাম, তাহা এখন
৪৫ প্রত্যক্ষ হইল। পরে তাহাদিগকে শাস্ত্র বোধাধিকার
৪৬ প্রদান করিয়া কহিলেন, অভিষিক্ত ত্রাতাকে এই রূপ
মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে ও তৃতীয় দিবসে কবরহইতে
৪৭ উত্থান করিতে হইবে, এই রূপ লিপি আছে। এবং
তাঁহার নামে যিরূশালম অবধি করিয়া সমস্ত দেশীয়-
দের নিকটে মনঃপরিবর্ত্তনের ও পাপমোচনের সুসমা-
৪৮ চার প্রচার করিতে হইবে। তোমরাও এ সকল বিষ-
৪৯ য়ের সাক্ষী হও। আরও দেখ, পিতাকর্তৃক যাহা প্রতি-
জ্ঞাত তাহা পাঠাইয়া দিব; অতএব যে পর্য্যন্তই তো-
মরা স্বর্গহইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত না হও, তাবৎ যিরূশা-
লম নগরে থাক।

৫০ পরে তিনি তাহাদিগকে বৈথনিয়া পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া
৫১ হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন; এবং আ-
শীর্ব্বাদ করিতে২ তাহাদের হইতে বিভিন্ন হইয়া স্বর্গে-
৫২ তে নীত হইলেন। তখন তাহারা তাঁহাকে ভজনা ক-
৫৩ রিয়া মহানন্দে যিরূশালমে প্রত্যাগমন করিল, এবং নি-
রন্তর মন্দিরে থাকিয়া ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ ক-
রিতে লাগিল।

যোহনলিখিত সুসমাচার।

১ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বের কথা ৬ ও ঈশ্বরকর্তৃক যোহনের প্রেরিত হওন ১৪ ও খ্রীষ্টের অবতারের কথা ১৯ ও তাঁহার বিষয়ে যোহনের সাক্ষ্য দেওন ২৯ ও খ্রীষ্টের প্রাধান্যের কথা ৩৫ ও শিমোন ও আন্দ্রিয়ের বিষয়ে কথা ৪৩ ও নিথনেল বিষয়ক কথা।

১ আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত
২ ছিলেন, এবং ঐ বাক্য স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি আদিতে
৩ ঈশ্বরের সহিত ছিলেন। তৎকর্তৃক সকল বস্তু সৃষ্ট হইল, এবং তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তাঁহার সৃষ্ট নয়, এমত
৪ এক বস্তুও নাই। তিনি জীবনের আকর, ও সেই জী-
৫ বন মনুষ্যের জ্যোতিঃস্বরূপ। ঐ জ্যোতিঃ অন্ধকারেতে প্রকাশিত হইল, কিন্তু অন্ধকার তাহাকে গ্রাহ্য করিল না।
৬ যোহন্ নামে এক মনুষ্য ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হইল।
৭ তাহার দ্বারা যেন সকলে বিশ্বাস করে, এই নিমিত্তে সে ঐ জ্যোতির বিষয়ে প্রমাণ দিতে সাক্ষী হইয়া আইল।
৮ সে আপনি ঐ জ্যোতিঃ নহে; কিন্তু ঐ জ্যোতির বিষয়ে
৯ প্রমাণ দিতে আইল। যিনি জগতে আসিয়া তাবৎ মনু-ষ্যকে দীপ্তি প্রদান করেন, তিনিই প্রকৃত জ্যোতিঃ।
১০ তিনি যে জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যেই আপনি ছিলেন, কিন্তু জগতের লোক তাঁহাকে জানিল না।
১১ তিনি নিজ অধিকারে আইলেন, কিন্তু প্রজারা তাঁহাকে
১২ গ্রাহ্য করিল না। তথাপি যত লোক তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল, অর্থাৎ তাঁহার নামে বিশ্বাস করিল, তাহাদিগকে
১৩ ঈশ্বরের পুত্র হওনের অধিকার দিলেন। আর তাহাদের জন্ম রক্তহইতে কি শারীরিক অভিলাষহইতে কি মনুষ্যের ইচ্ছাহইতে হইল এমন নয়, কিন্তু ঈশ্বরহইতে হইল।

১৪ ঐ বাক্য মনুষ্যাবতার হইয়া অনুগ্রহ ও সত্যতাতে পরিপূর্ণ হইয়া আমাদের সঙ্গে বাস করিলেন; তাহাতে পিতার অদ্বিতীয় পুত্রের উপযুক্ত যে মহিমা, তাঁহার
১৫ সেই মহিমা দেখিতে পাইলাম। তাঁহার বিষয়ে যোহনও প্রচার করিয়া এই সাক্ষ্য দিল, 'যিনি আমার পরে আসিবেন, তিনি আমাহইতে গুরুতর, যেহেতুক আমার পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন,' যাঁহার বিষয়ে
১৬ আমি এই কথা কহিয়াছি তিনিই এই। আর তাঁহার পূর্ণতাহইতে আমরা সকলেই উত্তরোত্তর অনুগ্রহ পাই-
১৭ লাম। মূসাদ্বারা ব্যবস্থা দত্ত হইল, কিন্তু অনুগ্রহ ও
১৮ সত্যতা যীশু খ্রীষ্টদ্বারা উপস্থিত হইল। আর কোন মনুষ্য ঈশ্বরকে কখনো দেখে নাই, কিন্তু পিতার ক্রোড়স্থিত অদ্বিতীয় পুত্র তাঁহাকে প্রকাশ করিয়াছেন।

১৯ আর যোহনের ঐ সাক্ষ্য দেওনের বিবরণ এই; তুমি কে? এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যে সময়ে যিহূদীয় লোকেরা যাজকদিগকে ও লেবিদিগকে যিরূশালমহইতে
২০ তাহার কাছে পাঠাইয়া দিল, তৎকালে সে অস্বীকার না করিয়া, আমি অভিষিক্ত ত্রাতা নহি, ইহা স্বীকার
২১ করিল। তখন তাহারা জিজ্ঞাসিল, তবে তুমি কে? কি এলিয়? সে কহিল, না; তাহাতে তাহারা জিজ্ঞাসিল, তবে তুমি কি সেই ভবিষ্যদ্বক্তা? সে কহিল, আমি সে
২২ নহি। তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তবে তুমি কে? আমরা গিয়া প্রেরণকর্ত্তাদিগকে তোমার বিষয়ে কি
২৩ বলিব? আপনার বিষয়ে কি বল? তখন সে বলিল, "প্রান্তরে এই বাক্যবাদি এক জনের রব আছে, পরমে- "শ্বরের পথ সমান কর," এই কথা যাহার বিষয়ে যি-
২৪ শয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা লিখিয়াছিল, আমি সেই। যাহারা

প্রেরিত তাহারা ফিরূশি লোক। তখন তাহারা জিজ্ঞাসা ২৫ করিল, যদি অভিষিক্ত ত্রাতা নহ, ও এলিয় নহ, এবং ঐ ভবিষ্যদ্বক্তাও নহ, তবে লোকদিগকে বাপ্তাইজ করিতেছ কেন? তাহাতে যোহন উত্তর করিল, আমি জ- ২৬ লেতে বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু যাঁহাকে তোমরা জান না, এমন এক জন তোমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। তিনিই আমার পরে আইলেও আমাহইতে ২৭ গুরুতর; তাঁহার পাদুকার বন্ধন খুলিতেও আমি যোগ্য নহি। যর্দ্দন্ নদীর পারস্থ বৈথবারাতে যে স্থানে যোহন ২৮ বাপ্তাইজ করিতেছিল, সেই স্থানে এই সকল ঘটিল।

পরদিনে যোহন আপনার নিকটে যীশুকে আসিতে ২৯ দেখিয়া কহিল, জগতের পাপমোচনার্থে (বলিদেয়) ঈশ্বরের মেষশাবককে দেখ। 'যিনি আমার পরে আসি- ৩০ বেন, তিনি আমাহইতে গুরুতর, যেহেতুক আমার পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন,' যাঁহার বিষয়ে আমি এ কথা কহিয়াছি তিনিই এই। আর ইহাঁকে আমি চিনিলাম ৩১ না, কিন্তু ইস্রায়েল্ লোকেরা যেন তাঁহার পরিচয় পায়, এই আশয়ে আমি জলেতে বাপ্তাইজ করিতে আই- লাম। এবং যোহন আর এক প্রমাণ দিয়া কহিল, ৩২ আকাশহইতে কপোতের ন্যায় নামিয়া আত্মাকে ইহাঁর উপরে অবস্থিতি করিতে দেখিলাম। আর আমি ইহাঁকে ৩৩ চিনিলাম না বটে, কিন্তু যিনি জলে বাপ্তাইজ করিতে আমাকে প্রেরণ করিলেন, তিনি এই কথা কহিলেন, 'যাঁহার উপরে আত্মাকে নামিয়া অবস্থিতি করিতে দেখিবা, তিনিই পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজ করিবেন।' অতএব তাহা দেখিয়া, ইনি যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহা ৩৪ প্রমাণ দিতেছি।

৩৫　পরদিবসে যোহন দুই শিষ্যের সহিত একত্র দাঁড়াইয়া
৩৬ যীশুকে গমন করিতে দেখিয়া কহিল, ঈশ্বরের মেষশাব-
৩৭ ককে দেখ। এ কথা শুনিয়া সেই দুই শিষ্য যীশুর
৩৮ পশ্চাৎ গমন করিল। তাহাতে যীশু ফিরিয়া তাহাদিগকে
পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা
কিসের তত্ত্ব করিতেছ? তাহারা জিজ্ঞাসিল, হে রব্বি,
৩৯ অর্থাৎ হে গুরো, আপনি কোথায় থাকেন? তাহাতে
তিনি কহিলেন, আসিয়া দেখ। তখন তাহারা সঙ্গে২
গিয়া তাঁহার বাসস্থান দেখিল; আর তৃতীয় প্রহর বেলা
গত হওয়াতে তাহারা সে দিবসে তাঁহার সঙ্গে থাকিল।
৪০ যে দুই জন যোহনের বাক্য শুনিয়া যীশুর পশ্চাদ্গামী
হইল, তাহাদের মধ্যে শিমোন্ পিতরের ভ্রাতা যে
৪১ আন্দ্রিয়, সে গিয়া প্রথমে আপন সহোদর শিমোনের
সাক্ষাৎ পাইয়া কহিল, আমরা মশীহ অর্থাৎ অভিষিক্ত
ত্রাতার সাক্ষাৎ পাইলাম। পরে সে তাহাকে যীশুর
৪২ নিকটে আনিল। তখন যীশু তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া
কহিলেন, তুমি যূনসের পুত্র শিমোন্, কিন্তু তোমার
নাম কৈফা অর্থাৎ প্রস্তর হইবে।

৪৩　পরদিবসে যীশু গালীলেতে যাইবার মনস্থ করিলে
ফিলিপ্ নামক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইয়া কহিলেন, আমার
৪৪ পশ্চাদ্গামী হও। বৈৎসৈদা নামক যে গ্রামেতে আ-
ন্দ্রিয় ও পিতরের বাস ছিল, সেই গ্রামে ঐ ফিলিপের
৪৫ বসতি ছিল। পরে ফিলিপ নিথনেলের সাক্ষাৎ পাইয়া
কহিল, মূসার ব্যবস্থাগ্রন্থে এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থে
যাঁহার প্রসঙ্গ লিখিত আছে, আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ
৪৬ পাইলাম; তিনি যূষফের পুত্র নাসরতীয় যীশু। তখন
নিথনেল্ কহিল, নাসরৎ নগরহইতে কি কোন উত্তম ব্যক্তি

উৎপন্ন হইতে পারে? তাহাতে ফিলিপ কহিল, আসিয়া দেখ। অপর যীশু আপনার নিকটে নিথনেলকে আসি- ৪৭ তে দেখিয়া কহিলেন, এই দেখ, এক জন নিষ্কপট প্রকৃত ইস্রায়েল লোক। তাহাতে নিথনেল কহিল, আপনি ৪৮ আমাকে কি রূপে চিনেন? যীশু উত্তর করিলেন, ফিলিপের ডাকিবার পূর্ব্বে যে সময়ে ডুম্বুরবৃক্ষের তলে ছিলা, তখনি তোমাকে দেখিলাম। নিথনেল কহিল, হে গুরো, ৪৯ আপনি নিতান্তই ঈশ্বরের পুত্র, আপনি ইস্রায়েল বংশের রাজা। তাহাতে যীশু কহিলেন, তোমাকে ডুম্বুর- ৫০ বৃক্ষের তলে দেখিলাম, আমার এই কথা প্রযুক্ত কি বিশ্বাস করিলা? ইহাহইতেও আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখিবা। আরও কহিলেন, আমি তোমাদিগকে অতি যথার্থ ক- ৫১ হিতেছি, ইহার পরে তোমাদের দৃষ্টিতে মেঘদ্বার মুক্ত হইলে তথাহইতে মনুষ্যপুত্র দিয়া ঈশ্বরের দূতগণকে নামিতে ও উঠিতে দেখিবা।

২ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের প্রথম আশ্চর্য্য ক্রিয়া ১২ ও কফর্নাহূমে তাঁহার গমন ১৩ ও তাঁহার যিরূশালমে গমন ও মন্দিরের পরিষ্কার করণ ১৮ ও আপন মৃত্যু ও উত্থানের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য ২৩ ও তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা অনেকের বিশ্বাস করণ।

পরে তৃতীয় দিবসে যীশুর মাতা এক বিবাহের উপ- ১ লক্ষ্যে গালীল্ প্রদেশীয় কান্না নামক নগরে ছিল। এবং সেই বিবাহেতে যীশুর এবং তাঁহার শিষ্যগণের ২ নিমন্ত্রণ হইল। পরে দ্রাক্ষারসের অকুলান হওয়াতে ৩ যীশুর মাতা তাঁহাকে কহিল, ইহাদের দ্রাক্ষারস নাই। তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, হে নারি, আমার সহিত ৪ তোমার বিষয় কি? আমার সময় এখন উপস্থিত হয়

৫ নাই। তাহাতে তাঁহার মাতা দাসদিগকে কহিল, ইনি
৬ যাহা বলেন, তাহাই কর। সেই স্থানে যিহূদীয়দের
শুচি করণ ব্যবহারানুসারে দুই তিন মোন জল ধরে,
৭ এমন ছয়টা প্রস্তরের জালা ছিল। অপর যীশু সেই
তাবৎ জালায় জল পূর্ণ করিতে তাহাদিগকে আজ্ঞা
করিলে তাহারা প্রত্যেক জালা কাণা পর্য্যন্ত জলেতে
৮ পরিপূর্ণ করিল। পরে তাহাহইতে কিছু ঢালিয়া ভো-
জাধ্যক্ষের নিকটে লইয়া যাইতে তিনি দাসদিগকে
৯ আজ্ঞা করিলে তাহারা তাহা লইয়া গেল। আর যে
জল দ্রাক্ষারস হইল, তাহা কোথাহইতে আইল, ইহা
জলবাহক দাসেরা জানিল; কিন্তু সে ভোজাধ্যক্ষ না
জানিয়া তাহার আস্বাদন করিলে পর বরকে সম্বোধন
১০ করিয়া কহিল, সকল লোক প্রথমে উত্তম দ্রাক্ষারস
দেয়, এবং যথেষ্ট পান করিলে পর তাহাহইতে কিছু
মন্দ দেয়; কিন্তু তুমি এখন পর্য্যন্ত উত্তম দ্রাক্ষারস
১১ রক্ষা করিলা। এই রূপে যীশু গালীল প্রদেশের কান্না
নগরে আশ্চর্য্য কর্ম্মের আরম্ভ করিয়া নিজ মহিমা
প্রকাশ করিলেন; তাহাতে শিষ্যেরা তাঁহাতে বিশ্বাস
করিল।

১২ পরে তিনি আপনার মাতা ও ভ্রাতৃগণ ও শিষ্যবর্গের
সহিত কফর্ণাহূমে গমন করিলেন, কিন্তু সে স্থানে বিস্তর
দিন থাকিলেন না।

১৩ তদনন্তর যিহূদীয়দের নিস্তারপর্ব্ব সন্নিকট হওয়াতে
১৪ যীশু যিরূশালম নগরে গমন করিলেন। তাহাতে মন্দি-
রের মধ্যে গো মেষ কপোত ব্যাপারিদিগকে এবং বণি-
১৫ কদিগকে উপবিষ্ট দেখিয়া রজ্জুদ্বারা এক গাছা কশা
নির্ম্মাণ করিয়া তাবৎ গো মেষের সহিত তাহাদিগকে

মন্দিরহইতে দূর করিয়া দিলেন। এবং বণিকদিগের ১৬
মুদ্রাদি ছড়াইয়া আসন সকল উল্‌টাইয়া ফেলিলেন,
এবং কপোত ব্যাপারিদিগকে কহিলেন, এ স্থানহইতে এ
সকল লইয়া যাও; আমার পিতার গৃহকে বাণিজ্য গৃহ
করিও না। তাহাতে “তোমার মন্দির নিমিত্তক উদ্- ১৭
“যোগ আমাকে গ্রাস করে,” এই শাস্ত্রীয় লিপি শিষ্য-
গণের স্মরণে হইল।

পরে যিহূদীয় লোকেরা যীশুকে কহিল, তুমি যে ১৮
এই মত কর্ম্মের ভার পাইয়াছ, ইহার কি চিহ্ন আমা-
দিগকে দেখাইতেছ? তাহাতে যীশু তাহাদিগকে উত্তর ১৯
করিলেন, তোমরা এই মন্দির নষ্ট করিলে আমি তিন
দিনের মধ্যে তাহা উঠাইয়া দিব। তখন যিহূদীয়েরা ব- ২০
লিল, এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ছেচল্লিশ বৎসর লাগি-
য়াছে; তুমি কি তিন দিনের মধ্যে তাহা উঠাইবা?
কিন্তু তিনি আপন দেহরূপ মন্দিরের বিষয়ে এই কথা ২১
কহিলেন। আর কবরহইতে তাঁহার উত্থান হইলে পর, ২২
তিনি যে এরূপ কহিয়াছিলেন, তাহা শিষ্যদিগের স্মরণে
হওয়াতে তাহারা ধর্ম্মগ্রন্থে এবং যীশুর উক্ত কথাতে
বিশ্বাস করিল।

পরে তিনি নিস্তারপর্ব্বের সময়ে যিরূশালম নগরে ২৩
উপস্থিত হইয়া যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন, তাহা দে-
খিয়া অনেকেই তাঁহার নামেতে বিশ্বাস করিল। কিন্তু ২৪
যীশু আপনি তাহাদের হস্তে আপনাকে সমর্পণ করি-
লেন না, যেহেতুক তিনি সকলকে জানিলেন, এবং ২৫
মনুষ্যের বিষয়ে প্রমাণ অপেক্ষা করিলেন না; কেননা
মনুষ্যের অন্তরে কি২ আছে, তাহা তিনি জানিলেন।

৩ অধ্যায়।

১ নীকদীমের প্রতি খ্রীষ্টের উপদেশ কথা ২২ ও যোহনের বাপ্তিস্ম ২৫ ও খ্রীষ্টের বিষয়ে যোহনের সাক্ষ্য।

১ অপর নীকদীমঃ নামে যিহূদীয়দের অধ্যক্ষ এক জন
২ ফিরূশী রাত্রিকালে যীশুর নিকটে আসিয়া কহিল, হে গুরো, আপনি যে ঈশ্বরহইতে আগত এক উপদেশক. ইহা আমরা জানি; কেননা আপনি যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করেন, ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেক কেহ এমন কর্ম্ম
৩ করিতে পারে না। তখন যীশু উত্তর করিলেন, আমি তোমাকে অতি যথার্থ কহিতেছি, পুনর্জন্ম না হইলে কোন মনুষ্যই ঈশ্বরের রাজ্য দর্শন করিতে পারে না।
৪ তাহাতে নীকদীমঃ প্রত্যুত্তর করিল, মনুষ্য বৃদ্ধ হইয়া কেমন করিয়া জন্মিবে? সে কি আরবার মাতার উদরে
৫ প্রবিষ্ট হইয়া জন্মিতে পারে? যীশু কহিলেন, আমি অতি যথার্থ কহিতেছি, জলস্বরূপ যে আত্মা, তাঁহাহইতে মনুষ্য পুনর্জাত না হইলে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ ক-
৬ রিতে পারে না। মাংসহইতে যে জন্মে, সে মাংসই;
৭ এবং আত্মাহইতে যে জন্মে, সে আত্মাই। তোমাদিগকে পুনর্জাত হইতে হইবে, আমার এই কথাতে আশ্চর্য্য
৮ জ্ঞান করিও না। বায়ু যে দিগে ইচ্ছা করে, সেই দিগেই বহে, এবং তাহার শব্দ শুনিতে পাও; কিন্তু সে কোথাহইতে আইসে, আর কোথাই বা যায়, তাহা কিছুই জান না; তদ্রূপ আত্মাহইতেই প্রত্যেক মনুষ্যের
৯ জন্ম হয়। তখন নীকদীমঃ জিজ্ঞাসিল, ইহা কি প্রকারে
১০ হইতে পারে? যীশু উত্তর করিলেন, তুমি ইস্রায়েলের
১১ এক গুরু হইয়াও কি এ কথা জান না? তোমাকে অতি যথার্থ কহিতেছি, আমরা যাহা জানি তাহা বলি, এবং

যাহা দেখি তাহারই সাক্ষ্য দি; কিন্তু তোমরা আমাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য কর না। এই জগতের কথা কহিলে ১২ তোমরা যদি বিশ্বাস না কর, তবে স্বর্গের কথা কহিলে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবা? আর যিনি স্বর্গেতে আ- ১৩ ছেন এবং স্বর্গহইতে নামিলেন, এমন যে মনুষ্যের পুত্র, তাঁহা ব্যতিরেক কেহ স্বর্গারোহণ করে নাই। এবং মূসা যেরূপ প্রান্তরে সর্পকে ঊর্দ্ধে উঠাইল, মনু- ১৪ ষ্যপুত্রকেও তদ্রূপ উত্থাপিত হইতে হইবে; তাহাতে যে ১৫ কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে, সে বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ুঃ পাইবে। ঈশ্বর জগতের প্রতি এমন ১৬ দয়া করিলেন, যে আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে প্রদান করিলেন; তাহাতে যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে, সে বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ুঃ পাইবে। জগতের ১৭ লোকদের দণ্ড করিবার নিমিত্তে ঈশ্বর আপন পুত্রকে না পাঠাইয়া তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতে প্রেরণ করিলেন। আর যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে দণ্ডের ১৮ পাত্র হয় না; কিন্তু যে কেহ বিশ্বাস না করে, সে এখনি দণ্ডের পাত্র হয়, যেহেতুক সে ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্রের নামে প্রত্যয় করে না। আর জগতের ১৯ মধ্যে জ্যোতিঃ প্রকাশ হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যদের কর্ম্ম দুষ্ট হওয়াতে তাহারা জ্যোতিহইতে অন্ধকারকে ভাল বাসে, ইহা দণ্ডের কারণ হয়। যে জন কুক্রিয়া করে, ২০ তাহার আচার ব্যবহার যেন দূষিত না হয়, এই নিমিত্তে সে জ্যোতি ঘৃণা করিয়া তাহার নিকটে আইসে না; কিন্তু যে জন সৎকর্ম্ম করে, তাহার কর্ম্ম সকল ঈশ্বর- ২১ কৃত, তাহা যেন প্রকাশ পায়, এই আশয়েতে সে জ্যোতির নিকটে আইসে।

২২　তদনন্তর যীশু শিষ্যবর্গের সহিত যিহূদা প্রদেশে গিয়া
২৩ সে স্থানে থাকিয়া বাপ্তাইজ করিতে লাগিলেন। আর শালীম্ নগরের নিকটবর্ত্তি ঐনন্ গ্রামে অনেক জল থাকাতে যোহন সেই সময়ে তথায় বাপ্তাইজ করিল; এবং লোকেরা আসিয়া তাহার দ্বারা বাপ্তাইজিত হইল।
২৪ তৎকালে যোহন কারাগারে বদ্ধ হয় নাই।
২৫　অপর যোহনের শিষ্যগণেতে এবং যিহূদীয় লোকেতে
২৬ শৌচ ক্রিয়ার বিষয়ে পরস্পর বাদানুবাদ হইল। পরে তাহারা যোহনের নিকটে যাইয়া কহিল, হে গুরো, যিনি যর্দ্দন নদীর পারে আপনকার সহিত ছিলেন, যাঁহার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিলেন, দেখ, তিনিও বাপ্তাইজ করিতেছেন, এবং সকলেই তাঁহার নিকটে যাইতেছে।
২৭ তখন যোহন উত্তর করিল, ঈশ্বর না দিলে কোন মনুষ্য
২৮ কিছুই পাইতে পারে না। আমি অভিষিক্ত ত্রাতা নহি, কিন্তু তাঁহার অগ্রে প্রেরিত হইয়াছি, আমি যে এই কথা কহিয়াছি, ইহাতে তোমরা আপনারা আমার
২৯ সাক্ষী আছ। যে ব্যক্তি কন্যাকে পায়, সেই বর; কিন্তু বরের নিকটে দণ্ডায়মান তাহার যে মিত্র, সে বরের শব্দ শুনিলে অতি আহ্লাদিত হয়; আমারও
৩০ তদ্রূপ আনন্দ সিদ্ধ হইল। তাঁহাকে উত্তর২ বৃদ্ধি পাইতে
৩১ হইবে, কিন্তু আমাকে হ্রাস পাইতে হইবে। যিনি ঊর্দ্ধ্ব-হইতে আসিয়াছেন, তিনি সর্ব্বপ্রধান; যে জন সংসার-হইতে উৎপন্ন, সে সাংসারিক, এবং সংসারেরই কথা কহে; যিনি স্বর্গহইতে আসিয়াছেন, তিনি সর্ব্বপ্রধান।
৩২ আর তিনি যাহা দেখিয়াছেন এবং শুনিয়াছেন, তাহা-রই বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, তথাপি কেহ তাঁহার সাক্ষ্য
৩৩ গ্রাহ্য করে না; কিন্তু যে গ্রাহ্য করে, ঈশ্বর যে সত্য-

বাদী, ইহাতে সে স্বাক্ষর করে। যিনি ঈশ্বরের প্রে- ৩৪
রিত, তিনি ঈশ্বরের কথাই কহেন, যেহেতুক ঈশ্বর তাঁ-
হাকে অপরিমিত রূপে আত্মা দিয়াছেন। পিতা পুত্রকে ৩৫
স্নেহ করিয়া তাঁহার হস্তে তাবৎ বিষয় সমর্পণ করিয়া-
ছেন। যে কেহ পুত্রের প্রতি বিশ্বাস করে, তাহার ৩৬
অনন্ত পরমায়ুঃ হয়; যে কেহ পুত্রকে না মানে, সে প-
রমায়ুর দর্শন পায় না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র
হইয়া থাকে।

৪ অধ্যায়।

১ শোমিরোণীয় স্ত্রীর প্রতি খ্রীষ্টের উপদেশ কথা ২৭ ও নগরে খ্রীষ্টের বিষয়ে সম্বাদ দেওন ৩১ ও শিষ্যদের প্রতি খ্রীষ্টের কথা ৩৯ ও নগরহইতে আসিয়া লোকদের খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করণ ৪৩ ও গালীল্ দেশে খ্রীষ্টের গমন ৪৬ ও কফর্নাহূমে রাজসভাসদ্ লোকের পুত্রকে সুস্থ করণ।

যীশু আপনি বাপ্তাইজ করিলেন না, কেবল তাঁহার ১
শিষ্যগণ করিল; কিন্তু তিনি যোহনহইতে অধিক শিষ্য ২
করেন এবং বাপ্তাইজ করেন, ফিরূশিরা এমন সংবাদ
পাইয়াছিল, ইহা প্রভু অবগত হইলে যিহূদা প্রদেশ ৩
ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার গালীলেতে গমন করিলেন।
তাহাতে শোমিরোণ প্রদেশের মধ্যদিয়া তাঁহাকে যা- ৪
ইতে হইলে, যাকূব আপন পুত্র যূষফকে যে ভূমি দান ৫
করিয়াছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী শোমিরোণ প্রদেশের
শিখিম্ নামক নগরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেই ৬
স্থানে যাকূবকৃত এক কূপ ছিল। তৎকালে দুই প্রহর
বেলা হওয়াতে তিনি পথশ্রান্ত হইয়া ঐ কূপের পার্শ্বে
বসিলেন। ইতোমধ্যে এক শোমিরোণীয় স্ত্রী জল তু- ৭
লিবা রজন্যে আইল; তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন,

৮ আমাকে কিঞ্চিৎ জল পান করিতে দেও। কেননা শিষ্যেরা খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিতে নগরে গিয়াছিল।
৯ তখন শোমিরোণীয়দের সহিত যিহূদীয় লোকদের ব্যবহার না থাকাতে সে কহিল, আমি শোমিরোণীয় স্ত্রী, তুমি যিহূদীয় লোক, কেমন করিয়া আমার স্থানে জল পান
১০ করিতে চাহিতেছ? তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, ঈশ্বরের যে দান সে কেমন, আর 'আমাকে জল পান করিতে দেও,' তোমার কাছে যিনি এমন যাজ্ঞা করিতেছেন তিনিই বা কে, ইহা যদি জ্ঞাত হইতা, তবে তুমি তাঁহার নিকটে যাজ্ঞা করিতা, এবং তিনি তো-
১১ মাকে অমৃত জল দিতেন। তখন সেই স্ত্রী কহিল, হে মহাশয়, কূপ গভীর, আর আপনকার কাছে জল তুলিবার পাত্র নাই; অতএব ঐ অমৃত জল কোথা-
১২ হইতে পাইবেন? যিনি আমাদিগকে এই কূপ দিয়াছিলেন, তিনি আপনি ও তাঁহার পরিবার ও গোমেষাদি সকলে এই কূপের জল পান করিত, এমন যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যাকুব, তাঁহাহইতে কি তুমি বড়?
১৩ তাহাতে যীশু কহিলেন, যে কেহ এই জল পান করে,
১৪ সে পুনর্ব্বার তৃষ্ণার্ত্ত হইবে; কিন্তু যে কেহ আমার দত্ত জল পান করে, সে আর কখন তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না; আমার দত্ত ঐ জল তাহার অন্তরে উনুইস্বরূপ হইয়া
১৫ অনন্ত পরমায়ুঃ পর্য্যন্ত উথলিয়া উঠিবে। তখন সে স্ত্রী কহিল, হে মহাশয়, তবে আমার পিপাসা যেন আর না হয়, এবং এখানে জল তুলিতে আর বার আসিতে
১৬ না হয়, এই জন্যে আমাকে ঐ জল দিউন। তাহাতে যীশু কহিলেন, যাও, তোমার স্বামিকে ডাকিয়া এখানে
১৭ আইস। সে স্ত্রী কহিল, আমার স্বামী নাই। যীশু

কহিলেন, 'আমার স্বামী নাই,' এ কথা ভাল কহিলা; কেননা তোমার পাঁচ স্বামী হইয়াছে, আর এইক্ষণে যে ১৮ তোমার সহিত থাকে, সে তোমার স্বামী নয়; এ কথা সত্য কহিলা। তখন ঐ স্ত্রী কহিল, হে মহাশয়, আ- ১৯ পনি এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা, তাহা বুঝিলাম। আমাদের ২০ পিতৃলোকেরা এই পর্ব্বতে ভজনা করিত; কিন্তু আপ- নারা বলেন, যিরূশালম নগরে ভজনা করিবার উপযুক্ত স্থান আছে। যীশু কহিলেন, হে নারি, আমার কথায় ২১ বিশ্বাস কর; যে সময়ে তোমরা (কেবল) এই পর্ব্বতে কিম্বা যিরূশালম নগরে পিতার ভজনা করিবা না, এমন সময় আসিতেছে। তোমরা কাহার ভজনা কর, তাহা ২২ জান না; কিন্তু আমরা যাঁহাকে ভজনা করি তাঁহাকে জানি, যেহেতুক যিহূদীয় লোকদের মধ্যহইতেই পরি- ত্রাণ হয়। কিন্তু যে সময়ে প্রকৃত ভক্তেরা আত্মা দিয়া ২৩ সত্যরূপে পিতার ভজনা করিবে, এমন সময় আসিতেছে, বরঞ্চ এখনও বর্ত্তমান আছে; এবং পিতা এতদ্রূপ ভ- ক্তদিগকেই চেষ্টা করেন। ঈশ্বর আত্মাই; আর তাঁ- ২৪ হার ভজনা করিতে গেলে আত্মা দিয়া সত্যরূপে ভজনা করিতে হয়। তখন সে স্ত্রী কহিল, খ্রীষ্ট নামে বি- ২৫ খ্যাত অভিষিক্ত ত্রাতা আসিবেন, তাহা জানি, আর তিনি আসিয়া আমাদিগকে সকল কথা জ্ঞাত করিবেন। তাহাতে যীশু কহিলেন, তোমার সহিত কথোপকথন ২৬ করিতেছি যে আমি, আমিই সেই ব্যক্তি।

ইতোমধ্যে শিষ্যগণ আসিয়া সে স্ত্রীলোকের সহিত ২৭ তাঁহার কথাবার্ত্তা কহনেতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, ত- ত্রাপি আপনি কি চাহেন, কিম্বা কি জন্যে ইহার স- হিত কথাবার্ত্তা কহেন? ইহা কেহই জিজ্ঞাসা করিল

২৮ না। পরে সে স্ত্রী কলসী রাখিয়া নগরের মধ্যে গিয়া
২৯ লোকদিগকে কহিল, আমি কোন্ কালে কি২ কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা সকলি আমাকে কহিলেন, এমন এক মনুষ্যকে আসিয়া দেখ; তিনি কি অভিষিক্ত ত্রাতা
৩০ নহেন? তাহাতে তাহারা নগরহইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার নিকটে আইল।

৩১ ইত্যবসরে শিষ্যেরা সাধ্যসাধনা করিয়া কহিল, হে
৩২ গুরো, আপনি কিছু ভোজন করুন। তাহাতে তিনি কহিলেন, তোমাদের জ্ঞাতসার নহে, এমন ভক্ষ্য আ-
৩৩ মার আছে। তখন শিষ্যেরা পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ইহাঁকে কি কেহ কিছু ভক্ষ্য আনিয়া দিয়াছে?
৩৪ যীশু কহিলেন, আমার প্রেরণকর্ত্তার অভিমত সিদ্ধ করা এবং তাঁহারই কর্ম্ম সম্পন্ন করা, এই আমার আহার।
৩৫ আর চারি মাস হইলে শস্য কাটনের সময় উপস্থিত হইবে, এই কথা কি তোমরা বল না? কিন্তু আমি বলিতেছি, চক্ষু তুলিয়া ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখ;
৩৬ এখনি কাটিবার মত শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। আর যে কাটে সে বেতন পায়, এবং অনন্ত পরমায়ুরূপ শস্য সংগ্রহ করে; তাহাতে বপনকর্ত্তা ও ছেদনকর্ত্তা একত্র
৩৭ আনন্দ করে। এবং ইহা হইলে 'এক জন বপন করে,
৩৮ অন্য জন ছেদন করে,' এই বচন সিদ্ধ হয়। যাহাতে তোমরা পরিশ্রম কর নাই, এমন শস্য কাটিতে তোমাদিগকে প্রেরণ করিলাম; অন্য জনেরা পরিশ্রম করিয়াছে, তোমরা তাহাদের শ্রমের ফল প্রাপ্ত হইলা।

৩৯ অপর 'কোন্ কালে কি২ কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা সকলি তিনি আমাকে কহিলেন,' সেই স্ত্রীর এই সাক্ষ্যের কথা শুনিয়া সেই নগরনিবাসি অনেক২ শোমিরোণীয় লোক

বিশ্বাস করিল; এবং তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া ৪০ আপনাদের নিকটে কিছু দিন থাকিতে তাঁহাকে বিনয় করিল; তাহাতে তিনি দুই দিবস সেস্থানে বাস করিলেন। এবং তাঁহার উপদেশদ্বারা আর২ অনেকে ৪১ বিশ্বাস করিয়া সে স্ত্রীলোককে কহিল; কেবল তোমার ৪২ কথার দ্বারা প্রত্যয় করি তাহা নহে, কিন্তু তিনি যে নিতান্ত জগতের অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা, ইহা তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা আপনারা জানিলাম।

যদ্যপি যীশু প্রমাণ দিয়া কহিয়াছিলেন, 'স্বদেশে ভ- ৪৩ বিষ্যদ্বক্তার সম্ভ্রম হয় না,' তথাপি এই দুই দিবসের পর ৪৪ তিনি তথাহইতে প্রস্থান করিয়া গালীলেতে গমন করিলেন। এবং যে গালীলীয় লোকেরা পর্ব্বে গিয়াছিল, ৪৫ ও পর্ব্বসময়ে যিরূশালম নগরে তাঁহার সকল ক্রিয়া দেখিয়াছিল, তিনি গালীলেতে আইলে পর তাহারা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল।

পরে যীশু গালীলের যে কান্না নগরে জলকে দ্রাক্ষা- ৪৬ রস করিয়াছিলেন, ঐ স্থানে পুনর্ব্বার আগমন করিলেন। ঐ সময়ে এক রাজসভাসদ্ লোকের পুত্র কফর্নাহূম নগরে রোগগ্রস্ত ছিল। সে যিহূদা দেশহইতে ৪৭ গালীলেতে যীশুর আগমন সমাচার শুনিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া প্রার্থনা করিয়া কহিল, আমার পুত্রের মৃত্যু উপস্থিত; আপনি আসিয়া তাহাকে সুস্থ করুন। তখন যীশু কহিলেন, আশ্চর্য্য কর্ম্ম এবং অদ্ভুত চিহ্ন ৪৮ না দেখিলে তোমরা প্রত্যয় করিবা না। তাহাতে ঐ ৪৯ সভাসদ্ ব্যক্তি কহিল, হে মহাশয়, আমার পুত্র না মরিতে২ আইসুন। যীশু তাহাকে কহিলেন, যাও, ৫০ তোমার পুত্র বাঁচিল। তখন সে যীশুর উক্ত ঐ কথাতে

৫১ বিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেল। যাওন কালে পথের মধ্যে দাসেরা তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া কহিল, তোমার পুত্র
৫২ বাঁচিল। তাহাতে কোন্ অবধি রোগের প্রতীকার আরম্ভ হইয়াছে, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে পর তাহারা বলিল, কল্য দুই প্রহর আড়াই দণ্ডের সময়ে তাহার জ্বরত্যাগ
৫৩ হইয়াছে। তখন যীশু যে সেই দণ্ডে কহিয়াছিলেন, 'তোমার পুত্র বাঁচিল,' পিতা তাহা বুঝিয়া সপরিবারে
৫৪ বিশ্বাস করিল। যিহূদা দেশহইতে গালীলেতে আসিয়া যীশু এই দ্বিতীয় আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন।

৫ অধ্যায়।

১ বিশ্রামবারে আটত্রিশ বৎসর রোগগ্রস্ত মনুষ্যকে সুস্থ করণ ১৪ ও যিহূদীয়দের প্রতি খ্রীষ্টের অনুযোগ ও শিক্ষা দেওন ৩১ ও খ্রীষ্টের বিষয়ে যোহনের ও পিতার ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সাক্ষ্য।

১ অনন্তর যিহূদীয়দের পর্ব্ব উপস্থিত হইলে যীশু যিরূ-
২ শালমে গেলেন। যিরূশালম নগরে মেষদ্বারের নিকটে ইব্রীয় ভাষাতে বৈথেস্দা নামে পাঁচ ঘাট বিশিষ্ট
৩ এক পুষ্করিণী ছিল। তাহার সেই সকল ঘাটেতে জল-কম্পনের অপেক্ষা করিয়া অন্ধ ও খঞ্জ ও শুষ্কাঙ্গ
৪ প্রভৃতি অনেক রোগি লোক পড়িয়া থাকিত। কেননা বিশেষ সময়ে ঐ সরোবরে এক স্বর্গদূত নামিয়া জল-কম্পন করিত; সেই জলকম্পনের পরে যে কেহ প্রথমে জলেতে নামিত, তাহার যে কোন রোগ হউক, তাহাহ-
৫ ইতে সে মুক্তি পাইত। তৎকালে আটত্রিশ বৎসরাবধি
৬ রোগগ্রস্ত এক জন সেই স্থানে ছিল। যীশু তাহাকে প-ড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ও বহুকালের রোগী জানিয়া
৭ কহিলেন, তুমি কি সুস্থ হইতে বাঞ্ছা কর? তাহাতে সে রোগী কহিল, হে মহাশয়, যখন জল কম্পিত হয়,

তখন আমাকে পুষ্করিণীতে নামাইয়া দেয়, আমার এমন কেহই নাই; তাহাতে আমার যাওন কালে আর কোন জন গিয়া অগ্রে নামে। ৮ তখন যীশু কহিলেন, উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া লইয়া চল। ৯ সে তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইয়া শয্যা তুলিয়া লইয়া চলিল; কিন্তু সে দিন বিশ্রামবার। ১০ তাহাতে যিহূদীয়েরা সুস্থ ব্যক্তিকে কহিল, অদ্য বিশ্রামবার, শয্যা তুলিয়া লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নয়। ১১ তাহাতে সে উত্তর করিল, যিনি আমাকে সুস্থ করিলেন, তিনিই শয্যা তুলিয়া লইয়া চলিতে আজ্ঞা করিলেন। ১২ তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, শয্যা তুলিয়া লইয়া চলিতে যে আজ্ঞা করিল সে কে? ১৩ কিন্তু সে কে, তাহা সুস্থ ব্যক্তি জানিল না, কারণ সে স্থানে জনতা হওয়াতে যীশু স্থানান্তরে গিয়াছিলেন।

১৪ পরে যীশু মন্দিরেতে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া কহিলেন, দেখ, এখন সুস্থ হইলা; যেন অধিক দুর্দ্দশা না ঘটে, এই জন্যে আর পাপকর্ম্ম করিও না। ১৫ তাহাতে সে ব্যক্তি গিয়া যিহূদীয়দিগকে কহিল, যিনি আমাকে অরোগী করিয়াছেন, তিনি যীশু। ১৬ তাহাতে যীশু বিশ্রামবারে এই কর্ম্ম করিয়াছেন, সেই নিমিত্তে যিহূদীয়েরা তাঁহাকে তাড়না করিয়া বধ করিতে চেষ্টা করিল। ১৭ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমার পিতা অদ্য পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, এবং আমিও তদ্রূপ করি। ১৮ তাহাতে যিহূদীয়েরা তাঁহাকে বধ করিতে আরও চেষ্টা করিল; যেহেতুক বিশ্রামবারকে অমান্য করিলেন, তাহা কেবল নয়, অধিকন্তু ঈশ্বরকে আপন পিতা বলিয়া আপনাকেও ঈশ্বরের তুল্য করিলেন। ১৯ পরে যীশু কহিলেন, আমি তোমাদিগকে অতি যথার্থ কহিতেছি, পিতাকে

যেং কর্ম্ম করিতে দেখেন, তদ্ব্যতিরেকে পুত্র আপন ই-
চ্ছাতে কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না; পিতা যে কি-
২০ ছু করেন, পুত্রও তাহাই করেন। পিতা পুত্রকে প্রেম
করেন, এই জন্যে আপনি যেং কর্ম্ম করেন, তাহা
সকলি পুত্রকে দেখান; আর যেন তোমাদের আশ্চর্য্য
জ্ঞান হয়, এই জন্যে ইহাহইতেও মহৎকর্ম্ম তাঁহাকে
২১ দেখাইবেন; ফলতঃ পিতা যেমন মৃতদিগকে উঠাইয়া
সজীব করেন, তদ্রূপ পুত্রও যাহাকেং ইচ্ছা করেন,
২২ তাহাকেং সজীব করিবেন। পিতা আপনি কাহারও
বিচার না করিয়া তাবৎ বিচারের ভার পুত্রকে সমর্পণ
২৩ করিয়াছেন। অতএব যাদৃশ পিতাকে সম্ভ্রম করা, পুত্র-
কেও তাদৃশ সম্ভ্রম করা সকলের উচিত হয়; যে জন
পুত্রকে অসম্ভ্রম করে, সে তাঁহার প্রেরক পিতাকে অ-
২৪ সম্ভ্রম করে। আমি তোমাদিগকে অতি যথার্থ কহিতে-
ছি, যে ব্যক্তি আমার কথা শুনিয়া আমার প্রেরণকর্ত্তা-
কে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত পরমায়ুঃ পায়, ও কখ-
নো দণ্ডের পাত্র হয় না, কিন্তু মৃত্যুহইতে উত্তীর্ণ হইয়া
২৫ পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হয়। আমি তোমাদিগকে অতি যথার্থ
কহিতেছি, যে সময়ে মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শু-
নিবে, এবং যাহারা শুনিবে তাহারা সজীব হইবে,
এমন সময় আসিতেছে, বরং এখনও উপস্থিত আছে।
২৬ পিতা যেমন স্বয়ংজীবী, তেমনি পুত্রকেও স্বয়ংজীবী
২৭ হইতে অধিকার দিয়াছেন। এবং তিনি মনুষ্যপুত্র,
তৎপ্রযুক্ত পিতা দণ্ড করিবার অধিকারও তাঁহাকে
২৮ সমর্পণ করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে তোমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান
করিও না; কেননা যে সময়ে তাঁহার রব শুনিয়া
কবরস্থ সকলেই বাহিরে আসিবে, এমন সময় উপস্থিত

হইবে। তাহাতে যাহারা সৎকর্ম্ম করিয়াছে, তাহারা ২৯ উঠিয়া পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইবে; এবং যাহারা কুকর্ম্ম করিয়াছে, তাহারা উঠিয়া দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। আমি ৩০ আপনাহইতে কিছু করিতে পারি না; যেমন শুনি তেমন বিচার করি, আর আমার বিচার প্রকৃত; আমি আপন ইষ্ট চেষ্টা না করিয়া প্রেরণকর্ত্তা পিতার ইষ্ট চেষ্টা করি।

আর আপনার বিষয়ে যদি আপনি সাক্ষ্য দি, তবে ৩১ সে সাক্ষ্য গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু আমার বিষয়ে অন্য ৩২ এক জন সাক্ষ্য দিতেছেন; এবং আমার বিষয়ে তাঁহার সাক্ষ্য যে সত্য, ইহাও আমি জানি। তোমরা ৩৩ যোহনের নিকটে লোক প্রেরণ করিলে সে সত্য কথার বিষয়ে সাক্ষ্য দিল। মনুষ্যহইতে আমি সাক্ষ্যের অ- ৩৪ পেক্ষা করি না; তথাচ তোমরা যেন পরিত্রাণ পাও, তন্নিমিত্তে এ কথা কহিতেছি। যোহন দেদীপ্যমান ৩৫ তেজস্কর দীপস্বরূপ ছিল, এবং তোমরা অল্প কাল তাহার জ্যোতিতে আনন্দ করিতে সম্মত ছিলা। কিন্তু ৩৬ যোহনের সাক্ষ্যহইতেও আমার গুরুতর সাক্ষ্য আছে; পিতা যে আমাকে প্রেরণ করিলেন, ইহাতে তিনি যে২ কর্ম্ম সমাপ্ত করিতে আমাকে ক্ষমতা দিয়াছেন, অর্থাৎ যে২ কর্ম্ম আমি করিতেছি, তাহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। আর যে পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়া- ৩৭ ছেন, তিনি আপনিও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন; তাঁহার কথা তোমরা কখনো শুন নাই, এবং তাঁহার রূপ দেখ নাই; এবং তাঁহার বচন তোমাদের অন্তরে ৩৮ স্থান পায় নাই; যেহেতুক যাঁহাকে তিনি পাঠাইলেন, তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস কর না। ধর্ম্মপুস্তকের কথা ৩৯

আলোচনা কর; সে কথাদ্বারা যে অনন্ত পরমায়ুঃ পা-
ইবা, তোমাদের এমন বোধ আছে; সেই ধর্ম্মপুস্তকও
৪০ আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। তথাপি তোমরা পরমা-
য়ুঃ প্রাপ্তির নিমিত্তে আমার নিকটে আসিতে চাহ না।
৪১ আমি মনুষ্যদের নিকটহইতে প্রশংসা গ্রাহ্য করি না।
৪২ কিন্তু আমি তোমাদিগকে জানি, তোমাদের অন্তরে
৪৩ ঈশ্বরের প্রেম নাই। আমি আপন পিতার নামে আ-
সিয়াছি, তথাপি আমাকে গ্রাহ্য কর না; কিন্তু কেহ যদি
আপন নামেতে আইসে, তবে তাহাকে গ্রাহ্য করিবা।
৪৪ অদ্বিতীয় ঈশ্বরহইতে প্রশংসা চেষ্টা না করিয়া কেবল
পরস্পর প্রশংসা গ্রাহ্য করিতেছ যে তোমরা, তোমরা
৪৫ কি রূপে বিশ্বাস করিতে পার? আমি পিতার নিকটে
তোমাদের অপবাদ করিব, ইহা ভাবিও না; যাহার
উপরে তোমাদের নির্ভর, সেই মূসাই তোমাদের অপ-
৪৬ বাদক হয়। যদি তোমরা মূসাকে বিশ্বাস করিতা, তবে
আমাকেও বিশ্বাস করিতা; যেহেতুক সে আমার বি-
৪৭ ষয়ে লিখিয়াছে। কিন্তু তাহার লিখনে যদি প্রত্যয় না
কর, তবে আমার কথায় কি প্রকারে প্রত্যয় করিবা?

৬ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের সমুদ্র পার হওন ও পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্যদ্বারা পাঁচ সহস্র লোককে ভোজন করাওন ১৬ ও জলের উপরে খ্রীষ্টের পদ-ব্রজে গমন ২২ ও অনেক লোক তাঁহার নিকটে আইলে তাহাদের প্রতি উপদেশ করণ ৪১ ও আপনাকে ভক্ষ্যস্বরূপ দেওন ৫২ ও বিবাদি যিহূদীয়দের প্রতি প্রত্যুত্তর ৬০ ও তাঁহাকে অনেক লোকদের ত্যাগ করণ ৬৬ ও প্রেরিতদের স্থির থাকন।

১ তদনন্তর যীশু গালীল প্রদেশীয় তিবিরিয়া নামক হ্রদ
২ পার হইয়া গেলেন। পরে ব্যাধিত লোককে সুস্থ

করণৰূপ তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখিয়া অনেক লোক তাঁহার পশ্চাৎ গেল। এবং যীশু এক পর্ব্বতারোহণ ক- ৩ রিয়া সে স্থানে শিষ্যদের সহিত বসিলেন। তখন নিস্তা- ৪ রপর্ব্ব নামে যিহূদীয়দের এক পর্ব্ব উপস্থিত হইল। আর ৫ যীশু চক্ষু তুলিয়া অনেক২ লোককে আপনার নিকটে আসিতে দেখিয়া ফিলিপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের ভোজনের নিমিত্তে আমরা খাদ্যসামগ্রী কোথায় ক্রয় করিতে পাইব? এ কথা তাহার পরীক্ষার নিমিত্তে ক- ৬ হিলেন; কিন্তু কি করিবেন, তাহা আপনি জানিলেন। ফিলিপ উত্তর করিল, ইহাদের প্রত্যেক জন যদি অল্প২ ৭ পায়, তথাচ দুই শত সিকির রুটী হইলেও অকুলান হইবে। পরে শিমোন পিতরের ভ্রাতা আন্দ্রিয় নামে ৮ শিষ্যদের এক জন কহিল, এ স্থানে এক বালকের নি- ৯ কটে পাঁচটা যবের রুটী এবং দুই ক্ষুদ্র মৎস্য আছে; কিন্তু এত লোকের মধ্যে তাহাতে কি হইবে? পরে ১০ যীশু কহিলেন, লোকদিগকে বসাইয়া দেও। সে স্থানে অনেক ঘাস থাকাতে ন্যূনাতিরেক পাঁচ সহস্র পুরুষ ভূমিতে বসিল। তাহাতে যীশু সেই রুটী লইয়া ঈশ্ব- ১১ রের গুণানুবাদ পূর্ব্বক শিষ্যদিগকে দিলেন; তাহাতে শিষ্যেরা সেই উপবিষ্ট লোকদিগকে রুটী এবং যথেষ্ট মৎস্য দিল। অপর তাহারা তৃপ্ত হইলে তিনি শিষ্য- ১২ দিগকে কহিলেন, ইহার কিছু অপচয় যেন না হয়, এই নিমিত্তে অবশিষ্ট সকল একত্র কর। তাহাতে সকলের ১৩ ভোজনের পর তাহারা সেই পাঁচ যবের রুটীর অবশিষ্ট সকল একত্র করিয়া বারো ডালি পূর্ণ করিল। এবং ১৪ যীশুর এতদ্রূপ আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখিয়া লোকেরা বলা- বলি করিল, জগতে যাঁহার আগমন হইবে, ইনি অবশ্য

১৫ সেই ভবিষ্যদ্বক্তা। অতএব লোকেরা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া রাজা করিবে, যীশু তাহাদের এমন মনস্থ বুঝিয়া একাকী পুনশ্চ পর্ব্বতে গমন করিলেন।
১৬ অপর সায়ংকাল উপস্থিত হইলে শিষ্যেরা হ্রদের তীরে গিয়া নৌকারোহণ করিয়া হ্রদের ওপারস্থ কফ-
১৭ র্নাহূম নগরের দিগে চলিল। সে সময়ে অন্ধকার উপস্থিত হইল, কিন্তু যীশু তাহাদের নিকটে আসিয়াছি-
১৮ লেন না; এবং প্রবল বায়ু বহনেতে হ্রদে বড় তরঙ্গ
১৯ হইতে লাগিল। তাহাতে তাহারা বাহিয়া দেড় বা দুই ক্রোশ গেলে পর যীশুকে হ্রদের উপর হাঁটিয়া নৌকার
২০ নিকটে আগমন করিতে দেখিয়া ত্রাসযুক্ত হইল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এ আমি, ভয় করিও না।
২১ তখন তাহারা তাঁহাকে নৌকাতে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিল; এবং তৎক্ষণাৎ উদ্দেশ্য স্থানেতে নৌকা উপস্থিত হইল।
২২ অপর যে নৌকায় শিষ্যেরা গিয়াছিল, তদ্ভিন্ন আর কোন নৌকা সে স্থানে ছিল না, এবং যীশু শিষ্যদের সহিত যান নাই, কেবল শিষ্যেরা গিয়াছিল, ইহা ও-
২৩ পারে স্থিত লোকেরা জ্ঞাত হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রভু যে স্থানে ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিলে লোকেরা রুটী খাইয়াছিল, সেই স্থানের নিকটে তিবিরিয়াহইতে আর২
২৪ নৌকা আইল। যীশু সে স্থানে নাই, এবং শিষ্যেরাও সে স্থানে নাই, পরদিবসে ইহা দেখিয়া লোকেরা নৌকাযোগে যীশুর অন্বেষণে কফর্নাহূম নগরে গেল।
২৫ তাহাতে তাহারা হ্রদের ওপারে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলে কহিল, হে গুরো, আপনি এ স্থানে কখন্ আইলেন?
২৬ তখন যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন; আমি তোমাদিগকে অতি যথার্থ কহিতেছি, আশ্চর্য্য কর্ম্ম দর্শনের

জন্যে নয়, কিন্তু রুটী খাইয়া তৃপ্ত হইয়াছ, এই জন্যে আমার অন্বেষণ করিতেছ। ক্ষয়ণীয় ভক্ষ্যের নিমি- ২৭ ত্তে শ্রম করিও না, কিন্তু অনন্ত পরমায়ুর্দায়ি ভক্ষ্যের নিমিত্তে শ্রম কর; আর মনুষ্যপুত্র তোমাদিগকে তাদৃশ ভক্ষ্য দিবেন, উঁাহার বিষয়ে পিতা ঈশ্বর প্রমাণ দিয়াছেন। তখন তাহারা জিজ্ঞাসিল, ঈশ্বরের অভিমত ২৮ কর্ম্ম করিতে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? তাহাতে যীশু ২৯ উত্তর করিলেন, ঈশ্বর যাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাতে বিশ্বাস করা, এই ঈশ্বরের অভিমত কর্ম্ম। তখন ৩০ তাহারা কহিল, তুমি এমন কি লক্ষণ দেখাইতেছ, যে তাহা দেখিয়া তোমাতে বিশ্বাস করিব? তুমি কি কর্ম্ম করিতেছ? আমাদের পিতৃলোক প্রান্তরে মান্না খাইতে ৩১ পাইয়াছিল, যেমন লিপি আছে, "তিনি ভক্ষ্যার্থে তা- "হাদিগকে স্বর্গহইতে খাদ্য দিলেন।" তখন যীশু কহি- ৩২ লেন, আমি তোমাদিগকে অতি যথার্থ কহিতেছি, মূসা তোমাদিগকে স্বর্গীয় ভক্ষ্য দেয় নাই, কিন্তু আমার পিতা তোমাদিগকে স্বর্গের প্রকৃত ভক্ষ্য দিতেছেন। যে স্বর্গহইতে নামিয়া জগতের পরমায়ুর্দায়ক হয়, সেই ৩৩ ঈশ্বরের দত্ত ভক্ষ্য। তখন তাহারা কহিল, হে প্রভো, ৩৪ এই ভক্ষ্য আমাদিগকে নিত্য২ দিউন। যীশু কহিলেন, ৩৫ আমিই পরমায়ুর ভক্ষ্যস্বরূপ; যে জন আমার নিকটে আইসে, সে কদাচ ক্ষুধার্ত্ত হইবে না; আর যে জন আমাতে প্রত্যয় করে, সে কখনও তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না। আমাকে দেখিয়াও তোমরা বিশ্বাস কর না, ইহা আমি ৩৬ তোমাদিগকে কহিলাম। পিতা আমাকে যত লোক ৩৭ দিয়াছেন, সে সকলেই আমার নিকটে আসিবে; এবং যে কেহ আমার নিকটে আসিবে, তাহাকে আমি কোন

৩৮ ক্রমে দূর করিব না। নিজ অভিমত সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে নয়, কিন্তু প্রেরণকর্ত্তার অভিমত সিদ্ধ করিতে স্বর্গ-
৩৯ হইতে নামিয়াছি। তিনি যেহ লোক আমাকে দিয়াছেন, আমি তাহাদের এক জনকেও না হারাইয়া শেষদিনে সকলকে উঠাইব, এই আমার প্রেরণকর্ত্তা পি-
৪০ তার অভিমত। আর যে কেহ মনুষ্যপুত্রকে দেখিয়া বিশ্বাস করে, সে অনন্ত পরমায়ুর অধিকারী হইয়া শেষদিনে আমাকর্তৃক উত্থাপিত হইবে, এই আমার প্রেরণকর্ত্তার অভিমত।

৪১ তখন 'স্বর্গহইতে যে ভক্ষ্য নামিয়াছে, আমিই সেই ভক্ষ্যস্বরূপ,' যিহূদীয় লোকেরা তাঁহার এই কথাতে তাঁ-
৪২ হার বিষয়ে বচসা করিয়া বলিতে লাগিল, যূষফের পুত্র যীশু, যাহার মাতা পিতাকে জানি, এই কি সেই ব্যক্তি নহে? তবে স্বর্গহইতে নামিয়া আসিয়াছি, এ ক-
৪৩ থা কেমন করিয়া বলিতেছে? তখন যীশু তাহাদিগকে
৪৪ উত্তর করিলেন, পরস্পর বচসা করিও না। আমার প্রেরক পিতাকর্তৃক আকর্ষিত না হইলে কেহ আমার নিকটে আসিতে পারে না; কিন্তু আকর্ষিত ব্যক্তিকে
৪৫ আমি শেষদিনে উঠাইব। "তাহারা সকলে ঈশ্বরের "শিক্ষিত হইবে," ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থে এমত লিপি আছে; অতএব যে কেহ পিতাহইতে শ্রবণ করিয়া শিক্ষা
৪৬ পায়, সেই আমার কাছে আসিবে। যিনি ঈশ্বরহইতে হন, তাঁহা ব্যতিরেকে কোন মনুষ্য পিতাকে দেখে নাই,
৪৭ কেবল তিনিই পিতাকে দেখিয়াছেন। আমি তোমাদিগকে অতি যথার্থ কহিতেছি, যে ব্যক্তি আমাতে প্রত্যয়
৪৮ করে, সে অনন্ত পরমায়ুঃ পায়। আমিই পরমায়ুর
৪৯ ভক্ষ্যস্বরূপ। তোমাদের পিতৃলোকেরা প্রান্তরে মান্না

ভক্ষ্য খাইয়াও মরিয়াছে; কিন্তু এই যে ভক্ষ্য স্বর্গ- ৫০ হইতে আসিয়াছে, ইহা যদি কেহ খায়, তবে সে মরে না। যাহা স্বর্গহইতে আসিয়াছে, আমিই সেই পর- ৫১ মায়ুর্ভক্ষ্যস্বরূপ; এই ভক্ষ্য যে জন খায়, সে নিত্যজীবী হইবে; এবং আমি জগতের পরমায়ুর নিমিত্তে আপ-নার যে মাংস দিব, তাহা আমারই দত্ত ভক্ষ্য।

তাহাতে যিহূদীয়েরা পরস্পর বাদানুবাদ করিয়া ক- ৫২ হিতে লাগিল, এ ব্যক্তি ভোজনের জন্যে আপন মাংস আমাদিগকে কেমন করিয়া দিবে? তখন যীশু তাহা- ৫৩ দিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে অতি যথার্থ কহি-তেছি, মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন না করিলে এবং তাঁহার রক্ত পান না করিলে পরমায়ুর সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক নাই। যে জন আমার মাংস ভোজন করে ও ৫৪ আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত পরমায়ুঃ পায়, এবং শেষদিনে আমি তাহাকে উঠাইব। যেহেতুক ৫৫ আমার মাংস প্রকৃত খাদ্য, এবং আমার রক্ত প্রকৃত পেয়। যে ব্যক্তি আমার মাংস ভোজন করে এবং ৫৬ আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বাস করে, এবং আমিও তাহাতে বাস করি। আমার প্রেরণকর্ত্তা জীবৎ ৫৭ পিতাদ্বারা যেমন আমি জীবৎ থাকি, তাদৃশ যে কেহ আমাকে ভোজন করে, সেও আমাদ্বারা জীবৎ থা-কিবে। স্বর্গহইতে যে ভক্ষ্য আসিয়াছে, সে এই; যে ৫৮ মান্না খাইয়া তোমাদের পিতৃলোকেরা মরিয়া গিয়াছে, তাহার সদৃশ এই ভক্ষ্য নহে; এই ভক্ষ্য যে কেহ ভোজন করে, সে নিত্যজীবী হইবে। যে সময়ে কফ- ৫৯ র্নাহূম নগরে ভজনালয়ে প্রচার করিতেছিলেন, তৎকালে এই সকল উপদেশ দিলেন।

৬০ তখন এই রূপ শুনিয়া তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকে পরস্পর কহিল, এ বড় কঠিন কথা; এমন কথা কে শু-
৬১ নিতে পারে? কিন্তু যীশু শিষ্যদের এরূপ বচসা আপন মনে জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, এই কথা কি তোমাদের বি-
৬২ ঘ্নজনক হয়? যদি মনুষ্যপুত্রকে পূর্ব্ববাসস্থানে উর্দ্ধগমন
৬৩ করিতে দেখ, তবে কি হইবে? আত্মাই জীবনদায়ক, কিন্তু শরীর নিস্ফল; আমি তোমাদিগকে যে কথা কহি, সে আত্মা ও জীবনস্বরূপ; কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ২
৬৪ অবিশ্বাসী আছে। কেহ২ বিশ্বাস করে না, এবং কে বা তাঁহাকে পরহস্তগত করিবে, তাহা যীশু প্রথমাবধি
৬৫ জ্ঞাত আছেন। আরও কহিলেন, এ নিমিত্তে কহিলাম, পিতাহইতে ক্ষমতা না পাইলে কেহ আমার নিকটে আসিতে পারিবে না।

৬৬ অতএব তদবধি অনেক২ শিষ্য পরাঙ্মুখ হইয়া ফি-রিয়া গেল, ও তাঁহার সঙ্গে আর গমন করিল না।
৬৭ তখন যীশু দ্বাদশ শিষ্যকে কহিলেন, তোমরাও কি
৬৮ যাইতে ইচ্ছা কর? তাহাতে শিমোন পিতর উত্তর করিল, হে প্রভো, কাহার কাছে যাইব? তোমার যে
৬৯ কথা, সেই অনন্ত পরমায়ুর্দায়ক। আর তুমি যে অমর ঈশ্বরের অভিষিক্ত পুত্র, ইহা বিশ্বাস করিয়া নিশ্চয়
৭০ জানি। তখন যীশু কহিলেন, আমি কি তোমাদের দ্বাদশ জনকে মনোনীত করি নাই? কিন্তু তোমাদের
৭১ মধ্যেও এক জন বিঘ্নকারী আছে। এই কথা তিনি শিমোনের পুত্র ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদার উদ্দেশে কহি-লেন, কেননা দ্বাদশের মধ্যে গণিত সেই ব্যক্তি তাঁহা-কে পরহস্তগত করিবে।

৭ অধ্যায়।

১ যিরূশালমে খ্রীষ্টের গমন ১৪ ও মন্দিরে লোকদিগকে উপদেশ করণ ২৫ ও বিবাদিদিগকে উত্তর করণ ৩২ ও তাঁহার উপদেশ ৩৭ ও তাঁহার বিষয়ে লোকদের বিচার ৪৫ ও খ্রীষ্টের প্রতি মহাযাজক ও ফিরূশিদের বিপক্ষতা।

পরে যিহূদীয় লোকেরা তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা ১ করাতে যীশু যিহূদা প্রদেশে ভ্রমণ করিতে অসম্মত হইয়া গালীল প্রদেশে ভ্রমণ করিতেন। কিন্তু যিহূদীয়- ২ দের তাম্বুবাস নামে পর্ব্ব উপস্থিত হইলে তাঁহার ভ্রা- ৩ তৃগণ তাঁহাকে কহিল, যে সকল ক্রিয়া তুমি করিতেছ, তাহা যেন তোমার শিষ্যেরা দেখে, এই নিমিত্তে এখান- হইতে প্রস্থান করিয়া যিহূদা প্রদেশে যাও। যে কেহ ৪ আপনি প্রকাশিত হইতে চাহে, সে কখনো গোপনে কর্ম্ম করে না; যদি এমন কর্ম্ম কর, তবে জগতে আ- পনার পরিচয় দেও। কারণ তাঁহার ভ্রাতারাও তাঁ- ৫ হাকে বিশ্বাস করে নাই। তখন যীশু তাহাদিগকে ৬ কহিলেন, আমার সময় এখন উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু তোমাদের সময় সতত উপস্থিত আছে। জগতের লো- ৭ কেরা তোমাদিগকে ঘৃণা করিতে পারে না, কিন্তু আ- মাকেই ঘৃণা করে; যেহেতুক তাহাদের কর্ম্ম মন্দ, আমি তাহাদের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছি। তোমরা ৮ এই পর্ব্বে যাও, আমি এখন এই পর্ব্বে যাইব না, কে- ননা আমার সময় এখন সম্পূর্ণ হয় নাই। এ কথা ব- ৯ লিয়া তিনি গালীলেতে রহিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃগণ ১০ তথায় যাত্রা করিলে পর তিনিও অপ্রকাশ হইয়া গো- পনভাবে পর্ব্বেতে গেলেন। আর পর্ব্বেতে উপস্থিত ১১ যিহূদীয়েরা তাঁহার অন্বেষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

১২ তিনি কোথায়? তাহাতে লোকদের মধ্যে তাঁহার বিষয়ে নানা প্রকার বাদানুবাদ হইতে লাগিল। কেহ২ কহিল, তিনি উত্তম লোক; কেহ২ বলিল, তাহা নয়,
১৩ বরং লোকদের ভ্রান্তি জন্মাইতেছে; কিন্তু যিহূদীয়দের ভয়েতে কেহ তাঁহার পক্ষে সাহসে কহিল না।
১৪ অনন্তর পর্ব্বের মধ্যসময়ে যীশু মন্দিরে গিয়া উপ-
১৫ দেশ দিতে লাগিলেন। তাহাতে যিহূদীয় লোকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, এ মনুষ্য অধ্যয়ন না করিয়া
১৬ কি প্রকারে এমত পণ্ডিত হইয়া উঠিল? তখন যীশু উত্তর করিলেন, এই উপদেশ আমার নিজের নহে, কিন্তু
১৭ যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার। যে জন তাঁহার অভিমত কর্ম্ম করিবে, আমার উপদেশ আমাহইতে হয় কি ঈশ্বরহইতে হয়, সে জন তাহা জানিতে পারিবে।
১৮ যে জন আপনাহইতে কহে, সে আপনার সম্ভ্রম চেষ্টা করে; কিন্তু যিনি প্রেরণকর্ত্তার সম্ভ্রম চেষ্টা করেন, তিনি
১৯ সত্যবাদী ও তাঁহাতে কোন অধর্ম্ম নাই। মূসা তোমাদিগকে ব্যবস্থাগ্রন্থ কি দেয় নাই? কিন্তু তোমাদের কেহই সে ব্যবস্থা পালন করে না; আমাকে বধ করিতে
২০ কেন চেষ্টা কর? তখন লোকেরা কহিল, তুমি ভূতগ্রস্ত,
২১ তোমাকে বধ করিতে কে চেষ্টা করে? তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, আমি এক কর্ম্ম করিলাম, তাহাতে
২২ তোমরা সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছ। মূসা তোমাদিগকে ত্বক্‌ছেদের বিধি দিয়াছে; তাহা কিছু মূসাহইতে হইয়াছে এমন নয়, কিন্তু পূর্ব্বপুরুষহইতে হইয়াছে; তাহাতে বিশ্রমবারেও মনুষ্যের ত্বক্‌ছেদ করি-
২৩ তেছ। অতএব বিশ্রামবারে মনুষ্যের ত্বক্‌ছেদ করিলে যদি মূসার ব্যবস্থার লঙ্ঘন না হয়, তবে আমি যে

বিশ্রামবারে এক মনুষ্যকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিলাম, তাহার নিমিত্তে তোমরা কি আমার প্রতি ক্রোধ করিতেছ? পক্ষপাত পূর্ব্বক বিচার না করিয়া যথার্থ বিচার কর। ২৪

তখন যিরূশালম নিবাসি কএক জন কহিল, যে ব্য- ২৫ ক্তিকে বধ করিতে চেষ্টা করে, সে কি এ নয়? কিন্তু ২৬ দেখ, নির্ভয়ে কথা কহিলেও কেহ কিছু বলে না; ইনিই অভিষিক্ত ত্রাতা বটেন, অধ্যক্ষেরা কি এমন নিশ্চিত জ্ঞান করে? এ মনুষ্য কোথাহইতে আইল, তাহা আ- ২৭ মরা জানি; কিন্তু অভিষিক্ত ত্রাতা আইলে তিনি কোথাহইতে আইলেন, তাহা কেহ জানিতে পারিবে না। তখন যীশু মন্দিরের মধ্যে উপদেশ দিতে২ উচ্চৈঃস্বরে ২৮ কহিলেন, তোমরা কি আমাকে জান? এবং কোথাহইতে আইলাম, তাহাও কি জান? আমি আপনাহইতে আসি নাই; কিন্তু যিনি সত্যবাদী, তিনিই আমাকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে তোমরা জান না; আমি ২৯ তাঁহাকে জানি, আমি তাঁহার নিকটহইতে প্রেরিত হইয়া আসিয়াছি। তাহাতে যিহূদীয়েরা তাঁহাকে ধরিতে ৩০ উদ্যত হইলেও কোন কেহ তাঁহার গাত্রে হাত তুলিল না, যেহেতুক তখন তাঁহার সময় উপস্থিত হয় নাই। পরন্তু অনেক ইতর লোক তাঁহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া ৩১ কহিল, অভিষিক্ত ত্রাতা আসিয়া এই মনুষ্যের ক্রিয়াপেক্ষায় কি অধিক আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিবেন?

পরে লোকেরা তাঁহার বিষয়ে এমন বাদানুবাদ করি- ৩২ তেছে, ফিরূশিবর্গ ইহা শুনিলে তাহারা ও প্রধান যাজকেরা তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার নিমিত্তে পদাতিকগণকে পাঠাইয়া দিল। তাহাতে যীশু তাহাদিগকে কহি- ৩৩ লেন, আমি আর অল্প দিন তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া

৩৪ প্রেরণকর্ত্তার নিকটে যাইব। আমার অন্বেষণ করিবা, কিন্তু উদ্দেশ পাইবা না; আর আমি যে স্থানে থাকিব,
৩৫ সে স্থানে তোমরা যাইতে পারিবা না। তখন যিহূদীয়েরা পরস্পর বলিতে লাগিল, ইহার উদ্দেশ পাইতে পারিব না, এমন কোন্ স্থানে যাইবে? এ কি অন্যদেশীয়দের মধ্যে ছিন্নভিন্ন যিহূদীয়দের নিকটে গিয়া
৩৬ তাহাদিগকে উপদেশ দিবে? নতুবা 'আমার অন্বেষণ করিবা, কিন্তু উদ্দেশ পাইবা না; এবং আমি যে স্থানে থাকিব, সে স্থানে তোমরা যাইতে পারিবা না,' এ কেমন কথা কহিতেছে?

৩৭ পরে পর্ব্বের শেষদিবসে, অর্থাৎ প্রধান দিবসে, যীশু দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, কেহ যদি তৃষ্ণার্ত্ত
৩৮ হয়, তবে আমার কাছে আসিয়া পান করুক। যে কেহ আমাতে বিশ্বাস করে, ধর্ম্মগ্রন্থের বচনানুসারে তাহার
৩৯ অন্তরহইতে অমৃত জলের নদী নির্গত হইবে। তাঁহার বিশ্বাসকারিরা যে আত্মাকে পাইবে, এতদ্বিষয়ে তিনি এ কথা কহিলেন; এই কাল পর্য্যন্ত যীশু বিভব প্রাপ্ত না
৪০ হওয়াতে পবিত্র আত্মা দত্ত হন নাই। এ কথা শুনিয়া অনেক লোক কহিল, ইনিই নিশ্চিত সেই ভবিষ্যদ্বক্তা।
৪১ এবং কেহ২ বলিল, ইনিই অভিষিক্ত ত্রাতা বটেন; কিন্তু কেহ২ কহিল, অভিষিক্ত ত্রাতা কি গালীল প্রদেশেতে
৪২ জন্মিবেন? 'অভিষিক্ত ত্রাতা দায়ূদের বংশে ও দায়ূদের জন্মস্থান বৈৎলেহম নগরে জন্মিবেন,' ধর্ম্মগ্রন্থে কি এমন
৪৩ লিখে নাই? এই প্রকারে তাঁহার বিষয়ে লোকদের
৪৪ ভিন্নবাক্যতা হইল। আর কতক২ লোক তাঁহাকে ধরিতে বাঞ্ছা করিলেও কেহ তাঁহার গাত্রে হাত তুলিল না।

৪৫ পরে পদাতিকগণ প্রধান যাজকদের ও ফিরূশিদের

নিকটে আইলে পর তাহারা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা ক-
রিল, তাহাকে আনিলা না কেন? পদাতিকেরা উত্তর ৪৬
করিল, সে মনুষ্যের সদৃশ উপদেশ আর কেহ কখনো
দেয় নাই। তাহাতে ফিরূশিরা কহিল, তোমরাও কি ৪৭
ভ্রান্ত হইলা? অধ্যক্ষদের ও ফিরূশিদের কেহ কি তাহার ৪৮
উপরে বিশ্বাস করিল? এই ইতর লোক সকল যাহারা ৪৯
শাস্ত্র জানে না, তাহারাই শাপগ্রস্ত। তখন নীকদীমঃ ৫০
নামে তাহাদের যে জন রাত্রিকালে যীশুর নিকটে গি-
য়াছিল, সে কহিল, তাহার নিজ কথা শুনিয়া ক্রিয়া ৫১
না জানিলে আমাদের ব্যবস্থা কি কোন মনুষ্যকে
দোষী করে? তাহাতে তাহারা কহিল, তুমিও কি গা- ৫২
লীলীয় লোক? বিবেচনা করিয়া দেখ, গালীলহইতে
কোন ভবিষ্যদ্বক্তার উৎপত্তি হয় না। পরে সকলেই ৫৩
আপন২ গৃহে চলিয়া গেল, কিন্তু যীশু জৈতুন নামক
পর্ব্বতে গমন করিলেন।

৮ অধ্যায়।

১ ব্যভিচারিণীকে মুক্ত করণ ১২ ও ভাণ্ডারেতে উপদেশ দেওন ২১ ও যিহূদীয়দের সহিত বাদানুবাদ করণ ৩০ ও ইব্রাহীমের বিষয় কথন ৪৮ ও আপনাকে নির্দ্দোষ দেখাওন ও মন্দিরহইতে গমন।

পরে প্রত্যূষে যীশু পুনর্ব্বার মন্দিরে আইলেন; তা- ১
হাতে তাবৎ লোক তাঁহার নিকটে আগমন করিলে ২
তিনি বসিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।
তখন অধ্যাপকেরা এবং ফিরূশিরা ব্যভিচার কর্ম্মে ধৃত ৩
এক স্ত্রীলোককে আনিয়া সকলের মধ্যস্থানে রাখিয়া
কহিল, হে গুরো, এই স্ত্রী ব্যভিচার কর্ম্মে ধরা পড়ি- ৪
য়াছে; আর এ প্রকার লোককে প্রস্তরাঘাতে বধ ক- ৫
রিতে হয়, মূসার ব্যবস্থাগ্রন্থে এমন বিধি আছে; কিন্তু

৬ আপনি কি আজ্ঞা করেন? তাঁহার অপবাদ দিতে প-
রীক্ষা ভাবে তাহারা এই কথা জিজ্ঞাসিল; কিন্তু যীশু
হেঁট হইয়া অঙ্গুলীদ্বারা ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন।
৭ তাহাতে তাহারা পুনঃ২ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গাত্রো-
ত্থান করিয়া কহিলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নি-
৮ র্দ্দোষ, সেই প্রথমে ইহাকে প্রস্তরাঘাত করুক। পরে
তিনি পুনর্ব্বার হেঁট হইয়া ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন।
৯ এ কথা শুনিয়া মহান ও ক্ষুদ্র লোক সকলেই আপন২
মনে প্রবোধ পাইয়া একে২ বাহিরে গেল; তাহাতে
যীশু একাকী ত্যক্ত হইলেন, এবং মধ্যস্থানে দণ্ডায়মা-
১০ না ঐ স্ত্রী থাকিল। অনন্তর যীশু গাত্রোত্থান করিয়া
ঐ স্ত্রীলোক ব্যতিরেক আর কাহাকেও না দেখিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নারি, তোমার অপবাদকেরা
কোথায়? তোমার দণ্ড কি কেহই দেয় নাই? সে
১১ কহিল, কেহ না, প্রভো। তখন যীশু কহিলেন, আমিও
দিব না; যাও, আর পাপকর্ম্ম করিও না।

১২ পরে যীশু আরবার লোকদিগকে এই রূপ কহিতে
লাগিলেন, আমি জগতের জ্যোতিঃস্বরূপ; যে ব্যক্তি
আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, সে অন্ধকারে ভ্রমণ না করিয়া
১৩ জীবনরূপ দীপ্তি পাইবে। তাহাতে ফিরূশিরা কহিল,
তুমি আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিতেছ, এই জ-
১৪ ন্যে তোমার সাক্ষ্য গ্রাহ্য নহে। তখন যীশু উত্তর ক-
রিলেন, যদ্যপি আপনার বিষয়ে আমি আপনি সাক্ষ্য
দি, তত্রাপি সে সাক্ষ্য গ্রাহ্য; যেহেতুক কোথাহইতে
আসিয়াছি এবং কোথায় যাই, তাহা আমি জানি; কি-
ন্তু কোথাহইতে আসিয়াছি এবং কোথায় যাই, তাহা
১৫ তোমরা জান না। তোমরা লৌকিক বিচার করিতেছ;

আমি কাহারো বিচার করি না। কিন্তু যদি বিচার করি, ১৬
তবে আমার সে বিচার গ্রাহ্য; কেননা আমি একাকী
নহি, প্রেরণকর্ত্তা পিতা আমার সঙ্গে আছেন। আর ১৭
'দুই জনের সাক্ষির কথা গ্রাহ্য হয়,' ইহা তোমাদের
ব্যবস্থাতে লিখিত আছে। আমি আপনার বিষয়ে আ- ১৮
পনি সাক্ষ্য দিতেছি, আর আমার পিতা যিনি আমাকে
প্রেরণ করিলেন, তিনিও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে-
ছেন। তখন তাহারা জিজ্ঞাসিল, তোমার পিতা কো- ১৯
থায়? তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, তোমরা আমাকে
জান না, ও আমার পিতাকেও জান না; যদি আমাকে
জানিতা, তবে আমার পিতাকেও জানিতা। যীশু মন্দি- ২০
রে উপদেশ দিয়া ভাণ্ডারাগারে এই সকল কথা কহি-
লেন; তথাচ কেহ তাঁহাকে ধরিল না, কেননা তৎকালে
তাঁহার সময় উপস্থিত হয় নাই।

তদনন্তর যীশু পুনশ্চ কহিলেন, আমি প্রস্থান করি; ২১
তোমরা আমাকে অন্বেষণ করিবা, কিন্তু নিজ পাপে ম-
রিবা; আমি যে স্থানে যাইব, সে স্থানে তোমরা যাই-
তে পারিবা না। তখন যিহূদীয়েরা বলিল, এই ব্যক্তি ২২
কি আত্মঘাতী হইবে? কেননা আমি যে স্থানে যাইব,
সে স্থানে তোমরা যাইতে পারিবা না, এমন কথা ক-
হিতেছে। তাহাতে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা ২৩
অধঃস্থানের লোক, আমি ঊর্দ্ধস্থানের; তোমরা এ জ-
গৎসম্বন্ধীয়, আমি এই জগৎসম্বন্ধীয় নহি। এই জন্যে ২৪
কহিলাম, তোমরা নিজ পাপে মরিবা; কেননা আমি
সেই ব্যক্তি, ইহা যদি বিশ্বাস না কর, তবে নিজ পাপে
মরিবা। তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? ২৫
তাহাতে যীশু কহিলেন, যাঁহার বিষয়ে আমি প্রথমে

২৬ কহিলাম, আমি সেই ব্যক্তি। তোমাদের বিষয়ে আমাকে অনেক কথা কহিতে এবং বিচার করিতে হইবে, কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তা তিনি সত্যবাদী, তাঁহার নিকটে যা-
২৭ হা শুনিয়াছি, তাহাই জগজ্জনকে কহিতেছি। কিন্তু তিনি যে পিতার বিষয়ে এই কথা কহিলেন, ইহা তা-
২৮ হারা বুঝিল না। তাহাতে যীশু কহিলেন, যখন মনুষ্যপুত্রকে ঊর্দ্ধে উঠাইবা, তখন আমি যে সেই ব্যক্তি, আর কেবল আপনাহইতে কোন কর্ম্ম করি না, কিন্তু পিতা যেমন শিক্ষা দেন, তদনুসারে এই কথা কহি,
২৯ এই সকল তোমরা জানিতে পারিবা। আর আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতা আমাকে একাকী ত্যাগ করেন না; তিনি আমার সহিত থাকেন, কারণ আমি তাঁহার ইষ্ট ক্রিয়া সর্ব্বদা করিতেছি।

৩০ তখন তাঁহার এই সকল কথা শুনিয়া অনেকে তাঁ-
৩১ হাতে বিশ্বাস করিল। তাহাতে যে যিহূদীয়েরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিল, যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমার কথাতে যদি তোমরা আস্থা কর, তবে আমার প্রকৃত
৩২ শিষ্য হইয়া সত্যতাকে জানিবা; তাহাতে সত্যতাদ্বারা
৩৩ তোমাদের মুক্তি হইবে। তখন তাহারা উত্তর করিল, আমরা ইব্রাহীমের বংশ, কখনো কাহারো দাস হই নাই; তবে তোমাদের মুক্তি হইবে, এমন কি প্রকারে
৩৪ বল? তখন যীশু উত্তর করিলেন, আমি তোমাদিগকে অতি যথার্থ কহিতেছি, যে জন পাপকর্ম্ম করে, সে
৩৫ পাপের দাস। আর দাস নিরন্তর বাটীতে থাকে না;
৩৬ কিন্তু পুত্র নিরন্তর থাকেন। অতএব পুত্র যদি তোমা-
৩৭ দিগকে মুক্ত করেন, তবে নিতান্তই মুক্ত হইবা। তোমরা যে ইব্রাহীমের বংশ, তাহা আমি জানি; কিন্তু

আমার কথা তোমাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় না, এই হেতুক আমাকে বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ। ৩৮ আমি আপনার পিতার নিকটে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই কহিতেছি; আর তোমরাও আপনাদের পিতার নিকটে যাহা দেখিয়াছ, তাহা করিতেছ। ৩৯ তখন তাহারা উত্তর করিল, ইব্রাহীম আমাদের পিতা। তাহাতে যীশু কহিলেন, তোমরা যদি ইব্রাহীমের সন্তান হইতা, তবে ইব্রাহীমের সদৃশ আচরণ করিতা। ৪০ ঈশ্বরের প্রমুখাৎ সত্য কথা শ্রবণ করিয়া তোমাদিগকে জানাইতেছি যে আমি, আমাকেই বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ; ইব্রাহীম এমত কর্ম্ম করে নাই; ৪১ তোমরা আপনাদের পিতার কর্ম্ম করিতেছ। তখন তাহারা কহিল, আমরা বিজন্মা নহি; আমাদের একই পিতা আছেন, তিনি ঈশ্বর। ৪২ তাহাতে যীশু কহিলেন, ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হইতেন, তবে আমাকে প্রেম করিতা, কেননা আমি ঈশ্বরহইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছি; আপনাহইতে আসি নাই, তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ৪৩ তোমরা আমার ভাষা বুঝ না কেন? কারণ তোমরা আমার কথা সহিতে পার না। ৪৪ তোমরা আপনাদের পিতা শয়তানের সন্তান, এবং তোমাদের সেই পিতার অভিলাষ পূর্ণ করিতেছ; সে প্রথমাবধি নরহত্যাকারী; তাহার অন্তরে সত্যতা নাই, এই জন্যে সে সত্যতাতে থাকে না; সে যখন মিথ্যা কহে, তখন আপন স্বভাবানুসারেই কথা কহে, কেননা সে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার উৎপাদক। ৪৫ আমি সত্য কথা কহিতেছি, এই নিমিত্তে তোমরা আমাকে প্রত্যয় কর না। ৪৬ আমাতে পাপ আছে, তোমাদের মধ্যে কে এমন প্রমাণ দিতে পারে? আর যদি সত্য কথা কহি,

৪৭ তবে আমাকে কেন প্রত্যয় কর না? যে কেহ ঈশ্বরের লোক, সে ঈশ্বরের কথাতে মনোযোগ করে; তোমরা ঈশ্বরের লোক নহ, এ প্রযুক্ত তাহাতে মনোযোগ কর না।
৪৮ তখন যিহূদীয়েরা উত্তর করিল, তুমি এক জন শোমিরোণীয় ভূতগ্রস্ত, আমরা কি ইহা ভাল বলি নাই?
৪৯ তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, আমি ভূতগ্রস্ত নহি; কিন্তু আপন পিতার সম্মান করিতেছি; তাহাতে তোমরা আ-
৫০ মার অপমান করিতেছ। আমি আপনার সুখ্যাতি চেষ্টা করি না; কিন্তু চেষ্টাকারী এবং বিচারকারী আর এক
৫১ জন আছেন। আমি তোমাদিগকে অতি যথার্থ কহিতেছি, যে জন আমার কথা পালন করে, সে কদাচ
৫২ মৃত্যুর দর্শন পাইবে না। যিহূদীয়েরা বলিল, তুমি ভূতগ্রস্ত, ইহা এখন জানিলাম; ইব্রাহীম এবং ভবিষ্যদ্‌বক্তৃগণ সকলেই মরিয়াছে, কিন্তু তুমি বলিতেছ, যে ব্যক্তি আমার কথা পালন করে, সে মৃত্যুর আস্বাদন কখ-
৫৩ নো পাইবে না। তবে তুমি কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীমহইতেও বড়? তিনিও মরিয়াছেন, এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণও মরিয়াছে; তুমি আপনাকে কোন্ ব্যক্তি
৫৪ করিয়া জ্ঞান কর? যীশু উত্তর করিলেন, আমি যদি আপনার সম্মান আপনি করি, তবে আমার সে সম্মান কিছুই নয়; কিন্তু আমার পিতা, যাঁহাকে তোমরা আপনাদের ঈশ্বর করিয়া বল, তিনি আমার সম্মান
৫৫ করেন। তোমরা তাঁহাকে জান না; কিন্তু 'আমি তাঁহাকে জানি না,' এমন কথা যদি বলি, তবে তোমাদেরই তুল্য মিথ্যাবাদী হই; কিন্তু আমি তাঁহাকে
৫৬ জানি, তাঁহার আজ্ঞাও পালন করি। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম আমার সময় দেখিতে অত্যন্ত বাঞ্ছা

করিল, এবং তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইল। তখন ৫৭
যিহূদীয়েরা জিজ্ঞাসিল, তোমার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎ-
সরও নহে, তুমি কি ইব্রাহীমকে দেখিয়াছ? যীশু ৫৮
উত্তর করিলেন, তোমাদিগকে অতি যথার্থ কহিতেছি,
ইব্রাহীমের জন্মের পূর্ব্বাবধি আমি বর্ত্তমান আছি।
তখন তাহারা প্রস্তর তুলিয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে ৫৯
উদ্যত হইল; কিন্তু যীশু গোপনে মন্দিরহইতে বহির্গত
হইয়া তাহাদের মধ্য দিয়া গেলেন।

৯ অধ্যায়।

১ অন্ধ লোককে সুস্থ করণ ৮ ও তাহাতে লোকদের আশ্চর্য্য জ্ঞান
১৩ ও ফিরূশিদের কাছে অন্ধ লোককে লইয়া যাওন ১৮ ও তাহার
পিতা মাতার কথা ২৪ ও ফিরূশিদের কথা ৩৫ ও অন্ধ লোকের
দূরীকৃত হওন ও তাহার সহিত খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ করণ।

পরে যীশু যাইতে২ পথিমধ্যে এক জন্মান্ধ মনুষ্যকে ১
দেখিলেন। তাহাতে শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি- ২
ল, হে গুরো, এই ব্যক্তি আপনার, কি পিতামাতার,
কাহার পাপে অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছে? তাহাতে যীশু ৩
উত্তর করিলেন, এই ব্যক্তির কিম্বা ইহার পিতামাতার
পাপ প্রযুক্ত এমন হইয়াছে, তাহা নয়; কিন্তু ইহাদ্বারা
যেন ঈশ্বরের কর্ম্ম প্রকাশ পায়, এই নিমিত্তে হইয়া-
ছে। দিন থাকিতে আমার প্রেরণকর্ত্তার কর্ম্ম আমাকে ৪
করিতে হয়; যে সময়ে কোন কর্ম্ম করা যায় না, এ-
মন রাত্রি আসিতেছে। আমি যাবৎ জগতে আছি, ৫
তাবৎ জগতের জ্যোতিঃস্বরূপ আছি। এই কথা বলি- ৬
য়া ভূমিতে থুথু ফেলিয়া তদ্দ্বারা কর্দ্দম করিলেন; পরে
সেই কর্দ্দমদ্বারা ঐ অন্ধের চক্ষুর্দ্বয় লেপন করিয়া তা-
হাকে এই আজ্ঞা করিলেন, শীলোহ অর্থাৎ প্রেরিত ৭

নামে সরোবরে গিয়া প্রক্ষালন কর। তাহাতে সে অন্ধ গমন করিয়া তথায় প্রক্ষালন করিলে পর প্রসন্নচক্ষুঃ হইয়া ফিরিয়া আইল।

৮ অনন্তর প্রতিবাসি লোকেরা, এবং যাহারা পূর্ব্বে তাহাকে অন্ধ দেখিয়াছিল, তাহারা কহিতে লাগিল, যে অন্ধ লোক পথে বসিয়া ভিক্ষা করিত, এই জন কি ৯ সেই নহে? কেহ২ বলিল, সেই বটে; আর কেহ২ বলিল, তাহারি মত বটে; কিন্তু সে আপনি কহিল, ১০ আমি সেই বটি। অতএব তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, ১১ কি প্রকারে তোমার চক্ষুঃ প্রসন্ন হইল? তাহাতে সে কহিল, যীশু নামে এক ব্যক্তি কর্দ্দম প্রস্তুত করিয়া আমার চক্ষুর্দ্বয়েতে তাহা লেপন করিয়া এই আজ্ঞা দিলেন, শীলোহ সরোবরে গিয়া প্রক্ষালন কর; তাহাতে সে স্থানে গিয়া প্রক্ষালন করিলে আমি দৃষ্টি পাইলাম। ১২ তখন তাহারা কহিল, সে ব্যক্তি কোথায়? সে কহিল, তাহা আমি জানি না।

১৩ অপর ঐ পূর্ব্বান্ধ ব্যক্তিকে ফিরূশিদের নিকটে আনিলে পর ফিরূশিরাও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি ১৪ রূপে দৃষ্টি পাইলা? তাহাতে সে কহিল, তিনি আমার চক্ষুতে কর্দ্দম লেপন করিলেন, পরে প্রক্ষালন করিয়া ১৫ দৃষ্টি পাইলাম। কিন্তু যীশু বিশ্রামবারে কর্দ্দম করিয়া ১৬ তাহার চক্ষুঃ প্রসন্ন করিলেন, এই জন্যে কএক জন ফিরূশী বলিল, সে ব্যক্তি ঈশ্বরহইতে নয়, কেননা সে বিশ্রামবারকে মানে না; তাহাতে আর কেহ২ উত্তর করিল, পাপি ব্যক্তি কি প্রকারে এমন আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে পারে? এই রূপে তাহাদের পরস্পর ভিন্নবা-১৭ক্যতা হইল। পরে তাহারা পুনশ্চ সেই পূর্ব্বান্ধ মনু-

ষ্যকে জিজ্ঞাসা করিল, যে ব্যক্তি তোমার চক্ষুঃ প্রসন্ন করিল, তাহার বিষয়ে তুমি কি বল? সে কহিল, তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা।

সে যে জন্মান্ধ হইয়া দৃষ্টি পাইয়াছে, এ কথাতে যি- ১৮ হূদীয়েরা বিশ্বাস না করিয়া ঐ দৃষ্টিপ্রাপ্ত জনের পিতা- মাতাকে ডাকিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমা- ১৯ দের যে পুত্রকে তোমরা জন্মান্ধ বল, সে কি এই? তবে এখন কি প্রকারে দেখিতে পায়? তাহাতে তা- ২০ হার পিতামাতা তাহাদিগকে উত্তর করিল, এ আমাদের পুত্র, এবং জন্মাবধি অন্ধ, তাহাও আমরা জানি; কিন্তু ২১ এখন কি প্রকারে দৃষ্টি পাইল, তাহা আমরা জানি না, এবং কে ইহার চক্ষুঃ প্রসন্ন করিল, তাহাও জানি না; এ বয়ঃপ্রাপ্ত, ইহাকেই জিজ্ঞাসা করিলে আপনার কথা আপনি বলিবে। যিহূদীয়দের ভয়ে তাহার পিতা- ২২ মাতা এই কথা বলিল; কেননা 'কোন কেহ যদি যীশু- কে অভিষিক্ত ত্রাতারূপে স্বীকার করে, তবে তাহাকে ভজনালয়হইতে বাহির করা যাইবে,' যিহূদীয়েরা এই পরামর্শ স্থির করিয়াছিল; এই জন্যে তাহার পিতামাতা ২৩ কহিল, এ বয়ঃপ্রাপ্ত, ইহাকেই জিজ্ঞাসা কর।

তখন তাহারা পুনর্ব্বার ঐ পূর্ব্বান্ধকে ডাকিয়া কহিল, ২৪ ঈশ্বরের গুণানুবাদ কর, সে মনুষ্য যে পাপী, তাহা আমরা জানি। তখন সে উত্তর করিল, তিনি পাপী কি ২৫ না, তাহা আমি জানি না; পূর্ব্বে অন্ধ ছিলাম, এখন দেখিতে পাই, ইহামাত্র জানি। তাহারা পুনর্ব্বার জি- ২৬ জ্ঞাসিল, সে তোমার প্রতি কি করিল? কি প্রকারে চক্ষুঃ প্রসন্ন করিল? তাহাতে সে উত্তর করিল, এক ২৭ বার কহিয়াছি, তোমরা শুন নাই, তবে কি জন্যে

পুনর্ব্বার শুনিতে চাহ? তোমরাও কি তাঁহার শিষ্য
২৮ হইতে বাঞ্ছা কর? তখন তাহারা তাহাকে তিরস্কার
করিয়া কহিল, তুই তাহার শিষ্য; আমরা মূসার শিষ্য।
২৯ মূসার প্রমুখাৎ ঈশ্বর বলিলেন, ইহা জানি; কিন্তু এ
৩০ কোথাকার লোক, তাহা জানি না। সে কহিল, তি-
নি আমার চক্ষুঃ প্রসন্ন করিলেন, তথাপি তিনি কোথা-
কার লোক, তাহা তোমরা জান না, এ আশ্চর্য্য বটে।
৩১ ঈশ্বর পাপিদের কথা শুনেন না, কিন্তু যে জন তাঁহার
প্রতি ভক্তি করিয়া তাঁহার ইষ্ট ক্রিয়া করে, তাহারই
৩২ কথা শুনেন, ইহা আমরা জানি। কোন মনুষ্য জন্মা-
ন্ধকে চক্ষুঃ দিয়াছে, জগতের আরম্ভাবধি এমন কথা কে-
৩৩ হ কখনো শুনে নাই। অতএব ইনি যদি ঈশ্বরহইতে
না হইতেন, তবে এমন কোন কর্ম্ম করিতে পারিতেন
৩৪ না। তাহারা উত্তর করিল, সম্পূর্ণ পাপেতে জন্ম পাই-
য়াছিস্, তুই কি আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছিস্? পরে
তাহারা তাহাকে বাহির করিয়া দিল।

৩৫ অনন্তর যিহূদীয়েরা সে ব্যক্তিকে বহির্ভূত করিয়াছে,
যীশু এমত সংবাদ শুনিলে পর তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ঈশ্বরের পুত্রেতে
৩৬ বিশ্বাস করিতেছ? তখন সে উত্তর করিল, হে প্রভো,
৩৭ তিনি কে? আমি যেন তাঁহাতে বিশ্বাস করি। তাহাতে
যীশু কহিলেন, তাঁহাকে দেখিতেছ, তোমার সহিত যিনি
৩৮ কথোপকথন করিতেছেন, তিনিই সেই। তখন হে প্রভো,
বিশ্বাস করি, ইহা বলিয়া সে তাঁহাকে প্রণাম করিল।
৩৯ পরে যীশু কহিলেন, চক্ষুর্হীনেরা যেন চক্ষুঃ পায়, এবং
চক্ষুর্বিশিষ্টেরা যেন অন্ধ হয়, এই অভিপ্রায়ে আমি
৪০ জগতে আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া নিকটবর্ত্তি কএক জন

ফিরূশী কহিল, আমরাও কি অন্ধ? তখন যীশু কহি- ৪১
লেন, যদি অন্ধ হইতা, তবে তোমাদের পাপ থাকিত
না; কিন্তু দেখিতে পাইতেছি, এই কথা বলাতে তো-
মাদের পাপ থাকে।

১০ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের আপনাকে মেষালয়ের দ্বারস্বরূপ দেখাওন ৬ ও তাহার তাৎপর্য্য ১১ ও আপনাকে মেষপালকস্বরূপ দেখাওন ১৯ ও খ্রীষ্টের বিষয়ে যিহূদীয়দের বিবাদ ২২ ও লোকদিগকে উপদেশ করণ ৩৯ ও যর্দ্দন নদী তীরে গমন।

আমি তোমাদিগকে অতি যথার্থ কহিতেছি, যে জন ১
দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট না হইয়া আর কোন রূপে মেষা-
লয়ে প্রবেশ করে, সেই চোর এবং দস্যু। এবং যে ২
দ্বার দিয়া প্রবেশ করে সেই মেষপালক। দ্বারী তা- ৩
হাকে দ্বার খুলিয়া দেয়, এবং মেষগণও তাহার রব
শুনে; এবং সে আপনার মেষ সকলকে স্ব২ নামে ডা-
কিয়া বাহির করিয়া লইয়া যায়। আর আপনার মেষ- ৪
গণ বাহির করণ সময়ে আপনি অগ্রসর হইয়া গমন
করে; তাহাতে মেষগণ তাহার রব বুঝে, এই প্রযুক্ত
তাহার পশ্চাৎ চলে। কিন্তু পরের রব বুঝিতে না ৫
পারাতে তাহার পশ্চাদ্গামী কখনও হইবে না, বরং
তাহার নিকটহইতে পলায়ন করিবে।

যীশু তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্তকথা কহিলেন, কিন্তু ৬
তাঁহার উক্ত কথার তাৎপর্য্য তাহারা বুঝিল না। এ ৭
জন্যে যীশু পুনর্ব্বার কহিলেন, আমি তোমাদিগকে
অতি যথার্থ কহিতেছি, আমিই মেষালয়ের দ্বার।
আমা দিয়া যে সকলে আইসে নাই, তাহারা চোর ৮
ও দস্যু, আর মেষগণ তাহাদের কথা শুনে নাই।

৯ আমিই দ্বারস্বরূপ; আমাদিয়া যে কেহ প্রবেশ করে, সে রক্ষা পাইবে, এবং ভিতরে বাহিরে যাতায়াত করিয়া
১০ চরাণি পাইবে। আর যে জন চোর, সে কেবল চৌর্য্য কর্ম্ম ও বধ ও বিনাশ করিবার নিমিত্তে আইসে; কিন্তু আমি পরমায়ুঃ দিতে, ও বাহুল্যরূপে দিতে আসিয়াছি।
১১ আমিই প্রকৃত মেষপালক; যে জন প্রকৃত মেষপালক, সে মেষের নিমিত্তে আপন প্রাণ সমর্পণ করে;
১২ কিন্তু যে জন মেষপালক নয়, অর্থাৎ যাহার নিজের মেষ নহে, এমন যে বেতনগ্রাহী, সে কেন্দুয়ার আগমন দেখিয়া মেষপালকে ছাড়িয়া পলায়ন করে; তাহাতে
১৩ কেন্দুয়া ঐ পালকে ধরিয়া ছিন্নভিন্ন করে। বেতনগ্রাহী যে পলায়ন করে, তাহার কারণ এই, তাহার বেতন পাইলেই হয়; সে মেষের নিমিত্তে চিন্তা করে না।
১৪ আমিই প্রকৃত মেষপালক; পিতা আমাকে যেমন
১৫ জানেন, এবং আমি যেমন পিতাকে জানি, তেমনি নিজের মেষ সকলকেও জানি, এবং মেষ সকলও আমাকে জানে; এবং মেষের জন্যে আপন প্রাণ
১৬ সমর্পণ করি। আর এ আলয়ের মেষ ভিন্ন আমার আরও মেষ আছে; সে সকলকেও আমাকে আনিতে হইবে, এবং তাহারা আমার রব শুনিবে, তাহাতে এক
১৭ পাল ও এক পালক হইবে। আর আমি প্রাণ সমর্পণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রাণ গ্রহণ করিব, এই জন্যে
১৮ আমার পিতা আমাকে স্নেহ করেন। কেহ আমার প্রাণ হরণ করিতে পারে তাহা নয়, কিন্তু আপনাহইতে তাহা সমর্পণ করি; তাহা সমর্পণ করিতে এবং পুনর্গ্রহণ করিতেও আমার ক্ষমতা আছে; এই ভার আপন পিতাহইতে পাইয়াছি।

এই উপদেশেতে পুনশ্চ যিহূদীয়দের মধ্যে ভিন্নবা- ১৯
ক্যতা হইল; তাহাতে অনেকে কহিল, এ ব্যক্তি ভূত ২০
গ্রস্ত ও উন্মত্ত, ইহার কথা কেন শুনিতেছ? কেহ২ ২১
বলিল, ইহার ভূতগ্রস্তের মত কথা নহে; ভূত কি অ-
ন্ধের চক্ষুঃ প্রসন্ন করিতে পারে।

পরে শীতকালে যিরূশালমে মন্দির উৎসর্গ পর্ব্ব উপ- ২২
স্থিত হইলে যীশু সুলেমানের বারাণ্ডাতে গমনাগমন ২৩
করিতেছেন, এমন সময়ে যিহূদীয়েরা তাঁহাকে বেষ্টন ২৪
করিয়া কহিল, আর কত কাল আমাদের সন্দেহ রা-
খিবা? যদি অভিষিক্ত ত্রাতা হও, তাহা স্পষ্ট করিয়া
বল। তখন যীশু উত্তর করিলেন, আমি কহিয়াছি, ২৫
কিন্তু তোমরা প্রত্যয় কর না; আপন পিতার নামে
যেং ক্রিয়া করিতেছি, সেই ক্রিয়াই আমার সাক্ষিস্ব-
রূপ। কিন্তু তোমরা আমার মেষগণ নহ, এ প্রযুক্ত বি- ২৬
শ্বাস কর না। আমি পূর্ব্বে কহিয়াছি, আমার মেষগণ ২৭
আমার রব শুনে; আমি তাহাদিগকে জানি, এবং তা-
হারা আমার পশ্চাদ্গমন করে। আমি তাহাদিগকে অ- ২৮
নন্ত পরমায়ু দি; তাহারা কখনো বিনষ্টহইবে না, এবং
কেহ আমার হস্তহইতে তাহাদিগকে হরণ করিতে পা-
রিবে না। আমার পিতা যিনি তাহাদিগকে আমাকে ২৯
দিলেন, তিনি সকলহইতে বড়; কেহ আমার পিতার
হস্তহইতে তাহাদিগকে হরণ করিতে পারিবে না। আ- ৩০
মি এবং পিতা উভয়ই এক। তাহাতে যিহূদীয়েরা ৩১
পুনর্ব্বার তাঁহাকে আঘাত করিতে প্রস্তর তুলিল। যীশু ৩২
কহিলেন, পিতাহইতে অনেক২ উত্তম কর্ম্ম তোমাদের
সাক্ষাতে প্রকাশ করিয়াছি, তাহার কোন্ কর্ম্মের নি-
মিত্তে আমাকে প্রস্তরাঘাত কর? যিহূদীয়েরা উত্তর ৩৩

করিল, ভাল কর্ম্মের নিমিত্তে নহে, কিন্তু তুমি মানুষ আপনাকে ঈশ্বর করিয়া ঈশ্বরের নিন্দা করিতেছ, এই
৩৪ জন্যে তোমাকে প্রস্তরাঘাত করি। তখন যীশু উত্তর করিলেন, "আমি কহিলাম, তোমরা ঈশ্বরগণ," এই
৩৫ বচন তোমাদের শাস্ত্রে কি লিখিত নাই? অতএব যাহাদের নিকটে ঈশ্বরের কথা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে যদি ঈশ্বরগণ বলা যায়, এবং ধর্ম্মগ্রন্থের অন্য-
৩৬ থা হইতে না পারে; তবে 'আমি ঈশ্বরের পুত্র,' এমন কথা কহাতে তোমরা পিতার অভিষিক্ত ও জগতে প্রেরিত ব্যক্তিকে কি প্রকারে ঈশ্বরনিন্দক করিয়া বল?
৩৭ আপন পিতার কর্ম্ম যদি না করি, তবে আমাতে প্রত্যয়
৩৮ করিও না; কিন্তু যদি করি, তবে আমাতে প্রত্যয় না করিলেও কার্য্যেতে প্রত্যয় কর; তাহাতে পিতা যে আমাতে আছেন এবং আমি যে পিতাতে আছি, ইহা জ্ঞাত হইয়া বিশ্বাস করিবা।

৩৯ তখন তাহারা পুনর্ব্বার তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল,
৪০ কিন্তু তিনি তাহাদের হস্তহইতে উত্তীর্ণ হইয়া আর বার যর্দ্দন নদীর পারে, যে স্থানে যোহন পূর্ব্বে বাপ্তাইজ
৪১ করিয়াছিল, সেই স্থানে গিয়া বাস করিলেন। তাহাতে অনেকে তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, যোহন কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিল না, কিন্তু এ ব্যক্তির বিষয়ে যোহন
৪২ যে২ কথা কহিয়াছিল, সে সকলি সত্য। আর সে স্থানে অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল।

১১ অধ্যায়।

১ ইলিয়াসরের পীড়িত হওন ৭ ও তাহার কাছে খ্রীষ্টের গমন ১৭ ও তাহার ভগিনীদের সহিত খ্রীষ্টের কথোপকথন ও তাহার উত্থাপন করণ ৪৭ ও মহাযাজক ও ফিরূশিদের বিপক্ষতা করণ ৫৫ ও নিস্তার পর্ব্বে তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করণ।

পরে মরিয়ম্ ও তাহার ভগিনী মর্থা যে বৈথনিয়া ১
গ্রামে বাস করে, ঐ গ্রামে ইলিয়াসর্ নামে এক জন
পীড়িত ছিল। যে মরিয়ম প্রভুকে সুগন্ধি তৈল মাখা- ২
ইয়া আপন কেশ দিয়া তাঁহার চরণ মুছিয়া দিল, তা-
হার ভ্রাতা ঐ পীড়িত ইলিয়াসর। অপর হে প্রভো, ৩
দেখ, আপনি যাহাকে প্রেম করেন, সেই জন পীড়িত
আছে, তাহার ভগিনীরা তাঁহার নিকটে এই কথা ক-
হিয়া পাঠাইল। তখন যীশু এ সমাচার শুনিয়া ক- ৪
হিলেন, এ পীড়া সাংঘাতিক নয়, কিন্তু ঈশ্বরের মহি-
মার নিমিত্তে ও ঈশ্বরের পুত্রের মহিমা প্রকাশের নি-
মিত্তে হইয়াছে। যীশু যদ্যপি মর্থা ও তাহার ভগিনী ৫
এবং ইলিয়াসরকে প্রেম করিতেন, তত্রাপি ইলিয়াস- ৬
রের পীড়ার কথা শুনিয়া যে স্থানে ছিলেন, ঐ স্থা-
নেই আর দুই দিবস রহিলেন।

পরে তিনি শিষ্যদিগকে কহিলেন, আইস, আমরা ৭
পুনর্ব্বার যিহূদা প্রদেশে যাই। তাহাতে শিষ্যেরা উ- ৮
ত্তর করিল, হে গুরো, অল্প দিন হইল যিহূদীয়েরা তো-
মাকে প্রস্তরাঘাত করিতে উদ্যত হইল, তথাচ কি আ-
রবার সে স্থানে যাইবেন? যীশু উত্তর করিলেন, এক ৯
দিনে কি বারো ঘড়ী হয় না? দিবসে গমন করিলে
কেহ উছোট খায় না, কেননা সে এই জগতের দীপ্তি
পায়; কিন্তু রাত্রিতে গমন করিলে উছোট খায়, যে- ১০
হেতুক তাহাতে দীপ্তিমাত্র নাই। এই কথা কহিয়া তি- ১১
নি তাহাদিগকে কহিলেন, আমাদের বন্ধু ইলিয়াসর নি-
দ্রিত হইয়াছে, এখন তাহাকে নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ করি-
তে যাই। যীশু মৃত্যুর বিষয়ে এই কথা কহিলেন, কি- ১২
ন্তু সামান্য নিদ্রার বিষয়ে কহিলেন, ইহা বোধ করিয়া

১৩ শিষ্যেরা কহিল, হে গুরো, সে যদি নিদ্রিত হইয়া থাকে,
১৪ তবে ভালই। তখন যীশু স্পষ্টরূপে তাহাদিগকে ক-
১৫ হিলেন, ইলিয়াসর মরিয়াছে; কিন্তু তোমরা যেন প্র-
ত্যয় কর, এই জন্যে আমি সে স্থানে না থাকাতে
তোমাদের নিমিত্তে আহ্লাদিত হইলাম; তথাপি আ-
১৬ ইস, তাহার নিকটে যাই। তখন থোমা অর্থাৎ দিদুমঃ
সঙ্গি শিষ্যদিগকে কহিল, চল, আমরাও যাইয়া তাঁহার
সঙ্গে মরি।

১৭ তদনন্তর যীশু তথায় উপস্থিত হইলে পর, ইলিয়াসর
চারি দিবস হইল কবরে আছে, এই সংবাদ শুনিলেন।
১৮ আর বৈথনিয়া যিরূশালমের নিকটস্থ, কেবল এই ক্রো-
১৯ শমাত্র দূর প্রযুক্ত অনেক যিহূদীয়েরা মর্থাকে এবং
মরিয়মকে ভ্রাতৃশোক সান্ত্বনা করিতে তাহাদের নিকটে
২০ আসিয়াছিল। মর্থা যীশুর আগমন সংবাদ পাইবামাত্র
গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল, কিন্তু মরিয়ম গৃ-
২১ হেতে বসিয়া রহিল। তখন মর্থা যীশুকে কহিল, হে
প্রভো, আপনি যদি এ স্থানে থাকিতেন, তবে আ-
২২ মার ভ্রাতা মরিত না। কিন্তু এখনও ঈশ্বরের কাছে
যাহা প্রার্থনা করিবেন, ঈশ্বর তোমাকে তাহা দিবেন,
২৩ ইহা জানি। যীশু কহিলেন, তোমার ভ্রাতা উঠিবে।
২৪ মর্থা কহিল, সে শেষদিবসে উত্থান সময়ে উঠিবে, তাহা
২৫ জানি। তখন যীশু কহিলেন, আমিই উত্থানের ও জী-
বনের কর্ত্তা। যে কেহ আমাতে বিশ্বাস করে, সে মৃত
২৬ হইয়াও বাঁচিবে; এবং যে কেহ জীবিত হইয়া আমাতে
বিশ্বাস করে, সে কখনো মরিবে না; এই কথাতে কি
২৭ বিশ্বাস কর? সে কহিল, হাঁ প্রভো, যাঁহার অবতার
হওনের অপেক্ষা ছিল, আপনি ঈশ্বরের সেই অভিষিক্ত

পুত্র, এমন বিশ্বাস করিতেছি। এই কথা বলিয়া সে যা- ২৮
ইয়া আপন ভগিনী মরিয়মকে গোপনে ডাকিয়া কহিল,
গুরু উপস্থিত হইয়াছেন এবং তোমাকে ডাকিতেছেন।
এ কথা শুনিয়া সে ত্বরায় উঠিয়া তাঁহার নিকটে গেল। ২৯
যীশু গ্রামের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া যে স্থানে মর্থা ৩০
তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, সে স্থানে ছিলেন।
আর যে যিহূদীয়েরা মরিয়মের সহিত গৃহে থাকিয়া ৩১
তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছিল, তাহারা তাহাকে শীঘ্র
উঠিয়া যাইতে দেখিয়া কহিল, সে কবরস্থানে রোদন
করিতে যাইতেছে; ইহা বলিয়া তাহারা তাহার পশ্চাৎ
গমন করিল। পরে যে স্থানে যীশু ছিলেন, মরিয়ম ৩২
সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার
চরণে পড়িয়া বলিল, হে প্রভো, আপনি যদি এ স্থানে
থাকিতেন, তবে আমার ভ্রাতা মরিত না। যীশু তা- ৩৩
হাকে এবং তাহার সঙ্গি যিহূদীয়দিগকে রোদন ক-
রিতে দেখিয়া মনে ব্যাকুল ও শোকার্ত্ত হইয়া কহি- ৩৪
লেন, তাহাকে কোথায় রাখিয়াছ? তাহারা কহিল, হে
প্রভো, আসিয়া দেখুন। যীশু রোদন করিলেন। অত- ৩৫
এব যিহূদীয়েরা কহিল, দেখ, ইনি তাহাকে কেমন ৩৬
প্রেম করিতেন। এবং তাহাদের কেহ২ বলিল, যিনি ৩৭
অন্ধকে চক্ষুঃ দিয়াছেন, তিনি কি এই ব্যক্তির মৃত্যু
নিবারণ করিতে পারিতেন না? তাহাতে যীশু পুনর্ব্বার ৩৮
অন্তরে ব্যাকুল হইয়া কবরের নিকটে আইলেন; সেই
কবর একটা গহ্বর, তাহার মুখেতে এক খান প্রস্তর
ছিল। তখন যীশু কহিলেন, এই প্রস্তর সরাইয়া দেও; ৩৯
তাহাতে মৃত ব্যক্তির ভগিনী মর্থা কহিল, হে প্রভো,
এখন তাহাতে দুর্গন্ধ হইয়া থাকিবে, কেননা অদ্য চারি

৪০ দিন হইল কবরে আছে। তখন যীশু কহিলেন, যদি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ দেখিতে
৪১ পাইবা, এ কথা কি তোমাকে কহি নাই? তখন মৃত ব্যক্তির কবরহইতে প্রস্তর সরাইলে যীশু ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ, আমার নিবেদন শুনিয়াছ,
৪২ এই জন্যে তোমার ধন্যবাদ করি। আর সতত শুনিয়া থাক, তাহাও আমি জানি; কিন্তু তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইহা যেন এই স্থানে উপস্থিত লোকেরা বিশ্বাস করে, তন্নিমিত্তে এই কথা কহিলাম।
৪৩ এই কথা কহিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, হে ই-
৪৪ লিয়াসর, বাহিরে আইস! তাহাতে সে মৃত লোক কবরবস্ত্রে বদ্ধহস্তপাদ এবং গাত্রমার্জনীতে বদ্ধমুখ হইয়া বাহিরে আইল। যীশু কহিলেন, বন্ধন সকল মুক্ত ক-
৪৫ রিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দেও। তখন মরিয়মের নিকটে আসিয়াছিল যে যিহূদীয় লোকেরা, যীশুর এই কর্ম্ম
৪৬ দেখিয়া তাহাদের অনেকে বিশ্বাস করিল; কিন্তু অন্য কেহ২ ফিরূশিদের নিকটে গিয়া যীশুর এই কর্ম্মের সংবাদ দিল।

৪৭ পরে প্রধান যাজকেরা এবং ফিরূশিবর্গ মহাসভা করিয়া বলিল, আমরা কি করিতেছি? এ মনুষ্য অনেক২
৪৮ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতেছে; যদি তাহাকে থাকিতে দি, তবে তাবৎ লোকই তাহাতে বিশ্বাস করিবে; এবং রোমীয় লোকেরা আসিয়া এই ধর্ম্মধামের সহিত আমা-
৪৯ দের রাজ্য উচ্ছিন্ন করিবে। তখন তাহাদের মধ্যে কিয়ফা নামে যে ব্যক্তি সেই বৎসরে মহাযাজকের পদে নিযুক্ত ছিল, সে উত্তর করিল, তোমরা কিছুই বুঝ না;
৫০ এই জাতীয় সকলের বিনাশ অপেক্ষা বরঞ্চ সমস্ত লো-

কের নিমিত্তে এক জনের মরণ আমাদের মঙ্গল, ইহা বিবেচনাও কর না। এই কথা সে নিজ বুদ্ধিতে বলিল ৫১ তাহা নয়; কিন্তু যীশু যে ঐ দেশীয়দের নিমিত্তে মরিবেন, আর কেবল তাহাদের নিমিত্তে নয়, কিন্তু দিগ্‌ ৫২ বিদিগ্‌ ছিন্নভিন্ন ঈশ্বরের সন্তানদিগকে একত্র করিয়া এক জাতি করিবেন, তন্নিমিত্তেও মরিবেন, সেই বৎসরে মহাযাজকপদে নিযুক্ত হইয়া এই ভবিষ্যদ্বাক্য কহিল। তদ্দিনাবধি কি প্রকারে তাঁহাকে বধ করিতে পারে, ৫৩ তাহারা এই পরামর্শ করিতে লাগিল। অতএব যীশু ৫৪ যিহূদীয়দের মধ্যে প্রকাশ রূপে আর গতায়াত না করিয়া তথাহইতে প্রান্তরের নিকটবর্ত্তি প্রদেশের ইফ্রয়িম নামক নগরে গিয়া শিষ্যদের সহিত কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

পরে যিহূদীয়দের নিস্তারপর্ব্ব সন্নিকট হইলে ঐ প- ৫৫ র্ব্বের পূর্ব্বে আপনাদিগকে শুচি করিবার জন্যে অনেকে পল্লীগ্রামহইতে যিরূশালমে আইল, এবং যীশুর অন্বেষণ ৫৬ করিয়া মন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পর কহিল, তোমাদের কেমন বোধ হয়, তিনি কি এই পর্ব্বে আসিবেন না? আর তিনি কোথায় আছেন, তাহা যদি কেহ ৫৭ জানে, তবে দেখাইয়া দিউক, প্রধান যাজকেরা ও ফিরূশিবর্গ তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্তে পূর্ব্বে এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিল।

১২ অধ্যায়।

১ মরিয়মদ্বারা যীশুর চরণে তৈল মর্দ্দন ৯ ও ইলিয়াসরকে দেখিতে বহু লোকের আগমন ১২ ও যিরূশালমে খ্রীষ্টের প্রবেশ ২০ ও খ্রীষ্টের নিকটে অন্যদেশীয় লোকদের আগমন ২৭ ও খ্রীষ্টের আপন মৃত্যু ভোগের ভবিষ্যদ্বাক্য ৩৭ ও অল্প লোকের বিশ্বাস করণ ৪৪ ও খ্রীষ্টের উপদেশ কথা।

১　অপর নিস্তারপর্ব্বের ছয় দিবস থাকিতে যীশু যে মত ইলিয়াসরকে কবরহইতে উত্থান করাইয়াছিলেন, তাহার ২ বাসস্থান বৈথনিয়া গ্রামে আইলেন। সে স্থানে তাঁহার নিমিত্তে রাত্রিতে ভোজ প্রস্তুত করিলে মর্থা পরিবেষণ করিল, এবং ইলিয়াসর তাঁহার সঙ্গিদের সহিত ভোজ-৩ নাসনে উপবিষ্ট হইল। তখন মরিয়ম অর্দ্ধসের বহুমূল্য সুগন্ধি তৈল আনিয়া যীশুর চরণে মর্দ্দন করিয়া আপন কেশদ্বারা মুছিতে লাগিল; তাহাতে তৈলের সৌ-৪ রভেতে গৃহ আমোদিত হইল। তখন যীশুকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে, এমন যে শিমোনের পুত্র ঈষ্করিয়ো-৫ তীয় যিহূদা নামক শিষ্য, সে কহিল, এই তৈল কেন তিন শত সিকিতে বিক্রীত হইল না? এবং তাহার মূ-৬ ল্য দরিদ্রদিগকে কেন দেওয়া গেল না? সে যে দরিদ্র লোকদের জন্যে ভাবিত হইল তাহা নয়; কিন্তু সে নিজে চোর, আর তাহারি নিকটে টাকার থলী থাকাতে তন্মধ্যে যাহা থাকিত তাহা হরণ করিত, এই জ-৭ ন্যে এ কথা কহিল। তখন যীশু কহিলেন, উহাকে থাকিতে দেও, আমার কবর দেওনের দিনের নিমিত্তে তা-৮ হা রাখিয়াছে। দরিদ্রেরা তোমাদের নিকটে সতত থাকে, কিন্তু আমি তোমাদের নিকটে সতত থাকি না।

৯　পরে যীশু সেই স্থানে আছেন, এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া অনেক২ যিহূদীয়েরা তাঁহাকে, আর যাহাকে কবরহইতে উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই ইলিয়াসরকে ১০ দর্শন করিতে সেই স্থানে আইল। পরে প্রধান যাজকেরা সেই ইলিয়াসরকেও সংহার করিতে মন্ত্রণা ক-১১ রিল, কেননা তাহাদ্বারা অনেক যিহূদীয়েরা যাইয়া যীশুতে বিশ্বাস করিল।

অনন্তর যীশু যিরূশালম নগরে আসিতেছেন, এই সং- ১২
বাদ পাইয়া পর্ব্বে আগত অনেক লোক পরদিবসে খ- ১৩
র্জ্জূর পত্রাদি আনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে
বাহিরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিতে লাগিল,
জয়২ হউক! ইস্রায়েলের যে রাজা পরমেশ্বরের নামে
আসিতেছেন, তিনি ধন্য। তখন "হে সিয়োনের কন্যে, ১৪
"ভয় করিও না, দেখ, তোমার রাজা গর্দ্দভীর শাব-
"কারূঢ় হইয়া আসিবেন," এই শাস্ত্রীয় বচনানুসারে ১৫
যীশু এক যুব গর্দ্দভকে পাইয়া তদুপরি বসিলেন। এই ১৬
ঘটনার তাৎপর্য্য শিষ্যগণ প্রথমে বুঝিল না, কিন্তু যীশু
মহিমা প্রাপ্ত হইলে পর, এই কথা যে তাঁহার বিষয়ে
লিখিত ছিল, এবং লোকেরা তাঁহার প্রতি এই কর্ম্ম ক-
রিয়াছিল, ইহা তাহাদের স্মরণে হইল। আর তিনি ই- ১৭
লিয়াসরকে কবরহইতে আসিতে ডাকিলেন ও কবরহই-
তে উত্থান করাইলেন, যে২ লোক তাঁহার সঙ্গে ছিল,
তাহারা তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে লাগিল। এবং তিনি এ- ১৮
মন অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া (অন্য) লো-
কেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইল। তাহাতে ১৯
ফিরূশিরা পরস্পর কহিতে লাগিল, তোমাদের তাবৎ
চেষ্টা বৃথা হইতেছে, তাহা কি তোমরা বুঝ না?
দেখ, জগৎসংসার তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

অপর ভজনা করণার্থে পর্ব্বে আগত লোকদের মধ্যে ২০
কএক জন অন্যদেশীয় ছিল; তাহারা গালীলীয় বৈৎ- ২১
সৈদা নিবাসি ফিলিপের নিকটে আসিয়া কহিল, হে
মহাশয়, আমরা যীশুকে দেখিতে বাঞ্ছা করি। তাহা- ২২
তে ফিলিপ যাইয়া আন্দ্রিয়কে কহিল; পরে আন্দ্রিয়
ও ফিলিপ যীশুকে সংবাদ দিল। তখন যীশু উত্তর ২৩

করিলেন, মনুষ্যপুত্রের মহিমা প্রাপ্ত হওনের সময় উপ-
২৪ স্থিত হইল। আমি তোমাদিগকে অতি যথার্থ কহিতে-
ছি, ধান্যের এক বীজ মৃত্তিকায় পড়িয়া যদি না মরে,
তবে সে একমাত্র থাকে, কিন্তু যদি মরে, তবে বহুগুণ
২৫ ফল ধরে। যে জন আপন প্রাণকে প্রিয় জ্ঞান করে,
সে তাহা হারাইবে; কিন্তু যে জন ইহলোকে আপন
প্রাণকে অপ্রিয় জ্ঞান করে, সে অনন্ত পরমায়ুঃ পাই-
২৬ তে তাহা রক্ষা করিবে। কেহ যদি আমার সেবক হ-
ইতে বাঞ্ছা করে, তবে সে আমার পশ্চাদ্গামী হউক;
তাহাতে আমি যে স্থানে থাকি, আমার সেবকও সেই
স্থানে থাকিবে; এবং যে জন আমার সেবা করে,
আমার পিতাও তাহার সম্ভ্রম করিবেন।

২৭ সম্প্রতি আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে, অতএব 'হে
পিতঃ, এই সময়হইতে আমাকে রক্ষা কর,' আমি কি
ইহা কহিব? কিন্তু আমি এই সময়ের নিমিত্তে অবতীর্ণ
২৮ হইয়াছি। হে পিতঃ, আপন নামের মহিমা প্রকাশ
কর! তাহাতে 'আমি আপন নামের মহিমা প্রকাশ
করিয়াছি, পুনর্ব্বারও প্রকাশ করিব,' সে সময়ে এই
২৯ রূপ আকাশবাণী হইল। তাহা শুনিয়া দণ্ডায়মান লো-
কদের কেহ২ বলিল, মেঘগর্জ্জন হইল; আর কেহ২
৩০ বলিল, স্বর্গদূত ইহাঁর সহিত কথা কহিল। তখন যীশু
উত্তর করিলেন, আমার নিমিত্তে ঐ শব্দ হইল না;
৩১ তোমাদের জন্যেই হইল। এখন এ জগতের বিচার
সম্পন্ন হইতেছে, এখন এই জগৎপতি রাজ্যচ্যুত হই-
৩২ তেছে। আর ভূমিহইতে ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইলে আমি
সমস্ত মনুষ্যকেই আপনার নিকটে আকর্ষণ করিব।
৩৩ কি প্রকারে তাঁহার মৃত্যু হইবে, তাহা বঝাইবার নি-

মিত্তে তিনি এই কথা কহিলেন। তখন লোকেরা ক- ৩৪
হিল, আমরা ব্যবস্থাগ্রন্থে এই শিক্ষা পাইয়াছি, অভি-
ষিক্ত ত্রাতা সর্ব্বদা থাকেন; তবে মনুষ্যপুত্রকে উত্থা-
পিত হইতে হইবে, এমন কথা কি প্রকারে বলিতেছ?
এই মনুষ্যপুত্র কে? তখন যীশু কহিলেন, তোমাদের ৩৫
সঙ্গে আর অল্প দিন জ্যোতিঃ আছে; যেন অন্ধকার
তোমাদিগকে আচ্ছন্ন না করে, এই জন্যে যাবৎ জ্যো-
তিঃ তোমাদের সঙ্গে থাকে, তাবৎ গমন কর; যে জন
অন্ধকারে গমন করে, সে কোথায় যায় তাহা জানে
না। অতএব যে পর্য্যন্ত তোমাদের নিকটে জ্যোতিঃ ৩৬
আছে, তাবৎ কালে জ্যোতির সন্তান হইবার জন্যে
জ্যোতিতে বিশ্বাস কর। এই কথা বলিয়া যীশু প্রস্থান
করিয়া তাহাদের হইতে আপনাকে গুপ্ত করিলেন।

তিনি যদ্যপি তাহাদের সাক্ষাতে এত আশ্চর্য্য কর্ম্ম ৩৭
করিয়াছিলেন, তথাচ তাহারা তাঁহাকে প্রত্যয় করিল
না। অতএব "হে পরমেশ্বর, আমাদের সংবাদ শুনিয়া ৩৮
"কে প্রত্যয় করিল? এবং পরমেশ্বরের হস্ত কাহার
"প্রতি প্রকাশিত হইল?" যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তৃকর্তৃক এই
যে কথা উক্ত ছিল, তাহা তখন সফল হইল। আর ৩৯
তাহারা যে কারণে প্রত্যয় করিতে পারিল না, তদ্বিষয়ে
যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা আরও কহিয়াছিল; যথা "তাহারা ৪০
"চক্ষুতে দেখিয়া ও অন্তঃকরণে বুঝিয়া মন ফিরাইলে
"আমি যেন তাহাদিগকে সুস্থ না করি, এই নিমিত্তে
"তিনি তাহাদের চক্ষুঃ অন্ধ করিয়া তাহাদের বুদ্ধি
"স্থূল করিলেন।" যিশয়িয় যখন তাঁহার মহিমা দেখিয়া ৪১
তাঁহার বিষয়ে কথা কহিল, তখন এমন ভবিষ্যদ্বাক্য
প্রকাশ করিল। তথাপি অধ্যক্ষদের মধ্যে অনেকে তাঁ- ৪২

হাতে প্রত্যয় করিল; কিন্তু ফিরূশিরা পাছে তাহাদিগকে ভজনালয়হইতে দূর করিয়া দেয়, এই ভয়েতে তাহারা
৪৩ তাঁহাকে স্বীকার করিল না; কেননা ঈশ্বরের প্রশংসা অপেক্ষা তাহারা মনুষ্যের প্রশংসা ভাল বাসিত।
৪৪ তখন যীশু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, যে জন আমাতে বিশ্বাস করে, সে কেবল আমাতেই বিশ্বাস করে তাহা
৪৫ নয়, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাতেও বিশ্বাস করে; এবং যে জন আমাকে দর্শন করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তা-
৪৬ কেই দর্শন করে। আমি জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি, তাহাতে যে কেহ আমাতে
৪৭ প্রত্যয় করে, সে অন্ধকারে থাকে না। আমার কথা শুনিয়া যদি কেহ বিশ্বাস না করে, তবে আমি তা-হাকে দোষী করি না, যেহেতুক জগজ্জনের দোষ স্থির করিতে না আসিয়া তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতে আ-
৪৮ সিয়াছি। যে কেহ আমাকে অশ্রদ্ধা করিয়া আমার ক-থা অগ্রাহ্য করে, অন্যে তাহার দোষ নিশ্চয় করিবে; ফলতঃ যে কথা আমি কহিয়াছি, সে কথা শেষ দিনে
৪৯ তাহাকে দোষী করিবে। যেহেতুক আমি আপনাহইতে কিছু কহি নাই; কি২ কহিতে হয়, ও কি২ উপদেশ দিতে হয়, তাহা আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতা আমাকে
৫০ আজ্ঞা করিয়াছেন। আর তাঁহার সেই আজ্ঞা যে অনন্ত পরমায়ুর্জনক, তাহা আমি জানি; অতএব আমি যে কিছু কহি, তাহা পিতা যেমন আজ্ঞা করিয়াছেন, তেমনি কহি।

১৩ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের আপন শিষ্যদের চরণ ধৌত করণ ১২ ও তাহার তাৎপর্য্য ২১ ও যিহূদা বিশ্বাসঘাতক হইবে ইহার জ্ঞাপন ৩১ ও শিষ্যদের প্রতি খ্রীষ্টের উপদেশ ৩৬ ও পিতরের অস্বীকার জ্ঞাপন।

অপর নিস্তার পর্ব্বের পূর্ব্বে পৃথিবীহইতে পিতার কা- ১
ছে আপন গমন সময় সন্নিকট হইল, ইহা জ্ঞাত হইয়া
যীশু এই জগন্নিবাসি যে আত্মীয় লোকদিগকে প্রেম
করিয়া আসিতেছেন, তাহাদিগকে শেষ পর্য্যন্তও প্রেম
করিলেন। আর শয়তান যে তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ ২
করিবার জন্যে শিমোনের পুত্র ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদার
অন্তঃকরণে কুপ্রবৃত্তি দিয়াছে, এবং পিতা যে তাঁহার হস্তে ৩
সমস্তই সমর্পণ করিয়াছেন, এবং আপনি যে ঈশ্বরের
নিকটহইতে আসিয়াছেন এবং ঈশ্বরের নিকটে যাইবেন,
এ সকল জ্ঞাত হইয়া রাত্রিভোজন সময়ে যীশু ভোজ- ৪
নাসনহইতে উঠিয়া গাত্রবস্ত্র খুলিয়া এক খান গামছা ল-
ইয়া তদ্দ্বারা আপনার কটি বন্ধন করিলেন। পরে এক ৫
প্রক্ষালনপাত্রে জল ঢালিয়া শিষ্যদের পাদ প্রক্ষালন
করিয়া ঐ কটিবন্ধনের গাত্রমার্জনীদ্বারা মুছিতে লাগি-
লেন। তাহাতে শিমোন পিতরের নিকটে আইলে সে ৬
কহিল, হে প্রভো, আপনি কি আমার পাদ প্রক্ষালন
করিবেন? যীশু কহিলেন, আমি যাহা করিতেছি, তাহা ৭
সম্প্রতি জ্ঞান না, কিন্তু পশ্চাৎ জানিবা। তাহাতে পি- ৮
তর কহিল, আপনি কখনও আমার পাদ প্রক্ষালন ক-
রিতে পাইবেন না। যীশু উত্তর করিলেন, যদি তো-
মার প্রক্ষালন না করি, তবে আমাতে তোমার কোন
অংশ নাই। তখন শিমোন পিতর কহিল, হে প্রভো, ৯
তবে পাদ কেবল নয়, আমার হস্ত ও মস্তক পর্য্যন্ত
প্রক্ষালন করুন। তাহাতে যীশু কহিলেন, যে জন ধৌ- ১০
ত হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কৃত হওয়াতে চরণ ব্যতিরেকে
তাহার অন্য প্রক্ষালনের অপেক্ষা থাকে না। তোমরা
পরিষ্কৃত হইলা বটে, কিন্তু সকলে নহ; কেননা যে জন ১১

তাঁহাকে পরহস্তগত করিবে, তাহাকে তিনি জানিলেন; অতএব তোমরা সকলে পরিষ্কৃত নহ, এ কথা কহিলেন।
১২ এই প্রকারে যীশু তাহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আসনে বসিয়া কহিলেন, আমি তোমাদের প্রতি কি কর্ম্ম করিলাম, তাহা জান?
১৩ তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু করিয়া বলিয়া থাক;
১৪ তাহা সত্যই বল, কেননা আমি তাহাই বটি। যদি আমি প্রভু ও গুরু হইয়া তোমাদের পাদ প্রক্ষালন করিলাম, তবে তোমাদেরও পরস্পর পাদ প্রক্ষালন করণ
১৫ উচিত। আমি তোমাদের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিলাম, তোমরাও যেন তদ্রূপ কর, এই জন্যে তোমা-
১৬ দিগকে এক উদাহরণ দেখাইলাম। আমি তোমাদিগকে অতি যথার্থ কহিতেছি, কর্ত্তাহইতে দাস বড় নয়,
১৭ এবং প্রেরকহইতে প্রেরিত বড় নয়। এই কথা বুঝিয়া
১৮ যদি কর্ম্ম কর, তবে তোমরা ধন্য হইবা। তোমাদের সকলের বিষয়ে এ কথা কহিতেছি তাহা নয়; যাহারা আমার মনোনীত, তাহাদিগকে আমি জানি; কিন্তু "যে জন আমার রুটী আহার করে, সে আমার বি- "রুদ্ধে পাদমূল উঠায়," এই যে ধর্ম্মপুস্তকের বচন, তদ-
১৯ নুসারে অবশ্য ঘটিবে। আমি সেই ব্যক্তি, ইহাতে যেন তোমাদের বিশ্বাস হয়, এই জন্যে এমন ঘটনের
২০ পূর্ব্বে আমি এখন তোমাদিগকে কহিলাম। আমি তোমাদিগকে অতি যথার্থ কহিতেছি, যে জন আমার কোন প্রেরিত ব্যক্তিকে গ্রাহ্য করে, সে আমাকেই গ্রাহ্য করে; আর যে কেহ আমাকে গ্রাহ্য করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকে গ্রাহ্য করে।

এই কথা কহিয়া যীশু মনোদুঃখিত হইয়া প্রমাণ ২১
দিয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগকে অতি যথার্থ কহি-
তেছি, তোমাদের এক জন আমাকে পরহস্তগত করি-
বে। তাহাতে তিনি কাহার উদ্দেশে এ কথা কহিলেন, ২২
তদ্বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া শিষ্যেরা পরস্পর মুখাবলোকন
করিতে লাগিল। ঐ সময়ে যীশু যাহাকে ভাল বাসি- ২৩
তেন, সে এক শিষ্য তাঁহার বক্ষঃস্থলে হেলান দিতে-
ছিল। তাহাকে শিমোন পিতর সঙ্কেত করিয়া কহিল, ২৪
ইনি কাহার উদ্দেশে এ কথা কহিতেছেন, তাহা জি-
জ্ঞাসা কর। তখন সে যীশুর বক্ষঃস্থলে হেলান দিয়া ২৫
জিজ্ঞাসিল, হে প্রভো, সে কোন্ ব্যক্তি? তাহাতে যীশু ২৬
উত্তর করিলেন, এই খণ্ড রুটী ডুবাইয়া যাহাকে দিব,
সে সেই ব্যক্তি; পরে তিনি এক খণ্ড রুটী ডুবাইয়া
শিমোনের পুত্র ঈস্করিয়োতীয় যিহূদাকে দিলেন। তাহা ২৭
দিলে পর শয়তান তাহাতে আশ্রয় করিল; তখন যীশু
তাহাকে কহিলেন, তুমি যাহা করিবা, তাহা শীঘ্র কর।
কিন্তু তিনি কি ভাবে এ কথা কহিলেন, তাহা উপবিষ্ট ২৮
লোকদের কেহই বুঝিতে পারিল না; কিন্তু যিহূদার ২৯
কাছে টাকার থলী থাকাতে কেহ এই রূপ বুঝিল,
পর্ব্বের আয়োজনের নিমিত্তে কোন সামগ্রী ক্রয় ক-
রিয়া আনিতে, কিম্বা দরিদ্রদিগকে কিছু বিতরণ করিতে
কহিলেন। তখন রুটীখণ্ড লওনের পরে সে শীঘ্র বা- ৩০
হিরে গেল; তখন রাত্রি ছিল।

যিহূদা বাহিরে গেলে পর যীশু কহিলেন, এখন ম- ৩১
নুষ্যপুত্রের মহিমা প্রকাশ পাইল, এবং তাঁহাদ্বারা ঈশ্ব-
রেরও মহিমা প্রকাশ পাইল। যদি তাঁহাদ্বারা ঈশ্ব- ৩২
রের মহিমা প্রকাশ পায়, তবে ঈশ্বরও আপনাদ্বারা

তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিবেন, ও শীঘ্রই প্রকাশ করি-
৩৩ বেন। হে বৎস সকল, আমি তোমাদের সঙ্গে আর কিঞ্চিৎ কালমাত্র আছি; ইহার পরে আমার অন্বেষণ করিবা, কিন্তু 'আমি যে স্থানে যাই, সে স্থানে তোমরা যাইতে পাইবা না,' এই যে কথা যিহূদীয়দিগকে কহিয়াছিলাম, তদ্রূপ এখন তোমাদিগকেও কহিতেছি।
৩৪ তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি তোমাদিগেতে যাদৃশ প্রেম করিলাম, তোমরাও পরস্পর তাদৃশ প্রেম
৩৫ কর, তোমাদিগকে এই এক নূতন আজ্ঞা দিতেছি। তাহাতে যদি পরস্পর প্রেম কর, তবে ইহার দ্বারা তোমরা যে আমার শিষ্য, ইহা সকলেই জানিতে পারিবে।
৩৬ শিমোন পিতর জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, আপনি কোথায় যাইতেছেন? তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, আমি যে স্থানে যাইতেছি, সে স্থানে সম্প্রতি আমার পশ্চাদ্গামী হইতে পার না, কিন্তু পরে পশ্চাদ্গামী
৩৭ হইবা। তখন পিতর প্রত্যুত্তর করিল, হে প্রভো, সংপ্রতি কি জন্যে তোমার পশ্চাদ্গামী হইতে পারি না?
৩৮ তোমার নিমিত্তে প্রাণ দিব। তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, আমার জন্যে কি প্রাণ দিবা? আমি তোমাকে অতি যথার্থ কহিতেছি, কুকুড়া ডাকের পূর্ব্বে তুমি আমাকে তিন বার অস্বীকার করিবা।

১৪ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের আপন শিষ্যদিগকে প্রবোধ দেওন ৮ ও তাঁহার ও পিতার ঐক্য ১৫ ও পবিত্র আত্মাকে তাহাদের কাছে প্রেরণ করিতে প্রতিজ্ঞা করণ ২৫ ও প্রস্থানের কথা।

১ মনোদুঃখী হইও না; ঈশ্বরেতে বিশ্বাস কর, আমাতে-
২ ও বিশ্বাস কর। আমার পিতার গৃহেতে অনেক বাস-

স্থান আছে, নতুবা অগ্রে তোমাদিগকে জানাইতাম। তোমাদের জন্যে স্থান প্রস্তুত করিতে যাই; আর আমি ৩ যাইয়া তোমাদের নিমিত্তে যদি স্থান প্রস্তুত করি, তবে পুনর্ব্বার আসিয়া তোমাদিগকে আপন নিকটে লইয়া যাইব; তাহাতে আমি যে স্থানে থাকি, তোমরাও সেই স্থানে থাকিবা। আমি যে স্থানে যাইতেছি, সে ৪ স্থান তোমরা জান, তাহার পথও জান। তখন থো- ৫ মা কহিল, হে প্রভো, আপনি কোথায় যাইতেছেন, তাহা আমরা জানি না, তবে পথ কি প্রকারে জানি-তে পারি? যীশু কহিলেন, আমিই সত্যতা ও জীবন- ৬ রূপ পথ; আমাদিয়া গমন না করিলে পিতার নিকটে কেহ যাইতে পারে না। আমাকে যদি জানিতা, তবে ৭ আমার পিতাকেও জানিতা, কিন্তু এখন অবধি তাঁহা-কে জানিতেছ এবং দেখিতেছ।

তখন ফিলিপ কহিল, হে প্রভো, আমাদিগকে পিতা- ৮ কে দর্শন করাও, তাহাতে আমাদের যথেষ্ট হইবে। তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, হে ফিলিপ, তোমাদের ৯ সঙ্গে এত দিন থাকিলেও কি আমাকে চিন না? যে জন আমাকে দর্শন করিল, সে পিতাকেও দর্শন করিল; তবে আমাদিগকে পিতাকে দর্শন করাও, এ কথা কেমন করিয়া বলিতেছ? আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আ- ১০ মাতে আছেন, ইহা কি তোমার প্রত্যয় হয় না? আমি যে২ কথা তোমাদিগকে কহি, তাহা আপনাহইতে কহি না; কিন্তু পিতা যিনি আমাতে বাস করেন, তিনিই স-কল কর্ম্ম করেন। অতএব আমি যে পিতাতে আছি ও ১১ পিতা যে আমাতে আছেন, আমার এই কথাতে প্রত্যয় কর; নতুবা কর্ম্ম প্রযুক্ত প্রত্যয় কর। আমি তোমাদি- ১২

গকে অতি যথার্থ কহিতেছি, যে জন আমাতে বিশ্বাস করে, সে আমার ন্যায় কর্ম্ম করিবে, বরঞ্চ তাহাহইতেও মহৎ কর্ম্ম করিবে; যেহেতুক আমি পিতার নিকটে
১৩ যাইতেছি। তাহাতে পুত্রদ্বারাতে যেন পিতার মহিমা প্রকাশিত হয়, এই নিমিত্তে আমার নাম করিয়া যে কি-
১৪ ছু প্রার্থনা করিবা, তাহা সফল করিব। যদি আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি তাহাই সিদ্ধ করিব।
১৫ যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা পা-
১৬ লন কর। তাহাতে আমি পিতার নিকটে প্রার্থনা করিলে পিতা নিরন্তর তোমাদের সহিত থাকিতে অন্য এক সহায়কে, অর্থাৎ সত্যময় আত্মাকে তোমাদের
১৭ নিকটে প্রেরণ করিবেন। এই জগতের লোকেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা তাহারা তাঁহাকে দেখে না এবং জানে না; কিন্তু তোমরা তাঁহাকে জান, যেহেতুক তিনি তোমাদের মধ্যে বাস ক-
১৮ রেন, ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন। আমি তোমাদিগকে অনাথ করিয়া যাইব না, পুনর্ব্বার তোমাদের
১৯ নিকটে আসিব। আর কিছু দিন পরে এই জগতের লোক আমাকে আর দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাইবা; আমি স্বয়ংজীবী, এই প্রযুক্ত
২০ তোমরাও জীবিত হইবা। আর আমি পিতাতে আছি, ও তোমরা আমাতে আছ, এবং আমি তোমাদিগেতে আছি, তাহাও তৎকালে জানিতে পাইবা।
২১ যে জন আমার আজ্ঞা পাইয়া তাহা পালন করে, সেই আমাকে প্রেম করে; এবং যে জন আমাকে প্রেম করে, সেই আমার পিতার প্রিয়পাত্র হইবে; এবং আমিও তাহাকে প্রেম করিয়া তাহার নিকটে আ-

পনাকে প্রকাশ করিব। তখন ঈষ্করিয়োতীয় ভিন্ন যি- ২২
হূদা তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, আপনি জগতের লো-
কদের কাছে অপ্রকাশিত হইয়া আমাদের কাছে স-
প্রকাশ হইবেন কেন? যীশু উত্তর করিলেন, যে জন ২৩
আমাকে প্রেম করে, সে আমার আজ্ঞাও পালন করে;
তাহাতে আমার পিতাও তাহাকে প্রেম করিবেন, এবং
আমরা তাহার নিকটে আসিয়া তাহার সহিত বাস
করিব। আর যে জন আমাকে প্রেম করে না, সে ২৪
আমার কথাও পালন করে না; এবং এই যে কথা
তোমরা শুনিতে পাইতেছ, সে কেবল আমার কথা
নয়, কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তা যে পিতা তাঁহারও কথা।
এখন আমি তোমাদের নিকটে বর্ত্তমান থাকিয়া ২৫
এই সকল কথা কহিতেছি; কিন্তু ইহার পর পিতা ২৬
সহায়কে অর্থাৎ পবিত্র আত্মাকে আমার নামে প্রে-
রণ করিলে তিনি তাবৎ বিষয়ে শিক্ষা দিয়া আমার
উক্ত সমস্ত কথা তোমাদিগকে স্মরণ করাইবেন। আমি ২৭
তোমাদের স্থানে শান্তি রাখিয়া যাইতেছি, আমার
নিজের শান্তি তোমাদিগকে প্রদান করিতেছি; জগতের
লোক যেমন দান করে, আমি তদ্রূপ দান করি না;
তোমরা মনোদুঃখী ও ভীত হইও না। আমি যাইয়া ২৮
পুনর্ব্বার তোমাদের কাছে আসিব, আমার এই উক্ত
বাক্য তোমরা শুনিয়াছ; যদি আমাকে প্রেম কর,
তবে পিতার নিকটে যাই, আমার এ কথাতে তো-
মাদের আহ্লাদ জন্মিবে; কেননা আমার পিতা আমা
অপেক্ষা মহান্। আর ঐ ঘটনার সময়ে তোমাদের ২৯
বিশ্বাস যেন জন্মে, এই নিমিত্তে আমি ঐ ঘটনার
পূর্ব্বে এখন তোমাদিগকে এই সংবাদ দিলাম। ইহার ৩০

পর তোমাদের সহিত আমার আর বিস্তর আলাপ হই-
বে না; কারণ এই জগৎপতি আসিতেছে, কিন্তু আ-
৩১ মার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি পি-
তাকে প্রেম করি, এবং বিধিমতে পিতার কর্ম্ম করি;
জগতের লোক যেন ইহা জ্ঞাত হয়, এই জন্যে উঠ,
এ স্থানহইতে প্রস্থান করি।

১৫ অধ্যায়।

১ আপনাকে দ্রাক্ষালতা ও শিষ্যগণকে শাখাস্বরূপ দেখাওন ৭ ও তাহাদের অনেক ফল ফলনের আবশ্যকতা ১৭ ও তাহাদের ভাবি তাড়না ও সান্ত্বনা প্রকাশ করণ।

১ আমি প্রকৃত দ্রাক্ষালতাস্বরূপ, এবং আমার পিতা
২ উদ্যান পরিচারকস্বরূপ। আমার যে সকল শাখাতে
ফল হয় না, তাহা তিনি ছেদন করিয়া ফেলেন; এবং
ফলবতী শাখা সকলেতে যেন আরও ফল ধরে, এই
৩ জন্যে পরিষ্কার করেন। এখন আমার উক্ত কথাদ্বারা
৪ তোমরা পরিষ্কৃত হইতেছ; অতএব আমাতে থাক,
তাহাতে আমিও তোমাদিগেতে থাকিব; যেহেতুক দ্রা-
ক্ষালতাতে সংলগ্ন না থাকিলে তাহার শাখা যেমন
আপনা আপনি ফলবতী হইতে পারে না, তদ্রূপ
তোমরাও আমাতে না থাকিলে ফলবান হইতে পার
৫ না। আমি দ্রাক্ষালতাস্বরূপ, তোমরা শাখাস্বরূপ; যে
জন আমাতে থাকে, এবং যাহাতে আমি থাকি, সে
প্রচুর ফলেতে ফলবান হয়; কিন্তু আমা ভিন্ন তোমরা
৬ কিছুই করিতে পার না। যে কোন ব্যক্তি আমাতে না
থাকে, সে শাখার ন্যায় বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়; পরে
শুষ্ক হইলে লোকেরা তাহা আহরণ করিয়া অগ্নিতে নি-
ক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করে।

তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার কথা যদি ৭ তোমাদিগেতে থাকে, তবে যাহা ইচ্ছা করিয়া যাজ্ঞা করিবা, তোমাদের তাহাই সফল হইবে। আর তোমরা ৮ যদি প্রচুর ফলে ফলবান হও, এবং আমার শিষ্যরূপে পরিচিত হও, তবে তাহাদ্বারা আমার পিতার মহিমা প্রকাশ পাইবে। পিতা যেমন আমাকে প্রেম করিয়া ৯ থাকেন, আমিও তোমাদিগকে তাদৃশ প্রেম করিয়া থাকি; অতএব তোমরা নিরন্তর আমার প্রেমের পাত্র হইয়া থাক। আমি যেমন পিতার আজ্ঞা পালন ক- ১০ রিয়া তাঁহার প্রেমের পাত্র হইয়া আসিতেছি, তেমনি আমার আজ্ঞা পালন করিলে তোমরাও আমার প্রেমের পাত্র হইয়া থাকিবা। তোমাদিগেতে আমার আ- ১১ নন্দ যেন থাকে, এবং তোমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়, এই জন্যে তোমাদিগকে এই সকল কথা কহিলাম। আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, ১২ তোমরাও পরস্পর তাদৃশ প্রেম কর, এই আমার আজ্ঞা। মিত্রদের নিমিত্তে আপনার প্রাণদান পর্য্যন্ত ১৩ যে প্রেম, তদপেক্ষা আর বড় প্রেম কাহারও নাই। যে২ আজ্ঞা আমি দিতেছি, তাহাই যদি পালন কর, ১৪ তবে তোমরাই আমার মিত্রগণ। অদ্যাবধি তোমাদি- ১৫ গকে দাস বলিব না; কেননা প্রভু যাহা করেন, দাস তাহা জানে না; কিন্তু পিতার নিকটে যাহা২ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা সকলি তোমাদিগকে জ্ঞাত করিলাম, এ জন্যে তোমাদিগকে মিত্র করিয়া বলিলাম। তো- ১৬ মরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ এমন নয়, কিন্তু আমিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি; আর তোমরা গিয়া যেন ফল উৎপন্ন কর, আর সেই ফল অক্ষয়

হয়, এই জন্যে তোমাদিগকে নিযুক্ত করিলাম; তাহাতে আমার নাম করিয়া পিতার নিকটে যে কিছু যাজ্ঞা করিবা, তাহাই তিনি তোমাদিগকে দিবেন।
১৭ তোমরা যেন পরস্পর প্রেম কর, এই আশয়ে আমি
১৮ এই সকল আজ্ঞা দিলাম। জগতের লোক তোমাদিগকে ঘৃণা করিলে, তাহারা তোমাদের পূর্ব্বে আমাকেই
১৯ ঘৃণা করিয়াছে, ইহা তোমরা জ্ঞাত হও। যদি তোমরা জগতের লোক হইতা, তবে জগতের লোক তোমাদিগকে আত্মীয় বুঝিয়া ভাল বাসিত; কিন্তু তোমরা জগতের লোক নহ, আমি তোমাদিগকে এ জগতের মধ্যহইতে মনোনীত করিয়াছি, এই জন্যে জগতের লোক
২০ তোমাদিগকে ঘৃণা করে। 'প্রভুহইতে দাস বড় নয়,' আমার এই পূর্ব্বকার বাক্য স্মরণে রাখ; তাহারা যদি আমাকেই তাড়না করিয়াছে, তবে তোমাদিগকেও তাড়না করিবে; আর আমার কথা যদি পালন করিয়াছে,
২১ তবে তোমাদের কথাও পালন করিবে। কিন্তু তাহারা আমার নাম প্রযুক্ত তোমাদের প্রতি এমন ব্যবহার করিবে, কেননা তাহারা আমার প্রেরণকর্ত্তাকে জানে
২২ না। আমি তাহাদের নিকটে আসিয়া যদি উপদেশ না দিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না; কিন্তু এ-
২৩ ক্ষণে তাহাদের পাপ ঢাকিবার উপায় নাই। যে জন আমাকে ঘৃণা করে, সে আমার পিতাকেও ঘৃণা করে।
২৪ যে রূপ কর্ম্ম কেহ কখনো করে নাই, এমন কর্ম্ম যদি তাহাদের সাক্ষাতে না করিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না; কিন্তু এখন দেখিয়াও আমাকে এবং আমার
২৫ পিতাকে ঘৃণা করিল। তাহাতে "তাহারা অকারণে আ-"মাকে ঘৃণা করে," এই যে বচন তাহাদের শাস্ত্রেতে

লিখিত আছে, তাহা সফল হইল। কিন্তু পিতাহইতে নি- ২৬
র্গত যে সহায়কে, অর্থাৎ সত্যময় আত্মাকে পিতার নি-
কটহইতে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিব, তিনি আসি-
য়া আমার বিষয়ে প্রমাণ দিবেন। এবং প্রথমাবধি আ- ২৭
মার সঙ্গে আছ, এই নিমিত্তে তোমরাও প্রমাণ দিবা।

১৬ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের প্রস্থান ও সহায়ের আগমন ও জগজ্জনের প্রতি তাঁহার কর্ম্ম ব্যাখ্যা করণ, ১২ ও শিষ্যদের প্রতি তাঁহার কর্ম্ম ১৬ ও খ্রীষ্টের প্রস্থানের কথা শিষ্যদের অবোধগম্য হওন ২৫ ও ঐ কথা বোধগম্য করণ।

তোমাদের বিঘ্ন যেন না জন্মে, এই জন্যে তোমা- ১
দিগকে এই সকল বাক্য কহিলাম। লোকেরা তোমা- ২
দিগকে ভজনালয়হইতে বহির্ভূত করিবে, এবং যে সময়ে
তোমাদিগকে বধ করিয়া 'ঈশ্বরের সেবাকর্ম্ম করিলাম,'
এমন জ্ঞান করিবে, সে সময় আসিতেছে। তাহারা ৩
যে তোমাদের প্রতি এমত আচরণ করিবে, তাহার
কারণ এই, তাহারা পিতাকে ও আমাকে জানে না।
সময় উপস্থিত হইলে আমার উক্ত এই সকল কথা ৪
যেন তোমাদের স্মরণে আইসে, এই জন্যে তোমাদিগ-
কে কহিলাম; আমি তোমাদের সঙ্গে থাকাতে প্রথমে
এই কথা তোমাদিগকে কহি নাই। সম্প্রতি আপন ৫
প্রেরণকর্ত্তার নিকটে যাইতেছি; তথাপি তুমি কোথায়
যাইতেছ? এ কথা তোমাদের কেহই আমাকে জি-
জ্ঞাসা করে না। কিন্তু আমার উক্ত এই সকল ক- ৬
থাতে তোমাদের অন্তঃকরণ দুঃখে পূর্ণ হয়। তথাপি ৭
আমি যথার্থ কহিতেছি, আমার গমন তোমাদের হিত-
জনক, যেহেতুক না গেলে সহায় তোমাদের নিকটে আ-

সিবেন না; কিন্তু যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে
৮ তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। তাহাতে তিনি আসিয়া পাপ
ও পুণ্য ও দণ্ড বিষয়ে জগৎলোকদের বোধ জন্মাই-
৯ বেন। তাহারা আমাতে বিশ্বাস করে না, এই জন্যে
১০ পাপের বিষয়ে বোধ জন্মাইবেন। তোমাদের অদৃশ্য
হইয়া আমি পিতার নিকটে যাই, এই জন্যে পুণ্যের
১১ বিষয়ে বোধ জন্মাইবেন। এ জগদধিপতি দণ্ডাজ্ঞা প্রা-
প্ত হয়, এই জন্যে দণ্ডের বিষয়ে বোধ জন্মাইবেন।

১২ তোমাদিগকে কহিতে আমার আরও অনেক২ কথা
আছে; সে কথা এই ক্ষণে তোমরা সহিতে পার না।
১৩ কিন্তু সত্যময় আত্মা যখন আসিবেন, তখন তাবৎ
সত্য বিষয়ে তোমাদের বুদ্ধি প্রবেশ করাইবেন; তিনি
আপনাহইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা২ শুনি-
বেন তাহাই কহিবেন, এবং তোমাদিগকে ভাবিকথাও
১৪ জ্ঞাত করিবেন। আমার মহিমা প্রকাশ করাইবেন,
কেননা আমার বিষয়ের কথা লইয়া তোমাদিগকে
১৫ বুঝাইবেন। পিতার যাহা২ আছে, সকলি আমার; এ
জন্যে বলিলাম, তিনি আমার বিষয়ের কথা লইয়া
তোমাদিগকে বুঝাইবেন।

১৬ আর কিঞ্চিৎ কাল পরে তোমরা আমাকে দেখিতে
পাইবা না; কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরে আরবার
দেখিতে পাইবা, কেননা আমি পিতার নিকটে যাই।
১৭ তাহাতে শিষ্যদের কএক জন পরস্পর বলাবলি করিতে
লাগিল, 'কিঞ্চিৎ কাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবা
না, কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরে আরবার দেখিতে
পাইবা, কেননা আমি পিতার নিকটে যাই,' এই যে
১৮ কথা ইনি বলিতেছেন সে কি? তাহারা বলিল, 'কিঞ্চিৎ

কাল পরে,' তাঁহার এই কথার অভিপ্রায় আমরা বু-
ঝিতে পারি না। তখন যীশু তাহাদের জিজ্ঞাসা করি- ১৯
বার বাসনা জানিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, 'কিঞ্চিৎ
কাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবা না, কিন্তু তাহার
কিঞ্চিৎ কাল পরে আরবার দেখিতে পাইবা,' এই যে
কথা কহিলাম, ইহার অভিপ্রায় কি, তাহা কি তোম-
রা পরস্পর তত্ত্ব করিতেছ? আমি তোমাদিগকে অতি ২০
যথার্থ কহিতেছি, তোমরা ক্রন্দন ও বিলাপ করিবা,
কিন্তু জগতের লোক আনন্দ করিবে; তোমরা শোকা-
কুল হইবা, কিন্তু শোকের পরে তোমাদের আনন্দ
হইবে। প্রসবকাল উপস্থিত হইলে স্ত্রীলোক যেমন ২১
প্রসব বেদনাতে ব্যাকুল হয়, কিন্তু পুত্র ভূমিষ্ট হই-
বামাত্র, 'পুত্র জন্মিল,' এই আনন্দেতে তাহার সে সকল
দুঃখ মনে থাকে না; তদ্রূপ তোমরা সম্প্রতি শোকা- ২২
কুল হইতেছ, কিন্তু আরবার তোমাদের নিকটে দর্শন
দিব, তাহাতে তোমাদের অন্তঃকরণ আনন্দিত হইবে;
এবং তোমাদের সেই আনন্দ কেহ হরণ করিতে পা-
রিবে না। আর সেই দিবসে আমাকে আর কোন ২৩
কথাও জিজ্ঞাসা করিবা না; আমি তোমাদিগকে অতি
যথার্থ কহিতেছি, আমার নামে পিতার নিকটে যে
কিছু যাচ্ঞা করিবা, তাহাই তিনি দিবেন। অদ্যাবধি ২৪
আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর নাই; যাচ্ঞা কর, তবে
পাইবা; তাহাতে তোমাদের সম্পূর্ণ আনন্দ জন্মিবে।

উপমা কথাদ্বারা এই সকল বিষয় তোমাদিগকে ক- ২৫
হিলাম; কিন্তু যে সময়ে উপমাদ্বারা না কহিয়া স্পষ্ট-
রূপে পিতার বিষয় জানাইব, এমন সময় আসিতেছে।
সেই কালে আমার নামে প্রার্থনা করিবা, আর আমি ২৬

তোমাদের নিমিত্তে পিতাকে বিনতি করিব, এমন কথা
২৭ বলি না; কারণ তোমরা আমাকে প্রেম করিতেছ,
এবং আমি যে ঈশ্বরের নিকটহইতে আসিয়াছি, ইহাও
প্রত্যয় করিতেছ, এ জন্যে পিতা আপনি তোমাদিগকে
২৮ প্রেম করেন। পিতার নিকটহইতে জগতে আসিয়াছি;
এবং জগৎ ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পিতার নিকটে যাই।
২৯ তখন শিষ্যেরা বলিল, উপমাদ্বারা না কহিয়া আপনি
৩০ এখন স্পষ্ট কহিতেছেন। আপনি যে সর্ব্বজ্ঞ, আর কা-
হারও কিছু জিজ্ঞাসার অপেক্ষা করেন না, ইহা এখন
আমাদের স্থির জ্ঞান হইল; অতএব আপনি যে ঈশ্ব-
রের নিকটহইতে আসিয়াছেন, তাহাতেও আমরা বি-
৩১ শ্বাস করি। তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, এখন কি
৩২ তোমরা বিশ্বাস করিতেছ? দেখ, তোমরা সকলে ছিন্ন
ভিন্ন হইয়া আমাকে একাকী ত্যাগ করিয়া আপন২
পথে যাইবা, এমন সময় আসিতেছে, বরঞ্চ প্রায় উপ-
স্থিত হইল; তথাপি আমি একাকী নহি, কেননা পিতা
৩৩ আমার সঙ্গে আছেন। আমাতে যেন তোমাদের শান্তি
জন্মে, এ জন্যে এই সকল কথা তোমাদিগকে কহি-
লাম। এই জগতে তোমাদের ক্লেশ ঘটিবে, তথাচ
সাহস কর, যেহেতুক আমি জগৎকে জয় করিলাম।

১৭ অধ্যায়।

১ পিতার কাছে খ্রীষ্টের আপনার নিমিত্তে প্রার্থনা ৬ ও বারো শিষ্যদিগের নিমিত্তে প্রার্থনা ২০ ও তাবৎ শিষ্যদের অনন্ত সুখের নিমিত্তে প্রার্থনা।

১ পরে যীশু এই সকল কথা কহিয়া স্বর্গের প্রতি দৃ-
ষ্টিপাত করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, হে পিতঃ, সময়
উপস্থিত হইল; যেন তোমার পুত্র তোমার মহিমা প্র-

কাশ করেন, এই জন্যে তুমি আপন পুত্রের মহিমা প্রকাশ কর। এবং যে সকল লোককে তাঁহার হস্তে ২ সমর্পণ করিয়াছ, তিনি যেন তাহাদিগকে অনন্ত পরমায়ুঃ দেন, এই জন্যে তুমি প্রাণিমাত্রের উপরে তাঁহাকে কর্তৃত্বের ভার দিয়াছ। এবং অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বর যে ৩ তুমি, আর তোমার প্রেরিত যীশু খ্রীষ্ট, এই উভয়ের তত্ত্ব জানিলে অনন্ত পরমায়ুঃ হয়। আমাকে যে ক- ৪ র্ম্মের ভার দিয়াছিলা, তাহা সম্পন্ন করিয়া এই জগতে তোমার মহিমা প্রকাশ করিয়াছি। অতএব হে পি- ৫ তঃ, জগৎ অবর্ত্তমানে তোমার সহিত বাস করণ সময়ে আমার যে মহিমা ছিল, সম্প্রতি তোমার নিকটে আমাকে সেই মহিমা প্রাপ্ত কর।

আর তুমি এই জগৎহইতে যে সকল লোক আমা- ৬ কে দিয়াছ, আমি তাহাদিগকে তোমার নামের তত্ত্বজ্ঞান দিলাম; তাহারা তোমারই ছিল, ও তুমি তাহাদিগকে আমাকে দিয়াছ, এবং তাহারা তোমার উপদেশ পালন করিয়া আসিতেছে। এবং আমাকে যে ৭ কিছু দিয়াছ, সে সকলই যে তোমাহইতে হয়, তাহা এখন জানিল। আর আমাকে যে উপদেশ দিয়াছ, ৮ আমিও তাহাদিগকে সেই উপদেশ দিলাম; এবং তাহারা তাহা গ্রহণ করিল, এবং আমি যে তোমাহইতে নির্গত হইয়া তোমাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি, ইহা নিশ্চয় রূপে জানে। তাহাদেরই নিমিত্তে আমি প্রার্থনা ৯ করিতেছি, জগতের লোকদের নিমিত্তে প্রার্থনা করি না; কিন্তু যে সকলকে আমাকে দিয়াছ, তাহাদের জন্যেই প্রার্থনা করিতেছি, কেননা তাহারা তোমারই আছে। এবং যে সকল আমার সে সকল তোমার, ১০

এবং যে তোমার সে আমার; এবং তাহাদের দ্বারা
১১ আমার মহিমা প্রকাশ পায়। সম্প্রতি এই জগতে
আমার অবস্থিতির শেষ হইল, আমি তোমার নিকটে
যাই, কিন্তু তাহারা জগতে থাকিবে; হে পবিত্র পি-
তঃ, আমরা যেমন এক আছি, তদ্রূপ তাহারাও যেন
এক হয়, এই জন্যে যে সকল আমাকে দিয়াছ, তা-
১২ হাদিগকে আপন নামদ্বারাতে রক্ষা কর। যত দিন
আমি এই জগতে তাহাদের সঙ্গে আছি, তত দিন তা-
হাদিগকে তোমার নামে রক্ষা করিলাম; যে সকল
আমাকে দিয়াছ, সে সকলকে রক্ষা করিলাম; তা-
হাদের মধ্যে কেবল এক জন অর্থাৎ বিনাশের পাত্র
হারাণ গেল, তাহাতে ধর্ম্মপুস্তকের বচন প্রত্যক্ষ হয়।
১৩ কিন্তু এক্ষণে তোমার নিকটে যাই, আর আমাতে
যেন তাহাদের অন্তরে সম্পূর্ণ আনন্দ হয়, এই জন্যে
১৪ জগতে থাকিতে২ এই সকল কথা কহিতেছি। তোমা-
র উপদেশ তাহাদিগকে দিয়াছি; আর জগতের সঙ্গে
যেমন আমার সম্পর্ক নাই, তেমনি জগতের সঙ্গে তা-
হাদেরও সম্পর্ক না হওয়াতে জগতের লোক তাহাদি-
১৫ গকে ঘৃণা করে। তুমি জগৎহইতে তাহাদিগকে লও,
এমন প্রার্থনা করি না, কিন্তু মন্দহইতে রক্ষা কর, এই
১৬ প্রার্থনা করি। আমি যেমন জগৎসম্বন্ধীয় নহি, তদ্রূপ
১৭ তাহারাও জগৎসম্বন্ধীয় নহে। তোমার সত্য কথাদ্বা-
রা তাহাদিগকে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্য।
১৮ তুমি যেমন আমাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছ, তদ্রূপ
১৯ আমিও তাহাদিগকে জগতে প্রেরণ করিলাম। আর
তাহারা যেন সত্যতাদ্বারা পবিত্র হয়, এই জন্যে তাহা-
দের হিতার্থে আমি আপনাকে পবিত্র করি।

আর কেবল তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতেছি ২০ এমত নয়, কিন্তু তাহাদের উপদেশদ্বারা যাহারা আমার প্রতি বিশ্বাস করিবে, তাহাদের নিমিত্তেও প্রার্থনা করিতেছি। হে পিতঃ, সকলে যেন এক হয়, তুমি যে- ২১ মন আমাতে এবং আমি যেমন তোমাতে, তদ্রূপ তাহারাও যেন আমাদিগেতে এক হয়; তাহাতে তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইহা জগতের লোক প্রত্যয় করিবে। আর আমরা যেমন এক, তাহারাও ২২ যেন তেমনি এক হয়, আমি তাহাদিগেতে ও তুমি আমাতে, এই রূপে তাহাদের যেন সম্পূর্ণ ঐক্য হয়; আর তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, এবং তুমি ২৩ যেমন আমাকে প্রেম করিয়াছ, তেমন তাহাদিগকেও প্রেম করিয়াছ, ইহা যেন জগতের লোক জানিতে পায়, এই জন্যে তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়াছ, সেই মহিমা আমিও তাহাদিগকে দিলাম। হে পিতঃ, ২৪ জগৎপত্তনের পূর্ব্বে আমাকে স্নেহ করিয়া যে মহিমা দিয়াছ, আমার সেই মহিমা যেন তাহারা দেখিতে পায়, এই জন্যে যে সকল লোক আমাকে দিয়াছ, আমি যে স্থানে থাকি, তাহারাও যেন আমার সহিত সেই স্থানে থাকে, এই আমার বাঞ্ছা। হে যাথার্থিক ২৫ পিতঃ, জগতের লোক তোমাকে না জানিলেও আমি তোমাকে জানি, এবং তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইহা তাহারা জানে। এবং আমি যেন তাহা- ২৬ দিগেতে থাকি, এবং তুমি আমাকে যে প্রেমে প্রেম করিয়াছ, সে যেন তাহাদিগেতে থাকে, এই জন্যে আমি তোমার নাম তাহাদিগকে জানাইয়াছি, আরও জানাইব।

১৮ অধ্যায়।

১ যীশুর পরহস্তগত হওন ১২ ও মহাযাজকের কাছে তাহাকে লইয়া যাওন ১৫ ও তাঁহার পশ্চাৎ পিতর ও যোহনের গমন ১৯ ও তাঁহার বিচারিত হওন ২৪ ও তাঁহার বিষয়ে পিতরের অস্বীকার করণ ২৮ ও তাঁহাকে পীলাতের নিকটে লইয়া যাওন ৩৩ ও পীলাতের দ্বারা তাঁহার বিচারিত হওন।

১ ঐ সমস্ত কথা কহিয়া যীশু শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া কিদ্রোণ্ নামক স্রোতের পারে গমন করিলেন; সে স্থানে যে এক উদ্যান ছিল, তিনি শিষ্যদের সহিত তাহার ২ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু পরহস্তগতকারি যিহূদা ঐ স্থান চিনিত, কারণ যীশু শিষ্যগণের সহিত অনেক ৩ বার ঐ স্থানে যাতায়াত করিতেন। তৎকালে ঐ যিহূদা এক দল সৈন্যকে ও যাজকদের ও ফিরূশিদের নিকট-হইতে পদাতিকগণকে সঙ্গে লইয়া ডামস ও প্রদীপ ও ৪ অস্ত্রের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইল। আপনার প্রতি যে সকল ঘটিবে, তাহা জ্ঞাত হইয়া যীশু অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, কাহার অন্বেষণ ৫ কর? তাহারা উত্তর করিল, নাসরতীয় যীশুর; তাহাতে যীশু কহিলেন, আমিই সে; তাহাদের সহিত ঐ পর-৬ হস্তগতকারি যিহূদাও দাঁড়াইতেছিল। তখন 'আমিই সে,' তাঁহার এই কথা শুনিবামাত্র তাহারা পিছাইয়া ৭ ভূমিতে পড়িল। পরে যীশু আরবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার অন্বেষণ কর? তাহাতে তাহারা বলিল, নাসর-৮ তীয় যীশুর। তখন যীশু উত্তর করিলেন, আমিই সে, এ কথা কহিলাম; যদি আমার অন্বেষণ কর, তবে ৯ ইহাদিগকে যাইতে দেও। এমন হইলে, 'আমাকে যে সকল লোক দিয়াছ, তাহাদের কাহাকেও হারাই নাই,'

এই যে কথা তিনি আপনি কহিয়াছিলেন, সে কথা সফল হইল। ১০ তখন শিমোন পিতরের নিকটে খড়্গ থাকাতে সে খাপ খুলিয়া মহাযাজকের মল্‌ক নামক দাসকে আঘাত করিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিল। ১১ তাহাতে যীশু পিতরকে কহিলেন, খড়্গ কোষেতে রাখ; আমার পিতা আমাকে পান করিতে যে পাত্র দিলেন, আমি কি তাহাতে পান করিব না?

১২ তখন সৈন্য ও সেনাপতি ও যিহূদীয়দের পদাতিকগণ যীশুকে ধরিয়া বন্ধন করিয়া, ১৩ সেই বৎসরে মহাযাজকের পদে নিযুক্ত যে কিয়ফা, তাহার হানন্ নামক শ্বশুরের নিকটে তাঁহাকে প্রথমে লইয়া গেল। ১৪ 'লোকসাধারণের মঙ্গলের নিমিত্তে এক জনের মরণ উপযুক্ত,' যে জন যিহূদীয়দিগকে এই পরামর্শ দিয়াছিল, সে এই কিয়ফা।

১৫ তখন শিমোন পিতর এবং অন্য এক জন শিষ্য যীশুর পশ্চাৎ গেল; তাহাতে সেই অন্য শিষ্য মহাযাজকের নিকটে পরিচিত থাকাতে যীশুর সহিত মহাযাজকের (অট্টালিকার) প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। ১৬ কিন্তু পিতর দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিল; অতএব সেই মহাযাজকের পরিচিত শিষ্য পুনর্ব্বার বাহিরে যাইয়া দ্বাররক্ষিকাকে কহিয়া পিতরকে ভিতরে আনিল। ১৭ সেই দ্বাররক্ষিকা পিতরকে কহিল, তুমি না ঐ মনুষ্যের এক শিষ্য? তাহাতে সে কহিল, আমি নহি। ১৮ পরে যে স্থানে দাসগণ এবং পদাতিকেরা শীত প্রযুক্ত অঙ্গারের অগ্নি প্রস্তুত করিয়া দাঁড়াইয়া তাপ লইতেছিল, সেই স্থানে পিতর তাহাদের সহিত দাঁড়াইয়া অগ্নির তাপ লইতে লাগিল।

১৯ তখন মহাযাজক যীশুকে তাঁহার শিষ্যগণের ও উপ-
২০ দেশের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে যীশু উত্তর করিলেন,
লোকসাধারণের সাক্ষাতেই কথা কহিয়াছি; গোপনে
কোন কথাই না কহিয়া যে স্থানে যিহূদীয়েরা অন-
বরত গতায়াত করে, এমন মন্দিরে ও ভজনালয়ে শি-
২১ ক্ষা দিয়াছি; অতএব আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর?'
যাহারা আমার উক্ত উপদেশ শুনিয়াছে, বরঞ্চ তাহা-
দিগকে জিজ্ঞাসা কর; কি২ বলিয়াছি, তাহা তাহারা
২২ জানে। তখন এই রূপ উত্তর করাতে নিকটস্থ এক
পদাতিক যীশুকে চপেটাঘাত করিয়া কহিল, মহাযাজ-
২৩ কের প্রতি এমন উত্তর করিলা? তাহাতে যীশু উত্তর
করিলেন, যদি মন্দ বলিয়া থাকি, তবে সেই মন্দের
বিষয়ে প্রমাণ দেও; কিন্তু যদি প্রকৃত কহিয়া থাকি,
তবে কি জন্যে আমাকে মার?

২৪ পরে হানন তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক কিয়ফা মহাযাজকে-
২৫ র নিকটে পাঠাইয়া দিলে শিমোন পিতর দাঁড়াইয়া
অগ্নির তাপ লইতেছে, এমন সময়ে কএক জন তাহা-
কে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি না ঐ ব্যক্তির এক শিষ্য?
২৬ তাহাতে সে অস্বীকার করিয়া কহিল, আমি নহি। ত-
খন পিতর মহাযাজকের যে দাসের কর্ণ ছেদন করিয়া-
ছিল, তাহার এক কুটুম্ব উত্তর করিল, উদ্যানে তাহার
২৭ সঙ্গে থাকিতে কি তোমাকে দেখি নাই? কিন্তু পিতর
আর বার অস্বীকার করিল, এবং তৎক্ষণাৎ কুকুড়া
ডাকিয়া উঠিল।

২৮ পরে প্রত্যূষে তাহারা কিয়ফার বাটীহইতে অধিপ-
তির গৃহে যীশুকে লইয়া গেল, কিন্তু অশুচি হইলে
নিস্তার পর্ব্বে ভোজন করা না হয়, এই ভয়ে যি-

হূদীয়েরা সেই গৃহে প্রবেশ করিল না। অপর পীলাত ২৯ বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, এই মনুষ্যের কি২ অপবাদ করিতেছ? তখন তাহারা উত্তর ৩০ করিল, দুষ্কর্ম্মকারী না হইলে আপনকার নিকটে ইহাকে সমর্পণ করিতাম না। তাহাতে পীলাত বলিল, তো- ৩১ মরা ইহাকে লইয়া গিয়া আপনাদের ব্যবস্থামতে বিচার কর। তখন যিহূদীয়েরা উত্তর করিল, কোন মনু- ৩২ ষ্যের প্রাণদণ্ড করিতে আমাদের অধিকার নাই। এমন হইলে যীশু আপনার মৃত্যু বিষয়ে যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল।

তদনন্তর পীলাত পুনর্ব্বার সেই রাজগৃহে গিয়া যী- ৩৩ শুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি যিহূদীয়দের রাজা? যীশু উত্তর করিলেন, তুমি আপনাহইতে এ ৩৪ কথা বল, কি অন্য কেহ আমার বিষয়ে তোমাকে বলিয়াছে? পীলাত বলিল, আমি কি যিহূদীয় লোক? ৩৫ তোমার স্বদেশীয়েরা, বিশেষতঃ প্রধান যাজকেরা আমার নিকটে তোমাকে সমর্পণ করিয়াছে; তুমি কি করিলা? যীশু উত্তর করিলেন, আমার রাজ্য এই জ- ৩৬ গৎসম্বন্ধীয় নহে; যদি আমার রাজ্য জগৎসম্বন্ধীয় হইত, তবে যিহূদীয়দের হস্তগত যেন না হই, ইহার নিমিত্তে আমার সেবকেরা প্রাণপণ করিত; কিন্তু আমার রাজ্য ঐহিকের রাজ্য নয়। তখন পীলাত কহিল, ৩৭ তবে কি তুমি রাজা বট? যীশু উত্তর দিলেন, তুমি সত্য কহিতেছ, আমি রাজা বটি; সত্যধর্ম্মের বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি; তাহাতে সত্যধর্ম্ম পক্ষপাতি সকলে আমার কথা শুনে। তখন 'সত্যধর্ম্ম কি?' এ কথা জি- ৩৮

জ্ঞাসা করিয়া পীলাত পুনর্ব্বার বাহিরে গিয়া যিহূদীয়-
দিগকে কহিল, আমি এ ব্যক্তির কোন দোষ পাই না।
৩৯ আর নিস্তার পর্ব্ব সময়ে এক বন্দিকে মুক্ত করিয়া
দিতে হয়, এমন তোমাদের এক রীতি আছে; অত-
এব তোমাদের নিকটে যিহূদীয়দের রাজাকে কি মুক্ত
৪০ করিয়া দিব? তোমাদের ইচ্ছা কি? তখন তাহারা
সকলেই উচ্চৈঃস্বরে কহিল, এই মনুষ্যকে নয়, কিন্তু
বরব্বাকে। ঐ বরব্বা দস্যু ছিল।

১৯ অধ্যায়।

১ পীলাতকর্তৃক যীশুকে নির্দোষ প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাকে কোড়া প্র-
হার ও তাঁহার মস্তকে কণ্টকের মুকুট দেওন ৮ ও যীশুকে মুক্ত করণে
পীলাতের চেষ্টা ১৩ ও যিহূদীয়দের তুষ্টির নিমিত্তে তাঁহাকে ক্রুশে
দিতে আজ্ঞা দেওন ১৭ ও তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করণ ২৩ ও তাঁহার
বস্ত্রের বিভাগ ২৫ ও আপন মাতার প্রতি তাঁহার কথা ২৮ ও
তাঁহার মৃত্যু ৩১ ও তাঁহার পার্শ্বে বড়শা মারণ ৩৮ ও তাঁহাকে
কবর দেওন।

১ পীলাত যীশুকে লইয়া কোড়া প্রহার করাইল; পরে
২ সেনাগণ কণ্টকনির্ম্মিত মুকুট তাঁহার মস্তকে দিয়া, কৃষ্ণ-
৩ লোহিতবর্ণ রাজপরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া, হে যিহূদী-
য়দের রাজন্ নমস্কার! ইহা বলিয়া তাঁহাকে চপেটা-
৪ ঘাত করিতে লাগিল। তখন পীলাত পুনর্ব্বার বাহিরে
যাইয়া লোকদিগকে কহিল, ইহার কোন দোষ পাই
না; দেখ, তাহা তোমাদিগকে জানাইবার নিমিত্তে
৫ তোমাদের নিকটে ইহাকে বাহিরে আনিয়া দি। পরে
যীশু সেই কণ্টক মুকুট ও কৃষ্ণলোহিতবর্ণ বস্ত্র বিশিষ্ট
হইয়া বাহিরে আইলে পর পীলাত কহিল, দেখ, এই
৬ মনুষ্য। তখন প্রধান যাজকেরা ও পদাতিকগণ তাঁ-
হাকে দেখিয়া, ইহাকে ক্রুশে বিদ্ধ কর, ক্রুশে বিদ্ধ

কর, বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। তাহাতে পীলাত কহিল, তোমরা আপনারা ইহাকে লইয়া ক্রুশে বিদ্ধ কর; আমি ইহার কোন দোষ পাই না। যিহূদীয়েরা উত্তর ৭ করিল, আমাদের যে ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে ইহার প্রাণদণ্ড করা উচিত, যেহেতুক এ ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র করিয়া বলিয়াছে।

পীলাত এ কথা শুনিয়া আরও ত্রাসযুক্ত হইয়া পুন- ৮ র্ব্বার রাজগৃহে প্রবেশ করিয়া যীশুকে জিজ্ঞাসা করি- ৯ ল, তুমি কোথাকার লোক? কিন্তু যীশু তাহার কোন উত্তর করিলেন না। তাহাতে পীলাত কহিল, আমার ১০ সহিত কি তুমি কথা কহিবা না? তোমাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিতে আমার ক্ষমতা আছে, এবং তোমাকে মুক্ত করিতেও আমার ক্ষমতা আছে, তাহা কি তুমি জান না? তখন যীশু উত্তর করিলেন, ঈশ্বর না দিলে আ- ১১ মার বিরুদ্ধে তোমার কোন কর্ত্তৃত্ব হইতে পারিত না; তথাপি যে ব্যক্তি তোমার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিল, তাহারই অধিক পাতক জন্মিল। তদবধি পীলাত ১২ তাঁহাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু যিহূদীয়েরা চেঁচাইয়া বলিল, যদি এই মনুষ্যকে ছাড়িয়া দেও, তবে তুমি কৈসরের মিত্র নহ; যে জন আপনাকে রাজা করিয়া বলে, সেই কৈসরের বিরুদ্ধে কথা কহে।

এ কথা শুনিয়া পীলাত যীশুকে বাহিরে আনাইয়া ১৩ নিস্তার পর্ব্বের আয়োজন দিবসের দুই প্রহরের পূর্ব্বসময়ে প্রস্তরবান্ধা নামক স্থানেতে, অর্থাৎ ইব্রীয় ভাষাতে যাহাকে গব্বথা বলা যায়, এমন স্থানেতে বিচারাসনে বসিল। পরে পীলাত যিহূদীয়দিগকে বলিল, ১৪ তোমাদের রাজাকে দেখ। কিন্তু ইহাকে দূর কর, ১৫

দূর কর, ইহাকে ক্রুশে বিদ্ধ কর, এ কথা বলিয়া তাহারা চেঁচাইতে লাগিল। তখন পীলাত কহিল, তোমাদের রাজাকে কি ক্রুশে বিদ্ধ করিব? প্রধান যাজকেরা উত্তর করিল, কৈসর ব্যতিরেকে আমাদের আর
১৬ কোন রাজা নাই। তাহাতে পীলাত যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিতে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলে পর তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল।

১৭ পরে যীশু ক্রুশ বহন করিয়া মাথাখুলী, অর্থাৎ যা-
১৮ হাকে ইব্রীয় ভাষাতে গুল্‌গল্‌তা বলে, ঐ স্থানেতে উপস্থিত হইলে পর, তাহারা মধ্যস্থানে তাঁহাকে, এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে আর দুই জনকে ক্রুশেতে বিদ্ধ
১৯ করিল। এবং 'এ যিহূদীয়দের রাজা নাসরতীয় যীশু,' এই বিজ্ঞাপন পত্র লিখিয়া পীলাত ঐ ক্রুশের উপরি-
২০ ভাগে লাগাইয়া দিল। ঐ লিপি ইব্রীয় ও যূনানীয় ও রোমীয় ভাষাতে লিখিত; এবং যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করণের স্থান নগরের নিকট, এই প্রযুক্ত অনেক২ যি-
২১ হূদীয়েরা তাহা পাঠ করিতে লাগিল। যিহূদীয়দের প্রধান যাজকেরা পীলাতকে এই নিবেদন করিল, 'এ যিহূদীয়দের রাজা,' এমন কথা না লিখিয়া, 'এ আপনাকে যিহূদীয়দের রাজা করিয়া বলিল,' এ প্রকার
২২ লিখুন। তাহাতে পীলাত উত্তর করিল, যাহা লিখিবার তাহা লিখিলাম।

২৩ এই প্রকারে সেনাগণ যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র চারি ভাগ করিয়া প্রত্যেক সৈন্য এক২ ভাগ লইল, এবং তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্রও লইল; কিন্তু উত্তরীয় বস্ত্র সিঙ্গনিরহিত সর্ব্বশুদ্ধ বুনা ছিল,
২৪ এই প্রযুক্ত তাহারা বলিল, ইহা কে পাইবে? আইস,

তাহা না চিরিয়া ইহাতে গুলিবাঁট করি। "তাহারা "আপনাদের মধ্যে আমার পরিধেয় বস্ত্র বিভাগ করে, "এবং আমার উত্তরীয় বস্ত্রের জন্যে গুলিবাঁট করে," এই যে কথা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, তাহা সেনাগণ এমন ব্যবহার করাতে সিদ্ধ হইল।

তৎকালে যীশুর মাতা, ও মাতার ভগিনী যে ক্লিয়- ২৫ পার স্ত্রী মরিয়ম, এবং মগ্‌দলীনী মরিয়ম ইহারা তাঁ-হার ক্রুশের নিকটে দাঁড়াইতেছিল। তাহাতে যীশু ২৬ আপন মাতাকে এবং প্রিয়তম শিষ্যকে নিকটে দণ্ডা-য়মান দেখিয়া মাতাকে কহিলেন, হে নারি, ঐ দেখ তোমার পুত্র; এবং শিষ্যকে কহিলেন, ঐ দেখ তো- ২৭ মার মাতা; তাহাতে ঐ শিষ্য সেই সময়াবধি তাহাকে আপন গৃহে লইয়া গেল।

অনন্তর সকল কর্ম্ম এখন সম্পন্ন হইল, যীশু ইহা ২৮ জ্ঞাত হইয়া ধর্ম্মপুস্তকের বচন যেন সিদ্ধ হয়, এই জ-ন্যে কহিলেন, আমার পিপাসা হইতেছে। তাহাতে ২৯ সেই স্থানে অম্লরসেতে পূর্ণ এক পাত্র থাকাতে তাহা-রা এক স্পঞ্জ সেই অম্লরসে ভরিয়া এসোব্ নলে তাহা লাগাইয়া তাঁহার মুখের নিকটে রাখিল। তখন যীশু ৩০ অম্লরস গ্রহণ করিলে পর 'সকল সিদ্ধ হইল,' এই কথা কহিয়া মস্তক নমনপূর্ব্বক আত্মা সমর্পণ করিলেন।

পরে সেই দিন আয়োজন দিন, এই প্রযুক্ত পর- ৩১ দিন বিশ্রামবারে দেহ যেন ক্রুশের উপরে না থাকে, কেননা ঐ বিশ্রামবার বড় দিন ছিল, এই নিমিত্তে যিহূদীয়েরা পীলাতের নিকটে গিয়া তাহাদের পা ভা-ঙ্গিবার ও স্থানান্তরে লইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। অতএব সেনাগণ আসিয়া যীশুর সঙ্গে ক্রুশে ৩২

৩৩ হত প্রথম ও দ্বিতীয় চোরের পা ভাঙ্গিল; কিন্তু যীশুর নিকটে গিয়া, তিনি মৃত বটেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার
৩৪ পা ভাঙ্গিল না। পরে এক জন সেনা বড়্শাঘাতে তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাহইতে
৩৫ রক্ত এবং জল নির্গত হইল। যে ব্যক্তি ইহার সাক্ষ্য দিতেছে, সে আপনি দেখিয়াছে, ও তাহার এই সাক্ষ্য সত্য; আর তাহার কথা সত্য ও তোমাদের বিশ্বাস
৩৬ জন্মাইতে যোগ্য, তাহা সে জ্ঞাত আছে। "তাহার "এক অস্থিও ভগ্ন করিও না," ধর্ম্মপুস্তকের এই এক
৩৭ বচন, এবং "তাহারা যাঁহাকে বিদ্ধ করিল, তাঁহার প্রতি "দৃষ্টিপাত করিবে," ধর্ম্মপুস্তকের এই অন্য বচনও যেন সিদ্ধ হয়, এই জন্যে এ সকল ঘটনা হইল।

৩৮ অরিমথিয়া নগরে যূষফ নামে একজন যীশুর শিষ্য ছিল, কিন্তু যিহূদীয়দের ভয়েতে প্রকাশিত হয় নাই; ঐ ব্যক্তি যীশুর দেহ লইয়া যাওনের অনুমতি পীলাতের নিকটে প্রার্থনা করিল; তাহাতে পীলাত অনুমতি
৩৯ দিলে পর সে যাইয়া যীশুর দেহ লইয়া গেল। অপর যে নিকদীমঃ পূর্ব্বে রাত্রিযোগে যীশুর নিকটে গিয়াছিল, সেও গন্ধরসেতে মিশ্রিত প্রায় পঞ্চাশ সের অ-
৪০ গুরু লইয়া আইল। তাহাতে তাহারা যিহূদীয়দের কবর দেওনের রীত্যনুসারে ঐ সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত তাঁ-
৪১ হার দেহ বস্ত্রেতে বেষ্টন করিল। আর যে স্থানে তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহার নিকটস্থ উদ্যানে যাহাতে কোন মৃত দেহ কখনো রাখা যায় নাই, এ-
৪২ মন এক নূতন কবর ছিল। তাহাতে ঐ দিন যিহূদীয়দের আয়োজন দিন, এবং ঐ কবর নিকটস্থ, একারণ তাহারা সেই স্থানে যীশুকে শয়ন করাইল।

২০ অধ্যায়।

১ যীশুর উত্থানের প্রকাশ হওন ১১ ও মগ্‌দলীনী মরিয়মের প্রতি তাঁহার দর্শন ১৯ ও শিষ্যদের প্রতি দর্শন দেওন ২৪ ও থোমার প্রতি দর্শন ৩০ ও সুসমাচারলেখকের অভিপ্রায়।

তদনন্তর সপ্তাহের প্রথম দিবসে অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে মগ্‌দলীনী মরিয়ম সেই কবরের নিকটে যাইয়া কবরের মুখহইতে প্রস্তরখান সরাণ দেখিল। ১ পরে দৌড়িয়া শিমোন পিতর ও যীশুর প্রিয়তম শিষ্যের নিকটে যাইয়া এই কথা কহিল, কবরহইতে প্রভুকে তুলিয়া লইয়া কোথায় রাখিয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। ২ অতএব পিতর ও সেই অন্য শিষ্য বহির্গত হইয়া কবরস্থানে গমন করিতে লাগিল। ৩ উভয়ে দৌড়িলে অন্য শিষ্য পিতরকে পশ্চাৎ ফেলিয়া প্রথমে কবরস্থানে উপস্থিত হইল। ৪ তখন হেঁট হওয়াতে বস্ত্রগুলা ভূমিস্থিত দেখিতে পাইল, কিন্তু সে প্রবেশ করিল না। ৫ অনন্তর শিমোন পিতর পশ্চাৎ আসিয়া কবরস্থানে প্রবেশ করিয়া বস্ত্র সকল ভূমিস্থিত, ৬ এবং যে গাত্রমার্জ্জনী তাঁহার মস্তকে বদ্ধ ছিল, তাহা ঐ বস্ত্রের সহিত না থাকিয়া তাহাহইতে পৃথক্ ও জড়ান হইয়া অন্য এক স্থানে পতিত আছে, ইহা দেখিল। ৭ পরে কবরস্থানে প্রথমে আইল যে অন্য শিষ্য, সেও প্রবেশ করিয়া তদ্রূপ দেখিয়া বিশ্বাস করিল। ৮ যেহেতুক 'কবরহইতে তাঁহাকে উত্থান করিতে হইবে,' ধর্ম্মপুস্তকের এই বচনের ভাব তাহারা তদবধি বুঝিতে পারে নাই। ৯ পরে ঐ দুই শিষ্য গৃহে ফিরিয়া গেল। ১০

অনন্তর মরিয়ম কবরদ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিল; ১১ এবং রোদন করিতে২ হেঁট হইয়া

১২ কবরে দৃষ্টি করিয়া যীশুর দেহের শয়নস্থানের শিয়রে এবং পদতলে দুই দিগে দুই জন শুক্লবস্ত্রে বস্ত্রান্বিত
১৩ স্বর্গদূতকে বসিয়া থাকিতে দেখিল। পরে তাহারা জিজ্ঞাসিল, হে নারি, কি জন্যে রোদন করিতেছ? সে কহিল, লোকেরা আমার প্রভুকে লইয়া গিয়া কোথায়
১৪ রাখিয়াছে, তাহা জানি না। ইহা বলিয়া মুখ ফিরাইলে যীশুকে দণ্ডায়মান দেখিল, কিন্তু তিনি যে যীশু,
১৫ ইহা সে জানিল না। তখন যীশু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নারি, রোদন করিতেছ কেন? কাহারই বা অন্বেষণ করিতেছ? তাহাতে সে তাঁহাকে উদ্যানের মালী জ্ঞান করিয়া কহিল, হে মহাশয়, তুমি যদি এ স্থানহইতে তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাক, তবে কোথায়
১৬ রাখিয়াছ, তাহা বল; তথাহইতে লইয়া আসি। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, ওগো মরিয়ম; তাহাতে সে ফিরিয়া উত্তর করিল, 'হে রব্বূনি!' অর্থাৎ হে গুরো।
১৭ তখন যীশু কহিলেন, আমাকে ধরিয়া রাখিও না, এখন পিতার নিকটে ঊর্দ্ধ্বগমন করিতেছি না; কিন্তু যিনি আমার ও তোমাদের পিতা এবং আমার ও তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহার নিকটে ঊর্দ্ধ্বগমন করিতে উদ্যত আছি, এই কথা তুমি গিয়া আমার ভ্রাতৃগণকে জা-
১৮ নাও। তাহাতে মগ্‌দলীনী মরিয়ম তৎক্ষণাৎ যাইয়া প্রভু যে তাহাকে দর্শন দিয়া এমন কথা কহিয়াছেন, এই সংবাদ শিষ্যদিগকে দিল।

১৯ পরে সপ্তাহের ঐ প্রথম দিবসের সন্ধ্যাসময়ে শিষ্যগণ একত্র হইয়া যিহূদীয়দের ভয়েতে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল; এই কালে যীশু উপস্থিত হইয়া তাহাদের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া কহিলেন, তোমাদের কল্যাণ হ-

উক। ইহা বলিয়া আপন হস্ত ও কুক্ষিদেশ দেখাই- ২০
লেন; তাহাতে শিষ্যেরা প্রভুকে দেখিয়া হৃষ্ট হইল।
তখন যীশু পুনর্ব্বার কহিলেন, তোমাদের কল্যাণ হ- ২১
উক; পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্-
রূপ আমিও তোমাদিগকে প্রেরণ করি। ইহা বলিয়া ২২
তিনি তাহাদের উপরে প্রশ্বাস দিয়া কহিলেন, পবিত্র
আত্মা লও। তোমরা যাহাদের পাপমোচন করিবা, ৩৩
তাহারা মুক্ত হইবে; এবং যাহাদের পাপমোচন না
করিবা, তাহারা মুক্ত হইবে না।

যীশুর আগমনের সময়ে দ্বাদশের মধ্যে গণিত থোমা ২৪
অর্থাৎ দিদুমঃ নামক শিষ্য তাহাদের সঙ্গে ছিল না।
অতএব আমরা প্রভুকে দেখিলাম, এ কথা অন্য শি- ২৫
ষ্যেরা তাহাকে কহিলে পর সে বলিল, তাঁহার হস্তে
প্রেকের চিহ্ন দেখিয়া প্রেকের সেই চিহ্ন অঙ্গুলীদ্বারা
স্পর্শ না করিলে, এবং তাঁহার কুক্ষিদেশে হস্ত না দি-
লে আমি বিশ্বাস করিব না। অপর অষ্টম দিবস গত ২৬
হইলে শিষ্যগণ ঐ থোমার সহিত একত্র হইয়া দ্বার
রুদ্ধ করিয়া ভিতরে ছিল, এমন সময়ে যীশু উপস্থিত
হইয়া তাহাদের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া কহিলেন, তোমা-
দের কল্যাণ হউক। পরে থোমাকে কহিলেন, এ দিগে ২৭
অঙ্গুলী দিয়া আমার হস্ত দেখ, এবং হস্ত বাড়াইয়া
আমার কুক্ষিদেশে দেও; এবং অবিশ্বাসী না হইয়া
বিশ্বাসী হও। তখন থোমা কহিল, হে আমার প্রভো, ২৮
হে আমার ঈশ্বর! যীশু কহিলেন, হে থোমা, আমা- ২৯
কে দেখিয়া বিশ্বাস করিতেছ; যাহারা না দেখিয়া
বিশ্বাস করে, তাহারাই ধন্য।

৩০ এতদ্ভিন্ন যাহা এই পুস্তকে লেখা গেল না, এমন অনেক২ আশ্চর্য্য কর্ম্ম যীশু শিষ্যদের সাক্ষাতে করি-
৩১ লেন। কিন্তু যীশু ঈশ্বরের অভিষিক্ত পুত্র, ইহা যেন তোমরা বিশ্বাস কর, এবং বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নামেতে পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হও, এই নিমিত্তে এই সকল লেখা গিয়াছে।

২১ অধ্যায়।

১ তিবিরিয়া হ্রদে অর্থাৎ গালীল সমুদ্রে শিষ্যদের প্রতি দর্শন ১৫ ও পিতরের সহিত যীশুর কথোপকথন ২০ ও যোহনের বিষয়ে তাঁহার কথা ২৪ ও সমাপ্তির কথা।

১ তদনন্তর তিবিরিয়া হ্রদের তীরে যীশু পুনর্ব্বার শিষ্যদিগকে দর্শন দিলেন; সেই দর্শনের বিবরণ এই।
২ শিমোন পিতর ও থোমা অর্থাৎ দিদুমঃ এবং গালীলীয় কান্না নগর নিবাসি নিথনেল, এবং সিবদিয়ের পুত্রেরা, তদ্ভিন্ন আর দুই জন শিষ্য, ইহারা যখন এক
৩ স্থানেতে একত্র ছিল, এমত সময়ে শিমোন পিতর কহিল, মৎস্য ধরিতে যাই। তাহাতে তাহারা বলিল, তবে আমরাও তোমার সঙ্গে যাই; তখন তাহারা বহির্গত হইয়া শীঘ্র নৌকা আরোহণ করিল, কিন্তু
৪ সেই রাত্রিতে কিছু পাইল না। পরে প্রভাত হইলে যীশু তীরে দাঁড়াইলেন, কিন্তু তিনি যে যীশু, ইহা
৫ শিষ্যেরা জানিল না। তখন যীশু জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে বৎস সকল, তোমাদের নিকটে কিছু খাদ্য
৬ দ্রব্য আছে? তাহারা বলিল, কিছুই নাই। তখন তিনি কহিলেন, নৌকার দক্ষিণ পার্শ্বে জাল নিক্ষেপ কর, তাহাতে পাইবা; অতএব তাহারা নিক্ষেপ করিলে জালে এত মৎস্য পড়িল, যে তাহারা টানি-

য়া তুলিতে পারিল না। তাহাতে যীশুর প্রিয়তম ৭
শিষ্য পিতরকে কহিল, উনি প্রভু হইবেন। উনি প্রভু,
এই কথা শুনিবামাত্র শিমোন পিতর উলঙ্গতা প্রযুক্ত
মৎস্যধারির উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া হ্রদে ঝাঁপ
দিল। আর অন্য শিষ্যেরা মৎস্যশুদ্ধ জাল টানি- ৮
তে২ ছোট নৌকা বাহিয়া কূলে আনিল; তাহারা
কূলহইতে বিস্তর দূর ছিল না, অনুমান দুই শত হস্ত
অন্তর ছিল। অনন্তর তাহারা তীরে উঠিলে সে স্থানে ৯
প্রজ্বলিত অগ্নি এবং তদুপরিস্থ মৎস্য ও রুটী দেখিল।
তাহাতে যীশু কহিলেন, যে মৎস্য এখন ধরিলা, তা- ১০
হার কিছু লইয়া আইস। অতএব শিমোন পিতর ১১
ফিরিয়া যাইয়া বড়২ এক শত তিপ্পান্নটা মৎস্যেতে
পরিপূর্ণ ঐ জাল টানিয়া তুলিল, কিন্তু এত মৎস্যেতেও
জাল ছিঁড়িল না। পরে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ১২
তোমরা আসিয়া ভোজন কর; তৎকালে তিনিই যে
প্রভু, ইহা জ্ঞাত হওন প্রযুক্ত, তুমি কে? এমন কথা
জিজ্ঞাসা করিতে শিষ্যদিগের কাহারও সাহস হইল
না। পরে যীশু আসিয়া রুটী ও মৎস্য লইয়া তাহা- ১৩
দিগকে দিলেন। এই রূপে কবরহইতে উত্থানের পর ১৪
যীশু শিষ্যদিগকে তৃতীয় বার দর্শন দিলেন।

ভোজন সাঙ্গ হইলে পর যীশু শিমোন পিতরকে ১৫
জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে যূনসের পুত্র শিমোন, তুমি না
কি ইহাদের অপেক্ষায় আমাকে অধিক প্রেম করিয়া
থাক? তাহাতে সে কহিল, হাঁ প্রভো, আপনকাকে
প্রেম করিয়া থাকি, তাহা আপনি জানেন; তখন যী-
শু কহিলেন, তবে আমার মেষশাবকগণকে পালন কর।
পরে তিনি দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসিলেন, ওহে যূনসের পুত্র ১৬

শিমোন, তুমি না কি আমাকে প্রেম করিয়া থাক? তাহাতে সে কহিল, হাঁ প্রভো, তোমাকে প্রেম করিয়া থাকি, তাহা আপনি জানেন; তখন যীশু কহিলেন, ত-
১৭ বে আমার মেষগণকে পালন কর। পরে তিনি তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যূনসের পুত্র শিমোন, তুমি না কি আমাকে প্রেম করিয়া থাক? তখন তুমি না কি আমাকে প্রেম করিয়া থাক, এই কথা তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করাতে পিতর দুঃখিত হইয়া কহিল, হে প্রভো, আপনকার অগোচর কিছুই নাই; আমি তোমাকে প্রেম করিয়া থাকি, ইহা আপনি জ্ঞাত আছেন; তাহাতে যীশু কহিলেন, তবে আমার মেষগণকে পালন
১৮ কর। আমি তোমাকে অতি যথার্থ কহিতেছি, যৌবনকালে আপনি কটি বন্ধন করিয়া যে স্থানেই ইচ্ছা, সেই স্থানেই যাইতা; কিন্তু ইহার পর বৃদ্ধ বয়সে হস্ত বিস্তারিত করিবা, এবং অন্য জন তোমাকে বন্ধন করিয়া যে স্থানে যাইতে তোমার ইচ্ছা নয়, সেই স্থানেই
১৯ লইয়া যাইবে। ফলতঃ কি প্রকার মরণেতে সে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিবে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্তে তিনি এই কথা কহিলেন। এমন বলিলে পর তিনি তাহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস।

২০ যে জন রাত্রি ভোজনের সময়ে যীশুর বুকে হেলান দিয়া, হে প্রভো, কে আপনকাকে পরহস্তগত করিবে? এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, পিতর মুখ ফিরাইলে
২১ যীশুর সেই প্রিয়তম শিষ্যকে পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া যীশুকে জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, এই মানুষের কি
২২ রূপ গতি হইবে? তখন যীশু উত্তর করিলেন, আমি যদি আপন পুনরাগমন পর্য্যন্ত তাহার অবস্থিতি ই-

চ্ছা করি, ইহাতে তোমার কি? তুমি আমার পশ্চাৎ আইস। তাহাতে সে শিষ্য যে মরিবে না, ইহা ভ্রা- ২৩ তৃগণের মধ্যে জনরব হইল; কিন্তু সে মরিবে না, এ- মন কথা যীশু কহিলেন না; কেবল আমি যদি আ- পন পুনরাগমন পর্য্যন্ত তাহার অবস্থিতি ইচ্ছা করি, ইহাতে তোমার কি? ইহা কহিলেন।

যে জন এই সকল লিখিয়াছে এবং এতদ্বিষয়ে সা- ২৪ ক্ষ্য দিয়াছে, সে ঐ শিষ্য; এবং তাহার সাক্ষ্য যে সত্য, ইহা আমরা জানি। এতদ্ভিন্ন যীশু আরও অ- ২৫ নেক২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন; সে সকল যদি এক২ ক- রিয়া লেখা যায়, তবে এত গ্রন্থ হইয়া উঠে, বোধ হয় পৃথিবীতেও তাহা ধরে না। ইতি।

প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ।

---

১ অধ্যায়।

১ শিষ্যদের প্রতি যীশুর দর্শন ও আজ্ঞা দেওন ও তাঁহার স্বর্গারোহণ ১২ ও শিষ্যদের যিরূশালমে গমন ও প্রার্থনাতে প্রবৃত্ত হওন ১৫ ও যিহূদার পরিবর্ত্তে মত্তথিয়কে নিযুক্ত করণ।

১ হে থিয়ফিলঃ, যীশু আপনার মনোনীত প্রেরিতদিগকে পবিত্র আত্মাদ্বারা আজ্ঞা দিয়া যে দিনে স্বর্গারোহণ ২ করিলেন, তদ্দিন পর্য্যন্ত যেং ক্রিয়া করিয়াছিলেন ও যেং উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত বিবরণ পূর্ব্বে ৩ লিখিয়াছি। তিনি আপন মৃত্যুদুঃখ ভোগের পরে অনেকং প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা আপনাকে সজীব দেখাইয়া চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত ঐ প্রেরিতদিগকে দর্শন দিয়া ঈশ্বরের রাজত্বের প্রসঙ্গ কহিলেন। ৪ পরে তাহাদিগকে একত্র করিয়া এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা যিরূশালমহইতে অন্যত্র গমন না করিয়া পিতার অঙ্গীকার বিষয়ে আমার প্রমুখাৎ যাহার কথা শ্রবণ করিয়াছ, তাহা ৫ পাইবার অপেক্ষাতে থাক। যোহন জলেতে বাপ্তাইজ করিল, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে তোমরা পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইবা। ৬ পরে তাহারা একত্র হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, আপনি কি এই সময়ে পুনর্ব্বার রাজকর্ত্তৃত্ব ইস্রায়েল লোকদের হস্তগত ৭ করিবেন? তাহাতে তিনি কহিলেন, যে সকল কাল এবং

সময় পিতা আপন বশে রাখিয়াছেন, তাহা জানিতে তোমাদের অধিকার হয় না। কিন্তু তোমাদিগেতে প- ৮ বিত্র আত্মার আবির্ভাব হইলে তোমরা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া যিরূশালম ও সমুদয় যিহূদা এবং শোমিরোণ দেশে, এবং পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত যত দেশ, সর্ব্বত্র আমার সাক্ষী হইবা। এ কথা কহিয়া তিনি তাহাদের ৯ সাক্ষাতে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন, এবং মেঘারূঢ় হইয়া তাহাদের দৃষ্টির অগোচর হইলেন। যে সময়ে তাহারা ১০ আকাশের প্রতি একদৃষ্টিতে তাঁহার এই রূপ ঊর্দ্ধগমন দেখিতেছিল, এমন সময়ে শুক্ল বস্ত্র পরিহিত দুই জন তাহাদের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিল; হে গালীলীয় লোকেরা, তোমরা কি জন্যে আকাশের ১১ প্রতি দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া আছ? এই যে যীশু তোমাদের নিকটহইতে স্বর্গেতে নীত হইলেন, তাঁহাকে তোমরা যে রূপ স্বর্গারোহণ করিতে দেখিলা, তদ্রূপে তিনি পুনর্ব্বার আগমন করিবেন।

পরে তাহারা জৈতুন নামক পর্ব্বতহইতে বিশ্রামবা- ১২ রের পথ (অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ) দূর যে যিরূশালম নগর, তথায় ফিরিয়া আইল। অনন্তর নগরে প্রবেশ ১৩ করিয়া পিতর ও যাকূব ও যোহন ও আন্দ্রিয়, এবং ফিলিপ ও থোমা, এবং বর্থলময় ও মথি, এবং আল্- ফেয়ের পুত্র যাকূব ও উদ্‌যোগী শিমোন এবং যাকূ- বের ভ্রাতা যিহূদা, এই সকলে যে স্থানে বাস করিতে- ছিল, সেই গৃহের উপরের কুঠরীতে গেল। পরে ইহারা ১৪ এবং কতক গুলিন স্ত্রীলোক, ও যীশুর মাতা মরিয়ম ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ, এই সকলে একচিত্ত হইয়া অন- বরত বিনয় ও প্রার্থনা করিতে লাগিল।

১৫ এই সময়ে সে স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ ন্যূনাধিক এক শত বিংশতি শিষ্য ছিল। তাহাতে পিতর তাহাদের মধ্য-
১৬ স্থলে দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিল; হে ভ্রাতৃগণ, যীশুর প্রতি আক্রমনকারি লোকদের পথদর্শক হইল যে যিহূদা, তাহার বিষয়ে দায়ূদের দ্বারা পবিত্র আত্মা যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক ছিল।
১৭ সে ব্যক্তি আমাদের মধ্যে গণিত হইয়া এই সেবার
১৮ অংশ পাইল। পরে দুষ্কর্ম্মে প্রাপ্ত যে মূল্য, সেই মূল্যেতে এক খান ক্ষেত্র ক্রীত হইল, এবং সে অধোমুখে ভূমিতে পতিত হইলে তাহার উদর বিদীর্ণ হওয়াতে
১৯ নাড়ী ভুঁড়ী সকল নির্গত হইল। ইহা যিরূশালম নিবাসি তাবৎ লোক জ্ঞাত আছে, এবং তাহাদের নিজ ভাষায় ঐ ক্ষেত্র হকল্‌দামা অর্থাৎ রক্তক্ষেত্র বলিয়া
২০ বিখ্যাত আছে। আর "তাহার বাটী শূন্য হইবে ও "তাহাতে বাসকারী কেহ থাকিবে না," এবং "অন্য "ব্যক্তি তাহার পদ প্রাপ্ত হইবে," গীতপুস্তকে এ রূপ
২১ লিখিত আছে। এ জন্যে যোহনের বাপ্তিস্মাবধি আমাদের নিকট হইতে প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণ দিন পর্য্যন্ত তিনি আমাদের মধ্যে যত দিন গমনাগমন করি-
২২ লেন, তত দিন যে মনুষ্যেরা আমাদের সঙ্গে২ থাকিয়া আসিতেছে, যীশুর উত্থান বিষয়ে আমাদের সহিত সাক্ষী হইবার জন্যে তাহাদের এক জনের প্রয়োজন
২৩ আছে। অতএব যাহার উপাধি যুষ্ট, যাহাকে বর্শবা বলিয়াও ডাকে, ে ন যে যূষফ, এবং মত্তথিয়, এই দুই জনকে পৃথব করিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা
২৪ করিয়া কহিল, হে সর্ব্বান্তর্যামি পরমেশ্বর, যিহূদা যে সেবা ও প্রেরিতত্ব পদহইতে চ্যুত হইয়া নিজ স্থানে

গিয়াছে, সেই পদ পাইতে এই দুই জনের মধ্যে তু- ২৫
মি কাহাকে মনোনীত করিয়াছ, তাহা আমাদিগকে
দেখাইয়া দেও। পরে গুলিবাঁট করাতে মত্তথিয়ের ২৬
নামেতে গুলি উঠিল; তাহাতে সে অন্য একাদশ প্রে-
রিতের মধ্যে গণিত হইল।

২ অধ্যায়।

১ পবিত্র আত্মার আবির্ভাব ৫ ও তদ্দ্বারা প্রেরিতদের নানা ভাষা কথন ও তাহাতে লোকদের আশ্চর্য্য জ্ঞান হওন ১৪ ও পিতরের উপদেশকথা ৩৭ ও সেই কথাদ্বারা অনেক লোকের মনঃপরিবর্ত্তন ৪১ ও তাহাদের বাপ্তিস্ম ও সদাচরণ।

অপর নিস্তার পর্ব্বের পঞ্চাশ দিনের দিন উপস্থিত ১
হইলে তাহারা সকলেই একচিত্ত হইয়া এক স্থানে এ-
কত্র ছিল। এমত সময়ে অকস্মাৎ আকাশহইতে প্রচণ্ড ২
খরতর বায়ুর শব্দের ন্যায় একটা শব্দ আসিয়া যে
গৃহে তাহারা বসিয়াছিল, ঐ তাবৎ গৃহ ব্যাপিল। পরে ৩
অগ্নিরূপ বিভক্ত জিহ্বা প্রত্যক্ষ হইয়া প্রতি জনের ম-
স্তকে স্থগিত হইয়া থাকিল। তাহাতে সকলে পবিত্র ৪
আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া আত্মা যে প্রকার কহাইলেন,
তদনুসারে অন্যদেশীয় ভাষাতে কথা কহিতে লাগিল।
ঐ সময়ে পৃথিবীস্থ তাবৎ দেশহইতে যিহূদী মতা- ৫
বলম্বি ভক্ত লোকেরা যিরূশালমে প্রবাস করিতেছিল;
এবং ঐ কথা জনরব হইলে লোক সকল একত্র হইয়া ৬
প্রত্যেক জন আপন২ ভাষাতে প্রচারকারি শিষ্যদের
কথা শুনিয়া ব্যাকুল হইল। এবং সকলেই বিস্ময়াপন্ন ৭
ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, দেখ,
যাহারা কথা কহিতেছে, তাহারা সকলে কি গালীলীয়
লোক নহে? তবে আমরা প্রত্যেক জন আপনাদের ৮

জন্মদেশীয় ভাষাতে ইহাদের কথা শুনিতেছি, এ কি?
৯ পর্থিয়া ও মাদিয়া ও পারস ও অরাম্-নহরয়িম্ দেশ
নিবাসিরা, ও যিহূদা ও কপ্পদকিয়া ও পন্ত ও আ-
১০ শিয়া ও ফরুগিয়া ও পম্ফুলিয়া ও মিসর দেশ নিবা-
সিরা এবং লুবিয়া দেশের কুরীণীর নিকটবর্ত্তি প্রদেশ
নিবাসিরা, এবং রোমা নগরপ্রবাসি যিহূদীয় লোকেরা
১১ ও যিহূদী মতাবলম্বিরা, এবং ক্রীতীয় ও অরবীয় ই-
ত্যাদি লোক যে আমরা, আমাদের নিজ২ ভাষাতে
ইহাদের মুখে ঈশ্বরের মহৎকর্ম্ম ব্যাখ্যা শুনিতেছি।
১২ এই রূপে তাহারা সকলেই বিস্ময়াপন্ন ও সন্দিগ্ধচিত্ত
১৩ হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, ইহার ভাব কি? আর
কেহ২ পরিহাস করিয়া কহিল, ইহারা নূতন দ্রাক্ষার-
সেতে মত্ত হইয়াছে।

১৪ তখন পিতর একাদশ জনের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া
ঐ লোকদিগকে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে যিহূদীয়েরা, হে
যিরূশালম নিবাসি সকল, অবধান করিয়া আমার কথা
১৫ বুঝ। এখন এক প্রহর বেলার অধিক নাই; অতএব
তোমরা যে অনুমান করিতেছ, এই মনুষ্যেরা মদ্যপা-
১৬ নেতে মত্ত, তাহা নয়। কিন্তু যে বাক্য যোয়েল্ ভবি-
ষ্যদ্বক্তাদ্বারা উক্ত ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে, যথা,
১৭ "ঈশ্বর কহিতেছেন, শেষ যুগের সময়ে আমি সমুদয়
"প্রাণির উপরে আপন আত্মার বর্ষণ করিব, তাহা-
"তে তোমাদের পুত্র কন্যাগণ ভবিষ্যদ্বাক্য বলিতে
"পারিবে, এবং তোমাদের যুবকেরা প্রত্যাদেশ পাই-
১৮ "বে, ও প্রাচীনেরা স্বপ্ন দর্শন করিবে। তৎকালে
"আমি আপনার দাস দাসীদিগেতেও আপন আত্মার
"বর্ষণ করিব; তাহাতে তাহারা ভবিষ্যদ্বাক্য কহিবে।

"এবং ঊর্দ্ধস্থিত আকাশে এবং অধঃস্থিত পৃথিবীতে ১৯
"রক্ত ও অগ্নি ও নিবিড় ধূম প্রভৃতি চিহ্ন ও আশ্চর্য্য
"কর্ম্ম দেখাইব। আর পরমেশ্বরের ঐ মহৎ ও ভয়ঙ্ক- ২০
"র দিনের আগমনের পূর্ব্বে সূর্য্য কৃষ্ণবর্ণ ও চন্দ্র রক্ত-
"বর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু যে কেহ পরমেশ্বরের নামে ২১
"প্রার্থনা করিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।" অতএব হে ২২
ইস্রায়েল বংশীয় লোক সকল, এই কথাতে অবধান
কর; নাসরতীয় যীশু যে ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি, ই-
হা ঈশ্বর তাঁহারি হস্তকৃত আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত কর্ম্ম ও ল-
ক্ষণদ্বারা তোমাদের সাক্ষাতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ই-
হা তোমরা জ্ঞাত আছ। সেই যীশু ঈশ্বরের নিশ্চিত ২৩
মন্ত্রণা ও পূর্ব্বনিরূপণেতে সমর্পিত হইলে তোমরা তাঁ-
হাকে ধরিয়া দুষ্ট লোকদের হস্তদ্বারা ক্রুশেতে বিদ্ধ ক-
রিয়া বধ করিয়াছ। কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে মৃত্যুর বন্ধ- ২৪
নহইতে মুক্ত করিয়া উত্থান করাইলেন; কেননা তিনি
যে মৃত্যুদ্বারা বদ্ধ থাকেন, ইহা সম্ভব হয় না। এতদ্- ২৫
বিষয়ে দায়ূদও কহিয়াছিল, "আমি সর্ব্বদাই পরমেশ্ব-
"রকে সম্মুখে রাখি; তিনি আমার দক্ষিণদিগে থাকিলে
"আমি বিচলিত হইব না। তন্নিমিত্তে আমার মন ২৬
"আনন্দিত হইবে, ও আমার জিহ্বা আনন্দেতে গান
"করিবে, আমার শরীরও প্রত্যাশাতে শয়ন করিবে।
"যেহেতুক তুমি পরলোকে আমার আত্মাকে পরিত্যাগ ২৭
"করিবা না, ও নিজ পুণ্যবানকে ক্ষয় পাইতে দিবা
"না। এবং আমাকে জীবনের পথ দর্শন করাইবা; ২৮
"ও আপনার সম্মুখে যে আনন্দ, তাহাতে আমাকে
"পূর্ণ করিবা।" হে ভ্রাতৃগণ, সেই পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের ২৯
কথা আমাকে স্পষ্টরূপে কহিতে দেও; সে প্রাণত্যাগ

করিয়া কবরস্থ হইয়াছে, অদ্যাপিও সে কবর আমাদের
৩০ নিকটে বিদ্যমান আছে। কিন্তু লৌকিক ভাবে দায়ূদের
বংশেতে অভিষিক্ত ত্রাতার জন্ম গ্রহণ করাইয়া তাহা-
রই সিংহাসনেতে বসিতে তাঁহাকে উঠাইবেন, পরমেশ্বর
দিব্য করণ পূর্ব্বক দায়ূদের নিকটে এই অঙ্গীকার করি-
য়াছিলেন, দায়ূদ ভবিষ্যদ্বক্তা হইয়া ইহা জ্ঞাত হইল;
৩১ এবং পূর্ব্বে অভিষিক্ত ত্রাতার উত্থান জানিয়া এই কথা
কহিল, তাঁহার আত্মা পরলোকে ত্যক্ত হইবে না, এবং
৩২ তাঁহার শরীর ক্ষয় পাইবে না। অতএব পরমেশ্বর এই
যীশুকে কবরহইতে উঠাইয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমরা স-
৩৩ কলে সাক্ষী আছি। তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উচ্চ-
পদান্বিত হইয়া পবিত্র আত্মার বিষয়ে পিতা যে অঙ্গী-
কার করিয়াছিলেন, তাহার ফল পাইয়া যাহা সম্প্রতি
৩৪ দেখিতেছ এবং শুনিতেছ, তাহা বর্ষণ করিলেন। আর
দায়ূদ স্বর্গারোহণ করে নাই, কিন্তু আপনি এই কথা
কহিল, "পরমেশ্বর আমার প্রভুকে কহিলেন, আমি
৩৫ "যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি,
৩৬ "তাবৎ তুমি আমার দক্ষিণে বৈস।" অতএব যে যী-
শুকে তোমরা ক্রুশে হত করিয়াছ, পরমেশ্বর যে তাঁ-
হাকে প্রভুর ও অভিষিক্ত ত্রাতার পদে নিযুক্ত করি-
য়াছেন, ইহা ইস্রায়েল লোকদের স্থির জ্ঞান হউক।
৩৭ এ প্রকার কথা শুনিয়া তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হও-
য়াতে তাহারা পিতরকে এবং অন্য প্রেরিতদিগকে ক-
৩৮ হিতে লাগিল, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা কি করিব? তাহা-
তে পিতর উত্তর করিল, তোমরা প্রত্যেক জন আপন২
মন ফিরাও, এবং পাপমোচনের নিমিত্তে যীশু খ্রীষ্টের
নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ

দান প্রাপ্ত হইবা। যেহেতুক তোমাদের ও তোমাদের ৩৯
সন্তান সন্ততিদের, এবং আমাদের প্রভু পরমেশ্বর যত
দূরস্থ লোককে আহ্বান করিবেন, সেই সকলের প্রতি
ঐ অঙ্গীকার আছে। এতদ্ভিন্ন আর২ অনেক কথাতে ৪০
প্রমাণ ও উপদেশ দিয়া কহিল, এই বিপথগামী বর্ত্ত-
মান লোকহইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর।

পরে যাহারা আনন্দপূর্ব্বক এই কথা গ্রাহ্য করিল, ৪১
তাহারা বাপ্তাইজিত হইল। সে দিবসে প্রায় তিন স-
হস্র লোক মণ্ডলীভুক্ত হইয়া প্রেরিতদের উপদেশে ও ৪২
সঙ্গে থাকনে ও রুটী ভাঙ্গনে ও প্রার্থনা করণে মনঃ-
সংযোগ করিয়া থাকিল। আর প্রেরিতেরা নানা প্র- ৪৩
কার লক্ষণ ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া দর্শন করাইলে লোক-
মাত্রই ভয় পাইতে লাগিল। এবং বিশ্বাসকারি সক- ৪৪
লে এক সঙ্গে থাকিয়া আপনাদের সমস্ত সম্পত্তি সা-
ধারণে রাখিল। ফলতঃ বাটী ঘর ও দ্রব্য সামগ্রী স- ৪৫
কলি বিক্রয় করিয়া প্রত্যেক জনের প্রয়োজনানুসারে
অংশ করিয়া দিল। আর সকলে একচিত্ত হইয়া নি- ৪৬
ত্য২ মন্দিরে যাতায়াত করিল, এবং ঘরে২ রুটী ভাঙ্গি-
তে২ ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে২ লোকদের সমাদর
পাইয়া পরমানন্দে ও সরল অন্তঃকরণে ভোজন পান
করিল। এবং পরমেশ্বর দিনে২ পরিত্রাণ পাত্রের দ্বা- ৪৭
রা মণ্ডলীর বৃদ্ধি করিলেন।

৩ অধ্যায়।

১ পিতরের দ্বারা এক খঞ্জের সুস্থ হওন ১২ ও যীশুর বিষয়ে ও মনঃ-
পরিবর্ত্তনের বিষয়ে পিতরের উপদেশকথা।

অপর তৃতীয় প্রহর বেলা হইলে প্রার্থনা করণের স- ১
ময়ে পিতর ও যোহন একত্র হইয়া মন্দিরে যাইতে-

২ ছিল; এমত সময়ে মন্দিরে প্রবেশকদের কাছে ভিক্ষা করিবার নিমিত্তে যে জন্মখঞ্জ মনুষ্যকে লোকেরা মন্দিরের সুন্দর নামক দ্বারেতে দিনে২ রাখিত, তাহাকে
৩ সেই দ্বারে বহন করিয়া আনিতেছিল। তখন পিতরকে এবং যোহনকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে উদ্যত দে-
৪ খিয়া ঐ খঞ্জ তাহাদের নিকটে ভিক্ষা করিল। তাহাতে যোহনের সহিত পিতর তাহার প্রতি একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।
৫ তাহাতে সে কিছু পাইবার আশাতে তাহাদের প্রতি
৬ দৃষ্টি করিয়া থাকিল। তখন পিতর বলিল, আমার নিকটে কিছু স্বর্ণ রূপ্যাদি নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা দান করি; নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামেতে উ-
৭ ঠিয়া গতায়াত কর। পরে সে তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তাহাকে তুলিল; তাহাতে তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তির চরণ ও গুল্ফ সবল হওয়াতে সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া
৮ গতায়াত করিতে লাগিল। এবং গতায়াত করিতে২ লম্ফ দিতে২ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে২ তাহাদের সহি-
৯ ত মন্দিরে প্রবেশ করিল। লোক সকল তাহাকে গতায়াত করিতে ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে দেখিয়া,
১০ মন্দিরের সুন্দর দ্বারেতে যে বসিয়া ভিক্ষা করিত সে এই, ইহা বুঝিয়া তাহার প্রতি ঐ ঘটনার বিষয়ে চমৎ-
১১ কৃত ও বিস্ময়াপন্ন হইল। এবং যে খঞ্জ সুস্থ হইল, সে পিতরের এবং যোহনের নিকটে থাকিলে তাবৎ লোক অসম্ভব জ্ঞান করিয়া সুলেমানের বারাণ্ডাতে দৌড়িয়া তাহাদের নিকটে আইল।

১২ তাহা দেখিয়া পিতর তাহাদিগকে কহিল, হে ইস্রায়েল লোক সকল, তোমরা কি জন্যে ইহাতে আশ্চর্য্য

জ্ঞান করিতেছ? এবং আমরা নিজ ক্ষমতাতে কিম্বা নিজ পুণ্যেতে এই খঞ্জ মনুষ্যকে গমন করাইলাম, ইহা ভাবিয়া আমাদের প্রতি কেন একান্ত দৃষ্টি করিয়া আছ? যে যীশুকে তোমরা পরহস্তগত করিয়াছ, এবং ১৩ পীলাত যাঁহাকে মুক্ত করিতে মনস্থ করিলেও তোমরা তাহার সাক্ষাতে অস্বীকার করিয়াছ, ইব্রাহীমের ও ইস্হাকের ও যাকূবের ঈশ্বর, অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্বপুরুষের ঈশ্বর, আপনার সেই পুত্র যীশুর মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তোমরা সেই পবিত্র ও ১৪ ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে অস্বীকার করিয়া আপনাদের নিকটে এক হত্যাকারিকে অর্পণ করিতে যাজ্ঞা করিয়াছ। অবশেষে ঐ পরমায়ুর অধিপতিকে বধ করিয়াছ; কিন্তু ১৫ ঈশ্বর কবরহইতে তাঁহাকে উঠাইয়াছেন, তাহার সাক্ষী আমরাই আছি। এই যে মনুষ্যকে তোমরা দে- ১৬ খিতেছ এবং চিনিতেছ, সে তাঁহারই নামেতে বিশ্বাস করণ প্রযুক্ত তাঁহার দ্বারা চলৎশক্তি পাইল; এবং তাঁহাতে তাহার যে বিশ্বাস, সে তোমাদের সকলের সাক্ষাতে সম্পূর্ণ রূপে তাহাকে সুস্থ করিল। হে ভ্রা- ১৭ তৃগণ, তোমরা এবং তোমাদের অধ্যক্ষেরা না বুঝিয়া এই সকল কর্ম্ম করিয়াছ, এখন আমার এমন বোধ হইতেছে। কিন্তু ঈশ্বর অভিষিক্ত ত্রাতার দুঃখভোগের ১৮ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের প্রমুখাৎ যে২ কথা পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, সে কথা এই রূপে সিদ্ধ করিলেন। অতএব ১৯ আপনাদের পাপমোচনার্থে খেদ করিয়া মন ফিরাও, তাহাতে ঈশ্বরের নিকটহইতে সান্ত্বনা পাইবার সময় উপস্থিত হইবে, এবং পূর্ব্বাবধি প্রচারিত যে যীশু খ্রীষ্ট ২০ (অর্থাৎ অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা) তাঁহাকে পরমেশ্বর তো-

২১ মাদের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু জগতের পত্তনাবধি ঈশ্বর নিজ পবিত্র ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা যেমন কহিয়া আসিতেছেন, তদনুসারে সকলের পুনর্নির্ম্মাণ হওন কাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্বর্গেতে বাস করিতে হইবে।
২২ "তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য-"হইতে আমার সদৃশ এক জন ভবিষ্যদ্বক্তার উদয় ক-"রিবেন, তাঁহার সকল কথাতে তোমরা মনোযোগ ক-
২৩ "রিবা; কিন্তু ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা যেং কথা কহিবেন, তাহা "যে জন না শুনিবে, সে আপন লোকদের মধ্যহইতে
২৪ "উচ্ছিন্ন হইবে;" এমত কথা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে কেবল মূসা কহিয়াছে তাহা নয়, শিমূয়েল ভবিষ্যদ্বক্তা অবধি যত২ ভবিষ্যদ্বক্তা ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছে,
২৫ সকলেই এই সময়ের কথা কহিয়া গিয়াছে। তোমরাও সেই ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের সন্তান; আর "পৃথিবীস্থ "তাবৎ জাতি তোমার বংশদ্বারা আশীর্ব্বাদ পাইবে," ইব্রাহীমকে এই কথা বলিয়া ঈশ্বর আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সহিত যে নিয়ম স্থির করিয়াছেন, সেই নিয়মের
২৬ অধিকারীও তোমরা হইতেছ। এই প্রযুক্ত ঈশ্বর আপন পুত্র যীশুকে উঠাইয়া তোমাদের প্রত্যেক জনকে আপনং পাপহইতে ফিরাইয়া আশীর্ব্বাদ দিতে তাঁহাকে প্রথমে তোমাদের নিকটে পাঠাইলেন।

৪ অধ্যায় ।

১ পিতরের উপদেশদ্বারা মহাযাজকদের ক্রোধ করণ ও পিতরকে ও যোহনকে কারাগারে রাখন ৫ ও পিতর ও যোহনের বিষয়ে রাজবিচার ও পিতরের উত্তর ১৩ ও পিতরকে ও যোহনকে খ্রীষ্টের নাম প্রচার না করিতে আজ্ঞা দেওন ২৩ ও মণ্ডলীতে তাহাদের গমন ও প্রার্থনা করণ ৩২ ও প্রার্থনাদ্বারা পবিত্র আত্মা পাওন ও শিষ্যদের ঐক্য ও ধনের বিভাগ।

যে সময়ে পিতর ও যোহন লোকদিগকে উপদেশ ১ দিতেছিল, সেই সময়ে তাহাদের উপদেশ দেওনে এবং ২ যীশুর দ্বারা তাবৎ মৃত ব্যক্তির উত্থান প্রকাশ করণে যাজকেরা ও মন্দিরের সেনাপতি এবং সিদূকিবর্গ ব্যস্ত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল; এবং তাহাদিগকে ৩ ধরিয়া দিন অবসান প্রযুক্ত পরদিবস পর্য্যন্ত বদ্ধ করিয়া রাখিল। তথাপি যে সমূহলোক তাহাদের উপদেশ শ্র- ৪ বণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করা- তে শিষ্যদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ সহস্র পুরুষ হইল।

পরদিবসে অধ্যক্ষেরা ও প্রাচীনেরা এবং অধ্যাপকগণ ৫ ও হানন নামে মহাযাজক এবং কিয়ফা ও যোহন ও ৬ সিকন্দর ইত্যাদি মহাযাজকের জ্ঞাতি সকল যিরূশালম নগরেতে একত্র হইয়া প্রেরিতদিগকে মধ্যস্থানে দাঁড় ৭ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি ক্ষমতাতে বা কি নামেতে এই কর্ম্ম করিয়াছ? তখন পিতর পবিত্র ৮ আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া উত্তর করিল; হে লোকদের অধ্যক্ষবর্গ, হে ইস্রায়েলের প্রাচীনেরা, এই দুর্ব্বল মনু- ৯ ষ্যের প্রতি যে হিতকর্ম্ম করা গিয়াছে, অর্থাৎ সে কি প্রকারে সুস্থ হইয়াছে, তাহা যদি অদ্য আমাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তবে তাবৎ ইস্রায়েল লোক ও তোমরা ১০ সকলে জ্ঞাত হও, নাসরতীয় যে যীশু খ্রীষ্টকে তোমরা ক্রুশে বধ করিয়াছ, এবং যাঁহাকে ঈশ্বর কবরহইতে উঠাইয়াছেন, তাঁহার নামে ঐ ব্যক্তি সুস্থ হইয়া তো- মাদের সম্মুখে দাঁড়াইতেছে। গাঁথকেরা যে তোমরা, ১১ তোমাদের দ্বারা অবজ্ঞাত যে প্রস্তর কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল সে এই। তদ্ভিন্ন আর কাহারো- ১২ হইতে পরিত্রাণ হইতে পারে না; যাহাদ্বারা ত্রাণ পা-

ওয়া যায়, ভূমণ্ডলস্থ লোকদের মধ্যে এমন আর কোন নামই প্রচারিত হয় নাই।

১৩ তখন পিতরের এবং যোহনের এতদ্রূপ সাহস দেখিয়া, তাহারা অবিদ্বান ইতর লোক, ইহা বুঝিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল; এবং তাহারা যে যীশুর সঙ্গী

১৪ হইয়াছিল, হইা জানিতে পারিল। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে ঐ সুস্থ মনুষ্যকে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহারা আর

১৫ কোন আপত্তি করিতে পারিল না। পরে তাহাদিগকে সভাহইতে স্থানান্তরে যাইতে আজ্ঞা দিয়া পরস্পর এই

১৬ পরামর্শ করিতে লাগিল, সে মনুষ্যদিগকে আমরা কি করিব? তাহারা যে একটা প্রসিদ্ধ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছে, তাহা যিরূশালম নিবাসি তাবৎ লোকের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না।

১৭ কিন্তু লোকদের মধ্যে ইহা যেন ব্যাপিয়া না যায়, এই নিমিত্তে তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া এই নামেতে কোন মনুষ্যকেই আর উপদেশ দিও না, দৃঢ় রূপে এই নি-

১৮ ষেধ করিয়া দি। তদনন্তর প্রেরিতদিগকে ডাকিয়া এই আজ্ঞা দিল, ইহার পর যীশুর নামেতে কদাচ কোন কথা কহিও না, এবং কোন উপদেশও দিও না।

১৯ তাহাতে পিতর এবং যোহন উত্তর করিল, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা কিম্বা তোমাদের আজ্ঞা পালন করা, এই উভয়ের মধ্যে ঈশ্বরের গোচরে কোনটা

২০ বিহিত, তাহা তোমরা বিবেচনা কর। আমরা যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তাহা যে প্রচার করিব না,

২১ এমত কখনো হইতে পারে না। আর যাহা ঘটিল, তাহা দেখিয়া সকল লোকই ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিতে লাগিল; তন্নিমিত্তে লোকভয় প্রযুক্ত তাহাদিগকে

শাস্তি দিবার কোন উপায় না পাওয়াতে তাহারা পুনর্ব্বার তর্জ্জন করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল। যে ২২ মনুষ্যের স্বাস্থ্য করণরূপ এই আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা গিয়াছিল, তাহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

পরে তাহারা বিদায় পাইয়া আপন সঙ্গিদের নিকটে ২৩ গিয়া প্রধান যাজকগণের ও প্রাচীন লোকদের উক্ত সমস্ত কথা জানাইল। তাহা শুনিয়া সকলে একচিত্ত ২৪ হইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে এই প্রার্থনা করিতে লাগিল; হে প্রভো, আকাশ ও পৃথিবী ও সমুদ্র এবং তন্মধ্যস্থ বস্তু সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর তুমি; তুমি ২৫ নিজ সেবক দায়ূদের দ্বারা এই কথা কহিয়াছ, যথা, "অন্যদেশীয়েরা কেন কলহ করে? ও লোকেরা কেন "অনর্থক চিন্তা করে? পরমেশ্বরের ও তাঁহার অভিষিক্ত ২৬ "ব্যক্তির বিপরীতে ভূপতিরা দণ্ডায়মান হয়, ও রাজারা "পরস্পর পরামর্শ করে।" ফলতঃ তোমার হস্তের ও ২৭ মন্ত্রণাদ্বারা পূর্ব্বে যাহা২ স্থির করা গিয়াছিল, তাহা যেন সিদ্ধ হয়, এই জন্যে যাঁহাকে তুমি অভিষিক্ত ক- ২৮ রিয়াছ, এমন যে তোমার পবিত্র পুত্র যীশু, তাঁহার প্রতিকূলে হেরোদ এবং পন্তিয় পীলাত ও অন্যদেশীয় লোক এবং ইস্রায়েল লোক, ইহারা সকলে সভাস্থ হইল। হে পরমেশ্বর এখন তাহাদের তর্জ্জন গর্জ্জন ২৯ শ্রবণ কর; এবং তোমার বাহুবল প্রকাশ করণ পূর্ব্বক ৩০ তোমার পবিত্র পুত্র যীশুর নামেতে আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও অসম্ভব কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা দিয়া তোমার সেবকদিগকে নির্ভয়ে তোমার বাক্য প্রচার করিতে দেও। এই রূপে প্রার্থনা করণেতে যে স্থানে তাহারা সভাস্থ ৩১ ছিল, ঐ স্থান কাঁপিতে লাগিল; এবং সকলে পবিত্র

আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া ঈশ্বরের কথা সাহসে প্রচার করিতে লাগিল।

৩২ আর প্রত্যয়কারি লোকসমূহ একচিত্ত ও একমনা হইয়া থাকিল; তাহাদের কেহ নিজ সম্পত্তি আপনার জ্ঞান করিল না, কিন্তু তাহাদের সর্ব্বস্ব সাধারণে থা-
৩৩ কিল। অপর প্রেরিতেরা মহাক্ষমতা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রভু যীশুর উত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিল, ও তাহাদের স-
৩৪ কলের প্রতি মহা অনুগ্রহ হইল। আর তাহাদের মধ্যে কোন জনের অকুলান হইল না; কারণ তাহাদের বাটী ঘর ভূম্যাদি যাহার যাহা ছিল, তাহা তাহারা বি-
৩৫ ক্রয় করিয়া তাহার মূল্য আনিয়া প্রেরিতদের চরণে রাখিলে প্রত্যেক জনের যেমন প্রয়োজন, তদনুসারে
৩৬ তাহাকে দত্ত হইল। এই রূপে কুপ্র উপদ্বীপীয় লেবি বংশজাত যোশি নামে এক জন ভূমির অধিকারী ছিল, যাহাকে প্রেরিতেরা বর্ণব্বা অর্থাৎ সান্ত্বনাদায়ক বলি-
৩৭ য়া ডাকিত, সে ব্যক্তি নিজ ভূমি বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য আনিয়া প্রেরিতদের চরণে রাখিল।

৫ অধ্যায়।

১ ধনবিভাগ বিষয়ে কপটতা করাতে অননিয়ের ও সফীরার মরণ ১২ ও প্রেরিতদের অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া করণ ১৭ ও তাহাদিগকে কারাগারে রাখন ও দিব্য দূতদ্বারা তাহাদের মুক্তি ও মহাযাজকের কাছে পিতরের উত্তর ৩৩ ও সেই উত্তরেতে ক্রুদ্ধ লোকদের সহিত গমিলীয়েল্ পরামর্শ দিলে পর তাহাদের প্রেরিতদিগকে প্রহার করিয়া বিদায় করণ।

১ তখন অননিয় নামে এক জন, যাহার পত্নীর নাম
২ সফীরা, ঐ ব্যক্তি অধিকার বিক্রয় করিয়া আপন স্ত্রীর জ্ঞাতসারে তাহার মূল্যের এক অংশ লুকাইয়া রাখিয়া,

অন্য অংশমাত্র আনিয়া প্রেরিতদের চরণে সমর্পণ করিল। তাহাতে পিতর কহিল, হে অননিয়, ভূমির মূল্য ৩ কিছু গোপন করিয়া রাখিতে এবং পবিত্র আত্মার নিকটে মিথ্যা কথা কহিতে শয়তান কেন তোমার অন্তঃকরণে প্রবৃত্তি দিয়াছে? ঐ ভূমি যখন তোমার হস্তগত ৪ ছিল, তখন কি তোমার নিজের ছিল না? এবং বিক্রয় করিলে পর তাহার মূল্য কি তোমার নিজ অধিকারে ছিল না? তবে অন্তঃকরণে এমন কুকল্পনা কেন করিয়াছ? তুমি কেবল মানুষের কাছে মিথ্যা কথা কহিলা না, কিন্তু ঈশ্বরের কাছেও কহিলা। এই ৫ কথা শুনিবামাত্র ঐ অননিয় ভূমিতে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল; এই বিষয় যত লোক শুনিল, সকলেরই বড় ভয় জন্মিল। পরে যুবলোকেরা উঠিয়া তা- ৬ হাকে বস্ত্রে জড়াইয়া বাহিরে লইয়া গিয়া কবর দিল। অনন্তর এক প্রহরের পর কি হইয়াছে, তাহা অবগত ৭ না হইয়া তাহার স্ত্রীও সে স্থানে উপস্থিতা হইল। তাহাতে পিতর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা এত ৮ টাকাতে ভূমি বিক্রয় করিয়াছ কি না? তাহা বল; তখন সে উত্তর করিল, হাঁ, এত টাকাতেই বটে। তাহাতে পিতর কহিল, তোমরা কেমন করিয়া পরমে- ৯ শ্বরের আত্মাকে পরীক্ষা করিতে একপরামর্শ হইয়াছ? দেখ, যাহারা তোমার স্বামিকে কবর দিয়াছে, তাহারা দ্বারের নিকটেই উপস্থিত আছে, এবং তোমাকেও বাহিরে লইয়া যাইবে। তাহাতে সেও তৎক্ষণাৎ ১০ তাহার চরণের নিকটে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল; পরে সে যুবকেরা ভিতরে আসিয়া তাহাকেও মৃতা দেখিয়া বাহির করণ পূর্ব্বক তাহার স্বামির পার্শ্বে ক-

১১ বর দিল। তাহাতে মণ্ডলীর তাবৎ লোক এবং অ-
ন্যান্য লোক এই কথা শুনিলে সকলেরই বড় ভয়
জন্মিল।
১২ পরে প্রেরিতদের হস্তদ্বারা লোকদের মধ্যে অনেক২
আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত কর্ম্ম করা গেল; তখন শিষ্যেরা
সকলেই একচিত্ত হইয়া সুলেমানের বারাণ্ডাতে একত্র
১৩ হইল। তাহাদের দলভুক্ত হইতে অন্য কাহারও সাহস
হইল না, কিন্তু লোকেরা তাহাদিগকে সমাদর করিল।
১৪ আর স্ত্রী পুরুষ অনেক২ লোক প্রভুতে বিশ্বাস ক-
১৫ রিয়া মণ্ডলীভুক্ত হইল। এবং পিতরের যাতায়াতে
কোন ক্রমে তাহার ছায়া কোন জনে লাগে, এই
আশয়েতে লোকেরা পীড়িতদিগকে ডুলীতে ও খট্টাতে
১৬ লইয়া পথে২ রাখিতে লাগিল। এবং চতুর্দ্দিক্স্থ নগ-
রহইতে অনেক লোক একত্র হইয়া পীড়িত ও অপ-
বিত্র ভূতগ্রস্ত প্রভৃতি রোগিদিগকে যিরূশালমে আনি-
লে সকলকেই সুস্থ করা গেল।
১৭ পরে মহাযাজক এবং তাহার সহচর সিদূকিদের ম-
১৮ তাবলম্বী সকল মহাক্রোধান্বিত হইয়া প্রেরিতদিগকে ধ-
রিয়া ইতর লোকদের কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিল।
১৯ কিন্তু রাত্রিকালে পরমেশ্বরের দূত ঐ কারাগারের দ্বার
খুলিয়া তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া কহিল, তোমরা
গিয়া মন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া লোকদের প্রতি এই
২০ জীবনদায়ক তাবৎ কথা প্রচার কর। ইহা শুনিয়া
তাহারা প্রত্যূষে মন্দিরে উপস্থিত হইয়া উপদেশ দিতে
২১ লাগিল। ইতিমধ্যে সহচরগণের সহিত মহাযাজক আ-
সিয়া মন্ত্রিগণকে এবং ইস্রায়েল বংশের প্রাচীনগণকে
সভাস্থ করিয়া কারাগারহইতে তাহাদিগকে আনাইবার

নিমিত্তে পদাতিকগণকে পাঠাইয়া দিল। তাহাতে তা- ২২
হারা গমন করিয়া কারাগারে তাহাদিগকে না পাইয়া
ফিরিয়া আসিয়া এই সমাচার দিল, আমরা তথায় যা- ২৩
ইয়া নিরাপদে কারাগারের দ্বার বদ্ধ এবং রক্ষকদিগ-
কে দ্বারের বাহিরে দণ্ডায়মান দেখিলাম বটে, কিন্তু
দ্বার মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে কাহাকেও পাইলাম না।
এ কথা শুনিয়া মহাযাজক ও মন্দিরের সেনাপতি এবং ২৪
প্রধান যাজকেরা, ইহার পর আরো কি হইবে? ইহা
ভাবিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হইল। ইতোমধ্যে আর এক জন ২৫
আসিয়া এই সংবাদ দিল, দেখ, তোমরা যে মনুষ্য-
দিগকে কারাগারে রাখিয়াছিলা, তাহারা মন্দিরে দাঁ-
ড়াইয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতেছে। তখন মন্দিরের ২৬
সেনাপতি পদাতিকগণকে সঙ্গে করিয়া তথায় যাইয়া,
লোকদের দ্বারা প্রস্তরে আহত হওনের ভয়েতে অত্যা-
চার ব্যতিরেকে তাহাদিগকে আনিল। অপর তাহা- ২৭
রা মহাসভার মধ্যে তাহাদিগকে আনিয়া রাখিলে পর
মহাযাজক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, এই নামে ২৮
উপদেশ দিতে আমরা কি দৃঢ় রূপে নিষেধ করি নাই?
তথাপি দেখ, তোমরা আপনাদের সেই উপদেশে
যিরূশালম পরিপূর্ণ করিয়া সেই ব্যক্তির রক্তপাতজন্য
দোষ আমাদের প্রতি বর্ত্তাইতে চেষ্টা পাইতেছ।
তাহাতে পিতর এবং অন্য প্রেরিতেরা উত্তর করিল, ২৯
মনুষ্যের আজ্ঞা পালন অপেক্ষায় ঈশ্বরের আজ্ঞা পা-
লন করা আমাদের উচিত। যে যীশুকে তোমরা ক্রুশে ৩০
বিদ্ধ করিয়া বধ করিয়াছ, তাঁহাকে আমাদের পৈতৃক ৩১
ঈশ্বর উত্থিত করিয়া ইস্রায়েল বংশদিগের মনঃপরিবর্ত্ত-
ন ও পাপক্ষমা করিতে রাজা ও পরিত্রাণকর্ত্তা করিয়া

৩২ আপন দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার উন্নতি করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে আমরাও তাঁহার সাক্ষী আছি, তাহা কেবল নয়, ঈশ্বর আজ্ঞাবহদিগকে যে পবিত্র আত্মা দিয়াছেন, তিনিও সাক্ষী আছেন।

৩৩ এ কথা শুনিলে তাহাদের হৃদয় বিদ্ধ হইল, এবং তাহারা তাহাদিগকে বধ করিতে মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

৩৪ ইতোমধ্যে সকল লোকের মধ্যে সুখ্যাত গমিলীয়েল্ নামে এক জন ব্যবস্থাপক ফিরূশি লোক সভাতে দাঁড়াইয়া প্রেরিতদিগকে ক্ষণের নিমিত্তে স্থানান্তর যাই-

৩৫ তে আজ্ঞা দিয়া কহিতে লাগিল, হে ইস্রায়েল বংশীয় সকল, তোমরা এই মনুষ্যদের প্রতি যাহা করি-

৩৬ তে উদ্যত আছ, তাহাতে সাবধান হও। ইহার পূর্ব্বে থূদা নামে এক জন উপস্থিত হইয়া আপনাকে কোন মহাপুরুষ বলিলে প্রায় চারি শত লোক তাহার মতাবলম্বী হইল; পরে সে হত হইল, ও তাহার আজ্ঞাবহ যত ছিল, সকলেই ছিন্নভিন্ন হইয়া অকৃতকার্য্য হইল।

৩৭ ঐ ব্যক্তির পর নাম লিখিয়া দিবার সময়ে গালীলীয় যিহূদা নামে এক জন উপস্থিত হইয়া অনেক লোককে আপন মতেতে লওয়াইল; তাহাতে সেও বিনষ্ট হইল, এবং তাহার আজ্ঞাবহ যত ছিল, সকলে ছিন্নভিন্ন হ-

৩৮ ইয়া গেল। অতএব এখন বলি, তোমরা এই মনুষ্যদের প্রতি কিছু না করিয়া ক্ষান্ত হও; কেননা এই পরামর্শ এবং এই কর্ম্ম যদি মনুষ্যহইতে হইয়া থাকে, তবে

৩৯ বিফল হইয়া যাইবে; কিন্তু যদি ঈশ্বরহইতে হইয়া থাকে, তবে তাহার অন্যথা করিতে পারিবা না, বরঞ্চ ঈ-

৪০ শ্বরের প্রতি বিরোধী হইয়া উঠিবা। তখন তাহার পরামর্শ স্বীকার করিয়া তাহারা প্রেরিতদিগকে ডাকিয়া

প্রহার করিয়া যীশুর নামেতে কোন কথা কহিতে নি-
ষেধ করিয়া বিদায় করিল। কিন্তু তাঁহার নামের নি- ৪১
মিত্তে লজ্জা ভোগ করিতে আপনারা যে যোগ্যপাত্র
গণ্য হইয়াছে, ইহাতে আহ্লাদিত হইয়া তাহারা সভা-
স্থদিগের সাক্ষাৎহইতে প্রস্থান করিল। পরে দিনে২ ৪২
মন্দিরে ও ঘরে২ অবিশ্রামে উপদেশ দিতে ও যীশু খ্রী-
ষ্টের সুসমাচার প্রচার করিতে লাগিল।

৬ অধ্যায়।

১ দরিদ্রগণের জন্যে সাত সেবককে নিযুক্ত করণ ৫ ও সেই সাত
জনের মধ্যে স্তিফানের বিষয় ৮ ও অবিশ্বাসিদের সহিত বিবাদ
করাতে স্তিফানের অপবাদিত হওন।

অপর ঐ সময়ে শিষ্যগণের বাহুল্য হওয়াতে দিব- ১
সিক দান বিতরণে অন্যদেশ প্রবাসিদের বিধবা স্ত্রীগণ
উপেক্ষিত হইলে ইব্রীয় লোকদের সহিত অন্যদেশ প্র-
বাসিদের বিবাদ উপস্থিত হইল। তখন দ্বাদশ প্রে- ২
রিত তাবৎ শিষ্যকে একত্র ডাকিয়া কহিল, ঈশ্বরের
কথা প্রচার করণ ত্যাগ করিয়া ভোজনের তত্ত্বাবধারণ
করা আমাদের উচিত নহে। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, ৩
আমরা যাহাদিগকে এই কর্ম্মের ভার দিতে পারি,
এমত সুখ্যাত্যাপন্ন এবং পবিত্র আত্মাতে ও জ্ঞানেতে
পরিপূর্ণ সাত জনকে আপনাদের মধ্যহইতে মনোনীত
কর। কিন্তু আমরা প্রার্থনা করণ ও কথা প্রচার ৪
কর্ম্মে নিত্য প্রবৃত্ত থাকিব।

এ কথাতে তাবৎ লোক সন্তুষ্ট হইয়া আপনাদের ৫
মধ্যহইতে প্রত্যয়েতে ও পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ স্তি-
ফান ও ফিলিপ ও প্রখর ও নীকানর ও তীমোন্ ও
পর্ম্মিনা এবং যিহূদী মতাবলম্বী আন্তিয়খিয়ার নিকলায়,

৬ এই সাত জনকে প্রেরিতদের সম্মুখে আনিলে তাহারা প্রার্থনা করিয়া তাহাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিল।
৭ অপর ঈশ্বরের কথা ব্যাপিয়া গেল, বিশেষতঃ যিরূশালম নগরে শিষ্যদের সংখ্যা প্রচুর রূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; এবং যাজকদের মধ্যেও অনেকে খ্রীষ্টের ধর্ম্মাবলম্বী হইল।

৮ স্তিফান প্রত্যয়েতে ও পরাক্রমেতে পরিপূর্ণ হইয়া লোকদের মধ্যে নানা প্রকার অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য কর্ম্ম
৯ করিল। তাহাতে লিবর্ত্তীন নামে খ্যাত দলের কএক জন, এবং কুরীণীয় ও সিকন্দরীয় ও কিলিকীয় এবং আশিয়া দেশীয় কতক লোক উঠিয়া স্তিফানের সঙ্গে বা-
১০ দানুবাদ করিল। কিন্তু স্তিফান জ্ঞানেতে ও পবিত্র আত্মাতে এই মত কথা কহিল, যে তাহারা আপত্তি ক-
১১ রিতে পারিল না। পরে কএক জনকে লোভ দেখাইলে তাহারা এই কথা কহিল, আমরা তাহার মুখে
১২ মূসার এবং ঈশ্বরের নিন্দাকথা শুনিলাম। লোকদিগকে ও প্রাচীনগণকে এবং অধ্যাপকদিগকে এই রূপে কুপ্রবৃত্তি দিয়া তাহাকে ধরিয়া মহাসভামধ্যে আনিল।
১৩ পরে কএক জন মিথ্যা সাক্ষিকে আনিলে তাহারা কহিল, এই ব্যক্তি এই ধর্ম্মধামের ও ব্যবস্থার নিন্দা
১৪ করা ত্যাগ করে না। ফলতঃ নাসরতীয় যীশু এই স্থান উচ্ছিন্ন করিবে, এবং মূসার সমর্পিত আমাদের বিধি
১৫ অন্যথা করিবে, তাহার এমন কথা শুনিলাম। তখন মহাসভাস্থ সকলে তাহার প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া স্বর্গদূতের মুখ সদৃশ তাহার মুখ দেখিল।

৭ অধ্যায়।

১ মহাযাজকের প্রতি স্তিফানের উত্তর ২ ও পূর্ব্বপুরুষদের বৃত্তান্ত কথন ১৭ ও মূসার বিবরণ ও সুলেমানের সময় পর্য্যন্ত লোকদের বিবরণ ৫১ ও যিহূদীয়দের প্রতি স্তিফানের অনুযোগ ৫৪ ও প্রস্তরাঘাতে স্তিফানকে বধ করণ।

পরে মহাযাজক জিজ্ঞাসা করিল, এই কথা কি ১ সত্য? তাহাতে সে উত্তর করিল, হে পিতৃ ও ভ্রাতৃ ২ লোক সকল, মনোযোগ কর। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম হারণ্ নগরে বাস করণের পূর্ব্বে যে সময়ে অরাম্-নহরয়িম দেশে ছিল, তৎকালে তেজোময় ঈশ্বর দর্শন দিয়া তাহাকে কহিলেন, "তুমি আপন দেশ ও ৩ "জ্ঞাতি ও কুটুম্ব পরিত্যাগ করিয়া আমি যে দেশ "তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল।" অতএব সে ৪ কস্দীয় দেশ ত্যাগ করিয়া হারণ্ নামক নগরে বাস করিল; অনন্তর তাহার পিতার মৃত্যু হইলে পর যে দেশে তোমরা এখন বাস করিতেছ, এই দেশে ঈশ্বর তাহাকে প্রবাস করাইলেন। কিন্তু তাহাকে কিছুমাত্র ৫ অধিকার অর্থাৎ এক পদ পরিমিত ভূমিও দিলেন না; তৎকালে তাহার কোন সন্তান ছিল না, তথাপি 'তুমি ও তোমার ভাবিবংশ এই দেশের অধিকারী হইবা,' তাহার প্রতি এই অঙ্গীকার করিলেন। ঈশ্বর এই রূপ ৬ আরও কহিলেন, "তোমার সন্তানগণ চারি শত বৎসর "পরদেশে প্রবাস করিবে, এবং তদ্দেশীয় লোকেরা "তাহাদিগকে দাসত্বে রাখিয়া তাহাদের প্রতি কুব্যব- "হার করিবে।" এবং ঈশ্বর এ কথাও কহিলেন, "যা- ৭ "হারা তাহাদিগকে দাস্য কর্ম্ম করাইবে, আমি তাহা- "দের দণ্ড করিব; পরে তাহারা বহির্গত হইয়া এই "স্থানে আমার সেবা করিবে।" পরে তিনি তাহাকে ৮

ত্বক্ছেদের নিয়ম দিলেন; অতএব ইস্হাক নামে ই-
ব্রাহীমের এক পুত্র হইলে পর অষ্টম দিবসে তাহার
ত্বক্ছেদ করিল; ঐ ইস্হাকের পুত্র যাকূব, এবং ঐ যা-
কূবের ঔরসেতে আমাদের দ্বাদশ পূর্ব্বপুরুষ জন্মিল।
৯　পরে ঐ পূর্ব্বপুরুষেরা যূষফের প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়া
১০ মিসর্ দেশে পাঠাইতে তাহাকে বিক্রয় করিল। কিন্তু
ঈশ্বর তাহার সহায় হইয়া সকল দুর্গতিহইতে রক্ষা
করিয়া তাহাকে বুদ্ধি দিয়া মিসরদেশের রাজা ফিরৌ-
ণের প্রিয়পাত্র করিলেন; এবং মিসরদেশ ও তাবৎ রা-
১১ জপুরীর শাসনকর্ত্তৃত্ব পদ তাঁহাকে দিলেন। সেই সম-
য়ে মিসর ও কিনান্ দেশ দুর্ভিক্ষহেতু বড় ক্লিষ্ট হও-
য়াতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভক্ষ্যদ্রব্য পাইল না।
১২ কিন্তু মিসরদেশে শস্য আছে, যাকূব এই সংবাদ পাইয়া
প্রথমে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মিসরে পাঠাইল।
১৩ পরে দ্বিতীয় বার গমনে যূষফ আপন ভ্রাতাদের পরি-
চিত হইল, এবং যূষফের জ্ঞাতি ফিরৌণের কাছে প-
১৪ রিচিত হইল। পরে যূষফ ভ্রাতৃগণকে পাঠাইয়া আ-
পন পিতা যাকূবকে এবং আপন পঁচাত্তর জন জ্ঞা-
১৫ তিকে আপনার নিকটে আহ্বান করিল। তাহাতে যা-
কূব মিসরদেশেতে গিয়া আপনি এবং আমাদের পূর্ব্ব-
১৬ পুরুষেরা সে স্থানে মরিল। তাহাতে লোকেরা তাহা-
দিগকে শিখিমে লইয়া গিয়া যে কবরস্থান ইব্রাহীম মু-
দ্রা দিয়া শিখিমের পিতা হমোরের পুত্রদিগের নিকটে
ক্রয় করিয়াছিল, তন্মধ্যে তাহাদিগকে কবর দিল।
১৭　পরে ঈশ্বর ইব্রাহীমের নিকটে শপথ পূর্ব্বক যে প্র-
তিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ঐ প্রতিজ্ঞা ফলিবার সময় নি-
কট হইলে ইস্রায়েল লোকেরা মিসরদেশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত

হইয়া বহুসংখ্যক হইতে লাগিল। অবশেষে যূষফকে ১৮ চিনে না, এমন আর এক রাজা উপস্থিত হইয়া আ- ১৯ মাদের জ্ঞাতিবর্গের সহিত ধূর্ত্ততা করিয়া পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি কুব্যবহার পূর্ব্বক তাহাদের বংশ লোপ করণের আশয়েতে তাহাদের নব২ জাত শিশুদিগকে বাহিরে ফেলিয়া দিল। এমন সময়ে মূসা জন্মিল; সে পরম ২০ সুন্দর হইল, এবং পিতৃগৃহে তিন মাস পর্য্যন্ত পালিত ছিল। কিন্তু বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইলে পর ফিরৌণের ২১ কন্যা তাহাকে তুলিয়া লইয়া পোষ্যপুত্র করিয়া প্রতি- পালন করিল। তাহাতে ঐ মূসা মিসরদেশীয় সমস্ত ২২ বিদ্যাতে পারদর্শী হইয়া বাক্যে ও ক্রিয়াতে ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিল। অপর সম্পূর্ণ চল্লিশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত ২৩ হইলে পর ইস্রায়েল বংশীয় আপন ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিল। পরে তাহাদের এক ২৪ জনকে হিংসিত দেখিয়া তাহার সপক্ষ হইয়া হিংসিত ব্যক্তির উপকার করিয়া মিস্রীয় ব্যক্তিকে বধ করিল। তাহার হস্তদ্বারা ঈশ্বর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন, তা- ২৫ হার ভ্রাতৃগণ ইহা বুঝিবে, সে এই মত অনুমান ক- রিল; কিন্তু তাহারা বুঝিল না। তাহার পরদিনে তা- ২৬ হাদের দুই জনের বিবাদ উপস্থিত হইলে মূসা নি- কটে গিয়া তাহাদের মিলন করিতে মনস্থ করিয়া ক- হিল, হে মহাশয়েরা, তোমরা ভ্রাতৃগণ, পরস্পর অ- ন্যায় কর কেন? তাহাতে প্রতিবাসির প্রতি অন্যায় ক- ২৭ রিয়াছিল যে ব্যক্তি, সে তাহাকে দূর করিয়া কহিল, কে তোমাকে আমাদের উপরে রাজা ও বিচারকর্ত্তা করিয়া নিযুক্ত করিয়াছে? কল্য যেমন মিস্রীয় লোক- ২৮ কে বধ করিলা, তদ্রূপ কি আমাকেও বধ করিতে চাহ?

২৯ তখন মূসা এমন কথা শুনিয়া পলায়ন করিল, এবং মিদিয়ন্ দেশে গিয়া প্রবাসী হইয়া থাকিল; আর সে
৩০ স্থানে তাহার দুই পুত্র জন্মিল। পরে চল্লিশ বৎসর গত হইলে সীনয়্ পর্ব্বতের প্রান্তরে একটা প্রজ্বলিত ঝোপের অগ্নিশিখাতে স্থিত হইয়া পরমেশ্বরের দূত
৩১ তাহাকে দর্শন দিলেন। মূসা তাহা দেখিয়া অদ্ভুত জ্ঞান করিয়া বিশেষ জানিবার নিমিত্তে নিকটে যাই-
৩২ তেছিল; এমন সময়ে "আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষদের "ঈশ্বর, ফলতঃ ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও ইস্‌হাকের ঈশ্বর "ও যাকূবের ঈশ্বর," মূসার উদ্দেশে পরমেশ্বরের এ-মত আকাশবাণী হইলে সে কম্পান্বিত হইয়া নিরীক্ষণ
৩৩ করিতে আর সাহস করিতে পারিল না। পরে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, "তোমার পদহইতে পাদুকা "দূর কর, তুমি যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছ, সে পবিত্র
৩৪ "ভূমি। আমি মিসরে স্থিত আপন লোকদের অত্যন্ত "ক্লেশ দেখিলাম, এবং তাহাদের রোদনও শুনিলাম, "আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে নামিয়া আইলাম;
৩৫ "এখন আইস, মিসরদেশে তোমাকে পাঠাই।" দেখ, 'কে তোমাকে রাজা ও বিচারকর্ত্তা করিয়া নিযুক্ত করিয়াছে?' এই কথা বলিয়া তাহারা যে মূসাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, ঝোপেতে দর্শনদায়ক দূতদ্বারা ঈশ্বর সেই মূসাকে শাসনকর্ত্তা এবং মুক্তিদাতা করিয়া পাঠা-
৩৬ ইলেন। আর সে মিসরদেশে ও সূফ্ নামক সমুদ্রে এবং মহাপ্রান্তরে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত নানাবিধ অদ্ভুত কর্ম্ম ও লক্ষণ দেখাইয়া তাহাদিগকে বহির্গত ক-
৩৭ রিয়া আনিল। আর "তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তো-"মাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যহইতে আমার সদৃশ এক জন

"ভবিষ্যদ্বক্তার উদয় করিবেন, তাঁহার কথাতে তোমরা "মনোযোগ করিবা," যে ব্যক্তি ইস্রায়েলের বংশদিগকে এই কথা কহিল, সে এই মূসা। আর সেও মহা- ৩৮ প্রান্তরে মণ্ডলীর মধ্যে সীনয় পর্ব্বতে আপনার প্রতি বাক্যবাদি দূত এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষ, এই উভ- য়ের সঙ্গী হইয়া আমাদিগকে দিবার নিমিত্তে জীবন- দায়ক বাক্য পাইল। তথাপি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ৩৯ তাহাকে অমান্য করিয়া আপনাদের নিকটহইতে দূর করণ পূর্ব্বক মিসরদেশে ফিরিয়া যাইতে মনে২ অভি- লাষ করিয়া হারোণ্‌কে কহিল, "আমাদের অগ্রসর হ- ৪০ "ইয়া যাইতে আমাদের নিমিত্তে দেবতা নির্ম্মাণ কর, "কেননা মিসরদেশহইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া "আনিল যে মূসা, তাহার কি দশা ঘটিল, তাহা আ- "মরা জানি না।" সেই সময়ে তাহারা একটি গো- ৪১ বৎসাকৃতি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উদ্দেশে ব- লিদান পূর্ব্বক আপনাদের হস্তকৃত বস্তুতে আনন্দিত হ- ইতে লাগিল। তাহাতে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি বিমুখ ৪২ হইয়া আকাশস্থ জ্যোতির্গণকে পূজা করিতে তাহাদিগ- কে দিলেন; যে রূপ ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থে লেখা আছে; যথা, "হে ইস্রায়েল বংশ, তোমরা চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত "মহাপ্রান্তরে থাকিয়া যে সকল বলিদান ও হোমাদি "করিলা, তাহা কি কেবল আমার উদ্দেশে করিলা? "তাহা নহে, কিন্তু তোমরা মোলক্ নামে দেবতার ৪৩ "তাম্বু, এবং আপনাদের রিম্ফন্ নামে দেবতার নক্ষত্র, "এই যে প্রতিমূর্ত্তি সেবার্থে নির্ম্মাণ করিলা, তাহা উ- "ঠাইয়া লইলা; অতএব আমি তোমাদিগকে বাবি- "লের ওপারে লইয়া যাইব।" আরও 'যে নিদর্শন দে- ৪৪

খিয়াছ, তদনুসারে আবাস নির্ম্মাণ কর,' যাহার বি-
ষয়ে ঈশ্বর মূসাকে এ কথা কহিয়াছিলেন, সেই তাঁহার
নিরূপিত সাক্ষ্যস্বরূপ আবাস আমাদের পিতৃগণের সঙ্গে
৪৫ মহাপ্রান্তরে ছিল। পরে তাহাদের বংশজাত আমাদের
পূর্ব্বপুরুষেরা যিহোশূয়ের সময়ে তাহা লইয়া গিয়া,
যাহাদিগকে ঈশ্বর আমাদের পিতৃগণের সাক্ষাৎহইতে
দূর করিয়াছিলেন, সেই ভিন্ন দেশীয়দের অধিকারে-
তে আনিলে পর ঐ আবাস দায়ূদের অধিকার পর্য্যন্ত
৪৬ (সে স্থানে) ছিল। ঐ দায়ূদ ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাইয়া
যাকূবের ঈশ্বরের নিমিত্তে এক বাসস্থান নির্ম্মাণ ক-
৪৭ রিতে বাঞ্ছা করিল; কিন্তু সুলেমান তাঁহার জন্যে এক
৪৮ মন্দির নির্ম্মাণ করিল। তথাপি সর্ব্বোপরিস্থ যিনি,
তিনি যে কোন হস্তকৃত মন্দিরে বাস করেন, এমন
৪৯ নয়। ভবিষ্যদ্বক্তা এই কথা কহে, যথা, "পরমেশ্বর
"কহেন, স্বর্গই আমার সিংহাসন, ও পৃথিবী আমার
"পাদপীঠ; তবে তোমরা আমার নিমিত্তে কি রূপ
৫০ "গৃহ নির্ম্মাণ করিবা? ও আমার বিশ্রামস্থান কি? এ
"সকল বস্তু কি আমার হস্তকৃত নয়?"

৫১ অরে অনাজ্ঞাবহ এবং অন্তঃকরণে ও শ্রবণে দুষ্ট
লোক সকল, তোমরা অনবরত পবিত্র আত্মার প্রতি-
কূলাচরণ করিতেছ; তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন,
৫২ তোমরাও তেমনি। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোন্
ভবিষ্যদ্বক্তাকে তাড়না না করিয়াছে? যাহারা ঐ ধা-
র্ম্মিক ব্যক্তির আগমনের কথা কহিয়াছিল, তাহাদিগ-
কে বধ করিয়াছে; এবং তোমরা এখন তাঁহাকে
৫৩ পরহস্তগত করিয়া বধ করিলা। আর স্বর্গদূতগণদ্বারা
ব্যবস্থা পাইলেও তাহা পালন কর না।

এই কথা শুনিয়া তাহারা হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া তাহার ৫৪
প্রতি দন্তঘর্ষণ করিল। কিন্তু স্তিফান পবিত্র আত্মাতে ৫৫
পূর্ণ হইয়া আকাশের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের
তেজ এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে দণ্ডায়মান যীশুর দর্শন পা-
ইয়া কহিল, দেখ, মেঘের দ্বার মুক্ত ও মনুষ্যপুত্রকে ৫৬
ঈশ্বরের দক্ষিণে দণ্ডায়মান দেখিতেছি। তখন তাহারা ৫৭
উচ্চৈঃস্বর করিয়া কর্ণেতে অঙ্গুলি দিয়া একচিত্ত হইয়া
তাহার উপরে আক্রমণ করিল। অবশেষে তাহাকে ন- ৫৮
গরের বহির্গত করিয়া প্রস্তারাঘাত করিল; এবং সাক্ষি
লোকেরা শৌল্ নামে এক যুবকের চরণের নিকটে
আপনাদের বস্ত্র রাখিল। পরে হে প্রভো যীশু, আ- ৫৯
মার আত্মাকে গ্রহণ কর! স্তিফানের এই প্রার্থনার ক-
থা কহিবার সময়ে তাহারা তাহাকে প্রস্তরাঘাত করি-
তে লাগিল। তাহাতে সে হাঁটু পাতিয়া উচ্চৈঃস্বরে ৬০
চেঁচাইয়া, হে প্রভো, ইহাদের এই পাপের দণ্ড দিও
না! ইহা বলিয়া মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইল। আর তাহার
হত্যা করণেতে শৌলও সম্মত ছিল।

৮ অধ্যায়।

১ তাড়নাদ্বারা মণ্ডলীর লোক ছিন্নভিন্ন হইলে শোমিরোণ নগরে ফি-
লিপের গমন ও সেখানে অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া করণ ৯ ও মায়াবি
শিমোনের বিশ্বাস করণ ১৪ ও টাকাদ্বারা পবিত্র আত্মা ক্রয় করিতে
চেষ্টা করণে শিমোনের দোষ ২৬ ও ফিলিপের ও কূশ দেশীয় কৃত-
নপুংসকের বিবরণ।

আর সেই সময়ে যিরূশালম নগরস্থ মণ্ডলীর প্রতি ১
বড় তাড়না হওয়াতে প্রেরিত লোক ভিন্ন অন্য সকলে-
ই যিহূদা ও শোমিরোণ দেশের নানা স্থানে ছিন্নভিন্ন
হইয়া গেল। এবং ভক্ত লোকেরা ঐ স্তিফানকে কবর ২

৩ দিয়া বিস্তর বিলাপ করিল। কিন্তু শৌল ঘরে২ ভ্রমণ করিয়া স্ত্রী ও পুরুষগণকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারেতে বদ্ধ করণপূর্ব্বক মণ্ডলীর মহা উৎপাত করিতে লাগিল।
৪ তাহাতে যাহারা ছিন্নভিন্ন হইল, তাহারা সর্ব্বত্র ভ্রমণ
৫ করিয়া সুসমাচার প্রচার করিল। তখন ফিলিপ শোমিরোণের রাজধানীতে গিয়া খ্রীষ্টের প্রসঙ্গ প্রচার ক-
৬ রিল। এবং অশুচি ভূতাশ্রিত লোকদের হইতে ভূতগণ উচ্চৈঃস্বর করিয়া ছাড়িয়া গেল, এবং অনেক২ পক্ষা-
৭ ঘাতী ও খঞ্জ লোক স্বাস্থ্য পাইল; তাহাতে লোকেরা তাহার এই রূপ আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া সকলেই একচিত্ত হইয়া তাহার উক্ত প্রসঙ্গেতে মনোযোগ ক-
৮ রিল; এবং ঐ নগরেতে মহানন্দ হইল।

৯ আর ইহার পূর্ব্বকালে ঐ নগরে শিমোন নামে এক ব্যক্তি অনেক ২ মায়াক্রিয়া করিয়া আপনাকে কোন মহাপুরুষ বলিয়া শোমিরোণীয়দের মোহ জন্মাইয়াছি-
১০ ল; তাহাতে এই মানুষ ঈশ্বরের মহাশক্তিস্বরূপ, ইহা বলিয়া মহান ও ক্ষুদ্র সকলেই তাহাতে মনোযোগ
১১ করিল। এই রূপে সে বহুকালাবধি মায়াবি ক্রিয়াতে সকলকে একান্ত মোহিত করিয়াছিল, এবং তাহারা
১২ তাহাতে মনোযোগ করিল। কিন্তু ঈশ্বরের রাজত্ব এবং যীশু খ্রীষ্টের নাম বিষয়ক প্রসঙ্গ প্রচারকারি ফিলিপের কথাতে বিশ্বাস করিয়া তাহারা স্ত্রী পুরুষ
১৩ উভয় লোক বাপ্তাইজিত হইল। অবশেষে ঐ শিমোন আপনিও প্রত্যয় করিল, এবং বাপ্তাইজিত হইয়া ফিলিপের কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও লক্ষণ দেখিয়া অসম্ভব জ্ঞান করিয়া তাহার সঙ্গে থাকিল।

১৪ এই প্রকারে শোমিরোণ দেশীয় লোকেরা ঈশ্বরের

কথা গ্রহণ করিয়াছে, যিরূশালম নগরস্থ প্রেরিতগণ ঐ সংবাদ পাইলে পর পিতরকে ও যোহনকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিল। ১৫ তাহাতে তাহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, লোকেরা যেন পবিত্র আত্মা পায়, এই নিমিত্তে প্রার্থনা করিল। ১৬ কেননা তদবধি তাহারা কেবল প্রভু যীশুর নামেতে বাপ্তাইজিতমাত্র হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহারও প্রতি পবিত্র আত্মার আবির্ভাব হয় নাই। ১৭ তখন প্রেরিতেরা তাহাদের গাত্রে হস্তার্পণ করিলে পর তাহারা পবিত্র আত্মাকে পাইল। ১৮ এই রূপে লোকদের গাত্রে প্রেরিতেরা হস্তার্পণ করিলে তাহারা পবিত্র আত্মাকে পায়, ইহা দেখিয়া সেই শিমোন প্রেরিতদের নিকটে টাকা আনিয়া কহিল, ১৯ আমি যাহার গাত্রে হস্ত অর্পণ করিব, তাহারও যেন এই রূপ পবিত্র আত্মা প্রাপ্তি হয়, এই ক্ষমতা আমাকেও দেও। ২০ কিন্তু পিতর তাহাকে উত্তর করিল, তোমার টাকা তোমার সঙ্গে বিনষ্ট হউক, যেহেতুক ঈশ্বরের দান টাকাতে ক্রয় করিতে মনস্থ করিলা; ২১ এবং ঈশ্বরের প্রতি তোমার অন্তঃকরণ সরল নয়, এই জন্যে এ বিষয়ে তোমার অংশ কি অধিকার কিছুই নাই। ২২ অতএব এই পাপের নিমিত্তে খেদান্বিত হইয়া কোন প্রকারে তোমার মনের এই কুকল্পনার ক্ষমা হয়, এই জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর; ২৩ কেননা তুমি যে তিক্ত পিত্তে ও পাপের বন্ধনে আছ, তাহা বুঝিলাম। ২৪ তখন শিমোন কহিল, তবে তোমাদের উক্ত কথা আমাতে যেন না ফলে, এই নিমিত্তে তোমরা আমার জন্যে প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর। ২৫ এই প্রকারে তাহারা সাক্ষ্য দিয়া প্রভুর কথা প্রচার করিতে২

শোমিরোণীয়দের অনেক গ্রামেও সুসমাচার প্রচার করিতে২ যিরূশালম নগরে ফিরিয়া গেল।
২৬ পরে পরমেশ্বরের দূত ফিলিপকে এই আজ্ঞা দিয়া কহিল, তুমি উঠিয়া দক্ষিণদিগে যিরূশালমহইতে প্রান্তরের মধ্য দিয়া যে পথ অসা নগরেতে যায়, ঐ পথে
২৭ গমন কর। তাহাতে সে উঠিয়া গেলে পর কূশীয় লোকদের কন্দাকী নাম্নী রাণীর সমস্ত সম্পত্তির অধ্যক্ষ কূশ্ দেশীয় এক জন নপুংসক, সে ভজনা করণার্থে
২৮ যিরূশালম নগরে গমন করিলে পর প্রত্যাগমন কালে রথারূঢ় হইয়া যিশয়িয় নামে ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থ পাঠ
২৯ করিতেছিল। এমন সময়ে আত্মা ফিলিপকে কহিলেন, তুমি ঐ রথের নিকটে গিয়া তাহার সঙ্গে মিলন কর।
৩০ তাহাতে সে দৌড়িয়া গিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তৎকর্তৃক পঠ্যমান যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার বাক্য শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যাহা পাঠ করিতেছ, তাহা
৩১ কি বুঝিতে পার? তাহাতে সে কহিল, কেহ আমাকে বুঝাইয়া না দিলে কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব? তাহাতে সে ফিলিপকে রথে আরোহণ করিতে
৩২ ও আপনার সঙ্গে বসিতে নিবেদন করিল। যে স্থানে এই কথা লিখিত আছে, "তিনি হত হওনের জন্যে "মেষের ন্যায় আনীত হইলেন, আর লোমচ্ছেদকের "সম্মুখে যেমন মেষশাবক নীরব হইয়া থাকে, তে-
৩৩ "মনি মুখ বদ্ধ করিয়া থাকিলেন; এবং দীনতা প্র- "যুক্ত অন্যায় বিচারে হত হইলেন, এবং তৎকালের "লোকদের বর্ণনা কে করিতে পারে? যেহেতুক তিনি "পৃথিবীহইতে উচ্ছিন্ন হইলেন;" গ্রন্থের এই স্থান
৩৪ সেই নপুংসক পাঠ করিতেছিল। পরে ফিলিপকে ক-

হিল, নিবেদন করি, ভবিষ্যদ্বক্তা এই যে কথা কহিল, এ কি আপনার বিষয়ে, না অন্য কাহারো বিষয়ে? ৩৫ তাহাতে ফিলিপ সেই প্রকরণাবধি আরম্ভ করিয়া যীশুর উপাখ্যান তাহার কাছে প্রস্তাব করিল। ৩৬ এই রূপে পথে যাইতে২ এক জলাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলে নপুংসক কহিল, দেখ, এ স্থানে জল আছে; আমার বাপ্তাইজিত হওনের বাধা কি? ৩৭ তাহাতে ফিলিপ উত্তর করিল, সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত যদি প্রত্যয় কর, তবে বাধা নাই; তাহাতে সে কহিল, যীশু খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহা প্রত্যয় করিতেছি। ৩৮ তখন সে রথ স্থগিত রাখিতে আজ্ঞা করিল, এবং ফিলিপ ও নপুংসক উভয়ই জলে নামিলে ফিলিপ তাহাকে বাপ্তাইজিত করিল। ৩৯ পরে জলহইতে উঠিলে পর পরমেশ্বরের আত্মা ফিলিপকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন; তাহাতে নপুংসক তাহাকে আর দেখিতে পাইল না; তথাপি হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপন পথে চলিয়া গেল। ৪০ কিন্তু ফিলিপ অস্দোদ্ নগরেতে উপস্থিত হইয়া তথাহইতে কৈসরিয়া নগরে উত্তরণ কাল পর্য্যন্ত সমস্ত নগরে সুসমাচার প্রচার করিতে২ গমন করিল।

৯ অধ্যায়।

১ দম্মেষক্ নগরে খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে তাড়না করিতে শৌলের গমন ও পথের মধ্যে খ্রীষ্টের দর্শন পাওন ১০ ও অননিয়ের দ্বারা তাহার চক্ষুর্দান ও বাপ্তিস্ম ১৯ ও পৌলের দ্বারা ভজনালয়ে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করণ ২৬ ও তাহার প্রতি যিহূদীয়দের বিপক্ষতা ৩১ ও মণ্ডলীর শান্তির বিষয় ৩২ ও পিতরের ঐনেয়কে সুস্থ করণ ৩৬ ও পিতরের দ্বারা দর্কাকে জীবন দান।

১ এই সময় পর্য্যন্ত শৌল প্রভুর শিষ্যদের প্রতিকূলে শাস্তি ও বধের কথা গর্জ্জন করিয়া, ২ এই মতাবলম্বি যে

কোন স্ত্রীর কি পুরুষের দেখা পায়, তাহাদিগকে যেন
ধরিয়া বান্ধিয়া যিরূশালমে আনে, এই আশয়েতে ম-
হাযাজকের নিকটে যাইয়া দম্মেষক্ নগরীয় সভা সক-
৩ লের প্রতি পত্র চাহিল। পরে যাইতে২ দম্মেষক নগ-
রের নিকটে উপস্থিত হইলে পর অকস্মাৎ আকাশ-
হইতে তেজ তাহার চতুর্দ্দিগে আলো করাতে সে ভূ-
৪ মিতে পড়িল; পরে 'হে শৌল, হে শৌল, আমাকে
কেন তাড়না করিতেছ?' আপনার প্রতি উক্ত এই
৫ একটি রব শুনিয়া সে জিজ্ঞাসিল, হে প্রভো, আপনি
কে? তখন প্রভু কহিলেন, যে যীশুকে তুমি তাড়না
করিতেছ সেই আমি; কণ্টকের মুখে পদাঘাত করা
৬ তোমার দুষ্কর। তখন সে কম্পবান ও বিস্ময়াপন্ন হ-
ইয়া কহিল, হে প্রভো, আমাকে কি করিতে হইবে?
আপনকার ইচ্ছা কি? তাহাতে প্রভু আজ্ঞা করিলেন,
উঠিয়া নগরে যাও, তাহাতে তোমাকে কি করিতে
৭ হইবে, তাহা বলা যাইবে। আর তাহার সঙ্গি লো-
কেরাও এই রব শুনিল, কিন্তু রব শুনিয়া কাহাকেও
৮ না দেখিতে পাইয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিল। পরে শৌল
ভূমিহইতে উঠিয়া চক্ষুঃ মেলিয়া কাহাকেও দেখিতে পা-
রিল না; তখন লোকেরা তাহার হস্ত ধরিয়া দম্মে-
৯ ষক নগরে আনিল। তাহাতে সে তিন দিন পর্য্যন্ত
অন্ধ হইয়া ভোজন পান কিছুই করিল না।

১০ তদনন্তর প্রভু ঐ দম্মেষক নগরবাসি অননিয় নামে
এক শিষ্যকে দর্শন দিয়া ডাকিলেন, হে অননিয়!
তাহাতে সে উত্তর করিল, হে প্রভো, আমি উপস্থিত
১১ আছি। তখন প্রভু তাহাকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি
উঠিয়া সোজা নামক পথে গিয়া যিহূদার বাটীতে তার্ষ

নগরের শৌল নামে এক ব্যক্তির তত্ত্ব জিজ্ঞাসা কর;
দেখ, সে প্রার্থনা করিতেছে, এবং অননিয় নামে এক ১২
জন যেন তাহার কাছে আসিয়া তাহার গাত্রেতে হ-
স্তার্পণ করিয়া দৃষ্টি প্রদান করিতেছে, এ প্রকার দর্শন
পাইল। তাহাতে অননিয় উত্তর করিল, হে প্রভো, ১৩
যিরূশালমে তোমার পবিত্র লোকদের প্রতি সে মনুষ্য
কত হিংসা করিয়াছে, তাহা আমি অনেকের প্রমুখাৎ
শুনিলাম; এবং এ স্থানে যে সকল লোক তোমার ১৪
নামে প্রার্থনা করে, তাহাদিগকেও বন্ধন করিবার নি-
মিত্তে সে প্রধান যাজকদের হইতে ক্ষমতা পাইয়াছে।
কিন্তু প্রভু কহিলেন, চলিয়া যাও, অন্যদেশীয় লোক- ১৫
দের ও ভূপতিগণের ও ইস্রায়েল বংশীয়দিগের নিকটে
আমার নাম প্রচার করিতে সেই জন আমার মনো-
নীত পাত্র আছে; এবং আমার নামের নিমিত্তে তা- ১৬
হাকে কত বড় ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, ইহা তা-
হাকে দেখাইয়া দিব। তাহাতে অননিয় চলিয়া গিয়া ১৭
সেই গৃহেতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার গাত্রে হস্তার্পণ ক-
রিয়া কহিল, হে ভ্রাতঃ শৌল, তুমি যেন দৃষ্টি পাও
এবং পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হও, এই জন্যে তো-
মার আগমন কালে যে প্রভু যীশু পথিমধ্যে তোমাকে
দর্শন দিলেন, তিনি আমাকে পাঠাইলেন। ইহা বলি- ১৮
বামাত্র তাহার চক্ষুঃহইতে আঁইষের ন্যায় নির্গত হই-
লে তৎক্ষণাৎ সে প্রসন্নচক্ষুঃ হইয়া উঠিয়া বাপ্তাইজিত
হইল, এবং ভোজন পান করিয়া সবল হইল।

পরে শৌল দম্মেষক নগরের শিষ্যগণের সহিত কএক ১৯
দিবস থাকিয়া অবিলম্বে তাবৎ ভজনালয়ে গিয়া যীশু ২০
যে ঈশ্বরের পুত্র, এই কথা প্রচার করিতে লাগিল।

২১ তাহাতে তাবৎ শ্রোতা চমৎকৃত হইয়া কহিল, যে জন যিরূশালম নগরে এই নামে প্রার্থনাকারি লোকদের বিনাশ করিল, এবং এমত লোকদিগকে বন্ধন করিয়া প্রধান যাজকদের নিকটে লইয়া যাইবার আশয়েতে এ
২২ স্থানেও আইল, সেই জন কি এই নহে? কিন্তু শৌল উত্তরোত্তর উৎসাহযুক্ত হইয়া যীশু যে অভিষিক্ত ত্রাতা, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দিয়া দম্মেষক নিবাসি যিহূদীয়
২৩ লোকদিগকে অপ্রতিভ করিল। এই প্রকারে বহু দিন গত হইলে পর যিহূদীয় লোকেরা তাহাকে বধ করি-
২৪ বার মন্ত্রণা করিল; কিন্তু শৌল তাহাদের এই মন্ত্রণার অনুসন্ধান পাইল। পরে তাহারা তাহাকে বধ করিবার অপেক্ষাতে দিবারাত্রি গুপ্তরূপে নগরদ্বারে থাকিল।
২৫ তাহাতে শিষ্যগণ রাত্রিযোগে তাহাকে লইয়া একটি ঝুড়ীতে করিয়া প্রাচীর দিয়া নামাইয়া দিল।
২৬ পরে শৌল যিরূশালমে উপস্থিত হইয়া শিষ্যবর্গের সঙ্গে থাকিতে চেষ্টা পাইল; কিন্তু সকলে তাহাকে ভয় করিল, এবং সে যে শিষ্য, ইহা প্রত্যয় করিল না।
২৭ এ কারণ বর্ণব্বা তাহাকে লইয়া প্রেরিতদের নিকটে আসিয়া পথের মধ্যে প্রভু কি রূপে তাহাকে দর্শন দিয়া যে২ কথা কহিয়াছিলেন, এবং সে কেমন সাহসী হইয়া দম্মেষক নগরে যীশুর নাম প্রচার করিয়াছিল, এ সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাদিগকে জ্ঞাত করিল।
২৮ এবং শৌল যিরূশালমে তাহাদের সঙ্গে গমনাগমন করিয়া নির্ভয়েতে প্রভু যীশুর নাম প্রচার করিতে লা-
২৯ গিল। তাহাতে অন্য দেশ প্রবাসি লোকদের সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তাহারা তাহাকে বধ করিতে
৩০ চেষ্টা করিল। কিন্তু ভ্রাতৃগণ তাহা জানিতে পাইয়া

তাহাকে কৈসরিয়া নগরে লইয়া গিয়া তার্ষ নগরে পাঠাইয়া দিল।

৩১ এমন হইলে যিহূদা ও গালীল এবং শোমিরোণ দেশীয় মণ্ডলী সকল বিশ্রাম পাইলে তাহাদের নিষ্ঠা হইতে লাগিল; আর প্রভুর প্রতি ভয়েতে এবং পবিত্র আত্মার সান্ত্বনাতে কালক্ষেপ করিয়া বহুসংখ্যক হইতে লাগিল।

৩২ তদনন্তর পিতর স্থানে২ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে লোদ্ নগর নিবাসি পবিত্র লোকদের নিকটে উপস্থিত হ-৩৩ ইলে সে স্থানে পক্ষাঘাত ব্যাধিতে অষ্ট বৎসরাবধি শয্যাগত ঐনেয় নামে এক মনুষ্যের সাক্ষাৎ পাইয়া ৩৪ তাহাকে কহিল, হে ঐনেয়, যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে সুস্থ করিলেন; তুমি উঠিয়া আপনার শয্যা রাখ; ইহা ৩৫ বলিবামাত্র সে উঠিল। এ রূপ দর্শন করাতে লোদ্ ও শারোণ্ নিবাসি লোকেরা প্রভুর প্রতি মনঃপরিবর্ত্তন করিল।

৩৬ অপর ভিক্ষা দানাদি নানা সুক্রিয়াতে নিত্য নিবিষ্টা, এমন যে যাফো নগর নিবাসিনী টাবিথা অর্থাৎ ৩৭ দর্কা (হরিণী) নামে শিষ্যা, সে সেই সময়ে পীড়িতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তাহাতে লোকেরা তাহাকে ধৌত করিয়া উপরিস্থ কুঠরীতে শয়ন করাইয়া রা-৩৮ খিল। আর যাফোর নিকটবর্ত্তি লোদ নগরে পিতর আছেন, এই সংবাদ পাইয়া শিষ্যগণ দুই মনুষ্যদ্বারা তাহাকে অবিলম্বে আসিতে বিনতি করিয়া পাঠাইল। ৩৯ তাহাতে পিতর উঠিয়া তাহাদের সহিত গেল; তথায় উপস্থিত হইয়া উপরিস্থ কুঠরীতে আনীত হইলে বিধবা সকল আপনাদের সঙ্গে থাকনের সময়ে দর্কাকৃত

যে উত্তরীয় ও পরিধেয় বস্ত্র ছিল, সে সমস্ত তাহাকে
৪০ দেখাইয়া রোদন করিতে২ চতুর্দ্দিগে দাঁড়াইল। কিন্তু
পিতর তাহাদের সকলকে বহির্গত করিয়া হাঁটু পাতিয়া
প্রার্থনা করিল; পরে শবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
কহিল, হে টাবিথা, উঠ; এই কথা বলিলে সে স্ত্রী
চক্ষুঃ মেলিয়া পিতরের প্রতি অবলোকন করিয়া উঠিয়া
৪১ বসিল। তাহাতে পিতর তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে
তুলিয়া পবিত্র লোক ও বিধবাদিগকে ডাকিয়া তাহা-
৪২ দের নিকটে সজীব তাহাকে সমর্পণ করিল। পরে
যাফোর সমুদয় নগরে এই কথা ব্যাপ্ত হওয়াতে অ-
৪৩ নেক২ লোক প্রভুতে বিশ্বাস করিল। অপর পিতর
ঐ যাফো নগরীয় শিমোন নামক এক চামারের গৃ-
হেতে অনেক দিন বাস করিল।

১০ অধ্যায়।

১ দিব্য দূতদ্বারা প্রত্যাদিষ্ট কর্ণৌলিয়ের পিতরকে ডাকিতে লোক পাঠাওন ৯ ও পিতরের স্বপ্ন দর্শন ১৭ ও পিতরের নিকটে প্রেরিত লোকদের উপস্থিত হওন ২৪ ও তাহাদের সহিত পিতরের গমন ও তাহার সহিত কর্ণৌলিয়ের কথোপকথন ৩৪ ও পিতরের উত্তর ও সুসমাচারের প্রচার করণ ৪৪ ও কর্ণৌলিয় ও তাহার লোকদের প্রতি পবিত্র আত্মার নামন ও তাহাদের বাপ্তিস্ম।

১ কৈসরিয়া নগরে ইতলীয় নামক সৈন্যদলভুক্ত কর্ণী-
২ লিয় নামে এক জন শতসেনাপতি ছিল; সে সপরি-
বারে ভক্ত এবং ঈশ্বরপরায়ণ ছিল, আর (যিহূদীয়)
লোকদিগকে বিস্তর দানাদি করিয়া নিরন্তর ঈশ্বরের
৩ কাছে প্রার্থনা করিত। এক দিন তৃতীয় প্রহর বেলার
সময়ে সে দর্শন পাইল, যেন এক জন ঈশ্বরের দূত
প্রকাশরূপে তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, হে কর্ণী-

লিয়। সে তাহাকে দেখিয়া ভীত হইয়া কহিল, হে প্র- ৪
ভো, কি? তখন সে তাহাকে কহিল, তোমার প্রার্থনা
এবং দানাদি সাক্ষিস্বৰূপ ঈশ্বরের গোচর হইয়াছে
এখন যাফো নগরে লোকদিগকে পাঠাইয়া সমুদ্রের ৫
তীরে শিমোন নামে এক চামারের গৃহে প্রবাসকারি
পিতর নামে খ্যাত যে শিমোন, তাহাকে ডাকাও;
তাহাতে তোমার যাহা২ কর্ত্তব্য, তাহা সে বলিবে। ৬
কর্ণীলিয়কে ইহা কহিয়া দূত প্রস্থান করিলে পর সে ৭
আপন গৃহস্থ দাসদের মধ্যে দুই জনকে এবং আপ-
নার কর্ম্মকারি সেনাগণের মধ্যে এক ভক্ত সেনাকে
ডাকিয়া, এই সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়া তাহাদিগকে ৮
যাফো নগরেতে পাঠাইল।

পরদিবসে তাহারা যাত্রা করিয়া নগরের নিকটে উ- ৯
পস্থিত হইলে পিতর দুই প্রহর বেলার সময়ে প্রার্থ-
না করিবার নিমিত্তে ছাতের উপরে আরোহণ করি-
য়াছিল। এমন সময়ে অতি ক্ষুধিত হইয়া কিছু আ- ১০
হার করিতে চাহিল; কিন্তু তাহাদের অন্ন প্রস্তুত করি-
বার সময়ে সে অভিভূত হইয়া পড়িল; এবং মেঘদ্বার ১১
মুক্ত হইলে চারি কোণে ঝুলান একখান বড় বস্ত্রের
মত কোন পাত্র স্বর্গহইতে পৃথিবীতে নামিতে দেখিল।
এবং তন্মধ্যে নানা প্রকার গ্রাম্য ও বন্য পশু এবং ১২
খেচর ও উরোগামি প্রভৃতি জন্তু ছিল। পরে হে পি- ১৩
তর, উঠিয়া বধ করিয়া ভোজন কর, তাহার প্রতি
এমন আকাশবাণীও হইল। তখন পিতর উত্তর করিল, ১৪
হে প্রভো, এমন না হউক, আমি এখন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ
বা অশুচি সামগ্রী কিছু ভোজন করি নাই। তাহাতে ১৫
আরবার ঐ ৰূপ আকাশবাণী হইল, ঈশ্বর যাহা শুচি

১৬ করিয়াছেন, তাহা তুমি নিষিদ্ধ জ্ঞান করিও না। এই প্রকার তিন বার হইলে পর ঐ পাত্র পুনর্ব্বার আকাশে আকর্ষিত হইয়া গেল।

১৭ পরে যে দর্শন পাইয়াছিল, তাহার ভাব কি, এই বিষয়ে পিতর মনে সন্দেহ করিতেছিল, এমন সময়ে কর্ণীলিয়ের ঐ প্রেরিত মনুষ্যেরা শিমোনের বাটীর তত্ত্ব
১৮ জিজ্ঞাসা করিয়া দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া ডাকিয়া কহিল, পিতর নামে বিখ্যাত যে শিমোন, তিনি
১৯ কি এখানে প্রবাস করেন? এবং যৎকালে পিতর সেই দর্শনের কথা মনে২ আন্দোলন করিতেছিল, তৎকালে আত্মা তাহাকে কহিলেন, দেখ, তিন জন তোমার অ-
২০ ন্বেষণ করিতেছে; তুমি উঠিয়া নামিয়া নিঃসন্দেহে তাহাদের সহিত গমন কর, আমিই তাহাদিগকে প্রেরণ
২১ করিলাম। তাহাতে পিতর নামিয়া কর্ণীলিয়ের প্রেরিত লোকদিগের নিকটে আসিয়া কহিল, দেখ, তোমরা যাহার অন্বেষণ করিতেছ, সেই ব্যক্তি আমি; তোমরা
২২ কি নিমিত্তে আইলা? তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, কর্ণীলিয় নামে শুদ্ধসত্ত্ব ও ঈশ্বরপরায়ণ অথচ তাবৎ যিহূদীয় লোকের নিকটে সুখ্যাত্যাপন্ন, এমন এক জন শতসেনাপতি তোমাকে নিজ গৃহে ডাকিয়া আনিতে এবং তোমার স্থানে কথা শুনিতে পবিত্র দূত কর্ত্তৃক প্র-
২৩ ত্যাদেশ পাইয়াছে। তখন পিতর তাহাদিগকে ভিতরে ডাকিয়া আতিথ্য ব্যবহার করিল, ও পরদিবসে তাহাদের সহিত যাত্রা করিল; এবং যাফো নিবাসি ভ্রাতৃগণের মধ্যে কএক জনও তাহার সঙ্গে গমন করিল।

২৪ পরদিবসে কৈসরিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিবার সময়ে কর্ণীলিয় জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধবদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক

একত্র করিয়া তাহাদের অপেক্ষাতে ছিল। পরে পি- ২৫
তর গৃহেতে উপস্থিত হইলে কর্ণীলিয় তাহার সহিত
সাক্ষাৎ করিয়া চরণে পড়িয়া প্রণাম করিল। তখ- ২৬
ন পিতর তাহাকে উঠাইয়া কহিল, দাঁড়াও; আমিও
মনুষ্য। পরে কর্ণীলিয়ের সহিত আলাপ করিতে২ ঘ- ২৭
রে প্রবেশ করিল, এবং তন্মধ্যে বহুলোকের সমারোহ
দেখিয়া তাহাদিগকে কহিল; অন্য জাতীয় লোকদের ২৮
সহিত আলাপ ব্যবহার করা কিম্বা তাহাদের গৃহমধ্যে
প্রবেশ করা যিহূদীয়দের নিষেধ আছে, ইহা তোমরা
অবগত আছ; কিন্তু কোন মনুষ্যকে অব্যবহার্য্য কিম্বা
অশুচি জ্ঞান করা আমার উচিত হয় না, ইহা ঈশ্বর
আমাকে জানাইয়াছেন। এই নিমিত্তে আহ্বান শু- ২৯
নিবামাত্র কোন আপত্তি না করিয়া তোমাদের নিক-
টে চলিয়া আইলাম; জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কিসের
জন্যে আমাকে ডাকাইলা? তখন কর্ণীলিয় বলিতে ৩০
লাগিল, অদ্য চারি দিন হইল এত বেলা পর্য্যন্ত অ-
নাহারে ছিলাম; তাহাতে তৃতীয় প্রহর বেলা হইলে
গৃহেতে প্রার্থনা করণ সময়ে তেজোময় বস্ত্র পরিহিত
এক ব্যক্তি আমার সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া এই কথা ক- ৩১
হিল; হে কর্ণীলিয়, তোমার প্রার্থনা ঈশ্বরের কর্ণগো-
চর, এবং তোমার দানাদি তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত
হইয়াছে। অতএব যাফো নগরেতে লোকদিগকে পা- ৩২
ঠাইয়া সে স্থানে সমুদ্রের তীরে শিমোন নামে এক
চামারের গৃহে বাসকারি পিতর নামে বিখ্যাত যে শি-
মোন, তাহাকে ডাকাও; তাহাতে সে আসিয়া তো-
মাকে উপদেশ দিবে। এই নিমিত্তে তৎক্ষণাৎ তো- ৩৩
মার নিকটে লোক পাঠাইয়া দিলাম; তুমি যে আ-

সিয়াছ, ইহা উত্তম করিয়াছ। ঈশ্বর যে সকল প্রসঙ্গ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা শুনিতে আমরা সকলে সম্প্রতি ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত আছি।

৩৪ তখন পিতর এই কথা কহিতে লাগিল; ঈশ্বর ম-
৩৫ নুষ্যদের মুখাপেক্ষা না করিয়া, যে কোন দেশীয় লোক হউক, যে জন তাঁহাকে ভয় করিয়া সৎকর্ম্ম করে, সে তাঁহার গ্রাহ্য হয়, ইহার নিশ্চয় উপলব্ধি
৩৬ পাইলাম। সকলের প্রভু যে যীশু খ্রীষ্ট, তাঁহাদ্বারা ঈশ্বর ইস্রায়েল বংশদের নিকটে যে সুসমাচার প্রেরণ
৩৭ করিয়া সম্মিলনের সংবাদ প্রচার করিলেন, সেই উপদেশ তোমরা শুনিয়া থাকিবা, যেহেতুক যোহনের বাপ্তিস্ম প্রচার হইলে পর তাহা গালীল দেশাবধি
৩৮ সমুদয় যিহূদা দেশেতে ব্যাপিল। ফলতঃ নাসরতীয় যীশু ঈশ্বরকর্তৃক পবিত্র আত্মাতে ও ক্ষমতাতে অভিষিক্ত হইয়া স্থানে২ ভ্রমণ পূর্ব্বক সুক্রিয়া করিয়া শয়তানদ্বারা ক্লিষ্ট তাবৎ লোককে সুস্থ করিলেন, এবং
৩৯ ঈশ্বর তাঁহার সহায় ছিলেন; এবং যিহূদীয়দের দেশে ও যিরূশালম নগরে যে২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সে সকলের সাক্ষী আমরা হইতেছি। আর লোকেরা তাঁ-
৪০ হাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া বধ করিল; কিন্তু তৃতীয় দিবসে ঈশ্বর তাঁহার উত্থান করাইয়া প্রকাশ রূপে তাঁ-
৪১ হাকে দেখাইলেন; সকল লোকের নিকটে এমন নয়, কিন্তু তাঁহার কবরহইতে উত্থান হইলে পর তাঁহার সহিত ভোজন পান করিলাম, এমন ঈশ্বরের পূর্ব্বমনোনীত সাক্ষী যে আমরা, আমাদের নিকটে প্রকাশ
৪২ করিলেন। আর 'জীবিত ও মৃত উভয় লোকদের বিচার করিতে ঈশ্বর যাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনি

সেই ব্যক্তি,’ এই কথা লোকদের প্রতি প্রচার করিতে এবং তদ্বিষয়ে প্রমাণ দিতে আমাদিগকে তিনি আজ্ঞা দিলেন। আর ‘যে জন তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে ৪৩ তাঁহার নামের গুণেতে পাপহইতে মুক্ত হইবে,’ তাঁ-হার বিষয়ে তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তাও এমন সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে।

পিতরের এই কথা কহন কালে সকল শ্রোতাদের ৪৪ উপরেতেই পবিত্র আত্মা নামিলেন। তাহাতে পিত- ৪৫ রের সঙ্গে আগত ত্বক্ছেদবিশিষ্ট বিশ্বাসকারি লোকে-রা, অন্যদেশীয়দিগকে পবিত্র আত্মারূপ দান বিতরণ হইতেছে, এবং তাহারা নানাজাতীয় ভাষাতে কথা ৪৬ কহিয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করিতেছে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন পিতর কহিল, আমা- ৪৭ দের ন্যায় যাহারা পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছে, তা-হাদের জলবাপ্তিস্ম কি কেহ নিষেধ করিতে পারে? তাহাতে প্রভুর নামে বাপ্তাইজিত হইতে তাহাদিগকে ৪৮ আজ্ঞা দিল। পরে তাহারা আপনাদের সহিত কিছু দিন থাকিতে তাহাকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল।

১১ অধ্যায়।

১ অত্বক্ছেদিদের নিকটে সুসমাচার প্রচারকারি পিতরের প্রতি ত্বক্ছেদিদের অনুযোগ ও তাহাদের প্রতি তাহার উত্তর ১৯ ও আন্তিয়খিয়া নগরে বর্ণব্বাকে প্রেরণ ২৫ ও শৌলের অন্বেষণে বণ-বার তার্ষ নগরে গমন ২৭ ও দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত বর্ণব্বা ও শৌলদ্বারা যিরূশালমে অর্থ প্রেরণ।

এই রূপে ভিন্নদেশীয় লোকেরাও ঈশ্বরের বাক্য ১ গ্রহণ করিয়াছে, এই সমাচার প্রেরিতেরা এবং যিহূ-দা দেশস্থ ভ্রাতৃবর্গ শুনিতে পাইল। তাহাতে পিতর ২

যিরূশালম নগরে গমন করিলে পর ত্বক্‌ছেদি লোকেরা
৩ তাহার সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, তুমি অত্বক্‌ছেদি
লোকদের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সহিত একত্র
৪ ভোজন করিয়াছ। তাহাতে পিতর ক্রমে২ আদ্যোপান্ত
৫ ঐ বৃত্তান্তের কথা বুঝাইয়া কহিতে লাগিল; যাফো ন-
গরে এক দিন আমি প্রার্থনা করিতে২ অকস্মাৎ অভি-
ভূত হইলে এক দর্শনেতে চারি কোণে ঝুলান বড়
এক বস্ত্রের ন্যায় একটি পাত্র আকাশহইতে নামিয়া
৬ আমার নিকটে আসিতে দেখিলাম। পরে তাহার প্রতি
একদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া তন্মধ্যে নানা প্রকার
গ্রাম্য ও বন্য পশু এবং উরোগামী ও খেচর সকল
৭ দেখিতে পাইলাম; এবং 'হে পিতর, উঠিয়া বধ ক-
রিয়া ভোজন কর,' আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে
৮ এমন একটি রবও শুনিতে পাইলাম। তাহাতে আমি
উত্তর করিলাম, হে প্রভো, এমন না হউক; যেহেতুক
কোন নিষিদ্ধ কি অশুচি সামগ্রী আমার মুখমধ্যে
৯ কখনো প্রবিষ্ট হয় নাই। তাহাতে 'ঈশ্বর যাহা শুচি
করিয়াছেন, তাহা তুমি নিষিদ্ধ জ্ঞান করিও না,' দ্বি-
তীয় বার আমার প্রতি এমন আকাশবাণী হইল।
১০ তিন বার এই রূপ হইলে সে সমস্ত পুনর্ব্বার আকাশে
১১ আকর্ষিত হইয়া গেল। পরে কৈসরিয়া নগরহইতে তিন
জন আমার নিকটে প্রেরিত হইয়া যে বাটীতে আমি
১২ ছিলাম, ঐ সময়েই তথায় উপস্থিত হইল। তাহাতে
নিঃসন্দেহ রূপে তাহাদের সহিত যাইতে আত্মা আমাকে
আজ্ঞা দিলেন। পরে আমার সহিত এই ছয় জন
ভ্রাতা গমন করিলে আমরা সেই মনুষ্যের গৃহে প্রবেশ
১৩ করিলাম। সে আমার নিকটে এই নিবেদন করিল,

এক দিন এক দূত প্রত্যক্ষ হইয়া আমার গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া আমাকে এই আজ্ঞা দিল, যাফো নগরে লোকদিগকে পাঠাইয়া পিতর নামেতে বিখ্যাত শিমোনকে ডাকাও; তাহাতে তোমার ও তোমার পরিবারের প- ১৪ রিত্রাণ যাহাতে হয়, এমন উপদেশ সে দিবে। পরে ১৫ আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে আমাদের উপরে যেমন পবিত্র আত্মা নামিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহাদের উপরেও নামিলেন। তাহাতে "যোহন জলেতে ১৬ "বাপ্তাইজিত করিল, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মাতে "বাপ্তাইজিত হইবা," এই যে কথা প্রভু কহিয়াছিলেন, তাহা তখন আমার স্মরণে হইল। অতএব আমা- ১৭ দিগকে ঈশ্বর যে দান করিয়াছেন, তাহা প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে প্রত্যয়কারি সেই লোকদিগকেও দিলে আমি কে? ঈশ্বরকে নিবারণ করা কি আমার সাধ্য? এমন কথা শুনিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইয়া ঈশ্বরের গুণা- ১৮ নুবাদ করিয়া কহিল, তবে পরমায়ুঃ প্রাপ্তির নিমিত্তে ঈশ্বর অন্যদেশীয় লোকদিগকেও মনঃপরিবর্ত্তনরূপ দান করিয়াছেন।

আর স্তিফানের বিষয়ে যে ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল, ১৯ তৎপ্রযুক্ত যাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহারা ফৈনীকিয়া ও কুপ্র ও আন্তিয়খিয়া পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া কেবল যিহূদীয় লোক বিনা আর কাহারো নিকটে ঈশ্বরের কথা প্রচার করিল না। কিন্তু তাহাদের মধ্যে ২০ কুপ্রীয় ও কুরীণীয় কএক জন আন্তিয়খিয়া নগরে আসিয়া অন্যদেশীয়দের নিকটেও প্রভু যীশুর সুসমাচার প্রচার করিল। আর প্রভুর হস্ত তাহাদের সহায় ২১ থাকাতে অনেক২ লোক বিশ্বাস করিয়া প্রভুর প্রতি

২২ ফিরিল। এই সমাচার যিরূশালমস্থ মণ্ডলীর লোকদের
কর্ণগোচর হইলে পর তাহারা আন্তিয়খিয়া নগর পর্য্যন্ত
২৩ যাইতে বর্ণব্বাকে প্রেরণ করিল। তাহাতে বর্ণব্বা সে
স্থানে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফল দেখিয়া
২৪ আহ্লাদিত হইল; আর সে নিজে সল্লোক এবং বি-
শ্বাসেতে ও পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হওয়াতে মনের
নিষ্ঠাদ্বারা প্রভুতে আসক্ত থাকিতে সকলকে উপদেশ
দিল; তাহাতে প্রভুর অনেক শিষ্যবৃদ্ধি হইল।

২৫ অবশেষে শৌলের তত্ত্ব করিতে বর্ণব্বা তার্ষ নগরেত্তে
২৬ প্রস্থান করিল। পরে তাহার উদ্দেশ পাইয়া তাহাকে
আন্তিয়খিয়া নগরে আনিলে তাহারা মণ্ডলীস্থ লোক-
দের সহিত সভা করণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ এক বৎসর প-
র্য্যন্ত অনেক লোককে উপদেশ দিতে লাগিল; ঐ
আন্তিয়খিয়া নগরেতে শিষ্যেরা প্রথমে খ্রীষ্টীয়ান না-
মে বিখ্যাত হইল।

২৭ অনন্তর সেই সময়ে কতক ভবিষ্যদ্বক্তা যিরূশালমহই-
২৮ তে আন্তিয়খিয়া নগরে আগমন করিলে পর, আগাব
নামে তাহাদের এক জন উঠিয়া আত্মার আবির্ভাবে
সমুদয় দেশে মহাদুর্ভিক্ষ হইবে, ইহা জানাইল; এবং
ক্লৌদিয় কৈসরের অধিকার সময়ে তাহা প্রত্যক্ষ হইল।
২৯ তাহাতে শিষ্যেরা প্রতি জন স্ব২ ক্ষমতানুসারে যিহূ-
দা দেশনিবাসি ভ্রাতৃগণের দিনপাতের নিমিত্তে অর্থ
৩০ পাঠাইতে স্থির করিয়া, বর্ণব্বা ও শৌলের হস্তদ্বারা
প্রাচীন লোকদের নিকটে তাহা পাঠাইয়া দিল।

১২ অধ্যায়।

১ হেরোদ রাজকর্ত্তৃক পিতরের কারাগারে বন্ধন ও দূতদ্বারা তাহার মুক্তি ১২ ও মরিয়মের বাটীতে পিতরের গমন ও প্রহরিগণকে বধ করিতে হেরোদের আজ্ঞা ২০ ও অহঙ্কার প্রযুক্ত হেরোদ রাজার বিনাশ ও ঈশ্বরের কথা সফল হওন।

তৎকালে হেরোদ রাজা মণ্ডলীর কএক জনকে দুঃখ ১ দিতে ধরিল; বিশেষতঃ যোহনের সহোদর যাকূবকে ২ খড়্গাঘাতে বধ করিল। তাহাতে যিহূদীয়েরা সন্তুষ্ট ৩ হইল, ইহা দেখিয়া সে পিতরকেও ধরিতে উপক্রম করিল। তৎকালে তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্ব দিন উপস্থিত হইল; অতএব পর্ব্ব গত হইলে লোকদের সাক্ষাতে ৪ তাহাকে বাহির করিয়া আনিব, ইহা মনস্থ করিয়া সে তাহাকে ধরাইয়া প্রত্যেক দলে চারি জন, এমত চারি দল প্রহরির নিকটে রক্ষার্থে সমর্পণ করিয়া কারাগারে রাখিল। কিন্তু পিতর কারাগারস্থ হওয়াতে তাহার ৫ নিমিত্তে মণ্ডলীর লোকেরা অবিশ্রামে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছিল। পরে হেরোদ তাহাকে বাহিরে ৬ আনাইতে উদ্যত হইলে সেই রাত্রিতে পিতর দুই জন প্রহরির মধ্যস্থানে দুই শৃঙ্খলেতে বদ্ধ হইয়া নিদ্রিত ছিল, এবং দৌবারিক সকল কারাগারের সম্মুখে থাকিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছিল; এমন সময়ে পরমেশ্বরের ৭ দূত উপস্থিত হইলে কারাগার দীপ্তিময় হইল, এবং সেই দূত পিতরের কুক্ষিদেশে আঘাত করণপূর্ব্বক তাহাকে জাগ্রৎ করিয়া কহিল, শীঘ্র উঠ; তাহাতে তাহার হস্তহইতে শৃঙ্খল খসিয়া পড়িল। পরে সেই দূত ৮ তাহাকে কহিল, কটি বন্ধন করিয়া পায়েতে পাদুকা দেও; সে তাহা করিলে পর দূত তাহাকে কহিল, গা-

৯ ত্রীয় বস্ত্র গাত্রেতে দিয়া আমার পশ্চাৎ আইস। তা-
হাতে পিতর তাহার পশ্চাৎ গমন করিয়া বাহিরে গেল;
কিন্তু দূতদ্বারা এ কর্ম্ম হইতেছে, ইহা যে সত্য, এমন
১০ বুঝিতে না পারিয়া স্বপ্ন জ্ঞান করিল। এই মতে
প্রথম ও দ্বিতীয় কারা লঙ্ঘন করিয়া যে লৌহনির্ম্মিত
দ্বার দিয়া নগরে যাওয়া যায়, তন্নিকটে উপস্থিত হইলে
তাহার কপাট আপনা আপনি খুলিয়া গেল; তাহা-
তে তাহারা তথাহইতে বহির্গত হইয়া এক পথ ধরিয়া
গমন পূর্ব্বক সে পথ ছাড়াইলে পর অকস্মাৎ ঐ দূত
১১ পিতরকে ত্যাগ করিল। তখন সে চেতন পাইয়া ক-
হিল, নিজ দূতকে প্রেরণ করিয়া পরমেশ্বর হেরোদের
চেষ্টা এবং যিহূদীয় লোকদের সমস্ত আশা বৃথা করি-
য়া আমাকে উদ্ধার করিলেন, ইহা নিশ্চয় জানিলাম।
১২ পরে সে বিবেচনা করিয়া মার্ক নামে বিখ্যাত যে
যোহন, তাহার মাতা মরিয়মের বাটীতে চলিয়া গেল;
সেই স্থানে অনেকে একত্র হইয়া প্রার্থনা করিতেছিল।
১৩ অপর পিতর বহির্দ্বারে আঘাত করিলে রোদা নাম্নী
১৪ এক বালিকা দেখিতে গেল। তাহাতে পিতরের স্বর
শুনিয়া সে হর্ষযুক্তা হইয়া দ্বার না খুলিয়া, পিতর দ্বা-
রে দাঁড়াইয়া আছে, এই সংবাদ দিতে ভিতরে দৌ-
১৫ ড়িয়া গেল। তাহাতে তাহারা কহিল, তুমি উন্মত্তা হ-
ইয়াছ; কিন্তু সে দৃঢ়রূপে বলিতে লাগিল, না, এমনি
হইয়াছে বটে; তখন তাহারা কহিল, তবে তাহার দূত
১৬ হইবে। অপর পিতর দ্বারে আঘাত করিতে২ থাকিল,
তাহাতে তাহারা দ্বার খুলিয়া পিতরকে দেখিয়া বিস্ম-
১৭ য়াপন্ন হইল। তাহাতে পিতর নীরব হইয়া থাকিতে
হস্তদ্বারা সঙ্কেত করিয়া পরমেশ্বর যে প্রকারে তাহাকে

কারাগারহইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন, তাহার বৃত্তান্ত তাহাদিগকে জানাইল; এবং যাইয়া যাকূব প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকে এই সমাচার দেও, ইহা কহিয়া প্রস্থান করিয়া স্থানান্তরে গেল। তদনন্তর রাত্রি প্রভাত ১৮ হইলে পর, পিতর কোথায় গেল, ইহার বিষয়ে প্রহরিগণের মধ্যে বড় কলহ হইতে লাগিল। এবং অনু- ১৯ সন্ধান করিলে পর হেরোদ তাহার উদ্দেশ না পাওয়াতে রক্ষকদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা দিল; পরে সে যিহূদা দেশহইতে কৈসরিয়া নগরে প্রস্থান করিয়া তথায় অবস্থিতি করিল।

তৎকালে হেরোদ সোর্ ও সীদোন্ দেশীয় লোক- ২০ দের সহিত যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিল, কিন্তু তাহারা এক পরামর্শে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া ব্লাস্ত নামক তাহার বস্ত্রগৃহাধ্যক্ষকে সহায় করিয়া হেরোদের সহিত সন্ধি প্রার্থনা করিল, কেননা ঐ রাজার দেশদ্বারা তাহাদের দেশের ভরণপোষণ হইত। অতএব ২১ এক নিরূপিত দিবসে হেরোদ রাজবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সিংহাসনে বসিয়া তাহাদের প্রতি কথা প্রস্তাব করিল। তাহাতে লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে উত্তর করিল, এ মানু- ২২ ষের রব নহে, দেবতার রব। তখন হেরোদ ঈশ্বরের ২৩ সম্মান করিল না, এই জন্যে পরমেশ্বরের দূত হঠাৎ তাহাকে প্রহার করিল; তাহাতে সে কীটদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কিন্তু ঈশ্বরের কথা ২৪ দেশ ব্যাপিয়া প্রবল হইল। আর বর্ণব্বা এবং শৌল ২৫ যে কর্ম্মের ভার পাইয়াছিল, তাহা সম্পন্ন করিলে পর মার্ক নামে বিখ্যাত যে যোহন, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যিরূশালম নগরহইতে ফিরিয়া গেল।

১৩ অধ্যায়।

১ অন্য দেশীয়দের প্রতি বর্ণব্বা ও শৌলকে প্রেরণ করণ ৪ ও সর্জিয় পৌল ও মায়াবি যীশুর বিবরণ ১৩ ও আন্তিয়খিয়া নগরে পৌলদ্বারা খ্রীষ্টের কথা প্রচার ২৬ ও পরিত্রাণের কথা গ্রাহ্য করিতে তাহার বিনয় ৪২ ও অনেক লোকের কথা গ্রাহ্য করণ ৪৪ ও যিহূদীয় লোকদের বিপরীত হওন।

১ অপর বর্ণব্বা, ও শিমোন, অর্থাৎ যাহাকে নিগ্র বলে, এবং কুরীণীয় লূকিয়, এবং হেরোদ রাজার সহিত বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিল যে মিনহেম্, এবং শৌল ইত্যাদি কএক জন ভবিষ্যদ্বক্তা অথচ উপদেশক আন্তিয়-
২ খিয়া নগরস্থ মণ্ডলীতে থাকিল। এবং যে সময়ে তাহারা উপবাস করণ পূর্ব্বক প্রভুর সেবা করিতেছিল, এমন সময়ে পবিত্র আত্মা কহিলেন, যে কর্ম্মে আমি বর্ণব্বা ও শৌলকে নিযুক্ত করিয়াছি, সে কর্ম্ম করিতে
৩ তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেও। তাহাতে তাহারা উপবাস ও প্রার্থনা করিলে পর তাহাদের গাত্রেতে হস্তার্পণ করিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিল।
৪ পরে তাহারা পবিত্র আত্মাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সিলূকিয়া নগরে উপস্থিত হইয়া সমুদ্রপথ দিয়া কুপ্র উ-
৫ পদ্বীপে গমন করিল। এবং সালামী নগরে উপস্থিত হইয়া সে স্থানে যিহূদীয়দের ভজনালয়ে গিয়া ঈশ্বরের কথা প্রচার করিতে লাগিল; এবং যোহনও তা-
৬ হাদের সহচর হইল। এই রূপে তাহারা ঐ উপদ্বীপের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে২ পাফঃ নগর পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে সুবিবেচক সর্জিয় পৌল নামে তদ্দেশের অধ্যক্ষের সহিত যে ভবিষ্যদ্বক্তৃবেশধারি বর্-যীশু নামে এক জন মায়াবী যিহূদীয় লোক ছিল, তাহার সাক্ষাৎ পাইল।

পরে ঐ দেশাধ্যক্ষ ঈশ্বরের কথা শুনিতে বাঞ্ছা করি- ৭
য়া শৌল ও বর্ণব্বাকে নিমন্ত্রণ করিল। কিন্তু ইলুমা, ৮
যাহাকে ভাষা ভঙ্গ করিলে মায়াবী বলে, সে ব্যক্তি
তাহাদের বিপক্ষ হইয়া দেশাধ্যক্ষকে ধর্ম্মপথহইতে
বহির্ভূত করিতে যত্ন করিল। তাহাতে শৌল অর্থাৎ ৯
পৌল পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া সেই মায়াবির
প্রতি একদৃষ্টি করিয়া কহিল, হে ধর্ম্মদ্বেষি, ও কুটিল- ১০
তাতে ও দুষ্কৃতিতে পরিপূর্ণ শয়তানের আত্মজ, তুমি
প্রভুর সত্য পথের বিপর্য্যয় করিতে কি নিবৃত্ত হইবা
না? এখন তোমার সমুচিত করিবেন, তাহাতে কিছু ১১
দিন অন্ধ হইয়া সূর্য্যকেও দেখিতে পাইবা না। তৎ-
ক্ষণাৎ কুজ্‌ঝটিকা ও অন্ধকার তাহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন
করাতে তাহার হস্ত ধরিবার লোক তত্ব করিতে সে
ইতস্ততো ভ্রমণ করিল। এই ঘটনা দেখিয়া ঐ দেশা- ১২
ধ্যক্ষ প্রভুর উপদেশে বিস্ময়াপন্ন হইয়া বিশ্বাস করিল।

তদনন্তর পৌল ও তাহার সঙ্গিগণ পাফঃ নগরহইতে ১৩
জাহাজ খুলিয়া পম্‌ফুলিয়া দেশীয় পর্গা নগরেতে গেল;
কিন্তু যোহন তাহাদের নিকটহইতে যাইয়া যিরূশালমে
প্রত্যাগমন করিল। পরন্তু তাহারা পর্গাহইতে যাত্রা ১৪
করিয়া পিষিদিয়া দেশের আন্তিয়খিয়া নগরে উপস্থিত
হইলে পর বিশ্রামবারে ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া ব-
সিল। ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বাক্য পাঠ হইলে, হে ভ্রাতা- ১৫
রা, লোকদের প্রতি তোমাদের কোন উপদেশকথা যদি
থাকে, তবে তাহা বল, ঐ ভজনালয়ের অধ্যক্ষেরা তা-
হাদের নিকটে এই কথা কহিয়া পাঠাইল। অতএব ১৬
পৌল দাঁড়াইয়া হস্তদ্বারা সঙ্কেত করিয়া কহিতে লাগিল;

হে ইস্রায়েল মনুষ্যেরা, হে ঈশ্বরপরায়ণ লোক সকল,
১৭ অবধান কর। এই ইস্রায়েল লোকদের ঈশ্বর আ-
মাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মনোনীত করিয়া লইলেন, ও
মিসরদেশে প্রবাস করণের সময়ে তাহাদের উন্নতি ক-
রিয়া তথাহইতে নিজ বাহুবলেতে তাহাদিগকে বহির্গত
১৮ করিয়া আনিলেন। তদনন্তর প্রায় চল্লিশ বৎসর প-
র্য্যন্ত মহাপ্রান্তরে তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিয়া
১৯ কিনান্ দেশান্তঃপাতি সপ্ত রাজ্য নষ্ট করিলে গুলি-
বাঁটদ্বারা ঐ সমস্ত দেশের অধিকার তাহাদিগকে
২০ দিলেন। অপর প্রায় চারি শত পঞ্চাশ বৎসর প-
র্য্যন্ত অর্থাৎ শিমূয়েল ভবিষ্যদ্বক্তার সময় পর্য্যন্ত তা-
২১ হাদের উপরে বিচারকর্তৃগণকে নিযুক্ত করিলেন। ত-
দনন্তর তাহারা এক রাজাকে প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর
বিনয়ামীন্ বংশোদ্ভব কীশের পুত্র শৌল্‌কে চল্লিশ
২২ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের উপরে রাজা করিলেন। পরে
তাহাকে পদচ্যুত করিয়া "যে আমার ইষ্টক্রিয়া স-
"কল করিবে, এমন আমার মনের মত এক জন
"যিশয়ের পুত্র দায়ূদকে পাইলাম," যাহার বিষয়ে
তিনি এই প্রমাণ দিলেন, সেই দায়ূদকে তাহাদের
উপরে রাজত্ব করিবার নিমিত্তে উৎপন্ন করিলেন।
২৩ এবং আপন প্রতিশ্রুত বাক্যানুসারে ঈশ্বর ইস্রায়েল
লোকদের নিমিত্তে ঐ দায়ূদের বংশেতে এক জন
২৪ যীশু অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তাকে উৎপন্ন করিলেন। তাঁহার
প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে যোহন ইস্রায়েল লোকদের
কাছে মনঃপরিবর্ত্তন সূচক বাপ্তিস্মের প্রসঙ্গ প্রচার
২৫ করিল। আর যে কর্ম্মের ভার পাইয়াছিল, যোহন
তাহা নিষ্পন্ন করিতে২ এই কথা কহিল, 'তোমরা আ-

মাকে কোন্ ব্যক্তি জ্ঞান কর? আমি (খ্রীষ্ট) নহি; কিন্তু দেখ, যাঁহার পদের পাদুকার বন্ধন খুলিতেও আমি যোগ্য নহি, এমন এক জন আমার পশ্চাৎ আসিতেছেন।'

হে ইব্রাহীমের বংশজ ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্যে ২৬ যত লোক ঈশ্বরকে ভয় করে, তাহাদের এবং তোমাদের নিকটে এই পরিত্রাণের কথা প্রেরিত হইয়াছে। যিরূশালম নিবাসিরা এবং তাহাদের অধ্যক্ষেরা তাঁ- ২৭ হার পরিচয় না পাওয়াতে প্রতিবিশ্রামবারে পাঠ্য যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বচন, তাহার অভিপ্রায় না বুঝিয়া, তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা করণেতে সে বচন সফল করিয়াছে, এবং প্রাণদণ্ডের কোন হেতু না পাইলেও পীলাতের ২৮ নিকটে তাঁহার বধ প্রার্থনা করিয়াছে। এবং তাঁহার ২৯ বিষয়ে যে সকল কথা লিখিত আছে, তদনুসারে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে ক্রুশহইতে নামাইয়া কবরেতে শয়ন করাইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর কবরহইতে তাঁহার ৩০ উত্থাপন করিয়াছেন; এবং গালীল প্রদেশহইতে যি- ৩১ রূশালম নগরে তাঁহার সহিত যে সকল লোক আসিয়াছিল, তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দর্শন দিয়াছেন; অতএব তাহারা লোকদের কাছে তাঁহার সাক্ষী আছে। আর "তুমি আমার পুত্র, আমি ৩২ "অদ্য তোমাকে উত্থাপিত করিলাম," এই যে বচন দ্বিতীয় গীতে লিখিত আছে, তদনুসারে ঈশ্বর যীশুকে ৩৩ উঠাইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাদের সন্তান যে আমরা, আমাদের নিকটে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তোমাদিগকে এই সুসমাচার জ্ঞাত করিতেছি। ঈশ্বর তাঁহাকে কবরহই- ৩৪

তে উত্থিত করাতে তাঁহার শরীর কখনও ক্ষয় পাই-
তে দিবেন না, এতদ্বিষয়ে তিনি আপনি কহিয়াছেন,
যথা, "দায়ূদের প্রতি আমার যে অনুগ্রহ নিশ্চিত
৩৫ "ছিল, তাহা তোমাদিগকে দিব।" তদ্রূপ অন্য গী-
তেও কহিয়াছেন, "তুমি নিজ পুণ্যবানকে ক্ষয় পা-
৩৬ "ইতে দিবা না।" দায়ূদ ঈশ্বরের অভিমতানুসারে
তাঁহার সেবা করিতে২ আপন আয়ুর ব্যয় করিলে পর
মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইয়া নিজ পূর্ব্বপুরুষদের সহিত মি-
৩৭ লিত হইয়া ক্ষয় পাইল; কিন্তু যাঁহাকে ঈশ্বর কবর-
৩৮ হইতে উঠাইলেন, তিনি ক্ষয় পাইলেন না। অতএব
হে ভ্রাতৃগণ, এই ব্যক্তিদ্বারা পাপমোচন হয়, ইহা
৩৯ তোমাদের প্রতি প্রচারিত আছে। ফলতঃ মূসার ব্য-
বস্থাতে তোমরা যে২ দোষহইতে মুক্ত হইতে পার
না, সে সকল দোষহইতে এই ব্যক্তিতে প্রত্যেক বি-
শ্বাসকারী মুক্ত হইতে পারে, এই কথা তোমরা জ্ঞাত
৪০ হও। আর, "হে অবজ্ঞাকারি লোকেরা, চক্ষুঃ মেলি-
"য়া দেখ, এবং অসম্ভব জ্ঞান করিয়া লজ্জিত হও;
"যেহেতুক আমি তোমাদের বর্ত্তমান সময়ে এমন
"কর্ম্ম করিব, যে তাহার বিবরণ কেহ তোমাদিগকে
৪১ "জ্ঞাত করিলেও প্রত্যয় করিবা না;" এই যে কথা
ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থে লিখিত আছে, সাবধান, তাহা
যেন তোমাদের উপরে না ঘটে।

৪২ অপর যিহূদীয় ভজনালয়হইতে বহির্গত হইলে পর
আগামি বিশ্রামবারেও যেন আপনাদের প্রতি এই ক-
থা প্রচারিত হয়, অন্যদেশীয়েরা এই প্রার্থনা করিল।
৪৩ এবং সভা ভঙ্গ হইলে অনেক২ যিহূদীয় লোক ও যি-
হূদীয় মতাবলম্বী ভক্ত লোক পৌল ও বর্ণব্বার পশ্চাৎ

গমন করিল; তাহাতে তাহারা তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে আশ্রয় করিয়া থাকিতে তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিল।

৪৪ অনন্তর পর বিশ্রামবারে নগরের প্রায় তাবৎ লোক ৪৫ ঈশ্বরের কথা শুনিতে একত্র হইল; কিন্তু যিহূদীয় লোকেরা জনতাকে দেখিয়া ঈর্ষ্যাতে পরিপূর্ণ হইয়া, বিপরীত কথা কহন এবং ঈশ্বরের নিন্দা করণ পূর্ব্বক ৪৬ পৌলের উক্ত কথা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিল। তাহাতে পৌল ও বর্ণব্বা সাহস করিয়া কহিল, প্রথমে তোমাদের নিকটে ঈশ্বরের কথা প্রচার করা উচিত ছিল বটে, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য করাতে তোমরা আপনাদিগকে অনন্ত পরমায়ুর অযোগ্য দেখাইতেছ, এই জন্যে আমরা অন্যদেশীয় লোকদের নিকটে কথা ৪৭ কহিব। পরমেশ্বর আমাদিগকে এমন আজ্ঞা দিয়াছেন, যথা, "আমি তোমাকে অন্যদেশীয়দের দীপ্তিস্ব-"রূপ ও পৃথিবীর সীমাপর্য্যন্ত পরিত্রাণস্বরূপ করিব।" ৪৮ এমন কথা শুনিয়া অন্যদেশীয়েরা আহ্লাদিত হইয়া প্রভুর কথাতে ধন্য২ করিতে লাগিল; এবং যত লোক পরমায়ুঃ প্রাপ্তির নিমিত্তে নিরূপিত ছিল, তাহারা বি-৪৯ শ্বাস করিল। এই রূপে দেশ সমুদয়ে প্রভুর বাক্য ৫০ ব্যাপিয়া গেল। কিন্তু যিহূদীয়েরা ভক্ত ও সম্ভ্রান্ত কএক স্ত্রীলোককে ও নগরের প্রধান পুরুষদিগকে কুপ্রবৃত্তি দিয়া পৌলকে ও বর্ণব্বাকে তাড়না করিয়া ৫১ সে অঞ্চলহইতে দূর করিয়া দিল। অতএব তাহারা আপনাদের পদের ধূলা তাহাদের প্রতিকূলে ঝাড়িয়া ৫২ দিয়া ইকনিয় নগরেতে গেল। এবং শিষ্যগণ আনন্দেতে ও পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইল।

১৪ অধ্যায়।

১ ইকনিয় নগরে বর্ণব্বা ও পৌলকে তাড়না করণ ৮ ও লুস্ত্রা নগরে এক খঞ্জ মনুষ্যকে সুস্থ করণ ও তৎপ্রযুক্ত বর্ণব্বা ও পৌলকে পূজা করণে লোকদের উদ্যত হওন ১৯ ও পৌলের প্রস্তরাঘাতহইতে রক্ষা পাওন এবং তাহার ও বর্ণব্বার নানা দেশ ভ্রমণ ও মণ্ডলীর লোকদিগকে স্থির করণ ও আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীর প্রতি আপনাদের কর্ম্মের সম্বাদ দেওন।

১ তদনন্তর তাহারা দুই জন একেবারে ইকনিয় নগরস্থ যিহূদীয়দের ভজনালয়ে যাইয়া যাহাতে অনেক২ যিহূদীয় ও অন্যদেশীয় লোক বিশ্বাস করিল, এমন
২ কথা কহিল। কিন্তু অবিশ্বাসকারী যিহূদীয়েরা অন্যদেশীয় লোকদিগকে কুপ্রবৃত্তি দিয়া ভ্রাতৃগণের প্রতি
৩ তাহাদের বৈরিভাব জন্মাইয়া দিল। অতএব আপনার অনুগ্রহ কথার প্রমাণ দিয়া তাহাদের হস্তদ্বারা অনেক লক্ষণ ও অদ্ভুত কর্ম্ম প্রকাশ করিলেন যে প্রভু, তাঁহার কথা সাহসপূর্ব্বক প্রচার করিয়া তাহারা
৪ অনেক দিবস সে স্থানে অবস্থিতি করিল। কিন্তু কতক লোক যিহূদীয়দের পক্ষ ও কতক প্রেরিতদের পক্ষ হওয়াতে নগরের জনতার মধ্যে ভিন্নবাক্যতা হইল।
৫ পরে অন্য দেশীয়েরা ও যিহূদীয়েরা এবং তাহাদের অধ্যক্ষেরা দৌরাত্ম্য করিয়া তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাত
৬ করিবার উদ্যোগ করিলে পর, তাহারা ইহার অনুসন্ধান পাইয়া লুকায়নিয়া দেশের অন্তঃপাতি লুস্ত্রা ও দর্বী এবং তাহার নিকটস্থ দেশে পলায়ন করিয়া
৭ সে স্থানে সুসমাচার প্রচার করিল।

৮ তাহাতে উভয় চরণে চলৎশক্তিরহিত জন্মাবধি খঞ্জ কখনো গমন করে নাই, এমন যে এক মনুষ্য লুস্ত্রা নগরে ছিল, সে বসিয়া পৌলের কথা শুনিতেছিল।

ইতিমধ্যে পৌল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার ৯
সুস্থ হওনের বিশ্বাস বুঝিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, চরণে ১০
ভর করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও; তাহাতে সে লম্ফ
দিয়া গতায়াত করিতে লাগিল। তখন লোকেরা পৌ- ১১
লের সেই কার্য্য দেখিয়া লুকায়নীয় ভাষাতে উচ্চৈঃ-
স্বরে এই কথা কহিতে লাগিল, দেবতারা মনুষ্যরূপ ধা-
রণ করিয়া আমাদের নিকটে নামিয়া আইলেন। এবং ১২
তাহারা বর্ণব্বাকে যূপিতর করিয়া বলিল, এবং পৌল
প্রধান বক্তা, এই প্রযুক্ত তাহাকে মর্কুরিয় বলিল।
পরে ঐ নগরের সম্মুখে স্থাপিত যূপিতর বিগ্রহের যা- ১৩
জক বলদ ও পুষ্পের মালা নগরদ্বারের নিকটে আ-
নিয়া লোকদের সহিত তাহাদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ
করিয়া দিতে উদ্যত হইল। কিন্তু বর্ণব্বা ও পৌল ১৪
প্রেরিত ইহার সংবাদ পাইয়া আপনাদের বস্ত্র ছিঁ-
ড়িয়া লোকদের মধ্যে বেগেতে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃ-
স্বরে কহিতে লাগিল, হে মহাশয়েরা, এমন কর্ম্ম কেন ১৫
কর? আমরাও তোমাদের মত সুখদুঃখভোগী মনু-
ষ্য; আর তোমরা এই সকল বৃথা কল্পনা ত্যাগ
করিয়া, যিনি আকাশ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ
সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই অমর ঈশ্বরের প্রতি যেন
ফির, এই জন্যে আমরা তোমাদের নিকটে সুসমা-
চার প্রচার করিতেছি। তিনি পূর্ব্বকালে তাবদ্দেশীয় ১৬
লোকদিগকে আপন২ পথে চলিতে দিলেও তাহাদের
হিতৈষী হইয়া আকাশহইতে জল বর্ষণদ্বারা নানা প্র- ১৭
কার শস্যোৎপত্তি করণ পূর্ব্বক ভক্ষ্যেতে ও আনন্দে-
তে তোমাদেরও অন্তঃকরণ তৃপ্ত করিয়া সে সকল
বস্তুকে আপনার সাক্ষিস্বরূপ রাখিলেন। কিন্তু এ- ১৮

তদ্রূপ কথা কহিলেও তাহাদের উদ্দেশে বলিদান করণ-
হইতে লোকসমূহকে প্রায় ক্ষান্ত করিতে পারিল না।
১৯　পরে আন্তিয়খিয়া ও ইকনিয় নগরহইতে কএক
যিহূদীয় লোক আসিয়া লোকদিগকে সম্মত করিয়া
পৌলকে এমনি প্রস্তরাঘাত করিল, যে তাহাতে সে
মরিয়াছে, ইহা বোধ করিয়া তাহাকে নগরের বাহি-
২০ রে টানিয়া লইয়া গেল। কিন্তু শিষ্যগণ তাহার চ-
তুর্দ্দিগে দাঁড়াইলে সে আপনি উঠিয়া পুনর্ব্বার নগর-
মধ্যে প্রবেশ করিল; এবং পরদিনে বর্ণব্বার সহিত
২১ দর্বী নগরেতে গমন করিল। সে স্থানে সুসমাচার
প্রচার করণ পূর্ব্বক অনেক লোককে শিষ্য করিলে পর
তাহারা লুস্ত্রা ও ইকনিয় এবং আন্তিয়খিয়াতে ফিরিয়া
২২ গেল। এবং অনেক দুঃখভোগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের রাজ্যে
প্রবেশ করিতে হয়, ইহা কহিয়া ধর্ম্মপথে থাকিতে
২৩ বিনতি করিয়া শিষ্যগণের মনঃস্থির করিল। আর প্র-
ত্যেক মণ্ডলীতে প্রাচীনগণকে নিযুক্ত করিয়া যে প্রভু-
তে তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল, তাঁহার হস্তে প্রার্থনা
ও উপবাস করণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সমর্পণ করিল।
২৪ পরে পিষিদিয়া দেশের মধ্য দিয়া পম্ফুলিয়া দেশে
২৫ গমন করিয়া পর্গা নগরেতে সুসমাচার প্রচার করিয়া
২৬ অত্তালিয়া নগরে প্রস্থান করিল। তাহার পর তথাহ-
ইতে সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়া তাহারা যে কর্ম্ম সম্পন্ন
করিল, ঐ কর্ম্ম সাধনের নিমিত্তে যে স্থানে ঈশ্বরের
অনুগ্রহেতে সমর্পিত হইয়াছিল, সেই আন্তিয়খিয়া ন-
২৭ গরেতে গেল। পরে তথায় উপস্থিত হইয়া তন্নগরস্থ
মণ্ডলীকে একত্র করিয়া আপনাদের দ্বারা ঈশ্বর যে২
কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এবং যে প্রকারে ভিন্নদেশীয়দিগ-

কে বিশ্বাসরূপ দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন, এ সমস্ত বিবরণ তাহাদিগকে জানাইল। পরে তাহারা শিষ্যদের ২৮ সহিত সে স্থানে অনেক দিন পর্য্যন্ত বাস করিল।

১৫ অধ্যায়।

১ অত্বক্ছেদের বিষয়ে বিবাদ ৬ ও তদ্বিষয়ে প্রেরিতদের পরামর্শ ও বিচার ১২ ও অত্বক্ছেদি লোকদের বিষয়ে যাকূবের বিচার ২২ ও বর্ণব্বা ও পৌলের হস্তদ্বারা পত্র প্রেরণ ৩০ ও আন্তিয়খিয়াতে তাহাদের বাস করণ ৩৬ ও বিবাদ প্রযুক্ত উভয়ে বিচ্ছেদ হওন।

পরে যিহূদা দেশহইতে কএক জন আসিয়া ভ্রাতৃ- ১ গণকে এই রূপ শিক্ষা দিতে লাগিল, মূসার ব্যবস্থানুসারে যদি তোমাদের ত্বক্ছেদ না হয়, তবে তোমরা পরিত্রাণ পাইতে পারিবা না। তাহাতে পৌল ও ২ বর্ণব্বা তাহাদের সহিত অনেক বিচার ও বাদানুবাদ করিলে পর মণ্ডলীর লোকেরা এই কথার তত্ত্ব জানিতে যিরূশালম নগরস্থ প্রেরিতগণের ও প্রাচীনবর্গের নিকটে পৌল ও বর্ণব্বা প্রভৃতি কএক জনকে পাঠাইতে স্থির করিল। তাহাতে তাহারা মণ্ডলীদ্বারা ৩ প্রেরিত হইয়া ফৈনীকিয়া ও শোমিরোণ দেশ দিয়া গমন করিয়া অন্যদেশীয়দের মনঃপরিবর্ত্তনের সংবাদদ্বারা ভ্রাতৃগণের পরম আহ্লাদ জন্মাইল। পরে যি- ৪ রূশালমে উপস্থিত হইয়া প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গ প্রভৃতি মণ্ডলী কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে পর, আপনাদের দ্বারা ঈশ্বর যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সে সমস্ত বিবরণ তাহাদের সাক্ষাতে কহিল। কিন্তু বিশ্বাসকারী ৫ কএক ফিরূশি মতাবলম্বি লোক স্পষ্টরূপে এই কথা কহিতে লাগিল, অন্যদেশীয়দের ত্বক্ছেদ করা এবং মূসার ব্যবস্থা পালন করিতে আজ্ঞা করা উচিত হয়।

৬ তাহাতে প্রেরিতেরা ও প্রাচীনেরা এ কথা বিবেচনা
৭ করিতে সভাস্থ হইল। পরে অনেক বাদানুবাদ হইলে
পিতর উঠিয়া কহিতে লাগিল; হে ভ্রাতৃগণ, ভিন্নদেশীয়
লোকেরা যেন আমার প্রমুখাৎ সুসমাচার শ্রবণ ক-
রিয়া বিশ্বাস করে, এই জন্যে অনেক দিন হইল ঈশ্বর
আমাদের মধ্যহইতে আমাকে মনোনীত করিয়া ল-
৮ ইলেন; এবং অন্তর্যামি ঈশ্বর যেমন আমাদিগকে,
তেমনি ভিন্নদেশীয়দিগকে পবিত্র আত্মা প্রদান ক-
৯ রিয়া বিশ্বাসদ্বারা তাহাদের অন্তঃকরণ পবিত্র করিয়া
তাহাদের এবং আমাদের মধ্যে কিছু বিশেষ না রা-
খিয়া তাহাদের বিষয়ে আপনি প্রমাণ দিলেন, ইহা
১০ তোমরা জ্ঞাত আছ। অতএব আমাদের পূর্ব্বপুরু-
ষেরা ও আমরা নিজে যে যোঁয়ালির ভার সহ্য ক-
রিতে পারিলাম না, তাহা সম্প্রতি শিষ্যগণের স্কন্ধে
১১ দিতে কেন ঈশ্বরের পরীক্ষা করিবা? প্রভু যীশু খ্রী-
ষ্টের অনুগ্রহেতে তাহারা যেমন, আমরাও তেমনি প-
রিত্রাণ পাইবার আশা করি।

১২ পরে বর্ণব্বা ও পৌলের দ্বারা ঈশ্বর ভিন্নদেশীয়দের
মধ্যে কি২ আশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন,
তাহার বিবরণ তাহারা আপন মুখে বর্ণনা করিলে
১৩ সভাস্থ সকলেই নীরব হইয়া শুনিল। অনন্তর তাহা-
দের কথা সাঙ্গ হইলে পর যাকূব কহিতে লাগিল;
১৪ হে ভ্রাতৃগণ, আমার কথাতে অবধান কর। ঈশ্বর
আপন নামের জন্যে ভিন্নদেশীয় লোকদের মধ্যহই-
তে এক দল লোক গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়া কি
প্রকারে প্রথমে তাহাদের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া-
১৫ ছেন, তাহা শিমোন বর্ণনা করিল। পরন্তু ভবিষ্যদ্-

বক্তাদের উক্ত যে সকল বাক্য, তাহার সহিত ইহার ঐক্য হইতেছে; যেরূপ লিখিত আছে, "সর্ব্বকর্ম্ম সা- ১৬
"ধনকর্ত্তা যে পরমেশ্বর, তিনি এই কথা কহেন, অব-
"শিষ্ট মনুষ্য সকল, এবং অন্যদেশীয় যত লোক আ-
"মার নামে বিখ্যাত আছে, তাহারা যেন পরমেশ্ব-
"রের তত্ত্বানুসন্ধান করে, এইজন্যে আমি ইহার পরে ১৭
"ফিরিয়া আসিয়া দায়ূদের পতিত তাম্বু পুনর্ব্বার উ-
"ঠাইব, এবং তাহার উচ্ছিন্ন স্থান সকল পুনর্ব্বার প্র-
"স্তুত করিব।" প্রথমাবধি ঈশ্বর আপনার তাবৎ কর্ম্ম ১৮ জ্ঞাত আছেন। অতএব আমার নিবেদন এই, ভিন্ন- ১৯ দেশীয় লোকদের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়াছে, তাহাদিগকে আর কিছু ভার না দিয়া, দেবতা- ২০ দের অপবিত্র প্রসাদ ভক্ষণ, ও ব্যভিচার, এবং গলাটিপিয়া মারা প্রাণি ও রক্ত ভক্ষণ, এই সকল পরিত্যাগ করিতে লিখি। কেননা পূর্ব্বাপর মূসার ব্যবস্থা ২১ প্রচারকারি লোকেরা প্রতি নগরে আছে, এবং প্রতি বিশ্রামবারেতেই ভজনালয়ে তাহার পাঠ হইতেছে।

পরে প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গ এবং তাবৎ মণ্ডলী ২২ আপনাদের মধ্যহইতে বর্শব্বা বিখ্যাত যে যিহূদা, এবং সীল, ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রধান এই দুই জনকে মনোনীত করিয়া লইয়া পৌল ও বর্ণব্বার সহিত আন্তিয়খিয়া নগরেতে প্রেরণ করা বিহিত বুঝিয়া তাহাদের দ্বারা পত্র পাঠাইয়া দিল। ঐ পত্রের বিব- ২৩ রণ এই, যথা, 'আন্তিয়খিয়া ও সুরিয়া ও কিলিকিয়া স্থানস্থ অন্য দেশীয় ভ্রাতৃগণের প্রতি প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গ ও ভ্রাতগণের নমস্কার। বিশেষতঃ আমা- ২৪ দের আজ্ঞা প্রাপ্ত না হইয়াও কএক জন আমাদের

মধ্যহইতে যাইয়া তোমাদিগকে ত্বক্ছেদ ও মূসার ব্যবস্থা পালন করিতে হইবে, এমন শিক্ষা দিয়া তোমাদের মন অস্থির করিয়া তোমাদিগকে সন্দিগ্ধ ক-
২৫ রিয়াছে, এই কথা আমরা শুনিলাম। তন্নিমিত্তে আমরা একপরামর্শে সভাস্থ হইয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
২৬ নামের নিমিত্তে যাহারা প্রাণপণ করিয়াছে, এমন যে আমাদের প্রিয় বর্ণব্বা ও পৌল, তাহাদের সঙ্গে কো-
২৭ ন মনোনীত লোকদিগকে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করা বিহিত বুঝিলাম। অতএব যিহূদা ও সীলকে তোমাদের নিকটে পাঠাইলাম, ইহাদের প্রমুখাৎ এই
২৮ কথা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবা। দেবতাদের প্রসাদ ভক্ষণ ও রক্ত ও গলাটিপিয়া মারা প্রাণি ভক্ষণ, এবং ব্যভিচার কর্ম্ম, এই সকল সুনিষিদ্ধ ক্রিয়া ব্যতিরেকে
২৯ তোমাদের উপরে অন্য কোন ভার না দিতে পবিত্র আত্মার এবং আমাদের বিহিত জ্ঞান হইল। অতএব এই সকলহইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিলে তোমরা ভাল কর্ম্ম করিবা। তোমাদের মঙ্গল হউক।'
৩০ তদনন্তর তাহারা বিদায় পাইলে পর আন্তিয়খিয়া নগরে উপস্থিত হইয়া লোকসমূহকে একত্র করিয়া
৩১ পত্র দিল। তাহাতে তাহারা ঐ পত্র পাঠ করিয়া
৩২ সান্ত্বনা পাওয়াতে আনন্দিত হইল। অনন্তর যিহূদা ও সীল স্বয়ং প্রচারক হইয়া ভ্রাতৃগণকে নানা উপ-
৩৩ দেশ দিয়া তাহাদিকে সুস্থির করিল। এই প্রকারে সে স্থানে তাহাদের সহিত কিছু দিন যাপন করিয়া শেষে প্রেরিতদের কাছে ফিরিয়া যাইবার নিমিত্তে
৩৪ তাহাদের নিকটহইতে কল্যাণে বিদায় হইল; কিন্তু
৩৫ সীল সে স্থানে থাকিতে বাসনা করিল। এবং পৌল

ও বর্ণব্বা এবং অনেক শিষ্যেরা লোকদিগকে উপদেশ দিতে২ প্রভুর সুসমাচার প্রচার করিতে২ আন্তিয়খিয়াতে কাল যাপন করিল।

৩৬ তদনন্তর কতক দিনের পর পৌল বর্ণব্বাকে কহিল, আইস, আমরা যে সমস্ত নগরে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, সে সকল নগরে পুনর্ব্বার যাইয়া ভ্রাতৃগণ কেমন আছে, ইহা দেখিতে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করি। ৩৭ তাহাতে মার্ক নামে বিখ্যাত যোহন-কে সঙ্গে লইতে বর্ণব্বার মত ছিল; ৩৮ কিন্তু সে ব্যক্তি পূর্ব্বে তাহাদের সহিত কার্য্যেতে না গিয়া পম্ফুলিয়া দেশে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছিল, এই জন্যে পৌল তাহাকে সঙ্গে লওয়া অনুচিত বোধ করিল। ৩৯ এরূপে তাহাদের অত্যন্ত বিরোধ হওয়াতে তাহারা পরস্পর পৃথক্ হইল; তাহাতে বর্ণব্বা মার্ককে লইয়া কুপ্র উপদ্বীপে জাহাজে গমন করিল। ৪০ কিন্তু পৌল সীলকে মনোনীত করিয়া ভ্রাতৃগণের দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সমর্পিত হইয়া প্রস্থান পূর্ব্বক ৪১ সুরিয়া ও কিলিকিয়া দেশ দিয়া মণ্ডলীগণকে স্থির করিতে২ গমন করিল।

১৬ অধ্যায়।

১ তীমথিয়ের ত্বক্‌ছেদ করণ ৬ ও ফিলিপ্পী নগরে পৌলের গমন ১১ ও লুদিয়ার মনঃপরিবর্ত্তন ও বাপ্তিস্ম ১৬ ও পৌলের দ্বারা দৈবজ্ঞ ভূত বিশিষ্টা বালিকাকে সুস্থ করণ ও তৎপ্রযুক্ত তাহার কর্ত্তাদের ক্রোধ করণ ২৫ ও তন্নিমিত্তে পৌলকে ও সীলকে কারাগারে বদ্ধ করণ ও কারাগারের রক্ষাকর্ত্তার মনঃপরিবর্ত্তন ও বাপ্তিস্ম ৩৫ ও পৌল ও সীলের কারাগারহইতে মুক্তি।

১ তদনন্তর পৌল দর্ব্বী ও লুস্ত্রা নগরেতে উপস্থিত হইল; সে স্থানে তীমথিয় নামে এক শিষ্য ছিল; সে এক বিশ্বাসকারিণী যিহূদীয় স্ত্রীর গর্ব্ভজাত বটে,

২ কিন্তু তাহার পিতা অন্যদেশীয় লোক। আর সে ব্য-
ক্তি লুস্ত্রা ও ইকনিয় নগরস্থ ভ্রাতাদের নিকটেও সু-
৩ খ্যাত্যাপন্ন ছিল। ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া যাইতে
মনস্থ করিয়া পৌল তদ্দেশনিবাসি যিহূদীয়দের অনু-
রোধে তাহার ত্বক্ছেদ করিল; কেননা তাহার পিতা
৪ যে অন্যদেশীয় লোক, ইহা সকলেই জানিত। পরে
তাহারা নগরে২ ভ্রমণ করিতে২ যিরূশালমস্থ প্রেরিত-
গণ ও প্রাচীনবর্গের দ্বারা নিরূপিত যে ব্যবস্থাপত্র,
৫ তাহা পালনার্থে লোকদিগকে দিল। তাহাতে মণ্ডলী
সকল খ্রীষ্টের ধর্ম্মেতে সুস্থির হইয়া দিনে২ বহুসংখ্যক
হইতে লাগিল।

৬ পরে তাহারা ফরুগিয়া ও গলাতিয়া দেশ দিয়া গে-
লে পবিত্র আত্মা তাহাদিগকে আশিয়া দেশে কথা
৭ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। এবং মুসিয়া দেশে
উপস্থিত হইয়া বিথুনিয়ায় যাইতে উদ্যত হইলে আ-
ত্মা সে দেশেও যাইতে তাহাদিগকে অনুমতি দিলেন
৮ না। তাহাতে তাহারা মুসিয়া দেশ ত্যাগ করিয়া
৯ ত্রোয়া নগরে গিয়া উপস্থিত হইল। এবং রাত্রিকা-
লে পৌল স্বপ্ন দেখিল, যেন এক মাকিদনীয় লোক
দাঁড়াইয়া বিনতি করিয়া তাহাকে কহিতেছে, মাকি-
১০ দনিয়া দেশে উত্তরিয়া আমাদের উপকার কর। সে
এ প্রকার স্বপ্ন দর্শন করাতে প্রভু যে তদ্দেশীয় লো-
কদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিতে আমাদিগ-
কে ডাকিতেছেন, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া আমরা শীঘ্র
মাকিদনিয়া দেশে যাইতে উদ্যোগ করিলাম।

১১ পরে ত্রোয়া নগরহইতে যাত্রা করিয়া সোজা পথে
সামথ্রাকী উপদ্বীপ দিয়া গমন করিয়া পরদিনে নি-

য়াপলি নগরে উপস্থিত হইলাম। এবং তথাহইতে ১২
গমন করিয়া মাকিদনিয়ার অন্তঃপাতি যে ফিলিপ্পী
নামে এক প্রধান নগর (রোমীয়দের) বাসস্থান ছিল,
তাহাতে উপস্থিত হইয়া কতক দিন পর্য্যন্ত সে স্থানে
থাকিলাম। আর বিশ্রামবারে নগরহইতে গিয়া নদীর ১৩
তীরে যে স্থানে প্রার্থনা করণ ব্যবহার ছিল, তথায়
বসিয়া আগত স্ত্রীলোকের নিকটে কথা প্রচার করি-
তে লাগিলাম। তাহাতে শ্রোতৃগণের মধ্যে থুয়াতীরা ১৪
নগর নিবাসিনী ধূমরাম্বর বিক্রয়কারিণী লুদিয়া নামে
যে এক ঈশ্বরসেবিকা স্ত্রী, প্রভু কর্তৃক তাহার হৃদ-
য়ের কপাট মুক্ত হইলে সে পৌলের উক্ত বাক্যে ম-
নোযোগ করিল। অতএব সে স্ত্রী সপরিবারে বাপ্তা- ১৫
ইজিতা হইয়া বিনতি পূর্ব্বক কহিল, তোমাদের বি-
চারে যদি প্রভুর প্রতি বিশ্বাসকারিণী হইলাম, তবে
আমার গৃহে আসিয়া থাক। এই মতে সে যত্নেতে
আমাদিগকে রাখিল।

পরে প্রার্থনাস্থানে যাইবার সময়ে, যাহার গণনা ১৬
করাতে তাহার কর্ত্তাদের যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন হইত,
এমন দৈবজ্ঞ ভূত বিশিষ্টা এক বালিকা আসিয়া আ-
মাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল। সে আমাদের এবং ১৭
পৌলের পশ্চাৎ২ আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহি-
তে লাগিল, এই মনুষ্যেরা সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের সে-
বক হইয়া আমাদের নিকটে পরিত্রাণের পথ প্রকাশ
করিতেছে। ঐ বালিকা অনেক দিন পর্য্যন্ত এ প্রকার ১৮
করিল; তাহাতে পৌল দুঃখিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া
সে ভূতকে কহিল, যীশু খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমা-
কে আজ্ঞা দিতেছি, ইহাহইতে বহির্গত হও; তাহাতে

১৯ তৎক্ষণাৎ সে ভূত তাহাহইতে বহির্গত হইল। তখন আপনাদের লাভের প্রত্যাশা বিফল হইল, ইহা দেখিয়া তাহার প্রভুগণ পৌলকে এবং সীলকে ধরিয়া টা-
২০ নিয়া বিচারস্থানে অধ্যক্ষদের নিকটে আনিল। পরে শাসনকর্ত্তাদের নিকটে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া, রোমীয় লোক যে আমরা, আমাদের যে ব্যবহার গ্রহণ
২১ ও পালন করিতে নাই, ইহারা যিহূদীয় লোক হইয়া তাহাই শিক্ষা দিয়া আমাদের নগরে অতিশয় কলহ
২২ করিতেছে, ইহা বলিলে লোকসমূহ তাহাদের প্রতিকূলে উঠিল, এবং শাসনকর্ত্তারা তাহাদের বস্ত্র ছিঁ-
২৩ ড়িয়া বেত্রাঘাত করিতে আজ্ঞা দিল। এবং তাহাদের বিস্তর প্রহার হইলে পর কারাগারে লইয়া গিয়া সাবধানরূপে রক্ষা করিতে কারারক্ষককে আজ্ঞা দিল।
২৪ এ প্রকার আজ্ঞা পাইয়া সে তাহাদিগকে অন্তরস্থ কারাগারে ফেলিয়া তাহাদের পায়ে হাড়ি দিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিল।

২৫ পরে রাত্রির দুই প্রহর সময়ে পৌল এবং সীল ঈশ্বরোদ্দেশে প্রার্থনা ও গান করিল, তাহাতে বন্দি
২৬ লোকেরা তাহাদের রব শুনিল। তখন অকস্মাৎ এমন এক মহাভূমিকম্প হইল, যে ভিত্তিমূলের সহিত কারাগার টলটলায়মান হইতে লাগিল; এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত দ্বার মুক্ত হইল, এবং সকলের বন্ধন
২৭ খুলিয়া গেল। অতএব কারারক্ষক নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হইয়া কারাগারের দ্বার মুক্ত দেখিয়া, বন্দি লোকেরা পলায়ন করিয়াছে, ইহা অনুমান করিয়া কোষ হইতে খড়্গ বাহির করণ পূর্ব্বক আত্মঘাতী হইতে
২৮ উদ্যত হইল। কিন্তু পৌল উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকি-

য়া কহিল, ওহে, আমরা সকলেই এ স্থানে আছি; তুমি আপন প্রাণের কিছু হিংসা করিও না। তখন ২৯ প্রদীপ আনিতে কহিয়া সে কম্পবান হইয়া লম্ফপূর্ব্বক ভিতরে আসিয়া পৌলের এবং সীলের চরণে পড়িল। পরে সে তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া জি- ৩০ জ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়েরা, পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে আমাকে কি করিতে হইবে? তাহাতে তাহারা ৩১ কহিল, প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর; তাহাতেই তুমি সপরিবারে ত্রাণ পাইবা। পরে তাহাকে এবং ৩২ ঐ গৃহস্থিত সমস্ত লোককে প্রভুর কথা কহিতে লাগিল। এবং সেই রাত্রির তদ্দণ্ডেই সে তাহাদিগকে ৩৩ লইয়া তাহাদের প্রহারের ক্ষত সকল ধৌত করিল; এবং সে আপনি ও তাহার পরিবার সকলে তৎসময়ে বাপ্তাইজিত হইল। পরে তাহাদিগকে আপন বা- ৩৪ টীতে আনিয়া তাহাদের সম্মুখে খাদ্যসামগ্রী রাখিল; এবং সে আপনি ও তাহার পরিবার সকলে ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করিয়া আনন্দিত হইল।

পরে দিন উপস্থিত হইলে ঐ লোকদিগকে ছাড়ি- ৩৫ য়া দেও, এই কথা কহিতে শাসনকর্ত্তারা পদাতিকগণকে পাঠাইল। কারাগাররক্ষক পৌলকে ঐ সংবাদ ৩৬ দিয়া কহিল, শাসনকর্ত্তারা তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিতে লোক প্রেরণ করিয়াছে, এখন তোমরা বহির্গত হইয়া কুশলে প্রস্থান কর। কিন্তু পৌল তাহাদিগকে ৩৭ কহিল, রোমীয় লোক যে আমরা, আমাদের কোন দোষ নিশ্চয় না করিয়া সকলের সাক্ষাতে আমাদিগকে কোড়া মারিয়া কারাগারে বদ্ধ করিয়াছে; এই ক্ষণে কি গোপনে আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে? তা-

হা হইবে না, আপনারা আসিয়া আমাদিগকে বাহির
৩৮ করিয়া লইয়া যাউক। তখন পদাতিকেরা শাসনক-
র্ত্তাদিগকে এই সংবাদ দিলে পর তাহারা যে রোমি
৩৯ লোক, এ কথা শুনিয়া ভীত হইয়া তাহাদের নিকটে
আসিয়া বিনয় করিল, এবং বাহির করিয়া নগরহইতে
৪০ প্রস্থান করিতে প্রার্থনা করিল। তাহাতে তাহারা
কারাগারহইতে নির্গত হইয়া লুদিয়ার বাটীতে গেল;
অনন্তর ভ্রাতৃগণের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাদিগকে
সান্ত্বনা করিলে পর তথাহইতে প্রস্থান করিল।

১৭ অধ্যায়।

১ থিষলনীকী নগরে পৌলদ্বারা খ্রীষ্টের কথা প্রচার ও কতক লোকের বিশ্বাস ও অন্যদের বিরোধ ১০ ও পৌল ও সীলের বিরয়া নগরে গমন ও খ্রীষ্টের কথা প্রচার প্রযুক্ত তাড়িত হওন ১৬ ও আথীনী নগরে পৌলের গমন ও লোকদের সহিত বিচার করণ ২২ ও আরেয়পাগে খ্রীষ্টের কথা প্রচার করণ ও কতক লোকের বিদ্রূপ ও কতক লোকের বিশ্বাস করণ।

১ পরে পৌল ও সীল আম্‌ফিপলি ও আপল্লোনিয়া
নগর দিয়া গমন করিয়া থিষলনীকী নগরেতে উপ-
২ স্থিত হইল। সেই স্থানে যিহূদীয়দের এক ভজনা-
লয় থাকিলে পৌল আপন রীত্যনুসারে তাহাদের নি-
কটে গিয়া তিন বিশ্রামবারে তাহাদের সঙ্গে ধর্ম্মপুস্ত-
৩ কের কথার বিচার করিল। ফলতঃ 'অভিষিক্ত ত্রাতা-
কে দুঃখভোগ করিতে এবং কবরহইতে উত্থান করিতে
হইল, এবং তোমাদের নিকটে যে যীশুর প্রসঙ্গ প্র-
চার করিতেছি, তিনিই অভিষিক্ত ত্রাতা,' সে এই স-
কল কথা প্রকাশ করিয়া প্রমাণ দিয়া স্থির করিল।
৪ তাহাতে তাহাদের মধ্যে কএক জন ও অন্যদেশীয় অ-
নেক ভক্ত লোক ও অনেক প্রধান স্ত্রীলোক বিশ্বাস

করিয়া পৌল ও সীলের পশ্চাদ্গামী হইল। কিন্তু ৫
অবিশ্বাসি যিহূদীয় লোকেরা ঈর্ষ্যাতে পরিপূর্ণ হইয়া
হাটের কএক লম্পট লোককে সঙ্গে লইয়া জনতা ক-
রিয়া নগরের মধ্যে উৎপাত করণপূর্ব্বক যাসোনের বা-
টী আক্রমণ করিয়া প্রেরিতগণকে ধরিয়া লোকসমূহের
নিকটে আনিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের উ- ৬
দ্দেশ না পাওয়াতে যাসোনকে এবং কএক ভ্রাতাকে
ধরিয়া নগরাধ্যক্ষদের নিকটে আনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহি-
তে লাগিল, যে মনুষ্যেরা তাবৎ জগৎকে লণ্ডভণ্ড ক-
রিয়াছে, তাহারা এ স্থানেও উপস্থিত হইল; এবং এই ৭
যাসোন্ তাহাদিগকে অতিথি করিয়া রাখিল। এবং
যীশু নামে আর এক জন রাজা আছে, এ কথা ব-
লিয়া ইহারা সকলে কৈসরের আজ্ঞার বিরুদ্ধে কর্ম্ম
করিতেছে। তাহাদের এ কথা শুনিয়া লোকসমূহ ও ৮
নগরের অধ্যক্ষেরা উদ্বিগ্ন হইল। পরে যাসোনের ও ৯
অন্যদের প্রতিভূ লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল।

পরে ভ্রাতৃগণ রাত্রিকালে পৌলকে ও সীলকে বির- ১০
য়া নগরেতে শীঘ্র পাঠাইয়া দিলে তাহারা তথায় উ-
পস্থিত হইয়া যিহূদীয়দের ভজনালয়ে গমন করিল।
ঐ স্থানস্থ লোকেরা থিষলনীকীর লোক অপেক্ষা মহা- ১১
ত্মা ছিল; কেননা তাহারা স্বচ্ছন্দে কথা গ্রহণ করিয়া
এমত হয় কি না, তাহা জানিবার নিমিত্তে প্রতিদিন
ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনা করিতে লাগিল; তাহাতে অনেক ১২
যিহূদীয়েরা এবং অন্যদেশীয়দের মান্য স্ত্রীলোকেরা ও
পুরুষেরা অনেকে বিশ্বাস করিল। কিন্তু বিরয়া নগ- ১৩
রেতে পৌলদ্বারা ঈশ্বরের কথা প্রচার হইতেছে, ইহা
থিষলনীকীর যিহূদীয়েরা জ্ঞাত হইয়া সে স্থানেও আ-

১৪ দিয়া লোকদিগকে কুপ্রবৃত্তি দিল। অতএব তথাহইতে সমুদ্রে যাইতেছে, এমন দেখাইয়া ভ্রাতৃগণ পৌলকে শীঘ্র পাঠাইয়া দিল, কিন্তু সীল ও তীমথিয় সে স্থানে
১৫ রহিল। পরে পৌলের পথদর্শকেরা তাহাকে আথীনী নগরেতে উপস্থিত করিলে পর, ত্বরা করিয়া এ স্থানে আসিতে সীলকে ও তীমথিয়কে কহ, এমন আজ্ঞা পাইয়া প্রত্যাগমন করিল।

১৬ পৌল আথীনী নগরে তাহাদের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে২ ঐ নগর প্রতিমাতে পরিপূর্ণ দেখিয়া উত্তপ্ত-
১৭ চিত্ত হইতে লাগিল। তাহাতে সে ভজনালয়ে যিহূদীয় ও ভক্ত লোকদের সহিত, এবং হাটে যাহাদের২ দেখা পাইল, তাহাদের সঙ্গে প্রতিদিন বিচার করিতে
১৮ লাগিল। কিন্তু ইপিকূরেয় ও স্তোয়িকীয় মতাবলম্বী কএক জন জ্ঞানী তাহার সহিত বিবাদ করিল। তাহাতে কেহ২ কহিল, এই বাচাল কি বলিতে চাহে? আর কেহ২ বলিল, বোধ হয় এ ব্যক্তি কোন বিদেশীয় দেবতাদের প্রচারক হইবে; কারণ সে যীশুর ও উত্থিতির প্রসঙ্গ তাহাদের নিকটে প্রচার করিয়া-
১৯ ছিল। পরে তাহারা তাহাকে লইয়া আরেয়পাগ নামক বিচারস্থানে আনিয়া কহিল, এই যে নূতন মত তুমি প্রকাশ করিতেছ, ইহা কি প্রকার, তাহা আম-
২০ রা জানিতে প্রয়াস করি; কেননা এই যে কথা আমাদের কর্ণগোচর করিতেছ, ইহা অসম্ভব; ইহার ভা-
২১ বার্থ কি, তাহা আমরা জানিতে বাঞ্ছা করি। ঐ আথীনী নগরনিবাসি ও প্রবাসি লোকেরা কেবল কোন নূতন কথা শ্রবণ কিম্বা প্রচার করিতে২ কাল যাপন করিত।

অতএব পৌল আরেয়পাগের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া ২২
এই কথা কহিতে লাগিল; হে আথীনীয় লোকেরা,
তোমরা সর্ব্বতোভাবে দেবপূজাতে আসক্ত, ইহা আ-
মি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। যেহেতুক পর্য্যটনের সময়ে ২৩
তোমাদের পূজ্য বস্তু দেখিতে২ 'অজ্ঞাত দেবতার উ-
দ্দেশে,' এই লিপিযুক্ত এক যজ্ঞবেদি দেখিলাম; অত-
এব না জানিয়া যাঁহাকে পূজা করিতেছ, তাঁহার তত্ত্ব
তোমাদের নিকটে প্রচার করি। জগৎ এবং জগৎস্থ ২৪
সমুদয় বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা যে ঈশ্বর, তিনি স্বর্গ ও পৃথি-
বীর একাধিপতি হইয়া হস্তকৃত মন্দিরে বাস করেন
না; আর তিনিই সকলকে জীবন ও প্রাণ ও তাবৎ ২৫
সামগ্রী দেন; অতএব তিনি যে কোন সামগ্রীর
অভাব প্রযুক্ত মনুষ্যদের হস্তদ্বারা সেবিত হন এমন
নয়। আর তিনি এক রক্তহইতে তাবৎ জাতীয় মনু- ২৬
ষ্যকে সৃষ্টি করিয়া তাবৎ ভূমণ্ডলে বাস করিতে দিয়া
পূর্ব্বকালে তাহাদের নিরূপিত সময়ের এবং বাসসীমার
নিশ্চয় করিয়াছেন; তাহাতে লোকেরা যদি কোন প্র- ২৭
কারে অনুসন্ধান করিয়া পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান পাই-
তে পারে, তন্নিমিত্তে তাঁহার অন্বেষণ করিতে হয়।
কিন্তু তিনি আমাদের কাহারও হইতে দূরে আছেন
তাহা নহে; আমরা তাঁহাদ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ২৮
ও গমনাগমন ও প্রাণ ধারণ করিতেছি; এবং তোমা-
দের কএক জন কবি কহিয়াছে, যথা, 'আমরাও তাঁ-
হার বংশ।' অতএব আমরা যদি ঈশ্বরের বংশ হই, ২৯
তবে মনুষ্যদের বিদ্যাতে ও কৌশলেতে খোদিত যে
স্বর্ণ কি রূপ্য কি প্রস্তর, ইহাদের তুল্য ঈশ্বরকে জ্ঞান
করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। আর সেই পূর্ব্বকালীয় ৩০

অজ্ঞানতার প্রতি ঈশ্বর দৃষ্টি না করিয়া এখন সর্ব্বত্র
৩১ সকলকে মনঃপরিবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিতেছেন; যে-
হেতুক আপন নিয়োজিত এক পুরুষদ্বারা যে দিনে
তিনি ন্যায়েতে পৃথিবীস্থ তাবৎ লোকের বিচার করি-
বেন, এমন এক দিন নিরূপণ করিয়াছেন, আর তাঁ-
হাকে কবরহইতে উত্থিত করাতে তদ্বিষয়ে সকলের
৩২ নিকটে প্রমাণ দিয়াছেন। তখন মৃত লোকদের উত্থা-
নের কথা শুনিয়া কেহ২ উপহাস করিল; আর কেহ২
বলিল, তোমার কাছে ইহার প্রসঙ্গ পুনর্ব্বার শুনিব।
৩৩ তাহাতে পৌল তাহাদের নিকটহইতে প্রস্থান করিল।
৩৪ তথাপি কোন লোকেরা তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া
বিশ্বাস করিল; তাহাদের মধ্যে আরেয়পাগীয় দিয়নুষিয়
এবং দামরি নামে এক স্ত্রী ও আর কএক জন ছিল।

১৮ অধ্যায়।

১ পৌলের করিন্থ নগরে গমন ও শ্রম করণ ও ঈশ্বরের কথা প্রচার করণ ১২ ও গাল্লিয়োর নিকটে অপবাদিত হইলেও তাহার মুক্ত হওন ১৮ ও নানা নগরে যাইয়া শিষ্যদিগকে স্থির করণ ২৪ ও আপল্লোর বিবরণ।

১ ঐ ঘটনার পরে পৌল আথীনী নগরহইতে যাত্রা
২ করিয়া করিন্থ নগরে আইল। ঐ সময়ে ক্লৌদিয় স-
কল যিহূদীয়দিগকে রোমা নগর ত্যাগ করিয়া যাই-
তে আজ্ঞা করাতে, প্রিস্কিল্লা নাম্নী জায়ার সহিত ই-
তলিয়া দেশহইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আইল যে পন্ত দেশ-
জাত আক্বিলা নামে এক যিহূদীয় লোক, তাহার সা-
৩ ক্ষাৎ পাইয়া পৌল তাহাদের নিকটে গেল। তাহারা
তাম্বু নির্ম্মাণ ব্যবসায়ী, তৎপ্রযুক্ত পরস্পর একব্যবসা-
য়ী হওয়াতে সে তাহাদের সহিত বাস করিয়া ঐ কর্ম্ম

করিল; এবং প্রতি বিশ্রামবারে ভজনালয়ে যাইয়া ৪
বিচার করণ পূর্ব্বক যিহূদীয়দিগকে এবং অন্যদেশীয়-
দিগকে লওয়াইতে লাগিল। অপর সীল ও তীমথিয় ৫
মাকিদনিয়া দেশহইতে আইলে পর, যীশু যে অভি-
ষিক্ত ত্রাতা বটেন, পৌল আত্মাতে আকৃষ্ট হইয়া
যিহূদীয়দের নিকটে ইহার প্রমাণ দিল। কিন্তু তাহারা ৬
অত্যন্ত বিরোধ করিয়া নিন্দাকথা কহিলে পৌল বস্ত্র
ঝাড়িয়া এই কথা কহিল, তোমাদের রক্তপাতের দোষ
তোমাদেরই প্রতি বর্ত্তুক, তাহাতে আমি নির্দ্দোষ; অ-
দ্যাবধি ভিন্ন দেশীয়দের নিকটে যাই। পরে সে ত- ৭
থাহইতে প্রস্থান পূর্ব্বক ভজনালয়ের নিকটস্থ যুষ্ট না-
মে ঈশ্বরের ভক্ত এক জনের বাটীতে প্রবেশ করিল।
আর ক্রীস্প নামে ভজনালয়ের এক অধ্যক্ষ সপরি- ৮
বারে প্রভুতে বিশ্বাস করিল; এবং অনেক করিন্থ ন-
গরীয় লোক শুনিয়া বিশ্বাস করণ পূর্ব্বক বাপ্তাইজিত
হইল। পরে রাত্রিকালে প্রভু পৌলকে দর্শনেতে ক- ৯
হিলেন, ভয় করিও না, নিরস্ত না হইয়া কথা প্রচার
কর। আমি তোমার সঙ্গে আছি, হিংসা করণার্থে ১০
কেহই তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না; এ নগরে
আমার অনেক লোক আছে। তাহাতে পৌল প্রায় ১১
দেড় বৎসর পর্য্যন্ত সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া ঈ-
শ্বরের কথার উপদেশ দিল।

অপর গাল্লিয়ো নামে এক ব্যক্তি আখায়া দেশের ১২
অধিপতি হইলে, যিহূদীয়েরা একবাক্য হইয়া পৌলকে
আক্রমণ করিয়া বিচারস্থানে লইয়া গিয়া, এই মনুষ্য ১৩
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ভজনা করিতে লোকদিগকে
প্রবৃত্তি দিতেছে, এই নিবেদন করিল। তাহাতে পৌল ১৪

উত্তর করিতে উদ্যত হইলে গাল্লিয়ো যিহূদীয়দিগকে কহিল, যদি কোন অন্যায়ের বা অতিশয় দুষ্টতাব্যবহারের বিষয়ে এই বিচার হইত, তবে তোমাদের
১৫ কথা সহ্য করা আমার কর্ত্তব্য হইত; কিন্তু যদি কেবল কথা কি নাম কি তোমাদের ব্যবস্থার বিষয়ে বিবাদ হয়, তবে আমি তাহার বিচার করিব না, তো-
১৬ মরা আপনারা তাহার মীমাংসা কর। তাহাতে সে
১৭ বিচারস্থানহইতে তাহাদিগকে দূর করিয়া দিল। এবং অন্যদেশীয়েরা সোস্থিনি নামে ভজনালয়ের অধ্যক্ষকে ধরিয়া বিচারস্থানের সম্মুখে প্রহার করিল; তথাপি গাল্লিয়ো সে সকল কর্ম্মেতে কিছু মনোযোগ করিল না।

১৮ অনন্তর পৌল সে স্থানে আরও অনেক দিন বাস করিলে পর ভ্রাতৃগণের নিকটে বিদায় লইয়া কোন ব্রতের নিমিত্তে কিংক্রিয়া নগরে শিরোমুণ্ডন করিয়া জলপথে সুরিয়া দেশে গমন করিল; কিন্তু আক্বিলা
১৯ ও প্রিস্কিল্লা তাহার সঙ্গে গমন করাতে ইফিষ নগরে উপস্থিত হইয়া সে স্থানে তাহাদিগকে রাখিয়া আপনি ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া যিহূদীয়দের সহিত বি-
২০ চার করিতে লাগিল। তাহাতে তাহারা আপনাদের সঙ্গে তাহাকে আর কিছু দিন থাকিতে বিনয় করি-
২১ লে সে অস্বীকৃত হইয়া এই কথা কহিল, যিরূশালমে কোন প্রকারে আমাকে আগামি পর্ব্ব পালন করিতে হইবে; পরে ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে তোমাদের
২২ কাছে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিব। অপর সে তাহাদের নিকটে বিদায় লইয়া জলপথে ইফিষহইতে প্রস্থান করিল; পরে কৈসরিয়াতে উপস্থিত হইয়া (যিরূশালমে)

যাইয়া মণ্ডলীকে নমস্কার করিয়া তথাহইতে আন্তি-য়খিয়া নগরেতে প্রস্থান করিল। এবং সে স্থানে ২৩ কিছু কাল যাপন করিলে তথাহইতে প্রস্থান করিয়া তাবৎ শিষ্যদের মনঃসুস্থির করিতে২ ক্রমশো গলাতিয়া ও ফরুগিয়া দেশ ভ্রমণ করিয়া চলিল।

ঐ সময়ে সিকন্দরিয়া নগরে জাত আপল্লো নামে ২৪ ধর্ম্মশাস্ত্রে তৎপর ও সুবক্তা এক যিহূদীয় লোক ই-ফিষ নগরে আইল। সে প্রভুর পথে শিক্ষিত ও ২৫ মনে উদ্‌যোগী হইয়া যোহনের বাপ্তিস্‌মমাত্র জানি-য়াও বিশেষরূপে প্রভুর কথা কহিয়া উপদেশ দিল। পরে এ ব্যক্তি নির্ভয়েতে ভজনালয়ে কহিতে লাগিল; ২৬ তাহাতে আক্বিলা ও প্রিস্কিল্লা তাহার উপদেশকথা শুনিয়া তাহাকে আপনাদের নিকটে আনিয়া বিশেষ-রূপে ঈশ্বরের পথ বুঝাইয়া দিল। পরে সে আখা- ২৭ য়া দেশে যাইতে মানস করিলে তথাকার শিষ্যগণ যেন তাহাকে গ্রাহ্য করে, ভ্রাতৃগণ এই কথা লিখি-য়া পাঠাইলে আপল্লো সে স্থানে উপস্থিত হইয়া অনুগ্রহেতে প্রত্যয়কারিদের বিস্তর উপকার করিল; ফলতঃ যীশু যে অভিষিক্ত ত্রাতা, ইহা শাস্ত্র প্রমাণ ২৮ দিয়া প্রকাশ রূপে প্রতিপন্ন করিয়া যিহূদীয়দিগকে অ-তিশয় অপ্রতিভ করিল।

১৯ অধ্যায়।

১ পৌলের হস্তদ্বারা বারো জনকে পবিত্র আত্মা দান ৮ ও পৌলের অনেক লোকের বিপরীতে বিবাদ করণ ও অনেক লোককে সুস্থ করণ ১৩ ও অপবিত্র ভূতদ্বারা স্কিবার পুত্রগণের ক্ষতবিক্ষত হওন ও মায়াবি পুস্তকের দগ্ধ হওন ২১ ও দীমীত্রিয় স্বর্ণকারের পৌলের বিরুদ্ধে কলহ করণ ও নগরের অধ্যক্ষদ্বারা তাহার নিবারণ।

১ অপর আপল্লোর করিন্থ নগরে থাকন সময়ে পৌল উত্তর অঞ্চল দিয়া আগমন পূর্ব্বক ইফিষ নগরে উপস্থিত হইল। তাহাতে কএক শিষ্যের সাক্ষাৎ পাইয়া
২ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা বিশ্বাস করিয়া পবিত্র আত্মাকে পাইয়াছ কি না? তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, পবিত্র আত্মা যে আছেন, তাহা আমরা
৩ শুনিও নাই। তখন সে কহিল, তবে তোমরা কিসেতে বাপ্তাইজিত হইয়াছিলা? তাহাতে তাহারা কহিল,
৪ যোহনের বাপ্তিস্মেতে। তখন পৌল কহিল, 'ইহার পরে যিনি উপস্থিত হইবেন, তাঁহাতে অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিতে হইবে,' ইহা বলিয়া যোহন মনঃপরিবর্ত্তন সূচক বাপ্তিস্মেতে লোকদিগকে বাপ্তাই-
৫ জিত করিল। তখন এমন কথা শুনিয়া তাহারা প্রভু
৬ যীশুর নামেতে বাপ্তাইজিত হইল। তাহাতে পৌল তাহাদের গাত্রে হস্তার্পণ করিলে তাহাদিগের উপরে পবিত্র আত্মা নামিলেন; তাহাতে তাহারা নানা দে-
৭ শীয় ভাষা এবং ভবিষ্যৎকথা কহিতে লাগিল। তাহারা ন্যূনাধিক প্রায় দ্বাদশ জন ছিল।

৮ পরে পৌল ভজনালয়ে যাইয়া প্রায় তিন মাস পর্য্যন্ত ঈশ্বরের রাজত্ব বিষয়ে বিচার করিয়া লোকদিগকে
৯ সুপ্রবৃত্তি দিয়া সাহসে কথা কহিল। কিন্তু কঠিন অন্তঃকরণ প্রযুক্ত কএক জন বিশ্বাস না করিয়া সকলের সাক্ষাতে এই পথের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পৌল তাহাদিগকে ছাড়িয়া শিষ্যগণকে পৃথক করিয়া প্রত্যহ তুরান্ন নামে এক ব্যক্তির বিদ্যালয়ে
১০ বিচার করিতে লাগিল। এই রূপে দুই বৎসর গত হইল; তাহাতে আশিয়া দেশনিবাসি সমস্ত যিহূদীয়

ও অন্যদেশীয় লোকেরা প্রভু যীশুর প্রসঙ্গ শুনিতে পাইল। আর পৌলের হস্তদ্বারা ঈশ্বর এমত অদ্ভুত ১১ কর্ম্ম করিলেন, যে তাহার দেহহইতে পরিধেয় কিম্বা ১২ গাত্রমার্জ্জনী বস্ত্র পীড়িত লোকদের নিকটে আনিলে তাহারা সকলে ব্যাধিহইতে মুক্ত হইল, এবং অপবিত্র ভূতগণ তাহাদের হইতে বহির্গত হইল।

অপর দেশ পর্য্যটনকারি কএক যিহূদীয় ভূতুড়িয়া ১৩ ভূতগ্রস্ত লোকদের কাছে প্রভু যীশুর নাম জপ করিয়া এই কথা বলিল, যাঁহার কথা পৌল প্রচার করে, সেই যীশুর নাম লইয়া তোমাদিগকে আজ্ঞা দিতেছি। এবং স্কিবা নামে যিহূদীয় এক জন প্রধান ১৪ যাজকের সাত পুত্র ঐ প্রকার কহিলে পর এক অ- ১৫ পবিত্র ভূত উত্তর করিল, যীশুকে জানি, পৌলকেও চিনি, কিন্তু তোমরা কে? ইহা বলিয়া সে অপবিত্র ১৬ ভূতগ্রস্ত মনুষ্য লম্ফ দিয়া তাহাদের উপরে পড়িয়া বলেতে তাহাদিগকে পরাস্ত করিল; তাহাতে তাহারা উলঙ্গ এবং ক্ষতবিক্ষত হইয়া সে গৃহহইতে পলায়ন করিল। পরে এই কথা ইফিষ নগরনিবাসি তাবৎ ১৭ যিহূদীয় এবং অন্যদেশীয় লোকদের কর্ণগোচর হইলে সকলেরই ভয় হইল, এবং প্রভু যীশুর নামের যশোবৃদ্ধি হইয়া উঠিল। আর যাহাদের প্রত্যয় জন্মিল, ১৮ তাহাদের অনেকে আসিয়া আপনাদের কৃত ক্রিয়া প্রকাশ রূপে স্বীকার করিল। এবং অনেক মায়াকর্ম্ম- ১৯ কারী আপনং গ্রন্থ আনিয়া একত্র করণ পূর্ব্বক সকলের সাক্ষাতে দগ্ধ করিয়া ফেলিল; তাহাতে গণনা করিয়া দেখা গেল, পঞ্চাশ সহস্র রূপ্য মুদ্রার পুস্তক

২০ দগ্ধ হইয়াছে। এই প্রকারে প্রভুর কথা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া প্রবল হইল।
২১ অপর এই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে পৌল মাকিদনিয়া ও আখায়া দেশদিয়া যিরূশালমে যাইতে মনস্থ করিয়া কহিল, তথায় যাত্রা করিলে পর আমাকে রোমা নগর দেখিতে হইবে।
২২ পরে আপনার অনুগত লোকদের মধ্যহইতে তীমথিয় ও ইরাস্ত, এই দুই জনকে মাকিদনিয়া দেশে প্রেরণ করিয়া আপনি আশিয়া দেশেতে আর কিছু কাল থাকিল।
২৩ কিন্তু তৎসময়ে এই মতের বিষয়ে মহা এক কলহ হইয়া উঠিল।
২৪ তাহার কারণ এই, দীয়ানার রূপ্যময় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া আপনার এবং তাবৎ সুশিল্পকারের যথেষ্ট লাভ জন্মাইত যে দীমীত্রিয় নামে এক স্বর্ণকার,
২৫ সে তাহাদিগকে এবং সেই ব্যবসায়ি তাবৎ লোককে ডাকিয়া কহিল, হে মহাশয়েরা, এই ব্যবসায়দ্বারাই আমাদের সংসারের নির্ব্বাহ হয়, ইহা তোমরা জ্ঞাত আছ।
২৬ কিন্তু হস্তনির্ম্মিত ঈশ্বর ঈশ্বর নয়, পৌল নামে এক ব্যক্তি এ কথা বলিয়া কেবল ইফিষ নগরে নয়, প্রায় সমস্ত আশিয়া দেশে প্রবৃত্তি দিয়া অনেক লোকের মতি ফিরাইয়াছে, ইহা তোমরা দেখিতেছ এবং শুনিতেছ।
২৭ তাহাতে আমাদের ব্যবসায়ের সর্ব্বতোভাবে হানি হওনের সম্ভাবনা, ইহা কেবেল নয়, আশিয়া দেশস্থ বরং সমুদয় জগৎস্থ লোকের পূজ্যা যে দীয়ানা মহাদেবী, তাঁহার মন্দিরকে অবজ্ঞা করণের ও তাঁহার ঐশ্বর্য্যের নাশ হওনেরও সম্ভাবনা আছে।
২৮ এমন কথা শুনিয়া তাহারা মহাক্রোধান্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, ইফিষী-

য়দের দীয়ানা মহাদেবী হয়! তাহাতে তাবৎ নগর ২৯
কলহেতে পরিপূর্ণ হইল ; পরে তাহারা মাকিদনীয়
গায় ও অরিষ্টর্খ নামে পৌলের দুই জন সহচরকে
ধরিয়া লইয়া একচিত্তে রঙ্গভূমিতে বেগে দৌড়িল।
তাহাতে পৌল লোকদের নিকটে যাইতে উদ্যত হইল, ৩০
কিন্তু শিষ্যগণ তাহাকে যাইতে দিল না। পরে পৌ- ৩১
লের আত্মীয় আশিয়া দেশস্থ কএক জন প্রধান লো-
ক তাহার কাছে এক জনকে প্রেরণ করিয়া, তুমি
রঙ্গভূমিতে যাইও না, এই নিবেদন করিল। তাহাতে ৩২
নানা লোকের নানা কথা কহাতে সভা ব্যাকুল হই-
য়া উঠিল, এবং কি জন্যে এত সমারোহ হইয়াছে,
অধিকাংশ লোক তাহা জানিল না। পরে যিহূদীয়ে- ৩৩
রা সিকন্দরকে অগ্রসর করিলে লোকেরা তাহাকে জন-
তার মধ্যহইতে বলেতে বাহির করিলে সিকন্দর হস্ত-
দ্বারা সঙ্কেত করিয়া লোকদিগকে উত্তর দিতে উদ্যত
হইল। কিন্তু সে যে যিহূদীয় লোক, ইহা নিশ্চয় ৩৪
বুঝিয়া, 'ইফিষীয়দের দীয়ানা মহাদেবী হয়!' এই ক-
থা প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত একস্বরে কহিল। তাহাতে ৩৫
নগরের অধ্যক্ষ তাহাদিগকে সুস্থির করিয়া কহিতে
লাগিল, হে ইফিষীয় লোক সকল, শ্রবণ কর ; দী-
য়ানা মহাদেবীর বিশেষতঃ বৃহস্পতিহইতে পতিতা তাঁ-
হার প্রতিমার পূজা ইফিষ নগরস্থ তাবৎ লোকই ক-
রে, ইহা কে না জানে? অতএব ইহার প্রতিকূলে ৩৬
কেহ কিছু কহিতে পারে না, ইহা জানিয়া সুস্থির
হওয়া ও অবিবেচনাতে কোন কর্ম্ম না করা তোমা-
দের কর্ত্তব্য। এই যে মনুষ্যদিগকে তোমরা এস্থানে ৩৭
আনিয়াছ, তাহারা মন্দিরের দ্রব্যের অপহারক এবং

৩৮ তোমাদের দেবীর নিন্দক নহে। যদি কাহারো উপরে দীমীত্রিয়ের ও তাহার সহকারি শিল্পকারিদের কোন আপত্তি থাকে, তবে বিচারদিন ও প্রতিনিধি লোক আছে, তাহারা সে স্থানে গিয়া উত্তর প্রত্যু-
৩৯ ত্তর করুক। কিন্তু তোমাদের অন্য কোন কথা যদি থাকে, তবে উপযুক্ত সভাতে তাহার নিষ্পত্তি হইবে।
৪০ কিন্তু এই বিরোধের উত্তর দিতে পারি, এমন কোন উপায় না থাকাতে অদ্যকার কলহ প্রযুক্ত আমাদের
৪১ অপবাদিত হওনের আশঙ্কা আছে। ইহা বলিয়া সে সভাস্থ সকলকে বিদায় করিল।

২০ অধ্যায়।

১ মাকিদনিয়া দেশে পৌলের গমন ৭ ও কথা প্রচার সময়ে উপরিস্থ গবাক্ষহইতে পতিত উতুখকে সুস্থ করণ ১৩ ও পৌলের মিলীত নগরে উপস্থিত হওন ১৭ ও ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রাচীন লোকদিগকে উপদেশ দেওন ও আপনার ও তাহাদের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য প্রচার করণ ৩৬ ও তথাহইতে বিদায় হওন।

১ এই রূপে কলহ নিবৃত্ত হইলে পৌল শিষ্যগণকে ডাকিয়া বিদায় লইয়া মাকিদনিয়া দেশে প্রস্থান করিল।
২ পরে সে স্থান দিয়া যাইতে২ তদ্দেশীয় শিষ্যদিগকে অনেক উপদেশ দিয়া যূনানিয়া দেশে উপস্থিত হ-
৩ ইল। পরে সে স্থানে তিন মাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া তথাহইতে জলপথে সুরিয়া দেশে যাইতে উদ্যত হইল; কিন্তু যিহূদীয়েরা তাহাকে বধ করিবার চেষ্টায় গোপনে থাকাতে সে মাকিদনিয়ার পথ দি-
৪ য়া ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিল। আর বিরয়া নগরীয় সোপাত্র, ও থিষলনীকীয় অরিষ্টর্খ ও সিকুন্দ, ও দর্ব্বী নগরীয় গায় ও তীমথিয়, এবং আশিয়া দে-

শীয় তুখিক ও ত্রফিম তাহার সহিত আশিয়া দেশ
পর্য্যন্ত গেল। এই সকলে অগ্রসর হইয়া আমাদের ৫
অপেক্ষাতে ত্রোয়া নগরে অবস্থিতি করিল। পরে তা- ৬
ড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্বদিন গত হইলে আমরা ফিলিপ্পী
নগরহইতে জলপথে যাইয়া পাঁচ দিনে ত্রোয়া নগ-
রে তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া সে স্থানে সাত
দিন অবস্থিতি করিলাম।

অনন্তর সপ্তাহের প্রথম দিনে শিষ্যেরা রুটী ভাঙ্গি- ৭
তে একত্র হইলে পৌল পরদিনে তথাহইতে যাত্রা ক-
রিতে উদ্যত হইয়া তাহাদের সহিত কথোপকথন ক-
রিয়া প্রায় দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত ধর্ম্মকথা কহিল।
আর উপরিস্থ যে কুঠরীতে তাহারা সভা করিয়াছিল, ৮
সে স্থানে অনেক প্রদীপ ছিল। আর উতুখ নামে ৯
এক জন যুবা গবাক্ষেতে বসিয়া থাকিতে২ ঘোরতর
নিদ্রায় মগ্ন হইল; এবং পৌল অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত
কথা প্রচার করিলে সে নিদ্রায় মগ্ন হইয়া ঐ তেতা-
লাহইতে পড়িলে লোকেরা তাহাকে মৃতবৎ ধরিয়া
তুলিল। তাহার পর পৌল নামিয়া গিয়া তাহার গা- ১০
ত্রে পড়িয়া ক্রোড়ে করিয়া কহিল, তোমরা ব্যাকুল
হইও না; ইহার প্রাণবিয়োগ হয় নাই। পরে সে ১১
পুনর্ব্বার উপরে গিয়া রুটী ভাঙ্গিয়া ভোজন করিয়া
অনেক ক্ষণ অর্থাৎ রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা
কহিয়া প্রস্থান করিল। পরে তাহারা সে জীবৎ যুবা- ১২
কে লইয়া গিয়া পরমাপ্যায়িত হইল।

পরে আমরা তথাহইতে জাহাজে অগ্রে গিয়া ১৩
আসঃ নগরে লাগাইয়া পৌলকে তুলিয়া লইতে মন-
স্থ করিলাম; কারণ সে স্থলপথে যাইতে মনস্থ ক-

১৪ রিয়া ইহা নিরূপণ করিয়াছিল। তাহাতে সে স্থানে আমাদের সহিত মিলিলে পর আমরা তাহাকে তুলি-
১৫ য়া লইয়া মিতুলীনীতে আইলাম। পরে তথাহইতে জাহাজ খুলিয়া পরদিনে খীয়ের সম্মুখে উত্তরিলাম; এবং তথাহইতে এক দিনে সামঃ উপদ্বীপে গিয়া লাগান করিয়া ত্রোগুল্লিয়েতে থাকিয়া পরদিনে মিলীত
১৬ নগরে উপস্থিত হইলাম। যেহেতুক পৌল আশিয়া দেশে অনেক কাল যাপন করিতে ইচ্ছা না করিয়া, যদি হইতে পারে, তবে নিস্তারপর্ব্বের পঞ্চাশ দিনের দিন যিরূশালমে উপনীত হয়, ইহা মনস্থ করিয়া ইফিষ নগর ফেলিয়া যাইতে পরামর্শ স্থির করিয়াছিল।
১৭ পরে পৌল মিলীতহইতে ইফিষে লোক পাঠাইয়া
১৮ মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে ডাকাইয়া আনিল। তাহারা তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে সে তাহাদিগকে এই কথা কহিতে লাগিল; আশিয়া দেশে আগমনের প্রথম দিন অবধি অদ্য পর্য্যন্ত তোমাদের মধ্যে কি রূপে কাল যাপন করিলাম, তাহা তোমরা জ্ঞাত আছ;
১৯ ফলতঃ সর্ব্বতোভাবে নম্রমনা হইয়া অশ্রুপাতদ্বারা এবং যিহূদীয়দের ঘাঁটি বসাওনেতে নানা পরীক্ষাদ্বারা
২০ প্রভুর সেবা করিলাম; এবং কোন হিতকথা গোপন করিলাম না, কিন্তু প্রকাশরূপে তাহা প্রচার করিয়া
২১ ও ঘরে২ উপদেশ দিয়া, 'ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাইতে হইবে, এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করিতে হইবে,' যিহূদীয়দের এবং অন্যদেশীয় লোকদের নিকটে এমত সাক্ষ্য দিয়া আ-
২২ সিতেছি। দেখ, সম্প্রতি আত্মাতে আকৃষ্ট হইয়া যিরূশালম নগরেতে যাত্রা করিতেছি; সে স্থানে আ-

মাকে কি২ ঘটিবে, তাহা জানি না, কিন্তু আমাকে ২৩
বন্ধন ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, ইহা পবিত্র আ-
ত্মা নগরে২ প্রমাণ দিতেছেন। কিন্তু সে ক্লেশ আ- ২৪
মি তৃণ জ্ঞানও করি না, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের
যে সুসমাচার, তাহার প্রমাণ দিবার জন্যে প্রভু যী-
শুর নিকটে যে সেবার ভার পাইয়াছি, সেই সেবা
সাধন করিতে ও আনন্দ পূর্ব্বক আপন কার্য্য নিষ্-
পন্ন করিতে আপনার প্রাণকেও প্রিয় জ্ঞান করি না।
আর এখন দেখ, যাহাদের নিকটে আমি ঈশ্বরের ২৫
রাজত্বের সুসমাচার প্রচার করিয়া ভ্রমণ করিয়াছি,
এমন যে তোমরা, তোমরা সকলে আমার মুখ আর
দেখিতে পাইবা না, ইহাও আমি জানি। আমি ২৬
ঈশ্বরের সমস্ত আদেশ প্রকাশ করিতে নিবৃত্ত হই-
লাম না। আমি তাবৎ লোকের রক্তপাতের দোষ- ২৭
হইতে যে নির্দ্দোষ আছি, অদ্য তোমাদিগকে ইহার
সাক্ষী করি। তোমরা আপনাদের বিষয়ে, এবং যে ২৮
পালের সকলের উপরে পবিত্র আত্মা তোমাদিগকে
অধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার বিষয়ে
সাবধান হও; ও যে মণ্ডলীকে প্রভু আপন রক্তপা-
তের দ্বারা ক্রয় করিয়াছেন, তাহার প্রতিপালন কর।
কেননা আমি প্রস্থান করিলেই দুরন্ত কেন্দুয়াব্যাঘ্র ২৯
তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পালের প্রতি নির্দ্দয়
আচরণ করিবে; বরঞ্চ তোমাদের মধ্যহইতে কোন ৩০
লোকেরা উঠিয়া আপনাদের নিকটে শিষ্যগণকে হরণ
করিতে বিপরীত উপদেশ দিবে, ইহা আমি জানি।
এই জন্যে তোমরা সচেতন হইয়া থাক; আর আ- ৩১
মি যে অশ্রুপাতপূর্ব্বক তিন বৎসর পর্য্যন্ত দিবারা

ত্রি প্রত্যেক জনকে প্রবোধ দিতে নিবৃত্ত হইলাম না,
৩২ ইহাও স্মরণ কর। এখন হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে নিষ্ঠা দিতে এবং পবিত্রীকৃত লোকদের মধ্যে অধিকার দিতে সমর্থ যে ঈশ্বর, এবং তাঁহার অনুগ্রহের যে বাক্য, এই উভয়ের প্রতি তোমাদিগকে সমর্পণ ক-
৩৩ রিলাম। আর আমি কাহারো স্বর্ণ কি রূপ্য কি বস্ত্রের
৩৪ প্রতি লোভ করি নাই; কিন্তু আমার নিজের এবং সহবর্ত্তি লোকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্যে আমার এই হস্তদ্বয় শ্রম করিয়াছে, ইহা তোমরা আপনারা
৩৫ জ্ঞাত আছ। এই প্রকারে 'গ্রহণ করা অপেক্ষায় দান করা ভাল,' এই যে বাক্য প্রভু যীশু কহিয়াছিলেন, তাহার স্মরণ পূর্ব্বক এই মত শ্রম করিয়া দীনহীন লোকদের উপকার করা উচিত, ইত্যাদি সকল বিষয়েতে আমি তোমাদের নিকটে নিদর্শনস্বরূপ হইলাম।
৩৬ এই কথা কহিয়া সে হাঁটু পাতিয়া সকলের সহিত
৩৭ প্রার্থনা করিল। তাহাতে তাহারা সকলে অনেক ক্রন্দন করিয়া তাহার গলা ধরিয়া মুখ চুম্বন করিল।
৩৮ এবং 'আমার মুখ আর দেখিতে পাইবা না,' এই যে কথা সে কহিল, তন্নিমিত্তে বিশেষরূপে বিলাপ করিল; পরে তাহারা তাহাকে জাহাজে লইয়া গেল।

২১ অধ্যায়।

১ যিরূশালমে পৌলের গমন ৭ ও পথিমধ্যে সুসমাচার প্রচারক ফিলিপের গৃহে গমন ও আগাবের দ্বারা পৌলের দুঃখের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য ১৭ ও যিরূশালমে তাহার উপস্থিত হওন ও আচরণ ২৭ ও তাহার বিষয়ে লোকদের কলহ করণ ৩৭ ও সহস্রসেনাপতিদ্বারা তাহার মুক্তি ও তাহার সঙ্গে কথোপকথন।

১ তদনন্তর তাহাদের নিকটহইতে দুঃখেতে বিদায় লইয়া পাইল তুলিয়া সোজা পথ দিয়া কো উপদ্বীপে

আসিয়া পরদিবসে রোদিয়া উপদ্বীপে আইলাম, এবং তথাহইতে পাতারায় উপস্থিত হইলাম। ২ পরে সে স্থানে ফৈনীকিয়া দেশগামি এক জাহাজ পাইয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক জলপথে যাইতে২ ৩ কুপ্র উপদ্বীপ দেখিয়া তাহা বাম দিগে রাখিয়া সুরিয়া দেশের নিকটে গিয়া জাহাজের বোঝাই ফেলিবার নিমিত্তে সোর্ নগরেতে লাগান করিলাম। ৪ এবং তথায় শিষ্যগণের সহিত শাক্ষাৎ হওয়াতে আমরা সে স্থানে সাত দিন থাকিলে তাহারা পবিত্র আত্মাদ্বারা পৌলকে কহিল, তুমি যিরূশালম নগরে যাইও না। ৫ এবং ঐ সাত দিন যাপন করিলে পর আমরা যখন আপন পথে গমন করিতে সে স্থানহইতে প্রস্থান করিলাম, তখন তাহারা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে আমাদের সহিত নগরের বাহিরে আইলে আমরা সমুদ্রতীরে হাঁটু পাতিয়া প্রার্থনা করিলাম। ৬ পরে পরস্পর বিদায় লইয়া আমরা জাহাজে গেলাম, ও তাহারা আপন২ ঘরে ফিরিয়া গেল।

৭ পরে আমরা সোর নগরহইতে যাইয়া তলিমায়ি নগরে উপস্থিত হইলে সমুদ্রপথ শেষ হইল; সে স্থানে ভ্রাতৃগণকে নমস্কার করিয়া এক দিন তাহাদের সঙ্গে বাস করিলাম। ৮ পরদিনে পৌল ও তাহার সঙ্গিলোক আমরা প্রস্থান পূর্ব্বক কৈসরিয়া নগরেতে আগমন করিয়া সপ্ত জনের মধ্যে গণিত সুসমাচার প্রচারকারি ফিলিপের গৃহেতে প্রবেশ করিয়া অবস্থিতি করিলাম। ৯ ঐ ব্যক্তির অবিবাহিতা চারি কন্যা ভবিষ্যদ্বক্ত্রী ছিল। ১০ ঐ স্থানে আমরা কতক দিন প্রবাস করিলে যিহূদা দেশহইতে আগাব নামে এক জন

১১ ভবিষ্যদ্বক্তা উপস্থিত হইল। সে আমাদের নিকটে আসিয়া পৌলের কটিবন্ধন লইয়া আপনার হস্ত পদ বন্ধন পূর্ব্বক কহিল, পবিত্র আত্মা এই কথা কহিতেছেন, যাহার এই কটিবন্ধন, তাহাকে যিহূদীয়েরা যিরূশালম নগরে এই প্রকারে বন্ধন করিয়া অন্যদেশী-
১২ য়দিগের হস্তে সমর্পণ করিবে। এমন কথা শুনিয়া আমরা এবং তন্নগরবাসি লোকেরা পৌলকে যিরূশা-
১৩ লমে না যাইতে বিনতি করিলাম। কিন্তু সে উত্তর করিল, তোমরা ক্রন্দন করিয়া আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করিয়া কি করিতেছ? প্রভু যীশুর নামের নিমিত্তে যিরূশালমে বদ্ধ হইতে প্রস্তুত আছি তাহা কে-
১৪ বল নয়, প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি। সে আমাদের কথা গ্রাহ্য না করিলে, ঈশ্বরের যেমন ইচ্ছা তাহাই
১৫ হউক, ইহা বলিয়া আমরা নিরস্ত হইলাম। পরদিনে পাথেয় সামগ্রী লইয়া যিরূশালমে যাত্রা করিলাম।
১৬ তাহাতে কৈসরিয়া নগরবাসি কএক শিষ্য আমাদের সঙ্গে যাইয়া কুপ্রীয় ম্নাসোন নামে যে প্রাচীন শিষ্যের সহিত আমাদিগকে বাস করিতে হইবে, তাহার নিকটে আমাদিগকে লইয়া গেল।

১৭ পরে আমরা যিরূশালমে উপস্থিত হইলে ভ্রাতৃ-
১৮ গণ আহ্লাদে আমাদিগকে গ্রহণ করিল। পরদিনে প্রাচীন লোক সকল যাকূবের নিকটে সভাস্থ হইলে
১৯ পৌল আমাদের সহিত তথায় প্রবেশ করিল; এবং তাহাদিগকে নমস্কার করিয়া তাহার প্রচারদ্বারা অন্যদেশীয়দের প্রতি ঈশ্বর যে সকল কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন, তাহার বিবরণ আনুপূর্ব্বিক কহিতে লাগিল।
২০ ইহা শুনিয়া তাহারা প্রভুর ধন্যবাদ করিয়া এই কথা

কহিল, হে ভ্রাতঃ, যিহূদীয়দের মধ্যে সহস্র২ লোক বিশ্বাসকারী আছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ; কিন্তু তাহারা সকলেই ব্যবস্থাপরায়ণ হয়। আর শিশুদিগের ২১ ত্বক্‌ছেদ করণাদি রীত্যনুসারে চলিতে নিষেধ করিয়া তুমি যে অন্য দেশনিবাসি যিহূদীয় লোকদিগকে মূসার প্রতি অশ্রদ্ধা করিতে উপদেশ দিয়া থাক, তোমার বিষয়ে তাহাদের মধ্যে এমন জনরব আছে। আর তুমি এ স্থানে আসিয়াছ, এ সমাচার পাইয়া ২২ অবশ্য লোকসমূহ একত্র হইয়া আসিবে; অতএব কি কর্ত্তব্য? আমরা এই যে পরামর্শ তোমাকে দি, তাহা ২৩ কর। ব্রত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে, এমন আমাদের চারি পুরুষ আছে; তাহাদিগকে লইয়া তাহাদের ২৪ সহিত আপনাকে শুচি কর, এবং তাহাদের মস্তক মুণ্ডনে যে ব্যয় হইবে, তাহা তুমি দেও। তাহা করিলে তোমার আচার ব্যবহারের বিষয়ে যে২ জনরব হইতেছে, তাহা কিছু নয়, কিন্তু তুমি আপনিও বিধিমত আচরণ করিয়া ব্যবস্থা পালন করিতেছ, ইহা সকলে জানিবে। আর অন্যদেশীয় বিশ্বাসি লোক- ২৫ দের নিকটে আমরা পত্র লিখিয়া এ রূপ স্থির করিয়াছি, 'দেবতার প্রসাদ ও রক্ত ও গলা টিপিয়া মারা প্রাণি ভক্ষণ এবং ব্যভিচার, এই সকলহইতে আপনাদিগকে রক্ষা করা ব্যতিরেক তাহাদের আর কোন বিধি পালন করিতে হইবে না।' তাহাতে পৌল ঐ ২৬ মনুষ্যগণকে লইয়া পরদিবসে তাহাদের সহিত শুচি হইয়া মন্দিরে গিয়া শৌচ কর্ম্মের দিন সম্পূর্ণ হইলে তাহাদের প্রত্যেকের নিমিত্তে নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ হইবে, ইহা জানাইল।

২৭ অনন্তর ঐ সপ্ত দিন প্রায় সমাপ্ত হইলে আশিয়া দেশনিবাসি যিহূদীয়েরা তাহাকে মন্দিরের মধ্যে দেখিয়া লোকসমূহের মনে কুপ্রবৃত্তি দিয়া তাহাকে ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে ইস্রায়েল লোক সকল, সহা-
২৮ য়তা কর। যে মনুষ্য আমাদের জাতির ও ব্যবস্থার এবং এই স্থানের বিপরীতে সর্ব্বত্র সকলকে শিক্ষা দিতেছে, সে এই; আরও সে অন্যদেশীয় লোকদিগকে মন্দিরে আনিয়া এই পবিত্র স্থানকে অপবিত্র করি-
২৯ য়াছে। পূর্ব্বে তাহারা নগরের মধ্যে ইফিষ নগরীয় ত্রফিমকে পৌলের সঙ্গে দেখিয়াছিল, এ কারণ পৌল তাহাকে মন্দিরের মধ্যে আনিয়া থাকিবে, ইহা অনু-
৩০ ভব করিল। অতএব তাবৎ নগরে কলহ হওয়াতে লোকেরা একত্র দৌড়িয়া আসিয়া পৌলকে ধরিয়া মন্দিরের বাহিরে টানিয়া লইল, এবং তৎক্ষণাৎ দ্বার
৩১ সকল রুদ্ধ করিল। পরে তাহারা তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে যিরূশালমের সমস্ত নগরে বড় উপপ্লব হইতেছে, এই সংবাদ সহস্রসেনাপতির কর্ণগোচর
৩২ হওয়াতে সে তৎক্ষণাৎ সৈন্যসামন্ত ও শতসেনাপতিগণকে লইয়া বেগেতে আইল। তাহাতে লোকেরা সেনাগণকে সঙ্গে করিয়া সহস্রসেনাপতিকে আসিতে
৩৩ দেখিয়া পৌলের প্রহার করণহইতে নিরস্ত হইল। পরে ঐ সহস্রসেনাপতি নিকটে আসিয়া পৌলকে ধরিয়া দুই শৃঙ্খলেতে বদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, এ ব্যক্তি কে? আর কি কর্ম্ম করি-
৩৪ য়াছে? তাহাতে জনতার কেহ এক প্রকার কথা, কেহ অন্য প্রকার কথা কহিয়া, কলহ করিলে তাহার কিছুই নিশ্চয় না হওয়াতে সে তাহাকে দুর্গে লইয়া

যাইতে আজ্ঞা দিল। পরে সোপানের উপরে উপ- ৩৫
স্থিত হইলে লোকদিগের অত্যন্ত ঠেলাঠেলি প্রযুক্ত
সেনাগণ পৌলকে তুলিয়া লইয়া গেল। যেহেতুক ৩৬
লোক সকল পশ্চাদ্গামী হইয়া, ইহাকে দূর কর, এই
কথা উচ্চৈঃস্বরে কহিল।

পরে পৌল দুর্গে আনীত হওন সময়ে ঐ সহস্র- ৩৭
সেনাপতিকে কহিল, আপনকার নিকটে কথা কহিতে
অনুমতি দেও। তাহাতে সে জিজ্ঞাসিল, তুমি কি যূ-
নানীয় ভাষা জান? যে ব্যক্তি পূর্ব্বকালে কলহ ক- ৩৮
রিয়া চারি সহস্র ঘাতককে সঙ্গে করিয়া প্রান্তরে গি-
য়াছিল, তুমি কি সেই মিস্রীয় ব্যক্তি নও? তখন ৩৯
পৌল কহিল, আমি কিলিকিয়া দেশের তার্ষ নগরের
যিহূদীয় লোক, আমি সামান্য নগরের মনুষ্য নহি;
অতএব বিনতি করি, লোকদিগের নিকটে আমাকে
কথা কহিতে অনুমতি দেও। অনন্তর সে অনুমতি ৪০
দিলে পৌল সোপানের উপরে দাঁড়াইয়া হস্তদ্বারা
ইঙ্গিত করিলে সকলেই সুস্থির হইল।

২২ অধ্যায়।

১ লোকদের প্রতি পৌলের নিবেদন ২২ ও পৌলের বিরুদ্ধে লো-
কদের কথা ও তাহাকে কোড়া মারিতে সেনাপতির আজ্ঞা দেওন
৩০ ও তাহাকে প্রহার ক্ষমা করণ ও যিহূদীয়দের সভাদ্বারা তা-
হার বিচার করিতে আজ্ঞা দেওন।

তখন পৌল ইব্রীয় ভাষাতে কহিতে লাগিল, হে ১
পিতৃ ভ্রাতৃগণ, এখন আমার নিবেদনে অবধান কর।
তখন সে ইব্রীয় ভাষায় কথা কহিতেছে, ইহা শুনিয়া ২
লোকেরা আরও নিঃশব্দ হইয়া থাকিল। পরে সে ৩
কহিল, আমি নিতান্ত যিহূদীয় লোক, কিলিকিয়া দে-

শের তার্ষ নগর আমার জন্মস্থান; কিন্তু এ নগরে গমিলীয়েল নামক অধ্যাপকের শিষ্য হইয়া পিতৃপুরুষের বিধি ব্যবস্থানুসারে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত হইলাম, এবং ইদানীন্তন তোমরা যে প্রকার হইতেছ, তদ্রূপ
৪ আমিও ঈশ্বরসেবাতে উদ্‌যোগী হইলাম। এবং স্ত্রীপুরুষগণকে বন্ধনপূর্ব্বক কারাগারে সমর্পণ করিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত এই মতের বিপক্ষতা করিলাম।
৫ মহাযাজক এবং সভাশুদ্ধ প্রাচীন লোকেরা আমার এই কথার প্রমাণ দিতে পারে; যেহেতুক তাহাদের নিকটহইতে দম্মেষক নগর নিবাসি ভ্রাতৃগণের বিষয়ে আজ্ঞাপত্র লইয়া যাহারা সে স্থানে ছিল, তাহাদিগকে বদ্ধ করিয়া দণ্ড দেওনের নিমিত্তে যিরূশালমে আনি-
৬ তে দম্মেষক নগরে গেলাম। কিন্তু যাইতে২ সে নগরের নিকটে উপস্থিত হইলে বেলা দুই প্রহরের সময়ে অকস্মাৎ আকাশহইতে মহাদীপ্তি আমার চতু-
৭ র্দ্দিগে প্রকাশ পাইল। তাহাতে আমি ভূমিতে পড়িলে, হে শৌল, হে শৌল, আমাকে কেন তাড়না করিতেছ? আমার প্রতি উক্ত এমন এক রবও শুনিতে
৮ পাইলাম। তখন আমি উত্তর করিলাম, হে প্রভো, আপনি কে? তাহাতে তিনি কহিলেন, যাঁহাকে তুমি
৯ তাড়না করিতেছ, সেই নাসরতীয় যীশু আমি। আর আমার সঙ্গি লোকেরা সেই দীপ্তি দেখিয়া ভীত হইল; কিন্তু আমার প্রতি উক্ত সেই কথা তাহারা
১০ বুঝিল না। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে প্রভো, আমি কি করিব? তাহাতে প্রভু কহিলেন, উঠিয়া দম্মেষক নগরে যাও, ও তোমার কর্ত্তব্য যাহা২ নিরূপিত আছে, তাহা সে স্থানে তোমাকে জ্ঞাত করা

যাইবে। পরে ঐ খরতর দীপ্তি প্রযুক্ত কিছুই দেখিতে ১১
না পারিয়া সঙ্গিগণকর্ত্তৃক ধৃতহস্ত হইয়া দম্মেষক নগ-
রে উপস্থিত হইলাম। অনন্তর তন্নগরনিবাসি তাবৎ ১২
যিহূদীয়দের কাছে মান্য এবং ব্যবস্থানুসারে ভক্ত
অননিয় নামে এক মনুষ্য আমার নিকটে আসিয়া ১৩
দাঁড়াইয়া কহিল, হে ভ্রাতঃ শৌল, প্রসন্নচক্ষুঃ হও;
তদ্দণ্ডে আমি তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলাম। পরে ১৪
সে আমাকে কহিল, তুমি যেন ঈশ্বরের অভিপ্রায়
জ্ঞাত হও, এবং সেই শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তির দর্শন পাইয়া
তাঁহার মুখের বাক্য শ্রবণ কর, এ নিমিত্তে আমা-
দের পূর্ব্বপুরুষের ঈশ্বর তোমাকে মনোনীত করিলেন;
কারণ যাহা২ দেখিয়াছ এবং শুনিয়াছ, তাবৎ মনু- ১৫
ষ্যের নিকটে তুমি তদ্বিষয়ের সাক্ষী হইবা। অত- ১৬
এব আর কেন বিলম্ব করিতেছ? উঠিয়া বাপ্তাইজিত
হও, এবং প্রভুর নামে প্রার্থনা করিয়া আপনার পাপ
প্রক্ষালন কর। তাহার পরে যিরূশালম নগরে ফি- ১৭
রিয়া গেলে, এক দিন আমি মন্দিরে প্রার্থনা করি-
তেছি, এমন সময়ে অভিভূত হইয়া প্রভুকে সাক্ষাৎ ১৮
দেখিলাম, এবং 'তুমি ত্বরায় যিরূশালমহইতে প্রস্থান
কর, যেহেতুক লোকেরা আমার বিষয়ে তোমার
সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে না,' আমার প্রতি উক্ত তাঁহার
এই বাক্য শুনিলাম। তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, ১৯
হে প্রভো, আমি যে প্রত্যেক ভজনালয়ে তোমার বি-
শ্বাসকারি লোকদিগকে কারাতে বদ্ধ করিয়া প্রহার
করিয়াছি, আর তোমার সাক্ষি স্তিফানের রক্তপাত ২০
হওন সময়ে তাহার সংহারে সম্মত হইয়া নিকটে দাঁ-
ড়াইয়া হত্যাকারি লোকদের বস্ত্র রক্ষা করিয়াছি, ইহা

২১ তাহারা জ্ঞাত আছে। তাহাতে তিনি কহিলেন, প্রস্থান কর, তোমাকে দূরে অন্যদেশীয়দের কাছে প্রেরণ করিব।

২২ তখন লোকেরা এই পর্য্যন্ত তাহার কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, ইহাকে ভূমণ্ডলহইতে দূর করিয়া
২৩ দেও, এমন লোককে জীবৎ রাখা উচিত নয়। ইহা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া বস্ত্র ত্যাগ করিয়া আকাশে ধূলি
২৪ ক্ষেপ করিলে সহস্রসেনাপতি পৌলকে দুর্গে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিল। এবং ইহার প্রতিকূল হইয়া লোকেরা কিসের নিমিত্তে এমন উচ্চৈঃস্বর করিল, ইহা জানিতে তাহাকে দুর্গে আনিয়া কোড়া প্রহারদ্বারা
২৫ তাহার পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা করিল। এবং চর্ম্মনির্ম্মিত বন্ধনীদ্বারা তাহাকে বদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে পৌল সম্মুখস্থ শতসেনাপতিকে কহিল, অদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রোমি লোককে প্রহার করিতে কি তোমাদের অধি-
২৬ কার আছে? এ কথা শুনিয়া সে সহস্রসেনাপতির নিকটে গিয়া এই সংবাদ দিল, সে ব্যক্তি রোমি
২৭ লোক, অতএব সাবধান হইয়া কর্ম্ম করিও। তাহাতে সহস্রসেনাপতি গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি রোমি লোক? আমাকে বল। সে কহিল, হাঁ।
২৮ তাহাতে সহস্রসেনাপতি কহিল, বহু ধন দিয়া আমি এই অধিকার পাইলাম; কিন্তু পৌল কহিল, আমি
২৯ জন্মের দ্বারা পাইলাম। এমন হইলে যাহারা প্রহার দ্বারা তাহার পরীক্ষা করিতে উদ্যত ছিল, তাহারা তাহার নিকটহইতে প্রস্থান করিল; এবং সহস্রসেনাপতি তাহাকে রোমি লোক জানিয়া আপনি যে তাহাকে বন্ধন করিয়াছিল, ইহার নিমিত্তে ভীত হইল।

অনন্তর যিহূদীয় লোকেরা পৌলের অপবাদ কেন ৩০ করিতেছে, তাহার বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করিয়া সহস্র-সেনাপতি পরদিনে পৌলকে বন্ধনহইতে মুক্ত করিয়া প্রধান যাজকগণকে ও মহাসভার তাবৎ লোককে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা দিয়া তাহাদের নিকটে পৌলকে নামাইয়া রাখিল।

২৩ অধ্যায়।

১ পৌলের বিচার ও তাহাকে চড় মারিতে মহাযাজকের আজ্ঞা ও অপবাদকের ভেদ ১২ ও তাহাকে বধ করিতে চল্লিশ জনের প্রতিজ্ঞা করণ ১৬ ও তাহার ভাগিনেয়দ্বারা সে কথা সহস্রসেনাপতির কাছে প্রকাশিত হইলে তাহাদ্বারা পৌলের মুক্তি ৩১ ও ফীলিক্সের কাছে পৌলের প্রেরণ।

অপর পৌল সভাস্থ লোকদের প্রতি একদৃষ্টি করি- ১ য়া কহিল, হে ভ্রাতৃগণ, অদ্য পর্য্যন্ত সর্ব্ব প্রকার সরল মন পূর্ব্বক ঈশ্বরের সাক্ষাতে আচার করিয়া আসিতেছি। ইহাতে অননিয় নামে মহাযাজক তাহার ২ গালে চড় মারিতে নিকটস্থ লোকদিগকে আজ্ঞা দিল। তখন পৌল তাহাকে কহিল, হে কপটি মনুষ্য, ঈশ্বর ৩ তোমাকে প্রহার করিতে উদ্যত আছেন, যেহেতুক ব্যবস্থানুসারে বিচার করিতে বসিয়া ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া আমাকে প্রহার করিতে আজ্ঞা দিতেছ। তা- ৪ হাতে নিকটস্থ লোকেরা কহিল, তুমি কি ঈশ্বরের মহাযাজককে নিন্দা করিতেছ? তাহাতে পৌল উত্তর ৫ করিল, হে ভ্রাতৃগণ, ইনি যে মহাযাজক, তাহা বুঝিলাম না; তদ্ভিন্ন “আপন লোকদের শাসনকর্ত্তাকে “শাপ দিও না,” এমন লিপি আছে। পরে পৌল ৬ তাহাদের একাংশ সিদূকী ও একাংশ ফিরূশী দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সভাস্থদিগকে কহিল, হে ভ্রাতৃগণ, আমি

ফিরূশি মতাবলম্বী ও ফিরূশির সন্তান, মৃত লোকদের উত্থানের প্রত্যাশা প্রযুক্ত এই বিচারের দায়েতে প-
৭ ড়িলাম। এমন কথা কহিলে ফিরূশি ও সিদূকি লোকদের পরস্পর ভিন্নবাক্যতা হওয়াতে সভার মধ্যে দু-
৮ ই দল হইয়া উঠিল; কারণ সিদূকি লোকেরা উত্থান আর স্বর্গীয় দূত এবং আত্মা, এ সকল কিছুই মানে
৯ না, কিন্তু ফিরূশিরা সকলি স্বীকার করে। তাহাতে পরস্পর অত্যন্ত কোলাহল উপস্থিত হইলে ফিরূশিদের পক্ষীয় সভাস্থ অধ্যাপক সকল দাঁড়াইয়া প্রতিপক্ষ হইয়া কহিতে লাগিল, এই মনুষ্যের কোন দোষ দেখিতে পাই না; যদি কোন আত্মা কিম্বা কোন দূত ইহাকে প্রত্যাদেশ করিয়া থাকে, তবে আমরা ঈ-
১০ শ্বরের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিব না। তাহাতে আরও ভিন্নবাক্যতা হইলে, পাছে তাহারা পৌলকে খণ্ড২ করিয়া ছিঁড়ে, এই আশঙ্কাতে সহস্রসেনাপতি সেনাগণকে তথায় যাইতে ও সভাহইতে বলদ্বারা পৌল-
১১ কে ধরিয়া দুর্গমধ্যে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিল। পররাত্রিতে প্রভু তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া কহিলেন, হে পৌল, সাহসী হও; যেমন যিরূশালম নগরে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছ, তদ্রূপ রোমা নগরেতেও দিতে হইবে।

১২ অপর দিন উপস্থিত হইলে কতক যিহূদীয় লোক এক পরামর্শ হইয়া পৌলকে বধ না করিয়া ভোজন পান করিব না, এই দিব্যেতে আপনাদিগকে বদ্ধ ক-
১৩ রিল। চল্লিশ জনের অধিক লোক এ প্রকার পণ
১৪ করিয়াছিল। পরে তাহারা মহাযাজক ও প্রাচীনবর্গের নিকটে যাইয়া কহিল, আমরা পৌলকে বধ না

করিয়া কিছু খাইব না, এই দৃঢ় দিব্যেতে বদ্ধ হই-
লাম। অতএব সম্প্রতি সভাস্থ লোকদের সহিত তো- ১৫
মরা আরো বিশেষরূপে তাহার বিচার করিবার ছল
করিয়া কল্য তোমাদের নিকটে তাহাকে আনয়ন ক-
রিতে সহস্রসেনাপতির নিকটে নিবেদন কর; তাহা-
তে তোমাদের নিকটে উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে আমরা
তাহাকে সংহার করিতে প্রস্তুত হইব।

তখন পৌলের ভাগিনেয় তাহাদের এই ঘাঁটি বসা- ১৬
ইবার মন্ত্রণার অনুসন্ধান পাইয়া দুর্গে গমন করিয়া
পৌলকে ঐ সমাচার দিল। তাহাতে পৌল এক জন ১৭
শতসেনাপতিকে ডাকিয়া এই কথা কহিল, সহস্রসেনা-
পতির নিকটে এই যুব মনুষ্যের কিছু নিবেদন আছে,
অতএব তাহার নিকটে ইহাকে লইয়া যাও। তাহাতে ১৮
সে তাহাকে সঙ্গে লইয়া সহস্রসেনাপতির নিকটে উপ-
স্থিত হইয়া কহিল, আপনকার নিকটে এই ব্যক্তির
এক নিবেদন আছে, তন্নিমিত্তে বন্দি পৌল আমাকে
ডাকিয়া আপনকার নিকটে ইহাকে আনিতে প্রার্থনা
করিল। তখন সহস্রসেনাপতি তাহার হস্ত ধরিয়া নি- ১৯
ভৃত স্থানে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নি-
বেদন কি? তাহা বল। তাহাতে সে কহিল, যিহূদীয় ২০
লোকেরা পৌলের বিষয়ে আরো বিশেষরূপে বিচার
করিবার ছল করিয়া তাহাকে সভাতে লইয়া যাইতে
মহাশয়ের কাছে নিবেদন করিবার মন্ত্রণা করিয়াছে।
কিন্তু তুমি তাহা স্বীকার করিও না, কেননা তাহাদের ২১
মধ্যে চল্লিশ জনের অধিক লোক একপরামর্শ হইয়া,
'পৌলকে বধ না করিয়া ভোজন ও পান করিব না,'
এই দিব্যেতে বদ্ধ হইয়া ঘাঁটি বসাইয়া প্রস্তুত হইয়া

এখন কেবল মহাশয়ের অনুমতির অপেক্ষা করিতেছে।
২২ এই যে কথা তুমি নিবেদন করিলা, তাহা কাহাকেও বলিও না, এই কথা বলিয়া সহস্রসেনাপতি ঐ যুবকে
২৩ বিদায় করিল। পরে দুই জন শতসেনাপতিকে ডাকিয়া এই আজ্ঞা দিল, তোমরা এক প্রহর রাত্রি থাকিতে কৈসরিয়া নগরে যাইতে দুই শত পদাতিক সৈন্য ও সত্তর জন অশ্বারূঢ় সৈন্য এবং দুই শত
২৪ বড়শাধারি সৈন্য প্রস্তুত কর; এবং পৌলকে আরোহণ করাইয়া ফীলিক্স অধ্যক্ষের নিকটে নির্ব্বিঘ্নে ল-
২৫ ইয়া যাইতে বাহন সকল উপস্থিত কর। পরে পত্র
২৬ লিখিয়া দিল। ঐ পত্রের বিবরণ এই; 'মহামহিম শ্রীযুক্ত ফীলিক্স অধ্যক্ষের নিকটে ক্লৌদিয় লুষিয়ের
২৭ নমস্কার। যিহূদীয় লোকেরা পূর্ব্বে এই মনুষ্যকে ধরিয়া স্বহস্তে বধ করিবার উদ্‌যোগ করিতেছিল; ইতোমধ্যে আমি সসৈন্য উপস্থিত হইলে ঐ ব্যক্তি যে রোমি লোক তাহা অবগত হইয়া ইহাকে রক্ষা করি-
২৮ লাম। তাহার পর কি নিমিত্তে তাহারা ইহাকে অপবাদিত করিতেছে, তাহা জানিবার জন্যে তাহাদের
২৯ সভাতে ইহাকে আনাইলাম। তাহাতে তাহাদের ব্যবস্থার বিরুদ্ধ কোন কথাতে এ ব্যক্তি অপবাদিত হইল বটে, কিন্তু সে শৃঙ্খলেতে বদ্ধ কি প্রাণদণ্ডের যোগ্য হইতে পারে, তাহার এমন কোন দোষ দেখি-
৩০ লাম না। তথাপি এই মনুষ্যের নিমিত্তে যিহূদীয়েরা ঘাঁটি বসাইতেছে, এই সমাচার পাইয়া তৎক্ষণাৎ তোমার নিকটে ইহাকে প্রেরণ করিলাম; এবং ইহার অপবাদকদিগকেও তোমার নিকটে যাইয়া অপবাদ দিতে আজ্ঞা করিলাম। তোমার মঙ্গল হউক।'

পরে সৈন্যগণ আজ্ঞানুসারে পৌলকে লইয়া ঐ ৩১ রাত্রিতে অন্তিপাত্রি নগরে আনিল। পরদিনে তাহার ৩২ সঙ্গে যাইতে অশ্বারূঢ় সৈন্যগণকে রাখিয়া অন্য সকলে দুর্গেতে ফিরিয়া গেল। পরে অশ্বারূঢ়গণ কৈসরি- ৩৩ য়া নগরে উপস্থিত হইয়া অধ্যক্ষের হস্তে সেই লিপি দিয়া তাহার নিকটে পৌলকে উপস্থিত করিল। ত- ৩৪ খন অধ্যক্ষ ঐ পত্র পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ ব্যক্তি কোন্ প্রদেশীয় লোক? এবং সে কিলিকিয়া প্রদেশীয় এক জন, ইহা জানিয়া কহিল, তো- ৩৫ মার অপবাদকারিগণ আইলে পর তোমার কথা শুনিব; পরে হেরোদের রাজগৃহে তাহাকে রাখিতে আজ্ঞা দিল।

২৪ অধ্যায়।

১ ফীলিক্সের সাক্ষাতে পৌলের বিচার ও তাহার অপবাদকের কথা ১০ ও পৌলের উত্তর ২২ ও তাহার বিচারের বিলম্ব করণ ২৪ ও ফীলিক্স ও তাহার স্ত্রীর সঙ্গে পৌলের ধর্ম্মকথোপকথন।

তদনন্তর পাঁচ দিনের পর অননিয় নামে মহাযাজক ১ অধ্যক্ষের সম্মুখে পৌলের প্রতিকূলে নিবেদন করিতে তর্তুল্ল নামে এক জন বক্তাকে এবং প্রাচীনবর্গকে সঙ্গে করিয়া কৈসরিয়া নগরে আইল। তাহাতে পৌল ২ আনীত হইলে পর তর্তুল্ল তাহার অপবাদের কথা কহিতে লাগিল; হে মহামহিম ফীলিক্স, আপনকার দ্বারা আমরা অতি নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করিতেছি, এবং আপনকার পরিণামদর্শিতাদ্বারা এতদ্দেশীয়দের অনেক মঙ্গল ঘটিয়াছে, এই নিমিত্তে অতি কৃতজ্ঞ হই- ৩ য়া সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আপনকার গুণ গান করিয়া থাকি। কিন্তু অনেক কথা কহিতে গেলে আপনকার ব্যামোহ ৪

যেন বোধ না হয়, এই জন্যে সংক্ষেপে বলি, অনুগ্রহ
৫ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। মহামারীস্বরূপ এই ব্যক্তি না-
সরতীয় মতাবলম্বি দলের প্রধান হইয়া রাজ্যের তা-
বৎ দেশে যিহূদীয় সকলকে রাজদ্রোহ আচরণে প্র-
৬ বৃত্ত করিয়া মন্দির অশুচি করিতে চেষ্টা পাইতেছিল;
এই জন্যে আমরা ইহাকে ধরিয়া আপনাদের ব্যব-
স্থানুসারে ইহার বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম।
৭ কিন্তু লুষিয় সহস্রসেনাপতি আসিয়া মহাবলেতে আমা-
৮ দের হস্তহইতে ইহাকে ছাড়াইয়া লইয়া ইহার অপ-
বাদকদিগকে আপনকার নিকটে আসিতে আজ্ঞা ক-
রিল। আমরা যে বিষয়ে তাহার অপবাদ করি, আ-
পনি ঐ অপবাদের কথা বিচার করিলে ইহার তাবৎ
৯ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন। তাহাতে যিহূদী-
য়েরাও স্বীকার করিয়া কহিল, এই কথাই প্রমাণ।
১০ 　পরে অধ্যক্ষ পৌলকে উত্তর করিতে ইঙ্গিত করি-
লে সে কহিতে লাগিল; আপনি বহুবৎসরাবধি এতদ্দে-
শের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন, ইহা জ্ঞাত হইয়া উত্তর
১১ করিতে সাহস পাইলাম। অদ্য কেবল দ্বাদশ দিবস
হইল, আমি আরাধনা করিতে যিরূশালম নগরে গে-
১২ লাম, ইহা আপনি অবগত হইতে পারিবেন। কিন্তু
ইহারা মন্দিরের মধ্যে কাহারো সহিত বিতণ্ডা ক-
রিতে কি কোন ভজনালয়ে কি নগরে লোকদিগকে
১৩ কুপ্রবৃত্তি দিতে আমাকে দেখিল, এমন নহে। আর
এই ক্ষণে যে২ বিষয়ে আমার অপবাদ করিতেছে,
১৪ তাহার কিছুই প্রমাণ দিতে পারে না। কিন্তু আমি
আপনি তোমার নিকটে আপন বিষয় স্বীকার করি,
ব্যবস্থাগ্রন্থে ও ভবিষ্যদ্বাক্যগ্রন্থে যে২ কথা লিখিত আ-

ছে, সে সকলেতে বিশ্বাস করিয়া যে মতকে ইহারা বৈধর্ম্ম্য জ্ঞান করে, সেই মতানুসারে আমি নিজ পিতৃপুরুষের ঈশ্বরের আরাধনা করি। ১৫ আর ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক দুই প্রকার মৃতলোকেরই উত্থান হইবে, এ কথা ইহারা স্বীকার করে; আমিও তাহার বিষয়ে ঈশ্বরে প্রত্যাশা করিয়া ১৬ ঈশ্বরের ও মনুষ্যের নিকটে যেন মনে নির্দ্দোষ হই, এই নিমিত্তে সতত যত্নবান আছি। ১৭ অপর বহুবৎসর গত হইলে আপন দেশীয় লোকদের নিমিত্তে দানদ্রব্য এবং নৈবেদ্য সঙ্গে করিয়া পুনর্ব্বার আগমন করিলাম। ১৮ তাহাতে আমি শুচি হইয়া লোকের সমারোহ কিম্বা কলহ না করাইলেও আশিয়া দেশের কতক যিহূদীয় লোক মন্দিরের মধ্যে আমার দেখা পাইল। ১৯ আমার উপরে যদি কোন অপবাদের কথা থাকে, তবে আপনকার নিকটে উপস্থিত হইয়া ঐ লোকদের সাক্ষ্য দেওয়া উচিত। ২০ নতুবা মহাসভাস্থ লোকদের নিকটে দণ্ডায়মান হওন সময়ে, ২১ 'অদ্য আমি তোমাদের দ্বারা মৃতদের উত্থান বিষয়ে বিচারের দায়েতে পড়িলাম,' তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমি এই যে কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলাম, তদ্ভিন্ন আমার আর কোন দোষ পাওয়া গেল কি না, তাহা বরঞ্চ এই উপস্থিত লোকেরা বলুক।

২২ তখন ফীলিক্স এ কথা শুনিয়া এই মতের বিশেষ বিবরণ অবগত হইয়া বিচার স্থগিত রাখিয়া কহিল, লুষিয় সহস্রসেনাপতি আইলে পর আমি তোমাদের বিচার নিষ্পত্তি করিব। ২৩ পরে বন্ধনবিনা পৌলকে রক্ষা করিতে, ও সেবার কিম্বা সাক্ষাতের নিমিত্তে

তাহার কোন আত্মীয় বন্ধুকে নিকটে আসিতে বারণ না করিতে শতসেনাপতিকে আজ্ঞা দিল।

২৪ অল্প দিনের পর ফীলিক্স অধ্যক্ষ দ্রুষিল্লা নামেতে আপন যিহূদীয়া স্ত্রীর সহিত আসিয়া পৌলকে ডাকাইয়া তাহার প্রমুখাৎ খ্রীষ্টধর্ম্মের বৃত্তান্ত শুনিল।

২৫ আর পৌল ন্যায়ের ও পরিমিত ভোগের এবং শেষবিচারের বিষয়ে কথা কহিলে ফীলিক্স ভয়ার্ত্ত হইয়া কহিল, এখন যাও, অবকাশ পাইলে আমি তোমাকে

২৬ ডাকাইব। পরে পৌল মুক্তির জন্যে আমাকে কিছু টাকা দিবে, এই প্রত্যাশা করিয়া সে পুনঃ২ তাহাকে

২৭ ডাকাইয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিল। কিন্তু দুই বৎসরের পরে পর্কিয় ফীষ্ট ফীলিক্সের পদ প্রাপ্ত হইলে ফীলিক্স যিহূদীয়দিগকে সন্তুষ্ট করিতে বাসনা করিয়া পৌলকে বদ্ধ রাখিয়া গেল।

২৫ অধ্যায়।

১ ফীলিক্সের পরিবর্ত্তে ফীষ্ট অধ্যক্ষ হইলে পৌলের পুনর্ব্বার বিচার ১৩ ও আগ্রিপ্পের কাছে ফীষ্টদ্বারা পৌলের কথা প্রকাশ ২৩ ও আগ্রিপ্প ও ফীষ্টদ্বারা পৌলের পুনর্ব্বিচার ও তাহার বিষয়ে ফীষ্টের কথা।

১ পরে ফীষ্ট নিজ রাজ্যে আসিয়া তিন দিন থাকিলে কৈসরিয়াহইতে যিরূশালম নগরে গমন করিল।

২ তাহাতে মহাযাজক এবং যিহূদীয়দের প্রধান লোকেরা তাহার নিকটে পৌলের বিপরীতে নিবেদন করিল।

৩ এবং পথিমধ্যে পৌলকে বধ করিবার জন্যে গুপ্তভাবে ঘাঁটি বসাইব, এই অভিপ্রায়ে পৌলকে যিরূশালমে আনাইয়া দিতে ফীষ্টকে নিবেদন করিয়া তাহার বি-

৪ রুদ্ধে এই অনুগ্রহ চাহিল। কিন্তু ফীষ্ট উত্তর করিল,

পৌল কৈসরিয়াতে থাকিবে; আর অল্প দিনের পর আমিও সে স্থানে যাইব। তাহাতে ঐ মানুষের যদি ৫ কোন অপরাধ থাকে, তবে যাহারা পারে, তাহারা আমার সহিত সে স্থানে যাইয়া তাহার অপবাদ করুক, এই কথা কহিল। অপর আর দশ দিবস বি- ৬ লম্বে ফীষ্ট তথাহইতে কৈসরিয়া নগরে যাইয়া পরদিনে বিচারাসনে বসিয়া পৌলকে আনাইতে আজ্ঞা করিল। তাহাতে পৌল উপস্থিত হইলে যিরূশালম- ৭ হইতে আগত যিহূদীয় লোকেরা তাহাকে চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া তাহার বিপক্ষে অনেক ভারি২ দোষের কথা উত্থাপন করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার কিছুই প্রমাণ দিতে পারিল না। পরে পৌল আপনার বিষয়ে এই ৮ উত্তর করিল, যিহূদীয়দের ব্যবস্থার কি মন্দিরের কি কৈসরের প্রতিকূলে কোন অপরাধ করি নাই। কিন্তু ৯ ফীষ্ট যিহূদীয়দিগকে সন্তুষ্ট করিতে বাসনা করিয়া পৌলকে কহিল, তুমি কি আমার সাক্ষাতে এই বিষয়ের বিচারের নিমিত্তে যিরূশালমে যাইতে সম্মত আছ? তাহাতে পৌল উত্তর করিল, যে স্থানে আমার ১০ বিচার হওয়া উচিত, কৈসরের এমন বিচারাসনেই আমি উপস্থিত আছি; যিহূদীয়দের কিছু ক্ষতি করি নাই, ইহা আপনি ভাল রূপে জ্ঞাত আছেন। কোন ১১ দোষ কিম্বা মৃত্যুযোগ্য কোন কর্ম্ম যদি করিয়া থাকি, তবে প্রাণদণ্ড ভোগ করিতেও অসম্মত নহি; কিন্তু ইহারা আমার যে অপবাদ দিতেছে, তাহা যদি কল্পিতমাত্র হয়, তবে ইহাদের হস্তে আমাকে সমর্পণ করিতে কাহারো অধিকার নাই; কৈসরের কাছে আমার বিচার হউক। তখন ফীষ্ট মন্ত্রিগণের সহিত পরা- ১২

মর্শ করিয়া পৌলকে কহিল, কৈসরের কাছে কি তো-
মার বিচার হইবে? কৈসরের কাছে যাইবা।
১৩ অনন্তর কতক দিনের পর আগ্রিপ্প রাজা এবং
বর্ণীকী ফীষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৈসরিয়া নগ-
১৪ রে আইল। তাহাতে তাহারা অনেক দিন সে স্থানে
থাকিলে ফীষ্ট ঐ রাজাকে পৌলের কথা জানাইয়া
কহিতে লাগিল, পৌল নামে এক জন বন্দিকে ফী-
১৫ লিক্স বদ্ধ রাখিয়া গিয়াছে। আর যিরূশালমে আ-
মার থাকনের সময়ে যিহূদীয়দের মহাযাজক এবং
প্রাচীন লোকেরা অপবাদ দিয়া তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা
১৬ প্রার্থনা করিল। তাহাতে আমি এই উত্তর করিলাম,
যাবৎ অপবাদিত ব্যক্তি আপন অপবাদকগণের সহিত
সাক্ষাৎ না করে, এবং আপনার প্রতি যে দোষ আ-
রোপিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যুত্তর করিবার অব-
কাশ না পায়, তাবৎ কোন মনুষ্যের প্রাণদণ্ডের আ-
১৭ জ্ঞা দেওয়া রোমি লোকদের রীতি নহে। তাহাতে
তাহারা এ স্থানে সঙ্গে আইলে আমি পরদিবসে বি-
চারাসনে বসিয়া অবিলম্বে সেই মনুষ্যকে আনিতে
১৮ আজ্ঞা দিলাম। পরে তাহার অপবাদকেরা উপস্থিত
হইয়া আমি যে রূপ বুঝিয়াছিলাম, সেই রূপ কোন
১৯ অপবাদের উত্থাপন না করিয়া, আপনাদের মত বি-
ষয়ে, এবং পৌল যাহাকে সজীব করিয়া বলে, যীশু
নামে এমন এক মৃত ব্যক্তির বিষয়ে তাহার বিরুদ্ধে
২০ কথা কহিতে লাগিল। তাহাতে আমি এমন সূক্ষ্ম
বিষয়ে সন্দিগ্ধ হওয়াতে কহিলাম, তুমি কি এই বি-
ষয়ের বিচারের নিমিত্তে যিরূশালম নগরে যাইতে
২১ সম্মত আছ? তখন শ্রীশ্রীযুক্তের কাছে আমার বিচার

হউক, পৌল এই প্রার্থনা করাতে, যদবধি তাহাকে কৈসরের নিকটে পাঠাইয়া দিতে না পারি, তত দিন তাহাকে এই স্থানে রাখিতে আজ্ঞা দিলাম। তখন ২২ আগ্রিপ্প ফীষ্টকে কহিল, আমিও সে মনুষ্যের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। তাহাতে ফীষ্ট কহিল, কল্য তুমি তাহার কথা শুনিতে পাইবা।

পরদিনে আগ্রিপ্প ও বর্ণীকী মহাসমারোহ করিয়া ২৩ সহস্রসেনাপতি এবং নগরস্থ প্রধান লোকদের সহিত একত্র হইয়া রাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে ফীষ্টের আজ্ঞাতে পৌল আনীত হইল। তখন ফীষ্ট ২৪ কহিল, হে রাজন্ আগ্রিপ্প, হে উপস্থিত লোক সকল, যিরূশালম নগরে এবং এই স্থানেও যিহূদীয় সমূহলোক যে মনুষ্যের বিষয়ে আমার নিকটে নিবেদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিয়াছিল, তাহাকে আর কিঞ্চিৎ কালও জীবৎ রাখা উচিত নয়, এই সেই মনুষ্যকে দেখ। কিন্তু এ ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের ২৫ উপযুক্ত কোন কর্ম্ম করে নাই, ইহা জানিলাম; তথাপি শ্রীশ্রীযুক্তের কাছে আমার বিচার হউক, সে এই প্রার্থনা করিলে তাঁহার নিকটে তাহাকে পাঠাইতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু শ্রীশ্রীযুক্তের নিকটে ই- ২৬ হার বিষয়ে কি লিখিতে হইবে, তাহার কিছু নিশ্চয় না হওয়াতে তাহার বিচার হইলে আমি যেন লিখিবার কিছু সূত্র পাই, এই নিমিত্তে তোমাদের কাছে, বিশেষতঃ হে রাজন্ আগ্রিপ্প, আপনকার সাক্ষাতে ইহাকে আনিলাম। কেননা বন্দিকে পাঠাইবার স- ২৭ ময়ে তাহার অপবাদের কথা কিছু না লেখা আমার অসঙ্গত বোধ হয়।

২৬ অধ্যায়।

১ আগ্রিপ্পের প্রতি পৌলের উত্তর ২৪ ও ফীষ্টের তাহাকে উন্মত্ত কহন ও তাহার প্রতি পৌলের উত্তর ও তাহাকে ফীষ্টের নির্দ্দোষ কথন এবং তাহাকে রাজা কৈসরের কাছে যাইতে আজ্ঞা দেওন।

১ তখন আগ্রিপ্প পৌলকে কহিল, আত্ম বিবরণ কহিতে তোমাকে অনুমতি দেওয়া যাইতেছে; তাহাতে পৌল হস্ত বিস্তার করিয়া আপনার বিষয়ে উত্তর দি-
২ তে লাগিল। হে রাজন্ আগ্রিপ্প, যাহার নিমিত্তে যিহূদীয়দের দ্বারা অপবাদগ্রস্ত হইলাম, তাহার বিশেষ বিবরণ অদ্য আপনকার সাক্ষাতে নিবেদন করিতে পাই, ইহা আমি আপনার পরম ভাগ্য করিয়া মানি-
৩ লাম; যেহেতুক যিহূদীয়লোকদের মধ্যে যে সকল রীতি এবং সূক্ষ্ম বিচার আছে, তদ্বিষয়ে আপনি বিজ্ঞ; অতএব প্রার্থনা করি, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আমার
৪ নিবেদন শুনুন। আমি যিরূশালম নগরে স্বদেশীয় লোকদের মধ্যে থাকিয়া যৌবনকাল অবধি যে রূপ আচার ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, তাহা যিহূদীয়
৫ লোক সকলে জ্ঞাত আছে। আর সকলহইতে শুদ্ধসত্ত্ব যে আমাদের ফিরূশি মত, আমি তদবলম্বী হইয়া কাল যাপন করিলাম, তাহারা সকলে বাল্যকালাবধি আমাকে জ্ঞাত হওয়াতে এমন সাক্ষ্য দিলে দিতে
৬ পারে। পরন্তু হে রাজন্ আগ্রিপ্প, ঈশ্বর আমাদের পূর্ব্বপুরুষের নিকটে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যাশা প্রযুক্ত আমি এখন বিচারস্থানে দণ্ডায়-
৭ মান আছি। সেই অঙ্গীকারের ফলপ্রাপ্তির জন্যেও আমাদের দ্বাদশ গোষ্ঠী অনবরত অতি যত্নপূর্ব্বক ঈশ্বরসেবা করিয়া যে প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছে, সেই

প্রত্যাশার জন্যে আমি যিহূদীয়দের দ্বারা অপবাদগ্রস্ত হইলাম। ঈশ্বর মৃতদের উত্থান করিবেন, এই কথা ৮ তোমাদের নিকটে অসম্ভব কেন হয়? নাসরতীয় যী- ৯ শুর নামের বিরুদ্ধে নানা প্রকার প্রতিকূলাচরণ করা উচিত, ইহা আমি মনে যথার্থ বুঝিয়া যিরূশালম ন- গরে তাহা করিলাম। ফলতঃ প্রধান যাজকের নিকট- ১০ হইতে ক্ষমতা পাইয়া অনেক পবিত্র লোককে কারা- গারে বদ্ধ করিলাম; বিশেষতঃ তাহাদিগকে বধ করণ সময়ে তাহাদের বিরুদ্ধে আপন সম্মতি প্রকাশ করি- লাম; এবং বার২ প্রত্যেক ভজনালয়ে তাহাদিগকে ১১ শাস্তি প্রদান করিলাম, ও বলেতে ঐ ধর্ম্ম নিন্দা ক- রাইলাম, এবং তাহাদের প্রতি অতিশয় রাগোন্মত্ত হইয়া বিদেশীয় নগর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাড়না ক- রিলাম। এই প্রকারে প্রধান যাজকের নিকটহইতে ১২ ক্ষমতা ও আজ্ঞাপত্র পাইয়া দম্মেষক নগরে যাইতে- ছিলাম। আর হে রাজন্, পথিমধ্যে মধ্যাহ্ন সময়ে ১৩ সূর্য্যতেজঃ অপেক্ষাও তেজস্বী এক দীপ্তি আকাশহইতে আমার ও আমার সঙ্গি লোকদের চতুর্দ্দিগে প্রকাশ পাইতে দেখিলাম। তাহাতে আমরা সকলে ভূমিতে ১৪ পতিত হইলে, 'হে শৌল, হে শৌল, আমাকে কেন তাড়না করিতেছ? কন্টকের মুখে পদাঘাত করা তো- মার দুঃসাধ্য কর্ম্ম,' ইব্রীয় ভাষাতে এমন এক শব্দ শুনিলাম। তখন আমি জিজ্ঞাসিলাম, হে প্রভো, ১৫ আপনি কে? তাহাতে তিনি কহিলেন, 'যে যীশুকে তু- মি তাড়না করিতেছ সেই আমি। কিন্তু উঠিয়া দাঁ- ১৬ ড়াও; যাহা২ তুমি দেখিলা আর ইহার পরে যাহা২ তোমাকে দেখাইব এই সকলের প্রচারক ও সাক্ষী

১৭ করিবার জন্যে তোমাকে দর্শন দিলাম। বিশেষতঃ অন্যদেশীয়দের ও নিজ দেশীয় লোকদের যেন পাপ-মোচন হয়, ও তাহারা আমাতে বিশ্বাসদ্বারা পবিত্রী-
১৮ কৃতদের মধ্যে যেন অংশ পায়, এই অভিপ্রায়ে তাহাদের জ্ঞানচক্ষুঃ প্রসন্ন করিতে এবং অন্ধকারহইতে দীপ্তির প্রতি ও শয়তানের অধিকারহইতে ঈশ্বরের প্রতি মতি ফিরাইতে, তাহাদের কাছে তোমাকে প্রেরণ করিয়া তাহাদের মধ্যহইতে তোমাকে মনোনীত
১৯ করিলাম।' হে রাজন্ আগ্রিপ্প, এমন স্বর্গীয় প্রত্যা-
২০ দেশ অগ্রাহ্য না করিয়া প্রথমে দম্মেষক নগরে, অনন্তর যিরূশালমে ও সমুদয় যিহূদা দেশে এবং অন্যান্য দেশে, যাহাতে লোকেরা মতি ফিরায় ও ঈশ্বরের প্রতি ফিরে ও মনঃপরিবর্ত্তনের যোগ্য কর্ম্ম করে, এমন উ-
২১ পদেশ প্রচার করিতে লাগিলাম। এই নিমিত্তে যিহূদীয়েরা মন্দিরের মধ্যে আমাকে ধরিয়া বধ করিতে
২২ উদ্যত হইল। তথাপি 'অভিষিক্ত ত্রাতা দুঃখ ভোগ করিয়া সকলের অগ্রে কবরহইতে উত্থান করিয়া নিজ দেশীয় ও ভিন্নদেশীয় লোকদিগের নিকটে দীপ্তি প্র-
২৩ কাশ করিবেন,' ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও মূসা এই যে সকল ভাবিকথার প্রমাণ দিয়া গিয়াছে, তদ্ব্যতিরেকে অন্য কথা না কহিয়া ঈশ্বরহইতে সহায়তা পাইয়া ছোট বড় সকলের কাছে সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছি।

২৪ তখন তাহার এমন কথা শুনিয়া ফীষ্ট উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে পৌল, তুমি উন্মত্ত আছ, বহু বিদ্যাভ্যাস
২৫ তোমাকে হতজ্ঞান করিল। তাহাতে সে কহিল, হে মহামহিম ফীষ্ট, আমি উন্মত্ত নহি, কিন্তু সত্য ও বি-
২৬ বেক বাক্য প্রস্তাব করিতেছি। রাজাও ঐ বিবরণ

জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন, এই জন্যে উহাঁর সাক্ষাতে সাহসী হইয়া কথা কহিতেছি; ইহার কিছুই উহাঁর অগোচর না থাকিবে, ইহা আমার নিশ্চয় বোধ হয়; যেহেতুক এই সকল গোপনে করা যায় নাই। ২৭ হে রাজন্ আগ্রিপ্প, আপনি কি ভবিষ্যদ্বক্তৃগণোক্ত বাক্যে প্রত্যয় করেন? আপনি প্রত্যয় করেন, তাহা আমি জানি। ২৮ তখন আগ্রিপ্প পৌলকে কহিল, তুমি প্রবৃত্তি দিয়া আমাকে প্রায় খ্রীষ্টীয়ান করিতেছ। ২৯ তাহাতে পৌল কহিল, আপনি এবং অন্যান্য যত লোক অদ্য আমার কথা শুনিতেছে, তাহারা সকলেই প্রায় খ্রীষ্টীয়ান তাহা নয়, কিন্তু এই শৃঙ্খলবন্ধন ব্যতিরেকে যেন সর্ব্বতোভাবে আমার সদৃশ হয়, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি। ৩০ এমন কথা কহিলে ঐ রাজা ও অধ্যক্ষ ও বর্ণীকী প্রভৃতি সভাস্থ লোকেরা তথাহইতে উঠিয়া বিরলে যাইয়া পরস্পর বিবেচনা করিয়া ৩১ কহিল, এ ব্যক্তি বন্ধনের কিম্বা প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত কোন কর্ম্ম করে নাই। ৩২ তাহাতে আগ্রিপ্প ফীষ্টকে কহিল, যদি এ ব্যক্তি কৈসরের নিকটে বিচারিত হইতে প্রার্থনা না করিত, তবে মুক্ত হইতে পারিত।

২৭ অধ্যায়।

১ রোমা নগরে তাহাদের গমন ৭ ও সমুদ্রপথে তাহাদের প্রচণ্ড ঝড় প্রাপ্তি ২১ ও পৌলের প্রবোধকথা ও জাহাজীয় লোকদের কর্ম্ম ৩৯ ও জাহাজ ভাঙ্গন ও লোকদের উপদ্বীপের তীরে উত্তরণ।

১ পরে জলপথ দিয়া আমাদের ইতলিয়া দেশে যাত্রা নিশ্চয় হইলে তাহারা যূলিয় নামে মহারাজের সৈন্যদলভুক্ত এক জন শতসেনাপতির নিকটে পৌলকে এবং অন্য কতক বন্দিকে সমর্পণ করিল। ২ পরে আদ্রা-

মুত্তীয় এক জাহাজে আরোহণ করিয়া আশিয়া দেশের স্থানে২ যাইতে মনস্থ করিয়া লঙ্গর তুলিয়া আমরা জাহাজ খুলিলাম, এবং মাকিদনিয়া দেশান্তঃপাতি থিষলনীকী নিবাসি অরিষ্টর্খ নামে এক জন
৩ আমাদের সহিত ছিল। অনন্তর পরদিবসে আমরা সীদোন্ নগরে লাগান করিলে সে স্থানে যূলিয় সেনাপতি পৌলের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিয়া বন্ধু বান্ধবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রাণ জুড়াইতে তা-
৪ হাকে যাইতে দিল। পরে তথাহইতে জাহাজ খুলিলে সম্মুখ বাতাস হওয়াতে আমরা কুপ্র উপদ্বীপের দক্ষিণ
৫ দিয়া গেলাম। অনন্তর কিলিকিয়া ও পম্ফুলিয়ার সমুদ্র পার হইয়া লুকিয়া দেশান্তঃপাতি মুরা নগরে উ-
৬ পস্থিত হইলাম। পরে ইতলিয়া দেশে যাইতেছে যে সিকন্দরিয়া নগরের এক জাহাজ, তাহা সে স্থানে পাইয়া শতসেনাপতি আমাদিগকে ঐ জাহাজে আরোহণ করাইল।

৭ পরে বহুদিবস ধীরে২ গমন করিয়া ক্নীদের নিকটস্থ হওনের সময়ে প্রতিকূল বাতাস প্রযুক্ত আমরা সল্মোনীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ক্রীতী উপদ্বীপের দ-
৮ ক্ষিণ দিয়া গেলাম। পরে কষ্টে তাহা উত্তীর্ণ হইয়া লাসেয়া নগরের নীচে সুন্দর নামে এক খালে উপ-
৯ স্থিত হইলাম। আর বহু দিবস গত হইলে উপবাস সময়ের পর জলপথ গমনে শঙ্কা হওয়াতে পৌল বিনতি
১০ পূর্ব্বক কহিল, হে মহাশয়েরা, আমি নিশ্চয় জানি, এই যাত্রাতে আমাদের ক্লেশ ও অনেক অপচয় হইবে, তাহা কেবল জাহাজের ও জাহজস্থ দ্রব্যের এমন নয়,
১১ আমাদের প্রাণ পর্য্যন্তেরও হইতে পারিবে। কিন্তু

শতসেনাপতি পৌলের উক্ত কথা অপেক্ষায় জাহাজের নাবিকের ও অধ্যক্ষের কথা অধিক গ্রাহ্য করিল। এ- ১২ বং ঐ খাল শীতকালের উপযুক্ত বাসস্থান না হওয়াতে তথাহইতে দক্ষিণ পশ্চিম সম্মুখস্থ ক্রীতীয় ফৈনীকী খালে যাইয়া যদি পারে, তবে শীতকাল যাপন করিতে প্রায় সকলে পরামর্শ করিল। পরে দক্ষিণে ১৩ বাতাস মন্দ২ বহিতে দেখিয়া আপনাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হওনের সুযোগ হইতেছে, এমন বুঝিয়া জাহাজ খুলিয়া ক্রীতী উপদ্বীপের কূলে২ চলিল। কিন্তু অল্প ১৪ ক্ষণের পরেই উরক্লুদোন্ নামে এক প্রতিকূল প্রচণ্ড বায়ু উঠিয়া জাহাজে লাগিল, তাহার সম্মুখে জাহাজ ১৫ স্থির থাকিতে না পারাতে আমরা তাহা ছাড়িয়া ভাসিয়া যাইতে দিলাম। পরে ক্লৌদা নামে এক ক্ষুদ্র ১৬ উপদ্বীপের কূলের নিকট দিয়া জাহাজ চালাইয়া বহু কষ্টে ক্ষুদ্র নৌকাখান রক্ষা করিলাম। পরে নাবি- ১৭ কেরা তাহা লইয়া রজ্জুদ্বারা জাহাজের তলা বান্ধিল; পরে জাহাজ পাছে চড়াতে ঠেকে, এই ভয়ে পাইল ফেলিয়া দেওয়াতে ভাসিতে২ চলিল। কিন্তু পরদিবসে ১৮ বায়ুর প্রবলতা প্রযুক্ত জাহাজ টলটলায়মান হওয়াতে কতক২ বোঝাই সামগ্রী ফেলাইয়া দিতে হইল। এবং তৃতীয় দিবসে আমরা স্বহস্তে জাহাজের সজ্জা ১৯ সকল ফেলিয়া দিতে লাগিলাম। এবং বহুদিন প- ২০ র্য্যন্ত সূর্য্য নক্ষত্রাদি আচ্ছন্ন এবং ক্রমিক অত্যন্ত ঝড় হওয়াতে, আমাদের প্রাণ রক্ষার প্রত্যাশা কিছুই থাকিল না।

অনেক দিন অনাহারে থাকিলে পর সকলের সাক্ষা- ২১ তে পৌল দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিল, হে মহাশয়েরা,

ক্রীতী উপদ্বীপহইতে জাহাজ না খুলিতে আমি অগ্রে যে পরামর্শ দিয়াছিলাম, তাহা গ্রাহ্য করা তোমাদের উচিত ছিল; তাহা করিলে তোমাদের এই সকল
২২ বিপদ ও অপচয় ঘটিত না। কিন্তু সম্প্রতি তোমাদিগকে বিনতি করিয়া বলি, সাহস কর; তোমাদের এক প্রাণিরও হানি হইবে না, কেবল জাহাজের হানি
২৩ হইবে। কেননা যে ঈশ্বরের লোক আমি, এবং যাঁহার সেবা করি, তাঁহার এক দূত কল্য রাত্রিতে আ-
২৪ মার নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে পৌল, ভয় করিও না, কৈসরের সম্মুখে তোমাকে উপস্থিত হইতে হইবে; এবং তোমার এই সঙ্গি লোক সকলকে ঈশ্বর
২৫ তোমাকে দিলেন। অতএব হে মহাশয়েরা, তোমরা সাহস কর; আমার প্রতি যে কথা কথিত হইয়াছে, তাহা অবশ্য ঘটিবে, ঈশ্বরেতে আমার এমন বিশ্বাস
২৬ আছে। কিন্তু কোন উপদ্বীপের উপরে আমাদিগকে
২৭ পড়িতে হইবে। পরে এই রূপে আদ্রিয়া সমুদ্রে জাহাজ টলমল করিয়া ইতস্ততো গমন করিতে২ চতুর্দ্দশ দিনের দুই প্রহর রাত্রির সময়ে কোন স্থলের নিকটে উপস্থিত হইতেছে, ইহা জাহাজের লোকেরা অনুমান
২৮ করিতে লাগিল। তাহাতে তাহারা জল পরিমাণ করিয়া সে স্থানে বিংশতি বেঁউ জল দেখিল; পরে আরও কিছু দূরে যাইয়া পুনর্ব্বার জল পরিমাণ করিল।
২৯ সেই স্থানে পঞ্চদশ বেঁউ জল দেখিয়া, পাছে শৈলে ঠেকে, এই ভয় প্রযুক্ত জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে চারি লঙ্গর ফেলিয়া দিবসের অপেক্ষাতে সকলেই চাহিয়া
৩০ থাকিল। কিন্তু জাহাজীয় লোকেরা জাহাজের অগ্রভাগে লঙ্গর ফেলিবার ছল করিয়া সমুদ্রে নৌকা না-

মাইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল। তাহাতে পৌল ৩১ সেনাপতিকে ও সৈন্যবর্গকে কহিল, এই লোকেরা জাহাজে না থাকিলে তোমাদের রক্ষা হইবে না। তখন ৩২ সেনাগণ রজ্জু কাটিয়া নৌকা জলে পড়িতে দিল। পরে প্রভাত সময়ে পৌল সমস্ত লোককে ভোজন ক- ৩৩ রিতে প্রার্থনা করিয়া কহিল, অদ্য চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করিয়া ভোজন পান না করিয়া অনাহারে কালক্ষেপ করিতেছ। অতএব বিনতি করিয়া ৩৪ বলি, কিছু খাদ্য সামগ্রী লও, তাহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে; তোমাদের মস্তকের এক চুল পর্য্যন্তও নষ্ট হইবে না। ইহা বলিয়া পৌল রুটী লইয়া ৩৫ সকলের সাক্ষাতে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ভোজন করিতে লাগিল; পরে সকলে সুস্থির ৩৬ হইয়া কিছু খাদ্য গ্রহণ করিল। জাহাজে আমাদের ৩৭ সকলশুদ্ধ দুই শত ছেয়াত্তর লোক ছিল। সকলে ৩৮ যথেষ্ট ভোজন করিলে পর জাহাজস্থ গোম সকল সমুদ্রেতে ফেলিয়া জাহাজের ভার লাঘব করিলাম।

অনন্তর দিন হইলেও সে কোন্ দেশ, তাহা তখন ৩৯ চিনিতে পারা গেল না; পরে সে স্থানে নিম্ন তীর বিশিষ্ট এক খালের প্রতি দৃষ্টি হওয়াতে, যদি পারি তবে তাহার ভিতরে আমরা জাহাজ চালাই, ইহা মনস্থ করিয়া তাহারা লঙ্গর কাটিয়া সমুদ্রে ত্যাগ ক- ৪০ রিল; পরে হাইলের বন্ধান খুলিয়া বাতাসের সন্মুখে প্রধান পাইল তুলিয়া তীরের নিকটে চলিল। কিন্তু ৪১ উভয় সমুদ্রের সঙ্গমস্থানে পড়িয়া চড়ার উপরে জাহাজ ফেলিল, তাহাতে গলহী বাধিয়া যাওয়াতে ও পশ্চাদ্ভাগে প্রবল তরঙ্গ লাগিলে জাহাজ বাড়েং খ-

৪২ গিয়া গেল। তাহাতে বন্দিরা পাছে সাঁতার দিয়া পলায়ন করে, এই আশঙ্কাতে সেনাগণ তাহাদিগকে বধ ৪৩ করিতে পরামর্শ করিল। কিন্তু শতসেনাপতি পৌলকে রক্ষা করিতে প্রয়াস করিয়া তাহাদিগকে সেই চেষ্টাহইতে ক্ষান্ত করিয়া এই আজ্ঞা দিল; যাহারা সাঁতার জানে, তাহারা অগ্রে গিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া ৪৪ সাঁতারিয়া কূলেতে যাউক। আর অবশিষ্ট লোকেরা কাষ্ঠ খণ্ড ও জাহাজের যে যাহা পায়, তাহা অবলম্বন করিয়া যাউক। এই রূপে সকলেই ভূমি পাইয়া প্রাণে বাঁচিল।

২৮ অধ্যায়।

১ উপদ্বীপের অসভ্য লোকদের অনুগ্রহ প্রাপ্তি ও পৌলের হস্তহইতে দংশনকারি সর্পকে নিক্ষেপ করণ ৭ ও পৌলদ্বারা পুব্লিয় নামে অধ্যক্ষকে ও অন্য লোককে সুস্থ করণ ১১ ও অন্য জাহাজে রোমা নগরে গমন ও পথিমধ্যে ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করণ ১৬ ও রোমা নগরে উপস্থিত হওন ও যিহূদীয় লোকদের কাছে পৌলের নিবেদন ও সুসমাচার প্রচার করণ ৩০ ও রোমা নগরে তাহার দুই বৎসর পর্য্যন্ত বাস করণ।

১ এই প্রকারে সকলে রক্ষা পাইলে পর তথাকার ঐ উপদ্বীপের নাম যে মিলিতা, ইহা জানিতে পারিল। ২ পরে অসভ্য লোকেরা যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বর্ত্তমান বৃষ্টি ও শীত প্রযুক্ত অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ৩ আমাদিগকে অতিথি করিল। কিন্তু পৌল এক বোঝা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া যে সময়ে ঐ অগ্নির উপরে ফেলিল, এমন কালে অগ্নির উত্তাপে এক কালসর্প ব- ৪ হির্গত হইয়া তাহার হস্তে কামড়াইল। ঐ অসভ্য লোকেরা তাহার হস্তে সর্পকে ঝুলিয়া থাকিতে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, এ ব্যক্তি অ-

বশ্য নরহত্যাকারী হইবে; কেননা যদ্যপি সমুদ্রহইতে রক্ষা পাইল, তথাপি প্রতিফলদাতা উহাকে বাঁচিতে দেন না। কিন্তু সে হস্ত ঝাড়িয়া ঐ সর্পকে অগ্নি- ৫ মধ্যে নিক্ষেপ করিলে তাহার কোন ক্ষতি হইল না। তথাচ বিষজ্বালাতে ইহার শরীর ফুলিবে, নতুবা পড়ি- ৬ য়া হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া লো- কেরা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা দেখিবার অপেক্ষা করিয়া রহিল; কিন্তু তাহার কোন বিপদ না ঘটাতে তাহারা তদ্বিপরীত বোধ করিয়া কহিল, ইনি কোন দেবতা হইবেন।

তদনন্তর পুব্লিয় নামে এক জন সেই উপদ্বীপের ৭ অধ্যক্ষ ঐ স্থানের নিকটস্থ ভূম্যাদির অধিকারী হ- ইয়া আমাদিগকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া সৌজন্য প্র- কাশ পূর্ব্বক তিন দিন পর্য্যন্ত আতিথ্য করিল। তৎ- ৮ কালে ঐ পুব্লিয়ের পিতা জ্বরাতিসারে পীড়িত হইয়া শয্যাগত থাকিলে পৌল তাহার নিকটে গিয়া প্রার্থ- না করিয়া তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে সুস্থ করিল। এই মত হইলে পর ঐ উপদ্বীপ নি- ৯ বাসি যত রোগি লোক ছিল, সকলে আসিয়া সুস্থ হইল। তাহাতে তাহারা আমাদিগকে অত্যন্ত সম্ভ্রম ১০ করিতে লাগিল, বিশেষতঃ প্রস্থান সময়ে নানা প্র- কার আবশ্যক সামগ্রী দিল।

এই প্রকারে সে স্থানে তিন মাস গত হইলে, যা- ১১ হার চিহ্ন দিয়স্কূরী, এমন যে এক সিকন্দরিয়া নগরীয় জাহাজ ঐ উপদ্বীপে শীতকাল যাপন করিয়াছিল, সেই জাহাজে আমরা আরোহণ করিয়া যাত্রা করি- লাম। তাহাতে প্রথমে সুরাকূষী নগরে উপস্থিত হ- ১২

১৩ ইয়া সে স্থানে তিন দিবস থাকিলাম। পরে তথা-
হইতে ঘুরিয়া আসিয়া রীগিয় নগরে উপস্থিত হই-
লে এক দিনের পর দক্ষিণ বাতাস অনুকূল হওয়াতে
১৪ পরদিনে পুতিয়লী নগরে উপস্থিত হইলাম। তাহাতে
আমরা সেখানকার ভ্রাতৃগণকে পাইলে তাহারা আপ-
নাদের সহিত আমাদিগকে সপ্তাহ রাখিতে যত্ন ক-
রিল; এই প্রকারে আমরা রোমা নগরের দিগে গে-
১৫ লাম। তাহাতে তথাকার ভ্রাতৃগণ আমাদের আগ-
মন সংবাদ পাইয়া অপ্পিয়ফর ও ত্রীষ্টবর্ণী নামে
স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ
করিতে আইল; এবং তাহাদের সহিত দেখা হওয়া-
তে পৌল ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া সাহস পাইল।
১৬ পরে আমরা রোমা নগরে উপস্থিত হইলে শতসে-
নাপতি তাবৎ বন্দিকে প্রধান সেনাপতির নিকটে স-
মর্পণ করিল; কিন্তু পৌল আপন প্রহরি পদাতিকের
১৭ সহিত ভিন্ন বাস করিতে অনুমতি পাইল। অনন্তর
তিন দিনের পর পৌল তদ্দেশীয় প্রধান২ যিহূদীয়দি-
গকে আহ্বান করিল; এবং তাহারা উপস্থিত হইলে
সে কহিতে লাগিল, হে ভ্রাতৃগণ, আমি নিজ লোক-
দের কিম্বা পূর্ব্বপুরুষদের রীতির বৈপরীত্যে কোন
কর্ম্ম করি নাই, তথাপি যিরূশালম নিবাসি লোকেরা
আমাকে রোমি লোকদের হস্তে সমর্পণ করিয়া বন্দি
১৮ করিয়াছে। আর রোমি লোকেরা বিচার করিয়া আ-
মার প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন কারণ না পাওয়াতে
১৯ আমাকে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু যিহূদীয়
লোক আপত্তি করাতে আমাকে কৈসর রাজার নি-
কটে বিচার হওনের প্রার্থনা করিতে হইল; নতুবা

নিজ দেশীয় লোকদের প্রতি আমার কোন অপবাদ নাই। এই কারণ আমি তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ ২০ ও কথোপকথন করিবার জন্যে তোমাদিগকে আহ্বান করিলাম; ইস্রায়েল বংশীয়দের প্রত্যাশা প্রযুক্ত আমি এই শৃঙ্খলেতে বদ্ধ হইলাম। তখন তাহারা তাহা- ২১ কে কহিল, যিহূদা দেশহইতে আমরা তোমার বিষয়ে কোন পত্রই পাই নাই; এবং তথাহইতে যে ভ্রাতৃগণ আসিয়াছে, তাহারাও তোমার বিষয়ে কিছু সংবাদ দেয় নাই, এবং মন্দও বলে নাই। তোমার মত কি, ২২ তাহা আমরা তোমাহইতে শুনিতে বাঞ্ছা করি; এই যে নূতন মত উঠিয়াছে, ইহা সর্ব্বত্রই সকলের কাছে নিন্দিত হইয়াছে, ইহা আমরা জানি। পরে তাহারা ২৩ তন্নিমিত্তে এক দিন নিরূপিত করিলে সেই দিনে অনেকে একত্র হইয়া পৌলের বাসায় আইল; তাহাতে পৌল প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মূসার ব্যবস্থাগ্রন্থ এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থহইতে যীশুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ঈশ্বরের রাজত্বের প্রমাণ দিয়া তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিতে চেষ্টা পাইল। এবং তা- ২৪ হার কথাতে কেহ২ প্রত্যয় করিল, কেহ২ বা প্রত্যয় করিল না। এই জন্যে তাহাদের পরস্পর অনৈক্য ২৫ হওয়াতে সকলে চলিয়া গেল; তথাপি তাহাদের অব্যবহিত পূর্ব্বে পৌল এই এক কথা কহিল, পবিত্র আত্মা যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার প্রমুখাৎ আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এই কথা বিলক্ষণ কহিয়াছেন, "এই ২৬ "লোকদের নিকটে গিয়া বল, তোমরা শুনিবা, কিন্তু "বুঝিবা না; এবং দেখিবা, কিন্তু জানিতে পারিবা "না; কেননা এই লোকেরা চক্ষুতে দেখিয়া ও কর্ণে ২৭

"শুনিয়া ও অন্তঃকরণে বুঝিয়া মন ফিরাইলে আমি
"যেন তাহাদিগকে সুস্থ না করি, এই নিমিত্তে তা-
"হাদের বুদ্ধি স্থূল ও তাহাদের কর্ণ ভারী ও তাহা-
২৮ "দের চক্ষুঃ মুদ্রিত হইয়া থাকে।" অতএব ঈশ্বর-
হইতে যে পরিত্রাণ, তাহার সংবাদ অন্যদেশীয় লো-
কদের কাছে প্রেরিত হইতেছে, এবং তাহারাই তাহা
২৯ গ্রাহ্য করিবে, ইহা তোমরা জ্ঞাত হও। এমন কথা
কহিলে পর যিহূদীয়েরা পরস্পর অনেক বিচার করি-
তে২ চলিয়া গেল।

৩০ এই প্রকারে পৌল সম্পূর্ণ দুই বৎসর পর্য্যন্ত ভা-
ড়াটিয়া বাসাগৃহে বাস করিয়া যে২ লোক তাহার নি-
৩১ কটে আইসে, সমস্তকেই গ্রহণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে অতি-
শয় সাহসপূর্ব্বক ঈশ্বরের রাজত্বের কথা প্রচার করি-
য়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে উপদেশ দিল। ইতি।

রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র।

১ অধ্যায়।

১ প্রেরিতত্ব পদে পৌলের নিযুক্ত হওন ৮ ও রোমা নগরে সুসমাচার প্রচার করিতে তাহার গমনেচ্ছা ১৪ ও সুসমাচারদ্বারা পুণ্য ও তত্ত্বজ্ঞান হওন ২৪ ও সুসমাচার অজ্ঞাত হইলে সকল প্রকার পাপ হওনের বিবরণ।

১ ঈশ্বর নিজ পুত্রের যে সুসমাচার বিষয়ে ভবিষ্যদ্‌-
২ বক্তৃগণের দ্বারা ধর্ম্মগ্রন্থে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই সুসমাচার প্রচারার্থে পৃথককৃত ও আহূত এক প্রেরিত ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এক সেবক যে পৌল, সে রোমা নগরস্থ ঈশ্বরপ্রিয় ও আহূত তাবৎ পবিত্র লোকের নিকটে পত্র লিখিতেছে।
৩ আমাদের সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট শারীরিক সম্বন্ধে দায়ূদের বংশোদ্ভব,
৪ কিন্তু পবিত্র আত্মার সম্বন্ধে ঈশ্বরের পুত্র, ইহা কবরহইতে তাঁহার উত্থানরূপ দৃঢ় প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে।
৫ আর যাহাদের মধ্যে তোমরা সেই
৬ যীশু খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছ, সেই অন্যদেশীয় লোকেরা যেন তাঁহার নামে বিশ্বাস করিয়া আজ্ঞাবহ হয়, এই অভিপ্রায়ে আমরা তাঁহাহইতে অনুগ্রহ ও প্রেরিতত্ব পদ পাইয়াছি।
৭ আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাদিগকে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রদান করুন।

৮ প্রথমে সমুদয় জগতে তোমাদের বিশ্বাস প্রকাশিত হওয়াতে আমি তোমাদের সকলের নিমিত্তে যীশু খ্রীষ্টের নাম লইয়া আমার ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি।
৯ আর কোন রূপে যদি হইতে পারে, তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সম্প্রতি তোমাদের নিকটে এক বার যেন
১০ যাইবার সুযোগ পাই, এই নিমিত্তে নিরন্তর তোমাদের নাম উল্লেখ করিয়া আপন সকল প্রার্থনাতে সর্ব্বদা নিবেদন করিতেছি, এতদ্বিষয়ে যে ঈশ্বরের পুত্রের সুসমাচার প্রচারদ্বারা মন দিয়া সেবা করি,
১১ তিনি আমার সাক্ষী আছেন। কেননা তোমাদের স্থির করিবার নিমিত্তে তোমাদিগকে যেন কোন পা-
১২ রমার্থিক দান করি, অর্থাৎ তোমাদের ও আমার বিশ্বাসেতে আমরা উভয়ে যেন শান্তিযুক্ত হই, এই জন্যে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার বাঞ্ছা।
১৩ হে ভ্রাতৃগণ, অন্য২ দেশীয় লোকদের নিকটে যেমন, তদ্রূপ তোমাদের মধ্যেও যেন কোন ফল ভোগ করি, এই অভিপ্রায়ে তোমাদের নিকটে যাইতে পুনঃ২ উদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু অদ্যপর্য্যন্ত সেই গমনে আমার বিঘ্ন হইতেছে, ইহা তোমরা যে অজ্ঞাত থাক, তাহা আমি বিহিত বুঝি না।
১৪ সভ্য কি অসভ্য, বিদ্বান্ কি অবিদ্বান্, সকলেরই
১৫ কাছে আমি ঋণী আছি। অতএব রোমা নিবাসি লোক যে তোমরা, তোমাদের কাছেও সুসমাচার প্র-
১৬ চার করিতে আমি স্বচ্ছন্দে উদ্যত আছি। কারণ খ্রীষ্টের ঐ সুসমাচার আমার লজ্জার বিষয় নয়; সে ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপ হইয়া যিহূদীয় অবধি অন্যদেশীয় লোক পর্য্যন্ত সমুদয় জাতির মধ্যে যে কেহ বিশ্বাস

করে, তাহারি ত্রাণজনক হয়। কেননা প্রত্যয়দ্বারা ১৭ ঈশ্বরদত্ত যে পুণ্য, সেই পুণ্য প্রত্যয় জন্মাইবার নিমিত্তে ঐ সুসমাচারে প্রকাশ পাইতেছে; তদ্বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকেও লেখে, যথা, "পুণ্যবান্ ব্যক্তি বিশ্বাস- "দ্বারাই বাঁচিবে।"

যাহারা অধর্ম্ম কর্ম্মদ্বারা সত্যধর্ম্ম রোধ করে, তা- ১৮ হাদের তাবৎ অসৎ কর্ম্মের ও অধর্ম্মের বিরুদ্ধে স্বর্গ- হইতে ঈশ্বরের কোপ প্রকাশিত হইতেছে। কারণ ১৯ ঈশ্বরবিষয়ক যে২ জ্ঞাতব্য, তাহা ঈশ্বর আপনি তাহাদের প্রতি প্রকাশ করাতে তাহাদের অগোচর হয় না। ফলতঃ তাঁহার অনন্ত শক্তি ও ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি অদৃশ্য ২০ হইলেও তাঁহার কর্ম্মদ্বারা সৃষ্টি কালাবধি জ্ঞাপিত হওয়াতে সুন্দর রূপে জানা যাইতেছে; অতএব তাহাদের উত্তর দিবার পথ নাই। আর ঈশ্বরকে জ্ঞাত ২১ হইলেও ঈশ্বরজ্ঞানেতে তাহারা তাঁহার আদর করে নাই, এবং কৃতজ্ঞও হয় নাই; এই নিমিত্তে তাহাদের বিতর্ক সকলি বিফল হইল, এবং তাহাদের বিবেকশূন্য মন অন্ধকারে মগ্ন হইল। তাহারা আপনাদিগকে ২২ জ্ঞানী জানিয়া অজ্ঞান হইল, এবং অনশ্বর ঈশ্বরকে ২৩ গৌরব না দিয়া নশ্বর মনুষ্য ও পশু ও পক্ষী ও উরোগামি প্রভৃতির আকৃতিবিশিষ্ট প্রতিমাকে তাহা দিল।

এই প্রকারে তাহারা ঈশ্বরের সত্যধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ২৪ মিথ্যাধর্ম্ম গ্রাহ্য করিয়া সত্য সচ্চিদানন্দ সৃষ্টিকর্ত্তাকে ত্যাগ করিয়া সৃষ্ট বস্তুর পূজা ও সেবা করিল; এই ২৫ জন্যে ঈশ্বর তাহাদিগকে কুক্রিয়াতে সমর্পণ করিয়া আপন২ কুঅভিলাষেতে আপন২ শরীরকে পরস্পর অপমানগ্রস্ত করিতে দিলেন। ঈশ্বর তাহাদিগকে কু- ২৬

অভিলাষে সমর্পণ করিলে তাহাদের স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিক ব্যবহার ত্যাগ করিয়া বিপরীত ক্রিয়াতে প্র-
২৭ বৃত্তা হইল; এবং তদ্রূপ পুরুষেরাও স্বাভাবিক স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর কামানলে দগ্ধ হইয়া পুরুষ পুরুষের সহিত কুক্রিয়াতে আসক্ত হইয়া আ-
২৮ পন২ ভ্রান্তির সমুচিত ফল পাইল। তাহারা আপনাদের মনে ঈশ্বরকে স্থান দিতে অসম্মত হওয়াতে ঈশ্বর তাহাদিগকে দুষ্টমনা হইতে ও অসঙ্গত ক্রিয়া
২৯ করিতে দিলেন। অতএব তাহারা তাবৎ অন্যায় ও ব্যভিচার ও দুষ্টতা ও লোভ ও জিঘাংসা এবং ঈর্ষ্যা ও বধ ও বিবাদ ও চাতুরী ও কুরীতি ইত্যাদি
৩০ দুষ্কর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া, কর্ণেজপ ও অপবাদী ও ঈশ্বরদ্বেষক ও হিংসক ও অহঙ্কারী ও আত্মশ্লাঘী ও কু-
৩১ কর্ম্মের উৎপাদক ও পিতামাতার অনাজ্ঞাবহ ও অবিচারক ও নিয়ম লঙ্ঘনকারী ও স্নেহরহিত ও অতি-
৩২ দ্বেষী ও নির্দ্দয় হইয়া উঠিল। যাহারা এতদ্রূপ কর্ম্ম করে তাহারাই মৃত্যুর যোগ্য, ঈশ্বরের এমত বিচার জানিয়াও তাহারা এমন কর্ম্ম আপনারাই করে, তাহা কেবল নয়, কিন্তু এ রূপ কর্ম্মকারি লোকেতেও সন্তুষ্ট থাকে।

২ অধ্যায়।

১ পাপদ্বারা সকলের দণ্ড হওনের বিবরণ ১১ ও তাহাতে যিহূদীয়েতে ও অন্যদেশীয়েতে বিশেষ না হওন ১৭ ও দোষী হইলে অন্যকে শিক্ষা দিলেও কিছু ফল না হওন ২৫ ও ব্যবস্থাপালন ব্যতিরেকে ত্বকছেদদ্বারা ত্রাণ না হওন।

১　হে পরদূষক মনুষ্য, তুমি যে কেহ হও, তোমার উত্তর দিবার আর পথ নাই; যাহাতে তুমি পরকে দোষী করিতেছ, তাহাতে আপনিও দোষী হইতেছ,

কেননা তুমি (পরকে) দোষী করিয়াও তদ্রূপ কর্ম্ম করিতেছ। কিন্তু এরূপ কর্ম্মকারিদের প্রতিকূলে ঈশ্বর ২ যে বিচার করেন, তাহা যথার্থ, ইহা আমরা জানি। অতএব হে মনুষ্য, তুমি যেরূপ কর্ম্মকারিদের দোষ ৩ দিতেছ, আপনি যদি তদ্রূপ কর্ম্ম কর, তবে ঈশ্বরের দণ্ডহইতে এড়াইতে পারিবা, তুমি কি এমত বোধ করিতেছ? এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ তোমার মনঃপরি- ৪ বর্ত্তন জন্মাইবার নিমিত্তে হয়, তাহা না বুঝিয়া তুমি কি তাঁহার অসীম অনুগ্রহ ও ক্ষমা ও চিরসহিষ্ণু-তা হেয়জ্ঞান করিতেছ? এবং কঠিন ও অখেদান্বিত ৫ অন্তঃকরণ প্রযুক্ত ঈশ্বরের যথার্থ বিচারাজ্ঞা প্রকাশিত হওনের ও ক্রোধের দিন পর্য্যন্ত কি আপনার জন্যে কোপ সঞ্চয় করিতেছ? কিন্তু তিনি প্রত্যেক মনুষ্য- ৬ কে আপন২ কর্ম্মানুসারে প্রতিফল দিবেন; বস্তুতঃ ৭ যাহারা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সৎকর্ম্ম করিয়া মহিমা ও সম্ভ্রম ও অমরতা, এই সকলের চেষ্টা করে, তাহা-দিগকে অনন্ত পরমায়ুঃ দিবেন; আর যাহারা সত্য ৮ ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া বৈধর্ম্মের আজ্ঞাবহ হয়, এমন বিরোধিগণের প্রতি কোপ ও ক্রোধ ঘটিবে; তাহা- ৯ তে যিহূদীয় অবধি অন্যদেশীয় পর্য্যন্ত যত কুকর্ম্ম-কারি প্রাণী হয়, সেই সকলের প্রতি দুঃখ ও যন্ত্রণা ঘটিবে; কিন্তু যিহূদীয় অবধি অন্যদেশীয় পর্য্যন্ত যত ১০ সৎকর্ম্মকারি লোক হয়, সেই সকলের প্রতি মহিমা ও সম্ভ্রম ও শান্তির ঘটনা হইবে।

ঈশ্বরের বিচারেতে পক্ষপাত নাই। কেননা যাহারা ১১ ব্যবস্থা না পাইয়া পাপ করিয়াছে, ব্যবস্থা না পাইবার ১২ মত তাহাদের বিনাশ ঘটিবে; কিন্তু যাহারা ব্যবস্থা

পাইয়াও পাপ করিয়াছে, ব্যবস্থানুসারেই তাহাদের বি-
১৩ চার হইবে। ব্যবস্থা শ্রবণ করিলেই ঈশ্বরের নিকটে
নিষ্পাপ হইবে এমন নয়, কিন্তু যাহারা ব্যবস্থানুসারে
১৪ কর্ম্ম করে, তাহারাই পুণ্যবান গণিত হইবে। কেননা
ব্যবস্থা না পাইয়া অন্যদেশীয় লোকেরা যদি স্বভাব-
তঃ ব্যবস্থানুযায়ি আচার করে, তবে ব্যবস্থা না পাই-
লেও তাহারা আপনাদের ব্যবস্থারূপ আপনারাই হয়।
১৫ তাহাদের মন সাক্ষিস্বরূপ হওয়াতে এবং তাহাদের
নানা বিতর্ক পরস্পর দোষী কিম্বা নির্দ্দোষ করাতে
তাহারা আপনারাই অন্তরস্থ লিখিত ব্যবস্থার গুণের
১৬ প্রমাণ দিবে। যে দিবসে আমাদ্বারা প্রকাশিত সু-
সমাচার অনুসারে ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টদ্বারা মানুষদের
অন্তঃকরণের গুপ্ত কথা সকল ধরিয়া বিচার করিবেন,
সেই দিবসে এমত বিচার হইবে।

১৭ তুমি নিজে যিহূদী, এবং ব্যবস্থার উপরে নির্ভর
করিয়া আসিতেছ, এবং ঈশ্বরেতে আত্মশ্লাঘা করি-
১৮ তেছ; এবং শাস্ত্রজ্ঞতা প্রযুক্ত তাঁহার অভিমত জ্ঞাত
হইতেছ, এবং উত্তম কথা সকল বুঝিতেছ; আর জ্ঞা-
নের ও সত্যধর্ম্মের মূলস্বরূপ যে ব্যবস্থা, তাহা তো-
১৯ মারি নিকটে থাকাতে, অন্ধ লোকদের পথদর্শক ও
২০ অন্ধকারস্থিত লোকদের মধ্যে আলোকস্বরূপ এবং অ-
জ্ঞান লোকদের জ্ঞানদাতা ও বালকদের শিক্ষক কে-
বল আমিই হইতেছি, মনে২ এমন অভিমান করি-
২১ তেছ। ভাল, পরকে শিক্ষা দেও, কিন্তু আপনি কি
আপনাকে শিক্ষা দেও না? চুরির নিষেধ ব্যবস্থা প্র-
২২ চার করিয়া তুমি কি আপনি চুরি করিয়া থাক? এ-
বং পরকে পরদার কর্ম্মে নিষেধ করিয়া আপনি কি

পরদার গমন করিয়া থাক? এবং তুমি নিজে প্রতিমাদ্বেষী হইয়া কি মন্দিরের দ্রব্য হরণ করিয়া থাক? হে ব্যবস্থাতে অভিমানি, তুমি কি ব্যবস্থাকে অমান্য ২৩ করিয়া ঈশ্বরের অসম্মান করিয়া থাক? তাহাতে ২৪ শাস্ত্রীয় লিখনানুসারে অন্যদেশীয়দের নিকটে তোমাদের দোষে ঈশ্বরের নামের নিন্দা হইতেছে।

যদি ব্যবস্থা পালন কর, তবে তোমার ত্বক্‌ছেদ ২৫ ক্রিয়া সফল বটে; নতুবা যদি ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর, তবে তোমার ত্বক্‌ছেদ অত্বক্‌ছেদ হইবে। তদ্রূপ ব্য- ২৬ বস্থাসম্মত কর্ম্মকারি ব্যক্তি অত্বক্‌ছেদী হইয়াও কি ত্বক্‌ছেদিদের মধ্যে গণিত হইবে না? কিন্তু শাস্ত্রের ২৭ ও ত্বক্‌ছেদের অধীন হইয়াও ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতেছ যে তুমি, তোমাকে স্বাভাবিক অত্বক্‌ছেদি ব্যবস্থাপালক লোক কি দূষিবে না? বাহ্যেতে যে যিহূদী সে ২৮ যিহূদীই নয়, এবং অঙ্গের যে ত্বক্‌ছেদ সে ত্বক্‌ছেদই নয়। কিন্তু আন্তরিক যে যিহূদী সে যিহূদী, আর ২৯ কেবল লিখিত ব্যবস্থামতে নয়, কিন্তু মনেতে মানসিক যে ত্বক্‌ছেদ সেই ত্বক্‌ছেদ; তাহার প্রশংসা মনুষ্যের নিকটে না হইয়া ঈশ্বরের নিকটে হয়।

৩ অধ্যায়।

১ যিহূদীয়দের নানা ধর্ম্মানুষ্ঠান ৯ ও অন্যদেরা ন্যায় ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিলে তদ্দ্বারা ত্রাণ না হওন ২১ ও ব্যবস্থা এক বার লঙ্ঘন করিলে ত্রাণ না হওন কিন্তু কেবল বিশ্বাসদ্বারা ত্রাণ হওন।

যিহূদী হওনে লাভ কি? এবং ত্বক্‌ছেদে বা ফল ১ কি? সর্ব্বপ্রকারে অনেক ফল আছে; বিশেষতঃ ঈ- ২ শ্বরের শাস্ত্র তাহাদের নিকটে সমর্পিত হইয়াছিল। কেহ২ অবিশ্বাস করিলে, তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত ৩

৪ কি ঈশ্বরের বিশ্বাস্যতার হানি জন্মিতে পারে? কোন প্রকারেই পারে না; যদ্যপি মনুষ্য সকল মিথ্যাবাদী, তথাপি ঈশ্বর সত্যবাদী, যেমন শাস্ত্রে লিখিত আছে, "তুমি আপনার কথাতে নির্দ্দোষ ও বিচারে জয়ী
৫ "হইবা।" আমাদের অন্যায়দ্বারা যদি ঈশ্বরের ন্যায় প্রকাশ পায়, তবে কি বলিব? ঈশ্বর সমুচিত দণ্ড দেওয়াতে কি অন্যায়কারী হইবেন? আমি মানুষের
৬ কথার মত কথা কহি; এমন যেন না হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর কি প্রকারে জগতের বিচারকর্ত্তা হইবেন?
৭ 'আমার মিথ্যাবাক্যেতে যদি ঈশ্বরের সত্যধর্ম্ম তাঁহার অধিক মহিমা জন্মায়, তবে আমি কি জন্যে বিচারে
৮ অপরাধী গণিত হই?' তবে 'আইস, মঙ্গলার্থে মন্দ করিব,' তুমি বরং এই কথা কেন বল না? যাহারা এমন করে, তাহারা নিতান্ত দণ্ডের পাত্র হয়; তথাপি আমরা এই কথা প্রচার করিয়া থাকি, কতক লোক আমাদের গ্লানি করিয়া ইহা বলে।

৯ অন্য লোক অপেক্ষা আমরা কি শ্রেষ্ঠ? কদাচ নহি; কেননা যিহূদী কি অন্যদেশীয় সকলেই যে পাপের অধীন, আমরা পূর্ব্বে ইহার প্রমাণ দিয়াছি।
১০ যেমন লিপি আছে, "নির্দ্দোষ কেহই নয়, এক ব্য-
১১ "ক্তিও নয়; এবং জ্ঞানী ও ঈশ্বরের তত্ত্ব চেষ্টাকারী
১২ "কেহই নয়। সকলে কেবল বিপথগামী ও দুষ্কর্ম্ম- "কারী হয়, সৎকর্ম্ম কেহই করে না, এক জনও না।
১৩ "তাহাদের গলার নলী অনাবৃত কবরস্বরূপ, তাহারা "জিহ্বাদ্বারা স্তুতিবাদ করে, ও তাহাদের ওষ্ঠাধরের
১৪ "নিম্নভাগে কালসর্পের ন্যায় বিষ থাকে; তাহাদের
১৫ "মুখ অভিশাপে ও কটুবাক্যে পরিপূর্ণ হয়; তাহাদের

"চরণ রক্তপাত করিতে বেগে ধাবমান হয়; তাহাদের ১৬
"পথে অমঙ্গল ও বিনাশ থাকে; তাহারা কুশলের ১৭
"পথ জানে না; এবং পরমেশ্বর বিষয়ক ভয় তাহাদের ১৮
"চক্ষুর অগোচর।" ব্যবস্থাতে যাহা২ লেখে, তাহা যে ১৯
ব্যবস্থার অধীন লোকদের উদ্দেশে লেখে, ইহা আমরা জানি; সুতরাং মনুষ্যমাত্র নিরুত্তর হইয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে অপরাধী হইয়া উঠে। অতএব ব্যব- ২০
স্থা পালনে কোন প্রাণী ঈশ্বরের সাক্ষাতে পুণ্যবান গণিত হইতে পারে না, কেননা ব্যবস্থাদ্বারা পাপজ্ঞানমাত্র জন্মে।

কিন্তু ব্যবস্থার ক্রিয়া ভিন্ন ঈশ্বরদত্ত যে পুণ্য ব্যব- ২১
স্থার ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বচনদ্বারা নিশ্চিত হইয়াছিল, তাহা এখন প্রকাশ পাইতেছে; এবং যীশু খ্রীষ্টের ২২
বিশ্বাস করণেতে ঈশ্বরদত্ত ঐ পুণ্য সকলের প্রতি প্রকাশিত হইয়া তাবৎ বিশ্বাসকারির অধিকার হইতেছে।
তাহাদের মধ্যে কিছু প্রভেদ নাই; কেননা সকলেই ২৩
পাপ করাতে ঈশ্বরের তেজ বিহীন হইয়াছে। কিন্তু ২৪
তাহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে খ্রীষ্টদ্বারা বিনামূল্যে পরিত্রাণ পাইয়া পুণ্যবান গণিত হইতেছে। কেননা ২৫
যাহার রক্তে বিশ্বাস করিতে হয়, এমত প্রায়শ্চিত্ত বলিস্বরূপ তাঁহাকে ঈশ্বর পূর্ব্বে নিরূপণ করিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি আপনার সহিষ্ণুতাদ্বারা পূর্ব্বকালকৃত পাপের মার্জ্জনা করণে আপন ন্যায় প্রকাশ করেন, এবং বর্ত্তমান কালেও তাহা প্রকাশ করেন; এবং ২৬
যে জন যীশুতে বিশ্বাস করে, তাহাকে পুণ্যবান গণিত করিয়াও ন্যায়কারী হন। তবে আত্মশ্লাঘা কোথায়? ২৭
তাহা দূরে থাকে; কিন্তু কোন্ ব্যবস্থা দ্বারা? কি

ক্রিয়ারূপ ব্যবস্থাদ্বারা? এমন নয়, কিন্তু কেবল বি-
২৮ শ্বাসরূপ ব্যবস্থাদ্বারাই। অতএব ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়া
ব্যতিরেকে কেবল বিশ্বাসদ্বারা লোক যে পুণ্যবান গ-
ণিত হইতে পারে, ইহার সিদ্ধান্ত আমরা করিতেছি।
২৯ তিনি কি কেবল যিহূদীয়দের ঈশ্বর, অন্যদেশীয়দের
৩০ ঈশ্বর নহেন? অন্য দেশীয়দেরও বটেন; যেহেতুক
এক ঈশ্বর বিশ্বাস প্রযুক্ত ত্বক্‌ছেদিকে ও বিশ্বাসদ্বারা
৩১ অত্বক্‌ছেদিকে পুণ্যবান করিয়া গণনা করেন। তবে
বিশ্বাসদ্বারা আমরা কি ব্যবস্থার লোপ করিতেছি?
এমন যেন না হয়, ব্যবস্থার সংস্থাপন করিতেছি।

৪ অধ্যায়।

১ বিশ্বাসদ্বারা ইব্রাহীমের পুণ্যবান হওন ৯ ও সেই ইব্রাহীমের পুণ্য অত্বক্‌ছেদের দ্বারা নয় কিন্তু বিশ্বাসদ্বারা প্রাপ্ত হওন ১৮ ও বিশ্বাসদ্বারা সেই পুণ্য আমাদের প্রাপ্ত হওন।

১ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম শারীরিক ক্রিয়াদ্বারা
২ কিং পাইয়াছে? তদ্বিষয়ে কি বলিব? সে যদি নিজ
ক্রিয়াদ্বারা পুণ্যবান গণিত হইত, তবে তাহার আত্ম-
শ্লাঘা করিবার পথ থাকিত বটে; কিন্তু তাহা ঈশ্ব-
৩ রের নিকটে নয়। তদ্বিষয়ে শাস্ত্রে কি লেখে? "ই-
"ব্রাহীম ঈশ্বরে বিশ্বাস করাতে ঐ বিশ্বাস তাহার
৪ "পক্ষে পুণ্যার্থে গণিত হইল।" কর্ম্মকারির যে বেতন
সে অনুগ্রহের ফল নহে, কিন্তু তাহার উপার্জ্জিত মা-
৫ নিতে হয়। কিন্তু যিনি পাপিকে পুণ্যবান করিয়া
গণনা করেন, তাঁহার উপরে বিশ্বাসকারি কর্ম্মহীন
৬ লোকের যে বিশ্বাস, তাহা পুণ্যার্থে গণিত হয়। আর
নিজে ক্রিয়াহীন হইলেও যে জন ঈশ্বরকর্তৃক পুণ্যবান্
গণিত হয়, সে যে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়, এতদ্বিষয়ে

দায়ূদও বর্ণনা করিয়াছে, যথা, "যাহার পাপ ক্ষমা ৭ "ও যাহার অপরাধ আচ্ছাদিত হইয়াছে, সেই ধন্য।
"এবং পরমেশ্বর যাহাকে পাপিরূপে গণনা না করেন, ৮ "সেই ধন্য।"

সেই উক্ত আশীর্ব্বাদ কি কেবল ত্বক্‌ছেদির বা ৯ অত্বক্‌ছেদিরও প্রতি বর্ত্তিতেছে? ইব্রাহীমের বিশ্বাস পুণ্যার্থে গণিত হইল, ইহা আমরা বলি। সেই বি- ১০ শ্বাস তাহার ত্বক্‌ছেদ অবস্থাতে কি অত্বক্‌ছেদ অবস্থাতে, কোন্ সময়ে এরূপে গণিত হইল? ত্বক্‌ছেদ অবস্থাতে নয়, কিন্তু অত্বক্‌ছেদ অবস্থাতে। ফলতঃ ১১ ত্বক্‌ছেদ না হইলেও বিশ্বাস করাতে যে পুণ্য হয়, তাহার এক প্রমাণস্বরূপ সে ঐ ত্বক্‌ছেদের চিহ্ন পাইল। তাহাতে তাবৎ অত্বক্‌ছেদি বিশ্বাসকারিরা যেন পুণ্যবান গণিত হয়, এই জন্যে সে তাহাদের আদিপুরুষ হইল; আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীমের ১২ অত্বক্‌ছেদ অবস্থাতে যেমন বিশ্বাস ছিল, তদ্রূপ বিশ্বাস করিয়া যাহারা কেবল ত্বক্‌ছেদী হয় তাহা নয়, কিন্তু তাহার পদচিহ্ন দিয়া গমন করে, এমন ত্বক্‌ছেদিদিগেরও আদিপুরুষ হইল। 'ইব্রাহীম জগতের অ- ১৩ ধিকারী হইবে,' এই যে প্রতিজ্ঞা তাহার ও তাহার বংশের প্রতি করা গিয়াছিল, তাহা ব্যবস্থাদ্বারা নয়, কিন্তু বিশ্বাস নিমিত্তক যে পুণ্য তাহাদ্বারা। কে- ১৪ ননা ব্যবস্থাবলম্বি লোকেরা যদি অধিকারী হয়, তবে বিশ্বাস বিফল হয়, এবং ঐ প্রতিজ্ঞাও নিষ্ফল হয়। অধিকন্তু ব্যবস্থা ক্রোধের জনক হয়, কেননা যে স্থানে ১৫ ব্যবস্থা নাই, সে স্থানে আজ্ঞালঙ্ঘনও নাই। অতএব ১৬ কেবল ব্যবস্থাবলম্বি লোকদের প্রতি এমন নয়, কিন্তু

ইব্রাহীমের সদৃশ বিশ্বাসকারি লোক সমুদয়ের প্রতি ঐ প্রতিজ্ঞা যেন অটল হয়, এই নিমিত্তে অনুগ্রহ প্র-
১৭ যুক্ত বিশ্বাসদ্বারাই অধিকার হয়। কেননা যিনি মৃতকে সজীব ও অবর্ত্তমানকে আজ্ঞাতে বর্ত্তমান করেন, এমন যে ঈশ্বর ইব্রাহীমের বিশ্বাসের আশ্রয় ছিলেন, তাঁহার সাক্ষাতে সে আমাদের সকলের আদিপুরুষ হইয়াছে, যেমন লিখিত আছে, "আমি তোমাকে "বহু জাতির আদিপুরুষ করিয়া নিযুক্ত করিয়াছি।"
১৮ "এই রূপ তোমার বংশ হইবে," এই প্রতিজ্ঞানুসারে ইব্রাহীম যেন বহু জাতিদের আদিপুরুষ হয়, এই জন্যে অসম্ভব হইলেও সে আশা করিয়া বিশ্বাস
১৯ করিল; এবং সে বিশ্বাসে বলবান হইয়া শত বৎসর বয়স্ প্রযুক্ত আপন শরীরের জরা এবং আপন সারা
২০ নাম্নী স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি মানিল না। এবং অবিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাবচনে কিছুমাত্র সন্দেহ করিল
২১ না; কিন্তু ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সফল করিতে পারেন, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করণ
২২ পূর্ব্বক ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিল। এই নিমিত্তে তাহার সেই বিশ্বাস তাহার পক্ষে পুণ্যার্থে গণিত হ-
২৩ ইল। 'তাহার পক্ষে গণিত হইল,' ইহা যে কেবল তাহার নিমিত্তে লিখিত এমন নয়, আমাদের জন্যেও।
২৪ কেননা যিনি আমাদের পাপমোচনের কারণ সমর্পিত হইলেন, এবং আমাদের পুণ্য প্রাপ্তির জন্যে উত্থা-
২৫ পিত হইলেন, এমন যে আমাদের প্রভু যীশু, মৃতদের হইতে তাঁহার উত্থানকারক ঈশ্বরের উপরে আমরা যদি বিশ্বাস করি, তবে আমাদের সেই বিশ্বাস পুণ্যার্থে গণিত হইবে।

৫ অধ্যায়।

১ বিশ্বাসদ্বারা পুণ্যবান্ হইলে অনেক লাভ হওন ১২ যেমন আদমদ্বারা পাপ ও মৃত্যু তদ্রূপ খ্রীষ্টদ্বারা পুণ্য ও পরমায়ুঃ।

বিশ্বাসদ্বারা পুণ্যবান গণিত হওয়াতে ঈশ্বরের সঙ্গে ১ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমাদের মিলন হইয়াছে। এবং বিশ্বাসদ্বারা তাঁহাহইতে এই অনুগ্রহেতে ২ আশ্রয় পাইয়া আমরা তাহাদ্বারা স্থির আছি, ও ঈশ্বরদেয় বিভবপ্রাপ্তির প্রত্যাশাতে আনন্দ করিতেছি। তাহা কেবল নয়, কিন্তু ক্লেশভোগেও আনন্দ করিতে- ৩ ছি; কারণ ক্লেশহইতে ধৈর্য্য জন্মে, ও ধৈর্য্যহইতে ৪ পরীক্ষা জন্মে; ও পরীক্ষাহইতে প্রত্যাশা জন্মে; ও ৫ প্রত্যাশাহইতে লজ্জা জন্মে না, যেহেতুক আমাদিগের প্রতি দত্ত পবিত্র আত্মাদ্বারা আমাদের অন্তঃকরণ ঈশ্বরের প্রেমেতে পূর্ণ হয়। আমরা নিরুপায় হইলে ৬ খ্রীষ্ট উপযুক্ত সময়ে পাপিদের নিমিত্তে আপনার প্রাণ দিলেন। দাতার জন্যে কেহ প্রাণ দিতে সাহস ক- ৭ রিতে পারিলেও ধার্ম্মিকের জন্যে প্রায় কেহ প্রাণ দেয় না। কিন্তু আমরা পাপী হইলেও আমাদের ৮ নিমিত্তে খ্রীষ্ট আপনার প্রাণ দিলেন, তাহাতে ঈশ্বর আমাদের প্রতি আপন প্রেম প্রকাশ করিলেন। অত- ৯ এব তাঁহার রক্তপাতদ্বারা এখন পুণ্যবান্ গণিত হইয়া আমরা নিতান্ত তাঁহাদ্বারা দণ্ডহইতে রক্ষিত হইব। ফলতঃ আমরা শত্রু হইলেও ঈশ্বরের পুত্রের মরণদ্বা- ১০ রা তাঁহার সহিত যদি আমাদের মিলন হইয়াছে, তবে মিলন প্রাপ্ত হইলে পর তাঁহার জীবনদ্বারা অবশ্য রক্ষা পাইব। তাহা কেবল নয়, কিন্তু যাঁহাদ্বারা ১১

এখন মিলন পাইলাম, আমাদের সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা সম্প্রতি ঈশ্বরে আনন্দ করিতেছি।

১২ এক মনুষ্যদ্বারা পাপ, ও পাপদ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবিষ্ট হইল, আর তদবধি মনুষ্যমাত্রই পাপ করাতে ১৩ সকলে মৃত্যুর অধীন হইল। কেননা ব্যবস্থা দেওন সময় পর্য্যন্ত জগতে পাপ ছিল; কিন্তু যে স্থানে ব্যবস্থা নাই, সে স্থানে পাপেরও গণনা করা যায় না। ১৪ তথাপি ভাবি ব্যক্তির প্রতিরূপ যে আদম্, তাহার কৃত পাপের সদৃশ পাপ যাহারা করে নাই, তাহারাও ১৫ আদম অবধি মূসা পর্য্যন্ত মৃত্যুর বশে থাকিল। কিন্তু অপরাধের যেমন ভাব, সেই মত অনুগ্রহদানের ভাব নহে; কেননা এক জনের অপরাধে যদ্যপি অনেকের মৃত্যু ঘটিয়াছে, তথাপি এক জনের অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহদানের দ্বারা তদপেক্ষা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ১৬ ও দাতৃত্ব বাহুল্যরূপে অনেকের প্রতি বর্ত্তিল। এবং এক জনের পাপ করাতে যেমন তেমন অনুগ্রহদানেতে নহে; কেননা বিচারদ্বারা একের দোষে দণ্ডাজ্ঞা হইল, কিন্তু অনুগ্রহদানদ্বারা অনেক পাপমোচন ও পুণ্যপ্রাপ্তি ১৭ হইল। কারণ এক জন পাপ করাতে একের দোষেতে যদি মৃত্যুর রাজত্ব হইল, তবে যাহারা অনুগ্রহের বাহুল্য ও পুণ্যরূপ দান প্রাপ্ত হয়, তাহারা এক জনদ্বারা অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টদ্বারা পরমায়ুতে অবশ্য রাজত্ব ১৮ করিবে। এক জনের অপরাধে যেমন সকলে দণ্ডভোগের পাত্র হইল, তাদৃক এক জনের পুণ্যদ্বারা ১৯ পরমায়ুঃ প্রাপ্তির নিমিত্তে সকলে পুণ্যবান হয়। আর এক জন আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে যেমন অনেকে অপরাধী গণিত হইল, তেমনি এক জন আজ্ঞা পালন

করাতে অনেকে পুণ্যবান গণিত হয়। অধিকন্তু ব্য- ২০
বস্থা স্থাপিত হওয়াতে অপরাধের বাহুল্য হইতে লা-
গিল; কিন্তু যে স্থানে পাপের বাহুল্য, সেই স্থানেই
তদপেক্ষা অনুগ্রহের বাহুল্য হইল। তাহাতে মৃত্যু- ২১
ভোগ করাইতে যেমন পাপের রাজত্ব হইল, তদ্রূপ
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা অনন্ত পরমায়ুর্জ-
নক পুণ্য দিতে অনুগ্রহের রাজত্ব হয়।

৬ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টদ্বারা পুণ্য পাইলে পাপ করা অনুচিত হওন ১২ ও তাহা-
দ্বারা পূণ্যবান্ হইলে পাপ দমন ও ধর্ম্ম পালন করা উচিত হওন
ও তদ্দ্বারা অনন্ত পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হওন।

প্রচুর রূপে যেন অনুগ্রহ প্রকাশ পায়, এই নিমিত্তে ১
পাপেতে থাকিব, আমরা কি এই কথা বলিব? এমন
যেন না হয়। পাপসম্বন্ধে মৃত যে আমরা, আমরা ২
তাহাতে কি প্রকারে আর আয়ুঃক্ষেপ করিব? আমরা ৩
যত লোক যীশু খ্রীষ্টেতে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সক-
লেই তাঁহার মরণে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, ইহা কি
তোমরা জ্ঞাত নও? তাহাতে পিতার পরাক্রমের দ্বারা ৪
যেমন কবরহইতে খ্রীষ্টের উত্থান হইয়াছিল, তদ্রূপ
মরণে বাপ্তাইজিত হওনের দ্বারা তাঁহার সহিত কবর-
শায়ী হইয়াছি যে আমরা, আমাদিগকেও পুনর্জীবন
প্রাপ্ত লোকদের ন্যায় আচরণ করিতে হয়। কারণ ৫
আমরা যদি তাঁহার ন্যায় মৃত্যুর ভাগী হই, তবে অ-
বশ্য উত্থানেরও ভাগী হইব। পাপের সেবা যেন আর ৬
না করি, এই জন্যে আমাদের পাপরূপ শরীরের
বিনাশার্থে আমাদের পুরাতন স্বভাব তাঁহার সহিত
ক্রুশেতে বিদ্ধ হইল, ইহা আমরা জানি। মৃত হই- ৭

৮ লেই পাপহইতে মুক্ত হয়। অতএব আমরা যদি খ্রীষ্টের সহিত মৃত হই, তবে পুনর্ব্বার যে তাঁহার সহিত সজীব হইয়া উঠিব, ইহাতে আমাদের বিশ্বাস
৯ আছে। কেননা খ্রীষ্ট কবরহইতে উত্থান করিলে, মৃত্যুর কর্তৃত্ব তাঁহার উপরে আর না থাকাতে তিনি
১০ আর কখনও মরিবেন না, ইহা আমরা জানি। তিনি যে মৃত্যু ভোগ করিলেন, তাহাতে একেবারে পাপের সম্বন্ধে মরিলেন, এবং যে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে ঈশ্বরের সম্বন্ধে সজীব হইয়া আছেন।
১১ তদ্রূপ তোমরাও পাপের সম্বন্ধে মৃত ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সজীব আপনাদিগকে জ্ঞান কর।

১২ আর মন্দ অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে এই মর্ত্য দেহে
১৩ পাপকে কর্তৃত্ব করিতে দিও না, এবং আপন২ অঙ্গকে অধর্ম্মরূপ অস্ত্র করিয়া পাপসেবাতে সমর্পণ করিও না; কিন্তু মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত আপনাদিগকে ও ঈশ্বরের-ধর্ম্ম অস্ত্রস্বরূপ আপন২ অঙ্গকে ঈশ্বরেতে সমর্পণ
১৪ কর। তোমরা ব্যবস্থার অধীন না হইয়া অনুগ্রহের অধীন হইয়াছ, এই নিমিত্তে তোমাদের উপরে পা-
১৫ পের কর্তৃত্ব আর থাকিবে না। কিন্তু ব্যবস্থার অধীন না হইয়া আমরা অনুগ্রহের অধীন হইয়াছি, ইহা
১৬ ভাবিয়া কি পাপ করিব? এমন যেন না হয়। কেননা মৃত্যুজনক পাপ, কিম্বা পুণ্যজনক আজ্ঞাপালন, এ উভয়ের মধ্যে যাহার সেবাতে আপনাদিগকে সমর্পণ করিয়া আজ্ঞাবহ হও, তাহারই দাস হও, ইহা
১৭ কি তোমরা জান না? আর পূর্ব্বে তোমরা পাপের দাস ছিলা বটে, কিন্তু যে শিক্ষারূপ ছাঁচে নিক্ষিপ্ত

হইয়াছ, তাহার আকৃতি মনে ধারণ করিয়াছ; এই জন্যে ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক। এই রূপে তোমরা ১৮ পাপহইতে মুক্ত হইয়া ধর্ম্মের দাস হইতেছ। তোমা- ১৯ দের শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত আমি মানুষের মত ইহা বলিতেছি; পূর্ব্বে উত্তর২ অধর্ম্ম করিবার জন্যে যেরূপ পাপের ও অশৌচের দাসত্বে আপন২ অঙ্গ- কে সমর্পণ করিয়াছিলা, তদ্রূপ সৎকর্ম্ম করণার্থে এ- খন ধর্ম্মের দাসত্বে নিজ অঙ্গকে সমর্পণ কর। যে ২০ কালে তোমরা পাপের দাস ছিলা, তৎকালে ধর্ম্মচ্যুত ছিলা। তবে যে সকল কর্ম্ম তোমরা এখন লজ্জার ২১ বিষয় বোধ করিতেছ, পূর্ব্বে তাহাতে তোমাদের কি লাভ ছিল? সে সকল কর্ম্মের ফল মৃত্যুমাত্র। কিন্তু ২২ সম্প্রতি তোমরা পাপহইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের দাস হওয়াতে তোমাদের পবিত্রতারূপ ফল ও অনন্ত পর- মায়ুরূপ পুরস্কার আছে। কেননা পাপের বেতন ২৩ মৃত্যু, কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা ঈ- শ্বরের অনুগ্রহদান অনন্ত পরমায়ুঃ।

৭ অধ্যায়।

১ ব্যবস্থাহইতে বিশ্বাসি লোকদের মুক্ত হওন ও খ্রীষ্টের প্রতি বি- বাহিত হওন ৭ ও ব্যবস্থা মন্দ না হওন কিন্তু পবিত্র ও ন্যায্য ও হিতদায়ক হওন ১৩ ও ব্যবস্থা লঙ্ঘনদ্বারা পাপ হইলে কেহ যদি সেই পাপ ঘৃণা করে তবে ব্যবস্থা যে উত্তম তাহা স্বীকার করে এতদ্বিবরণ।

হে ভ্রাতৃগণ, ব্যবস্থাবিজ্ঞদের প্রতি আমার এই ১ নিবেদন, ব্যবস্থা কেবল যাবজ্জীবন মনুষ্যের উপরে কর্ত্তৃত্ব করে, ইহা কি তোমরা জ্ঞাত নও? যে পর্য্যন্ত ২ স্বামী বর্ত্তমান থাকে, তত দিন বিবাহিতা স্ত্রী ব্যবস্থা-

দ্বারা তাহার প্রতি বদ্ধা থাকে; কিন্তু যদি স্বামী মরে,
৩ তবে সে স্ত্রী স্বামির ব্যবস্থাহইতে মুক্তা হয়। এই
নিমিত্তে স্বামী সজীব থাকিলে স্ত্রী যদি অন্য পুরুষকে
বিবাহ করে, তবে সে ব্যভিচারিণী হয়; কিন্তু যদি
সেই স্বামির মৃত্যু হয়, তবে সেই ব্যবস্থাহইতে মুক্তা
হওয়াতে অন্য পুরুষকে বিবাহ করিলেও ব্যভিচারিণী
৪ হয় না। হে আমার ভ্রাতৃগণ, খ্রীষ্টের শরীরদ্বারা
তোমরাও ব্যবস্থা সম্বন্ধে মৃত হইয়াছ, অতএব ঈশ্বরের
জন্যে যেন আমাদের ফল জন্মে, তন্নিমিত্তে অন্যের
সহিত অর্থাৎ যিনি কবরহইতে উত্থাপিত হইয়াছেন,
৫ তাঁহার সহিত তোমাদের বিবাহ হওয়া উচিত। কেন-
না আমাদের শারীরিক আচার করণ সময়ে ব্যবস্থা-
দূষিত পাপাভিলাষ আমাদের অঙ্গে সজীব হইয়া
৬ মৃত্যুরূপ ফল উৎপন্ন করিত। কিন্তু যে ব্যবস্থার ব-
শেতে ছিলাম, তাহার সম্বন্ধে সম্প্রতি মৃত হওয়াতে
আমরা যেন ব্যবস্থানুসারে পূর্ব্বকালের মতে আর না
চলিয়া আত্মানুসারে নূতন মতে ঈশ্বরের সেবা করি,
এই জন্যে ব্যবস্থার অধীনতাহইতে মুক্ত হইয়াছি।
৭ তবে আমরা কি বলিব? ব্যবস্থা কি পাপজনক হয়?
এমন যেন না হয়; ব্যবস্থা না থাকিলে পাপ কি, তাহা
জানিতাম না; যেহেতুক "লোভ করিও না," এই
কথা যদি ব্যবস্থাগ্রন্থে উক্ত না হইত, তবে লোভেতে
৮ যে পাপ হয়, তাহা জানিতাম না। কিন্তু পাপ অ-
বকাশ পাইয়া ব্যবস্থাদ্বারা আমার অন্তরে সর্ব্ব প্র-
কার কুঅভিলাষ জন্মাইল; যেহেতুক ব্যবস্থা অনুপ-
৯ স্থিত হওয়াতে পাপ মৃত থাকিল। আর পূর্ব্বে ব্য-
বস্থা অনুপস্থিত হওয়াতে আমি সজীব ছিলাম, কিন্তু

তাহার পরে আজ্ঞা উপস্থিত হওয়াতে পাপ সজীব হইয়া উঠিলে আমি মরিলাম। এমন হইলে জীবন- ১০ জনক যে আজ্ঞা, তাহা আমার মৃত্যুজনক হইয়া উ- ঠিল। কেননা পাপ অবকাশ পাইয়া ব্যবস্থার আ ১১ জ্ঞাদ্বারা আমার ভ্রান্তি জন্মাইয়া তদ্দ্বারা আমাকে সংহার করিল। অতএব ব্যবস্থা পবিত্র এবং আজ্ঞা- ১২ ও পবিত্র ও ন্যায্য ও হিতদায়ক হয়।

তবে যে বস্তু নিজে হিতদায়ক, তাহাই কি আমার ১৩ মৃত্যুজনক হইল? এমন যেন না হয়; কিন্তু পাপকে যেন পাপের মত দেখায়, এবং আজ্ঞাদ্বারা পাপকে যেন অতিশয়রূপে পাপের মত দেখায়, এই জন্যে হিত- দায়ক বস্তুদ্বারা পাপ আমার মৃত্যু জন্মাইল। ব্যবস্থা ১৪ যে পারমার্থিক, ইহা আমরা জানি, কিন্তু আমি সাং- সারিক ও পাপের ক্রীত দাস আছি। কেননা যে ১৫ কর্ম্ম করি, তাহাই আমি না জানিয়া করি; আর যাহা ইচ্ছা করি, তাহা করি না, কিন্তু যাহা মন্দ বা- সি, তাহা করি। তথাচ যাহা আমার অনিষ্ট, এমন ১৬ কর্ম্ম যদি করি, তবে ব্যবস্থা যে উত্তম, ইহা স্বীকার করি। অতএব সম্প্রতি সে কর্ম্ম আমি নিজে করি ১৭ এমত নহে, কিন্তু আমার শরীরবাসকারি যে পাপ সেই করে। যেহেতুক আমাতে অর্থাৎ আমার শ- ১৮ রীরে কোন উত্তম বিষয় বাস করে না; ইহা আমি জানি; আমার ইচ্ছা থাকিলেও কোন উত্তম কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হই। কেননা যে উত্তম ক্রিয়া করিতে ১৯ আমি বাঞ্ছা করি, তাহা করি না; কিন্তু যে মন্দ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করি না, তাহাই করি। অতএব যেং ২০ কর্ম্ম করিতে আমার বাঞ্ছা নয়, তাহা যদি করি, তবে

সে আমি স্বয়ং নহি; আমার অন্তর্বর্ত্তী যে পাপ
২১ সেই করে। ভাল করিতে আমার বাঞ্ছা করণ সময়ে
মন্দ করিতে উপস্থিত, আমাতে এমন এক স্বভাব দে-
২২ খিতে পাই। আমি নূতন স্বভাবানুসারে ঈশ্বরের
২৩ ব্যবস্থাতে সন্তুষ্ট আছি। কিন্তু আমার মনের স্বভা-
বের বিপরীত যুদ্ধকারী ও অঙ্গস্থিত পাপের ব্যবস্থার
অধীন করিতে সচেষ্ট আমার অঙ্গে স্থিত অন্য এক
২৪ স্বভাব দেখিতে পাই। হায়২ দুর্ভাগ্য মনুষ্য যে আ-
২৫ মি, আমাকে এই মৃত শরীরহইতে কে নিস্তার করি-
বে? আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা নিস্তারকর্ত্তা ঈ-
শ্বরের ধন্যবাদ করি। অতএব শরীর দিয়া পাপের
ব্যবস্থার সেবা করিয়াও মন দিয়া ঈশ্বরের ব্যবস্থার
সেবা করিয়া থাকি।

৮ অধ্যায়।

১ ব্যবস্থাদণ্ডহইতে খ্রীষ্টবিশ্বাসিদের মুক্তি ও ধর্ম্মাচরণ ১২ ও ঈশ্ব-
রের পুত্র হওন ও বিভব অপেক্ষা করণ ও তাহাতে নিযুক্ত হওন
৩১ ও খ্রীষ্টদ্বারা তাহাদের লাভ ও জয়।

১ যাহারা খ্রীষ্ট যীশুতে আশ্রিত হইয়া সাংসারিক
আচারানুসারে না চলিয়া পারমার্থিক আচার ব্যবহার
২ করে, তাহারা এখন দণ্ডের পাত্র হয় না। জীবন-
দায়ক ও পারমার্থিক যে খ্রীষ্ট যীশুর ব্যবস্থা, তাহা
পাপ ও মৃত্যুদায়ক ব্যবস্থাহইতে আমাকে মুক্ত করি-
৩ য়াছে। যেহেতুক শরীরের দ্বারা দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ব্য-
বস্থার যে কর্ম্ম অসাধ্য, ঈশ্বর পাপ বলিদানার্থে নিজ
পুত্রকে পাপি লোকের সদৃশ মূর্ত্তিতে প্রেরণ পূর্ব্বক
তাঁহার শরীরে পাপের দণ্ড দিয়া তাহা সাধন করি-
৪ য়াছেন। তাহাতে সাংসারিক আচারানুসারে না চলি-

য়া পারমার্থিক আচার করিয়া থাকি যে আমরা, আমাদের দ্বারা ব্যবস্থার ধর্ম্মকর্ম্মের সিদ্ধি হয়। যাহারা ৫ সাংসারিক, তাহারা সাংসারিক বিষয়ে অনুরক্ত হয়; কিন্তু যাহারা পারমার্থিক, তাহারা পারমার্থিক বিষয়ে অনুরক্ত হয়। এবং সাংসারিক বিষয়ে যে অনুরাগ ৬ সে মৃত্যুজনক, কিন্তু পরমার্থ বিষয়ে যে অনুরাগ, সে পরমায়ুঃ ও শান্তিদায়ক। সাংসারিক বিষয়ে যে ৭ অনুরাগ, সে ঈশ্বরের প্রতি বিরক্ত হয়; কেননা সে ঈশ্বরের ব্যবস্থার অধীন হয় না, এবং হইতেও পারে না। এই জন্যে সাংসারিক হইলে কেহ ঈশ্বরের ৮ তুষ্টি জন্মাইতে পারে না। ঈশ্বরের আত্মা যদি তো- ৯ মাদের হৃদয়ে বাস করেন, তবে তোমরা সাংসারিক নহ, কিন্তু পারমার্থিক লোক হও; এবং যে কেহ খ্রীষ্টের আত্মা প্রাপ্ত না হয়, সে খ্রীষ্টের নহে। যদি খ্রীষ্ট তোমাদিগেতে থাকেন, তবে পাপদ্বারা শ- ১০ রীর মৃত্যুর অধীন হইলেও পুণ্যদ্বারা আত্মা সজীব হয়। যীশুর উত্থানকারী যে ঈশ্বর, তাঁহার আত্মা ১১ যদি তোমাদিগেতে বাস করেন, তবে যিনি কবরহইতে খ্রীষ্টকে উত্থিত করিলেন, তিনি তোমাদের মধ্যে বাসকারি আপন আত্মাদ্বারা তোমাদেরও মর্ত্ত্য দেহকে সজীব করিবেন।

হে ভ্রাতৃগণ, আমরা শারীরিক সুখাভিলাষ পরিপূর্ণ ১২ করিতে শরীরের অধীন হইয়াছি এমন নয়; যেহে- ১৩ তুক শারীরিক সুখাভিলাষ অনুসারে আচরণ করিলে তোমরা মরিবা, কিন্তু আত্মাদ্বারা যদি শারীরিক কর্ম্ম বিনাশ কর, তবে বাঁচিবা। কারণ যত লোক ঈশ্ব- ১৪ রের আত্মার দ্বারা আকর্ষিত হয়, সে সমস্তই ঈশ্বরের

১৫ সন্তান হয়। তোমরা পুনর্ব্বার ভয়জনক দাস্যরূপ স্বভাব পাও নাই; কিন্তু যে স্বভাবদ্বারা ঈশ্বরকে পিতা২ বলিয়া সম্বোধন কর, এমন পোষ্যপুত্রতারূপ
১৬ স্বভাব পাইয়াছ। আর আমরা যে ঈশ্বরের সন্তান, এ বিষয়ে পবিত্র আত্মা আমাদের আত্মার সহিত প্র-
১৭ মাণ দিতেছেন। অতএব আমরা যদি সন্তান হই, তবে অধিকারীও হই, অর্থাৎ ঈশ্বরের বিষয়ের অধিকারী, ও খ্রীষ্টের সহাধিকারী হই; এবং তাঁহার সহিত দুঃখের ভাগী যদি হই, তবে তাঁহার বিভবেরও
১৮ ভাগী হইব। কিন্তু আমাদিগেতে প্রকাশিত হইবে যে ভাবি বিভব, তাহার কাছে আমি এই বর্ত্তমান কা-
১৯ লের দুঃখকে তৃণ জ্ঞান করি। কেননা ঈশ্বরের সন্তানদিগের বিভব প্রকাশিত হইবে, এই প্রত্যাশা করিয়া
২০ প্রাণিগণ একান্তরূপে অপেক্ষা করিতেছে। আর প্রাণি-
২১ গণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অলীকতার বশীভূত হইল না, কিন্তু মৃত্যুর অধীনতাহইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সন্তানদিগের যে পরম মুক্তি তাহার সহভাগী হইবে, এই অভিপ্রা-
২২ য়েতে বশীকর্ত্তার দ্বারা বশীভূত হইল। আর প্রসববেদনার তুল্য বেদনাতে ব্যথিত হইয়া এখন পর্য্যন্ত প্রাণিমাত্র যে আর্ত্তস্বর করিয়া আসিতেছে, ইহা আ-
২৩ মরা জানি। তাহারা কেবল নয়, কিন্তু প্রথমজাত ফলস্বরূপ আত্মাপ্রাপ্ত যে আমরা, আমরাও পোষ্যপুত্রপদের অর্থাৎ শরীরের মুক্তির অপেক্ষা করিয়া
২৪ তদ্রূপ অন্তরে আর্ত্তস্বর করিতেছি। আমরা প্রত্যাশাদ্বারা ত্রাণ প্রাপ্ত হই, কিন্তু প্রত্যক্ষ বিষয়ের যে প্রত্যাশা, সে প্রত্যাশা নহে; কেননা মনুষ্য যাহা ভোগ
২৫ করে, তাহার প্রত্যাশা কেন করিবে? যাহার ভোগ

করি না, এমন বিষয়ের প্রত্যাশা যদি করি, তবে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তাহার প্রাপ্তির অপেক্ষাতে থাকি। তাহাতে আত্মাও আমাদের দুর্ব্বলতার প্রতিকার ক- ২৬ রেন; ফলতঃ কিসের জন্যে প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা উপযুক্ত রূপে জানি না; কিন্তু আত্মা আপনি অস্পষ্ট আর্ত্তস্বরদ্বারা আমাদের নিমিত্তে সাধনা করেন। এবং ঈশ্বরের অভিমতানুসারে পবিত্র ২৭ লোকদের জন্যে সাধন করেন যে আত্মা, তাঁহার অভিপ্রায় অন্তর্যামি ঈশ্বর জানেন। আর পূর্ব্বনিরূপণা- ২৮ নুসারে আহূত হইয়া যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, তাবৎ ঘটনা মিলিয়া তাহাদের মঙ্গল জন্মায়, ইহা আমরা জানি। কেননা ঈশ্বর অনেক ভ্রাতার মধ্যে ২৯ আপন পুত্রকে জ্যেষ্ঠ করণার্থে যাহাদিগকে পূর্ব্বে লক্ষ্য করিলেন, তাহাদিগকে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির সাদৃশ্য পাইতে নিযুক্ত করিলেন। আর যাহাদিগকে নি- ৩০ যুক্ত করিলেন, তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন; আর যাহাদিগকে আহ্বান করিলেন, তাহাদিগকে পুণ্যবান গণিত করিলেন; এবং যাহাদিগকে পুণ্যবান গণিত করিলেন, তাহাদিগকে বিভবের অধিকারীও করিলেন।

ইহাতে আমরা কি বলিব? ঈশ্বর যদি আমাদের ৩১ সপক্ষ হন, তবে আমাদের বিপক্ষ কে হইতে পারে? আপনার পুত্রকে রক্ষা না করিয়া যিনি আমাদের ৩২ সকলের জন্যে তাঁহাকে প্রদান করিলেন, তিনি কি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার সহিত অন্য সকল দিবেন না? ঈশ্বর যাহাদিগকে মনোনীত করিয়া ৩৩ লইলেন, তাহাদের প্রতি দোষারোপ কে করিবে? যিনি তাহাদিগকে পুণ্যবান করিয়া গণনা করেন, সেই

৩৪ ঈশ্বর কি এমন করিবেন? এবং তাহাদের দণ্ড প্রদানের আজ্ঞাই কে দিবে? যিনি আমাদের জন্যে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, তাহা কেবল নয়, কিন্তু কবরহইতে উত্থান করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়া অদ্যাপি আমাদের জন্যে সাধনা করেন, কি সেই খ্রীষ্ট দিবেন?
৩৫ আমাদের সহিত খ্রীষ্টের প্রেমের বিচ্ছেদ কে জন্মাইতে পারে? কি ক্লেশ, কি শোক, কি তাড়না, কি দুর্ভিক্ষ, কি বস্ত্রহীনতা, কি বিপদ, কি খড়্গ, ইহারা
৩৬ কি পারিবে? লিপি আছে, "আমরা তোমার নিমি-"ত্তে সমস্ত দিন মৃত্যুর মুখে আছি; বলিদেয় মে-
৩৭ "ষের ন্যায় গণিত হইতেছি।" কিন্তু যিনি আমাদিগকে প্রেম করেন, তাঁহাদ্বারা এই সকল বিপদে আ-
৩৮ মরা সর্ব্বতোভাবে জয়ী হই; কেননা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টে ঈশ্বরের যে প্রেম, তাহাহইতে মৃত্যু বা জীবন, দিব্য দূত বা প্রধান বা বলবান দূত, বর্ত্ত-
৩৯ মান বা ভবিষ্যৎ, উচ্চপদ বা নীচপদ, আর কোন সৃষ্ট বিষয় আমাদিগের বিচ্ছেদ করিতে পারে না, আমার এমন দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

৯ অধ্যায়।

১ যিহূদীয়দের জন্যে পৌলের মনস্তাপ ৬ ও ইব্রাহীমের সকল সন্তানের অনুগৃহীত না হওন ১৪ ও কর্ম্মদ্বারা অনুগ্রহ নয় কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে হয় তাহার বিবরণ ১৯ ও কুম্ভকারের দৃষ্টান্তদ্বারা বিবাদকারির উত্তর ও ঈশ্বরের ন্যায় হওন।

১ আমি কোন আরোপিত কথা কহিতেছি না, খ্রীষ্টের সাক্ষাতে সত্যই কহিতেছি; পবিত্র আত্মার সাক্ষাতে
২ আমার মন এই সাক্ষ্য দিতেছে; আমার অন্তরে
৩ অতিশয় দুঃখ ও নিরন্তর খেদ প্রযুক্ত আমি আপন

বংশীয় ভ্রাতৃগণের ও জ্ঞাতিবর্গের জন্যে আপনাকে খ্রীষ্টহইতে শাপগ্রস্ত হইতে চাহিলাম। কেননা তাহারা ৪ ইস্রায়েলের বংশ; এবং পোষ্যপুত্রতা, ও তেজঃ, ও নিয়ম, ও ব্যবস্থাদান, ও মন্দিরে ভজনা, ও প্রতিজ্ঞা ও পিতৃপুরুষের জন্ম, এই সকলে তাহাদের অধিকার আছে। তাহা কেবল নয়, কিন্তু সর্ব্বাধ্যক্ষ সদাকাল ৫ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর যে খ্রীষ্ট, তিনি শারীরিক সম্বন্ধে তাহাদের বংশেতে অবতীর্ণ হইলেন। আমেন!

ঈশ্বরের বাক্য যে বিফল হইয়াছে এমন নহে, যে- ৬ হেতুক ইস্রায়েল বংশেতে যাহারা জন্মে, তাহারা সকলেই বাস্তবিক ইস্রায়েলীয় নয়। এবং ইব্রাহীমের ৭ বংশেতে জন্মিলেও সকলে কিছু তাহারি সন্তান নয়; কিন্তু "ইস্‌হাক্‌হইতে তোমার বংশ বিখ্যাত হইবে।" অর্থাৎ ঔরসজাত সন্তান যত, তাহারা সকলেই ঈশ্ব- ৮ রের সন্তান নয়; কিন্তু প্রতিজ্ঞানুসারে যাহাদের জন্ম হয়, তাহারাই ঈশ্বরের বংশ গণিত হয়। কেননা সে ৯ প্রতিজ্ঞার বাক্য এই, "আমি এমন সময়ে ফিরিয়া "আসিব, তখন সারার পুত্র হইবে।" আরও বলি, ১০ ঈশ্বরের মনোনীত করণানুযায়ি যে নিরূপণ, তাহা যেন কর্ম্মহইতে নয়, কিন্তু আহ্বানকর্ত্তাহইতে স্থির হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে রিব্‌কা নামে স্ত্রী এক জনদ্বারা, ১১ অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইস্‌হাক্‌দ্বারা গর্ত্তধারণ করিলে পর তাহার দুই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওনের পূর্ব্বে, এবং তাহাদের ভাল মন্দ কোন কর্ম্ম করণের পূর্ব্বে, তাহার প্রতি এই বাক্য উক্ত ছিল, "জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের ১২ "সেবা করিবে;" যেমন লিখিত আছে, "আমি যা- ১৩

"কূব্কে প্রিয়পাত্র জ্ঞান করিয়া এষৌকে অপ্রিয় পাত্র "জ্ঞান করিলাম।"

১৪ তবে আমরা কি বলিব? ঈশ্বর কি অন্যায়কারী? ১৫ এমন যেন না হয়। কেননা তিনি মূসাকে কহি- লেন, "আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে চাহি, তাহা- "কেই অনুগ্রহ করি, ও যাহাকে দয়া করিতে চাহি, ১৬ "তাহাকেই দয়া করি।" অতএব ইচ্ছুক বা সচেষ্ট ম- নুষ্যহইতে হয় এমন নয়, দয়াকারি ঈশ্বরহইতে হয়। ১৭ ফিরৌণের বিষয়ে শাস্ত্রে লেখে, "আমি তোমাদ্বারা "পরাক্রম দেখাইতে ও সমস্ত পৃথিবীতে আপন নাম "প্রকাশ করিতে এতন্নিমিত্তেই তোমাকে স্থাপন করি- ১৮ "লাম।" অতএব যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা ক- রেন, তাহাকে অনুগ্রহ করেন; এবং যাহাকে নিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে নিগ্রহ করেন।

১৯ যদি বল, তবে তিনি দোষ ধরেন কেন? তাঁহার ইচ্ছার নিবারণ করিতে কি কাহারো শক্তি আছে? ২০ হে ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ লোক, তুমি কে? আমাকে এই রূপ সৃষ্ট করিলা কেন? এমন কথা সৃষ্ট বস্তু ২১ কি সৃষ্টিকর্ত্তাকে বলিতে পারে? এক মৃৎপিণ্ডহইতে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট দুই প্রকার পাত্র নির্ম্মাণ করিতে কি ২২ কুম্ভকারের অধিকার নাই? ঈশ্বর ক্রোধ প্রকাশ ক- রিতে ও নিজ শক্তি জানাইতে ইচ্ছুক হইয়া বিনাশের উপযুক্ত ক্রোধপাত্র সকলের প্রতি যদি বহুকাল ধৈর্য্যা- ২৩ বলম্বন করেন; এবং যাহাদিগকে বিভবের কারণ পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়াছেন, এমন অনুগ্রহ পাত্রদের প্র- ২৪ তি আপন মহিমারূপ ধন প্রকাশ করিতে চাহিয়া যদি যিহূদীয়দের মধ্যহইতে কেবল নয়, কিন্তু অন্যদেশীয়-

দিগের মধ্যহইতেও আমাদের ন্যায় তাহাদিগকে আ-
হ্বান করেন, তবে কি? হোশেয় গ্রন্থে এমন লিখিত ২৫
আছে, "যাহারা আমার লোক নয়, তাহাদিগকে আ-
"পনার লোক কহিয়া ডাকিব; এবং যে জন অপ্রিয়,
"তাহাকে প্রিয় করিয়া বলিব। আর তোমরা আমার ২৬
"লোক নহ, এই কথা যে স্থানে তাহাদিগকে কহা
"গিয়াছিল, সে স্থানে তাহারা অমর ঈশ্বরের সন্তান
"বিখ্যাত হইবে।" ইস্রায়েল লোকের বিষয়ে যিশয়ি- ২৭
য়ও এ কথা প্রচার করিল, "ইস্রায়েল লোক সমুদ্রের
"বালির ন্যায় বহুসংখ্যক হইলেও তাহাদের মধ্যে
"কেবল কতক অবশিষ্ট লোক রক্ষা পাইবে; যেহে- ২৮
"তুক ন্যায় করণ পূর্ব্বক পরমেশ্বর আপন কর্ম্ম সং-
"ক্ষেপে সম্পন্ন করিবেন; দেশেতে সংক্ষিপ্ত রূপে কর্ম্ম
"করিবেন।" যিশয়িয় আরো কহিয়াছিল, "সৈন্যাধ্যক্ষ ২৯
"পরমেশ্বর যদি অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ না রাখিতেন, তবে
"আমরা সিদোম নগরের ন্যায় হইতাম, ও অমোরা
"নগরের তুল্য হইতাম।" তবে আমরা কি বলিব? ৩০
অন্য ২ দেশীয় লোকেরা পুণ্যের অনুসন্ধান না ক-
রিয়া বিশ্বাসদ্বারা যে পুণ্য তাহা পাইয়াছে; কিন্তু ৩১
ইস্রায়েল লোকেরা ব্যবস্থা পালনদ্বারা পুণ্যের অনু-
সন্ধান করিয়া তাহা প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার কারণ ৩২
কি? তাহারা বিশ্বাসদ্বারা নয়, কিন্তু ব্যবস্থার ক্রিয়া-
দ্বারা চেষ্টা করিয়া ঐ ব্যাঘাতজনক প্রস্তরেতে বিঘ্ন
পাইল, যেমত লিখিত আছে, "দেখ, উছোট লাগনের ৩৩
"নিমিত্তে আমি সিয়োনেতে একখান প্রস্তর ও বাধা-
"জনক একটা পাষাণ স্থাপন করিব; যে জন তাঁহাতে
"বিশ্বাস করিবে, সে লজ্জিত হইবে না।"

১০ অধ্যয়।

১ ব্যবস্থাদ্বারা যিহূদীয় লোকদের ত্রাণ অপ্রাপ্তি ও কেবল বিশ্বাস-দ্বারা ত্রাণ পাওন ১৪ ও বিশ্বাসদ্বারা অন্য লোকদের ত্রাণ প্রাপ্তি ও অবিশ্বাসদ্বারা যিহূদীয়দের ত্রাণ অপ্রাপ্তি।

১ হে ভ্রাতৃগণ, ইস্রায়েল লোকেরা যেন পরিত্রাণ পায়, আমি মনে এই বাসনা করিয়া ঈশ্বরের কাছে প্রা-
২ র্থনা করিতেছি। ঈশ্বরের বিষয়ে তাহাদের যথেষ্ট চেষ্টা আছে, ইহাতে আমি সাক্ষী আছি ; কিন্তু
৩ তাহাদের সে চেষ্টা যথাবিধি নয়, কেননা তাহারা ঈশ্বরদত্ত পুণ্য না জানিয়া আপনাদের পুণ্য স্থির করিতে চেষ্টা করিয়া ঈশ্বরদত্ত যে পুণ্য, তাহার অ-
৪ ধীনতা স্বীকার করে না। খ্রীষ্ট প্রত্যেক বিশ্বাসি ব্য-ক্তিকে পুণ্য দিবার নিমিত্তে ব্যবস্থার ফলস্বরূপ হইয়া-
৫ ছেন। ব্যবস্থা পালনদ্বারা যে পুণ্য, তদ্বিষয়ে মূসা এ প্রকার বর্ণনা করিয়াছে, "যে কেহ এই বিধি সকল
৬ "পালন করিবে, সে তাহাদ্বারা বাঁচিবে।" কিন্তু প্র-ত্যয়দ্বারা যে পুণ্য, সে এমত কথা বলে, "মনে২ এমন "চিন্তা করিও না, কে স্বর্গারোহণ করিয়া খ্রীষ্টকে না-
৭ "মাইয়া আনিবে ? কিম্বা, কে পরলোকে নামিয়া
৮ "খ্রীষ্টকে মতদের হইতে উত্থিত করিয়া আনিবে?" ত-বে কি বলে? না, "বাক্য তোমাদের নিকটবর্ত্তি, অ-"র্থাৎ তোমাদের মুখে ও অন্তঃকরণে আছে," ইহাই বলে; এবং প্রত্যয়ের সেই বাক্য আমরা প্রচার ক-
৯ রিয়া থাকি। ফলতঃ প্রভু যীশু যে পরিত্রাণকর্ত্তা, ইহা যদি তুমি মুখে স্বীকার কর, এবং ঈশ্বর যে তাঁহাকে কবরহইতে উত্থিত করিয়াছেন, ইহা যদি অন্তঃকরণে
১০ বিশ্বাস কর, তবে পরিত্রাণ পাইবা। যেহেতুক পুণ্য

প্রাপ্তির নিমিত্তে অন্তঃকরণে বিশ্বাস করিতে হয়, এবং পরিত্রাণের জন্যে মুখে স্বীকার করিতে হয়; যেমত ১১ শাস্ত্রে লেখে, "যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে, সে "লজ্জিত হইবে না।" ইহাতে যিহূদীয়েতে এবং অন্যং ১২ দেশীয়েতে কিছু বিশেষ নাই; যেহেতুক সকলের অদ্বিতীয় প্রভু যিনি, তিনি আপনার যাচক সকলের প্রতি প্রসন্ন হইতেছেন। আর "যে কেহ পরমেশ্বরের ১৩ "নামে প্রার্থনা করিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।"

যাঁহাকে প্রত্যয় করে নাই, তাঁহার কাছে কেমন ১৪ করিয়া প্রার্থনা করিবে? এবং যাঁহার প্রসঙ্গ কখনো শ্রবণ করে নাই, তাঁহাতে কি প্রকারে প্রত্যয় করিবে? আর প্রচারকারি লোক না থাকিলে কি রূপে শ্রবণ করিবে? এবং প্রেরিত না হইলেই কি প্রকারে প্র- ১৫ চার করিবে? যেমন লিখিত আছে, "যাহারা সন্ধির "সুসমাচার আনয়ন করে, ও মঙ্গলের সংবাদ দেয়, "তাহাদের চরণ কেমন শোভা পায়।" কিন্তু সকলে ১৬ ঐ সুসমাচার গ্রাহ্য করে নাই, যেমন যিশয়িয়ও লিখিয়াছে, "হে পরমেশ্বর, আমাদের সংবাদ শুনিয়া "কে বিশ্বাস করিল?" অতএব শ্রবণদ্বারা বিশ্বাস, ১৭ এবং ঈশ্বরের বাক্যদ্বারা শ্রবণ হয়। তবে আমি ব- ১৮ লি, তাহারা কি শুনিতে পায় নাই? অবশ্য শুনিয়াছে, যেহেতুক "তাহাদের উপদেশ সর্ব্ব দেশে, ও "তাহাদের বক্তব্য পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া- "ছে।" আরও বলি, ইস্রায়েল লোক কি ইহা বুঝে ১৯ না? প্রথমে মূসা এই কথা বলিয়াছিল, "আমি অ- "গণ্য লোকের দ্বারা তোমাদিগকে উত্তাপযুক্ত করিব, "ও বাতুল জাতির দ্বারা তোমাদিগকে ক্রোধান্বিত

২০ “করিব।” আর যিশয়িয় অতি সাহসপূর্ব্বক কহিল, “যাহারা আমার বিষয়ে চেষ্টাও করে নাই, তাহারা “আমাকে পাইয়াছে, এবং যাহারা আমার বিষয়ে “জিজ্ঞাসাও করে নাই, তাহাদের নিকটে আমি প্র-
২১ “কাশিত হইয়াছি।” কিন্তু ইস্রায়েল লোকদের বিষয়ে কহিল, “যে লোকেরা আজ্ঞালঙ্ঘন ও আপত্তি ক- “রে, তাহাদের প্রতি আমি সমস্ত দিন হস্ত বিস্তার “করিয়া আছি।”

১১ অধ্যায়।

১ তাবৎ ইস্রায়েল লোকের অগ্রাহ্য না হওন ৭ ও অমনোনীত লো-কদের অগ্রাহ্য হওন ১১ ও তাহাদের পতনের দ্বারা অন্য লোক-দের পরিত্রাণ প্রাপ্তি হওন ২৩ ও অন্য দেশীয়দের অহঙ্কার করা উচিত না হওন এবং ন্যায় ও দয়াপ্রযুক্ত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা উচিত হওন।

১ ঈশ্বর কি আপনার লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া-ছেন? আমি কি এমন কথা বলি? তাহা যেন না হয়; কেননা ইব্রাহীমের বংশীয় বিন্য়ামীনের গোত্রে আমার জন্ম হওয়াতে আমিও এক জন ইস্রায়েল
২ লোক বটি। আপনার যে লোকদিগকে ঈশ্বর পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি পরিত্যাগ ক-রেন নাই। এলিয়ের বিবরণে লিখিত এই শাস্ত্রীয়
৩ কথা কি তোমরা জ্ঞাত নও? “হে পরমেশ্বর, লো-“কেরা তোমার যজ্ঞবেদি সকল ভাঙ্গিয়া তোমার ভ-“বিষ্যদ্বক্তৃগণকে বধ করিল, কেবল আমি অবশিষ্ট থা-“কিলাম; এবং তাহারা আমারও প্রাণ লইতে চেষ্টা “পাইতেছে,” এই কথা ইস্রায়েল লোকদের বিপক্ষে
৪ ঈশ্বরের কাছে এলিয় নিবেদন করিয়াছিল। তাহাতে

তাহার প্রতি ঈশ্বরের উত্তর কি হইল? "বাল্ নামে "দেবতার সম্মুখে যে হাঁটু পাতে নাই, আপনার জন্যে "এমন সপ্ত সহস্র লোককে অবশিষ্ট রাখিলাম।" ৫ তদ্রূপ এই বর্ত্তমান কালেও অনুগ্রহেতে মনোনীত তাহাদের কতক অবশিষ্ট লোক আছে। অতএব অনু- ৬ গ্রহদ্বারা যদি হয়, তবে ক্রিয়াদ্বারা হয় না, নতুবা অনুগ্রহ অনুগ্রহই নহে; কিন্তু যদি ক্রিয়াদ্বারা হয়, তবে অনুগ্রহদ্বারা হয় না, নতুবা ক্রিয়া ক্রিয়াই নহে।

তবে নির্যাস কি? ইস্রায়েল লোকেরা যাহার উ- ৭ দ্দেশ করিয়াছিল, তাহা পায় নাই, কিন্তু মনোনীত লোকেরা তাহা পাইয়াছে; তদ্ভিন্ন সকলে অন্ধীভূত হইল। যেমন লিখিত আছে, "দৃষ্টিক্রিয়াহীন চক্ষুঃ ও ৮ "শ্রবণক্রিয়াহীন কর্ণ দিয়া ঈশ্বর অদ্য পর্য্যন্ত তাহাদের "ঘোর নিদ্রালু স্বভাব ঘটাইয়াছেন।" এতদ্বিষয়ে দা- ৯ য়ূদ্‌ও লিখিয়াছে, যথা, "তাহাদের ভোজনাসন তাহা- "দের সম্মুখে ফাঁদ ও বাঁশকল ও বাধা ও সমুচিত দণ্ড "ঘটাওনের মূল হইবে; এবং তাহারা যেন দেখিতে ১০ "না পায়, তন্নিমিত্তে তাহাদের চক্ষুঃ অন্ধ হইবে, এবং "সতত পীঠ নত থাকিবে।"

অধঃপতনের নিমিত্তে তাহারা বিঘ্ন পাইয়াছে, আমি ১১ কি এ কথা বলি? তাহা যেন না হয়; কিন্তু তাহাদিগকে উদ্‌যোগী করিতে ভিন্নদেশীয় লোকেরা তাহাদের ত্রুটির দ্বারা পরিত্রাণ পাইয়াছে। তাহাদের ত্রুটি ১২ যদি জগজ্জনের লাভস্বরূপ হইল, এবং তাহাদের ন্যূনতা যদি অন্যদেশীয়দিগের লাভস্বরূপ হইল, তবে তাহাদের বৃদ্ধি আর কত লাভস্বরূপ হইবে? অতএব ১৩ হে ভিন্নদেশীয় লোক সকল, আমি যেন নিজ দে-

শীয় লোকদের মনেতে উদ্যোগ জন্মাইয়া তাহাদের
১৪ মধ্যে কতক২ লোকের পরিত্রাণ করি, এই জন্যে
তোমাদের কাছে প্রেরিত হওয়াতে আপন পদের মহি-
১৫ মা প্রকাশ করি, এমন কথা কহি। তাহাদের নিগ্রহ
উপলক্ষেতে যদি ঈশ্বরের সহিত জগজ্জনের মিলন হ-
ইল, তবে তাহাদের গ্রহণ করা মৃত্যুদেহে যেমন জী-
১৬ বনলাভ, তদ্রূপ কি হইবে না? আর প্রথমজাত ফল
যদি পবিত্র হয়, তবে সমুদয় ফলই পবিত্র হইবে;
এবং মূল যদি শুদ্ধ হয়, তবে শাখাও তদ্রূপ হইবে।
১৭ আর কতক পল্লব ছিন্ন হওয়াতে তুমি বন্য জিতবৃক্ষের
পল্লব হইয়া যদি সেই শাখামূলে সংলগ্ন হইয়া জিত-
১৮ বৃক্ষের মূলের রস ভোগ কর, তবে সে ছিন্ন শাখা-
দের বিরুদ্ধে গর্ব্ব করিও না; কিন্তু যদি কর, তবে
তুমি যে মূলকে ধারণ কর না, কিন্তু মূল তোমাকে
১৯ ধারণ করে, ইহা মনে কর। আর যদি বল আমা-
কে সংযুক্ত করিবার জন্যে সে সকল শাখা ছিন্ন হই-
২০ য়াছে; ভাল, অপ্রত্যয়ের দ্বারা তাহারা ছিন্ন হইয়া-
ছে, এবং বিশ্বাসের দ্বারা তোমার স্থিরতা আছে;
২১ অতএব অহঙ্কারী না হইয়া সভয় হও। কেননা যদি
ঈশ্বর প্রকৃত শাখা না রাখেন, তবে কি জানি তো-
২২ মাকেও না রাখেন। ইহাতে ঈশ্বরের যেমন দয়া,
তদ্রূপ শাসনও দেখ; যাহারা পতিত হয়, তাহাদের
প্রতি তাঁহার শাসন প্রকাশিত হয়; কিন্তু তুমি যদি
তাঁহার দয়ার বশে থাক, তবে তোমার প্রতি দয়া
প্রকাশ হইবে; নতুবা তুমিও তদ্রূপ ছিন্ন হইবা।
২৩ আর তাহারা যদি অপ্রত্যয়েতে না থাকে, তবে পু-
নর্ব্বার সংযুক্ত হইবে; যেহেতুক আর বার সংযুক্ত

করিতে ঈশ্বরের ক্ষমতা আছে। তুমি যদি বন্য জিত- ২৪
বৃক্ষের শাখা হইয়া তাহাহইতে ছিন্ন হইয়া রীতির ব্য-
তিক্রমে উত্তম জিতবৃক্ষে সংযুক্ত হইয়াছ, তবে সে বৃ-
ক্ষের নিজের যে সকল শাখা, সে সকল কি পুনর্ব্বার
নিজ বৃক্ষেতে সংযুক্ত হইতে পারে না? হে ভ্রাতৃগণ, ২৫
তোমাদের যেন আত্মাভিমান না জন্মে, ইহার নিমিত্তে
আমার এমন বাঞ্ছা হয়, যে তোমরা এই নিগূঢ় কথা
অজ্ঞাত না থাক; ফলতঃ যাবৎ অন্যদেশীয়দের পূর্ণ
সংগ্রহ না হইবে, তাবৎ অংশভাবে ইস্রায়েল লোকদের
অন্ধত্ব থাকিবে; পরে তাহারা সকলেই পরিত্রাণ পা- ২৬
ইবে। এতদ্রূপ লিখিতও আছে, "সিয়োনহইতে এক
"মুক্তিদাতা আসিয়া যাকূবের বংশহইতে অধর্ম্ম দূর ক-
"রিবেন; আর যে সময়ে আমি তাহাদের পাপ দূর ২৭
"করিব, তৎকালে তাহাদের সহিত আমার এই নিয়ম
"হইবে।" সুসমাচারের বিষয়ে তাহারা তোমাদের ২৮
পক্ষে অপ্রিয়পাত্র হইতেছে, কিন্তু মনোনীত করণ বি-
ষয়ে তাহারা পিতৃলোকদের পক্ষে প্রিয়পাত্র হইতেছে।
কেননা ঈশ্বরের দানের ও আহ্বানের অন্যথা হয় না। ২৯
অতএব তোমরা যেমন পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস ৩০
করিয়া সম্প্রতি তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত ঈশ্বরের দ-
য়ার পাত্র হইয়াছ; তদ্রূপ তাহারা এইক্ষণে অবি- ৩১
শ্বাস করিলেও তোমাদের প্রাপ্ত দয়া প্রযুক্ত দয়া পা-
ইবে। ঈশ্বর সকলেরই উপরে দয়া প্রকাশ করিতে ৩২
সকলকে অবিশ্বাসপাত্র গণনা করেন। আহা! ঈশ্বরের ৩৩
জ্ঞান ও বুদ্ধিরূপ ধনের কেমন প্রাচুর্য্য! তাঁহার রাজ-
শাসনের তত্ত্ব কেমন বোধের অগম্য! এবং তাঁহার ৩৪
পথ কেমন অনুপলক্ষ্য! পরমেশ্বরের মত কে জানি-

৩৫ য়াছে? এবং তাঁহার মন্ত্রীই বা কে হইয়াছে? এবং তাঁহার উপকার বা কে করিয়াছে, যে তন্নিমিত্তে তা-
৩৬ হার প্রত্যুপকার করিতে হয়? যেহেতুক বস্তুমাত্রই তাঁহাহইতে ও তাঁহাদ্বারা ও তাঁহার নিমিত্তে হইয়াছে; তাঁহার মহিমা সর্ব্বদা প্রকাশিত হউক। আমেন!

১২ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের দয়াপ্রযুক্ত যথাশক্তি তাঁহার সেবা করা উচিত হওন ৯ ও প্রেম ইত্যাদি করিতে ও হিংসা না করিতে উপদেশ কথা।

১ হে ভ্রাতৃগণ, আমি ঈশ্বরের দয়া প্রযুক্ত তোমাদের নিকটে এই বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন২ শরীরকে সজীব ও পবিত্র ও গ্রাহ্য বলিরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ কর, এই তোমাদের উপযুক্ত সেবা।
২ এবং তোমরা সাংসারিক মতে না চলিয়া আপন২ স্বভাব পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পারমার্থিক মতে চল; তাহাতে ঈশ্বরের অভিমত যে কেমন উত্তম ও গ্রাহ্য ও
৩ সম্পূর্ণ ইহার অনুভব পাইবা। কোন জন অনুপযুক্ত রূপে আপনাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া না মানিয়া ঈশ্বর যাহাকে যেমন পরিমাণে প্রত্যয় দিয়াছেন, সে তদনুসারে উপযুক্ত রূপে আপনাকে মানুক; ঈশ্বরহইতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তোমাদের প্রত্যেক জনকে এই আজ্ঞা
৪ দিতেছি। কেননা যেমন আমাদের এক শরীরেতে অনেক অঙ্গ আছে, কিন্তু সকল অঙ্গের সমান কার্য্য
৫ নয়, তেমনি আমরা বহু হইলেও প্রত্যেক জন অঙ্গ
৬ প্রত্যঙ্গরূপে খ্রীষ্টেতে এক শরীর হইতেছি। অতএব ঈশ্বরের অনুগ্রহদ্বারা আমরা বিশেষ২ অনুগ্রহ দান প্রাপ্ত হইলে কেহ যদি ভবিষ্যদ্বাক্য কহে, তবে সে
৭ প্রত্যয়ের পরিমাণানুসারে তাহা কহুক; কিম্বা যদি

কেহ সেবাকারী হয়, তবে সে তদ্রূপে ঐ সেবা করুক; অথবা কেহ যদি অধ্যাপক হয়, তবে সে ৮ তদ্রূপে অধ্যয়ন করাউক; এবং যে উপদেশক হয়, সে তদ্রূপে উপদেশ দিউক; এবং যে দাতা, সে সরলতা পূর্ব্বক দান করুক; যে শাসনকর্ত্তা হয়, সে যত্নপূর্ব্বক শাসন করুক; আর যে দয়াকারী হয়, সে হৃষ্টমনে দয়া করুক।

আর তোমাদের প্রেম কাপট্যরহিত হউক; তো- ৯ মরা মন্দ বিষয়ে বিরক্ত হইয়া উত্তম বিষয়ে অনুরক্ত হও। এবং ভ্রাতৃভাবের প্রেমেতে পরস্পর প্রেম কর, ১০ ও সমাদর পূর্ব্বক এক জন অন্য জনকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর। এবং কার্য্যেতে নিরালস্য ও আত্মাতে উদ্‌যোগী ১১ হইয়া প্রভুর সেবা কর। এবং প্রত্যাশাতে আনন্দিত ১২ হও; ও দুঃসময়ে ধৈর্য্যান্বিত হও; ও প্রার্থনাতে সতত প্রবৃত্ত হও; ও পবিত্রদিগের দীনতা দূর কর; ও অ- ১৩ তিথি সেবাতে রত হও। যাহারা তোমাদের তাড়না ১৪ করে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর; শাপ না দিয়া আশীর্ব্বাদ কর। যাহারা আনন্দ করে, তাহাদের স- ১৫ হিত আনন্দ কর; যাহারা রোদন করে, তাহাদের সহিত রোদন কর। আর পরস্পর তোমাদের মনের ১৬ এক ভাব হউক; এবং উচ্চপদাকাঙ্ক্ষী না হইয়া ই- তর লোকদের সহিতও কোমল ব্যবহার কর; আ- পনাদিগকে জ্ঞানবান বোধ করিও না। পরহইতে ১৭ অপকার প্রাপ্ত হইলেও তাহার অপকার করিও না; সকলের দৃষ্টিতে যে কর্ম্ম উত্তম, তাহাই কর। যদি ১৮ হইতে পারে, তবে সাধ্যপর্য্যন্ত সকলের সহিত নির্ব্বি- রোধে কাল যাপন কর। হে প্রিয় বন্ধুগণ, কাহারো ১৯

কুপ্রতীকার করিও না, কিন্তু ক্রোধকে স্থান দেও, যেহেতুক লিপি আছে, "পরমেশ্বর কহিতেছেন, প্র- "তিফল দেওয়া আমার কর্ম্ম, আমিই সমুচিত দণ্ড
২০ "দিব ৷" এই জন্যে "তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, "তবে তাহাকে ভোজন করাও; এবং যদি তৃষ্ণাযুক্ত "হয়, তবে তাহাকে জলপান করাও; তাহাতে তু- "মি তাহার মস্তকে জ্বলদগ্নিরাশি করিয়া রাখিবা ৷"
২১ কুক্রিয়াতে পরাজিত না হইয়া উত্তম ক্রিয়াতে কুক্রি- য়াকে পরাজয় কর ৷

১৩ অধ্যায় ।

১ রাজপ্রভৃতি লোকদের বশীভূত হওয়া উচিত ৮ ও ব্যবস্থার সার প্রেমের বিষয়ে ১১ ও অন্ধকাররূপ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দীপ্তিরূপ কর্ম্ম করণের আবশ্যকতা।

১ তোমরা প্রত্যেক জন বর্ত্তমান শাসনপদের অধীন হও, কেননা যে সমস্ত শাসনপদ আছে, সকলি ঈশ্ব- রের স্থাপিত; ঈশ্বর ব্যতিরেকে পদস্থাপন হয় না ৷
২ এই জন্যে যে জন শাসন পদের বিরুদ্ধে আচরণ করে, সে ঈশ্বরের নিরূপিত আজ্ঞার বিরুদ্ধে আচরণ করে; আর যাহারা তাহা করে, তাহারা আপনাদের
৩ সমুচিত দণ্ড ঘটায় ৷ শাসনকর্ত্তা সদাচারির প্রতি নয়, কিন্তু অসদাচারির প্রতি ভয়জনক হয়; তাহার নিকটে তুমি কি নির্ভয় হইতে চাহ? তবে সৎকর্ম্ম
৪ কর, তাহাতে তাহাহইতে প্রতিষ্ঠা পাইবা; কেননা সে তোমার মঙ্গলের নিমিত্তেই ঈশ্বরের সেবক হই- য়াছে ৷ কিন্তু অসৎকর্ম্ম যদি কর, তবে তোমার শঙ্কা করা উচিত বটে; কেননা সে নিরর্থক খড়্গ ধারণ করে না; যেং লোক কুকর্ম্ম করে, তাহাদেরই সমু-

চিত দণ্ড প্রদানের জন্যে সে ঈশ্বরের সেবক হইয়া দণ্ডদাতা হইয়াছে। অতএব কেবল দণ্ডের ভয়ে নয়, ৫ কিন্তু মনের নিমিত্তেও তাহার বশীভূত হইতে হয়। এ ৬ জন্যে তোমাদের রাজকর দেওয়াও উচিত; যেহেতুক যাহারা কর লয়, তাহারা ঈশ্বরের সেবক হইয়া নিরন্তর এ কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত থাকে। অতএব রাজাকে ৭ রাজস্ব দেও, ও শুল্কগ্রাহককে শুল্ক দেও; এবং যাহাকে ভয় করিতে হয়, তাহাকে ভয় কর; ও যাহাকে সমাদর করিতে হয়, তাহাকে সমাদর কর; এই রূপে যাহার যে পাওনা, তাহা তাহাকে দেও।

তোমরা পরস্পর প্রেম বিনা আর কিছুতে কাহারও ৮ ঋণী হইও না; কেননা যে পরের প্রতি প্রেম করে, তাহাদ্বারা ব্যবস্থা সিদ্ধ হয়। ফলতঃ "পরদার করিও ৯ "না, ও নরহত্যা করিও না, ও চুরি করিও না, ও "মিথ্যাসাক্ষ্য দিও না, এবং লোভ করিও না," এই সকল আজ্ঞা, তদ্ভিন্ন যে কোন আজ্ঞা আছে, তাহাও "প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম কর," এই এক সংক্ষেপ আজ্ঞাতেই পাওয়া যায়। কেননা প্রেম প্রতি- ১০ বাসির মন্দ জন্মায় না; এই জন্যে প্রেমদ্বারাই সমস্ত ব্যবস্থা পালন হয়।

আমাদের প্রত্যয় করণ আদিকাল অপেক্ষা এই ১১ ক্ষণে আমাদের পরিত্রাণের সময় সন্নিকট হইয়াছে, ইহা জানিয়া সম্প্রতি নিদ্রাহইতে আমাদের জাগ্রৎ হওয়া নিতান্ত উচিত। রাত্রি শেষ হইয়াছে, অরুণো- ১২ দয় কাল প্রায় উপস্থিত; অতএব আইস, রঙ্গরস ও ১৩ মত্ততা, এবং লম্পটতা ও কামুকতা, এবং বিরোধ ও

ঈর্ষ্যা প্রভৃতি রাত্রিকালের ক্রিয়া সকল পরিত্যাগ করিয়া দীপ্তির উপযুক্ত সজ্জা গ্রহণ পূর্ব্বক বিহিত সদা-
১৪ চরণ করি। তোমরা শারীরিক সুখাভিলাষ পরিপূর্ণ করণের আয়োজন না করিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টরূপ বস্ত্রেতে বস্ত্রান্বিত হও।

১৪ অধ্যায়।

১ খাদ্যাদির নিমিত্তে ভ্রাতৃগণকে তুচ্ছ করা অনুচিত ১৩ ও খাদ্যদ্বারা নয় কিন্তু অবিশ্বাসদ্বারা মানুষের অশুচি হওন।

১ যে জন প্রত্যয়ে দুর্ব্বল, তাহাকে তোমাদের সঙ্গী কর, কিন্তু সন্দেহের বাদানুবাদ করিতে তাহা নয়।
২ কেননা কোন দ্রব্যই ভোজন করিতে নিষেধ নাই, কোন ব্যক্তির এমন প্রত্যয় আছে; কিন্তু আর কোন ব্যক্তি দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত কেবল শাক ভোজন করে।
৩ তবে যে জন সাধারণ দ্রব্যই ভোজন করে, সে বিশেষ২ দ্রব্যভোক্তাকে অবজ্ঞা না করুক; এবং বিশেষ২ দ্রব্যভোক্তাও সাধারণ দ্রব্যভোক্তাকে দোষী না করুক, যেহেতুক ঈশ্বর তাহাকে গ্রাহ্য করিয়াছেন।
৪ তুমি যে পরের দাসকে দোষী করিতেছ, তুমি কে? সে নিজ প্রভুর নিকটে পদস্থ কিম্বা পদচ্যুত হইবে, বরঞ্চ সে পদস্থ হইবে, কেননা ঈশ্বর তাহাকে পদস্থ
৫ করিতে পারক হন। অপর কোন জন অন্যান্য দিবসাপেক্ষা এক দিবসকে বিশেষ রূপে মান্য করে, এবং কেহ২ সকল দিবসকেই সমানরূপে মানে; প্রত্যেক জন আপন২ মনে বিবেচনা করিয়া নিশ্চয় ক-
৬ রুক। যে জন কোন বিশেষ দিবসকে প্রধান করিয়া মানে, সে যেমন প্রভুকে মান্য করিয়াই তাহা মানে,

তেমনি যে জন বিশেষ দিনকে না মানে, সেও প্রভুকে মান্য করিয়া তাহা মানে না; আর যে কেহ খাদ্য-মাত্রই ভোজন করে, সে যেমন প্রভুকে মান্য করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ পূর্ব্বক তাহা ভোজন করে, তদ্রূপ যে ভোজন না করে, সেও প্রভুকে মান্য করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ পূর্ব্বক তাহা ভোজন করে না। আর ৭ আমাদের কেহ যে স্বার্থের নিমিত্তে প্রাণ ধারণ করে, কিম্বা স্বার্থের নিমিত্তে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহা নয়। কিন্তু আমরা যদি প্রাণ ধারণ করি, তবে প্রভুর নি- ৮ মিত্তে ধারণ করি, এবং যদি প্রাণ ত্যাগ করি, তবে প্রভুর নিমিত্তেই ত্যাগ করি; অতএব জীবনে কি মরণে আমরা প্রভুর আছি। যেহেতুক জীবিত ও মৃত ৯ উভয় লোকদের যেন প্রভু হন, এই জন্যে খ্রীষ্ট মরিলেন এবং উত্থিত ও পুনর্জীবিত হইলেন। কিন্তু ১০ তুমি আপন ভ্রাতাকে কেন দোষী কর? এবং তুমি আপন ভ্রাতাকে কেন তুচ্ছজ্ঞান কর? খ্রীষ্টের বিচার-সিংহাসনের সম্মুখে আমাদের সকলকে দাঁড়াইতে হইবে; যেমন লিখিত আছে, "পরমেশ্বর কহিতেছেন, আমি ১১ "যদি অমর হই, তবে আমার কাছে প্রত্যেক জন "হাঁটু পাতিবে, এবং সকলেরই জিহ্বা ঈশ্বরের গুণ "স্বীকার করিবে।" অতএব ঈশ্বরের কাছে আমাদের ১২ প্রত্যেক জনেরই নিজ কর্ম্মের কথা কহিতে হইবে।

এমন হইলে আইস, আমরা অদ্যাবধি পরস্পর ১৩ কেহ কাহাকেও দোষী না করিয়া যাহাতে আপন ভ্রাতার বিঘ্ন কি ব্যাঘাত না জন্মাই, এমত বিবেচনা করি। কোন বস্তুই স্বাভাবিক অশুচি নয়, ইহা আমি ১৪ জানি, এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা নিশ্চয় রূপে জানি;

কিন্তু যে জন কোন বস্তুকে অশুচি জ্ঞান করে, তা-
১৫ হার কাছে সে বস্তু অশুচি আছে। অতএব তোমার
খাদ্যসামগ্রীদ্বারা তোমার ভ্রাতা যদি মনোদুঃখী হয়,
তবে তুমি ভ্রাতার প্রতি প্রেমাচরণ করিতেছ না; যা-
হার নিমিত্তে খ্রীষ্ট আপনার প্রাণ ব্যয় করিলেন, তা-
হাকে আপন খাদ্য সামগ্রীদ্বারা নষ্ট করিও না।
১৬ আর তোমাদের উত্তম কর্ম্ম নিন্দনীয় না হউক। খা-
১৭ দ্য কি পেয় এ সকল ঈশ্বররাজ্যের সার নয়; সার
হইয়াছে পুণ্য ও শান্তি এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা
১৮ আনন্দ। এই সকলের অনুষ্ঠানদ্বারা যে জন খ্রীষ্টের
সেবা করে, ঈশ্বরের গোচরে সেই গ্রাহ্য হয়, এবং
১৯ মনুষ্যদের নিকটেও প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব যাহাতে
আমাদের সকলের নির্ব্বিরোধ ও পরস্পর নিষ্ঠা থাকে,
২০ এমত চেষ্টা করি। খাদ্যের নিমিত্তে ঈশ্বরের কর্ম্মের
হানি জন্মাইও না; সকল বস্তুই যে শুচি, ইহা স-
ত্য, তথাপি যে জন তাহা ভোজন করিয়া বিঘ্ন পায়,
২১ তাহার নিমিত্তে সে ভাল নয়। মাংসভক্ষণ কি মদ্য-
পান ইত্যাদি তোমার যে কোন ক্রিয়াতে তোমার
ভ্রাতা উছোট খায়, কি বিঘ্ন পায়, কিম্বা দুর্ব্বল হয়,
২২ এমন কর্ম্ম করা ভাল নয়। যদি তোমার প্রত্যয়
থাকে, তবে আপনার অন্তরে ঈশ্বরের গোচরে তাহা
রাখ; যে জন আপন ইষ্ট মতে আপনাকে দোষী
২৩ না করে সেই ধন্য। কিন্তু যে কেহ সংশয় করিয়া
ভোজন করে, অর্থাৎ প্রত্যয় না করিয়া করে, সেই
অবশ্য দণ্ডযোগ্য হইবে; কেননা যাহা প্রত্যয়হইতে
জন্মে না, তাহা পাপময় হয়।

১৫ অধ্যায়।

১ বলবান লোকদ্বারা দুর্ব্বল লোকদের উপকার হওনের আবশ্যকতা ৮ ও তাবৎ বিশ্বাসি লোক যে ভ্রাতৃগণ তাহার বিষয়ে ১৪ ও রোমীয়দের কাছে যাইতে পৌলের প্রতিজ্ঞা ৩০ ও আপনার জন্যে তাহাদিগকে প্রার্থনা করণের নিবেদন।

১ আপনাদের তুষ্টিজনক কর্ম্মে সচেষ্ট না হইয়া দুর্ব্বল লোকদের ব্যবহার সহ্য করা, প্রত্যয়ে বলবন্ত যে আমরা আমাদের উচিত। ২ আমাদের প্রত্যেক জন আপন প্রতিবাসির হিতের ও নিষ্ঠার নিমিত্তে তুষ্টিজনক কর্ম্ম করুক। ৩ যেহেতুক খ্রীষ্ট আপনি আপনার তুষ্টির চেষ্টা করিলেন না; যে প্রকারে লিখিত আছে, "তো-"মার নিন্দকের নিন্দাতে আমি নিন্দাগ্রস্ত হই।" ৪ আর আমরা যেন সহিষ্ণুতা ও সান্ত্বনাজনক শাস্ত্রদ্বারা প্রত্যাশা পাই, এই নিমিত্তে পূর্ব্বকালাবধি যে সকল কথা লিখিত আছে, সে সকল আমাদের উপদেশের নিমিত্তেই আছে। ৫ সহিষ্ণুতার ও সান্ত্বনার আকর যে ঈশ্বর তিনি এমন করুন, যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ন্যায় তোমরা এক জন অন্য জনের সহিত মনের ঐক্য রাখ; ৬ এবং এক চিত্তে থাকিয়া এক মুখে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বরের গুণানুবাদ কর। ৭ এবং ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের নিমিত্তে খ্রীষ্ট যেমন তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিয়াছেন, তদ্রূপ তোমরাও এক জন অন্য জনকে গ্রাহ্য কর।

৮ ঈশ্বরের যে সত্যতা ও পিতৃপুরুষের প্রতি যে প্রতিজ্ঞা, তাহা সপ্রমাণ করিতে যীশু খ্রীষ্ট ত্বক্‌ছেদিদের সেবক হইয়াছেন, ইহা আমি বলি। ৯ এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রযুক্ত তাঁহার ধন্যবাদ করা অন্যদেশীয়দের

উচিত হয়; যেমন লিখিত আছে, “এই নিমিত্তে আ-
“মি ভিন্নদেশীয়দের নিকটে তোমার গুণের প্রশংসা
১০ “করিব, এবং তোমার নাম গান করিব।” আরও
লেখে, “হে অন্য জাতি সকল, তোমরা তাঁহার লো-
১১ “কের সহিত আনন্দ কর।” পুনর্ব্বার লেখে, “হে
“সর্ব্ব দেশীয়েরা, তোমরা পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর
১২ “হে লোক সকল, তাঁহার প্রশংসা কর।” তদ্ভিন্ন
যিশয়িয়ও কহিয়াছে, “যিনি যিশয়ের মূলস্বরূপ, তিনি
“অন্যদেশীয়দের উপরে কর্তৃত্ব করিতে দণ্ডায়মান হ-
“ইবেন, এবং অন্যদেশীয় লোকেরা তাঁহার প্রত্যাশা
১৩ “করিবে।” অতএব তোমরা যেন পবিত্র আত্মার প্র-
ভাবে সম্পূর্ণ প্রত্যাশা প্রাপ্ত হও, এই জন্যে সেই
প্রত্যাশাজনক ঈশ্বর প্রত্যয়দ্বারা তোমাদিগকে শান্তি-
তে ও আনন্দেতে পরিপূর্ণ করুন।

১৪ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা সদ্ভাবযুক্ত ও সর্ব্ব প্রকার
জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ, এবং পরস্পর উপদেশ করণে তৎ-
১৫ পর, ইহা আমি নিশ্চয় জানি। তথাপি আমি ঈ-
শ্বরের দত্ত অনুগ্রহানুসারে তোমাদিগকে প্রবোধ দি-
১৬ বার জন্যে অংশক্রমে সাহসিক রূপে লিখিলাম। কে-
ননা অন্যদেশীয়েরা যেন পবিত্র আত্মার দ্বারা পবিত্রী-
কৃত হইয়া গ্রাহ্য নৈবেদ্যস্বরূপ হয়, তন্নিমিত্তে আমি
সুসমাচার জ্ঞাপনার্থে সেই অন্যদেশীয়দের নিকটে
১৭ যীশু খ্রীষ্টের সেবক আছি। আর ঈশ্বরের বিষয়ে
যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমার শ্লাঘা করণের কারণ আছে।
১৮ কিন্তু বাক্যেতে ও ক্রিয়াতে, অর্থাৎ আশ্চর্য্য লক্ষণ ও
চিহ্নদ্বারা এবং ঈশ্বরের আত্মার প্রভাবদ্বারা অন্যদে-
শীয়দিগকে আজ্ঞাবহ করিবার জন্যে খ্রীষ্ট যদি আ-

মার দ্বারা কর্ম্ম সাধন না করিতেন, তবে কোন কথা কহিতে আমার সাহস হইত না। আমি যিরূশালম ১৯ অবধি ইল্লুরিয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করিয়াছি। কিন্তু অন্যের পত্তনের উপরে যেন ২০ না গাঁথি, এই নিমিত্তে যেং স্থানে খ্রীষ্টের নাম কখনো শুনা যায় নাই, সেইং স্থানে সুসমাচার প্রচার করিতে আমার চেষ্টা হইল। যেমত লিখিত আছে, ২১ "যাহাদের নিকটে তিনি প্রকাশিত ছিলেন না, তাহা- "রাই দেখিতে পাইবে, এবং যাহারা কখনো শুনে "নাই তাহারা বিবেচনা করিবে।" তাহাতে আমি ২২ তোমাদের নিকটে গমন করিতে চাহিলে বারং বাধা পাইলাম। কিন্তু এই ক্ষণে এ অঞ্চলে গন্তব্য স্থান ২৩ আর না থাকাতে, ও তোমাদের নিকটে গমন করিতে বহু বৎসরাবধি আমার বড় বাঞ্ছা হওয়াতে, যে ২৪ সময়ে ইস্পানিয়া দেশে যাত্রা করিব, তৎকালে তোমাদের নিকট দিয়া যাইব। তাহাতে তোমাদের সহিত যে পথঘটিতে সাক্ষাৎ হয়, এবং তোমাদের সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া সন্তোষ পাইলে পর তোমাদের দ্বারা যে যাইবার সুসার পাই, এমন আমার আশা আছে। কিন্তু সম্প্রতি পবিত্রদিগের সেবা ২৫ করিতে যিরূশালম নগরে যাইতেছি। কারণ মাকি- ২৬ দনিয়া ও আখায়া দেশীয় লোকেরা যিরূশালমস্থিত দীনহীন পবিত্র লোকদের উপকারের নিমিত্তে চাঁদা করিয়া কিছু অর্থ দেওয়া বিহিত জ্ঞান করিয়াছে। আর তাহারা এই প্রকার বিহিত জ্ঞান করিয়াছে বটে, ২৭ যেহেতুক তাহারা তাহাদের ঋণগ্রস্ত হয়; ফলতঃ ভিন্ন দেশীয়েরা যদি তাহাদের দ্বারা পারমার্থিক ধন পায়,

তবে ঐহিক ধন দিয়া উপকার করা তাহাদের উচিত।
২৮ অতএব তাহাদিগকে সেই ফল দান পূর্ব্বক এই কর্ম্ম সম্পন্ন করিলে ইস্পানিয়া দেশে যাত্রার সময়ে তোমা-
২৯ দের নিকট দিয়া যাইব। আর তৎকালে খ্রীষ্টের সুসমাচার সম্বলিত সম্পূর্ণ আশীর্ব্বাদ পাইয়া যে যাইব, ইহাতে আমার দৃঢ় প্রত্যাশা আছে।

৩০ হে ভ্রাতৃগণ, আমি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামদ্বারা এবং পবিত্র আত্মার প্রেমদ্বারা তোমাদিগকে এই বি-
৩১ নতি করিতেছি; যেন যিহূদা দেশস্থ অবিশ্বাসি লোকদের হস্তহইতে রক্ষা পাই, এবং আমার যে সেবা যিরূশালমস্থ পবিত্র লোকদের নিকটে আছে, তাহা
৩২ যেন গ্রাহ্য হয়; এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি হয়, তবে আমি যেন তোমাদের নিকটে আহ্লাদে গমন করিয়া তোমাদের সহিত প্রাণ যুড়াইতে পারি, এই সকলের নিমিত্তে তোমরা আমার কারণ একান্তমনে ঈশ্বরের
৩৩ কাছে প্রার্থনাতে যত্নবান হও। শান্তিদায়ক ঈশ্বর তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন। আমেন!

১৬ অধ্যায়।

১ পৌলদ্বারা ফৈবীর প্রশংসাপত্র ও অনেক রোমীয় লোকদের প্রতি নমস্কার ১৭ ও তাহাদের প্রতি পৌলের উপদেশ ২১ ও পৌলের সঙ্গি লোকদের নমস্কার প্রেরণ ২৫ ও মঙ্গলের নিমিত্তে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করণ।

১ কিংক্রিয়া নগরীয় মণ্ডলীর সেবিকা ফৈবী নাম্নী আমাদের ধর্ম্মভগিনীর বিষয়ে তোমাদের নিকটে এই
২ উপরোধ করিতেছি; সে তোমাদের নিকটে উপস্থিতা হইলে তোমরা তাহাকে প্রভুর আশ্রিতা জ্ঞান করিয়া ভক্ত লোকদের বিহিত মতে অতিথি করিবা, এবং তা-

হার প্রয়োজনানুসারে তোমাদের হইতে যে উপকার হইতে পারে তাহা করিবা; কেননা তাহাহইতে অনেকের, বিশেষতঃ আমার উপকার হইয়াছে। অপর ৩ যে প্রিস্কিল্লা ও আক্বিলা খ্রীষ্ট যীশুর সেবা বিষয়ে আমার সহকারী, এবং আমার প্রাণের নিমিত্তে আপনাদের প্রাণ দিতে উদ্যত ছিল, তাহাদিগকে আমার নমস্কার জানাইও। তাহাদের কাছে কেবল আমি ৪ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এমন নয়, কিন্তু অন্যদেশীয় তাবৎ মণ্ডলীর লোকেরাও করে। আর তাহাদের ৫ গৃহে মণ্ডলীস্থ সকলকেও আমার নমস্কার জানাইও; এবং আশিয়া দেশে খ্রীষ্টের পক্ষ প্রথমজাত ফলস্বরূপ যে ইপেনিত নামে আমার প্রিয় বন্ধু, তাহাকেও আমার নমস্কার জানাইও। এবং বহু শ্রম পূর্ব্বক ৬ আমাদের উপকার করিয়াছিল যে মরিয়ম, তাহাকে আমার নমস্কার জানাইও। এবং প্রেরিতদের কাছে ৭ প্রতিষ্ঠিত, ও আমার অগ্রে খ্রীষ্টাশ্রিত, ও আমার জ্ঞাতি ও সহবন্দি যে আন্দ্রনীক ও যূনিয়, তাহাদিগকেও আমার নমস্কার জানাইও। এবং প্রভুর আশ্রিত ৮ আমার প্রিয়তম অম্প্লিয়কে আমার নমস্কার বলিও। আর খ্রীষ্টসেবা বিষয়ে আমাদের সহকারি উর্ব্বান- ৯ কে ও আমার প্রিয়তম, স্তাখুকে আমার নমস্কার জানাইও। এবং খ্রীষ্টের প্রকৃত ভক্ত আপিল্লিকে ১০ আমার নমস্কার বলিও; এবং অরিষ্টবূলের পরিজনদিগকে আমার নমস্কার জানাইও। আর আমার ১১ জ্ঞাতি হেরোদিয়োনকে আমার নমস্কার বলিও, এবং নর্কিসের পরিজনের মধ্যে যাহারা প্রভুর আশ্রিত, তাহাদিগকে নমস্কার বলিও; আর প্রভুর সেবাতে ১২

পরিশ্রমকারিণী ত্রুফেনা ও ত্রুফোষাকে নমস্কার বলিও;
এবং প্রভুর সেবাতে অত্যন্ত পরিশ্রমকারিণী যে প্রিয়া
১৩ পর্ষী, তাহাকে নমস্কার জানাইও; আর প্রভুর ম-
নোনীত রূফকে, এবং আমার ধর্ম্মমাতা তাহার মা-
১৪ তাকে নমস্কার বলিও। আর অসুঙ্ক্রিত ও ফ্লিগোন্ ও
হর্মা ও পাত্রোবা ও হর্মি এবং ইহাদের সঙ্গি ভ্রাতৃ-
১৫ গণকে নমস্কার জানাইও। আর ফিললগ, ও যূলিয়া,
ও নীরিয় ও তাহার ভগিনী, এবং অলুম্প, ইহাদিগকে
এবং ইহাদের সহিত যত পবিত্র লোক আছে, সে
১৬ সকলকে নমস্কার বলিও। তোমরা পরস্পর পবিত্র
চুম্বন পুর্ব্বক নমস্কার করিও; খ্রীষ্টের মণ্ডলীগণ তো-
মাদিগকে নমস্কার জানাইতেছে।

১৭ হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে বিনতি করিয়া বলি,
তোমরা যে২ উপদেশ পাইয়াছ, তদ্বিপরীত আচরণ
করাতে যাহারা বিচ্ছেদ ও বিঘ্ন জন্মায়, তাহাদিগকে
চিনিয়া রাখিয়া তাহাদের সহিত কোন ব্যবহার ক-
১৮ রিও না। কেননা এই প্রকার লোকেরা আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সেবা করে তাহা নয়, আপন২
উদরের সেবা করে, এবং সভ্য কথা ও মিষ্ট বাক্য-
১৯ দ্বারা সরল লোকদের মন ভুলায়। কিন্তু জগৎসমুদ-
য়ে তোমাদের আজ্ঞাকারিত্ব প্রকাশ হওয়াতে তো-
মাদের বিষয়ে আনন্দিত হইলাম; তথাপি তোমরা
যে সৎকর্ম্ম বিষয়ে বিজ্ঞ হইয়া অসৎ কর্ম্মে অবিজ্ঞ
২০ হও, ইহা আমার বাঞ্ছা। তাহা হইলে শান্তিদায়ক
ঈশ্বর তোমার পদতলে শয়তানকে অবিলম্বে দলিত
করিবেন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাদিগকে
অনুগ্রহ করুন। আমেন!

আমার সহকারী তীমথিয় ও লূকিয় ও যাসোন ও ২১ আমার জ্ঞাতি সোষিপাত্র, ইহারা তোমাদিগকে নমস্কার জানাইতেছে। আর এই পত্রলেখক তর্ত্তিয় ২২ নামে যে আমি, আমিও প্রভুর নামে তোমাদিগকে নমস্কার করিতেছি। এবং আমার ও তাবৎ মণ্ডলীর ২৩ আতিথ্যকারি গায় তোমাদিগকে নমস্কার করিতেছে; এবং ইরাস্ত নামে এই নগরাধ্যক্ষ, ও ক্বার্ত্ত নামে এক জন ভ্রাতা, তাহারাও তোমাদিগকে নমস্কার করিতেছে। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের স- ২৪ কলকে অনুগ্রহ করুন। আমেন!

পূর্ব্বকালীয় সকল যুগে যে নিগূঢ় কথা গুপ্তভাবে ২৫ ছিল, কিন্তু তাবৎ দেশীয় লোক যেন প্রত্যয়ের অধীন হয়, এ নিমিত্তে অনাদি ঈশ্বরের আজ্ঞাপ্রমাণে ভবিষ্যদ্বক্তাদের উক্ত কথানুসারে সম্প্রতি প্রকাশ পাইতেছে, সেই প্রকাশিত নিগূঢ় কথাদ্বারা অর্থাৎ যীশু ২৬ খ্রীষ্ট বিষয়ে আমার প্রচারিত সুসমাচারদ্বারা যিনি তোমাদিগকে ধর্ম্মে সুস্থির করিতে সমর্থ হন, এমন ২৭ যে অদ্বিতীয় সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্টদ্বারা অনবরত তাঁহার ধন্যবাদ হউক। আমেন!

করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের প্রথম পত্র।

১ অধ্যায়।

১ মঙ্গলাচরণ ৪ ও করিন্থীয় লোকদের প্রতি অনুগ্রহ হওয়াতে পৌলের ধন্যবাদ ১০ ও অনৈক্য প্রযুক্ত তাহাদের প্রতি অনুযোগ ১৭ ও সুসমাচারের গুণের প্রশংসা ২৬ ও তদ্দ্বারা অজ্ঞান ও ক্ষুদ্র লোকদের পরিত্রাণ ও ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ হওন।

১ খ্রীষ্ট যীশুকর্তৃক শুচীকৃত ও আহূত করিন্থ নগরস্থিত ঈশ্বরের পবিত্র মণ্ডলীর প্রতি, আর অন্য স্থানস্থ যে সকল লোক আমাদের ও তাহাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ২ নামে প্রার্থনা করিতেছে তাহাদের প্রতি, ঈশ্বরেচ্ছানুক্রমে যীশু খ্রীষ্টের আহূত প্রেরিত পৌল এবং সো- ৩ স্থিনি নামে এক ভ্রাতা পত্র লিখিতেছে। আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও শান্তি প্রদান করুন।

৪ ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টদ্বারা তোমাদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমি তোমাদের জন্যে সতত ৫ আপন ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি। তোমাদের মধ্যে ৬ খ্রীষ্ট বিষয়ক সাক্ষ্য যেমন সপ্রমাণ হইয়াছে, তেমনি তোমরাও খ্রীষ্টদ্বারা বক্তৃতা ও জ্ঞান প্রভৃতি সকল গুণে ৭ গুণবান হইয়াছ। অতএব তোমরা কোন ধর্ম্মদানে

বিহীন না হইয়া আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুন-রাগমনের অপেক্ষা করিতেছ। এবং আমাদের প্রভু ৮ যীশু খ্রীষ্টের দিবসে যেন তোমরা নির্দ্দোষ হও, এই অভিপ্রায়ে তিনি শেষদিন পর্য্যন্ত তোমাদিগকে ধর্ম্মেতে সুস্থির করিয়া রাখিবেন। কেননা যে ঈশ্বর আপন ৯ পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অধিকার দিতে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি বিশ্বাস্য।

হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের পরস্পর যেন কথার ঐক্য ১০ থাকে, ও কোন ভিন্নভাব না জন্মে, এবং তোমরা যেন এক মনে ও এক পরামর্শে সংযুক্ত হও, এই জন্যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাদিগকে বিনতি করি। হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্যে ১১ যে পরস্পর বাদানুবাদ হইয়া থাকে, ক্লোয়ী নাম্নীর পরিজনদ্বারা এমন সংবাদ পাইয়াছি। ইহা আমি ১২ কহি, তোমাদের কেহ২ বলে, আমি পৌলের শিষ্য; এবং কেহ২ বলে, আমি আপল্লোর; আর কেহ২ বলে, আমি কৈফার (পিতরের); এবং কেহ২ বলে, আমি খ্রীষ্টের। খ্রীষ্ট কি ভিন্ন হইয়াছেন? পৌল ১৩ কি তোমাদের নিমিত্তে ক্রুশে হত হইয়াছে? এবং পৌলের নামেতে তোমরা কি বাপ্তাইজিত হইয়াছ? আমি ক্রীস্প ও গায় বিনা তোমাদের মধ্যে আর ১৪ কাহাকেও বাপ্তাইজ করি নাই, এই জন্যে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি; ইহাতে আমি আপন নামে ১৫ বাপ্তাইজ করিলাম, এ কথা কেহ বলিতে পারে না। আর স্তিফানের পরিজনকে বাপ্তাইজ করিয়াছি, তদ্- ১৬ ভিন্ন আর কাহাকেও যে বাপ্তাইজ করিয়াছি, ইহা আমার মনে পড়ে না।

১৭ আর খ্রীষ্ট আমাকে বাপ্তাইজ করিতে প্রেরণ না করিয়া সুসমাচার প্রচার করিতে পাঠাইলেন; তাহাও কিছু বাক্‌পটুতাতে নয়, যেন খ্রীষ্টের ক্রুশ বিফল না
১৮ হয়। কেননা সেই ক্রুশের প্রসঙ্গ ত্রাণহীন লোকদের নিকটে প্রলাপমাত্র হইলেও ত্রাণের পাত্র যে আমরা, আমাদের নিকটে ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপ বটে।
১৯ আর এমত লিখিতও আছে, "আমি জ্ঞানবানদের "জ্ঞান বিনষ্ট করিব, ও বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি লোপ ক-
২০ "রিব।" জ্ঞানী কোথায়? ও বিদ্বান্ বা কোথায়? আর এ জগতের বাদানুবাদকারী বা কোথায়? এই জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানকে ঈশ্বর কি অজ্ঞানতাস্বরূপ করেন
২১ নাই? ঈশ্বরের বিবেচনাতে জগজ্জনেরা আপন জ্ঞানেতে ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান পাইতে না পারিলে ঈশ্বর প্রচারিত অজ্ঞান বাক্যদ্বারা বিশ্বাসকারিদের পরিত্রাণ
২২ সিদ্ধ করিতে বিহিত বুঝিলেন। যিহূদীয় লোকেরা লক্ষণ দেখিতে চাহে, এবং অন্যদেশীয় লোকেরা বি-
২৩ দ্যার প্রয়াস করে; এই জন্যে ক্রুশে হত যে খ্রীষ্ট তাঁহারি যে প্রসঙ্গ আমরা প্রচার করি, তাহা যিহূদীয়দের বিঘ্নস্বরূপ ও অন্যদেশীয় লোকদের নিকটে
২৪ অজ্ঞানতাস্বরূপ হইতেছে। তথাচ যিহূদীয় হউক বা অন্যদেশীয় লোক হউক, আহূত সকলের কাছে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের শক্তি ও ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপ হইতেছেন।
২৫ ঈশ্বরের অজ্ঞানতা হইলে সেই অজ্ঞানতা মনুষ্যগণহইতে অধিক জ্ঞানবতী, এবং ঈশ্বরের দুর্ব্বলতা হইলে সেই দুর্ব্বলতা মনুষ্যগণহইতে অধিক বলবতী হয়।
২৬ হে ভ্রাতৃগণ, আহূত যে তোমরা তোমাদের মধ্যে এ সংসারের বিদ্বান কি মহল্লোক কি কুলীন অনেক

নাই, ইহা তোমরা দেখিতেছ। কেননা ঈশ্বর বিদ্বান ২৭ লোকদিগকে লজ্জা দিবার জন্যে মূর্খ লোকদিগকে মনোনীত করিলেন; এবং বলবান লোকদিগকে লজ্জা দিবার জন্যে দুর্ব্বল লোকদিগকে মনোনীত করিলেন; এবং বর্ত্তমান লোকদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে অপকৃষ্ট ও ২৮ হেয় এবং অবর্ত্তমান লোকদিগকে মনোনীত করিলেন; তাহাতে ঈশ্বরের সাক্ষাতে কোন প্রাণী আত্মশ্লাঘা ক- ২৯ রিতে পারে না। কিন্তু যিনি ঈশ্বরদ্বারা আমাদের ৩০ জ্ঞান ও পুণ্য ও পবিত্রতা ও মুক্তিস্বরূপ হইয়াছেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে তোমরা সেই খ্রীষ্ট যীশুতে আছ। অতএব যেমন লিপি আছে, "যে জন শ্লাঘা করে, সে ৩১ "পরমেশ্বরে শ্লাঘা করুক।"

২ অধ্যায়।

১ পৌলের সুসমাচার প্রকাশ করণে বাক্‌পটুতা ও বিদ্যার নৈপুণ্য-দ্বারা তাহা না করণের বিষয় ৬ কিন্তু সাংসারিক জ্ঞানহইতে শ্রেষ্ঠ যে ঈশ্বরের জ্ঞান তাহাদ্বারা সুসমাচার প্রচার করণ।

হে ভ্রাতৃগণ, যে সময়ে ঈশ্বরদত্ত সাক্ষ্য প্রচার ক- ১ রিতে তোমাদের নিকটে আইলাম, তৎকালে বাক্‌-পটুতা কি বিদ্যার নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে আইলাম, তাহা নয়; কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের এবং তাঁহার ক্রুশে ২ হত হওনের কথা, এতদ্ভিন্ন তোমাদের মধ্যে আর কোন কথা না জানাইতে মনে স্থির করিলাম। আর ৩ অতিশয় দুর্ব্বলতা ও ভয় ও কম্পযুক্ত হইয়া তোমাদের সহিত ছিলাম। আর তোমাদের বিশ্বাস মা- ৪ নুষের কোন কৌশলেতে স্থাপিত না হইয়া যেন কেবল ঈশ্বরের শক্তিতে স্থাপিত হয়, এই জন্যে আমার ৫ কথোপকথন ও সুসমাচার প্রচার সাংসারিক বিদ্যার

মনোহর বাক্যবিশিষ্ট না হইয়া পবিত্র আত্মার প্রমাণ ও শক্তিবিশিষ্ট ছিল।

৬ যাহারা সিদ্ধ, তাহাদের নিকটে আমাদের কথা জ্ঞানের কথা বটে; কিন্তু তাহা যে এই জগজ্জনের কিম্বা এই জগতের নশ্বর অধিপতিদের মত জ্ঞান, এমন নয়;
৭ কিন্তু আমাদের বিভবজনক যে নিগূঢ় জ্ঞানের কথা জগৎপত্তনের পূর্ব্বে ঈশ্বর নিরূপণ করিয়াছিলেন, ঐ
৮ গুপ্ত জ্ঞানের কথা আমরা কহিতেছি। কিন্তু এই জগতের অধিপতিদের মধ্যে কেহ এই জ্ঞানের পরিচয় পায় নাই, কেননা তাহা যদি পাইত, তবে জ্যোতির্ম্ময়
৯ যে প্রভু, তাঁহাকে ক্রুশে হত করিত না। যেমন লিপি আছে, "যাহারা ঈশ্বরেতে প্রেম করে, তাহাদের নি- "মিত্তে তিনি যাহা২ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা কেহ "কখনো চক্ষুতে দেখে নাই, ও কর্ণেও শুনে নাই, "এবং মনুষ্যের মনে তাহা কখনো প্রবিষ্ট হয় নাই।"
১০ কিন্তু ঈশ্বর আপন আত্মাদ্বারা আমাদের কাছে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা আত্মা ঈশ্বরের মর্ম্মকথাদি
১১ সর্ব্ববিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। যেমন মানুষের মনোগত সকল কথা মানুষের অন্তরস্থ আত্মা ব্যতিরেকে আর কেহ জানিতে পারে না, তেমনি ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কথা ঈশ্বরের আত্মা ব্যতিরেকে আর
১২ কেহ জানিতে পারে না। অতএব ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল অনুগ্রহ দান করিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব যেন বুঝিতে পারি, এই জন্যে আমরা সাংসারিক আত্মাকে না পাইয়া ঈশ্বরের আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছি।
১৩ তাহাতে মনুষ্যের কৌশলেতে জ্ঞাপিত বাক্যদ্বারা না কহিয়া পারমার্থিক কথাতে পারমার্থিক উপদেশ দিয়া

পবিত্র আত্মার জ্ঞাপিত বাক্যদ্বারা ঐ বিষয় কহিতেছি। কিন্তু সাংসারিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মাজ্ঞাপিত বাক্য ১৪ মূঢ়তাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া গ্রাহ্য করে না; এবং তাহার তত্ত্বও বুঝিতে পারে না, যেহেতুক কেবল পারমার্থিক জ্ঞানদ্বারাই তাহা বোধগম্য হয়। যে জন ১৫ পারমার্থিক, সে তাবতের তত্ত্ব বুঝে, কিন্তু তাহার তত্ত্ব কেহ বুঝিতে পারে না। কেননা কে পরমেশ্বরের মত ১৬ জানিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতে পারে? কিন্তু খ্রীষ্টের মত আমাদের আছে।

৩ অধ্যায়।

১ সাংসারিক হওন বিষয়ে অনুযোগ ৫ ও প্রভু বিনা সেবকের কর্ম্ম বৃথা হওনের বিষয় ১৬ ও প্রভুর লোক ঈশ্বরের মন্দিরস্বরূপ ও তাহাদের শুচি ও কৃতজ্ঞ হওনের আবশ্যকতা।

হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা সাংসারিক ও খ্রীষ্টধর্ম্মে শিশু- ১ বৎ প্রযুক্ত যেমন পারমার্থিকদিগকে, তদ্রূপ তোমাদিগকে কহিতে পারিলাম না। তোমাদিগকে কঠিন ২ দ্রব্য ভোজন না করাইয়া দুগ্ধ পান করাইয়াছি; কেননা তোমরা পূর্ব্বকালে কঠিন দ্রব্য গ্রহণ করিতে অসমর্থ ছিলা, এবং তোমাদের সাংসারিক বুদ্ধি প্রযুক্ত অদ্যাবধিও অসমর্থ আছ। যেহেতুক তোমা- ৩ দের মধ্যে মাৎসর্য্য ও বিবাদ ও ভিন্নভাব ইত্যাদি এখনও আছে; অতএব তোমরা কি সাংসারিক নও? এবং মানুষের ন্যায় আচার ব্যবহার কি কর না? তোমাদের মধ্যে কেহ২ বলে, আমি পৌলের শিষ্য; ৪ এবং কেহ২ বলে, আমি আপল্লোর শিষ্য; তবে তোমরা কি সাংসারিক নও?

পৌল কে? ও আপল্লো কে? তাহারা তোমাদের ৫

বিশ্বাসজনক সেবকমাত্র, এবং প্রভু প্রত্যেক জনকে
৬ স্ব স্ব ফল দিলেন। আমি রোপণ করিয়াছি, ও আ-
পল্লো জল সেঁচিয়াছে; কিন্তু ঈশ্বর তাহার বৃদ্ধি ক-
৭ রিয়াছেন। অতএব রোপক ও সেচক উভয়ই কিছু
৮ নয়, শস্যদাতা যে ঈশ্বর তিনিই সার। আর রোপক
ও সেচক উভয়ই এক; কিন্তু যে যেমন শ্রম করিবে,
৯ সে তদনুসারে আপন ফল পাইবে। কেননা আমরা
ঈশ্বরের সহিত কর্ম্মকারী; তোমরা ঈশ্বরের ক্ষেত্রস্ব-
১০ রূপ ও ঈশ্বরের গাঁথনিস্বরূপ হইয়াছ। আমি ঈশ্বরের
কাছে যেরূপ অনুগ্রহ পাইয়াছি, তদনুসারে এক নি-
পুণ গাঁথকের ন্যায় ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছি; তা-
হার উপরে অন্যেরা গাঁথে, কিন্তু কি রূপে গাঁথে,
১১ তদ্বিষয়ে প্রত্যেক জন সাবধান হউক। কেননা যীশু
খ্রীষ্টরূপ যে ভিত্তিমূল স্থাপিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন কেহ
১২ আর কোন ভিত্তিমূল স্থাপন করিতে পারে না। কিন্তু
এই ভিত্তিমূলের উপরে কেহ যদি স্বর্ণ কি রূপ্য কি
রত্ন কি কাষ্ঠ কি খড় কি নাড়া, যে কোন বস্তুদ্বারা
১৩ গাঁথে, তাহার গাঁথনি যে কি প্রকার, তাহা প্রকাশ
পাইবে। বস্তুতঃ বিচারদিবসের অগ্নিদ্বারা প্রকাশ পা-
ইবে; কেননা প্রত্যেক জনের গাঁথনি যে কি প্রকার,
১৪ তাহার পরীক্ষা সেই অগ্নিদ্বারা হইবে। কিন্তু তদুপ-
রি যে জনের গাঁথনি স্থায়ি হইবে, সে পুরস্কার পা-
১৫ ইবে। আর যে জনের গাঁথনি দগ্ধ হইবে, তাহারি
ক্ষতি হইবে; কিন্তু অগ্নিহইতে নির্গত ব্যক্তির ন্যায়
হইয়া সে আপনি রক্ষা পাইবে।

১৬ তোমরা ঈশ্বরের মন্দিরস্বরূপ, এবং ঈশ্বরের আত্মা
তোমাদের অন্তরে বাস করেন, ইহা কি জান না?

যে কেহ ঈশ্বরের মন্দির নষ্ট করে, তাহাকে ঈশ্বর ১৭
নষ্ট করিবেন; কেননা ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র, আর
তোমরা সেই মন্দিরস্বরূপ হইতেছ। কেহ আপনাকে ১৮
ভ্রান্ত না করুক; তোমাদের মধ্যে কেহ যদি সাংসা-
রিক বিষয়েতে আপনাকে জ্ঞানী করিয়া মানে, তবে
সে জ্ঞানী হইবার জন্যে আপনাকে মূর্খ জ্ঞান করুক।
যেহেতুক এই সংসারের যে জ্ঞান, তাহা ঈশ্বরের নি- ১৯
কটে মূর্খতাস্বরূপ; এতদ্বিষয়ে লিপিও আছে, "তিনি
"জ্ঞানি লোকদিগকে তাহাদের কৌশলরূপ জালে বদ্ধ
"করেন।" পুনশ্চ, "জ্ঞানি লোকদের কল্পনা যে অ- ২০
"নর্থক, তাহা পরমেশ্বর জ্ঞাত আছেন।" অতএব কেহ ২১
মনুষ্যদিগেতে শ্লাঘা না করুক; কেননা সকলই তো-
মাদের, পৌল, কি আপল্লো, কি কৈফা, কি জগৎ, কি ২২
জীবন, কি মরণ, কি বর্ত্তমান বিষয়, কি ভবিষ্যদ্
বিষয়, সকলই তোমাদের; এবং তোমরা খ্রীষ্টের, ও ২৩
খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।

৪ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের সেবকের ভাণ্ডারিস্বরূপ হওন ৬ ও তাহাদের দুঃখ ও তাড়না ১৪ ও তাহাদের অনুগামি হওনের আবশ্যকতা ১৮ ও করিন্থীয়দের প্রতি পৌলের শাসনবাক্য।

লোক আমাদিগকে ঈশ্বরের নিগূঢ় বিষয়ের ভাণ্ডা- ১
রিস্বরূপ খ্রীষ্টের সেবক বলিয়া জ্ঞান করুক। কিন্তু ২
ভাণ্ডারী যে বিশ্বসনীয় হয়, ইহা আবশ্যক। ইহাতে ৩
তোমাদের দ্বারা কি অন্য কোন মনুষ্যদ্বারা আমি
যে বিচারিত হই, ইহা অতি লঘু বোধ করি; আমি
আপনার বিচারকর্ত্তা আপনি নহি। আমি আপনাকে ৪
দোষী করি না, তথাপি তাহাতে আমি নির্দ্দোষ নহি;

৫ যিনি প্রভু, তিনি আমার বিচারকর্ত্তা। অতএব প্রভুর আগমন সময়ের পূর্ব্বে কোন বিচার করিও না; তিনি অন্ধকারস্থিত গুপ্ত কথা সকল আলোতে প্রকাশিত করিবেন, এবং মনের গুপ্ত পরামর্শ সকল ব্যক্ত করিবেন, তাহাতে ঈশ্বরহইতে প্রত্যেক জনের প্রতিষ্ঠা হইবে।

৬ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমাদের দ্বারা শিক্ষিত হইয়া বিধি অতিক্রম করিয়া কাহাকেও যেন শ্রেষ্ঠ করিয়া না মান; এবং এক জনের সপক্ষ ও অন্যের বিপক্ষ হইয়া যেন অহঙ্কারী না হও, এই নিমিত্তে তোমাদের মঙ্গল ভাবিয়া এ বিষয়ে আমি আপনাকে ৭ ও আপল্লোকে নিদর্শনস্বরূপ করিয়াছি। অন্যহইতে তোমাকে কে বিশেষ করেন? আর তোমাকে দত্ত হয় নাই, তোমার এমনই বা কি আছে? অতএব অন্যহইতে যদি পাইয়া থাক, তবে নিজের বস্তু জ্ঞান ৮ করিয়া কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছ? তোমরা কি সম্পূর্ণ ও ধনবান হইয়া আমাদের অবর্ত্তমানে রাজত্ব করিতেছ? তোমরা যে রাজত্ব কর, ইহা আমার বাঞ্ছা, তাহাতে আমরাও তোমাদের রাজত্বের ভাগী হইতে ৯ পারি। বোধ হয়, প্রেরিত যে আমরা, ঈশ্বর আমাদিগকে বধ্য লোকদের ন্যায় অবশিষ্ট করিয়া দেখাইতেছেন, তাহাতে আমরা তাবতের অর্থাৎ স্বর্গদূত- ১০ গণের এবং মানুষগণের কৌতুকাস্পদ হইতেছি। খ্রীষ্টের নিমিত্তে আমরা মূঢ়, কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টেতে জ্ঞানী; এবং আমরা দুর্ব্বল, কিন্তু তোমরা সবল; এবং তোমরা সম্মানিত, কিন্তু আমরা অপমানিত। ১১ আমরা অদ্য পর্য্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত ও বস্ত্রহীন ও

প্রহারিত ও আশ্রমরহিত হইয়া স্বহস্তে পরিশ্রম করিয়া ১২ আসিতেছি; এবং ভর্ৎসিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করি, এবং তাড়িত হইয়া সহ্য করি, ও নিন্দিত হইয়া বিনয় ১৩ করি। আমরা অদ্য পর্য্যন্ত জগতের মল ও তাবৎ মলরাশিস্বরূপ গণিত হইতেছি।

তোমাদিগকে লজ্জা দিতে এই সকল কথা লিখি- ১৪ তেছি তাহা নয়, কিন্তু প্রিয় পুত্রগণের ন্যায় তোমা- দিগকে প্রবোধ দিতেছি। কেননা খ্রীষ্টধর্ম্মে তোমা- ১৫ দের যদি দশ সহস্র উপদেশক হয়, তথাচ তোমাদের পিতা অনেক নয়; আমিই খ্রীষ্ট যীশুর সুসমাচার- দ্বারা তোমাদিগকে জন্ম দিয়াছি। অতএব তোমা- ১৬ দিগকে বিনয় পূর্ব্বক লিখিতেছি, তোমরা আমার অনুগামী হও। এই অভিপ্রায়ে প্রভুতে বিশ্বাসী আ- ১৭ মার প্রিয় ধর্ম্মপুত্র যে তীমথিয়, তাহাকে তোমাদের নিকটে পাঠাইয়াছি; খ্রীষ্টের বিধিপ্রমাণে আমার যেমন আচার ব্যবহার, এবং যে রূপে তাবৎ মণ্ড- লীতে ও সর্ব্বস্থানে উপদেশ দিয়া থাকি, তাহা সে তোমাদিগকে স্মরণ করাইবে।

আর আমি তোমাদের নিকটে যাইব না, ইহা অনু- ১৮ মান করিয়া তোমাদের কতক লোক অহঙ্কার করি- তেছে। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা যদি হয়, তবে অবিলম্বে ১৯ তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া ঐ অহঙ্কারি লো- কদের কেবল কথা কহনের নহে, ক্রিয়া করণের ক্ষম- তাও জানিব। কেননা ঈশ্বরের রাজত্ব কথাতে নয়, ২০ কিন্তু ক্ষমতাতে। আর আমি তোমাদের নিকটে দণ্ড ২১ লইয়া যাইব, কি প্রেম ও নম্রতাভাবে যাইব, ইহার মধ্যে তোমাদের ইচ্ছা কি?

৫ অধ্যায়।

১ এক জনের মহাপাপের কথা ৬ ও পুরাতন তাড়ীরূপ দুষ্টতা ত্যাগ করণের আজ্ঞা ৯ ও মহাপাপি ভ্রাতার সহিত পৃথক হওনের কথা।

১ অপর দেবপূজকদের মধ্যেও যে রূপ ব্যভিচারের নাম শুনা যায় নাই, এমন ব্যভিচার তোমাদের মধ্যে আছে, ফলতঃ তোমাদের এক জন আপন বিমাতৃগমন করে, এ কথা সচরাচর জনরব হইতেছে।
২ এবং তোমরা খেদ করণ পূর্ব্বক এমত দুষ্কর্ম্মকারি ব্যক্তিকে আপনাদের মধ্যহইতে বহির্ভূত না করিয়া
৩ কি দর্প করিতেছ? যে ব্যক্তি এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, আমি শরীরেতে দূরস্থ হইলেও আত্মাতে নিকটস্থ হইয়া উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় তাহার বিষয়ে এই বি-
৪ চার করিলাম; তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমার আত্মার সহিত একত্র হইয়া আমাদের
৫ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দত্ত ক্ষমতাদ্বারা ঐ ব্যক্তির শরীরে দুঃখভোগের নিমিত্তে শয়তানের হস্তে তাহাকে সমর্পণ কর, তাহাতে প্রভু যীশুর বিচারদিনেতে তাহার আত্মা পরিত্রাণ পাইতে পারে।
৬ তোমাদের দর্প করা ভাল নয়, কেননা অল্প তাড়ীতে সমুদয় সুজী তাড়ীময় হইয়া যায়, ইহা কি
৭ তোমরা জান না? অতএব তোমরা পুরাতন তাড়ী দূর কর, তাহাতে তোমরা যথোচিত তাড়ীশূন্য হইয়া নূতন পিষ্টকস্বরূপ হইবা; কেননা নিস্তারপর্ব্বের মেষস্বরূপ যে খ্রীষ্ট, তিনি আমাদের নিমিত্তে বলী-
৮ কৃত হইয়াছেন। অতএব আইস, আমরা পুরাতন তাড়ীর দ্বারা অর্থাৎ দুষ্টতা ও জিঘাংসারূপ তাড়ীর

দ্বারা নয়, কিন্তু তাড়ীশূন্য রুটীর দ্বারা অর্থাৎ সরলতা ও সত্যতাদ্বারা পর্ব্ব পালন করি।

৯ তোমরা ব্যভিচারি প্রভৃতি লোকের সহিত আচার ব্যবহার করিও না, এ কথা তোমাদের প্রতি পত্রেতে লিখিয়াছি; ১০ কিন্তু সাংসারিক ব্যভিচারী, ও লোভী, ও দুর্বৃত্ত, ও দেবপূজক ইত্যাদি লোকদের সহিত আচার ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছি তাহাই নয়, কেননা তাহা করিতে গেলে জগতের বাহিরে গমন করিতে হয়। ১১ কিন্তু কোন জন যদি ভ্রাতৃনামে খ্যাত হইয়া ব্যভিচারী কি লোভী কি দেবপূজক কি নিন্দক কি মত্ত কি দুর্বৃত্ত হয়, তবে এমন লোকের সহিত সঙ্গ করিও না, এবং আহার ব্যবহারও করিও না, এখন এইমাত্র লিখিলাম। ১২ যাহারা মণ্ডলী বহির্ভূত, তাহাদের বিচার করিতে আমার কি অধিকার? বহির্ভূত লোকদের বিচার ঈশ্বর করিবেন; কিন্তু মণ্ডলীভুক্ত লোকদের বিচার তোমরা কি করিবা না? ১৩ অতএব এক্ষণে আপনাদের মধ্যহইতে সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে দূর করিয়া দেও।

৬ অধ্যায়।

১ আদ্দাশ করণের জন্যে করিন্থীয়দের প্রতি পৌলের অনুযোগ ৯ ও ঈশ্বরের রাজ্যেতে পাপি লোকদের অনধিকার ১২ ও পবিত্র হওনের আবশ্যকতা।

১ তোমাদের এক জন অন্য জনের উপরে আদ্দাশ করিতে উদ্যত হইলে, সে তাহা পবিত্রলোকদের নিকটে না করিয়া কি অধার্ম্মিক লোকদের নিকটে সমাধা করিতে দুঃসাহস করে? ২ পবিত্র লোকেরা যে জগজ্জনের বিচার করিবে, ইহা কি তোমরা জান না?

আর জগজ্জনের বিচার করিতে যদি তোমাদের অ-
ধিকার থাকে, তবে এই অতি ক্ষুদ্র বিচার করিতে
৩ তোমরা কি যোগ্য নও? আর আমরা দূতগণেরও
বিচার করিব, ইহাও কি জান না? তবে কি এই
৪ সাংসারিক বিষয়ে বিচার করিব না? অতএব তোমা-
দের মধ্যে সাংসারিক বিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত
হইলে, তাহার বিচার করণার্থে মণ্ডলীর মধ্যে ক্ষুদ্র-
৫ তমরূপে গণিত লোককে নিযুক্ত কর; আমি তোমা-
দের লজ্জার এই কথা কহি। আপন ভ্রাতার বি-
বাদ ভঞ্জনার্থে বিচার করিতে সমর্থ, তোমাদের মধ্যে
৬ কি এমন বুদ্ধিমান লোক এক জনও নাই? এই
কারণ কি এক ভ্রাতা অন্য ভ্রাতার সহিত বিবাদ ক-
৭ রিয়া অবিশ্বাসি লোকদিগের নিকটে তাহা উপস্থিত
করে? তোমরা যে পরস্পর বিবাদ করিয়া থাক, এই
তোমাদের একটি নিতান্ত দোষ; তোমরা কেন বরং
অন্যায় সহ্য কর না? কেন বরং ক্ষতি স্বীকার কর
৮ না? কিন্তু তোমরা আপন ভ্রাতৃগণেরও প্রতি অন্যায়
করিতেছ, ও তাহাদের ক্ষতি করিতেছ।

৯ আর ঈশ্বরের রাজ্যেতে অন্যায়কারি লোকদের যে
অধিকার নাই, ইহা কি তোমরা জান না? এ বি-
ষয়ে ভ্রান্ত হইও না; যাহারা ব্যভিচারী কি দেব-
পূজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ ব্যবহারী কি পুং-
১০ মৈথুনকারী কি চোর কি লোভী কি মত্ত কি নিন্দক
কি দুর্বৃত্ত, তাহারা ঈশ্বররাজ্যে অধিকার পাইবে না।
১১ তোমরাও এই প্রকার লোক ছিলা; কিন্তু তোমরা
আমাদের প্রভু যীশুর নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আ-
ত্মাদ্বারা ধৌত ও পবিত্রীকৃত ও পুণ্যবান গণিত হইয়াছ।

সকল দ্রব্য আমার প্রতি অনিবিদ্ধ, কিন্তু সকলই ১২
মঙ্গল জনক নয়; পরন্তু সকলি আমার প্রতি অনি-
ষিদ্ধ হইলেও কোন দ্রব্যের অধীন হইয়া থাকিব না।
আহারের নিমিত্তে উদর, ও উদরের নিমিত্তে আহার, ১৩
কিন্তু ঈশ্বর উভয়ের শেষ করিবেন; আর আমাদের
শরীর ব্যভিচারের নিমিত্তে নয়, কিন্তু প্রভুর নিমি-
ত্তে, এবং প্রভু আমাদের শরীরের নিমিত্তে। তাহা- ১৪
তে ঈশ্বর যেমন কবরহইতে প্রভুকে উত্থান করা-
ইয়াছেন, তেমনি নিজ পরাক্রমদ্বারা আমাদিগকেও
উত্থান করাইবেন। আর তোমাদের দেহ যে খ্রী- ১৫
ষ্টের অঙ্গস্বরূপ, ইহা কি তোমরা জান না? তবে
খ্রীষ্টের অঙ্গ লইয়া কি বেশ্যার অঙ্গস্বরূপ করিব?
এমন যেন না হয়। কেননা বেশ্যাতে আসক্ত হইলে ১৬
উভয়ে একাঙ্গ হয়, ইহা কি তোমরা জান না? যে-
হেতুক ঈশ্বর কহিয়াছেন, "সে দুই জন একাঙ্গ হ-
"ইবে।" তদ্রূপ যে জন প্রভুতে আসক্ত, সে প্রভুর ১৭
সহিত একাত্মা হয়; এই জন্যে ব্যভিচার কর্ম্মহইতে ১৮
দূরে থাক। মনুষ্যেরা অন্যান্য যে সকল পাপ ক-
রে, তাহাতে তাহাদের শরীর লিপ্ত থাকে না; কিন্তু
যে কেহ ব্যভিচার কর্ম্ম করে, সে আপন শরীরের
বিরুদ্ধে পাপ করে। তোমাদের শরীর ঈশ্বরহইতে ১৯
প্রাপ্ত অন্তরস্থ পবিত্র আত্মার মন্দিরস্বরূপ, ইহা কি
তোমরা জ্ঞাত নও? তোমরা আপনাদের আপনি ২০
নও, যেহেতুক বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ; অতএব
তোমাদের যে শরীর ও আত্মা ঈশ্বরের, তদুভয় দিয়া
ঈশ্বরেরই মহিমা প্রকাশ কর।

৭ অধ্যায়।

১ বিবাহের বিবরণ ১০ ও স্ত্রীপুরুষের পৃথক না হওনের কথা ১৭ ও আপন২ পদে থাকনের বিবরণ ২৫ ও অবিবাহিত থাকনের কথা ৩৬ ও কন্যার বিবাহের বিবরণ ৩৯ ও স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বার বিবাহ করণের বিবরণ।

১ আর তোমরা আমাকে যে২ কথা লিখিয়াছ, তাহাদের একের উত্তর এই, স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করা
২ ভাল; কিন্তু ব্যভিচার কর্ম্ম নিবারণের নিমিত্তে এক২ পুরুষের নিজের এক২ স্ত্রী হউক, এবং এক২ নারীর
৩ এক২ স্বামী হউক। এবং স্বামী ভার্য্যার সহিত এবং ভার্য্যা স্বামির সহিত পরস্পর উপযুক্ত প্রণয়ব্যবহার
৪ করুক। স্ত্রীর আপন শরীরে আপনার অধিকার নয়, কিন্তু স্বামির; এবং তদ্রূপ স্বামির আপন শরীরে আপনার অধিকার নয়, কিন্তু স্ত্রীর অধিকার হয়।
৫ তোমরা দুই জন একপরামর্শ হইলে উপবাস ও প্রার্থনার মুসারের নিমিত্তে কিছু কাল পৃথক্ থাকিতে পার, এতদ্ভিন্ন তোমরা এক জন অন্য জনকে বঞ্চিত করিয়া রাখিও না; পরে শয়তান যেন ইন্দ্রিয়ের অধৈর্য্যদ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষাতে না ফেলে, তন্নিমিত্তে আসিয়া পুনর্ব্বার এক স্থানে একত্র হও।
৬ ইহা আজ্ঞাদ্বারা নয়, কিন্তু পরামর্শদ্বারা কহিতেছি।
৭ কেননা সকল মনুষ্যই যে আমার সদৃশ হয়, এই আমার বাসনা; কিন্তু প্রত্যেক জন কেহ এক প্রকার ও কেহ অন্য প্রকার ঈশ্বরদত্ত দান পাইয়াছে।
৮ স্ত্রীহীন পুরুষগণের এবং বিধবাবর্গের প্রতি আমার
১ নিবেদনএই, তাহারা যদি আমার ন্যায় থাকিতে
৯ পারে, তবে ভালই; কিন্তু যদি না পারে, তবে বি-

বাহ করুক, যেহেতুক কামানলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা বরং বিবাহ করা ভাল।

পুনশ্চ বিবাহিত লোকদের প্রতি আজ্ঞা করিতেছি; ১০ কেবল আমি কহিতেছি, এমন নয়, কিন্তু প্রভুও আ-জ্ঞা করিতেছেন, স্ত্রী আপন স্বামিকে পরিত্যাগ না করুক। কিন্তু যদিও করে, তবে সে আর বিবাহ না ১১ করুক; কিম্বা আপন স্বামির সহিত পুনর্ব্বার মিলন করুক। তদ্রূপ স্বামীও স্ত্রীকে দূর না করুক। আর ১২ অন্যান্য লোকদের প্রতি প্রভু বলেন নাই, কিন্তু আমি বলিতেছি। কোন ভ্রাতার স্ত্রী অবিশ্বাসিনী হইলেও যদি স্বামির সহিত থাকিতে সম্মতা হয়, তবে তাহাকে দূর না করুক। এতদ্রূপ কোন স্ত্রীর স্বামী অবিশ্বাসী ১৩ হইলেও যদি স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে সম্মত হয়, তবে সে ঐ স্বামিকে পরিত্যাগ না করুক। কেননা ১৪ স্বামি অবিশ্বাসী হইলেও বিশ্বাসি স্ত্রীদ্বারা শুচি হয়, এবং অবিশ্বাসিনী স্ত্রী বিশ্বাসি স্বামিদ্বারা শুচি হয়; এই জন্যে তোমাদের সন্তানবর্গ অশুচি না হইয়া এ-খন শুচি হয়। আর যদি অবিশ্বাসি ব্যক্তি ত্যাগ ক- ১৫ রিয়া যায়, তবে যাউক; তাহাতে ভ্রাতা কি ভগিনী কেহ এমত বিষয়ে বদ্ধ হয় না; তথাপি ঈশ্বর আ-মাদিগকে নির্ব্বিরোধে থাকিতে আহ্বান করিয়াছেন। হে নারি, তুমি কি জান? তুমি আপন স্বামির প- ১৬ রিত্রাণের হেতু হইতে পার; এবং হে পুরুষ, তুমি কি জান? তুমি নিজ পত্নীর পরিত্রাণের হেতু হ-ইতে পার।

আর ঈশ্বর অংশক্রমে যাহাকে যেমন দান দিয়া- ১৭ ছেন, এবং যে যেমন অবস্থাতে থাকিয়া প্রভুকর্তৃক

আহূত হইয়াছে, সে তেমনি রীতিতেই আচরণ করুক; এই প্রকারে আমি সমস্ত মণ্ডলীতে ব্যবস্থা দিতেছি।
১৮ ফলতঃ কোন ব্যক্তি যদি ত্বক্‌ছেদী হইয়া আহূত হয়, তবে সে অত্বক্‌ছেদী না হউক; এবং যে ব্যক্তি অ-ত্বক্‌ছেদী হইয়া আহূত হয়, সে ত্বক্‌ছেদী না হউক।
১৯ ত্বক্‌ছেদ কিছু নয়, এবং অত্বক্‌ছেদও কিছু নয়; ঈ-
২০ শ্বরের আজ্ঞা যে পালন করা, তাহাই সার। অত-এব যে জন যে পদে থাকিয়া আহূত হয়, সে সেই
২১ পদেতেই থাকুক। তুমি যদি দাস হইয়া আহূত হ-ইয়া থাক, তাহাতে কিছু ভাবিত হইও না; কিন্তু
২২ যদি মুক্ত হইতে পার, তবে বরং মুক্ত হও। কেন-না যে জন দাস হইয়া প্রভুকর্তৃক আহূত হয়, সে প্রভুর মুক্ত ব্যক্তি; এবং যে জন মুক্ত হইয়া আহূত
২৩ হয়, সেও তদ্রূপ খ্রীষ্টের দাস। তোমরা বিশেষ মূল্যদ্বারা ক্রীত হইয়াছ, অতএব কোন মনুষ্যদের
২৪ দাস হইও না। হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের প্রত্যেক জন যে কোন পদে থাকিয়া আহূত হয়, ঈশ্বরের সা-ক্ষাতে সেই পদেই থাকুক।

২৫ অপর অবিবাহিত লোকদের বিষয়ে প্রভুর কোন আজ্ঞা পাই নাই; কিন্তু বিশ্বাসপাত্র হইবার জন্যে প্রভুর অনুগ্রহ পাইয়া আপনি এই পরামর্শ দিতেছি।
২৬ উপস্থিত দুঃখ প্রযুক্ত মনুষ্যের অবিবাহিত থাকা ভাল,
২৭ আমার এমন বোধ হয়। কিন্তু তুমি যদি বিবাহ বন্ধনেতে বদ্ধ হইয়া থাক, তবে তাহাহইতে মুক্তি চেষ্টা করিও না; আর যদি মুক্ত হইয়া থাক, তবে
২৮ স্ত্রীর চেষ্টা করিও না। কিন্তু বিবাহ করিলেও তো-মার পাপ হয় না; আর অনূঢ়া কন্যা যদি বিবাহ

করে, তাহাতে তাহারও পাপ নাই; তথাপি তাহাদের শারীরিক ক্লেশ জন্মিবে; কিন্তু তাহাদের প্রতি আমার দয়া হইতেছে। হে ভ্রাতৃগণ, আমি তো- ২৯ মাদিগকে কহিতেছি, অবশিষ্ট সময় অতি সংক্ষেপ; অতএব যাহাদের স্ত্রী বর্ত্তমানা আছে, তাহারা স্ত্রীহীনের ন্যায়; এবং যাহারা রোদন করে, তাহারা ৩০ অরোদনকারির ন্যায়; এবং যাহারা আনন্দিত, তাহারা নিরানন্দের ন্যায়; ও যাহারা ক্রয় করে, তাহারা অনধিকারিদের ন্যায় হউক; আর যাহারা এই ৩১ সংসারের ব্যবসায় করে, তাহারা অবিহিত রূপে না করুক, যেহেতুক এই জগতের অভিনয় লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু তোমরা ভাবিত না হও, এই আমার ৩২ বাঞ্ছা। যে জন অবিবাহিত, সে কি রূপে প্রভুর সন্তোষ জন্মাইতে পারে, প্রভুর এমন বিষয়ের চিন্তা করে। কিন্তু যে জন বিবাহিত, সে কি প্রকারে ৩৩ নিজ পত্নীর সন্তোষ জন্মাইতে পারে, সাংসারিক এমন বিষয়ের চিন্তা করে। তেমনি বিবাহিতা ও অ- ৩৪ বিবাহিতা স্ত্রীতেও এই প্রভেদ আছে; অবিবাহিতা স্ত্রী শরীর ও মন যেন পবিত্র হয়, প্রভুর এমন বিষয়ের চিন্তা করে; কিন্তু বিবাহিতা যে স্ত্রী, সে কি প্রকারে স্বামির সন্তোষ জন্মাইতে পারে, সাংসারিক এমন বিষয়ের চিন্তা করে। এই সকল কথা ৩৫ তোমাদিগকে ফাঁদে ফেলিবার জন্যে কহিতেছি, তাহা নয়; কিন্তু বিহিতরূপে যেন কার্য্য কর, এবং চাঞ্চল্যরহিত মনোদ্বারা ঈশ্বরের সেবাতে নিযুক্ত থাক, তোমাদের এই হিত বুঝিয়া ইহা কহিতেছি।

কন্যার যৌবনাবস্থা প্রায় গত হইলে বিবাহ দে- ৩৬

ওয়া আবশ্যক এবং কন্যাকে অবিবাহিতা রাখা অনুচিত, ইহা যদি কেহ বোধ করে, তবে ইচ্ছানুসারে
৩৭ করিলে পাপ নাই; তাহারা বিবাহ করুক। কিন্তু বিবাহ অনাবশ্যক হইলে যে ব্যক্তি স্থিরচিত্ত হইয়া আপন অভিমত বশ করিয়া আপন কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিতে মনে নিশ্চয় করে, সে উত্তম কর্ম্ম করে।
৩৮ ফলতঃ যে জন বিবাহ দেয়, সে ভাল করে; এবং যে জন না দেয়, সে আরও অধিক ভাল করে।

৩৯ যত দিন স্বামী বর্ত্তমান থাকে, তত দিন স্ত্রী বিবাহ বন্ধনেতে বদ্ধা থাকে; কিন্তু স্বামির মহানিদ্রা হইলে পর সে মুক্তা হইয়া কেবল প্রভুভক্তদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি তাহার মনোনীত হয়, তাহাকেই বিবাহ
৪০ করিতে পারে। কিন্তু সে যদি আর বার বিবাহ না করিয়া অমনি থাকে, তবে আরও অধিক সুখী হইতে পারে, আমার এই বিচার হয়; এবং বোধ হয়, ঈশ্বরের আত্মা আমার মধ্যবর্ত্তী আছেন।

৮ অধ্যায়।

১ দেবতার নিবেদিত সামগ্রী ভোজনের বিষয় ও দুর্ব্বল লোকদের প্রতি দয়া করণের কথা।

১ দেবপ্রসাদের বিষয়ে আমাদের সকলের জ্ঞান আছে, ইহা আমরা জানি; তথাপি সেই জ্ঞান অহং-
২ কার জন্মায়, কিন্তু প্রেমহইতে নিষ্ঠা হয়। অতএব যদি কেহ মনে২ ভাবে, আমার কিছু জ্ঞান আছে, তবে
৩ প্রকৃত রূপে তাহার কোন জ্ঞান নাই। কিন্তু যে জন ঈশ্বরকে প্রেম করে, সে ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিচিত
৪ হয়। দেবতার বলিপ্রসাদ ভোজনের প্রস্তাবে আমাদের জ্ঞান আছে; বস্তুতঃ দেবতা কিছু নাই, এবং

'এক ঈশ্বরো দ্বিতীয়ো নাস্তি;' ইহা আমরা জানি। যদ্যপি অনেক দেবতা ও অনেক প্রভু আছে, এবং ৫ আকাশ ও পৃথিবীতে ঈশ্বরনামে অনেক বস্তু আছে; তথাপি যাঁহাহইতে তাবৎ বস্তু, ও যাঁহার নিমিত্তে ৬ আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, এমন পিতাস্বরূপ আমাদের অদ্বিতীয় ঈশ্বর আছেন; এবং যাঁহাদ্বারা তাবৎ বস্তু ও আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, এমন যে যীশু খ্রীষ্ট, তিনিই আমাদের এক প্রভু। কিন্তু সকলের এমত জ্ঞান ৭ নহে; যেহেতুক কতক লোক এখন পর্য্যন্ত দেবতাকে মানিয়া দেবতার প্রসাদ বলিয়া সামগ্রী ভোজন করে; তাহাতে তাহাদের মন দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত মলিন হয়। কিন্তু খাদ্য সামগ্রীদ্বারা যে আমরা ঈশ্বরের নিকটে ৮ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি এমন নয়; যেহেতুক ভোজন করিলে আমাদের লাভ নাই, এবং না করিলে আমাদের ক্ষতিও নাই। অতএব তোমাদের এই ক্ষমতা ৯ যেন দুর্ব্বল লোকদের বাধাস্বরূপ না হয়, এতদ্বিষয়ে সাবধান থাক। কেননা জ্ঞানী যে তুমি, তোমাকে ১০ কেহ যদি দেবালয়ে ভোজনোপবিষ্ট দেখে, তবে তাহার মনের দুর্ব্বলতাদ্বারা ঐ প্রসাদ ভোজন করিতে সে জনও সাহসী হইবে। তাহাতে যাহার নিমিত্তে ১১ খ্রীষ্ট মরিলেন, সেই দুর্ব্বল ভ্রাতা তোমার জ্ঞানদ্বারা কি নষ্ট হইবে? কিন্তু ভ্রাতৃগণের দুর্ব্বল মনে আ- ১২ ঘাত করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে এই পাপ করিলে তোমরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে পাপ কর। অতএব মাংস ১৩ ভোজন যদি আমার ভ্রাতার বিঘ্নস্বরূপ হয়, তবে ভ্রাতার বিঘ্নস্বরূপ যেন না হই, এই নিমিত্তে আমি যাবজ্জীবন মাংস ভোজন করিব না।

৯ অধ্যায়।

১ সুসমাচার প্রচারদ্বারা সুসমাচার প্রচারকদের উপজীবনের বিবরণ ১৫ ও বিনামূল্যে পৌলের সুসমাচার প্রচার করণ ১৯ ও সকল প্রকার লোককে তুষ্ট করিতে যত্ন ২৪ ও খ্রীষ্টীয়ান লোকদের যাত্রা ও মল্লযুদ্ধের কথা।

১ আমি কি এক জন প্রেরিত নহি? এবং আমি কি স্বাধীন নহি? আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে কি দর্শন করি নাই? আর তোমরাও কি প্রভুর দ্বারা আমার ২ কর্ম্মের ফলস্বরূপ নও? অন্য লোকদের নিকটে প্রেরিত না হইলেও তোমাদের নিকটে প্রেরিত বটি; কেননা প্রভুর দ্বারা আমার প্রেরিতত্বপদের প্রমাণ ৩ তোমরাই হইয়াছ। যে সকল লোক আমার উপরে দোষারোপণ করিতেছে, তাহাদের প্রতি আমার এই ৪ উত্তর। ভোজন পান করণের সামগ্রী গ্রহণ করিতে ৫ কি আমাদের অধিকার নাই? এবং অন্যান্য প্রেরিত ও প্রভুর ভ্রাতৃগণ এবং কৈফা, ইহাদের মত ধর্ম্মভগিনীকে বিবাহ করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতে কি আমা-৬ দের অধিকার নাই? কিম্বা আমি ও বর্ণব্বা, কেবল আমাদের উভয়ের সাধারণ শ্রম ত্যাগ করিতে কি অ-৭ ধিকার নাই? আপন ধন ব্যয় করিয়া কে সংগ্রাম করিতে যায়? এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র রোপণ করিয়া কে তাহার ফল ভোগ না করে? এবং পশুপাল পালন ৮ করিয়া কে পালের দুগ্ধ পান না করে? আমি কি কেবল মানুষের মত কথা কহি? ব্যবস্থাতে কি এই ৯ রূপ লিখে না? মূসার ব্যবস্থার গ্রন্থে লিখিত আছে, "তোমরা শস্যমর্দ্দনকারি বলদের মুখ বন্ধন করিবা ১০ "না;" ঈশ্বর কেবল বলদের তত্ত্বাবধারণ করেন? কি

বিশেষ রূপে আমাদের নিমিত্তে এই কথা কহেন? অবশ্য আমাদেরই নিমিত্তে এই কথা লিখিত ছিল; তাহাতে যে জন চাস করে, সে প্রত্যাশাতেই যেন চাস করে; এবং যে জন শস্য মাড়ে, সে বাঞ্ছিত শস্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশাতেই যেন মাড়ে। আমরা তো- ১১ মাদের নিমিত্তে যদি পারমার্থিক বীজ রোপণ করিয়াছি, তবে তোমাদের সাংসারিক ফলের যে অংশী হইব, এ কি আশ্চর্য্য? তোমাদের উপরে যদি অ- ১২ ন্যের অধিকার থাকে, তবে আমাদের কি তদপেক্ষা অধিক থাকিবে না? তথাচ ঐ অধিকার আমরা ব্যবহারে আনি নাই, কেননা আমাদের দ্বারা খ্রীষ্টের সুসমাচারের বিঘ্ন যেন না হয়, এই জন্যে আমরা সকলি সহ্য করি। নতুবা যাহারা মন্দিরে সেবা করে, ১৩ তাহাদের ঐ সেবাই উপজীবিকা হয়; এবং যাহারা বেদির সেবা করে, তাহাদের ঐ সেবাই উপজীবিকা হয়, ইহা কি তোমরা জান না? সেই রূপে যাহারা ১৪ সুসমাচার প্রচার করে, তাহাদের সেই প্রচার করণ উপজীবিকা হয়, প্রভুও এই নিরূপণ করিয়াছেন।

আমি এতদ্রূপ ব্যবহার করি নাই, এবং আমার ১৫ প্রতি ইহা করিতে হইবে, এই আশয়েতেও এই সকল কথা লিখিতেছি এমন নয়; কেননা কোন ব্যক্তির দ্বারা আমার এই যশঃ বৃথা করণ অপেক্ষা বরঞ্চ আমার মরণ ভাল। আমি যদ্যপি সুসমাচারের কথা ১৬ প্রচার করি, তথাপি আমার যশঃ নাই; আমার উপরে এমন ভার আছে, আর সুসমাচার প্রচার না করিলে আমার সন্তাপ ঘটিবে। আমি যদি স্বেচ্ছা- ১৭ তে এই কর্ম্ম করি, তবে আমার ফল আছে; কিন্তু

অনিচ্ছাতে যদি করি, তথাপি সুসমাচার প্রচারের ভার
১৮ আমার প্রতি দত্ত হইয়াছে। তবে আমার ফল কি?
সুসমাচারে আমার যে অধিকার, তাহাতে কুব্যবহার
না করিয়া আমি খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করিতে২
বিনা মূল্যে তাহা করি, এই আমার ফল।
১৯ আমি তাবৎ লোকের অধীনতাহইতে মুক্ত হইলেও
অধিক লোককে সঙ্গি করিবার জন্যে সকলের দাসত্ব
২০ স্বীকার করিলাম। যিহূদীয়দিগকে সঙ্গি করিবার জন্যে
তাহাদের মধ্যে আমি যিহূদীয়ের মত হইলাম; এবং
ব্যবস্থাধীন লোকদিগকে সঙ্গি করিবার জন্যে তাহা-
২১ দের মধ্যে আমি ব্যবস্থাধীনের ন্যায় হইলাম। এবং
ঈশ্বরের উদ্দেশে ব্যবস্থাহীন না হইয়া খ্রীষ্টের ব্যবস্থা-
ধীন হইয়া ব্যবস্থাহীন লোকদিগকে সঙ্গি করিবার
২২ জন্যে ব্যবস্থাহীনের ন্যায় হইলাম। আর দুর্ব্বল লো-
কদিগকে সঙ্গি করিবার নিমিত্তে দুর্ব্বলের মত হই-
লাম; কোন প্রকারে কতক লোকের যেন পরিত্রাণ
হয়, এই অভিপ্রায়ে যাহার যেমন ব্যবহার, তাহার
২৩ নিকটে তদনুসারে ব্যবহার করিলাম। তাহাদের স-
হিত সুসমাচার ফলের ভোগী যেন হই, এই জন্যে
সুসমাচারের অনুরোধে এই সকল করিলাম।
২৪ যাহারা পণ পাইতে দৌড়ে, তাহারা সকলেই দৌ-
ড়ে, কিন্তু কেবল এক জন সেই পণ পায়, ইহা কি
তোমরা জ্ঞাত আছ? তোমরাও যাহাতে পণ প্রাপ্ত
২৫ হও, এমন রূপে দৌড়িয়া যাও। এবং যাহারা মল্ল-
যুদ্ধ করে, তাহারা সকল বিষয়ে পরিমিত ভোগী হয়;
অন্যেরা ক্ষয়ণীয় মুকুট প্রাপ্তির জন্যে তাহা করে,
কিন্তু আমরা অক্ষয় মুকুটের নিমিত্তে তাহা করি।

অতএব আমিও দৌড়ি, কিন্তু লক্ষ্য না করিয়া দৌড়ি ২৬ না; এবং মল্লযুদ্ধ করি, কিন্তু যে জন বায়ুর সহিত যুদ্ধ করে, তাহার মত নহি। অন্যের প্রতি সুসমা- ২৭ চার প্রচার করিয়া পাছে অবশেষে আপনি অগ্রাহ্য হই, এই ভয়ে ইন্দ্রিয় দমন করিয়া শরীরকে আপ- নার বশীভূত রাখি।

১০ অধ্যায়।

১ যিহূদীয় লোকদের অনুগ্রহ প্রাপ্তি ও দোষ কথন ৬ ও আমাদের সাবধান করণার্থে তাহাদের দোষ কথন ১৪ ও প্রভুর ভোজের বিবরণ ২৩ ও দেবতার নিবেদিত সামগ্রী ভোজন করণের বিবরণ।

হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সকলেই মেঘের ১ নীচে থাকিয়া সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমন করিল; এবং ২ সকলে মূসার উদ্দেশে মেঘেতে ও সমুদ্রেতে বাপ্তা- ইজিত হইল; এবং সকলে এক পারমার্থিক ভক্ষ্য ৩ ও পেয় ভোজন পান করিল; ফলতঃ তাহাদের ৪ পশ্চাদ্‌গামি পারমার্থিক পর্ব্বতহইতে নির্গত জল পান করিল; ঐ পর্ব্বত খ্রীষ্টস্বরূপ। কিন্তু তাহাদের প্রায় ৫ সকলের প্রতি ঈশ্বর অসন্তুষ্ট থাকাতে তাহারা প্রান্ত- রের মধ্যে মারা পড়িল; এই সকল যেন তোমরা অজ্ঞাত না থাক, এই আমার ইচ্ছা।

আমাদের শিক্ষার্থে এই সকল তাহাদের প্রতি ৬ ঘটিল; বস্তুতঃ তাহারা যেমন কামী ছিল, তেমনি আমরা যেন মন্দ বিষয়ের কামনা না করি। এবং ৭ তাহাদের মধ্যে অনেকে যেমন দেবপূজক ছিল, আ- মরা যেন তেমন না হই; যেমত লিখিত আছে, “লোকেরা ভোজন পান করিতে বসিল, পরে ক্রীড়া “করিতে উঠিল।” আর যেমন ব্যভিচার কর্ম্ম ক- ৮

রাতে তাহাদের তেইশ সহস্র লোক এক দিনে মারা পড়িল, আমরা যেন তেমন ব্যভিচার কর্ম্ম না করি।
৯ এবং যেমন খ্রীষ্টের পরীক্ষা করাতে তাহাদের মধ্যে কতক লোক সর্পদংশনেতে বিনষ্ট হইল, আমরা যেন
১০ তেমন তাঁহার পরীক্ষা না করি। আর তাহাদের কতক লোক যেমন বচসা করাতে সংহারকদ্বারা হত
১১ হইয়াছিল, আমরা যেন তাদৃশ বচসা না করি। তাহাদের প্রতি এই যে সকল ঘটিয়াছিল, সেই সকল দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া জগতের অন্তযুগে বর্ত্তমান যে আমরা, আমাদের শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হইয়াছে।
১২ অতএব যে কেহ আপনাকে সুস্থির করিয়া মানে, সে
১৩ যেন পতিত না হয়, এ বিষয়ে সাবধান হউক। মানুষের প্রতি যে পরীক্ষা সম্ভব হয়, তাহা ব্যতিরেকে তোমাদের আর কোন পরীক্ষা ঘটে নাই; আর বিশ্বাস্য যে ঈশ্বর, তিনি তোমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত পরীক্ষাতে তোমাদিগকে পড়িতে দিবেন না; কিন্তু তোমরা যেন সহ্য করিতে পার, এই জন্যে পরীক্ষা ঘটনের সময়ে রক্ষার পথ প্রস্তুত করিবেন।
১৪ হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, দেবপূজাহইতে বিমুখ হও।
১৫ আমি বিজ্ঞ লোকদের সদৃশ তোমাদিগকে কহিতেছি,
১৬ তোমরা আমার কথার বিবেচনা কর। আমরা যে আশীর্ব্বাদরূপ পাত্রের ধন্যবাদ করিতেছি, তাহাতে কি আমরা খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগী নহি? এবং যে রুটী ভাঙ্গিতেছি, তাহাতে কি আমরা খ্রীষ্টের শরীরের
১৭ সহভাগী নহি? যেমন এক রুটী আছে, তেমনি আমরা অনেক হইয়াও এক শরীরস্বরূপ হইতেছি, কা-
১৮ রণ আমরা সকলে এক রুটীর সহভাগী। ইস্রায়েল

বংশোদ্ভব লোকদের ব্যবহার দেখ; যাহারা বলিরূপ উৎসৃষ্ট সামগ্রী ভোজন করে, তাহারা কি যজ্ঞবেদির সহভাগী নয়? দেবতা যে বাস্তবিক, ও দেবতার নি- ১৯ কটে বলিদান যে বাস্তবিক, ইহা কি আমি কহি? তাহা নয়; অন্যদেশীয়েরা যে বলিদান করে, তাহা ২০ ঈশ্বরোদ্দেশে না করিয়া ভূতদের উদ্দেশে করে; অতএব তোমরা ভূতদের সহভাগী হও, আমার এমন ইচ্ছা নয়। তোমরা প্রভুর পাত্র ও ভূতদের পাত্র, ২১ এই উভয় পাত্রে পান করিতে পার না; এবং প্রভুর নিরূপিত খাদ্য ও দেবতাদের খাদ্য উভয়ের সহভাগী হইতে পার না। আমরা কি প্রভুর ক্রোধ জন্মাইব? ২২ আমরা কি তাঁহাহইতে বলবান্?

আমার প্রতি সকল দ্রব্য অনিষিদ্ধ, কিন্তু সকলি ২৩ অন্যের মঙ্গলদায়ক নয়; সকলি আমার প্রতি অনিষিদ্ধ, কিন্তু সকলি পরের নিষ্ঠাকারী হয় না। অত- ২৪ এব কেবল আপন বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া প্রত্যেক জন পরবিষয়েও মনোযোগী হউক। যে কোন ২৫ দ্রব্য হাটে বিক্রীত হয়, মনের অনুরোধে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহা ভোজন কর; যেহেতুক "পৃ- ২৬ "থিবী ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তু পরমেশ্বরের।" আর ২৭ অবিশ্বাসি লোকদের মধ্যে কেহ যদি তোমাকে নিমন্ত্রণ করে, তাহাতে তুমি যদি যাইতে চাহ, তবে মনের অনুরোধে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া, যে কিছু সামগ্রী উপস্থিত করে, তাহাই ভোজন করিও। কিন্তু ২৮ 'এই সামগ্রী দেবতার প্রসাদ,' এমন কথা তোমাকে যদি কেহ বলে, তবে যে তোমাকে জানাইল, তাহার অনুরোধে এবং মনের অনুরোধে তাহা ভোজন করিও

না। ("পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তু পরমেশ্বরের।")
২৯ কিন্তু এই তোমার মনের অনুরোধ নয়, এ তাহার।
'ভোজন করিতে আমার যে অধিকার আছে, সে প-
৩০ রের মনের অধীন কেন হইবে? আমি যদি অনুগ্রহ
পাইয়া ভোজন করি, তবে যে বস্তুর নিমিত্তে ধন্য-
বাদ করি, তাহা ভোজন করাতে লোকেরা কেন
৩১ আমাকে দোষী করিবে?' তোমরা ভোজন পান প্র-
ভৃতি যে কোন কর্ম্ম কর, সে সকলি ঈশ্বরের ম-
৩২ হিমা প্রকাশের নিমিত্তে কর। তোমরা যিহূদীয়দের
কি অন্য দেশীয়দের কি ঈশ্বরের মণ্ডলীর কাহারও
৩৩ বিঘ্নস্বরূপ হইও না। কিন্তু আমি যেমন আপনার
হিত চেষ্টা না করিয়া অনেকের পরিত্রাণের নিমিত্তে
তাহাদের হিত চেষ্টা করিয়া সকল বিষয়ে সকলের
তুষ্টি জন্মাইতে যত্ন করি, এবং খ্রীষ্টের অনুকারী
হই, তেমনি তোমরাও আমার অনুকারী হও।

১১ অধ্যায়।

১ পুরুষের মস্তকের অনাচ্ছাদন ও স্ত্রীলোকদের মস্তক আচ্ছাদন করণের আবশ্যকতা ১৭ ও প্রভুর ভোজের বিষয়ে করিন্থীয়দের প্রতি অনুযোগ ২৩ ও কি রূপে ভোজন করিতে হয় তাহার নির্ণয় করণ ৩৩ ও তাহার বিষয়ে পৌলের উপদেশ।

১ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা সকল বিষয়েতে আমাকে
মনে করিয়া আমার দত্ত বিধি প্রতিপালন করিয়া
থাক, এই নিমিত্তে তোমাদের প্রশংসা করিতেছি।
২ তথাপি স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ পুরুষ, ও পুরুষের মস্তকস্ব-
৩ রূপ খ্রীষ্ট, এবং খ্রীষ্টের মস্তকস্বরূপ ঈশ্বর; এ কথা
৪ যে তোমরা জ্ঞাত হও, এই আমার বাঞ্ছা। আর পু-
রুষ আচ্ছাদিত মস্তকে প্রার্থনা করিলে কিম্বা উপদেশ

করিলে তাহার আপন মস্তকের অপমান করা হয়। এবং স্ত্রীজাতি অনাচ্ছাদিত মস্তকে প্রার্থনা করিলে ৫ কিম্বা উপদেশ করিলে তাহার আপন মস্তকের অপমান করা হয়, এবং সে তাহার আপন মস্তক মুণ্ডনের তুল্য হয়। স্ত্রীলোক যদি মস্তক আবৃত না ৬ করে, তবে মুণ্ডনও করুক; কিন্তু মস্তক মুণ্ডন করা কি ছিন্নকেশ হওয়া যদি স্ত্রীজাতির লজ্জার বিষয় হয়, তবে মস্তক আচ্ছাদিত করুক। পুরুষ ঈশ্বরের ৭ প্রতিমূর্ত্তি এবং তাঁহার গৌরবস্বরূপ প্রযুক্ত তাহার মস্তক ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য হয় না; কিন্তু স্ত্রী কেবল পুরুষের গৌরবস্বরূপা। কেননা স্ত্রীহইতে ৮ পুরুষের উৎপত্তি হয় নাই, কিন্তু পুরুষহইতে স্ত্রীলোকের উৎপত্তি হইয়াছিল; এবং স্ত্রীর প্রয়োজন ৯ নিমিত্তক পুরুষের সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু পুরুষের প্রয়োজন নিমিত্তক স্ত্রীর সৃষ্টি হইয়াছিল। এই ১০ জন্যে দূতগণের অনুরোধে স্ত্রীলোকের মস্তক আচ্ছাদিত করা কর্ত্তব্য। তথাপি প্রভুর বিধিতে স্ত্রী- ১১ তে পুরুষের অপেক্ষা আছে, এবং পুরুষেও স্ত্রীর অপেক্ষা আছে; কারণ যেমন পুরুষহইতে স্ত্রী হইয়া- ১২ ছিল, তেমনি স্ত্রীহইতেও পুরুষ হইয়া আসিতেছে; কিন্তু সকল বস্তুই ঈশ্বরহইতে। মস্তক আচ্ছাদিত ১৩ না করিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা স্ত্রীলোকের বিহিত কি না, তাহা আপনারাই বিবেচনা কর। পুরুষের দীর্ঘ কেশ হওয়া তাহার লজ্জার বিষয়, ই- ১৪ হা কি তোমরা স্বভাবতঃ শিক্ষিত নও? কিন্তু স্ত্রী- ১৫ লোকের আচ্ছাদনের জন্যে দীর্ঘ কেশ দত্ত হওয়াতে তাহা তাহার সমাদরের বিষয়। ইহাতে কেহ ১৬

যদি আপত্তি করে, তবে ঈশ্বরের মণ্ডলীদের ও আমাদের এই প্রকার ব্যবহার করা হয় না।

১৭ তোমরা একত্র হইলে হিত প্রাপ্ত না হইয়া অহিত প্রাপ্ত হও, ইহার নিমিত্তে আমি তোমাদিগকে প্রশং-
১৮ সা করি না। যেহেতুক প্রথমে মণ্ডলী একত্র হইলে তোমাদের পরস্পর ভিন্নভাব হয়, এ কথা আমি শুনি-
১৯ তেছি, তাহাতেও কিঞ্চিৎ বিশ্বাস হয়। কেননা তোমাদের যেং প্রকৃত লোক, তাহারা যেন প্রকাশিত হয়, ইহার জন্যে তোমাদের মধ্যে মতান্তর হওয়া আবশ্যক
২০ আছে। তোমরা যখন এক স্থানে একত্র হও, তৎকালে তোমরা যে প্রভুর ভোজ ভোজন কর, এমন
২১ নয়; কারণ ভোজন সময়ে তোমাদের কেহ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া ভোজন করে, তাহাতে কেহ বা
২২ ক্ষুধিত থাকে, ও কেহ বা পরিতৃপ্ত হয়। ভোজন পান করিতে কি তোমাদের গৃহ নাই? কিম্বা ঈশ্বরের মণ্ডলীকে তুচ্ছ বোধ করিয়া খাদ্যহীন লোকদিগকে কি লজ্জা দিতেছ? এই বিষয়ে কি কহিব? কি তোমাদের প্রশংসা করিব? তাহা করিতে পারি না।

২৩ আমি প্রভুহইতে প্রাপ্ত যে উপদেশ তোমাদিগকে দিয়াছি, তাহা এই; পরহস্তগত হওনের রাত্রিতে প্রভু
২৪ যীশু রুটী লইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া কহিলেন, 'ইহা লইয়া ভোজন কর; তোমাদের নিমিত্তে ভগ্ন আমার শরীরস্বরূপ এই রুটী; আমাকে
২৫ স্মরণ করিবার জন্যে ইহা ভোজন কর।' অপর ভোজন সাঙ্গ হইলে পর তিনি তদ্রূপ পানপাত্র লইয়া কহিলেন, 'আমার রক্তের দ্বারা স্থিরীকৃত নূতন নিয়মস্বরূপ এই পাত্র; তোমরা যত বার পান কর, তত

বার আমার স্মরণের জন্যে করিও।' যত বার তো- ২৬
মরা এ রুটী ভোজন কর এবং এই পাত্রে পান কর,
তত বার প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত তোমরা তাঁহার মৃত্যু
প্রকাশ করিতেছ। আর যে কেহ অযোগ্য রূপে প্র- ২৭
ভুর এই রুটী ভোজন করে কিম্বা এই পাত্রে পান
করে, সে প্রভুর শরীরের এবং রক্তের দায়ী হইবে।
এই জন্যে মনুষ্য অগ্রে আপনার পরীক্ষা করিয়া ২৮
পশ্চাৎ এ রুটী ভোজন করুক ও এ পাত্রে পান ক-
রুক। যে জন অযোগ্য রূপে ভোজন পান করে, ২৯
সে প্রভুর শরীরের বিষয়ে বিবেচনা না করাতে ভো-
জন পান করিয়া আপনার দণ্ড জন্মায়। এই জ- ৩০
ন্যে তোমাদের বিস্তর লোক দুর্ব্বল ও পীড়িত, এবং
অনেকে মহানিদ্রা প্রাপ্ত হয়। আমরা যদি আপ- ৩১
নাদের বিচার আপনারা করি, তবে দণ্ডপ্রাপ্ত হইব
না; কিন্তু জগজ্জনের সহিত দণ্ড প্রাপ্ত না হই, এই ৩২
অভিপ্রায়ে প্রভুকর্তৃক বিচারিত হইয়া আমরা এই-
ক্ষণে শাস্তি ভোগ করিতেছি।

হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা ভোজন করিতে এ- ৩৩
কত্র হইলে এক জন অন্যের অপেক্ষা কর। কেহ ৩৪
যদি ক্ষুধিত হয়, তবে সে আপন গৃহে ভোজন ক-
রুক; তাহাতে তোমাদের একত্র হওন দণ্ডের হেতু
হইবে না। তদ্ভিন্ন যেং অবশিষ্ট আছে, তোমাদের
নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার ব্যবস্থা করিব।

১২ অধ্যায়।

১ আত্মার বিবিধ প্রকার দানের বিবরণ ১২ ও শরীর পূরণার্থে যেমন নানা অঙ্গের প্রয়োজন তেমনি মণ্ডলী পূরণার্থে নানা দানের প্রয়োজন।

১ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা যে পবিত্র আত্মার দান বি-
২ ষয়ে অজ্ঞাত থাক, আমার এমন বাঞ্ছা নয়। অন্য-
দেশীয় যে তোমরা, তোমরা আপন ব্যবহার অনু-
সারে অবাক প্রতিমামোহিত ছিলা, ইহা তোমাদের
৩ স্মরণে আছে। এই জন্যে আমি তোমাদিগকে
এই কথা জানাইতেছি, ঈশ্বরের আত্মাদ্বারা কথা ক-
হিয়া কেহ যীশুকে শাপগ্রস্ত করিয়া বলে না; এবং
পবিত্র আত্মার আবির্ভাব ব্যতিরেকে কেহ যীশুকে
৪ প্রভু করিয়া কহিতে পারে না। আত্মার দান বি-
৫ বিধ প্রকার, কিন্তু আত্মা এক; এবং সেবা নানা
৬ প্রকার, কিন্তু প্রভু এক। এবং সকলেতে সর্ব্বসাধন-
কর্ত্তা যে ঈশ্বর, তাঁহার কর্ম্ম নানাবিধ, কিন্তু ঈশ্বর
৭ এক। হিতের জন্যে প্রত্যেক জনকেই সেই আ-
৮ ত্মার প্রকাশিত গুণ দত্ত হয়। তাহাতে সেই এক
আত্মাদ্বারা কাহাকে বা জ্ঞানের কথা, এবং সেই
৯ আত্মাদ্বারা কাহাকে বা বিদ্যার কথা; এবং সেই
আত্মাদ্বারা কাহাকে বা বিশ্বাস দেওয়া যায়, এবং
১০ সেই আত্মাদ্বারা কাহাকে বা সুস্থ করণের শক্তি, এবং
কাহাকে বা আশ্চর্য্য ক্রিয়া করণের শক্তি, এবং কা-
হাকে বা ভবিষ্যদ্বাক্য কহনের শক্তি, এবং এক জন-
কে বা পরের মন জানিবার শক্তি, ও আর এক
জনকে বা নানাদেশীয় ভাষা কহিবার শক্তি, এবং
অন্য জনকে বা ভাষার অর্থ কহিবার শক্তি প্রদান
১১ করা যায়। এই প্রকারে এক অদ্বিতীয় আত্মা স্বে-
চ্ছানুসারে প্রতি জনকে অংশক্রমে শক্তি প্রদান ক-
রিয়া এই সকল কর্ম্ম আপনি সাধিতেছেন।

যেমত শরীর এক, কিন্তু তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অ- ১২
নেক, এবং শরীরের অঙ্গ অনেক হইলেও শরীর এক,
তদ্রূপ খ্রীষ্ট। যেহেতুক আমরা যিহূদীয় হই কি ১৩
অন্যদেশীয় হই, দাসত্বে থাকি কি মুক্ত থাকি, এক
আত্মার দ্বারা এক শরীরে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, এবং
এক আত্মা ভুক্ত হইয়াছি। শরীর এক অঙ্গ নয়, ১৪
কিন্তু অনেক অঙ্গ; তাহাতে চরণ যদি বলে, আমি ১৫
হস্ত নহি, এই জন্যে শরীরের একাংশও নহি, তবে ঐ
প্রযুক্ত সে কি শরীরের অংশ হইবে না? আর কর্ণ ১৬
যদি বলে, আমি চক্ষুঃ নহি, এই জন্যে শরীরের এ-
কাংশও নহি, তবে ঐ প্রযুক্ত কি কর্ণ শরীরের অংশ
হইবে না। আর তাবৎ শরীরই যদি চক্ষুর্ময় হয়, ১৭
তবে শ্রবণ কোথায় থাকে? এবং সর্ব্ব শরীর যদি
শ্রবণময় হয়; তবে ঘ্রাণ কোথায় থাকে? কিন্তু এখন ১৮
ঈশ্বর আপন ইচ্ছানুসারে শরীরের মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ
স্থাপন করিয়াছেন। নতুবা যদি কেবল একাঙ্গ হইত, ১৯
তবে শরীর কোথায়? এই জন্যে বহু অঙ্গময় এক- ২০
টি শরীর আছে। অতএব তোমাতে আমার প্রয়ো- ২১
জন নাই, চক্ষুঃ হস্তকে এমন কথা বলিতে পারে না;
আর তোমাতে আমার আবশ্যকতা নাই, মস্তক চরণ-
কে এমন কথা কহিতে পারে না। বরঞ্চ শরীরের ২২
মধ্যে যে২ অঙ্গ দুর্ব্বল দৃষ্ট হয়, ঐ সকল অঙ্গেরও
প্রয়োজন আছে। এবং শরীরের মধ্যে যে অঙ্গ ২৩
কুৎসিত, সেই অঙ্গকে আমরা আরও অধিক শো-
ভাযুক্ত করি; তাহাতে সেই কুদৃশ্য অঙ্গও সুদৃশ্য
হইয়া উঠে। যে অঙ্গ নিজে সুদৃশ্য, তাহাকে শো- ২৪
ভাযুক্ত করিতে আমাদের প্রয়োজন নাই। অতএব ২৫

শরীরের মধ্যে যেন ভিন্নভাব না হয়, এবং প্রত্যেক অঙ্গ যেন সমানরূপে পরস্পর উপকারী হয়, এই আশয়ে ঈশ্বর আদরহীন অঙ্গকে আদর দিয়া সুন্দর
২৬ রূপে সমুদয় শরীর রচনা করিয়াছেন। তাহাতে যদি একাঙ্গ দুঃখী হয়, তবে তাবৎ অঙ্গই দুঃখী হয়; এবং একাঙ্গ যদি আদরপ্রাপ্ত হয়, তবে সে সকল
২৭ অঙ্গের আহ্লাদ জন্মে। তোমরা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হই-
২৮ য়া খ্রীষ্টের শরীরস্বরূপ হইয়াছ। তাহাতে প্রথমে প্রেরিতগণ, দ্বিতীয়ে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, তৃতীয়ে উপদেশক, চতুর্থে আশ্চর্য্যক্রিয়াকারক, তদ্ভিন্ন আরোগ্যকারক, ও উপকারক, ও শাসনকর্ত্তা, এবং নানাভাষাবাদী, এই সকলকে ঈশ্বর নিজ মণ্ডলীতে স্থাপিত করিয়াছেন।
২৯ ইহাদের সকলেই কি প্রেরিত? ও সকলেই কি ভবি-
৩০ ষ্যদ্বক্তা? ও সকলেই কি উপদেশক? ও সকলেই কি আশ্চর্য্যক্রিয়াকারক? ও সকলেই কি আরোগ্যকারক? ও সকলেই কি নানাভাষাবাদী? ও সকলেই কি
৩১ ভাষার্থবাদক? অতএব তোমরা শ্রেষ্ঠ দান প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা কর; কিন্তু আর এক শ্রেষ্ঠ পথ তোমাদিগকে দেখাইতেছি।

১৩ অধ্যায়।

১ তাবৎ পারমার্থিক দান ও গুণ অপেক্ষা প্রেম দানের উত্তমতা ৪ ও তাহার ফলের বিবরণ এবং প্রত্যয় ও প্রত্যাশাহইতে প্রেমের শ্রেষ্ঠতা।

১ মনুষ্যদের কিম্বা স্বর্গীয় দূতগণের ভাষা কহিতে পারিলেও যদি আমার প্রেম না থাকে, তবে আমি কেবল শব্দকারক ভেরী ও কাংস্য করতালীস্ব-
২ রূপ হই। আর যদ্যপি ভবিষ্যদ্বাক্যে এবং সর্ব্ব-

প্রকার নিগূঢ় কথাতে ও সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাতে পারদর্শী হই, এবং যাহাতে পর্ব্বতকে স্থানান্তর করিতে পারি, এমন বিশ্বাসও আমার হয়, তথাপি প্রেম না থাকিলে আমি নগণ্যের মধ্যে হই। আর যদ্যপি দরিদ্র লো- ৩ কদের জন্যে সর্ব্বস্ব দান করি, এবং আপন শরীরকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে দি, তথাপি প্রেম না থাকিলে আমার কোন ফল নাই।

প্রেম চিরসহিষ্ণু ও হিতদায়ক; প্রেম পরদ্বেষী নয়; ৪ প্রেম আত্মশ্লাঘা কি অহঙ্কার করে না, এবং অবি- ৫ হিত ব্যবহার করে না, ও আত্মচেষ্টা করে না, ও হঠাৎ ক্রোধী নয়, ও পরের মন্দ চিন্তাও করে না; পাপ বিষয়ে আমোদ না করিয়া সত্য বিষয়ে আমোদ ৬ করে; ও সর্ব্ব বিষয়ে ক্ষমা করে, ও সর্ব্ব বিষয়ে ৭ প্রত্যয় করে, ও সর্ব্ব বিষয়ে প্রত্যাশা করে, এবং সর্ব্ব বিষয়ে সহ্য করে। যদি ভবিষ্যদ্বাক্য থাকে, তবে ৮ তাহার লোপ হইবে; এবং যদি নানা ভাষা থাকে, তবে তাহার নিবৃত্তি হইবে; এবং যদি বিদ্যা থাকে, তবে তাহারও লোপ হইবে; কিন্তু প্রেমের লোপ কদাচ হইবে না। আমাদের জ্ঞানের ত্রুটি আছে, ৯ ও ভবিষ্যদ্বাক্যেরও ত্রুটি আছে; কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞা- ১০ নাদি উপস্থিত হইলে ত্রুটি থাকিবে না। যখন বা- ১১ লক ছিলাম, তখন বালকের ন্যায় কথা কহিলাম, ও বালকের ন্যায় বুঝিলাম, এবং বালকের ন্যায় তর্কও করিলাম; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সে সকল বালকত্ব পরিত্যাগ করিলাম। এখন আমরা অভ্র দিয়া অ- ১২ স্পষ্ট রূপে দেখিতেছি, কিন্তু তৎকালে সম্মুখস্থের ন্যায় দেখিব; আর এখন আমার জ্ঞানের ত্রুটি আছে,

কিন্তু তৎকালে আমি আপনি যেমন পরিচিত, তেমনি
১৩ পরিচয় পাইব। এখন প্রত্যয় ও প্রত্যাশা ও প্রেম,
এই তিন আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ।

১৪ অধ্যায়।

১ নানা ভাষা কহনের অপেক্ষা উপদেশ দানের শ্রেষ্ঠতা ৬ ও উপদেশ দিয়া লোকদিগকে বুঝাইবার আবশ্যকতা ২০ ও বুঝাওনের ফল ২৬ ও উপদেশ ও ভাষা কহনের বিষয়ে পৌলের কথা ৩৪ ও মণ্ডলীতে স্ত্রীলোকদের উপদেশ দেওনের নিষেধ ৩৬ ও পৌলের শাসনবাক্য।

১ প্রেমের অনুষ্ঠান করিয়া পবিত্র আত্মার সকল দান,
২ বিশেষতঃ উপদেশ দিবার ক্ষমতা চেষ্টা কর। যে
জন পরভাষা কহে, সে মানুষের উদ্দেশে না কহিয়া
ঈশ্বরের উদ্দেশে কহে; কারণ আত্মার আবেশে নিগূঢ়
৩ কথা কহিলেও তাহা কাহারো বোধগম্য হয় না; কিন্তু
যে কেহ উপদেশ দেয়, সে মনুষ্যদিগের নিষ্ঠা ও হি-
৪ তোপদেশ ও সান্ত্বনার নিমিত্তে কথা কহে। যে জন
পরভাষাতে কহে, সে আপনার নিষ্ঠা জন্মায়; কিন্তু
৫ যে উপদেশ দেয়, সে মণ্ডলীর নিষ্ঠা জন্মায়। অত-
এব তোমরা সকলে যে পরভাষা কহিতে পার, এ
আমার বাঞ্ছা; কিন্তু যে উপদেশ দিতে পার, ইহা-
তে আমার অধিক বাঞ্ছা; কেননা পরভাষাবক্তা যদি
মণ্ডলীর নিষ্ঠা জন্মাইবার নিমিত্তে ভাবার্থ বুঝাইয়া না
দেয়, তবে তাহাহইতে উপদেশকর্ত্তা শ্রেষ্ঠ বটে।
৬ হে ভ্রাতৃগণ, এখন তোমাদের নিকটে গিয়া প্রকা-
শিত বাক্য কি বিদ্যার কথা কি উপদেশ কি শিক্ষা,
এই সকল সম্বলিত কথা না কহিয়া যদি কেবল পর-
ভাষা কহি, তবে তোমাদের কি লাভ হইতে পারে?

আর নির্জীব বস্তুর মধ্যে শব্দকারী বাঁশী হউক কি ৭ বীণা হউক, তাল মান না রাখিয়া যদি বাজে, তবে কিসের বাদ্য ও কিসের গান হইতেছে, তাহা কে বুঝিতে পারে? আর তূরীর শব্দ যদি অস্পষ্ট হয়, ৮ তবে যুদ্ধ করিতে কে সুসজ্জ হইবে? তেমনি জিহ্বার ৯ দ্বারা লোকদের বোধগম্য হয়, এমন কথা যদি না বল, তবে কি কহিতেছ, তাহা কে বুঝিতে পারিবে? বরঞ্চ তোমাদের কথা আকাশকে বলার ন্যায় হইবে। জগতের মধ্যে নিতান্ত অনেক প্রকার ভাষা আছে, ১০ এবং কোন ভাষা অর্থরহিত নয়। কিন্তু আমি যদি ১১ সে ভাষার অর্থ বুঝিতে না পারি, তবে যে জন কহে, সে আমাকে ম্লেচ্ছ জ্ঞান করিবে, এবং সে আমার কাছে ম্লেচ্ছের ন্যায় হইবে। আর তোমরা ১২ যদি পবিত্র আত্মার দানের চেষ্টা করিয়া থাক, তবে যে দানেতে মণ্ডলীর নিষ্ঠা হয়, তাহা প্রচুরৰূপে পাইতে চেষ্টা কর। অতএব যে জন পরভাষা কহে, ১৩ সে যেন অর্থ বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হয়, এই প্রার্থনা করুক। যদি পরভাষাতে প্রার্থনা করি, তাহাতে ১৪ আমার মন প্রার্থনা করে, কিন্তু আমার বুঝাইবার শক্তি নিষ্ফল হয়। আর কি বলিব? না, আমি মনে ১৫ বুঝিয়া প্রার্থনা করিব, ও তাহার অর্থ বুঝাইয়া প্রার্থনা করিব; আর মনে বুঝিয়া গান করিব, ও অর্থ বুঝাইয়া গান করিব। নতুবা তুমি যখন আপন ১৬ মনে বুঝিয়া ধন্যবাদ করিবা, তখন উপস্থিত অশিক্ষিত ব্যক্তি তোমার কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া তোমার ধন্যবাদে কি ৰূপে সায় দিতে পারে? তুমি ভাল ৰূপে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছ বটে, ১৭

১৮ তথাপি তাহাতে পরের নিষ্ঠা হয় না। তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা আমি অনেক পরভাষা কহিয়া ঈশ্বরের
১৯ ধন্যবাদ করিতেছি; কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে অন্য ভাষার দ্বারা দশ সহস্র কথা কহা অপেক্ষায় বরঞ্চ যাহাতে পরের উপদেশ হয়, এমন তাহাদের বোধগম্য পাঁচটা কথা কহা আমি ভাল বাসি।

২০ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা বুদ্ধিতে বালকগণের ন্যায় হইও না, বরঞ্চ পরের হিংসাতে শিশুগণের মত হই-
২১ য়া বুদ্ধিতে বয়ঃপ্রাপ্তের ন্যায় হও। শাস্ত্রে লিপি আছে, "পরমেশ্বর কহিতেছেন, আমি পরকীয় ভাষার "এবং বিদেশিদের ওষ্ঠের দ্বারা এই লোকদের সহিত "কথোপকথন করিব, তথাচ তাহারা আমার কথাতে
২২ "মনোযোগ করিবে না।" অতএব ঐ যে পরভাষা কহা, তাহা অবিশ্বাসিদের নিমিত্তেই চিহ্নস্বরূপ হয়, কিন্তু বিশ্বাসিদের কারণ নহে; আর উপদেশ দেওয়া অবিশ্বাসিদের জন্যে নয়, কিন্তু বিশ্বাসিদের জন্যে।
২৩ সমুদয় মণ্ডলী যদি এক স্থানে একত্র হইয়া প্রত্যেকে ভিন্ন২ ভাষা কহে, তবে সে সভার মধ্যে কোন অশিক্ষিত কি অবিশ্বাসি লোক আসিয়া কি তোমাদিগ-
২৪ কে উন্মত্ত বলিবে না? কিন্তু সকলে যখন উপদেশ দেয়, তৎকালে যদি এক জন অবিশ্বাসী কি অশিক্ষিত আইসে, তবে তাবৎ লোকদ্বারা প্রবুদ্ধ ও দূষিত হই-
২৫ য়া তাহার মনের গুপ্ত কথা সকলি ব্যক্ত হওয়াতে সে অধোমুখে পড়িয়া ঈশ্বরের ভজনা করিয়া, নিতান্ত ঈশ্বর তোমাদেরই মধ্যে আছেন, এই কথা কহিবে।

২৬ হে ভ্রাতৃগণ, আর কি বলিব? যে সময়ে তোমরা একত্র হও, তৎকালে তোমাদের মধ্যে কাহারো গীত

আছে, ও কাহারো উপদেশ কথা আছে, ও কাহারো পরভাষা আছে, ও কাহারো ভবিষ্যদ্বাক্য আছে, ও কাহারো অর্থদায়ক কথা আছে; সকলই নিষ্ঠার নিমিত্তে হউক। যদি কেহ ভাষান্তর কহিতে চাহে, তবে ২৭ দুই তিন লোকের অধিক না কহিয়া ক্রমে২ বলিবে, আর এক জন তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিবে। কিন্তু ২৮ অর্থ প্রকাশক কেহ যদি বিদ্যমান না থাকে, তবে সে মণ্ডলীতে নীরব হইয়া থাকিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে আপন মনে আপনার কথা বলুক। আর দুই কিম্বা ২৯ তিন জন উপদেশক এক২ উপদেশ কথা বলুক, অন্যেরা তদ্বিষয়ে বিবেচনা করুক। কিন্তু উপবিষ্ট ৩০ কোন ব্যক্তির প্রতি যদি কোন কথা প্রকাশিত হয়, তবে প্রথম ব্যক্তির কথার শেষ হউক। সকলের- ৩১ ই শিক্ষা ও সান্ত্বনা প্রাপ্তির নিমিত্তে এক২ করিয়া তোমরা সকলেই উপদেশ দিতে পার। উপদেশ- ৩২ কর্ত্তাদের মন আপনাদের অধীন হয়। আর পবিত্র ৩৩ লোকদের সকল মণ্ডলীতে ঈশ্বর বিরোধজনক না হইয়া শান্তিজনক হন।

আর তোমাদের স্ত্রীলোকেরা মণ্ডলীতে নীরব হই- ৩৪ য়া থাকুক, কথা প্রচার করা তাহাদের নিষিদ্ধ; তাহারা শাস্ত্রানুসারে অধীনা হইয়া থাকুক। কিন্তু যদি ৩৫ তাহাদের কিছু জিজ্ঞাস্য হয়, তবে বাটীতে নিজ২ স্বামিকে জিজ্ঞাসা করুক; যেহেতুক মণ্ডলীর মধ্যে কথা কহা স্ত্রীলোকদের অনুচিত হয়।

ঈশ্বরের কথা কি তোমাদের হইতে নির্গত হই- ৩৬ য়াছে? কি কেবল তোমাদেরই নিকটে প্রকাশিত হইয়াছে? তোমাদের কেহ যদি আপনাকে উপদেশক ৩৭

কি পারমার্থিক করিয়া মানে, তবে তোমাদের প্রতি যে কথা লিখিয়াছি, তাহা যে প্রভুর আজ্ঞা, ইহা
৩৮ স্বীকার করুক। কিন্তু কেহ যদি অজ্ঞান হয়, তবে
৩৯ সে অজ্ঞান হইয়া থাকুক। হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা উপদেশ দিতে প্রয়াস কর, কিন্তু পরভাষা কহিতে
৪০ কাহাকেও নিষেধ করিও না। বিহিত ও সুশৃঙ্খলরূপে সকল কর্ম্ম কর।

১৫ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের উত্থানের কথা ১২ ও উত্থানের অস্বীকারকারিদের প্রতি অনুযোগ ২০ ও খ্রীষ্টের উত্থানদ্বারা তাঁহার লোকদের উত্থানের স্থির হওন ২৯ ও উত্থান না হইলে ধর্ম্মের নিষ্ফলতা ৩৫ ও উত্থানে শরীরের বিশেষ হওন ৪২ ও কি রূপে উত্থান হইবে তাহার নির্ণয় ৫০ ও শেষদিনের বিবরণ।

১ হে ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের নিকটে যে সুসমাচার প্রচার কলিাম, ও যাহা তোমরা গ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্মপথে স্থিতি করিতেছ, তাহা পুনর্ব্বার তোমাদিগকে
২ জ্ঞাত করিতেছি। আমার সেই প্রকাশিত কথা যদি তোমাদের স্মরণে থাকে, এবং তোমাদের বিশ্বাস্ যদি মিথ্যা না হয়, তবে তাহাতে তোমরা ত্রাণের পাত্র।
৩ ফলতঃ আমি যে২ উপদেশ পাইয়াছি, তাহার এই প্রধান উপদেশ তোমাদিগকে সমর্পণ করিলাম; খ্রীষ্ট শাস্ত্রের লিখনানুসারে আমাদের পাপমোচনের জন্যে
৪ প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং কবরস্থ হইলে পর শাস্ত্রের
৫ লিখনানুসারে তৃতীয় দিবসে উত্থান করিলেন; এবং প্রথমে কৈফার কাছে, তাহার পর দ্বাদশ শিষ্যের
৬ কাছে দর্শন দিলেন; তাহার পর কোন সময়ে একত্রীকৃত পাঁচ শত ভ্রাতার অধিক লোকের নিকটেও

দর্শন দিলেন; তাহাদের মধ্যে কেহ২ মহানিদ্রিত আ-
ছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।
তদনন্তর যাকূবকে, পরে সমস্ত প্রেরিতকে দর্শন দি- ৭
লেন; সকলের শেষে অকালজাতের ন্যায় যে আ- ৮
মি, আমার সহিতও সাক্ষাৎ করিলেন। আমি ঈশ্ব- ৯
রের মণ্ডলীর প্রতি দৌরাত্ম্য ব্যবহার করাতে প্রেরিত
লোকদের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র, ও প্রেরিত নাম ধরণের
যোগ্য নহি। কিন্তু আমি যে পদে আছি, তাহাতে ১০
কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে আছি; এবং আমার
প্রতি দত্ত যে তাঁহার অনুগ্রহ, সে নিষ্ফল হয় নাই,
কেননা আমি সকল প্রেরিতের অপেক্ষায় অধিক
শ্রম করিয়া আসিতেছি; কিন্তু ঐ শ্রম যে আমি
করিয়াছি তাহনয়; আমার সহকারি ঈশ্বরের যে
অনুগ্রহ, সে করিয়াছে। অতএব আমার দ্বারা হউক ১১
কিম্বা তাহাদের দ্বারাই হউক, আমাদের দ্বারা এ-
মন কথা প্রচারিত হইয়া থাকে, এবং তোমরা এমন
কথাতে বিশ্বাস করিয়াছ।

'খ্রীষ্ট কবরহইতে উত্থান করিয়াছেন,' যদি এ সং- ১২
বাদের প্রচার হইয়া থাকে, তবে 'মৃত লোকদের
উত্থান হইবে না,' তোমাদের মধ্যে কেহ২ এমন ক-
থা বলে কেন? যদি মৃত লোকদের উত্থান না হয়, ১৩
তবে খ্রীষ্টের উত্থানও হয় নাই; এবং খ্রীষ্টের উ- ১৪
ত্থান যদি না হইয়া থাকে, তবে আমাদের প্রচারিত
কথা মিথ্যা, এবং তোমাদের বিশ্বাসও মিথ্যা। আর ১৫
আমরাও ঈশ্বরের মিথ্যা সাক্ষী হইয়া উঠিয়াছি;
কারণ মৃত লোকদের উত্থান যদি না হয়, তবে যাঁ-
হাকে ঈশ্বর না উঠাইয়াছেন, সেই খ্রীষ্টকে উঠাই-

য়াছেন, এই কথা কহিয়া আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে
১৬ সাক্ষ্য দিলাম। মৃত লোকদের উত্থান যদি না হয়,
১৭ তবে খ্রীষ্টেরও উত্থান হয় নাই। এবং যদি খ্রীষ্টের
উত্থান না হইয়া থাকে, তবে তোমাদের বিশ্বাসও
১৮ মিথ্যা, তোমরাও এখন পর্য্যন্ত পাপগ্রস্ত আছ; এবং
যাহারা খ্রীষ্টের আশ্রিত হইয়া মহানিদ্রা প্রাপ্ত হই-
১৯ য়াছে, তাহারা বিনষ্ট হইয়াছে। খ্রীষ্টের প্রতি আ-
মাদের প্রত্যাশা যদি কেবল ইহকালে হয়, তবে আ-
মরা তাবৎ মনুষ্যহইতে দুর্ভাগ্য।

২০ এখন খ্রীষ্ট কবরহইতে উত্থান করাতে মহানিদ্রা-
২১ প্রাপ্ত লোকদের প্রথমজাত ফলস্বরূপ হইয়াছেন। যে-
মন মনুষ্যদ্বারা মৃত্যুর সঞ্চার হইয়াছে, তেমন মনুষ্য-
দ্বারা মৃত লোকদের উত্থানের সঞ্চারও হইয়াছে।
২২ আদমদ্বারা যেমন সকলে মৃত্যুর অধীন হইয়াছে, তে-
২৩ মনি খ্রীষ্টদ্বারা সকলেই সজীব হইয়া উঠিবে। কিন্তু
প্রত্যেক জন আপন২ দলে উঠে; প্রথমে প্রথমজাত
ফলস্বরূপ খ্রীষ্ট, দ্বিতীয়ে তাঁহার আগমন সময়ে সমু-
২৪ দয় খ্রীষ্টের আশ্রিত লোক। এই প্রকারে তিনি তা-
বৎ শাসন ও কর্তৃত্ব ও পরাক্রম বশীভূত করিলে পর
যে সময়ে আপন পিতা ঈশ্বরের নিকটে রাজ্য স-
২৫ মর্পণ করিবেন, সেই দিন শেষদিন হইবে। কিন্তু
যাবৎ খ্রীষ্ট সমুদয় শত্রুকে আপন পদতলে দলিত
২৬ না করিবেন, ও শেষশত্রু যে মৃত্যু সে যাবৎ বিনষ্ট না
২৭ হইবে, তাবৎ তাঁহাকে রাজত্ব করিতে হইবে। কে-
ননা ঈশ্বর সকলি তাঁহার পদতলে রাখিলেন। কিন্তু
'তাঁহার পদতলে সকলি রাখিলেন,' এই কথাতে যিনি
সকলি তাঁহার অধীন করিলেন, তিনি স্বয়ং তাহার

মধ্যে গণিত নহেন, ইহা স্পষ্ট বোধ হয়। এবং ২৮ সকলি তাঁহার অধীন হইলে পর যিনি যে পুত্রের বশে তাবৎকে রাখিলেন, সেই পুত্রও আপনি তাঁহার অধীন হইবেন, তাহাতে ঈশ্বর সর্ব্বে সর্ব্বা হইবেন।

আর যদি মৃত লোকদের উত্থান না হয়, তবে ২৯ যাহারা মৃত লোকদের পক্ষে বাপ্তাইজিত হয়, তাহারা কি পাইবে? এবং মৃতদের পক্ষে কেন বাপ্তাইজিত হয়? আর আমরা বা দণ্ডেং প্রাণসংশয়াপন্ন ৩০ হই কেন? আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে তোমাদের ৩১ নিমিত্তে আমার যে আনন্দ, তদ্দ্বারা দিব্য করিয়া কহিতেছি, আমি দিনে২ মৃত্যুমুখগত হই। ইফিষ ৩২ নগরে মনুষ্যদের রীত্যনুসারে বন্য পশুদের সহিত যে যুদ্ধ করিয়াছি, তাহাতে আমার লাভ কি? যদি মৃত লোকদের উত্থান না হয়, তবে "আইস, আমরা "ভোজন পান করি, কেননা কল্য মরিব।" ভ্রান্ত ৩৩ হইও না; কুসংসর্গেতে সদাচার বিনষ্ট হয়। পাপের ৩৪ প্রতি পরাঙ্মুখ হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ে সচৈতন্য হইয়া থাক; কেননা তোমাদের কাহারো২ ঈশ্বরের বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান নাই, এই যে কথা কহি, সে তোমাদিগের লজ্জার বিষয়।

আর কেহ এমন কথা জিজ্ঞাসা করিবে, মৃত লো- ৩৫ কদের উত্থান কি প্রকারে হইবে? তাহারা বা কি প্রকার অবয়ব বিশিষ্ট হইয়া উঠিবে? হে অবোধ ৩৬ ব্যক্তি, তুমি যে বীজ বপন কর, তাহা না মরিলে অঙ্কুর বাহির হয় না। আর যে অবয়ব নির্গত হ- ৩৭ ইবে, তাহা তুমি বপন কর না; গোম হউক কি অন্য কোন প্রকার বীজ হউক, কেবল বীজমাত্র বপন

৩৮ করিয়া থাক; তাহাতে ঈশ্বর আপন ইচ্ছানুসারে বীজহইতে অবয়ব উৎপন্ন করেন, অর্থাৎ ঐ প্রত্যেক
৩৯ বীজহইতে বিশেষ২ অবয়ব উৎপন্ন করেন। অপর সকল শরীর এক প্রকার নয়; মনুষ্য কি পশু কি
৪০ পক্ষী কি মৎস্য, প্রত্যেকেরই পৃথক২ শরীর। আর আকাশস্থ বস্তু ও পৃথিবীস্থ বস্তুও আছে; কিন্তু পৃথিবীস্থ বস্তুর এক প্রকার তেজঃ, ও আকাশস্থ বস্তুর
৪১ অন্য প্রকার তেজঃ; অর্থাৎ সূর্য্যের এক প্রকার তেজঃ, ও চন্দ্রের আর এক প্রকার তেজঃ, ও নক্ষত্রগণের অন্য প্রকার তেজঃ; বিশেষতঃ নক্ষত্রগণের মধ্যেও তেজের তারতম্য আছে। এই রূপে মৃত লোকদের উত্থানও হইবে।

৪২ নশ্বর শরীর বপন করা যায়, কিন্তু তাহাহইতে
৪৩ অনশ্বর শরীর উত্থিত হইবে; এবং অপমানিত হইয়া উপ্ত হয়, কিন্তু গৌরবান্বিত হইয়া উত্থিত হইবে; ও দুর্ব্বল হইয়া উপ্ত হয়, কিন্তু বলবান হইয়া উত্থিত
৪৪ হইবে; এবং পার্থিব শরীর উপ্ত হয়, কিন্তু স্বর্গীয় শরীর উত্থিত হইবে। পার্থিব ও স্বর্গীয়, এই দুই
৪৫ প্রকার শরীর হয়; তাহাতে এই রূপ লিখিত আছে, "প্রথম মানুষ আদম সজীব প্রাণী," কিন্তু শেষ
৪৬ আদম (অর্থাৎ খ্রীষ্ট) জীবনদায়ক আত্মা। প্রথমে স্বর্গীয় ব্যক্তি নয়, কিন্তু পার্থিব ব্যক্তি; তৎপশ্চাৎ
৪৭ স্বর্গীয় ব্যক্তি। প্রথম মানুষ পৃথিবীহইতে জাত হইয়া পার্থিব ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গহইতে
৪৮ আগত হইয়া প্রভু হইয়াছেন। অতএব পার্থিব ব্যক্তিহইতে জাত যে সকল মনুষ্য, তাহারাও তদ্রূপ পার্থিব; এবং স্বর্গীয় ব্যক্তিহইতে উৎপন্ন যত লোক,

তাহারা তদ্রূপ স্বর্গীয় হইবে। আমরা যেমন পার্থিব ৪৯ মনুষ্যের আকার বিশিষ্ট আছি, তেমনি স্বর্গীয় ব্যক্তির আকার বিশিষ্ট হইব।

হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে যথার্থ বলিতেছি, রক্ত- ৫০ মাংস বিশিষ্ট শরীর কখনো ঈশ্বররাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারে না; যেহেতুক অনশ্বরতাতে নশ্বরতার অধিকার কখনো হয় না। দেখ, আমি তোমাদের নিকটে এক ৫১ নিগূঢ় কথা প্রকাশ করি; তাবৎ মনুষ্য মহানিদ্রাগ্রস্ত হইবে না, কিন্তু শেষদিনে যে সময়ে তূরীবাদ্যের শব্দ ৫২ হইবে, তৎকালে এক বিপল, বরং এক নিমিষের মধ্যে সকলে রূপান্তর হইবে; কেননা তূরী বাজিবে, এবং কবরস্থ মৃত লোকেরা অক্ষয় হইয়া উঠিবে, আর সকলে রূপান্তর হইবে। যেহেতুক এই নশ্বর শরীরকে ৫৩ অনশ্বরতারূপ বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে, অর্থাৎ এই মর্ত্ত্য শরীরকে অমরত্বরূপ বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে। অতএব এই নশ্বর শরীর অনশ্বরতারূপ বস্ত্র পরিধান ৫৪ করিলে, অর্থাৎ এই মর্ত্ত্য শরীর অমরত্বরূপ বস্ত্র পরিধান করিলে, এই যে কথা লিখিত আছে, তাহা প্রত্যক্ষ হইবে; যথা, "জয় মৃত্যুকে গ্রাস করিবে। "হে মৃত্যো, তোমার হুল কোথায়? হে পরলোক, ৫৫ "তোমার জয় কোথায়?" মৃত্যুর হুল পাপ, ও পা- ৫৬ পের বল ব্যবস্থা; কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রী- ৫৭ ষ্টদ্বারা যে ঈশ্বর আমাদিগকে জয়যুক্ত করেন, তাঁহারই ধন্যবাদ হউক। অতএব হে আমার প্রিয় ৫৮ ভ্রাতৃগণ, প্রভুর সেবাতে তোমাদের পরিশ্রম বিফল হইবে না, ইহা জানিয়া তোমরা প্রভুর কর্ম্মেতে সুস্থির ও নিশ্চল হইয়া সর্ব্বদা অতি যত্নবান থাক।

১৬ অধ্যায়।

১ দান করিতে পৌলের উপদেশ ১০ ও তীমথিয় ও আপল্লোর বিষয়ে পৌলের কথা ১৫ ও স্তিফান প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ বিষয়ে তাহার কথা ১৯ ও নমস্কার প্রেরণ ও সমাপ্তির কথা।

১ পবিত্র লোকদের নিমিত্তে চাঁদার বিষয়ে গলাতীয় দেশস্থ মণ্ডলী সকলের প্রতি যে আজ্ঞা দিয়াছি, তদ-
২ নুসারে তোমরাও কর; অর্থাৎ আমার উপস্থিত হওন সময়ে যেন চাঁদা না হয়, এই নিমিত্তে তোমরা প্রত্যেক জন আপন২ লাভানুসারে ধন সঞ্চয় করিয়া সপ্তাহের প্রথম দিনে আপনাদের নিকটে কিছু২ রাখ।
৩ আর আমার উপস্থিত হওন সময়ে তোমরা যাহাদিগকে বিশ্বাস্য জ্ঞান করিবা, তাহাদিগকে পত্র দিয়া আমি তাহাদের দ্বারা তোমাদের সেই দান যিরূশা-
৪ লমে পাঠাইয়া দিব। কিন্তু যদি তথায় আমার গমন উপযুক্ত হয়, তবে তাহারা আমার সঙ্গে যাইবে।
৫ মাকিদনিয়া দেশ দিয়া আমাকে যাইতে হইবে; আর ঐ দেশ দিয়া গমনের পর তোমাদিগের নিকটে যা-
৬ ইব। এবং কিছু দিন বিলম্ব করিয়া হয় তো শীতকালের শেষ পর্য্যন্ত তোমাদের নিকটে থাকিব; পরে তোমাদের অনুবর্জ্জন পাইয়া আমার যে স্থানে গন্তব্য,
৭ সেই স্থানে যাত্রা করিব। কেননা পথের মধ্যে যে তোমাদের সহিত কেবল এক বার সাক্ষাৎ করিয়া যাই, আমার এমন বাঞ্ছা নয়; কিন্তু প্রভু যদি অনুমতি দেন, তবে তোমাদের সহিত কিছু দিন বাস
৮ করিতে আমার বাসনা আছে। তথাপি নিস্তারপর্ব্বের
৯ পঞ্চাশ দিন পর্য্যন্ত আমি ইফিষ নগরে থাকিব; যে-

হেতুক অনেক প্রতিবন্ধক থাকিলেও কার্য্যসাধক বৃহৎ দ্বার মুক্ত হইয়াছে।

১০ তীমথিয় যদি তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয়, তবে যাহাতে সে নির্ভয়ে থাকে, ইহাতে মনোযোগ করিও; কেননা আমি যেমন তেমনি সেও প্রভুর কর্ম্মে যত্নবান আছে। ১১ কেহ তাহাকে অসমাদর না করুক; কিন্তু সে আমার নিকটে যাহাতে আসিতে পারে, তদ্রূপ অনুবর্জ্জিয়া কুশলে প্রেরণ কর; আমি ভ্রাতৃগণের সহিত তাহার অপেক্ষাতে আছি। ১২ আপল্লো ভ্রাতার বিষয়ে লিখিতেছি, ভ্রাতৃগণের সহিত তোমাদের নিকটে যাইতে তাহাকে বিস্তর বিনতি করিয়াছি, কিন্তু এইক্ষণে যাইতে কোন প্রকারে তাহার বাঞ্ছা নয়; তথাপি সুযোগ পাইলে অবশ্য যাইবে। ১৩ তোমরা সচৈতন্য হইয়া খ্রীষ্টের ধর্ম্মে সুস্থির হও, ও পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়া বলবান হও; ১৪ আর প্রেমেতে তাবৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন কর।

১৫ হে ভ্রাতৃগণ, আখায়া দেশের প্রথম ফলস্বরূপ স্তিফানের পরিজনবর্গ যে পবিত্র লোকদের সেবা করিয়া আসিতেছে, ইহা তোমরা জ্ঞাত আছ। ১৬ অতএব তোমরা এই প্রকার লোকদের এবং আমাদের প্রত্যেক সহকারি ও শ্রমকারির বশীভূত হও, তোমাদিগকে এই বিনতি করিতেছি। ১৭ স্তিফানের ও ফর্তূনাতের এবং আখায়িকের উপস্থিত হওনে আহ্লাদিত হইলাম, কেননা তোমাদের হইতে যে ত্রুটি ছিল, তাহা তাহারা সম্পূর্ণ করিয়াছে। ১৮ তাহাদের দ্বারা তোমাদের ও আমার মন আপ্যায়িত হইয়াছে; অতএব তোমরা এই প্রকার লোকদিগকে মান্য করিও।

১৯ তোমাদের প্রতি আশিয়া দেশস্থ মণ্ডলীদিগের নমস্কার এবং আক্বিলা ও প্রিস্কিল্লা ও তাহাদের গৃহস্থিত
২০ মণ্ডলীর পুনঃ২ নমস্কার জানিবা। এবং তোমাদের প্রতি সমস্ত ভ্রাতার নমস্কার জানিবা। তোমরা পবিত্র
২১ চুম্বনে পরস্পর নমস্কার কর। আর আমি যে পৌল, আমি স্বহস্তে লিখিত নমস্কার তোমাদিগকে জানাই-
২২ তেছি। যদি কেহ প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রেম না করে, তবে সে শাপগ্রস্ত হউক; প্রভু আসিতেছেন।
২৩ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের প্র-
২৪ তি থাকুক। খ্রীষ্ট যীশুর দ্বারা তোমাদের সকলের প্রতি আমার প্রেম থাকুক। ইতি।

করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের দ্বিতীয় পত্র।

১ অধ্যায়।

১ মঙ্গলাচরণ ৩ ও খ্রীষ্টের শিষ্যদের দুঃখেতে সুখবোধ ১২ ও করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিতদের ব্যবহার ১৫ ও তাহাদের কাছে পৌলের গমন স্থির করণ ২৩ ও তাহার অনাগমনের কারণ নির্ণয়।

১ ঈশ্বরের ইচ্ছাতে যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত পৌল এবং তীমথিয় নামে এক ভ্রাতা করিন্থ নগরে ঈশ্বরের মণ্ডলীকে এবং তাবৎ আখায়া দেশীয় সমুদয় পবিত্র
২ লোককে পত্র লিখিতেছে। আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাদিগকে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রদান করুন!

দয়াময় পিতা ও তাবৎ সান্ত্বনাকর্ত্তা ঈশ্বর যে আ- ৩
মাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বর, তিনি ধন্য
হউন! আমরা ঈশ্বরকর্ত্তৃক যে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়া ৪
শান্তিযুক্ত হই, সেই সান্ত্বনাদ্বারা যেন নানাবিধ দুঃখি
লোকদিগের সান্ত্বনা জন্মাইতে পারি, এই জন্যে তিনি
আমাদের নানাবিধ দুঃখভোগ সময়ে সান্ত্বনা দেন।
যেমন খ্রীষ্টের সদৃশ আমাদের অনেক দুঃখ ঘটে, তে- ৫
মনি খ্রীষ্টদ্বারা আমরা বাহুল্য রূপে সান্ত্বনা পাই।
অতএব আমরা যদি ক্লেশ প্রাপ্ত হই, তবে তাহা ৬
তোমাদের সান্ত্বনার ও পরিত্রাণের নিমিত্তে হয়; কেন-
না আমাদের প্রতি যে দুঃখ ঘটে, সেই দুঃখ তোমা-
দের সহ্য করাতে তাহার নিষ্পত্তি হইবে, তোমাদের
বিষয়ে আমাদের এই দৃঢ় প্রত্যাশা আছে। এবং ৭
আমরা যদি সান্ত্বনা প্রাপ্ত হই, তবে তাহাও তোমা-
দের সান্ত্বনার ও পরিত্রাণের নিমিত্তে হয়; কেননা
তোমরা যেমন দুঃখভোগের অংশী হইতেছ, তেমনি
সান্ত্বনা প্রাপ্তিরও অংশী হইবা, ইহাও জ্ঞাত হই।
হে ভ্রাতৃগণ, আশিয়া দেশে শক্তির অতিরিক্ত ও অ- ৮
পরিমিত যে দুঃখের ভার আমাদের উপরে পড়িল,
তাহা তোমাদের অজ্ঞাত হওয়া বিহিত বুঝিলাম না।
তৎকালে আমাদের জীবৎ থাকিবার সম্ভাবনা প্রায়
কিছুই ছিল না; ফলতঃ আমরা যেন আপনাদের ৯
উপরে নির্ভর না রাখিয়া মৃত লোকদের উত্থানকর্ত্তা
যে ঈশ্বর তাঁহার উপরে নির্ভর রাখি, এই জন্যে
আপনাদিগকে মৃত্যুবশতা প্রাপ্ত জ্ঞান করিলাম। এ- ১০
মত ভয়ানক মৃত্যুহইতে যিনি আমাদিগকে রক্ষা ক-
রিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, তিনি যে ইহার

পরেও আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, আমাদের এমন
১১ প্রত্যাশা আছে। কিন্তু অনেকের দ্বারা আমাদিগকে
যে অনুগ্রহ দত্ত হয়, তাহাতে অনেকে যেন ঈশ্বরের
ধন্যবাদ করে, এই জন্যে তোমরা প্রার্থনাদ্বারা আ-
মাদের উপকার কর।
১২ আর সাংসারিক বুদ্ধিতে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্র-
হেতে আমরা জগজ্জনের বিশেষতঃ তোমাদের প্রতি
অতি অকাপট্য ও সরল আচরণ করিয়া আসিতেছি;
ইহাতে যে আমাদের মন সাক্ষী আছে, এ আমাদের
১৩ আহ্লাদের বিষয়। আর যে২ কথা তোমরা পাঠ ক-
রিতেছ ও স্বীকার করিতেছ, তদ্ব্যতিরেকে তোমাদের
প্রতি আর কিছু লিখি না; এবং যেমন তাহা এক
অংশেতে স্বীকার করিতেছ, তদ্রূপ অনুমান করি শেষ
১৪ পর্য্যন্তও স্বীকার করিবা। তাহাতে প্রভু যীশুর দি-
নেতে তোমরা যেমন আমাদের আহ্লাদপাত্র হইবা,
তেমনি আমরা তোমাদের আহ্লাদপাত্র হইব।
১৫ আর তোমাদের নিকট দিয়া মাকিদনিয়া দেশে
যাইব, এবং তথাহইতে দ্বিতীয় বার তোমাদের নিকট
দিয়া গমন করিয়া তোমাদের কর্তৃক যিহূদা দেশে
১৬ প্রেরিত হইব, এই প্রত্যাশাতে তোমাদের দ্বিতীয়
মঙ্গলের নিমিত্তে তোমাদের কাছে যাইতে মনস্থ ক-
১৭ রিয়াছিলাম। এমত মনস্থ করিয়া আমি কি চাঞ্চল্য-
রূপে ব্যবহার করিয়াছি? ফলতঃ যে কর্ম্ম করিতে
স্থির করি, তাহা কি সাংসারিক লোকের মত অগ্রে
হাঁ হাঁ বলিয়া, পশ্চাৎ না না বলিয়া স্থির করি?
১৮ তাহা নহে। ঈশ্বর যেমন সত্য, তেমন তোমাদের
১৯ প্রতি আমাদের হাঁ ও না যথার্থ ছিল। কেননা

যাঁহার কথা আমাদের দ্বারা অর্থাৎ আমার ও সীলের ও তীমথিয়ের দ্বারা তোমাদের নিকটে প্রচারিত হইয়াছে, এমন যে ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট, তাঁহার বিষয়ে যে হাঁ, সে সংশয়যুক্ত না হইয়া যথার্থ হাঁ ছিল। যেহেতুক আমাদের দ্বারা যেন ঈশ্বরের ২০ মহিমা প্রকাশ পায়, এই জন্যে ঈশ্বরের যত প্রতিজ্ঞাত বাক্য, সে সকল তাঁহাতে হাঁ অর্থাৎ তাঁহাতে সত্য হইয়াছে। তোমাদিগকে ও আমাদিগকে অভি- ২১ ষিক্ত করিয়া খ্রীষ্টে স্থির করিয়াছেন যে ঈশ্বর, তিনি ২২ আমাদের অন্তঃকরণে বায়নাস্বরূপ পবিত্র আত্মা দিয়া আমাদিগকে চিহ্নিত করিয়াছেন।

আর কেবল তোমাদের প্রতি দয়া করিয়া এখন ২৩ পর্য্যন্ত করিন্থ নগরে যাই নাই, ঈশ্বরকে সাক্ষী মানিয়া আমি আপনার প্রাণের দিব্য করিতেছি। তো- ২৪ মাদের বিশ্বাসের উপরে আমরা কর্ত্তৃত্ব করি তাহা নয়, কিন্তু তোমাদের আনন্দের সহায়তা করি; যেহেতুক বিশ্বাসদ্বারা তোমাদের স্থিতি হইতেছে।

২ অধ্যায়।

১ পৌলের আগমনেতে যেন দুঃখ উপস্থিত না হয় এই নিমিত্তে বহিষ্কৃত লোককে গ্রহণের পরামর্শ ১২ ও সুসমাচার প্রচার করণে পৌলের কর্ম্মের সফলতা।

আর তোমাদিগকে দুঃখ দিবার জন্যে পুনর্ব্বার ১ তোমাদের নিকটে যাইব না, ইহা মনে স্থির করিয়াছি। কেননা আমি যদি তোমাদিগকে ক্লেশ দি, ২ তবে যে আমাদ্বারা ক্লিষ্ট হয়, সে ব্যতিরেকে আমাকে আর কে সুখ দিতে পারে? আমার আহ্লাদ ৩ হইলে তোমাদের সকলের আহ্লাদ হয়, ইহা নিশ্চয়

বুঝিলাম; অতএব আমার উপস্থিত হওন সময়ে যাহাদের দ্বারা আমার সুখ হওয়া উপযুক্ত, তাহাদের দ্বারা যেন আমার দুঃখ না জন্মে, এই নিমিত্তে তো-
৪ মাদিগকে এমন পত্র লিখিয়াছি। ফলতঃ অনেক দুঃখ ও মর্ম্মবেদনা পাইয়া অনেক অশ্রুপাত পূর্ব্বক এক পত্র লিখিয়াছি, তাহা কিছু তোমাদিগকে দুঃখ দিবার নিমিত্তে এমন নয়; কিন্তু তোমাদের প্রতি আমার প্রেমের যে বাহুল্য, তাহা তোমরা যেন জ্ঞাত হও,
৫ এই নিমিত্তে। অতএব যে জন আমাকে দুঃখ দিয়াছে, সে কেবল আমাকে নয়, তোমাদের প্রায় সকলকেও দুঃখ দিয়াছে; আমি দোষ দিতে চাহি না।
৬ সে প্রায় সকলের দত্ত যে দণ্ড পাইয়াছে, সেই তা-
৭ হার যথেষ্ট। অতএব সে যেন দুঃখসাগরে মগ্ন না হয়, এই নিমিত্তে তাহাকে ক্ষমা ও সান্ত্বনা করা
৮ তোমাদের কর্ত্তব্য; এ কারণ বিনতি করিয়া কহিতেছি, তোমরা তাহার সহিত প্রণয় স্থির কর।
৯ আর তাবৎ কর্ম্মে তোমরা আজ্ঞারহ হইতেছ কি না, ইহার প্রমাণ পাইবার নিমিত্তে তোমাদিগকে লিখি-
১০ য়াছি। তোমরা যাহার যে দোষ ক্ষমা কর, সে দোষ আমিও ক্ষমা করি; আমি যদি কিছু ক্ষমা করিয়া থাকি, তবে খ্রীষ্টের সাক্ষাতে তোমাদের নি-
১১ মিত্তে তাহা করি। এবং শয়তানহইতে যেন আমরা বঞ্চিত না হই, এই জন্যে করি; তাহার কল্পনা আমাদের অজ্ঞাতসার নহে।
১২ অপর খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করিবার জন্যে ত্রোয়া নগরে আইলে পর প্রভুর দ্বারা সুযোগরূপ
১৩ দ্বার মুক্ত হইলেও, আপন ভ্রাতা তীতের সাক্ষাৎ না

পাওয়াতে আমার মন স্থির হইল না; অতএব তাহাদের নিকটহইতে বিদায় লইয়া মাকিদনিয়া দেশে প্রস্থান করিলাম। যিনি সর্ব্বদা খ্রীষ্টের দ্বারা আমাদের জয়২ কার করাইতেছেন, এবং আমাদের দ্বারা তাঁহার জ্ঞানরূপ সুগন্ধ সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতেছেন, এমন যে ঈশ্বর তিনি ধন্য। যেহেতুক ত্রাণের পাত্র কি বিনাশের পাত্র, উভয়ের প্রতি আমরা ঈশ্বরের দ্বারা খ্রীষ্টের এক সৌরভস্বরূপ হইতেছি। একের প্রতি আমরা মৃত্যুদায়ক মৃত্যুরূপ গন্ধ হই; অন্যের প্রতি আমরা জীবনদায়ক জীবনরূপ গন্ধ হই; কিন্তু এমন কর্ম্ম সাধনের উপযুক্ত কে আছে? যে অনেক লোক ঈশ্বরের বাক্যে ভাঁজ দেয়, আমরা তাদৃশ নহি; কিন্তু ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ মানিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সরলতাতে খ্রীষ্টের নামে কথা কহি। ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

৩ অধ্যায়।

১ করিন্থীয় লোক পৌলের প্রশংসাপত্রস্বরূপ হওন ৪ ও মূসার ব্যবস্থা প্রচার করণ অপেক্ষা খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করণের উত্তমতা ১২ ও দৃষ্টান্তদ্বারা সে কথার প্রমাণ।

১ আমরা কি আপনাদিগের প্রতিষ্ঠা করিতে পুনর্ব্বার আরম্ভ করিব? আর তোমাদের প্রতি কিম্বা তোমাদের নিকটহইতে অন্যদের ন্যায় আমাদের কি সুখ্যাতি পত্রে প্রয়োজন আছে? ২ তোমরাই আমাদের অন্তঃকরণে লিখিত এবং সমস্ত মনুষ্যকর্তৃক পঠিত ও বিদিত আমাদের পত্রস্বরূপ হইয়াছ। ৩ সেই পত্র কালীকলমদ্বারা লিখিত এমন নয়, কিন্তু অমর ঈশ্বরের আত্মাদ্বারা লিখিত; এবং প্রস্তরে খোদিত না হইয়া মাংসময় হৃৎপত্রে খোদিত হইয়াছে; অত-

এব তোমরা আমাদিগেতে সমর্পিত যে খ্রীষ্টের পত্র-
স্বরূপ, ইহা সকলের কাছে প্রকাশ পাইতেছে।
৪　খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের এই প্রকার দৃঢ়
৫ বিশ্বাস আছে; আমরা যে নিজ গুণে কিছু মীমাং-
সা করিতে পারি এমন যোগ্য নহি, কিন্তু ঈশ্বরহইতে
৬ আমাদের যোগ্যতা। আর তিনি আমাদিগকে ব্যব-
স্থার সেবক নয়, কিন্তু আত্মার নূতন নিয়মের সেবক
হইবার ক্ষমতা দিয়াছেন; যেহেতুক ব্যবস্থা মৃত্যুরূপ
৭ দণ্ড দেয়, কিন্তু আত্মা জীবন দেন। যদি প্রস্তরে
খোদিত মৃত্যুজনক ব্যবস্থার প্রকাশ করণ সেবা এমন
তেজস্বী হইল, যে ইস্রায়েল লোকেরা ঐ অচিরস্থায়ি
তেজঃ প্রযুক্ত মূসার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে
৮ পারিল না, তবে তদপেক্ষা আত্মার প্রদান প্রকাশ
৯ করণ সেবা কি অধিক তেজস্বী হইবে না? কেননা
দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ করণ সেবার যে তেজঃ, তদপেক্ষা
পুণ্য প্রকাশ করণ সেবার তেজঃ কি গুরুতর হইবে
১০ না? অতএব এখনকার উৎকৃষ্ট তেজের সঙ্গে তুলনা
১১ দিতে গেলে ঐ পূর্ব্বকার তেজঃ নিস্তেজঃ হয়। যাহার
লোপ হইবে তাহা যদি তেজোময় হইল, তবে যাহা
চিরস্থায়ি তাহা অবশ্য ততোধিক তেজোময় হইবে।
১২　এই প্রকার প্রত্যাশা থাকাতে আমরা অতি সাহস
১৩ পূর্ব্বক সকল কথা কহিতেছি। ইস্রায়েলের লোকেরা
যেন সেই অচিরস্থায়ি তেজের ফল নিরীক্ষণ করিতে
না পায়, এই জন্যে মূসা যাদৃশ আপন মুখে ঘো-
১৪ মটা রাখিল, আমরা তাদৃশ করি না। তাহাদের মন
অন্ধীকৃত হইল, কেননা সেই পূর্ব্ব নিয়মের প্রসঙ্গ
পাঠ করিতে গেলে অদ্য পর্য্যন্ত সেই ঘোমটা থাকে।

খ্রীষ্টদ্বারা তাহার লোপ হইয়াছে, ইহা জ্ঞাত না হও- ১৫
য়াতে অদ্যাবধি যে সময়ে মূসার ব্যবস্থাগ্রন্থ পাঠ হয়,
তৎকালে সেই ঘোমটাদ্বারা তাহাদের মন আবৃত হয়।
কিন্তু প্রভুর প্রতি মন ফিরিলে পর সেই ঘোমটা দূ- ১৬
রীকৃত হইবে; কেননা প্রভু আত্মা, আর প্রভুর আ- ১৭
ত্মা যে স্থানে, সেই স্থানেই মুক্তি। আমরা সকলে ১৮
অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজঃ দর্পণে দেখিয়া প্রভুর
আত্মাদ্বারা ক্রমে২ তাহার সদৃশ তেজোময় মূর্ত্তি
প্রাপ্ত হই।

৪ অধ্যায়।

১ সুসমাচার প্রচার করণে পৌলের সরলতা ও উদ্‌যোগ ৭ ও প্রচার করণে তাহার অনেক দুঃখ ১৩ কিন্তু সেই দুঃখ আপনার ও মণ্ডলীর হিতের কারণ।

আর আমরা কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া এই যে সেবকপদ ১
পাইয়াছি, ইহাতে ক্লান্ত হই না; পরন্তু লজ্জাকর ২
গুপ্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কুটিল আচরণ না করি-
য়া ঈশ্বরের বাক্যে ভাঁজ না দিয়া, ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ
মানিয়া, সত্য বাক্য প্রকাশের দ্বারা প্রত্যেক জনের
মনের গোচরে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠা করি। তাহাতে ৩
যদি আমাদের প্রকাশিত সুসমাচার কাহারো কাছে
আচ্ছাদিত থাকে, তবে ত্রাণহীনদের নিকটেই তাহা
আচ্ছাদিত থাকে। কেননা ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ৪
খ্রীষ্টের তেজোময় সুসমাচারের দীপ্তি যেন তাহাদের
মধ্যে প্রকাশ না পায়, এই জন্যে এই জগৎপতি সে-
ই অবিশ্বাসিদের জ্ঞানচক্ষুঃ অন্ধ করিয়াছে। আমরা ৫
আপনাদের প্রসঙ্গ প্রচার না করিয়া খ্রীষ্ট যীশু যে
প্রভু, এবং যীশুর সেবার্থে আমরা যে তোমাদের

৬ সেবক, এই প্রসঙ্গ প্রচার করিতেছি। অন্ধকারের মধ্যে দীপ্তি প্রকাশ পাইতে আজ্ঞা দিলেন যে ঈশ্বর, তিনি যীশু খ্রীষ্টের মুখে প্রকাশিত যে ঈশ্বরের মহিমাযুক্ত জ্ঞানরূপ তেজঃ, তাহা দেখাইবার জন্যে আমাদের মনের মধ্যে দীপ্তি প্রকাশ করিলেন।

৭ আর শক্তিরূপ ধনের উৎকৃষ্টতা আমাদের প্রতি না বর্ত্তিয়া যেন ঈশ্বরের প্রতি বর্ত্তে, এই জন্যে মৃৎপাত্র-স্বরূপ যে আমরা, আমরা সেই ধনের আধারস্বরূপ
৮ হইয়াছি। তাহাতে পদে ২ দায়গ্রস্ত হইয়াও ব্যাকুলিত নহি, এবং উপায়হীন হইয়াও নিরাশ নহি;
৯ এবং তাড়িত হইয়াও অনাথ নহি, এবং অধঃপতিত
১০ হইয়াও নষ্ট নহি। যীশু জীবৎ হইয়াছেন, আমাদের এই শরীরে তাহা যেন প্রকাশিত হয়, এই নিমিত্তে প্রভু যীশুর ন্যায় আমরা নিত্য মৃত্যু ভোগে
১১ ভ্রমণ করিতেছি। যীশু জীবৎ হইয়াছেন, আমাদের এই মর্ত্ত্য দেহেতে তাহা যেন প্রকাশিত হয়, এই জন্যে আমরা সজীব হইয়া নিত্য যীশুর নিমিত্তে
১২ মৃত্যুর মুখগত হই। এ রূপে আমরা মৃত্যুগ্রস্ত হইতেছি, কিন্তু তোমরা জীবনপ্রাপ্ত হইতেছ।

১৩ "আমি বিশ্বাস প্রযুক্ত কথা কহিলাম," এই যে শাস্ত্রোক্ত বচন আছে, তদ্রূপ আমরাও বিশ্বাসজনক আত্মা পাইয়া বিশ্বাস করি, এই প্রযুক্ত কথা কহি-
১৪ তেছি। যিনি প্রভু যীশুকে উত্থান করাইয়াছেন, তিনি যীশুদ্বারা আমাদিগকেও উত্থান করাইয়া আপন সাক্ষাতে তোমাদের সহিত আমাদিগকে উপস্থিত ক-
১৫ রিবেন, ইহা আমরা জানি। আর তোমাদের হিতের নিমিত্তে সকলি হইতেছে; তাহাতে অনেকের

প্রতি অনুগ্রহ বর্ত্তিলে বহু লোকের ধন্যবাদ করণে ঈ-
শ্বরেরও মহিমা বাহুল্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই ১৬
কারণ আমরা ক্লান্ত হই না, কিন্তু আমাদের বাহ্য
পুরুষ যদ্যপি ক্ষয় পায়, তথাপি আমাদের অন্তরস্থ
পুরুষ দিনে২ শক্তি পাইতেছে। এবং আমাদের এই ১৭
যে ক্ষণকালস্থায়ি লঘুতর দুঃখ, সে বাহুল্যরূপে আ-
মাদের অনন্তকালস্থায়ি গুরুতর সুখের সাধন করি-
তেছে; যেহেতুক আমরা প্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি ১৮
না করিয়া অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া কাল-
ক্ষেপ করিতেছি। যে বস্তু প্রত্যক্ষ সে ক্ষণকালস্থা-
য়ি; কিন্তু যে বস্তু অপ্রত্যক্ষ সে অনন্ত কালস্থায়ি।

৫ অধ্যায়।

১ বিচারদিনে অনন্ত পরমায়ুঃ প্রাপ্তির অপেক্ষাতে সুসমাচার প্রচার করণে পৌলের পরিশ্রম ১১ ও তাহার আচার ও প্রচার করণের নির্ণয়।

আর আমাদের এই তাম্বুস্বরূপ পার্থিব গৃহ পতিত ১
হইলেও ঈশ্বরনির্ম্মিত ও অহস্তকৃত আমাদের এক অ-
নন্তকালস্থায়ি গৃহ স্বর্গেতে আছে, ইহা আমরা জানি।
তাহাতে এ গৃহে থাকিতেং সেই স্বর্গস্থ গৃহেতে প্র- ২
বিষ্ট হওনের প্রত্যাশাতে কাতরোক্তি করিতেছি; এই ৩
মত আচ্ছাদিত হইলে আমরা নিরাশ্রয় হইব না।
আমরা এই তাম্বুতে বাস করিয়া অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ৪
হওয়াতে কাতরোক্তি করিতেছি; আমরা যে এই গৃহ-
হইতে নির্গত হইতে চাহি তাহা নয়, কিন্তু সেই অন্য
গৃহেতে প্রবিষ্ট হইতে চাহি; তাহাতে মৃত্যু জীবনের
দ্বারা গ্রস্ত হইবে। আর এই প্রকার সুখের নিমি- ৫
ত্তে আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়াছেন যে ঈশ্বর, তিনি

বায়নাস্বরূপ আপনার আত্মা আমাদিগকে দিলেন ।
৬ অতএব আমরা এই শরীরে যত দিন উপস্থিত থা-
কি, তত দিন যে প্রভুর নিকটে অনুপস্থিত থাকি,
৭ ইহা জানিলেও সর্ব্বদা সাহসী হই। কেননা দৃষ্টি
করণ পূর্ব্বক আচরণ না করিয়া বিশ্বাস পূর্ব্বক আ-
৮ চরণ করি। এবং শরীরে অনুপস্থিত হইয়া প্রভুর
নিকটে যে উপস্থিত হওয়া, তাহাই শ্রেয় জ্ঞান ক-
৯ রিয়া আমরা সাহসী হই। অতএব উপস্থিত কি
অনুপস্থিত থাকি, তাঁহার নিকটে যেন গ্রাহ্য হই, ই-
১০ হাতে যত্ন করি। যেহেতুক শরীরেতে কৃত আমাদের
প্রত্যেকের সদসৎ কর্ম্মের ফলাফল প্রাপ্তির নিমিত্তে
খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে আমাদের সকলকে উপ-
স্থিত হইতে হইবে।

১১ অতএব প্রভুর ঘোর প্রতাপ জানিয়া আমরা মনুষ্য-
দিগকে প্রবৃত্তি দিতেছি; আর আমরা ঈশ্বরের গো-
চরে প্রকাশিত আছি, এবং অনুমান করি তোমাদের
১২ জ্ঞানগোচরেও প্রকাশিত আছি। ইহাতে আমরা যে
তোমাদের কাছে পুনর্ব্বার আপনাদের প্রতিষ্ঠা করি-
তেছি তাহা নয়, কিন্তু যাহারা মনের কথা ভিন্ন মৌ-
খিক কথাতে শ্লাঘা করে, তাহাদের কথার প্রত্যুত্তর
করিবার ও আমাদের বিষয়ে শ্লাঘার হেতু কহিবার
১৩ উপায় জানাইতেছি। আমরা যদি হতজ্ঞান হই, তবে
সে ঈশ্বরের নিমিত্তে; এবং যদি সজ্ঞান হই, তবে
১৪ সে তোমাদের নিমিত্তে। আমরা খ্রীষ্টের প্রেমেতে
আকর্ষিত হই; কেননা যদি এক জন সকলের নিমিত্তে
মরিলেন, তবে সকলেই মরিল, ইহা আমাদের স্থির-
১৫ জ্ঞান হইল; আর যাহারা জীবন পায়, তাহারা

সকলে আপনাদের নিমিত্তে প্রাণ ধারণ না করিয়া, যিনি তাহাদের নিমিত্তে মরিলেন এবং কবরহইতে উঠিলেন, তাঁহার নিমিত্তে যেন প্রাণ ধারণ করে, এই জন্যে তিনি সকলের কারণ মরিলেন। অতএব অদ্যা- ১৬ বধি জাত্যনুসারে কাহাকেও মানি না; আর যদ্যপি পূর্ব্বে খ্রীষ্টকে জাত্যনুসারে মানিয়াছি, তথাপি অদ্যা- বধি আর মানিব না। কেহ যদি খ্রীষ্টের আশ্রিত ১৭ হয়, তবে সে নূতন সৃষ্টস্বরূপ হয়; তাহার পুরাতন বিষয় লুপ্ত হয়; দেখ, সকলি নূতন হইয়া উঠে। কিন্তু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আপনার সঙ্গে আমাদের সম্মি- ১৮ লন করিয়া সম্মিলনের সংবাদ প্রচার করণের সেবক- পদ আমাদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন যে ঈশ্বর, তিনি এই সকল সাধন করিতেছেন। এই রূপে ঈশ্বর জ- ১৯ গজ্জনের অপরাধ গণনা না করিয়া খ্রীষ্টেতে আপনার সহিত তাহাদের মিলন করিয়াছেন, এবং সেই মিল- নের কথা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। অতএব ২০ আমরা খ্রীষ্টের নিমিত্তে দূতের কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছি; এবং ঈশ্বর আমাদের দ্বারা তোমাদিগকে সাধ্যসাধনা করিলে, আমরা খ্রীষ্টের পরিবর্ত্তে তোমাদিগকে এই বিনয় করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও। কেননা আমরা যেন খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরীয় ২১ পুণ্যস্বরূপ হই, এই জন্যে যাঁহার সঙ্গে পাপের কোন সম্পর্ক ছিল না, তাঁহাকে পাপস্বরূপ করিলেন।

৬ অধ্যায়।

১ সুসমাচার প্রচার করণে পৌলের বিশ্বস্ততা ১৪ ও দেবপূজকদের সহিত মিত্রতা করণে নিষেধ।

১ তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাইয়া তাহা নিষ্ফল করিও না, তাঁহার সহকারী আমরা তোমাদিগকে এই
২ বিনয় করিতেছি। তিনি কহিয়াছিলেন, "আমি শুভ "সময়ে তোমার প্রার্থনা শুনিব, এবং পরিত্রাণের "দিবসে তোমার উপকার করিব।" দেখ, এখন শুভ
৩ সময়; দেখ, এখন পরিত্রাণের দিবস। এই সেবকপদে যেন কোন কলঙ্ক না জন্মে, এই নিমিত্তে আ-
৪ মরা কোন বিষয়ে কোন বিঘ্ন না জন্মাইয়া, বরঞ্চ অনেক প্রকার সহিষ্ণুতা ও ক্লেশ ও দৈন্য ও বিপদ
৫ ও প্রহার ও কারাগারে বন্ধন ও কলহ ও পরিশ্রম
৬ ও জাগরণ ও অনাহার ভোগ করিতেছি; এবং নির্ম্মলতা ও জ্ঞান ও চিরসহিষ্ণুতা ও প্রীতি ও পবিত্র
৭ আত্মা ও অকপট প্রেম ও সত্য বাক্য ও ঈশ্বরের পরাক্রম, ও দক্ষিণে ও বামে ধর্ম্মরূপ অস্ত্র শস্ত্র, এই
৮ সকলের দ্বারা সুসজ্জীভূত হইয়া, সম্মান ও অসম্মান এবং কুযশঃ ও সুযশঃ প্রাপ্ত হইতেছি; এবং মিথ্যাবা-
৯ দির ন্যায়, কিন্তু সত্যবাদী; ও অপরিচিতের ন্যায়, কিন্তু সুপরিচিত; ও ম্রিয়মাণের ন্যায়, কিন্তু জীবৎ;
১০ ও প্রহারিতের ন্যায়, কিন্তু অবিনষ্ট; ও দুঃখিতের ন্যায়, কিন্তু সর্ব্বদা আনন্দিত; ও দীনহীনের ন্যায়, কিন্তু অনেকের প্রতি ধনদায়ক; ও অকিঞ্চনের ন্যায়, কিন্তু সর্ব্বাধিকারী হইয়া, আমরা যে ঈশ্বরের সেবক হই, এই সকলের দ্বারা আপনাদের প্রতিষ্ঠা করি-
১১ তেছি। হে করিন্থ মণ্ডলীয় সকল, আমরা প্রফুল্ল-
১২ চিত্ত হইয়া স্পষ্টরূপে তোমাদিগকে কহিতেছি; আমাদের প্রতি তোমাদের মন প্রফুল্ল না হইলেও তো-
১৩ মাদের প্রতি আমাদের মন প্রফুল্ল আছে। অতএব

এই প্রেম পরিশোধের নিমিত্তে আমি নিজ বালকদের প্রতি যেমন কহি, তেমনি কহিতেছি, তোমাদেরও মন তদ্রূপ প্রফুল্ল হউক।

আর অপ্রত্যয়িদের সহিত এক যোঁয়ালিতে বদ্ধ হইও না, কেননা ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, এ উভয়ে কি সম্পর্ক আছে? অন্ধকারের সহিত দীপ্তির বা কি সম্বন্ধ আছে? এবং বিলীয়াল্ দেবতার সহিত খ্রীষ্টের কি বন্ধুতা? ও অবিশ্বাসির সহিত বিশ্বাসি লোকের কি অংশ হইতে পারে? এবং ঈশ্বরের মন্দিরেই বা প্রতিমার কি সম্পর্ক? তোমরা অমর ঈশ্বরের মন্দিরস্বরূপ হইয়াছ; যেমন ঈশ্বরও কহিয়াছেন, "আমি "তাহাদের মধ্যে আপন আবাস রাখিব, এবং তাহা-"দের মধ্যে গমনাগমন করিয়া তাহাদের ঈশ্বর হইব, "ও তাহারা আমার লোক হইবে।" আর "পর-"মেশ্বর কহিতেছেন, তোমরা তাহাদের মধ্যহইতে "বাহির হইয়া পৃথক হও, এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ "করিও না; তাহাতে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর কহি-"তেছেন, আমি তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিব ও তোমা-"দের পিতা হইব, এবং তোমরা আমার কন্যা পুত্র "হইবা।" অতএব হে অতি প্রিয় লোকেরা, ঈশ্বরের এই প্রকার প্রতিজ্ঞার কথা প্রাপ্ত হইয়া, আইস, আমরা শরীরের ও আত্মার তাবৎ মালিন্যহইতে আপনাদিগকে পরিষ্কার করিয়া ঈশ্বরকে ভয় করণ পূর্ব্বক ধর্ম্মক্রিয়া সাধন করি। ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯

৭ অধ্যায়।

১ পবিত্র হইতে করিন্থীয় লোকদের প্রতি বিনয় ৫ ও তীতের দ্বারা তাহাদের সমাচার পাইলে পৌলের কেমন সুখ তাহার নির্ণয়

১ তোমরা আমাদিগকে গ্রাহ্য কর; আমরা কাহারো
২ অন্যায় করি নাই, এবং কাহাকেও ভ্রষ্ট করি নাই,
৩ ও কাহাকেও বঞ্চিত করি নাই। আর তোমাদিগকে
দোষী করিবার জন্যে আমি যে এ কথা কহিতেছি
তাহা নয়; তোমরা আমার এমন অন্তরঙ্গ যে তো-
মাদের সহিত প্রাণ ধারণ করিতে ও প্রাণ ত্যাগ ক-
রিতে প্রস্তুত আছি, এ কথা আমি পূর্ব্বে কহিয়াছি।
৪ তোমাদের প্রতি আমি অতি স্পষ্টরূপে কহিতেছি,
তোমাদের বিষয়ে অনেক শ্লাঘার কথা কহিতেছি;
তাহাতে আমাদের অনেক দুঃখ হইলেও আমি প্র-
ফুল্লচিত্ত হইয়া আনন্দেতে পরিপূর্ণ আছি।
৫ মাকিদনিয়া দেশে আগমন করিলে পর বাহিরে
বিরোধ ও ভিতরে মনের ভাবনা, এই প্রকার সর্ব্ব-
দিগে দুঃখগ্রস্থ হওয়াতে ক্ষণমাত্র আমাদের শরীরে
৬ বিশ্রাম ছিল না। কিন্তু দীন দুঃখিদের সান্ত্বনাকারী
যে ঈশ্বর, তিনি তীতের আগমনের দ্বারা আমাদিগকে
৭ সান্ত্বনা দিলেন। তাহার আগমনের দ্বারা কেবল নয়,
তোমাদের দৃঢ় বাঞ্ছা ও সন্তাপ এবং আমাদের প্রতি
তোমাদের মনের প্রীতি দেখিয়া তীত তোমাদের দ্বারা
যে প্রকার সান্ত্বনা পাইয়াছিল, আমি তাহার কাছে
এই সকলের সংবাদ শুনিয়া ততোধিক আনন্দিত হই-
৮ লাম। আর আমি পত্র লিখিয়া তোমাদিগকে দুঃখ
দিয়াছিলাম, এই জন্যে অনুতাপ করিয়াছি বটে, কিন্তু
এই ক্ষণে আর করি না; ঐ পত্র ক্ষণেক কাল পর্য্যন্ত
তোমাদিগের দুঃখের কারণ হইয়াছিল, ইহা দেখিলাম।
৯ তোমরা দুঃখিত হইয়াছিলা, এ জন্যে আহ্লাদিত হই-
লাম, তাহা নহে; কিন্তু তোমাদের যে দুঃখ ছিল,

তাহা মনঃপরিবর্ত্তনজনক হইল, এই জন্যে আহ্লাদিত হইলাম; আর তোমরা যে খেদ করিয়াছিলা, সে ঈশ্বরের গ্রাহ্য হইয়াছে, অতএব আমাদের দ্বারা কোন প্রকারে তোমাদের হানি হয় নাই। যেহেতুক ঈশ্ব- ১০ রের গ্রাহ্য যে খেদ, তাহা পরিত্রাণজনক অখেদনীয় মনঃপরিবর্ত্তন জন্মায়; কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে যে খেদ, সে মৃত্যুকে জন্মায়। দেখ, তোমরা ঈশ্বরের ১১ গ্রাহ্য যে খেদ করিয়াছিলা, সেই খেদ তোমাদের কি পর্য্যন্ত উদ্যোগ ও দোষ প্রক্ষালন ও অসন্তোষ ও ভয় ও দৃঢ় বাঞ্ছা ও প্রীতি ও দণ্ডাজ্ঞা প্রদান, এই সকল জন্মাইল; এতদ্বিষয়ে তোমরা যে পরিষ্কৃত, এই প্রকারে ইহার সম্পূর্ণ প্রমাণ দিয়াছ। অতএব অপকারক ১২ কি অপকৃত কোন জনকে দুঃখ দিবার জন্যে যে লিখিয়াছিলাম তাহা নয়; কিন্তু ঈশ্বরের সাক্ষাতে তোমাদের প্রতি আমাদের তত্ত্বাবধারণ করা যেন প্রকাশ পায়, এই নিমিত্তে লিখিয়াছিলাম। এ প্রযুক্ত তো- ১৩ মাদের সান্ত্বনার সংবাদ পাইয়া আমরাও সান্ত্বনা পাইলাম; বিশেষতঃ তীতের মন যে তোমাদের সকলের দ্বারা আপ্যায়িত ছিল, এই জন্যে আমরাও তাহার আনন্দ প্রযুক্ত অতি আনন্দিত হইলাম। তীতের ১৪ কাছে আমি তোমাদের যে শ্লাঘা করিয়াছিলাম, তাহাতে লজ্জা পাইলাম না; কিন্তু যেমন আমরা তোমাদের প্রতি তাবৎ বিষয় সত্য কহিয়া থাকি, তেমনি তীতের সাক্ষাতে আমরা যে শ্লাঘা করিয়াছিলাম, তাহাও সত্য হইল। আর তোমরা আজ্ঞাবহ হইয়া ১৫ অতিশয় ভয়ে কাঁপিতে ২ কিরূপে তাহাকে অতিথি করিয়াছিলা, তাহা স্মরণ করিয়া তোমাদের প্রতি

১৬ তাহারও উত্তর২ স্নেহ জন্মিতেছে। অতএব সর্ব্ব বিষয়ে তোমরা যে আমার বিশ্বাসযোগ্য, তাহাতে আমি আহ্লাদিত হইলাম।

৮ অধ্যায়।

১ অন্য লোকদের দৃষ্টান্ত ও খ্রীষ্টের প্রেমের দ্বারা যিরূশালমস্থ দরিদ্র লোকদিগকে দান দিতে করিন্থীয় লোকদের প্রতি পৌলের নিবেদন ১৬ ও তাহাদের প্রতি তীতের ও অন্য এক ভ্রাতার প্রশংসার কথা।

১ হে ভ্রাতৃগণ, মাকিদনিয়া দেশস্থ মণ্ডলীগণকে দত্ত ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ, তাহা তোমাদিগকে জ্ঞাত করি-
২ তেছি; ফলতঃ বহুক্লেশরূপ পরীক্ষাতে তাহাদের অত্যন্ত অপ্রতুল হইলেও অতিশয় সুখ প্রযুক্ত তাহারা
৩ বাহুল্যরূপে দান করিল। তাহারা সাধ্যপর্য্যন্ত, বরং আমি প্রমাণ দি, তাহার অতিরিক্ত দানেতে স্বচ্ছন্দে
৪ প্রবৃত্ত হইয়া, পবিত্র লোকদের সুসারের নিমিত্তে যে চাঁদা ও দান, তাহা গ্রহণ করিতে আমাদিগকে য-
৫ থেষ্ট বিনয় করিল। আর আমরা যে প্রকার অনুমান করিয়াছিলাম, সে প্রকার না করিয়া, প্রথমে প্রভুর উদ্দেশে আপনাদিগকে সমর্পণ করিয়া, পশ্চাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আমাদের উদ্দেশে আপনাদিগকে
৬ সমর্পণ করিল। তাহাতে তীত যে কর্ম্মেতে তোমাদের মধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সে কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে
৭ আমরা তাহাকে বিনয় করিলাম। অতএব তোমরা বিশ্বাস ও বাক্‌পটুতা ও জ্ঞান ও তাবৎ উদ্যোগ ও আমাদের প্রতি প্রেম, এই সকল গুণে যেমন অতি গুণবান আছ, তেমনি এই দাতৃত্ব গুণেতেও
৮ অতিশয় গুণবান হও। এ কথা কিছু আজ্ঞাদ্বারা কহিতেছি তাহা নয়, কিন্তু অন্য লোকদের উদ্যোগ

এবং তোমাদের প্রেমের সরলতা পরীক্ষা করিতে কহিতেছি। আর আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ধনবান ৯ হইলেও, তাঁহার দরিদ্রতাদ্বারা তোমরা যেন ধনবান হও, এই নিমিত্তে তিনি নির্ধন হইলেন, তাঁহার এই অনুগ্রহ তোমরা জ্ঞাত আছ। অতএব আমি এই ১০ পরামর্শ তোমাদিগকে দিতেছি; এ কর্ম্ম করা তোমাদের উপযুক্ত বটে, যেহেতুক এ কর্ম্মে নূতন উদ্যুক্ত হইয়াছ তাহা নয়; অদ্য এক বৎসর পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে এমত চেষ্টা করিতেছ। অতএব এখন তাহা সমাপ্ত ১১ কর; আর পূর্ব্বে কর্ম্মের আরম্ভ করিতে যেমন মন ছিল, আপনহ সংস্থানানুসারে তাহার সমাপ্তি করিতেও তোমাদের তেমন মন হউক। দান করিতে ১২ যদি কাহারো ইচ্ছা থাকে, তবে তাহার যাহা নাই তদনুসারে নয়, কিন্তু যাহা আছে তদনুসারে তাহা গ্রাহ্য হইবে। অন্য লোককে বিশ্রাম দিবার জন্যে ১৩ তোমরা যে ভারগ্রস্ত হও, আমার এমন অভিপ্রায় নহে; কিন্তু তোমাদের বর্ত্তমান ধনের প্রচুরতাদ্বারা ১৪ যেন তাহাদের দীনতা দূর হয়, এবং তাহাদের ধনের প্রচুরতাদ্বারা যেন তোমাদের দীনতা দূর হয়, এরূপ সমতা করা আমার অভিপ্রায়। যেমত লিপি আছে, ১৫ "যে জন অধিক সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার অধিক "হইল না; এবং যে জন অল্প সংগ্রহ করিয়াছিল, "তাহার অল্প হইল না।"

তোমাদের হিতের নিমিত্তে তীতের মনে এই উদ্- ১৬ যোগ জন্মাইলেন যে ঈশ্বর, তিনি ধন্য হউন! সে ১৭ আমাদের বিনয় কথা গ্রাহ্য করিল, তাহা কেবল নয়, বরঞ্চ আপনি উদ্যোগী হইয়া আপন ইচ্ছাতে তো-

১৮ মাদের নিকটে গেল। তাহাতে প্রভুর মহিমা ও তোমাদের দানশীলতা উভয়ের প্রকাশক এ দানকর্ম্মের অধ্যক্ষ যে আমরা, আমাদের সঙ্গে গমন করিবার
১৯ জন্যে মণ্ডলীগণের দ্বারা নিযুক্ত, তাহা কেবল নয়, সুসমাচারের দ্বারা তাবৎ মণ্ডলীতে সুখ্যাতিযুক্ত, এমন এক জন ভ্রাতাকে তাহার সহিত প্রেরণ করিলাম।
২০ আর যে প্রচুর ধন আমাদের হস্তদ্বারা প্রেরিত হইতেছে, এতদ্বিষয়ে কেহ যেন আমাদের প্রতি দোষ না
২১ দেয়, এ নিমিত্তে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাহা কেবল নয়, লোকদৃষ্টিতেও যে২ আচার ব্যবহার বিহিত হয়, তদ্-
২২ বিষয়ে সাবধান হইলাম। তাহাতে অনেক২ বিষয়ে যাহাকে বার২ উদ্যোগী দেখিয়াছি, এবং এইক্ষণে তোমাদের প্রতি বিশ্বাস করাতে ততোধিক উদ্যোগী দেখিতেছি, এমন এক জন ভ্রাতাকে তাহাদের সঙ্গে
২৩ পাঠাইলাম। তীতের বিষয়ে যদি জিজ্ঞাসা হয়, তবে সে তোমাদের নিমিত্তে আমার এক জন অংশী ও সহায়; এবং ভ্রাতৃগণের বিষয়ে যদি জিজ্ঞাসা হয়, তবে তাহারা মণ্ডলীদের প্রেরিত এবং খ্রীষ্টের মহিমা
২৪ প্রকাশক। এই রূপে তোমরা তাহাদের ও মণ্ডলীসমূহের সাক্ষাতে আপনাদের প্রেম এবং তোমাদের বিষয়ে আমাদের শ্লাঘার কথা সপ্রমাণ কর।

৯ অধ্যায়।

১ দান করিতে উদ্যত হওনে করিন্থীয়দের প্রতি প্রশংসা ৬ ও দান করণে কি ফল তাহার নির্ণয়।

১ পবিত্র লোকদিগের প্রতি বিতরণ করণের বিষয়ে
২ তোমাদের নিকটে লিখন অধিক; কারণ আখায়া দেশীয় লোকেরা গত বৎসরাবধি দিতে প্রস্তুত আছে,

আমি তোমাদের দানশীলতা জ্ঞাত হইয়া মাকিদনীয় লোকদিগের নিকটে এই একটা শ্লাঘার কথা কহিয়াছি; তাহাতে তোমাদের ব্যগ্রতা দেখিয়া তদ্বিষয়ে অনেক২ লোকের মতি হইতেছে। ৩ তথাপি তোমাদের বিষয়ে আমাদের সেই শ্লাঘা যেন বৃথা না হয়, একারণ তোমাদের নিকটে ভ্রাতৃগণকে পাঠাইলাম; অতএব আমি যেমন কহিয়াছিলাম, তদনুসারে প্রস্তুত হও। ৪ যেহেতুক কি জানি মাকিদনিয়ার কোন২ লোক যদ্যপি আমার সহিত আসিয়া তোমাদিগকে তাদৃশ প্রস্তুত না দেখে, তবে তোমরা যে লজ্জা পাইবা তাহা বলি না, বরঞ্চ আমরা যে দৃঢ় শ্লাঘার কথা কহিয়াছি, তন্নিমিত্তে আমাদিগকেও লজ্জা পাইতে হইবে। ৫ অতএব তোমাদের যে দানের কথা পূর্ব্বে উক্ত ছিল, তাহা যেন কৃপণতাতে না হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক হয়, এই জন্যে অগ্রে গিয়া সেই দান প্রস্তুত করিতে ভ্রাতৃগণকে বিনয় করিয়া তোমাদের নিকটে পাঠাইতে আবশ্যক বুঝিলাম।

৬ আরও বলি; যে অল্প বীজ বপন করে, সে অল্প শস্য কাটিবে; এবং যে অধিক বীজ বপন করে, সে অধিক শস্য কাটিবে। ৭ অতএব তোমরা প্রত্যেক জন মনের নিরূপণানুসারে অকাতরে ও স্বেচ্ছাতে দান কর, কেননা ঈশ্বর স্বচ্ছন্দ দাতাকে ভাল বাসেন। ৮ যাহাতে তোমাদের কোন কিছুই অভাব না থাকে, এবং যাহাতে যথেষ্ট পাইয়া তাবৎ উত্তম কর্ম্মে অধিক যত্নবান হও, এতাদৃশ সর্ব্বপ্রকার অনুগ্রহ ঈশ্বর তোমাদের প্রতি করিতে পারেন; ৯ যেমন লিপি আছে, "সে ধন ব্যয় করে ও দরিদ্রদিগকে দান করে, ও

১০ "তাহার ধর্ম্ম নিত্যস্থায়ী।" যিনি বপনার্থক বীজ ও ভোজনার্থক অন্ন যোগাইয়া দেন, তিনি তোমাদের বীজ যোগাইয়া বাহুল্য করিয়া তোমাদের ধর্ম্মের
১১ ফল বৃদ্ধি করুন; তাহা হইলে তাবৎ বিষয়ে তোমাদের প্রচুর দানশীলতাতে আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের
১২ ধন্যবাদ প্রকাশিত হইবে। কেননা তোমাদের এই দানকর্ম্মের দ্বারা পবিত্র লোকদের দীনতা দূর হইতেছে, তাহা কেবল নয়; বরং তাহাদ্বারা ঈশ্বরের
১৩ ধন্যবাদও বাহুল্য রূপে হইতেছে। ফলতঃ তোমরা যে খ্রীষ্টের সুসমাচারের বশীভূত ইহা স্বীকার করিতেছ, এবং তাহাদের ও অন্য সকলের প্রতি বড় দানশীল হইতেছ, তোমাদের এই দানদ্বারা তাহারা ইহার প্রমাণ পাইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছে;
১৪ এবং তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের বাহুল্য দেখিয়া তোমাদিগেতে অতিশয় প্রেম করিয়া তো-
১৫ মাদের নিমিত্তে নিত্য প্রার্থনা করিতেছে। ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় দানের নিমিত্তে তাঁহার ধন্যবাদ হউক!

১০ অধ্যায়।

১ বিপক্ষ লোকদের নিকটে আপনাকে নির্দ্দোষ করণ ৭ ও অন্য লোকদের কর্ম্ম আপনাদের কর্ম্ম বলিয়া শ্লাঘা করণ প্রযুক্ত বিপক্ষগণকে দোষী করণ।

১ সাক্ষাতে ক্ষুদ্র কিন্তু অসাক্ষাতে এক জন মহতের ন্যায় যে আমি পৌল, আমি খ্রীষ্টের নম্রতা ও কো-
২ মলতাদ্বারা তোমাদিগকে বিনয় করিতেছি। যাহারা আমাদিগকে সাংসারিক আচারি জ্ঞান করে, তাহাদের বিরুদ্ধে যে সাহসেতে আমি সাহসিক হইতে স্থির করিয়াছি, উপস্থিত হওন সময়ে যেন তেমন

সাহস করিতে না হয়, আমার এই মাত্র বিনয়। কেননা আমরা সংসারে আচারী হইয়াও সাংসারিক ৩ আচারির ন্যায় সংগ্রাম করি না। ফলতঃ যে অস্ত্র ৪ শস্ত্র দিয়া আমরা যুদ্ধ করি, সে সাংসারিক নহে, কিন্তু দুর্গ ভাঙ্গিবার নিমিত্তে ঈশ্বরের দ্বারা প্রবল হইতেছে; এবং তদ্দ্বারা আমরা সকল বিতর্ক ও ৫ ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধি অহঙ্কারাদি যত চিন্তা আছে, সে সমস্ত উৎপাটন করিয়া খ্রীষ্টের বশীভূত করিয়া রাখি। আর তোমাদের আজ্ঞাবহন সিদ্ধ ৬ হইলে যাহারা আজ্ঞা পালন করে না, তাহাদিগকে দণ্ড প্রদান করিতে উদ্যত আছি।

তোমরা কি মুখাপেক্ষা করিয়া বিচার করিতেছ? ৭ আমি খ্রীষ্টের লোক, ইহা কেহ যদি মনে২ দৃঢ় জ্ঞান করে, তবে সেই জন পুনর্ব্বার বিচার করিয়া দেখুক, সে যেমন খ্রীষ্টের লোক, আমরাও তাদৃশ খ্রীষ্টের লোক। তাহাতে তোমাদের বিনাশের নিমিত্তে নয়, ৮ কিন্তু নিষ্ঠার নিমিত্তে প্রভু আমাদিগকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে যদ্যপি কিছু শ্লাঘা করি, তথাপি তাহাতে লজ্জা প্রাপ্ত হইব না। আমি পত্রদ্বারা তোমাদিগকে ভয় দেখাইতেছি, এমন বোধ তোমাদের ৯ না হউক। লোকে বলে, 'তাহার পত্র অতি ভারি ও ১০ সপ্রমাণ বটে; কিন্তু সে উপস্থিত হইলে তাহার শরীর দুর্ব্বল ও তাহার বাক্য তুচ্ছ।' আমরা পত্রদ্বারা অসাক্ষাতে যেমন কথা কহি, সাক্ষাৎ হইলে তেমনি ১১ কার্য্য করিব, তাহারা ইহা মনে করুক। যাহারা আপনাদের প্রতিষ্ঠা আপনারা করে, তাহাদের সহিত ১২ আপনাদিগকে গণনা করিতে কি তুলনা দিতে আমরা

সাহসিক হই না; কিন্তু তাহারা আপনাদিগের পরি-
মাণ আপনারা করিয়া আপনাদের তুলনা দিয়া জ্ঞা-
১৩ নির মত কর্ম্ম করে না। আমরা পরিমাণের অতি-
ক্রমে শ্লাঘা না করিয়া আপনাদের প্রতি ঈশ্বরের দত্ত
যে পরিমাপক রজ্জু তোমাদের নিকট পর্য্যন্ত যায়,
১৪ তদনুসারে শ্লাঘা করিব। তোমাদের নিকটে গিয়া
আমরা অন্যায় রূপে আপনাদের নিয়মিত পরিমাণ
লঙ্ঘন করি তাহা নয়; কেননা অন্যদের পূর্ব্বে আ-
মরা খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করিতে তোমাদের নি-
১৫ কটেও উপস্থিত হইলাম। তাহাতে আমাদের পরি-
মাণের বহির্ভূত অন্য লোকদের শ্রমের বিষয়ে আ-
মরা শ্লাঘা করি না। কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি
হইলে আমরা তোমাদের দ্বারা অতিশয় বিস্তারিত
১৬ পরিমাণ প্রাপ্ত হইব, এবং পরের শ্রম ফলের বি-
ষয়ে কোন আত্মশ্লাঘা না করিয়া, তোমাদের ওপা-
রস্থ লোকদিগের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিতে
১৭ পারিব, আমাদের এই প্রত্যাশা আছে। যে জন
১৮ শ্লাঘা করে, সে পরমেশ্বরে শ্লাঘা করুক। যেহেতুক
যে জন আপনার প্রতিষ্ঠা করে, সে প্রতিষ্ঠিত নয়;
কিন্তু প্রভু যাহার প্রতিষ্ঠা করেন, সেই প্রতিষ্ঠিত।

১১ অধ্যায়।

১ আবশ্যকতা প্রযুক্ত পৌলের আত্মশ্লাঘা ১৬ ও বিপক্ষগণ অ-
পেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র না করণ কিন্তু খ্রীষ্টের নিমিত্তে শ্রমেতে ও
দুঃখে আপনাকে বড় দেখাওন।

১ তোমরা আমার এই অজ্ঞানতা কিছু সহ্য কর, এই
আমার বাঞ্ছা; ইহাতে কিছু সহ্য করিতে হইবে।
২ আমি এক স্বামিতে অর্থাৎ খ্রীষ্টে সমর্পণ করিতে

তোমাদিগকে সতী কন্যার ন্যায় বাগ্‌দত্তা করিয়াছি; এজন্যে তোমাদের বিষয়ে মহাভাবনাতে ভাবিত হই-তেছি। সর্পের প্রবঞ্চনাতে হবা যে প্রকার প্রবঞ্চিত ৩ হইয়াছিল, তেমনি পাছে তোমাদের মন খ্রীষ্টের প্র-তি সরলতাহইতে ভ্রষ্ট হয়, আমার এই ভয় হইতে-ছে। যাহার প্রসঙ্গ আমরা প্রচার করি নাই, এমন ৪ অন্য যীশুর (ত্রাণকর্ত্তার) উপাখ্যান কেহ যদি আ-সিয়া প্রকাশ করিত, কিম্বা তোমাদের অপ্রাপ্ত অন্য কোন আত্মার প্রাপ্তি হইত, কিম্বা যাহা কখনো গ্রাহ্য কর নাই, এমন অন্য সুসমাচারের প্রাপ্তি হইত, তবে বিলক্ষণ রূপে তাহার ব্যবহার সহ্য করিতা। আমার ৫ বোধ হয়, প্রধান প্রেরিতগণহইতে আমি কোন অংশে ন্যূন নহি। যদ্যপি আমি বক্তৃতাদি গুণেতে অশ্রেষ্ঠ, ৬ তথাপি জ্ঞানে অশ্রেষ্ঠ নহি; কিন্তু তাবৎ বিষয়ে তো-মাদের নিকটে সর্ব্বদা প্রকাশিত আছি। তোমাদের ৭ উন্নতির নিমিত্তে নম্রতা স্বীকার করিয়া বিনা বেতনে ঈশ্বরের সুসমাচার তোমাদের নিকটে প্রচার করিয়া-ছি, ইহাতে আমি কি দোষ করিয়াছি? তোমাদের ৮ সেবা করণের নিমিত্তে অন্য মণ্ডলীহইতে বেতন গ্রহণ করাতে তাহাদের ধন অপহরণ করিয়াছি। এবং তো- ৯ মাদের নিকটে যে সময়ে উপস্থিত হইলাম, তৎকালে কোন দ্রব্যের অকুলান হইলে তোমাদের কাহারো উপরে তাহার কিছুই ভার দিলাম না; কিন্তু মাকি-দনিয়া দেশহইতে ভ্রাতৃগণ আসিয়া আমার অকুলান সামগ্রী যোগাইয়া দিল। তোমরা আমার নিমিত্তে কোন বিষয়ে ভারগ্রস্ত না হও, আমি এমত চেষ্টা করিয়াছি এবং করিব; খ্রীষ্টের সত্যতা যদি আমাতে ১০

থাকে, তবে আখায়া দেশ সমুদয়ে এই শ্লাঘা করণের কথা কহিতে কেহ আমাকে বাধা দিতে পারিবে না।
১১ কিসের নিমিত্তে? আমি কি তোমাদের প্রতি প্রেম
১২ করি না? তাহা ঈশ্বর জানেন। কিন্তু যে২ লোক ছিদ্র অনুসন্ধান করে, তাহারা যেন ছিদ্র না পায়, এই জন্যে আমরা যাহা করিতেছি, তাহা করিব; তাহাতে তাহারা যদ্বিষয়ে আত্মশ্লাঘা করে, তদ্বিষয়ে
১৩ আমাদেরই তুল্য হয়। ঐ ভাক্ত প্রেরিত ও মিথ্যা কর্ম্মকারি সকল খ্রীষ্টের প্রেরিতদের সদৃশ বেশ ধারণ
১৪ করে। এ কিছু আশ্চর্য্য নয়, কেননা শয়তানই যদি
১৫ তেজস্বি দূতের সদৃশ বেশধারী হয়, তবে তাহার সেবকেরা যে ধর্ম্মসেবকদের বেশধারী হইবে, এ বড় আশ্চর্য্য নয়; কিন্তু আপন২ ক্রিয়ানুসারে তাহাদের ফল হইবে।

১৬ আমি পুনর্ব্বার কহিতেছি, ইহাতে কেহ আমাকে নির্ব্বোধ জ্ঞান না করুক; কিন্তু যদি করে, তবে নির্ব্বোধের ন্যায় আমাকে গ্রহণ করুক, তাহাতে আমি
১৭ কিঞ্চিৎ আত্মশ্লাঘা করিতে পারিব। এই যে (আত্মশ্লাঘার) কথা কহিতেছি, ইহা কিছু প্রভুর আজ্ঞানু-
১৮ সারে নয়, নির্ব্বোধের ন্যায় কহিতেছি। অনেকে জাতির বিষয়ে শ্লাঘা করে, অতএব আমিও করিব।
১৯ তোমরা নিজে বুদ্ধিমান, এ প্রযুক্ত নির্ব্বোধের ব্যব-
২০ হার সুন্দর রূপে সহ্য করিতে পার। ফলতঃ কেহ যদি তোমাদিগকে দাস করিয়া রাখে, কিম্বা তোমাদের সম্পত্তি গ্রাস করে, কিম্বা অপহরণ করে, কিম্বা আপনাকে উন্নত করিয়া মানে, কিম্বা তোমাদের গালে চপেটাঘাত করে, তবে তোমরা এ সমস্তই সহ্য ক-

রিয়া থাক। আমরা দুর্ব্বল, এই অপমানের বিষয়ে ২১
আমি ইহা কহি। যে কোন বিষয়ে অন্য কেহ সাহ-
সিক হয়, তাহাতে আমি আরো অধিক সাহসিক হই;
কিন্তু এই কথা অজ্ঞান লোকের মত কহিতেছি। তা- ২২
হারা কি ইব্রী লোক? আমিও ইব্রী; এবং তাহারা
কি ইস্রায়েলী? আমিও ইস্রায়েলী; এবং তাহারা কি
ইব্রাহীমের সন্তান? আমিও ইব্রাহীমের সন্তান।
এবং তাহারা কি খ্রীষ্টের সেবক? নির্ব্বোধের ন্যায় ২৩
কহিলে বলি, তাহাদের অপেক্ষাও আমি তাঁহার বড়
সেবক; ফলতঃ তাহাদের অপেক্ষা বিস্তর পরিশ্রমে
ও অসংখ্যক প্রহারে ও অনেক বার কারাবন্ধনে ও
অনেক বার প্রাণসংশয়ে পড়িলাম। আমি যিহূদীয়দের ২৪
হইতে পাঁচ বার ঊনচল্লিশ প্রহার; এবং তিন বার ২৫
বেত্রাঘাত, এবং এক বার প্রস্তরাঘাত ভোগ করিলাম;
আর তিন বার জাহাজ ডুবিতে ঠেকিলাম; অগাধ
জলে এক দিন এক রাত্রি ক্ষেপ করিলাম। এই ২৬
রূপে অনেক২ বার যাত্রাতে, ও নদীশঙ্কটে ও দস্যু-
শঙ্কটে ও স্বদেশীয়দের শঙ্কটে ও বিদেশীয়দের শঙ্কটে
ও নগরশঙ্কটে ও বনশঙ্কটে ও সমুদ্রশঙ্কটে এবং ভাক্ত
ভ্রাতৃগণের শঙ্কটে; এবং পরিশ্রমে ও ক্লেশে, ও বার২ ২৭
জাগরণে, ও ক্ষুধাতে ও তৃষ্ণাতে, ও অনেক বার অ-
নাহারে, ও শীতে ও উলঙ্গতাতে কালক্ষেপ করিলাম;
এবং নৈমিত্তিক সকল শ্রম ভিন্ন প্রতি দিনে মণ্ডলী- ২৮
সমূহের তত্ত্বাবধারণের ভার আমার উপরে বর্ত্তে।
কোন্ ব্যক্তি দুর্ব্বল হইলে আমি দুর্ব্বল নহি? এবং ২৯
কে বিঘ্ন পাইলে আমি উত্তপ্ত নহি? যদি শ্লাঘার ৩০
কথা আমাকে কহিতে হইল, তবে আপন দুর্ব্বলতা

৩১ বিষয়ে শ্লাঘা করি। আর এতদ্বিষয়ে আমি যে মি-
থ্যাকথা কহি না, তাহা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
৩২ পিতা নিত্যানন্দ ঈশ্বর জানেন। দম্মেষক নগরে
অরিতা রাজার অধ্যক্ষ (সৈন্যসামন্তকে) ঐ নগরে
৩৩ প্রহরী রাখিয়া আমাকে ধরিতে চেষ্টা করিলে, আ-
মি নগরের প্রাচীরস্থিত এক গবাক্ষদ্বার দিয়া একটি
ঝুড়ীদ্বারা অবরোহিত হইয়া তাহার হস্তহইতে নি-
স্তার পাইলাম।

১২ অধ্যায়।

১ স্বর্গীয় দর্শনদ্বারা ও বিশেষ দুঃখভোগদ্বারা আপনার সত্য প্রে-
রিতত্বের প্রমাণ দেওন ১৩ ও লাভের নিমিত্তে পৌলের ও তাহার
সপক্ষ লোকের শ্রম না হওন কিন্তু করিন্থীয়দের মঙ্গলার্থে হওন।

১ আত্মশ্লাঘা করা উচিত নয় বটে, তথাচ প্রভুর দত্ত
২ দর্শন ও প্রকাশিত বাক্যের বিবরণ বলি। চতুর্দ্দশ
বৎসর গত হইল উচ্চতম স্বর্গে নীত হইল, খ্রীষ্টের
আশ্রিত এমন এক ব্যক্তিকে আমি জানিলাম; সে
শরীরে বর্ত্তমান কি অবর্ত্তমান ছিল, তাহা জানি না,
৩ ঈশ্বর জানেন। সে (স্বর্গীয়) সুখস্থানে নীত হইয়া
অনির্ব্বচনীয় ও মানুষের অকথ্য বাক্য শুনিতে পাইল;
৪ কিন্তু তৎকালে সে শরীরে বর্ত্তমান কি অবর্ত্তমান,
৫ তাহা আমি জানি না, ঈশ্বর জানেন। এতাদৃশ ব্য-
ক্তির বিষয়ে শ্লাঘা করিব, নতুবা দুর্ব্বলতা ভিন্ন আ-
৬ পনার আর কোন বিষয়ে শ্লাঘা করিব না। কিন্তু
যদ্যপি আত্মশ্লাঘা করিতে চাহি, তথাপি সত্য কথা
কহন প্রযুক্ত আমি নির্ব্বুদ্ধিদের মধ্যে গণিত হইব না;
কিন্তু লোক আমাকে যে প্রকার দেখিতেছে এবং আ-
মার নিকটে যাহা শুনিতেছে, তদপেক্ষা পাছে আমাকে

শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে, এই নিমিত্তে আমি তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত রহিলাম। আর এই প্রকাশিত বাক্যের উৎকৃষ্টতাদ্বারা ৭ আমি যেন অপরিমিত অভিমান না করি, এই নিমিত্তে আমার অপরিমিত অভিমান না হইবার জন্যে প্রহারকারি শয়তানের দূতস্বরূপ এক কণ্টক আমার শরীরে বিদ্ধ হইল। অতএব তাহাহইতে যেন মুক্তি ৮ পাই, এই জন্যে প্রভুর নিকটে তিন বার প্রার্থনা করিলাম; তাহাতে তিনি আমাকে কহিলেন, তোমার ৯ জন্যে আমার অনুগ্রহ সর্ব্বসাধক হয়; দুর্ব্বলতাতে আমার শক্তি পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। অতএব আমাতে যেন খ্রীষ্টের ক্ষমতার অবস্থিতি হয়, এই নিমিত্তে আনন্দপূর্ব্বক নিজ দুর্ব্বলতাতে আত্মশ্লাঘা করিব। ফলতঃ খ্রীষ্টের নিমিত্তে দুর্ব্বলতা ও নিন্দা ও দরিদ্রতা ১০ ও বিপক্ষতা ও কষ্ট ইত্যাদি প্রাপ্ত হইলেও সন্তুষ্ট আছি; যেহেতুক নিজে দুর্ব্বল হইলেও বলবান হই। আমি আপনি আত্মশ্লাঘা করাতে নির্ব্বোধের ন্যায় ১১ হইয়াছি, কিন্তু সে তোমাদেরই দোষে; ফলতঃ আমার প্রশংসা করা তোমাদেরই উচিত ছিল, কেননা আমি নগণ্যের মধ্যে এক জন হইলেও প্রধান প্রেরিতগণহইতে কোন অংশে ন্যূন নহি। সর্ব্ব প্রকারে ১২ ধৈর্য্যাবলম্বন ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও শক্তি ও অদ্ভুত লক্ষণ ইত্যাদি প্রেরিতের চিহ্ন তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত ছিল।

আমি যে তোমাদের প্রতি আপনার প্রতিপালনের ১৩ কোন ভার দি নাই, এই এক অংশ বিনা অন্য মণ্ডলীহইতে তোমরা কোন্ অংশে হীন হইয়া আছ? আমার সেই দোষ মার্জ্জনা কর। দেখ, তৃতীয় বার ১৪

তোমাদের নিকটে যাইতে উদ্যত আছি, তাহাতে আপনার প্রতিপালনের ভার তোমাদিগকে দিব না; কেননা আমি তোমাদের সম্পত্তি চেষ্টা না করিয়া কেবল তোমাদিগকে চেষ্টা করি; পিতামাতার নিমিত্তে সন্তানদের ধন সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য নয়, বরঞ্চ সন্তানদের নিমিত্তেই পিতামাতাকে ধন সঞ্চয় করিতে
১৫ হয়। আর আমি তোমাদের প্রতি স্নেহ বাহুল্য করিলেও তোমরা আমার প্রতি যদ্যপি স্নেহের অল্পতা কর, তথাপি তোমাদের পরিত্রাণের নিমিত্তে ব্যয় করিতে, বরঞ্চ প্রাণেরও ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি।
১৬ যাহা হউক, তোমাদিগকে কিছু ভারগ্রস্ত করি নাই, কিন্তু আমি কি ধূর্ত্ত হইয়া ছলেতে তোমাদিগকে ধ-
১৭ রিলাম? তবে যাহাদিগকে তোমাদের নিকটে পাঠাইয়াছিলাম, তাহাদের কাহারো দ্বারা কি আমার কিছু
১৮ লাভ জন্মিল? আমি তীতকে বিনয় করিয়া তাহার সঙ্গে এক ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম; ভাল, ঐ তীতও কি তোমাদের নিকটহইতে কিছু অর্থ লাভ করিয়াছে? আমরা এক মতে ও এক পদচিহ্ন দিয়া
১৯ কি গমন করি নাই? আরও বলি, তোমাদের নিকটে আমরা যে দোষ ক্ষালনের কথা কহিতেছি, ইহা কি বোধ করিতেছ? হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের সাক্ষাতে খ্রীষ্টের দ্বারা এই কথা কহি, তোমা-
২০ দের নিষ্ঠার নিমিত্তে আমরা সকল কর্ম্ম করি। আর আমি উপস্থিত হইলে পাছে তোমাদিগকে আপনার মনের মত না দেখি, এবং তোমরাও যেরূপ দেখিতে ভাল বাস না পাছে তদ্রূপ আমাকে দেখ; ফলতঃ পাছে তোমাদের মধ্যে বাদানুবাদ ও ঈর্ষ্যা ও ক্রোধ

ও বিবাদ ও পরাপবাদ ও কর্ণেজপতা ও তর্জ্জন ও ২১ কলহ হয় ; এবং পুনর্ব্বার তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইলে ঈশ্বর পাছে আমাকে নত করেন, এবং যাহারা পূর্ব্বে পাপী হইয়া আপনাদের কৃত অশুচি কর্ম্ম ও বেশ্যাগমন ও কামাভিলাষ বিষয়ে কিছু অনুতাপ ও খেদ করে নাই, এ প্রকার অনেক লোকের জন্যে পাছে আমাকে বিলাপ করিতে হয়, ইহাতে আমার ভয় আছে।

১৩ অধ্যায়।

১ পাপিদের প্রতি পৌলের শাসনকথা ও মণ্ডলীয় লোককে আপন২ পরীক্ষা করিতে বিনতি ১১ ও সমাপ্তির কথা।

এই তৃতীয় বার তোমাদের নিকটে যাইতেছি ; ১ তাহাতে “দুই কিম্বা তিন সাক্ষির প্রমাণদ্বারা সকল “বিচার নিষ্পন্ন হইবে।” এক বার কহিয়াছিলাম, ২ এবং অনুপস্থিত হইয়াও বিদ্যমানের ন্যায় পুনর্ব্বার কহিতেছি, এবং যাহারা পূর্ব্বে পাপ করিয়াছে, তাহাদিগকে এবং অন্যান্য সকলকে এখন লিখিতেছি ; যদি পুনর্ব্বার তোমাদের নিকটে যাই, তবে আর ক্ষমা করিব না। খ্রীষ্ট আমাদ্বারা কথা কহেন, ইহার ৩ প্রমাণ চেষ্টা করিতেছ ; তিনি তোমাদের প্রতি দুর্ব্বল নহেন, কিন্তু তোমাদের মধ্যে সবল হন। যদ্যপি ৪ দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত ক্রুশেতে হত হইলেন, তথাপি ঈশ্বরের শক্তিতে সজীব হইয়া আছেন, আর তাঁহার আশ্রিত আমরা দুর্ব্বল হইলেও তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের শক্তিতে তাঁহার সহিত সজীব হইব। তোমরা খ্রী- ৫ ষ্টের ধর্ম্মে আছ কি না, ইহা মনে বিবেচনা করিয়া দেখ, এবং আপনাদেরও পরীক্ষা কর ; যীশু খ্রীষ্ট

যে তোমাদের মধ্যবর্ত্তী আছেন, আপনাদের বিষয়ে কি ইহা স্বীকার কর না? তাহা না হইলে তোমরা ৬ অগ্রাহ্য হও। কিন্তু আমরা অগ্রাহ্য নহি, এমন যে জানিতে পারিবা, ইহা আমার প্রত্যাশা হইতেছে। ৭ তোমরা যে কোন পাপাচরণ না কর, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি; তাহাতে আমরা যে প্রামাণিকের মধ্যে গণিত হই এমন নয়, কিন্তু অপ্রামাণিকের মধ্যে গণিত হইলেও তোমরা যে সৎকর্ম্ম কর, এই আমার ৮ প্রার্থনা। যেহেতুক আমরা সত্যতার সপক্ষ হইয়া কর্ম্ম করিতে পারি, কিন্তু সত্যতার বিপক্ষ হইয়া কি- ৯ ছুই করিতে পারি না। আমরা অক্ষম হইলেও তোমরা যদি ক্ষমতাপন্ন হও, তবে সে আমাদের আহ্লাদের বিষয়; ফলতঃ তোমরা যে সুস্থির হও, এই ১০ আমাদের প্রার্থনা। বিনাশের নিমিত্তে নয়, কিন্তু নিষ্ঠার নিমিত্তে প্রভু আমাকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, আমার উপস্থিত হওন সময়ে ঐ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া কঠিন শাসন করিতে যেন না হয়, এই নিমিত্তে এখন উপস্থিত না হইয়া তোমাদের নিকটে এই সকল কথা লিখিতেছি।

১১ হে ভ্রাতৃগণ, অবশেষে বলি, তোমাদের আনন্দ হউক; তোমরা শান্তিযুক্ত ও একমনা ও নির্ব্বিরোধ হইয়া সুস্থির হও; তাহাতে প্রেম ও শান্তিদাতা যে ১২ ঈশ্বর, তিনি তোমাদের সঙ্গে বাস করিবেন। তো- ১৩ মরা পবিত্র চুম্বনদ্বারা পরস্পর নমস্কার কর। পবিত্র ১৪ লোক সকল তোমাদিগকে নমস্কার করিতেছে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও ঈশ্বরের প্রেম এবং পবিত্র আত্মার সহায়তা তোমাদের সকলের প্রতি হউক। ইতি।

গলাতীয় মণ্ডলীগণের প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র।

১ অধ্যায়।

১ মঙ্গলাচরণ ৬ ও গলাতীয় লোকদের খ্রীষ্টের ধর্ম্ম ত্যাগ করাতে পৌলের আশ্চর্য্য জ্ঞান ও অন্য ধর্ম্মে দোষ দেওন ১১ ও এই ধর্ম্মে ও প্রেরিতত্বপদে পৌলের নিযুক্ত হওনের বিবরণ।

মনুষ্যহইতে নয়, মনুষ্যদ্বারাও নয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট ১ এবং কবরহইতে তাঁহার উত্থাপনকর্ত্তা পিতা ঈশ্বর-কর্ত্তৃক প্রেরিত এক জন যে আমি পৌল, এবং আ- ২ মার সহবর্ত্তি ভ্রাতৃগণ, আমরা গলাতীয় মণ্ডলীগণের প্রতি পত্র লিখিতেছি। পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের ৩ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাদিগকে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রদান করুন। পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে এই বর্ত্তমান ৪ মন্দ সংসারহইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে যিনি আমাদের পাপের কারণ আপনার প্রাণ দিলেন, সর্ব্বদা তাঁহার ধন্যবাদ হউক। আমেন! ৫

যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া খ্রীষ্টের অনু- ৬ গ্রহের আশ্রয় দিলেন, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তো-মরা যে অন্য সুসমাচারে মন দিয়াছ, ইহাতে আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। সেই অন্য সুসমাচার সুস- ৭ মাচার নয়, কিন্তু তোমাদিগকে অস্থির করিতে এবং খ্রীষ্টের সুসমাচারের বিপর্য্যয় করিতে সচেষ্ট, এমন কতক লোক আছে। কিন্তু আমরা তোমাদের নি- ৮

কটে যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তদ্ভিন্ন অন্য
কোন সুসমাচার যদি আমরা কিম্বা স্বর্গীয় দূত
৯ প্রচার করে, তবে সে শাপগ্রস্ত হউক। পূর্ব্বে যে-
রূপ কহিয়াছিলাম, এখনও পুনর্ব্বার তদ্রূপ কহিতেছি;
অর্থাৎ তোমরা যে সুসমাচার গ্রহণ করিয়াছ, তদ্ভিন্ন
অন্য কোন সুসমাচার কেহ যদি তোমাদের নিকটে
১০ প্রচার করে, তবে সে শাপগ্রস্ত হউক। আমি ঈশ্ব-
রের, কি মনুষ্যের, কাহার অনুরোধ করিয়া থাকি?
আমি কি মানুষের অনুরোধ চেষ্টা করিয়া থাকি?
তাহা করিলে আমি খ্রীষ্টের সেবক হইতে পারি না।
১১ হে ভ্রাতৃগণ, আমাকর্তৃক যে সুসমাচার প্রচারিত
হইয়াছিল, তাহা যে মনুষ্যের মতানুসারে নয়, ইহা
১২ তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি। আমি কোন মনুষ্য-
হইতে তাহা গ্রহণ করি নাই, এবং শিক্ষিতও হই
নাই; কেবল যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্যদ্বারা তা-
১৩ হা জ্ঞাত হইয়াছি। আর যিহূদীয় মতাবলম্বী হইয়া
পূর্ব্বে যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলাম, অর্থাৎ যে
প্রকারে ঈশ্বরের মণ্ডলীর প্রতি অতিশয় দৌরাত্ম্য
করিয়া তাহার নাশ করিয়াছিলাম, তাহা অবশ্য শু-
১৪ নিয়া থাকিবা। আর পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরাগত ব্যবহার
পালনে অত্যন্ত উদ্যোগী হইয়া আমার স্বজাতীয় যত
সমবয়স্ক ছিল, সর্ব্বাপেক্ষা আমি যিহূদী ধর্ম্মে তৎপর
১৫ ছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া জন্মাবধি আ-
১৬ মাকে পৃথক করিয়া আহ্বান করিলেন, এবং অন্যদে-
শীয় লোকদের কাছে তাঁহার প্রসঙ্গ প্রকাশ করিবার
জন্যে আপন পুত্রের তত্ত্ব আমার কাছে প্রকাশ ক-
১৭ রিতে সন্তুষ্ট হইলেন। তাহাতে আমি মনুষ্যের স-

হিত পরামর্শ না করিয়া পূর্ব্বনিযুক্ত যিরূশালম নগরস্থ প্রেরিতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না গিয়া, তৎক্ষণাৎ অরব্‌দেশে গেলাম; পরে তথাহইতে পুনর্ব্বার দম্মেষক নগরে ফিরিয়া গেলাম। এই রূপে তিন ১৮ বৎসর গত হইলে পিতরের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে যিরূশালম নগরে গিয়া পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত তাহার সহিত বাস করিলাম। কিন্তু প্রভুর ভ্রাতা যাকূব ১৯ ব্যতিরেকে প্রেরিতগণের মধ্যে আর কাহাকেও দেখিলাম না। এই যে সকল কথা লিখিতেছি, দেখ, ২০ ঈশ্বর জানেন, ইহার একটি কথাও মিথ্যা নয়। তা- ২১ হার পর সুরিয়া ও কিলিকিয়া দেশে গমন করিলাম; কিন্তু তৎকালে যিহূদাদেশস্থ খ্রীষ্টাশ্রিত মণ্ডলীর লো- ২২ কদের সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। 'যে ২৩ জন পূর্ব্বে আমাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া ধর্ম্মের নাশ করিয়াছিল, সে এখন ঐ ধর্ম্মের প্রচার করিতেছে,' কেবল এ কথা শুনিয়াছিল। তাহাতে তাহারা ২৪ আমার বিষয়ে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

২ অধ্যায়।

১ যিরূশালমে পৌলের গমন ও তাহার কারণ নির্ণয় ১১ ও খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণের নিমিত্তে পিতরকে দোষী করণ।

অনন্তর চৌদ্দ বৎসর গত হইলে আমি তীতকে ১ সঙ্গে লইয়া বর্ণব্বার সহিত যিরূশালম নগরে পুনর্ব্বার গমন করিলাম। ফলতঃ আমার অতীত ও বর্ত্তমান ২ চেষ্টা যেন বিফল না হয়, এই নিমিত্তে আমি সেই সময়ে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ প্রযুক্ত গমন করিয়া, যে সুসমাচার অন্যদেশীয়দিগের নিকটে প্রচার করিয়া থাকি, তাহা তথাকার লোকদের নিকটে, বিশেষতঃ

যাহারা মান্য, বিরলে তাহাদের নিকটে নিবেদন ক-
৩ রিলাম। তাহাতে আমার সঙ্গি যূনানীয় লোক যে
৪ তীত, তাহারও ত্বক্‌ছেদ করিতে হইল না। কেন?
না, গুপ্ত রূপে মণ্ডলীতে প্রবিষ্ট কএক জন ভাক্ত
ভ্রাতা আমাদিগকে অধীন করিয়া রাখিবার আশয়ে
খ্রীষ্ট যীশুদ্বারা প্রাপ্ত আমাদের যে মুক্তিপদ, তাহার
৫ অনুসন্ধান করিতে চরের মত আসিয়াছিল। অতএব
তোমাদের নিকটে বিদ্যমান যে প্রকৃত সুসমাচারের
কথা, তাহার অন্যথা যেন না হয়, এতন্নিমিত্তে দণ্ড-
৬ মাত্রও তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিলাম না। আর
যে কএক মান্য লোক ছিল, (তাহারা প্রধান বা
অপ্রধান, তাহাতে আমার কিছু আইসে যায় না, যে-
হেতুক ঈশ্বর কোন মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করেন না;)
সে প্রধান লোকেরা আমাকে কোন নূতন কথা দিল
৭ না; কিন্তু ত্বক্‌ছেদিদের নিকটে সুসমাচার প্রচার ক-
রণের ভার যেমন পিতরকে দেওয়া গিয়াছিল, তে-
মনি অত্বক্‌ছেদিদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করণের
৮ ভার আমাকে দত্ত হইয়াছে, ইহা দেখিল। যেহেতুক
ত্বক্‌ছেদি লোকদের কাছে প্রেরিতত্ব কর্ম্মেতে যিনি
পিতরের সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি অত্বক্‌ছেদি-
দের নিকটে আমারও তদ্রূপ সাহায্য করিয়াছেন।
৯ বিশেষতঃ আমরা যেন অন্যদেশীয়দের নিকটে যাই,
এবং তাহারা যেন ত্বক্‌ছেদিদের নিকটে যায়, এই
জন্যে স্তম্ভস্বরূপ মান্য যে যাকূব ও কৈফা (পিতর)
এবং যোহন, ইহারা আমাকে দত্ত যে অনুগ্রহ, তা-
হা জানিয়া আমাকে ও বর্ণব্বাকে সহায়রূপ দক্ষিণ
১০ হস্ত দিয়া বিদায় করিল। এবং 'দরিদ্র লোকদের

প্রতি দান বিষয়ে মনোযোগ কর,' আমাদের নিকটে কেবল এই প্রার্থনা করিল; আমিও তদ্বিষয়ে উদ্‌যোগী হইলাম।

অপর পিতর আন্তিয়খিয়া নগরে আইলে পর দোষী ১১ হওয়াতে তাহারি সাক্ষাতে তাহাকে অনুযোগ করিলাম। কারণ এই, সে পূর্ব্বে অন্যদেশীয়দের সহিত ১২ আহার ব্যবহার করিত, কিন্তু যাকূবের নিকটহইতে কএক জন আগমন করিলে পর ত্বক্‌ছেদিদের ভয়ে সেই ব্যবহার ত্যাগ করিয়া পৃথক হইল। এবং অন্য২ ১৩ যিহূদীয়েরাও তেমনি প্রবঞ্চনা করিতে লাগিল; তাহাতে বর্ণব্বাও সেই প্রবঞ্চনাতে প্রবঞ্চিত হইল। কিন্তু ১৪ তাহারা সুসমাচারের মতানুসারে প্রকৃতরূপ আচরণ করে না, ইহা দেখিয়া আমি সকলের সাক্ষাতে পিতরকে এ কথা কহিলাম; তুমি নিজে যিহূদী হইয়া যদি যিহূদীয় মত বিরুদ্ধ অন্যদেশীয় মত আচরণ কর, তবে অন্যদেশীয় লোককে যিহূদীয়দের ন্যায় ব্যবহার করিতে কেন প্রবৃত্তি দিতেছ? ব্যবস্থা পালনদ্বারা ম- ১৫ নুষ্য পুণ্যবান গণিত হইতে পারে না, কেবল যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণদ্বারা হইতে পারে, যিহূদীবংশজাত এবং অন্যদেশীয়দের ন্যায় পাপী নহি যে আমরা, আমরাও ইহা জানিয়া খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী হইয়া ১৬ ব্যবস্থার কর্ম্মদ্বারা নয়, কেবল খ্রীষ্টে বিশ্বাসের দ্বারা পুণ্যবান গণিত হইতে চেষ্টা করিতেছি। কেননা ব্যবস্থার পালনদ্বারা কোন প্রাণীই পুণ্যবান গণিত হইতে পারে না। কিন্তু খ্রীষ্টের দ্বারা পুণ্যবান ১৭ গণিত হইতে চেষ্টা করাতে যদি আমরাই পাপী হই, তবে কি খ্রীষ্ট পাপের সেবক? এমন নয়।

১৮ কিন্তু আমি যাহা ভগ্ন করিয়াছি, তাহা যদি পুনর্ব্বার গাঁথি, তবে আপনার দোষ আপনি স্থির করি।
১৯ আমি ঈশ্বরের সম্বন্ধে সজীব হইবার জন্যে ব্যব-
২০ স্থাদ্বারা ব্যবস্থার সম্বন্ধে মৃত হইয়াছি। খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশে বিদ্ধ হইলাম, তথাপি জীবৎ আছি; কিন্তু সে আমি নহি, আমার অন্তরে খ্রীষ্ট জীবৎ আছেন; যিনি আমাকে প্রেম করিলেন ও আমার নিমিত্তে প্রাণব্যয় করিলেন, এমন যে ঈশ্বরের পুত্র, কেবল তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া আমি এখন দেহ-
২১ বিশিষ্ট হইয়া প্রাণধারণ করিতেছি। আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহকে বিফল করি না, যেহেতুক ব্যবস্থাদ্বারা যদি পুণ্য হইত, তবে খ্রীষ্টের মরণে কোন প্রয়োজন ছিল না।

৩ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টকে ত্যাগ করিয়া ব্যবস্থাদ্বারা পরিত্রাণ চেষ্টা করণ প্রযুক্ত গলাতীয় লোকদের প্রতি পৌলের অনুযোগ করণ ও ব্যবস্থাদ্বারা নয় কিন্তু খ্রীষ্টের পুণ্যদ্বারা আমরা পুণ্যবান হইতে পারি ইহার দৃঢ় প্রমাণ দেওন।

১ হে অবোধ গলাতীয় লোকেরা, ক্রুশে হত খ্রীষ্ট তোমাদের সাক্ষাতে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন; অতএব তোমরা যে সত্য কথা পালন কর
২ না, কে তোমাদিগকে এমন মুগ্ধ করিয়াছে? আমি তোমাদিগকে কেবল এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা যে আত্মাকে পাইয়াছ, তাঁহাকে ব্যবস্থার কর্ম্মদ্বারা কি বিশ্বাসজনক শ্রবণীয় বাক্যদ্বারা পাইয়াছ?
৩ তোমরা কি এমন নির্ব্বোধ, যে আত্মীয় ধর্ম্মেতে সাধনার আরম্ভ করিয়া শারীরিক ধর্ম্মেতে সিদ্ধ হও?

তবে তোমরা কি অনর্থক এই সকল ক্লেশ ভোগ ক- ৪
রিয়াছ? এমন হইতে পারে। যিনি তোমাদিগকে ৫
আত্মা প্রদান করিয়া তোমাদের মধ্যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম
প্রকাশ করিলেন, তিনি ব্যবস্থার কর্ম্মদ্বারা কি বিশ্বাস-
জনক শ্রবণীয় বাক্যদ্বারা তাহা করিলেন? দেখ, ৬
"ইব্রাহীম ঈশ্বরে বিশ্বাস করাতে ঐ বিশ্বাস তাহার
"পক্ষে পুণ্যার্থে গণিত হইল;" অতএব যাহারা বি- ৭
শ্বাসাবলম্বী হয়, তাহারাই ইব্রাহীমের সন্তান, ইহা
নিশ্চয় জানিও। আর অন্য দেশীয় লোকেরা বি- ৮
শ্বাসদ্বারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক পুণ্যবান গণিত হইবে, ইহা
তিনি অগ্রে জানিয়া, "তোমাহইতে পৃথিবীর তাবৎ
"জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে," ধর্ম্মপুস্তকের এই
বচনদ্বারা পূর্ব্ব কালে ইব্রাহীমকে সুসমাচার শুনাই-
য়াছিলেন। এ জন্যে বলি, যাহারা বিশ্বাসাবলম্বী ৯
হয়, তাহারা বিশ্বাসকারি ইব্রাহীমের সহভাগী হইয়া
আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহারা ব্যবস্থাকর্ম্মা- ১০
বলম্বী, তাহারা শাপগ্রস্ত; যেহেতুক লিপি আছে,
"যে কেহ এই ব্যবস্থা গ্রন্থে লিখিত কথা সকল
"নিশ্ছিদ্র রূপে পালন না করে, সে শাপগ্রস্ত।"
আর "পুণ্যবান ব্যক্তি বিশ্বাস দ্বারাই বাঁচিবে;" ১১
কিন্তু ব্যবস্থার সহিত বিশ্বাসের সম্পর্ক নাই; "যে
"কেহ তাহার বিধি সকল পালন করে, সে তাহা-
"দ্বারা বাঁচিবে।" অতএব ব্যবস্থাদ্বারা কোন কেহ ১২
ঈশ্বরের নিকটে পুণ্যবান গণিত হইতে পারে না, তা-
হা ব্যক্ত হইতেছে। আর খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্তে ১৩
আপনি শাপগ্রস্ত হইয়া ব্যবস্থার শাপহইতে আ-
মাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন; যেমন লিপি আছে,

১৪ "যে জন বৃক্ষেতে টাঙ্গান যায় সে শাপগ্রস্ত।" তাহাতে ইব্রাহীমের আশীর্ব্বাদ যীশু খ্রীষ্টদ্বারা অন্যদেশীয় লোকদের উপরে বর্ত্তে, এবং বিশ্বাসদ্বারা
১৫ আমরা প্রতিজ্ঞাত আত্মারূপ ফল প্রাপ্ত হই। হে ভ্রাতৃগণ, আমি মানুষের রীতিমত কহিতেছি; কোন মানুষ যদি কোন নিয়ম স্থির করে, তবে কেহ তা-
১৬ হার ন্যূনাতিরেক করে না। 'ইব্রাহীম ও তাহার বংশের প্রতি' সকল প্রতিজ্ঞা উক্ত ছিল; তাহাতে 'বংশ' শব্দে বহুবচন না দিয়া একবচন দিয়া 'তোমার
১৭ বংশ' লিখিয়াছে, এবং এই বংশ খ্রীষ্ট। অতএব বলি, খ্রীষ্টসম্বন্ধীয় যে নিয়ম ঈশ্বর স্থির করিয়াছিলেন, তাহার পর চারি শত ত্রিশ বৎসর গতে স্থাপিত যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থা ঐ নিয়মের অন্যথা ক-
১৮ রিয়া ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা বিফল করিতে পারে না। কেননা ব্যবস্থাদ্বারা যদি অধিকার প্রাপ্তি হয়, তবে প্রতিজ্ঞাদ্বারা নয়; কিন্তু ঈশ্বর প্রতিজ্ঞাদ্বারা ইব্রাহীমকে
১৯ বিনামূল্যে অধিকার দিয়াছিলেন। তবে ব্যবস্থার অভিপ্রায় কি? অভিপ্রায় এই, যে বংশকে প্রতিজ্ঞা দত্ত হইয়াছিল, তাঁহার অবতার যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত পাপ নিবারণের জন্যে দূতগণদ্বারা এক
২০ জন মধ্যস্থের হস্তে ঐ ব্যবস্থার স্থাপন হইল। একের মধ্যস্থ হয় না, পরন্তু ঈশ্বর একমাত্র আছেন।
২১ তবে ব্যবস্থা কি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধ? তাহা নয়; কেননা পরমায়ু দিতে ব্যবস্থার যদি শক্তি থাকিত, তবে ব্যবস্থার দ্বারা অবশ্য পুণ্যপ্রাপ্তি হইত।
২২ কিন্তু প্রতিজ্ঞার ফল যেন যীশু খ্রীষ্টে প্রত্যয়দ্বারা তাবৎ বিশ্বাসকারির প্রতি বর্ত্তে, এই জন্যে ধর্ম্মশাস্ত্রে

সকলকে পাপাধীন গণনা করে। অতএব ভাবিসময়ে ২৩ যে বিশ্বাসের পথ প্রকাশ পাইবে, সেই পথ প্রকাশিত হওন পর্য্যন্ত আমরা ব্যবস্থার অধীন হইয়া বদ্ধ ছিলাম। এ প্রকারে আমরা যেন বিশ্বাসদ্বারা ২৪ পুণ্যবান্ গণিত হই, এই নিমিত্তে খ্রীষ্টের আগমন পর্য্যন্ত ঐ ব্যবস্থা আমাদের নায়ক দাস ছিল। কিন্তু এখন বিশ্বাসের পথ প্রকাশিত হওয়াতে আমরা ২৫ ঐ নায়কের আর বশীভূত হইয়া থাকি না। খ্রীষ্ট ২৬ যীশুতে বিশ্বাস করাতে তোমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান হইয়াছ। তোমরা যত লোক খ্রীষ্ট নামে ২৭ বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়াছ। ইহাতে তোমরা যিহূদীয় হও কি অন্য- ২৮ দেশীয় হও, এবং মুক্ত হও কি বন্দী হও, আর স্ত্রী হও কি পুরুষ হও, তোমাদের পরস্পর কোন বিশেষ নাই; যীশু খ্রীষ্টের আশ্রিত হওয়াতে তোমরা সকলেই এক। এবং তোমরা যদি খ্রীষ্টের আশ্রিত, ২৯ তবে সুতরাং ইব্রাহীমের সন্তান, ও সেই প্রতিজ্ঞাফলের অধিকারী।

৪ অধ্যায়।

১ উত্তরাধিকারির ন্যায় লোকদের ব্যবস্থার অধীন হওন ৬ ও পুত্র হইয়া দাসের কর্ম্ম না করণ ১২ ও গলাতীয় লোকদের পূর্ব্ব প্রেমের প্রশংসা করণ ও মঙ্গল চেষ্টা করণ ২১ ও ব্যবস্থা ও সুসমাচার প্রভেদের নির্ণয়।

আমি বলি, অধিকারী যত দিন বালক থাকে, ১ তাবৎ সকলের কর্ত্তা হইলেও তাহাতে ও দাসেতে কিছুমাত্র ভেদ নাই; সে পিতৃনিরূপিত কাল পর্য্যন্ত ২ রক্ষক ও ধনাধ্যক্ষদের অধীন থাকে। তেমনি আম- ৩

রাও বালক হইয়া দাসের ন্যায় জগতের প্রথম জ্ঞা-
৪ নসূত্রের অধীন ছিলাম। পরে কাল সম্পূর্ণ হইলে
ব্যবস্থার অধীনতাহইতে আমাদিগকে মুক্ত করণপূর্ব্বক
৫ পোষ্যপুত্র পদ দিবার জন্যে ঈশ্বর আপন পুত্রকে
স্ত্রীজাত ও ব্যবস্থার অধীন করিয়া প্রেরণ করিলেন।
৬ তোমরা ঈশ্বরের সন্তান হইতেছ, এই নিমিত্তে যে
আত্মার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে পিতা২ বলিয়া সং-
বোধন করি, তাঁহার পুত্রের সেই আত্মাকে তিনি
৭ তোমাদের অন্তঃকরণে প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে
আর দাস না হইয়া অদ্যাবধি সন্তান হইতেছ;
এবং সন্তান হওয়াতে খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের বিষয়ের অ-
৮ ধিকারীও হইতেছ। আর পূর্ব্বে ঈশ্বরের তত্ত্ব অব-
গত না হওয়াতে যাহারা বাস্তবিক ঈশ্বর নহে, তা-
৯ হাদের দাসত্বে ছিলা। কিন্তু এক্ষণে তোমরা ঈশ্বরের
পরিচয় পাইয়াছ, বরং ঈশ্বর কর্তৃক পরিচিত হই-
য়াছ; তবে নিষ্ফল ও তুচ্ছ যে প্রথম জ্ঞানসূত্র,
তাহার প্রতি এক্ষণে কেন ফিরিতেছ? আর বার
১০ কি দাসত্ব বাঞ্ছা করিতেছ? তোমরা বিশেষ২ দিন
১১ ও মাস ও তিথি ও বৎসরাদি মানিতেছ। তাহাতে
তোমাদের নিমিত্তে যে পরিশ্রম করিয়াছি, তাহা
পাছে বিফল হয়, আমার এই ভয় হইতেছে।
১২ হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে বিনয় করিতেছি; আ-
মি যেমন তোমরাও তেমনি হও, যেহেতুক তোমরা
যেমন আমিও তেমনি ছিলাম; তোমরা কিছুতে
১৩ আমার ক্ষতি কর নাই। আমি যে প্রথমে শরী-
রের অপটুতাতে তোমাদের নিকটে সুসমাচার প্র-
১৪ চার করিয়াছি, তাহা তোমরা জান। আর আমার

শারীরিক পরীক্ষা দেখিয়াও হেয়জ্ঞান করিয়া আমাকে তুচ্ছ কর নাই, বরঞ্চ ঈশ্বরের এক দূতের ও সাক্ষাৎ যীশু খ্রীষ্টের ন্যায় আমাকে গ্রাহ্য করিয়াছ। ১৫ অতএব সে সময়ে তোমাদের কেমন আনন্দ ছিল! তোমাদের বিষয়ে আমি এমত প্রমাণ দিতে পারি, যে তোমাদের যদি দাতব্য হইত, তবে আপনাদের চক্ষু পর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া আমাকে দিতে প্রস্তুত ছিলা। ১৬ এখন সত্য কথা কহাতে আমি কি তোমাদের শত্রু হইলাম? ১৭ ঐ লোকেরা তোমাদিগের অনুরাগ করিতেছে বটে, কিন্তু উত্তমরূপে নয়; কেননা তোমরা যেন তাহাদের অনুরাগ কর, এই আশয়ে তাহারা তোমাদিগকে ভিন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছে। ১৮ পরন্তু সর্ব্বদা উত্তমের অনুরাগ করা উচিত; তোমাদের নিকটে আমি যে সময়ে উপস্থিত হই, কেবল সেই সময়ে নহে, সর্ব্বদাই উচিত। ১৯ হে আমার বালকেরা, যে পর্য্যন্ত তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্ট মূর্ত্তিমান না হন, তাবৎ কাল পুনর্ব্বার প্রসব বেদনার ন্যায় আমার বেদনা হইতেছে। ২০ আমি এক্ষণে তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া অন্য প্রকার কথা কহিতে বাঞ্ছা করি, কেননা তোমাদের বিষয়ে সন্দেহ করিতেছি।

২১ ব্যবস্থার অধীন হইতে বাঞ্ছা করিতেছ যে তোমরা, তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি; সেই ব্যবস্থাতে তোমরা কি মনোযোগ কর না? ২২ যেহেতুক এমন লিখিত আছে, 'ইব্রাহীমের দুই পুত্র ছিল; এক পুত্র দাসীগর্ব্ভজাত, এবং অন্য পুত্র নিজ ভার্য্যার গর্ব্ভজাত।' ২৩ তাহাদের মধ্যে দাসীগর্ব্ভজাত যে পুত্র,

সে ব্যবহারানুসারে জন্মিল; এবং ভার্য্যাগর্ব্ভজাত যে
২৪ পুত্র, সে প্রতিজ্ঞানুসারে জন্মিল। এ বিষয় এক
দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ দুই স্ত্রী ঈশ্বরের
দুই নিয়মের স্বরূপ হইয়াছে। তাহার মধ্যে সীনয়
পর্ব্বতহইতে দত্ত যে দাসত্বজনক নিয়ম, সেই নিয়মের
২৫ দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছে হাজিরা নাম্নী ঐ দাসী; যেহে-
তুক হাজিরা শব্দে অরবিয়া দেশস্থ সীনয় পর্ব্বতকে
বুঝায়, এবং সে আপনার বালকদের সহিত দাসত্বে
২৬ থাকাতে বর্ত্তমান যিরূশালম নগরকেও বুঝায়। কিন্তু
স্বর্গস্থ যিরূশালম যে মুক্তা নগরী, সে আমাদের সক-
২৭ লের জননীস্বরূপ। যেমন লিপি আছে; "হে সন্তান-
"হীনে বন্ধ্যে, তুমি আনন্দিতা হও; হে অপ্রসূতে,
"তুমি জয়ধ্বনি ও উল্লাসের গান কর, কেননা বিবা-
"হিতার সন্তানদের অপেক্ষা অনাথার সন্তান অনেক
২৮ "হয়।" অতএব হে ভ্রাতৃগণ, যেমন ঈশ্বরের প্রতি-
জ্ঞার ফলস্বরূপ ইস্‌হাক জন্মিয়াছিল, আমরাও তেমনি
২৯ জন্মিয়াছি। কিন্তু তৎকালে যে জন ব্যবহারানুসারে
জন্মিয়াছিল, সে যেমন আত্মাহইতে জাতকে তাড়না
৩০ করিয়াছিল, তদ্রূপ এখনও হইতেছে। কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থে
এই লিখে, "এই দাসীকে ও ইহার পুত্রকে দূর
"করিয়া দেও; দাসীপুত্র ভার্য্যাজাত পুত্রের সহিত
৩১ "উত্তরাধিকারী হইবে না।" হে ভ্রাতৃগণ, আমরা ঐ
দাসীর বংশ না হইয়া মুক্তা স্ত্রীর বংশ হইয়াছি।

৫ অধ্যায়।

১ ত্বকছেদদ্বারা ত্রাণচেষ্টা করণে নিষেধ ও পরস্পর প্রেম করিতে
বিনয় ১৬ ও ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ও আত্মার কর্ম্মের নির্ণয়।

১ খ্রীষ্ট আমাদিগকে যে মুক্তিপদে নিযুক্ত করিয়াছেন,

তোমরা তাহাতে স্থির হও, এবং দাসত্বরূপ যোঁয়ালিতে আর বার বদ্ধ হও না। দেখ, আমি পৌল ২ তোমাদিগকে নিশ্চয় রূপে কহিতেছি, যদি ত্বকছেদি হও, তবে খ্রীষ্টদ্বারা তোমাদের কিছুমাত্র ফল হইবে না। আর আমি ত্বকছেদ কর্ম্মাবলম্বি সকলের নিকটে ৩ এই প্রমাণ দিতেছি, তাহারা তাবৎ ব্যবস্থা পালনের দায়ে দায়ী হইতেছে। তোমাদের মধ্যে যে কোন ৪ লোক ব্যবস্থাদ্বারা পুণ্যবান গণিত হইতে চেষ্টা করে, সে অনুগ্রহহইতে পতিত হওয়াতে তাহার সঙ্গে খ্রীষ্টের কোন সম্বন্ধ থাকে না। আমরা আত্মাজাত ৫ প্রত্যয়দ্বারা পুণ্যরূপ ফলের প্রত্যাশা করি। খ্রী- ৬ ষ্টের ধর্ম্মে ত্বকছেদ কি অত্বকছেদ উভয়েরই কিছু ফল নাই, কিন্তু প্রেমজনক যে বিশ্বাস, সেই সার। তোমরা সত্য পথে স্বচ্ছন্দে গমন করিয়াছ; কিন্তু ৭ যাহাতে ঐ পথে আর গমন না কর, তোমাদের এমন বাধা কে জন্মাইল? যিনি তোমাদিগকে আ- ৮ হ্বান করিয়াছেন, তিনি তোমাদের এমন মতি দেন নাই। অল্প তাড়ী সমুদয় সুজীকে তাড়ীময় করে। ৯ তোমরা যে অন্য কোন কথাতে মনোযোগ করিবা ১০ না, তোমাদের বিষয়ে প্রভুতে আমার এমন বিশ্বাস হইতেছে; কিন্তু যে জন তোমাদিগকে অস্থির করিতেছে, যে কোন ব্যক্তি হউক, সে আপন দণ্ড ভোগ করিবে। হে ভ্রাতৃগণ, আমি যদি ত্বকছেদ ১১ বিধি প্রচার করিয়া থাকি, তবে তাড়না ভোগ করিতেছি কেন? তাহা করিলে ক্রুশের বাধা লোপ হইত। যাহারা তোমাদিগের মন অস্থির করে, তা- ১২ হারা যেন বহিষ্কৃত হয়, এই আমার বাঞ্ছা। হে ১৩

ভ্রাতৃগণ, তোমরা মুক্তি পাইবার নিমিত্তে আহূত হইয়াছ, কিন্তু সেই মুক্তি উপলক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ করিও না, বরং প্রেমের দ্বারা
১৪ এক জন অন্যের সেবা কর। যেহেতুক "আপন "প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম কর," এই এক আজ্ঞাপালন করিলে তাবৎ ব্যবস্থাপালন সিদ্ধ হয়।
১৫ কিন্তু তোমরা যদি পরস্পর হিংসা করিয়া এক জন অন্যকে গ্রাস কর, তবে আপনাদের হইতে আপনারা যেন নষ্ট না হও, এই বিষয়ে সাবধান।
১৬ আমি ইহা বলি, তোমরা আত্মার ভাবে আচার ব্যবহার কর; তাহা করিলে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ
১৭ করিবা না। আত্মার ভাব ইন্দ্রিয়ের ভাবের সহিত বিরোধ করে, এবং ইন্দ্রিয়ের ভাব আত্মার ভাবের সহিত বিরোধ করে; এই উভয়ের পরস্পর বিরোধ হওয়াতে তোমরা ইচ্ছামত কর্ম্ম করিতে পার না।
১৮ কিন্তু যদি আত্মার ভাবেতে চালিত হও, তবে ব্যব-
১৯ স্থার অধীন নও। আর পরদার, ও বেশ্যাগমন, ও
২০ অশৌচ ক্রিয়া, ও কামাভিলাষ, ও প্রতিমাপূজা, ও কুহক, ও শত্রুতা, ও বিবাদ, ও দ্বেষ, ও ক্রোধ, ও কলহ, ও পার্থক্য, ও বিধর্ম্মাচরণ, ও ঈর্ষ্যা, ও বধ, ও মত্ততা, ও লম্পটতা, ইত্যাদি নিতান্ত ইন্দ্রিয়ের
২১ কর্ম্ম। এই সকল কর্ম্ম বিষয়ে যেমন পূর্ব্বে তোমাদিগকে কহিয়াছিলাম, তদ্রূপ এখনও ইহা কহিতেছি; যাহারা এই প্রকার কর্ম্ম করে, তাহারা কদাচ ঈশ্ব-
২২ রের রাজ্যে অধিকার পাইতে পারিবে না। কিন্তু প্রেম, ও আনন্দ, ও শান্তি, ও ধৈর্য্যাবলম্বন, ও প্র-
২৩ ণয়, ও দাতৃত্ব, ও বিশ্বস্ততা, ও মৃদুতা, ও পরিমিত

ভোগ, ইত্যাদি আত্মার ফল; এই সকলের বিরুদ্ধ কোন ব্যবস্থা নহে। আর যাহারা খ্রীষ্টের আশ্রিত, ২৪ তাহারা (কামাদি) রিপুর ও অভিলাষের সহিত ইন্দ্রিয়কে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছে। অতএব আইস, আমরা ২৫ আত্মার সম্বন্ধে সজীব হওয়াতে আত্মার ভাবে আচার ব্যবহার করি, ও অভিমানী না হইয়া পরস্পর ২৬ ব্যঙ্গ দ্বেষাদি ত্যাগ করি।

৬ অধ্যায়।

১ দোষি ভ্রাতাকে ক্ষমা করণের আবশ্যকতা ৬ ও উপদেশককে দান করণ ও সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওনের কথা ১১ ও ত্বক্‌ছেদ না মানিয়া খ্রীষ্টে পৌলের বিশ্বাস ও শ্লাঘা করণ।

হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের কেহ যদি কোন দোষগ্রস্ত ১ হয়, তবে পারমার্থিক যে তোমরা, তোমরাও পাছে তদ্রূপ পরীক্ষাতে পড়, ইহা বিবেচনা করিয়া নম্রভাবে তাহাকে পুনর্ব্বার সুস্থির কর। এবং পরস্পর ২ এক জন অন্যের ভার বহিয়া খ্রীষ্টের আজ্ঞা পালন কর। কোন ব্যক্তি কিছুর মধ্যে না হইয়া যদি আ- ৩ পনাকে বড় জ্ঞান করে, তবে সে আপনার ভ্রান্তি আপনি জন্মায়। অতএব প্রত্যেক জন আপন কর্ম্মের ৪ পরীক্ষা আপনি করুক, তাহা করিলে সে অন্যহইতে আনন্দ না পাইয়া আপনাহইতে পাইবে; কেননা ৫ প্রত্যেক জন আপন বোঝা বহিবে।

যে জন ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হয়, সে নিজ তাবৎ ৬ উত্তম দ্রব্যের কিঞ্চিৎ২ উপদেশককে দান করুক। তোমরা ভ্রান্ত হইও না; ঈশ্বরকে প্রবঞ্চনা করা যায় ৭ না; যে মনুষ্য যাহা বুনে, সে তাহাই কাটিবে। শ- ৮ রীরের উদ্দেশে যে জন বুনে, সে শরীরহইতে বিনাশ-

ৰূপ শস্য পাইবে; কিন্তু যে জন আত্মার উদ্দেশে বু-
নে, সে আত্মাহইতে অনন্ত পরমায়ুৰূপ শস্য পাইবে।
৯ অতএব আইস, আমরা সৎকর্ম্ম করিতে অশ্রান্ত হই ;
ক্লান্ত না হইলে উচিত সময়ে তাহার ফল পাইব।
১০ এ জন্যে আইস, আমরা সুযোগ পাইলে সকল লো-
কের বিশেষতঃ বিশ্বাসকারি পরিবারের মঙ্গল করি।
১১ হে ভ্রাতৃগণ, স্বহস্তে তোমাদিগকে কত বড় পত্র
১২ লিখিলাম, তাহা তোমরা দেখিতেছ। খ্রীষ্টের ক্রুশ
প্রযুক্ত যেন তাড়না না পায়, কেবল এই জন্যে যত
লোক সংসারে সুখ্যাতির স্পৃহা করে, তাহারা তোমা-
১৩ দিগের ত্বক্‌ছেদ করাইতে বহু যত্ন করে। তথাপি
যাহারা ত্বক্‌ছেদ গ্রহণ করে, তাহারা ব্যবস্থা পালন
করে না; কিন্তু তোমাদের ত্বকছেদ করণে যেন
তাহারা শ্লাঘা করে, এই জন্যে তাহা করিতে তো-
১৪ মাদিগকে প্রবৃত্তি দেয়। কিন্তু যাহাদ্বারা সংসারের
পক্ষে আমি হত, এবং সংসারও আমার পক্ষে হত,
এমন যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ, তদ্ভিন্ন
আর কোন বিষয়ে আমার শ্লাঘা করা না হউক।
১৫ খ্রীষ্ট যীশুর ধর্ম্মে ত্বকছেদ ও অত্বকছেদ উভয়েরই
কিছু প্রভেদ নাই; কিন্তু যে নূতন সৃষ্টি, সেই সার।
১৬ আর যত লোক এই নিয়মানুসারে ব্যবহার করে,
তাহাদিগকে ও ঈশ্বরের তাবৎ ইস্রায়েল লোকদিগ-
১৭ কে ঈশ্বর শান্তি ও দয়া প্রদান করুন। অদ্যাবধি
কেহ আমাকে ব্যামোহ না দিউক, যেহেতুক আ-
মি আপন শরীরে প্রভু যীশুর চিহ্ন ধারণ করি।
১৮ হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ
তোমাদের আত্মাতে থাকুক! ইতি।

ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র।

১ অধ্যায়।

১ মঙ্গলাচরণ ৩ ও বিশ্বাসি লোকদের ঈশ্বরকর্ত্তৃক মনোনীত হওনের বিবরণ ১৫ ও এই নিগূঢ় কথা বুঝিবার জন্যে ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান প্রার্থনা করণ।

১ ঈশ্বরের অভিমতানুসারে পৌল নামে যীশু খ্রীষ্টের এক জন প্রেরিত, খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসকারি ইফিষীয় পবিত্র লোকদের প্রতি পত্র লিখিতেছে। ২ আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাদিগকে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রদান করুন!

৩ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বর ধন্য; যেহেতুক তিনি খ্রীষ্টদ্বারা আমাদিগকে তাবৎ পারমার্থিক বর দিয়া স্বর্গীয় স্থানে মঙ্গলপ্রাপ্ত করিয়াছেন। ৪ ফলতঃ তিনি আপন সাক্ষাতে প্রেমেতে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক করিবার অভিপ্রায়ে জগৎ সৃষ্টি করণের পূর্ব্বে খ্রীষ্টে আমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন; ৫ এবং আপন অনুগ্রহের প্রভাব প্রকাশ করণার্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজ অভিমতানুসারে যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আপনার নিকটে পোষ্যপুত্রত্বপদ পাইতে আমাদিগকে নিরূপণ করিয়াছেন; ৬ আর আপনার অসীম অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া, যাঁহার রক্তপাতদ্বারা আমরা পরিত্রাণ অর্থাৎ পাপমোচন পাইয়াছি, ৭ সেই প্রিয় ব্যক্তির অনুরোধে আমাদিগকেও অনুগ্রহের পাত্র করিয়াছেন;

৮ এবং সেই অনুগ্রহেতে আমাদিগকে বাহুল্যরূপে সর্ব্ব
৯ প্রকার জ্ঞান ও বিবেক প্রদান করিয়াছেন। এবং
যুগ সম্পূর্ণ হইলে তিনি স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সকলকে
১০ খ্রীষ্টে সংগ্রহ করিবেন, এই নিয়ম বিষয়ক যে নিগূঢ়
অভিপ্রায় তিনি আপন ইচ্ছামতে পূর্ব্বাবধি মনে স্থির
করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছেন।
১১ এবং খ্রীষ্টের প্রতি পূর্ব্বে প্রত্যাশা করিয়াছি যে আ-
মরা, আমাদের দ্বারা যেন তাঁহার মহিমা প্রকাশ
১২ পায়, এই জন্যে যিনি স্বাধীন হইয়া নিজ অভিমতা-
নুসারে তাবৎ কর্ম্ম সাধন করেন, তাঁহার পূর্ব্বনিরূপ-
ণানুসারে আমরা নিযুক্ত হইয়া ঐ খ্রীষ্টদ্বারা অধি-
১৩ কার প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং পরিত্রাণজনক সত্য কথা
অর্থাৎ সুসমাচার শ্রবণ করাতে তোমরাও তাঁহার
প্রতি প্রত্যাশা করিয়া প্রতিজ্ঞার ফলস্বরূপ যে পবিত্র
১৪ আত্মা, তাঁহাদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ। আর তাঁহার
মহিমা প্রকাশ করণার্থে যাবৎ তাঁহার ক্রীত লো-
কেরা মুক্তিপদ প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ ঐ পবিত্র আত্মা
আমাদের অধিকারের বায়নাস্বরূপ আছেন।

১৫ প্রভু যীশুতে তোমাদের যে বিশ্বাস, এবং সকল
পবিত্র লোকের প্রতি তোমাদের যে প্রেম, তাহার
১৬ বিবরণ শুনিয়া তোমাদিগকে স্মরণ করিয়া আমি
অনবরত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করণপূর্ব্বক এই প্রার্থনা
১৭ করিতেছি। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের তেজোময়
পিতা ঈশ্বর, তাঁহাকে স্বীকার করণার্থে জ্ঞান ও প্র-
কাশিত বাক্য বুঝিবার শক্তি তোমাদিগকে দিউন;
১৮ এবং তোমাদের জ্ঞানরূপ চক্ষুঃ প্রসন্ন করিয়া তাঁহার
আহ্বানহইতে যে প্রত্যাশা সে কি, এবং নিজাধিকা-

রে পবিত্র লোকদের জন্যে যে গৌরবরূপ বিভব সে কি, তাহা জানিতে দিউন। আর যে সময়ে ঈশ্বর ১৯ কবরহইতে খ্রীষ্টকে উত্থাপন করিয়া তাবৎ কর্তৃত্বপদ ও পরাক্রম ও ক্ষমতা ও রাজত্ব প্রভৃতি ইহলোকে ও পরলোকে যত উচ্চপদ সম্ভব হয়, সে সমুদয়ের উ- ২০ পরে তাঁহাকে কর্তৃত্ব দিয়া স্বর্গে নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহাকে স্থান দিলেন; ও তাবৎ বিষয়ে তাবৎ অঙ্গ ২১ পূর্ণকারির পূরণ যে মণ্ডলীরূপ শরীর, সেই শরীরের মস্তকস্বরূপ শ্রেষ্ঠ পদ তাঁহাকে দিয়া সকলকে তাঁহার পদানত করিলেন; তৎকালে যে প্রবল পরাক্রম খ্রী- ২২ ষ্টে প্রকাশ করিলেন, তদনুসারে বিশ্বাসকারী যে আ- মরা, আমাদের প্রতি তাঁহার যে অতি বড় পরাক্রম ২৩ সে কি, তাহাও তোমাদিগকে জানিতে দিউন।

২ অধ্যায়।

১ বিশ্বাসি লোক স্বভাবে কিরূপ ও অনুগ্রহদ্বারা কিরূপ তাহার নির্ণয় ১১ ও খ্রীষ্টদ্বারা তাহাদের পরিত্রাণের বিবরণ ১৯ ও তাহাদের পবিত্র মন্দিরস্বরূপ হওন।

আর আকাশমণ্ডলের পরাক্রম প্রাপ্ত রাজা, অর্থাৎ ১ অনাজ্ঞাবহ লোকদের উপরে এখন কর্তৃত্ব করিতেছে যে আত্মা, তাহার ইচ্ছানুসারে ও এই জগৎ সংসা- ২ রের রীত্যনুসারে পূর্ব্বে কালক্ষেপণ করাতে পাপে ও আজ্ঞালঙ্ঘনে মৃত যে তোমরা, তোমাদিগকে তি- নি সজীব করিয়াছেন। ঐ অনাজ্ঞাবহ লোকদের ৩ সঙ্গী হইয়া আমরা সকলে পূর্ব্বকালে ইন্দ্রিয়ের অ- ভিলাষানুসারে আচার ব্যবহার করিয়া শারীরিক ও মানসিক কামনা সিদ্ধ করিয়া স্বভাবতঃ অন্য লো- কদের ন্যায় ক্রোধের পাত্র হইয়াছিলাম। কিন্তু ৪

এই প্রকার পাপে মৃত হইলেও দয়ার সাগর যে
৫ ঈশ্বর, তিনি আমাদের প্রতি যে মহাপ্রেম প্রকাশ
করিয়াছেন, সেই প্রেমেতে খ্রীষ্টের সহিত আমাদিগ-
কেও সজীব করিয়াছেন; অতএব অনুগ্রহেতে তো-
৬ মরা পরিত্রাণ পাইয়াছ। এ প্রকারে খ্রীষ্ট যীশু-
দ্বারা আমাদের প্রতি তাঁহার দাতৃত্বে যেন তাঁহার
অনুগ্রহরূপ অপরিমিত ধন ভবিষ্যৎ যুগে প্রকাশিত
৭ হয়, এই নিমিত্তে আমাদিগকে একত্র উঠাইয়া খ্রীষ্ট
৮ যীশুদ্বারা স্বর্গীয় স্থানে বসতি করাইয়াছেন। অত-
এব তোমরা অনুগ্রহ পাইয়া বিশ্বাসের দ্বারা পরি-
ত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছ; তাহা যে তোমাদের নিজের
গুণে হইয়াছে এমন নয়, কিন্তু সে ঈশ্বরের দান
৯ হইয়াছে। এবং কাহারও যেন দর্প না হয়, এই
১০ নিমিত্তে তাহা কোন কর্ম্মের ফলেও হয় নাই। কে-
ননা আমরা তাঁহার সৃষ্ট বস্তু, এবং যে সদাচরণে
কালক্ষেপ করিতে ঈশ্বর আমাদিগকে পূর্ব্বে নিরূ-
পণ করিয়াছেন, তাহা সাধনের নিমিত্তে আমরা
খ্রীষ্ট যীশুদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছি।

১১ পূর্ব্বে তোমরা পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে অন্যদেশীয় হই-
য়া হস্তকৃত ত্বক্‌ছেদিদের নিকটে অত্বক্‌ছেদী গণিত
১২ ছিলা, এবং তৎকালে খ্রীষ্টহইতে ভিন্ন হইয়া ইস্রা-
য়েল লোকদের অধিকারে অনধিকারী ছিলা, এবং
প্রতিজ্ঞাযুক্ত নিয়মের বহির্ভূত হইয়া প্রত্যাশারহিত
ও ঈশ্বরবিহীন হইয়া সংসারে কালক্ষেপ করিতা, এ
১৩ সকল তোমরা স্মরণে রাখ। কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুর
আশ্রিত যে তোমরা, তোমরা পূর্ব্বে দূরস্থ হইলেও
খ্রীষ্টের রক্তপাতের গুণে এক্ষণে নিকটস্থ হইয়াছ।

তিনি আমাদের সন্ধি স্থিরকর্ত্তা হইয়া উভয়কে এক ১৪
করিয়াছেন; ফলতঃ সন্ধি স্থির করিয়া আপনার দ্বা-
রা উভয়হইতে এক নূতন সৃষ্টি করণার্থে, এবং আ- ১৫
পন ক্রুশেতে বৈরিতার নাশ করিয়া এক শরীর-
বলিদ্বারা ঈশ্বরের সহিত উভয়ের মিলন করণার্থে,
তিনি বৈরিতারূপ বিচ্ছেদ প্রাচীর ভঙ্গ করিয়াছেন, ১৬
অর্থাৎ কর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাতে যে দণ্ডাজ্ঞা সকল,
তাহা আপনার শরীরদ্বারা লোপ করিয়াছেন। এবং ১৭
নিকটস্থ যে তাহারা ও দূরস্থ যে তোমরা, উভয়ের
নিকটে আসিয়া মিলনসমাচার প্রচার করিয়াছেন।
অতএব তাঁহাহইতে আমরা উভয় লোক এক আত্মা- ১৮
দ্বারা পিতার নিকটে যাইবার পথ পাইয়াছি।

অতএব এইক্ষণে তোমরা ভিন্নজাতীয় ও বিদেশী ১৯
আর না হইয়া পবিত্র লোকদের প্রতিবাসী হওয়াতে
ঈশ্বরের পরিজন ভুক্ত হইয়াছ। আর যে গাঁথনির ২০
কোণের প্রধান প্রস্তরস্বরূপ যীশু খ্রীষ্ট, এবং ভিত্তি-
মূলস্বরূপ প্রেরিত ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, সেই গাঁথনির
ভিত্তিমূলের উপরে তোমরা গ্রথিত হইতেছ; এবং ২১
সেই কোণের প্রস্তরে তাবৎ গাঁথনি সুসংযুক্ত হই-
য়া ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির স্বরূপ হইয়া উঠিতেছে;
তাহাতে তোমরাও আত্মাকর্তৃক ঈশ্বরের এক আবাস ২২
হওনার্থে সংগ্রথিত হইতেছ।

৩ অধ্যায়।

১ অন্যদেশীয়দের প্রতি সুসমাচার প্রচার করিতে পৌলের নিযুক্ত
হওন ও তাহাদের নিমিত্তে পৌলের প্রার্থনা ২০ ও ঈশ্বরের ধন্য-
বাদ করণ।

১ ভিন্নদেশীয় লোক যে তোমরা, তোমাদের নিমিত্তে
২ আমি পৌল যীশু খ্রীষ্টের বন্দী হইয়া আছি। তো-
মাদের নিমিত্তে আমাতে সমর্পিত যে ঈশ্বরদত্ত অনু-
৩ গ্রহপদ, তাহা তোমরা শুনিয়া থাকিবা। আর কি
প্রকারে ঈশ্বর প্রকাশিত বাক্যদ্বারা ঐ নিগূঢ় কথা
আমাকে জানাইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে সংক্ষেপ রূপে
৪ লিখিয়াছি; তাহা পাঠ করিলে খ্রীষ্টের নিগূঢ় বি-
ষয়ে আমার কি পর্য্যন্ত জ্ঞান আছে, তাহা জ্ঞাত
৫ হইতে পারিবা। আর সুসমাচারের দ্বারা ভিন্নদেশী-
য়েরা সমানাধিকারী, ও একশরীরস্থ, ও খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয়
৬ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার সমানাংশী হইবে, এ কথা পূর্ব্ব-
কালের লোকদের নিকটে প্রকাশিত ছিল না, কিন্তু
এইক্ষণে আত্মাদ্বারা পবিত্র প্রেরিত ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের
৭ নিকটে প্রকাশিত আছে। আর আমাকে দত্ত ঈশ্ব-
রের অনুগ্রহরূপ যে দান, ও কর্ম্ম সাধনে তাঁহার যে
পরাক্রম, তদনুসারে আমি ঐ সুসমাচারের প্রচারক
৮ হইয়াছি। তাবৎ পবিত্র লোকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা
ক্ষুদ্র যে আমি, আমি যাহাতে অন্যদেশীয় লোকদের
কাছে বোধের অগম্য খ্রীষ্টরূপ নিধির সুসমাচার
৯ প্রচার করি, এবং ঈশ্বরের মনেতে কালাবস্থার পূর্ব্বা-
বধি গুপ্ত ছিল যে নিগূঢ় নিয়ম তাহা সকলকে জ্ঞাত
১০ করি, এমন অনুগ্রহপদ আমাকে দত্ত হইয়াছে। আর
ঈশ্বরের নানাবিধ জ্ঞান যেন সম্প্রতি মণ্ডলীদ্বারা স্বর্গ-
স্থ প্রধান ও পরাক্রমি দূতগণের নিকটে প্রকাশিত
হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি যীশু খ্রীষ্টদ্বারা তাবৎ বস্তু
১১ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কারণ যাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া
আমরা দৃঢ় ভক্তিতে ঈশ্বরের নিকটে যাইতে সাহস

পাই, আমাদের সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় এই ১২
অনন্ত কালাবস্থার পূর্ব্বাবধি স্থির করিয়াছিলেন। অত- ১৩
এব আমি তোমাদিগকে এই বিনয় করিয়া কহিতেছি,
তোমাদের নিমিত্তে আমাদের যে ক্লেশভোগ, তাহাতে
তোমরা ভগ্নসাহস হইও না; যেহেতুক সে তোমাদের
গৌরবস্বরূপ হইতেছে। এতন্নিমিত্তে স্বর্গস্থ কি পৃথি- ১৪
বীস্থ তাবৎ মণ্ডলীয় পরিবার যাঁহার নামে বিখ্যাত,
এমন যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা, তাঁহার ১৫
নিকটে হাঁটু পাতিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি। তিনি ১৬
নিজ মহাবিভবানুসারে আপন আত্মার বলে তোমা-
দের অন্তরস্থ পুরুষকে বলবান করুন, এবং বিশ্বাস- ১৭
দ্বারা তোমাদের অন্তঃকরণে খ্রীষ্টের অধিষ্ঠান করা-
উন; এবং তোমাদিগকে প্রেমে বদ্ধমূল ও স্থিরীকৃত
করিয়া, বুদ্ধির অতীত যে খ্রীষ্টের প্রেম, সেই প্রে- ১৮
মের কি পর্য্যন্ত দীর্ঘতা ও প্রশস্ততা ও গভীরতা ও
উচ্চতা, তাহা তাবৎ পবিত্র লোকদের সহিত অনুভব ১৯
করিতে তোমাদিগকে ক্ষমতা দিউন; এবং ঈশ্বরের
তাবৎ পূর্ণতাতে তোমাদিগকে পরিপূর্ণ হইতে দিউন।

আমাদিগেতে যে শক্তি প্রকাশ পাইতেছে, সেই ২০
শক্ত্যনুসারে যিনি অপরিমিত রূপে আমাদের প্রার্থ-
নার ও আশার অতিরিক্ত দান করিতে পারেন, খ্রীষ্ট ২১
যীশুদ্বারা মণ্ডলীর মধ্যে তাবৎ যুগে তাঁহার ধন্যবাদ
হউক। আমেন!

৪ অধ্যায়।

১ ঐক্য হওনের পরামর্শ ও সকল পারমার্থিক বরের অভিপ্রায়ের
নির্ণয় ১৭ ও দুষ্ট স্বভাব ত্যাগ করিতে ইফিষীয় লোককে পৌ-
লের বিনয় ২৫ ও ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে তাহাদের প্রতি বিনয়।

১ প্রভুর বন্দী আমি তোমাদিগকে এই বিনয় করিতেছি; তোমরা যে আহ্বানে আহূত হইয়াছ, তাহার
২ উপযুক্ত মতে আচার ব্যবহার কর। আর সর্ব্বপ্রকার নম্রতা ও মৃদুতা ও ধৈর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক প্রণয়েতে প-
৩ রস্পর সহিষ্ণু হইয়া প্রেমরূপ বন্ধনদ্বারা আত্মার ঐ-
৪ ক্য রক্ষার্থে যত্নবান হও। আর তোমরা সকলে এক আহ্বানে আহূত হইয়া এক প্রত্যাশী হইয়াছ, অত-
৫ এব তোমাদের সকলের এক শরীর, ও এক আত্মা,
৬ ও এক প্রভু, ও এক বিশ্বাস, ও এক বাপ্তিস্ম, এবং সর্ব্বোপরিস্থ ও সর্ব্বান্তর্যামী ও তোমাদের মধ্যবর্ত্তি
৭ এক পিতা ঈশ্বর আছেন। আর খ্রীষ্টের দানের পরিমাণানুসারে আমাদের প্রত্যেক জনকে বিশেষ২
৮ অনুগ্রহ দত্ত হয়; যেমন লিপি আছে, "তিনি ঊর্দ্ধে "আরোহণ করিয়া জয়িগণকে বন্দী করিয়া মনুষ্যদি-
৯ "গকে বর প্রদান করিলেন।" 'তিনি ঊর্দ্ধে আরোহণ করিলেন,' এই বাক্যের এই অর্থ, অগ্রে তিনি
১০ নীচস্থিত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; আর যিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই সকলের পূর্ণকারী হইবার জন্যে সর্ব্বোপরিস্থ স্বর্গে আরোহণ করিলেন।
১১ আর বিশ্বাসের এবং ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ক জ্ঞানের ঐক্যেতে আমরা সকলে যেন অবশেষে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ পাই, অর্থাৎ খ্রীষ্টের সম্পূর্ণ পরিমাণানুসারে
১২ পরিমাণ পাই, এই অভিপ্রায়ে তিনি পবিত্র লোকদিগকে সুস্থির করিতে, ও প্রচার সেবা কর্ম্ম সাধন করিতে, ও খ্রীষ্টের শরীরের অর্থাৎ মণ্ডলীর নিষ্ঠা
১৩ করিতে, কএক জন প্রেরিত, ও কএক জন ভবিষ্যদ্বক্তা, ও কএক জন সুসমাচার প্রচারক, ও কএক

জন পালক ও উপদেশককে নিযুক্ত করিয়াছেন। তা- ১৪
হাতে আমরা বালকদের ন্যায় আর না হইয়া মনু-
ষ্যদের চাতুর্য্যেতে, ও ভ্রান্তিজনক মতের ধূর্ত্ততাতে, ও
উপদেশরূপ তাবৎ প্রকার বায়ুতে যেন ইতস্তত চা-
লিত না হই; কিন্তু যাঁহার দ্বারা তাবৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ১৫
উচিতরূপে যুক্ত হইয়া প্রত্যেক অঙ্গের উপকারদ্বারা
দৃঢ় হইয়া প্রত্যেক ভাগের পরিমিত কর্ম্ম করণানু-
সারে প্রেমে নিষ্ঠা পাইলে তাবৎ শরীর বাড়িয়া
উঠে, এমন যে মস্তকস্বরূপ খ্রীষ্ট, আমরা যেন প্রেম- ১৬
পূর্ব্বক সত্যতার অবলম্বী হইয়া সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার
অঙ্গস্বরূপ হইয়া বাড়িয়া উঠি, (এই তাঁহার ইচ্ছা।)

প্রভুদ্বারা তোমাদিগকে এই আদেশ ও বিনয় ক- ১৭
রিতেছি; অন্য২ দেশীয়েরা ভ্রান্তবুদ্ধি হইয়া যেমন
আচার করে, তোমরা তাদৃশ আচার আর করিও
না। তাহারা অজ্ঞানতারূপ অন্ধকারে অন্ধীভূত হইয়া ১৮
মনের কাঠিন্য ও আন্তরিক অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ঈশ্বর-
দত্ত পরমায়ুহইতে পরাঙ্মুখ ও চৈতন্যশূন্য হইয়া কা- ১৯
মের অভিমতে লালসা করিয়া তাবৎ অশুচি কর্ম্ম
করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। তোমরা এ প্রকারে খ্রী- ২০
ষ্টের ধর্ম্ম শিক্ষা কর নাই; কিন্তু যীশুর সম্বন্ধীয় ২১
যে সত্য ধর্ম্ম, তদনুসারে তাঁহার প্রসঙ্গ শুনিয়া তাঁ-
হার দ্বারা শিক্ষিত হইয়াছ। অতএব ইন্দ্রিয়ের মো- ২২
হেতে ভ্রষ্ট যে পুরাতন স্বভাবের বশে তোমরা পূর্ব্বে
আচার ব্যবহার করিয়াছ, সেই স্বভাব পরিত্যাগ ২৩
কর, এবং মনের ভাবে নূতনীকৃত হও; এবং সৎ- ২৪
কর্ম্মে ও সত্য ধর্ম্মে ঈশ্বরের মূর্ত্ত্যনুসারে সৃষ্ট যে
নূতন স্বভাব, তাহা গ্রহণ কর।

২৫ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা মিথ্যাকথা পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যেকে প্রতিবাসির সহিত সত্য আলাপ কর, কেন-
২৬ না আমরা পরস্পর অঙ্গস্বরূপ হইয়াছি। আর ক্রুদ্ধ হইলে পাপে লিপ্ত হইও না, এবং সূর্য্য অস্ত না
২৭ হইতে২ ক্রোধ ত্যাগ কর। আর শয়তানকে স্থান
২৮ দিও না। যে জন চুরী করিয়াছে, সে অদ্যাবধি আর চুরী না করুক, কিন্তু দীনহীনদের দীনতা দূর করিতে সক্ষম হইবার নিমিত্তে নিজ হস্তদ্বারা সৎকর্ম্ম
২৯ করিয়া পরিশ্রম করুক। এবং তোমাদের মুখহইতে কোন কদালাপ নির্গত না হউক, কিন্তু শ্রোতৃগণের
৩০ নিষ্ঠাতে উপকারজনক সদালাপ হউক। আর ঈশ্বরের যে পবিত্র আত্মাদ্বারা মুক্তির দিন পর্য্যন্ত চিহ্নিত
৩১ হইয়াছ, তাঁহার অসন্তোষ জন্মাইও না। এবং কটুবাক্য, ও কোপ, ও রাগ, ও কলহ, ও নিন্দা, ও তাবৎ জিঘাংসা, এ সকল তোমাদের হইতে দূর হ-
৩২ উক। এবং খ্রীষ্টের অনুরোধে ঈশ্বর তোমাদিগকে যেমন ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরা তেমনি দয়ালু ও কোমলান্তঃকরণ হইয়া পরস্পর ক্ষমা কর।

৫ অধ্যায়।

১ তাবৎ অশুচি ক্রিয়া ত্যাগ করিতে তাহাদের প্রতি পৌলের বিনয় ১৫ ও সাবধানরূপে আচরণ করিতে তাহাদের প্রতি বিনয় ২২ ও স্ত্রীপুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্ণয়।

১ তোমরা প্রিয় বালকদের ন্যায় ঈশ্বরের অনুগামী
২ হও। আর খ্রীষ্ট যেমন আমাদিগকে প্রেম করিয়া সুগন্ধি নৈবেদ্য ও বলিস্বরূপ হইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের নিমিত্তে আপনাকে উৎসর্গ করিলেন, তো-
৩ মরাও প্রেমেতে তাদৃশ আচরণ কর। কিন্তু বেশ্যা-

গমন ও তাবৎ অশুচি ক্রিয়া ও লোভ, ইহার উল্লেখ পর্য্যন্ত তোমাদের মধ্যে না হউক, ইহাই পবিত্র লোকদের উচিত। ৪ এবং কুৎসিত বাক্য, ও উন্মত্ত প্রলাপ, ও হাস্য পরিহাসাদি অনুচিত ক্রিয়া না হউক, বরং ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক। ৫ ব্যভিচারী, কি লম্পট, কি দেবপূজকদের মধ্যে গণিত লোভী, ইহারা খ্রীষ্টের অর্থাৎ ঈশ্বরের রাজ্যে কোন অধিকার পাইবে না, ইহা তোমরা জ্ঞাত হও। ৬ অতএব সাবধান, অনর্থক বাক্যদ্বারা কেহ তোমাদিগের ভ্রান্তি না জন্মাউক, কেননা তাদৃশ কুকর্ম্ম প্রযুক্ত অনাজ্ঞাবহ লোকেরা ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র হয়। ৭ তোমরা তাহাদের সহভাগী হইও না। ৮ তোমরা পূর্ব্বে অন্ধকারময় ছিলা, কিন্তু এখন প্রভুর দ্বারা দীপ্তিময় হইয়াছ; অতএব দীপ্তির সন্তানদের ন্যায় আচরণ কর। ৯ তাবৎ সুশীলতা ও ধর্ম্ম ও সত্য কথাই আত্মার ফল। ১০ অতএব প্রভুর অভিমত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। ১১ আর অন্ধকারের নিষ্ফল কর্ম্মের সহভাগী হইও না, কিন্তু তাহার দোষ প্রকাশ কর। ১২ যেহেতুক ঐ লোকদের কৃত যে সমস্ত গুপ্ত কর্ম্ম, তাহা মুখাগ্রে আনাও লজ্জার বিষয়। ১৩ এবং দূষ্য কর্ম্মের যে সকল দোষ, তাহা দীপ্তিদ্বারাই প্রকাশ পায়; এবং যাহাদ্বারা প্রকাশ পায়, তাহাকে দীপ্তি করিয়া বলে। ১৪ এই জন্যে উক্ত আছে, হে নিদ্রিত ব্যক্তি, তুমি জাগ্রৎ হইয়া কবরহইতে উঠ, তাহাতে খ্রীষ্ট তোমাকে দীপ্তি দান করিবেন।

১৫ তোমরা অজ্ঞানির ন্যায় আচরণ না করিয়া জ্ঞানির মত সাবধানে আচরণ কর। ১৬ এবং এই কাল

১৭ মন্দ, অতএব দিন সফল কর; এবং অবোধের ন্যায়
১৮ না থাকিয়া প্রভুর ইষ্ট কর্ম্মে তৎপর হও। আর
যাহাহইতে সর্ব্বনাশ জন্মে, এমন সুরাপানে মত্ত হইও
১৯ না, কিন্তু আত্মাতে সম্পূর্ণ হও। এবং গীত ও ধন্য-
বাদের গান ও পারমার্থিক কীর্ত্তনে পরস্পর আলাপ
করিয়া প্রভুর উদ্দেশে মনের সহিত বাদ্য ও গান
২০ কর। বিশেষতঃ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নাম
লইয়া সর্ব্বদা সকল বিষয়ের নিমিত্তে ঈশ্বরের কাছে
২১ কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। এবং ঈশ্বরহইতে ভীত হইয়া
এক জন অন্য জনের বশীভূত হও।

২২ হে নারী সকল, তোমরা যেমন প্রভুর বশীভূতা,
২৩ তেমনি নিজ২ স্বামিরও বশতাপন্না হও। কেননা
মণ্ডলীরূপ শরীর সম্বন্ধে খ্রীষ্ট যেমন মস্তকস্বরূপ হই-
য়া শরীরের রক্ষাকর্ত্তা হইয়াছেন, তাদৃশ স্বামীও
২৪ স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ। অতএব মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের
বশীভূত, তেমনি নারীগণও তাবৎ বিষয়ে আপন২
২৫ স্বামির বশীভূত হউক। আর হে পুরুষেরা, বাক্য-
রূপ জলপ্রক্ষালনের দ্বারা মণ্ডলীকে পবিত্র করিবার
২৬ জন্যে, এবং তাবৎ কলঙ্ক ও জরাদিবিহীন ও দোষ-
রহিত ও পবিত্র ও তেজস্বি ঐ মণ্ডলীকে আপনার
২৭ নিকটে স্থাপিত করিবার জন্যে খ্রীষ্ট যেমন আপনার
প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া তাহার প্রতি প্রেম প্রকাশ করিলেন,
২৮ তোমরাও নিজ২ স্ত্রীর প্রতি তদ্রূপ প্রেম কর। এই
রূপে আপন২ শরীরের প্রতি যেমন প্রেম হয়, স্ত্রীর
প্রতিও স্বামির তাদৃশ প্রেম করা উচিত; কেননা
যে জন আপন স্ত্রীতে প্রেম করে, সে আপনাতেই
২৯ প্রেম করে। আর নিজ শরীরের প্রতি কেহ কখনো

দ্বেষ করে না, বরং তাহা ভরণপোষণ করে। প্রভুও ৩০ মণ্ডলীকে তদ্রূপ করেন, যেহেতুক আমরা তাঁহার শরীরের মাংস ও অস্থি ও অবয়ব স্বরূপ হইতেছি। "এই জন্যে মনুষ্য পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া ৩১ "আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং সে দুই জন "একাঙ্গ হইবে।" খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর বিষয়ে আমি ৩২ এই যে কথা কহিলাম, এ অতি নিগূঢ় বাক্য। অত- ৩৩ এব তোমাদের প্রত্যেক জন আপন২ স্ত্রীকে এই প্রকার আত্মবৎ প্রেম করুক, এবং স্ত্রীও স্বামিকে সমাদর করুক।

৬ অধ্যায়।

১ বালকদের ও মাতাপিতার কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্ণয় ৫ ও দাস ও প্রভুদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্ণয় ১০ ও ঈশ্বরের সজ্জাতে সজ্জীভূত হওনে তাহাদের প্রতি পৌলের বিনয় ২১ ও তুখিককে প্রেরণ করণ ও ভ্রাতাদিগকে নমস্কার জ্ঞাপন।

হে বালকগণ, পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে তোমরা ১ পিতা মাতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা ইহা উপযুক্ত। "আপন পিতা মাতাকে সম্ভ্রম কর, তাহা করিলে ২ "কল্যাণ হওয়াতে দেশে তোমার দীর্ঘ কাল আয়ু ৩ "হইবে;" প্রতিজ্ঞাযুক্ত প্রথমাজ্ঞা এই। আর হে ৪ পিতা সকল, তোমরা আপন২ সন্তানদিগকে ক্রুদ্ধ করিও না; কিন্তু প্রভুর শিক্ষা ও উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন কর।

হে দাস সকল, তোমরা খ্রীষ্টের যেমন, তেমনি ৫ সভয় ও সঙ্কুচিত হইয়া সরল অন্তঃকরণে আপন২ ঐহিক প্রভুদিগের আজ্ঞাবহ হও। এবং মনুষ্যের ৬ সেবা জ্ঞান না করিয়া প্রভুর সেবা বুঝিয়া কেবল

৭ সাক্ষাতে মনুষ্যদের তুষ্টিজনক কর্ম্ম না করিয়া আ-
পনাদিগকে খ্রীষ্টের সেবক জ্ঞান করণ পূর্ব্বক মন
দিয়া স্বচ্ছন্দে ঈশ্বরের অভিমত কর্ম্ম সাধন কর।
৮ কেননা স্বাধীন হউক বা পরাধীন হউক, যে কেহ
কোন সৎকর্ম্ম করে, সে প্রভুর নিকটে সে কর্ম্মের
৯ ফল পাইবে, ইহা জ্ঞাত আছ। আর হে কর্ত্তা স-
কল, তোমরাও তদনুসারে ব্যবহার করিয়া আপন২
দাসগণের প্রতি ভর্ৎসনা ত্যাগ কর, কেননা যিনি কা-
হারও মুখাপেক্ষা করেন না, স্বর্গে তোমাদেরও এমন
এক জন কর্ত্তা আছেন, ইহা তোমরা জান।
১০ হে আমার ভ্রাতৃগণ, শেষকথা এই; তোমরা প্র-
ভুর উপরে নির্ভর দিয়া তাঁহার বলে বলবান হও।
১১ শয়তানের নানাবিধ খলতা নিবারণ করিতে সক্ষম হ-
ইবার জন্যে ঈশ্বরদত্ত সজ্জাতে আপনাদের সুসজ্জা
১২ কর। কেননা আমরা কেবল রক্ত মাংস বিশিষ্ট-
দিগের সহিত যুদ্ধ না করিয়া এই সংসার সম্বন্ধীয়
অন্ধকারের প্রধান ও পরাক্রমি জগৎপতিদের অর্থাৎ
আকাশস্থ পাপাত্মাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছি।
১৩ অতএব দুঃসময়ে যেন তাহাদের আক্রমণ নিবারণ
পূর্ব্বক সকলকে জয় করিয়া অটল হইয়া থাকিতে
পার, এতন্নিমিত্তে ঈশ্বরদত্ত তাবৎ সজ্জাতে সজ্জীভূত
১৪ হও। ফলতঃ সত্যতারূপ কটিবন্ধনীতে কটি বন্ধন
১৫ করিয়া, পুণ্যরূপ বুকপাটা বক্ষে দিয়া, শান্তিদায়ক
সুসমাচাররূপ আবরক পাদুকা পদে অর্পণ করিয়া,
১৬ অটল হইয়া থাক। বিশেষতঃ যাহাতে পাপাত্মার
অগ্নিবাণ সকল নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ হও, এমন
১৭ বিশ্বাসরূপ ঢাল ধারণ কর। তদ্ভিন্ন পরিত্রাণরূপ

শিরস্ত্র মস্তকে দিয়া ঈশ্বরের বাক্যরূপ আত্মার খড়্গ ধারণ কর। এবং আত্মাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার নিবেদনে ও ১৮ যাচ্ঞাতে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর, এবং তাবৎ পবিত্র লোকের নিমিত্তে কামনা করিয়া ঐ প্রার্থনাতে নিত্য প্রবৃত্ত হইয়া সচেতন হও। আর শৃঙ্খলে বদ্ধ এক ১৯ জন সুসমাচার প্রচারকারি দূত যে আমি, আমি ঐ সুসমাচারের নিগূঢ় বাক্য প্রকাশ করণার্থে কথা কহিলে যেন আমাকে সাহসের সহিত বক্তৃতা দত্ত হয়, অর্থাৎ যথাবিহিত সাহস পূর্ব্বক যেন প্রচার করিতে ২০ পারি, এই জন্যে আমার নিমিত্তেও প্রার্থনা কর।

আর তুখিক নামে প্রভুর বিশ্বস্ত সেবক এক জন ২১ প্রিয় ভ্রাতা তোমাদিগকে আমার কুশলাদির সকল কথা জানাইবে। আমাদের তাবৎ সমাচার তোমা- ২২ দিগকে অবগত করিয়া তোমাদের মনে সান্ত্বনা দিতে তাহাকে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিলাম। পিতা ২৩ ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাবৎ ভ্রাতৃগণকে বিশ্বাসের সহিত প্রেম ও শান্তি প্রদান করুন। যে কেহ ২৪ অকপট ভাবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টতে প্রেম করে, তাহাদের সকলের প্রতি অনুগ্রহ হউক। ইতি।

ফিলিপীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র।

১ অধ্যায়।

১ মঙ্গলাচরণ ৩ ও ফিলিপীয়দের প্রত্যয়ের ফলের জন্যে পৌলের ধন্যবাদ করণ ও তাহাদের জন্যে তাহার প্রার্থনা ১২ ও খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করণে তাহার দুঃখের বিবরণ ২৭ ও সুসমাচারের বিধিমতে আচার ব্যবহার করিতে ও শত্রুদিগকে ভয় না করিতে তাহাদের প্রতি পৌলের বিনয়।

১ পৌল ও তীমথিয় নামে যীশু খ্রীষ্টের দুই সেবক খ্রীষ্ট যীশুর ফিলিপীয় তাবৎ পবিত্র লোকদের প্রতি, এবং অধ্যক্ষদের ও সেবকদের প্রতি পত্র লিখিতেছে।
২ আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাদিগকে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রদান করুন।
৩ তোমরা সুসমাচারের অংশী হইয়াছ, ইহা জানিয়া
৪ আমি যত বার তোমাদিগকে স্মরণ করি, তত বার
৫ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি; এবং সানন্দ হইয়া প্রথমাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আপন তাবৎ প্রার্থনাতে তোমাদের
৬ সকলের জন্যে নিরন্তর নিবেদন করিতেছি। কেননা যিনি তোমাদের অন্তরে উত্তম কর্ম্মের আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি যীশু খ্রীষ্টের আগমন দিন পর্য্যন্ত তাহার সাধন করিবেন, ইহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস
৭ আছে। আর তোমাদের বিষয়ে আমার এ প্রকার চিন্তা করা বিহিত বটে; কেননা আমার বদ্ধ হওন ও উত্তর করণ ও সুসমাচারের দৃঢ় প্রমাণ দেওনের

সময়ে তোমাদের সকলকে আমার প্রাপ্ত অনুগ্রহের সহভাগিরূপে অন্তঃকরণে রাখি। আর যীশু খ্রীষ্টের ৮ প্রেমেতে তোমাদিগকে কি পর্য্যন্ত প্রেম করিতেছি, তদ্বিষয়ে ঈশ্বরই আমার সাক্ষী আছেন। আর ৯ জ্ঞানের ও বিবেচনার দ্বারা উত্তরোত্তর যেন তোমাদের প্রেমের বাহুল্য ফল হয়; এবং খ্রীষ্টের বি- ১০ চারদিন পর্য্যন্ত সরল ও নির্ব্বিঘ্ন হইয়া উত্তম কথা মানিয়া যীশু খ্রীষ্টদ্বারা যাহাতে ঈশ্বরের মহিমা ও প্রশংসা প্রকাশ পায়, এমত সৎকর্ম্মরূপ ফলে তোমরা যেন সম্পূর্ণ ফলবান হও, তোমাদের নিমিত্তে ১১ এই প্রার্থনা করিতেছি।

হে ভ্রাতৃগণ, আমার প্রতি যে২ ঘটনা হইয়াছে, ১২ তাহাতে সুসমাচারের কর্ম্ম নিষ্ফল না হইয়া আরও সফল হইয়া উঠিয়াছে, ইহা তোমাদিগকে জানাইতে বাঞ্ছা করি। এবং আমি যে খ্রীষ্টের নিমিত্তে বদ্ধ ১৩ হইয়াছি, এ কথা রাজধানীতে ও অন্য স্থানে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছে। তাহা কেবল নয়, প্রভু সম্প- ১৪ কীয় প্রায় সকল ভ্রাতা আমার বন্ধন দেখিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া অতি নির্ভয়ে কথা প্রচার করিতে সাহসী হইতেছে। কেহ২ দ্বেষী ও প্রতিকূল হইয়া খ্রী- ১৫ ষ্টের কথা প্রচার করিতেছে, ও কেহ২ বা অনুকূল হইয়া প্রচার করিতেছে। যাহারা বিরোধে ও বক্র- ১৬ রূপে খ্রীষ্টের কথা প্রচার করিতেছে, তাহারা আমার বন্ধনের ক্লেশ আরও বৃদ্ধি পাইবে, ইহা বুঝিয়া তাহা করিতেছে; কিন্তু যাহারা প্রেম পূর্ব্বক প্রচার ক- ১৭ রিতেছে, আমি সুসমাচারের ধর্ম্ম স্থাপনের নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়াছি, ইহা জানিয়া তাহারা তাহা করি-

১৮ তেছে। তবে কি? না, সদ্ভাবে কি অসদ্ভাবে, যে
কোন প্রকারে হউক, খ্রীষ্টের কথা প্রচার হইতেছে,
১৯ ইহাতে আমি আহ্লাদিত হইতেছি এবং হইব। কে-
ননা তোমাদের প্রার্থনার ও যীশু খ্রীষ্টের আত্মার
উপকারদ্বারা এ সকল আমার পরিত্রাণজনক হইবে,
২০ ইহা আমি জানি। তাহাতে কোন প্রকারে লজ্জিত
হইব না; কিন্তু সর্ব্বতোভাবে সাহসদ্বারা যেমন পূর্ব্ব-
কালাবধি হইয়া আসিতেছে, তদ্রূপে জীবনে হউক
কি মরণে হউক, এখনও আমার শরীরে খ্রীষ্টের ম-
হিমা সপ্রকাশ হইবে, ইহা অপেক্ষা করিয়া একান্ত
২১ প্রত্যাশা করিতেছি। আমি যদি জীবৎ থাকি, সে
খ্রীষ্টের নিমিত্তে; আর যদি মরি, সে আমার লা-
২২ ভের নিমিত্তে। আর যদি জীবৎ থাকি, তাহাতে
আমার পরিশ্রমের ফল আছে; কিন্তু (এ দুইয়ের
মধ্যে) কি মনোনীত করিব, তাহা নিশ্চয় করিতে
২৩ পারি না। দুইয়েতে আমি সঙ্কুচিত আছি; খ্রীষ্টের
সহিত সহবাস করা অতি উত্তম জানিয়া দেহ ত্যাগ
২৪ করিতে বাঞ্ছা করি; কিন্তু তোমাদের হিতের নি-
২৫ মিত্তে দেহে অবস্থিতি করা অধিক আবশ্যক। অত-
এব তোমাদের বিশ্বাসজাত আনন্দ বৃদ্ধি করিবার
জন্যে আমি জীবৎ থাকিয়া তোমাদের সকলের স-
হিত কিছু দিন অবস্থিতি করিব, ইহা নিশ্চিত জা-
২৬ নি; এমন হইলে তোমাদের নিকটে আমার প্র-
ত্যাগমনের দ্বারা আমার বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টে তোমা-
দের আনন্দের বৃদ্ধি হইবে।

২৭ আমি তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত
হই কিম্বা না হই, কিন্তু তোমরা যে পরস্পর এক

আত্মাতে স্থির হইতেছ ও এক মনেতে সুসমাচারের ধর্ম্মের নিমিত্তে যত্ন করিতেছ, এ সংবাদ যেন শুনিতে পাই, এই নিমিত্তে কেবল খ্রীষ্টের সুসামাচারের বিধিমতে আচার ব্যবহার কর। আর বিপক্ষদের ২৮ বিপক্ষতাতে কোন প্রকারে ভীত হইও না, তাহাতে সেই বিপক্ষতা ঈশ্বরদ্বারা তাহাদের বিনাশের লক্ষণ, কিন্তু তোমাদের পরিত্রাণের লক্ষণ হইবে। কেননা ২৯ তোমরা খ্রীষ্টের অনুরোধে অনুগ্রহ পাইয়া তাঁহার উপরে বিশ্বাস করিতে তাহা কেবল নয়, কিন্তু তাঁহার জন্যে দুঃখভোগও করিতে, এই দান প্রাপ্ত হইতেছ। আর পূর্ব্বে আমাকে যে প্রকার যুদ্ধ করিতে দে- ৩০ খিয়াছিলা, এখনও যে রূপ যুদ্ধের কথা শুনিতেছ, তোমাদের প্রতিও তাদৃশ যুদ্ধ ঘটিতেছে।

২ অধ্যায়।

১ পরস্পর প্রেম করিতে বিনয় ৫ ও খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তদ্বারা নম্র হইতে বিনয় ১২ ও অন্য লোকদের ও তাহাদের ফলের জন্যে ধর্ম্মাচরণ করিতে বিনয় ১৭ ও তাহাদের সেবা করিতে পৌলের ইচ্ছা ও তাহাদের কাছে তীমথিয় ও ইপফ্রদীতকে প্রেরণ করণের কথা।

যদি খ্রীষ্টদ্বারা কোন সান্ত্বনা ও আনন্দজনক প্রেম ১ ও আত্মার সহায়তা ও স্নেহ ও দয়া হয়, তবে তো- ২ মরা একচিত্ত, ও এক প্রেমের প্রেমী, ও একচেষ্ট, ও একপরামর্শ হইয়া আমার আনন্দ সম্পূর্ণ কর। বিরোধের কি অহঙ্কারের কোন কর্ম্ম করিও না, কিন্তু ৩ তোমরা প্রত্যেক জন নম্রস্বভাব হইয়া আপনার অপেক্ষাও অন্য লোককে উত্তম জ্ঞান কর; এবং ৪ কেবল আত্মবিষয়ে নহে, কিন্তু পরবিষয়েও মনোযোগ কর।

৫ খ্রীষ্ট যীশুর যেরূপ স্বভাব, তোমাদেরও তদ্রূপ
৬ স্বভাব হউক। তিনি ঈশ্বররূপী হওয়াতে ঈশ্বরের
৭ সদৃশ মানপ্রাপ্তিকে অপহরণ বোধ না করিলেও আ-
পনাকে ক্ষুদ্র করিয়া মনুষ্যবেশ ধারণ পূর্ব্বক দাস-
৮ রূপী হইলেন। এই মতে মনুষ্যরূপে পরিচিত হই-
য়া মৃত্যু অর্থাৎ ক্রুশীয় মৃত্যু ভোগ পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ
৯ হইয়া নম্রতা স্বীকার করিলেন। অতএব ঈশ্বর তাঁ-
১০ হাকে অতি উচ্চপদস্থ করিলেন, এবং স্বর্গ মর্ত্ত্য পা-
তালস্থিত তাবৎ লোক যেন যীশুর নামে হাঁটু পা-
১১ তিয়া, পিতা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের নিমিত্তে যী-
শু খ্রীষ্ট যে প্রভু হইয়াছেন, ইহা জিহ্বাতে স্বীকার
করে, এই নিমিত্তে তাঁহাকে সকল নামের মধ্যে
প্রধান নাম দিলেন।

১২ হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমরা যেমন সর্ব্বদা
আজ্ঞা পালন করিয়া থাক, আমার সাক্ষাতে কে-
বল নয়, অসাক্ষাতে ততোধিক করিয়া থাক, তদ্রূপ
এখনও করিয়া ভয় ও কম্পেতে আপন২ পরিত্রা-
১৩ ণের কর্ম্ম সাধন কর। কারণ ঈশ্বর আপন অনু-
গ্রহেতে তোমাদের মনের ইচ্ছা ও কর্ম্মের সমাপ্তি
১৪ উভয় সাধন করিতেছেন। অতএব তোমরা যাহাদের
নিকটে পরমায়ুদায়ক বাক্য প্রকাশক জ্যোতিঃস্বরূপ
১৫ হইতেছ, এমন কুটিল ও বিপথগামি লোকদের মধ্যে
তোমরা যেন নির্দ্দোষ ও নিষ্কপট ও ঈশ্বরের নিষ্ক-
লঙ্ক সন্তান হও, এই জন্যে বচসা ও বিবাদ বিনা
১৬ তাবৎ কর্ম্ম কর। তাহাতে আমার চেষ্টা ও পরি-
শ্রম নিরর্থক না হওয়াতে খ্রীষ্টের আগমন দিনে
আমার আনন্দ হইবে।

আমি যদ্যপি তোমাদের বিশ্বাস ও সেবারূপ যজ্ঞে ১৭ আহুতিস্বরূপ হই, তথাপি তোমাদের সকলের সহিত আনন্দিত ও হৃষ্ট হইব। অতএব তোমরাও আমার ১৮ সহিত আনন্দিত ও হৃষ্ট হও। তোমাদের অবস্থা ১৯ অবগত হইয়া যেন আপ্যায়িত হই, এতন্নিমিত্তে প্রভু যীশুর অনুগ্রহেতে তীমথিয়কে তোমাদের নিকটে ত্ব-রায় প্রেরণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে। আ- ২০ মার নিকটে সর্ব্বতোভাবে তোমাদের মঙ্গল চিন্তা-কারক তাহার সদৃশ আর কেহই নাই। প্রায় সকলে ২১ খ্রীষ্ট যীশুর বিষয়ে মনোযোগ না করিয়া আপনং বিষয়ে মনোযোগ করে। কিন্তু পিতার সহিত পুত্র ২২ যেমন কর্ম্ম করে, সেও আমার সহিত তাদৃশ সুসমা-চারের কর্ম্ম করিয়াছে, ইহার প্রমাণ তোমরাও জ্ঞাত আছ। অতএব আমার অদৃষ্টে যেরূপ ঘটিবে, তাহা ২৩ জ্ঞাত হইলে আমি তৎক্ষণাৎ তোমাদের নিকটে তা-হাকে পাঠাইতে সচেষ্ট হইব। তথাচ আমিও তো- ২৪ মাদের নিকটে ত্বরায় উপস্থিত হইব, ইহা প্রভুর দ্বারা বিশ্বাস করিতেছি। তদ্ভিন্ন আমার সহসেনা ও ২৫ সহকারি ভ্রাতা, অর্থাৎ আমার আবশ্যক বস্তু আনয়-নার্থে তোমাদের প্রেরিত যে ইপফ্রদীত, তাহাকেও তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিতে প্রয়োজন বুঝিলাম। কেননা সে তোমাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষী, আর তোমরা ২৬ তাহার পীড়ার সংবাদ শুনিলে সে বড় ভাবিত ছিল। সে পীড়াতে মৃতকল্প হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর ২৭ তাহার প্রতি কৃপা করিয়াছেন; কেবল তাহার প্রতি এমন নয়, আমার দুঃখের উপরে যেন আর দুঃখ না ঘটে, এই জন্যে আমারও প্রতি কৃপা করিয়াছেন।

২৮ অতএব তোমরা তাহাকে পুনর্ব্বার দেখিয়া যেন আ-
নন্দিত হও, এবং আমার দুঃখের হ্রাস যেন হয়, এ
২৯ জন্যে আমি তাহাকে অতিশীঘ্র পাঠাইলাম। তোমরা
আমোদ প্রমোদ করিয়া প্রভুর নিমিত্তে তাহাকে গ্রহণ
করিও, এবং এই প্রকার অন্য লোকদিগের মর্য্যাদা ক-
৩০ রিও। আমার সেবা করণে তোমাদের যে ত্রুটি ছিল,
তাহা সম্পূর্ণ করিতে সে আপনার প্রাণকে তৃণজ্ঞান
করিয়া খ্রীষ্ট কার্য্যের নিমিত্তে মৃতকল্প হইল।

৩ অধ্যায়।

১ ত্বক্‌ছেদ ইত্যাদিদ্বারা পরিত্রাণ না হওন ও কেবল খ্রীষ্টে বিশ্বা-
সদ্বারা পরিত্রাণ হওন ও খ্রীষ্টকে পাইতে পৌলের উদ্‌যোগ ১৭ ও
দুষ্ট লোকদের অনুগামী না হইয়া আপনার অনুগামী হইতে বিনয়।

১ হে আমার ভ্রাতৃগণ, অবশেষে কহি, তোমরা প্রভু-
তে আনন্দিত হও; এ কথা তোমাদিগকে পুনঃ২
লেখনে আমার কিছুই ক্লেশ নাই, অধিকন্তু তোমা-
২ দিগের রক্ষা হয়। আর তোমরা কুক্কুররূপ মনুষ্যদের
হইতে, ও দুরাচারি লোকদের হইতে, ও উচ্ছেদকারি
৩ লোকদের হইতে সাবধান হও। আমরাই ত্বক্-
ছেদি লোক; আমরা আত্মাদ্বারা ঈশ্বরের সেবা ক-
রণ পূর্ব্বক খ্রীষ্ট যীশুতে শ্লাঘা করিয়া জাতিতে নির্ভর
৪ দি না। কিন্তু আমার জাতিতে নির্ভর দেওনের কা-
রণ আছে; অতএব অন্য কেহ যদি আপন জাতিতে
নির্ভর দিতে পারে এমন বুঝে, তবে আমি ততোধিক
৫ দিতে পারি। কেননা আমি অষ্টম দিনে ত্বক্‌ছেদ
প্রাপ্ত, এবং ইস্রায়েল বংশীয়, ও বিনয়ামীনের গোষ্ঠী,
ও ইব্রীকুলজাত ইব্রীয়, এবং ব্যবস্থাপালনে ফিরূশী
৬ এবং ধর্ম্মানুরাগ প্রযুক্ত মণ্ডলীঘাতক, এবং ব্যবস্থিত

ধর্ম্মাচরণে নির্দ্দোষ ছিলাম। কিন্তু তত্তদ্বিষয়ে আমার ৭ যে২ লাভ ছিল, খ্রীষ্টের নিমিত্তে সে সমস্তই ক্ষতি জ্ঞান করিলাম। ফলতঃ আমি আপন প্রভু যীশু খ্রী- ৮ ষ্টের উত্তম জ্ঞানের নিমিত্তে সমস্তই ক্ষতিমাত্র জ্ঞান করি; এবং খ্রীষ্টরূপ ধন প্রাপ্ত হইবার জন্যে সেই সমস্তের ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহা লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করি; যেহেতুক আমি খ্রীষ্টেতে গ্রাহ্য হইয়া ব্যবস্থা- ৯ সম্বন্ধীয় যে স্বকৃত পুণ্য তাহাতে নয়, কিন্তু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করণদ্বারা যে পুণ্য হয়, প্রত্যয়ের পণে ঈশ্বর- দত্ত সেই পুণ্যে পুণ্যবান হইয়া, খ্রীষ্টকে ও তাঁহার ১০ উত্থানের শক্তি ও তাঁহার দুঃখের ফলভোগ জ্ঞাত হইতে, এবং তাঁহার ন্যায় মৃত্যুর ভাগী হইয়া কোন ১১ ক্রমে মৃতদের উত্থানে অধিকার পাইতে (চেষ্টা ক- রিতেছি।) আমি যে এখন তাবৎ প্রাপ্ত হইয়াছি, ১২ কি এখন সিদ্ধ হইয়াছি, তাহা নয়; কিন্তু যাহার নিমিত্তে খ্রীষ্টকর্তৃক ধৃত হইয়াছিলাম, তাহা ধরিবার জন্যে আমি ধাবমান হইতেছি। হে ভ্রাতৃগণ, আ- ১৩ মি যে তাহা ধরিয়াছি, এমন জ্ঞান করি না; কে- বল ইহা (বলিতে পারি,) পশ্চাৎস্থিত বিষয় না মা- নিয়া অগ্রস্থিত বিষয়ের চেষ্টাতে প্রাণপণ করিয়া খ্রীষ্ট ১৪ যীশুদ্বারা ঊর্দ্ধ্বহইতে আহ্বানকারি ঈশ্বরের দেয় পণ লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতেছি। আমরা যত লোক সিদ্ধ ১৫ হইতে চাহি, আইস, সকলেই এমন জ্ঞান করি; কিন্তু কোন বিষয়ে যদি অন্য প্রকার জ্ঞান হয়, ঈ- শ্বর তোমাদের প্রতি তাহার উদয় করিবেন। ত- ১৬ থাপি আমাদের যে পর্য্যন্ত জ্ঞানের গতি, আইস, আমরা একচিত্ত হইয়া তদনুসারে আচরণ করি।

১৭ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমার অনুগামী হইয়া তোমাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ যে আমরা, আমাদের তুল্য আ-
১৮ চারিদিগের আচার বিবেচনা কর। কেননা অনেকের আচরণের বিষয়ে আমি পুনঃ২ তোমাদিগকে কহিয়াছি, এখনও রোদন পূর্ব্বক কহিতেছি, তাহারা খ্রী-
১৯ ষ্টের ক্রুশের শত্রু; অবশেষে তাহাদের বিনাশ ঘটিবে; তাহারা উদরকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া লজ্জার বিষয় শ্লাঘ্য করিয়া মানে, এবং সংসার বিষয়ে আ-
২০ সক্ত থাকে। কিন্তু আমরা স্বর্গার্থে আচার করিয়া ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গহইতে আগমনের অ-
২১ পেক্ষা করিতেছি। তিনি যে মহাশক্তিদ্বারা তাবৎকে আপনার বশীভূত করিতে পারেন, সেই শক্তিদ্বারা আমাদের অধম শরীরকে আপনার তেজোময় শরীরের সদৃশ করিবেন।

৪ অধ্যায়।

১ বিশেষ নিবেদন ৪ ও নানা ধর্ম্মকর্ম্মের বিষয়ে উপদেশ ১০ ও পৌলের কৃতজ্ঞতা ২১ ও নমস্কার প্রেরণ করণ।

১ হে আমার আনন্দ ও মুকুটস্বরূপ, হে প্রিয়তম ও ইষ্টতম ও অতিশয় প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমরা এই মত
২ প্রভুতে স্থির থাক। হে ইবদিয়া, হে সুন্তখী, তোমরা খ্রীষ্টে একচিত্ত হও, ইহা আমি তোমাদিগকে
৩ বিনয় পূর্ব্বক কহিতেছি। হে আমার সত্য সহকারি, তোমাকেও বিনয় করিয়া কহিতেছি, সুসমাচার প্রচার করণ সময়ে যে স্ত্রীগণ আমার সহিত পরিশ্রম করিয়াছে, তাহাদের এবং ক্লীমি প্রভৃতি যাহাদের নাম জীবনপুস্তকে লিখিত আছে, এমত আমার অন্য সহকারিদের উপকার কর।

তোমরা সর্ব্বদা প্রভুতে আনন্দিত হও; পুনর্ব্বারও ৪ আমি কহি, আনন্দিত হও। তোমাদের মৃদুতা তা- ৫ বৎ লোকের নিকটে সপ্রকাশ হউক; কেননা প্রভু নিকটবর্ত্তী আছেন। অতএব কোন বিষয়ে ভাবিত ৬ না হইয়া তোমরা ধন্যবাদ করিয়া নিবেদন ও যাজ্ঞা- দ্বারা আপনাদের প্রার্থনীয় সকল ঈশ্বরের নিকটে জ্ঞাত কর। তাহাতে সকল বুদ্ধির অগম্য যে ঈশ্ব- ৭ রের শান্তি, সে খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের মনের ও বুদ্ধির রক্ষা করিবে। হে ভ্রাতৃগণ, অবশেষে কহি, ৮ যে২ বিষয় সত্য, ও আদরণীয়, ও প্রকৃত, ও নির্ম্মল, ও হিতদায়ক, ও সুখ্যাত, বা এমন গুণযুক্ত কিম্বা প্র- শংসনীয় যে কোন বিষয় থাকে, তাহাতে মনোযোগ কর। তোমরা আমার নিকটে যাহা২ দেখিয়া শু- ৯ নিয়া শিক্ষা পাইয়া গ্রহণ করিয়াছ, তদনুসারে আ- চার ব্যবহার কর; তাহাতে শান্তিদায়ক ঈশ্বর তো- মাদের সঙ্গী হইবেন।

পূর্ব্বে আমার প্রতি তোমাদের মনোযোগ ছিল ১০ বটে, কিন্তু সুযোগ ছিল না; এখন তোমাদের সেই চিন্তা যে আর বার প্রফুল্ল হইয়াছে, এতদ্বিষয়ে আ- মি প্রভুতে অতি আহ্লাদিত হইলাম। আমি অসু- ১১ সারের নিমিত্তে এ কথা কহিতেছি তাহা নয়; কেননা যে কোন অবস্থাতে থাকি, সে সকল অবস্থাতেই তুষ্ট থাকিতে শিখিয়াছি। দরিদ্রতা ভোগ করিতে পারি, ১২ এবং প্রচুর ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেও পারি; যে কোন স্থানে বা যে কোন অবস্থাতে হউক, প্রচুর আহার ও অনাহার, এবং প্রচুর ঐশ্বর্য্য ও দীনতা ভোগ করিতে শিক্ষিত হইয়াছি। আমার শক্তিদাতা যে ১৩

খ্রীষ্ট, তাঁহার সহায়তাতে আমি সকলি করিতে পা-
১৪ রি। কিন্তু তোমরা আমার দীনতার সময়ে সুসার
১৫ করিয়া উত্তম কর্ম্ম করিলা। হে ফিলিপীয় লোকে-
রা, মাকিদনিয়া দেশে প্রথম বার সুসমাচার প্রচার
করিলে পর আমি যখন তথাহইতে প্রস্থান করিলাম,
তৎকালে তোমাদের ব্যতিরেকে অন্য মণ্ডলীর সহিত
দানাদান বিষয়ে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না, ইহা
১৬ তোমরা জান। আমার থিষলনীকী নগরে থাকন
সময়ে তোমরা আমার দীনতা প্রযুক্ত এক বার
১৭ নহে, দুই বার দান পাঠাইয়াছিলা। আমি যে
তোমাদের নিকটে দানের প্রার্থনা করি তাহা নয়,
কিন্তু তোমাদের বহু লাভজনক ফল প্রার্থনা করি।
১৮ কেননা আমার কিছুরই অভাব নাই, সকলি প্রচুর
আছে; ঈশ্বরের গ্রাহ্য ও তুষ্টিজনক সুগন্ধি নৈবে-
দ্যস্বরূপ যে দ্রব্য তোমরা ইপফ্রদীতের দ্বারা পাঠা-
১৯ ইয়াছ, তাহা পাইয়া আমি সম্পূর্ণ আছি। আমার
ঈশ্বর আপন বিভবের ধনানুসারে খ্রীষ্ট যীশুর দ্বারা
২০ তোমাদের তাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ করিবেন। সর্ব্বদা
আমাদের পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক। আমেন।
২১ 　যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যেক পবিত্র জনকে নমস্কার
কর; আমার সঙ্গি ভ্রাতৃগণ তোমাদিগকে নমস্কার
২২ করিতেছে। এবং তাবৎ পবিত্র লোকের বিশেষতঃ
২৩ কৈসরের পরিজনের নমস্কার জানিবা। আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের প্রতি
হউক। ইতি।

কলসীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র।

১ অধ্যায়।

১ মঙ্গলাচরণ ৩ ও কলসীয় লোকদের বিশ্বাসের নিমিত্তে পৌলের ধন্যবাদ করণ ৯ ও তাহাদের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্যে পৌলের প্রার্থনা ও খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বের প্রমাণ ও তাহাদের প্রতি খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ২৪ ও পৌলের সুসমাচার প্রচার করিতে সেই অনুগ্রহের প্রাপ্তি।

১ ঈশ্বরের ইচ্ছানুক্রমে পৌল নামে যীশু খ্রীষ্টের এক জন প্রেরিত, ও তীমথিয় নামে আমাদের এক ভ্রাতা, ২ কলসী নগর নিবাসি পবিত্র ও খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত ভ্রাতাদের প্রতি পত্র লিখিতেছে। আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাদিগকে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রদান করুন।

৩ খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের বিশ্বাসের ও পবিত্র লো- ৪ কদের প্রতি প্রেমের সংবাদ শুনিয়া আমরা স্বর্গেতে তোমাদের নিমিত্তে সঞ্চিত ভাবিসুখ প্রযুক্ত আপনাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া সর্ব্বদা তোমাদের জন্যে প্রার্থনা করিয়া থাকি। ৫ তোমরা সেই ভাবিসুখের বৃত্তান্ত যে সত্য সুসমাচা- ৬ রের বাক্যদ্বারা শুনিয়াছ, তাহা সমুদয় জগজ্জনের নিকটে যেমন উপস্থিত হয়, তদ্রূপ তোমাদের নিকটেও হইয়াছে; অর্থাৎ তোমরা যদবধি ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা শুনিয়া সত্যরূপে স্বীকার করিয়াছ,

তদবধি তোমাদের মধ্যেও ফলবান ও বর্দ্ধিষ্ণু হই-
৭ য়াছে। আমাদের প্রিয় সহদাস ও তোমাদের জন্যে
খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত সেবক যে ইপফ্রার নিকটে তোমরা
৮ ঐ কথা শিখিয়াছ, সে তোমাদের পারমার্থিক প্রেম
আমাদিগকেও জ্ঞাত করিয়াছে।

৯ যদবধি আমরা ঐ সুসংবাদ শুনিয়াছি, তাবৎ তো-
মাদের নিমিত্তে অনবরত প্রার্থনা করিতেছি। ফলতঃ
তোমরা যেন সমুদয় পারমার্থিক জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে
১০ ঈশ্বরের অভিমতে সম্পূর্ণ জ্ঞানবান হও, এবং ঈশ্বরের
তত্ত্বজ্ঞানেতে বৃদ্ধি পাইয়া তাবৎ সৎকর্ম্মের ফলে ফল-
বান হইয়া প্রভুর যোগ্য ও সর্ব্বসন্তোষজনক আচা-
১১ রে পটু হও, এবং ঈশ্বরের মহিমাযুক্ত শক্ত্যনুসারে
আনন্দের সহিত তাবৎ সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যাবলম্বনজ-
১২ নক তাবৎ বলেতে বলবান হও, এবং তেজস্থিত প-
বিত্র লোকদের অধিকার ভোগ করিতে আমাদিগকে
যোগ্য করিয়াছেন যে পিতা, তাঁহার ধন্যবাদ কর,
১৩ এই আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। কেননা তিনি আমাদিগ-
কে অন্ধকারের কর্তৃত্বহইতে উদ্ধার করিয়া আপনার
১৪ প্রিয় পুত্রের রাজ্যস্থ প্রজা করিয়াছেন; তাঁহার
রক্তদ্বারা আমরা পরিত্রাণ অর্থাৎ পাপমোচন প্রাপ্ত
১৫ হইয়াছি। তিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ও
১৬ সমুদয় সৃষ্টির আদিকর্ত্তা। এবং সিংহাসন কি রাজ-
কর্তৃত্ব কি প্রভুত্ব কি পরাক্রম, এবং স্বর্গ কি মর্ত্ত্য
স্থিত হউক, দৃশ্য বা অদৃশ্য হউক, যে কিছু আছে,
সকলি তাঁহাকর্তৃক ও তাঁহার নিমিত্তে সৃষ্ট হইয়াছে।
১৭ তিনি তাবৎ বস্তুর আদি, ও সকলের স্থিতিকর্ত্তা।
১৮ এবং সর্ব্বতোভাবে যেন তাঁহার প্রাধান্য হয়, এই

জন্যে তিনি আদি ও কবরহইতে প্রথম উত্থিত হই-
য়া মণ্ডলীরূপ শরীরের মস্তকস্বরূপ হইয়াছেন। যে- ১৯
হেতুক তাবৎ পূর্ণতা যেন তাঁহাতে বাস করে, এবং ২০
ক্রুশে পাতিত তাঁহার রক্তদ্বারা সন্ধি করিয়া তাঁহা-
দ্বারা আপনার সহিত স্বর্গ মর্ত্যস্থিত সমুদয়ের মে-
লন করেন, পিতার এই অভিমত। অতএব পূর্ব্বকা- ২১
লে পাপাচরণ প্রযুক্ত অনধিকারী ও মনে তাঁহার শত্রু
ছিলা যে তোমরা, তোমাদিগকে আপনার সাক্ষাতে ২২
পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক ও নির্দ্দোষ স্থাপন করিবার জন্যে
খ্রীষ্টের শরীরবলিদানদ্বারা অর্থাৎ মরণদ্বারা আপনার
সহিত মেলন করিলেন। অতএব আকাশ মণ্ডলের ২৩
নীচস্থ তাবৎ জগজ্জনের প্রতি প্রকাশিত যে সুসমা-
চার তোমরা শুনিয়াছ, তাহার প্রত্যাশাহইতে অচল
হইয়া খ্রীষ্টের ধর্ম্মে বদ্ধমূল ও স্থির হইয়া থাক।

ঐ সুসমাচারের এক জন প্রকাশক যে আমি ২৪
পৌল, আমি এখন তোমাদের নিমিত্তে নিজ দুঃখে-
তেও আনন্দ করিতেছি ; এবং খ্রীষ্টের ক্লেশভোগ
করণে যে কিছু ন্যূনতা ছিল, তাহা আমি তাঁহার
শরীররূপ মণ্ডলীর নিমিত্তে নিজ শরীরে সম্পূর্ণ ভোগ
করিতেছি। যেহেতুক ঈশ্বরের বাক্য প্রচলিত কর- ২৫
ণের ভার তোমাদের জন্যে ঈশ্বরকর্তৃক আমাতে
অর্পিত হওয়াতে আমি মণ্ডলীর সেবক হইয়াছি।
ঐ নিগূঢ় বাক্য পূর্ব্ব যুগে পূর্ব্ব পুরুষদিগের নিকটে ২৬
অপ্রকাশ হইয়া এই ক্ষণে তাঁহার পবিত্র লোকদের
নিকটে সপ্রকাশ হইল ; কারণ সেই নিগূঢ় বাক্য- ২৭
দ্বারা অন্যদেশীয়দের প্রতি যে গৌরবরূপ ধন বর্ত্তে,
তাহা ঈশ্বর তাহাদিগকে জ্ঞাত করিতে অভিমত ক-

রিলেন। আর গৌরবের প্রত্যাশাজনক তোমাদের
২৮ মধ্যবর্ত্তী যে খ্রীষ্ট, তিনি ঐ ধনস্বরূপ; অতএব আ-
মরা তাঁহারই কথা প্রচার করিয়া খ্রীষ্ট যীশুতে
সিদ্ধ প্রত্যেক মনুষ্যকে তাঁহার নিকটে স্থাপিত ক-
রিতে প্রত্যেক জনকে চেতনা ও সর্ব্ব প্রকার জ্ঞান-
২৯ জনক উপদেশ দিতেছি। এবং আমাতে বলবৎরূপে
ক্রিয়া সফলকারী যে তাঁহার পরাক্রম, তাহাদ্বারা
আমি তদ্বিষয়ে অতি যত্নে পরিশ্রম করিতেছি।

২ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের ধর্ম্মে স্থির থাকিতে তাহাদের প্রতি পৌলের বিনয় ৮ ও নিরর্থক কাপট্য বিদ্যাহইতে সাবধান থাকিতে নিবেদন ১৬ ও দিব্য দূতগণের পূজাহইতে সাবধান করণের নিবেদন ২০ ও সাংসারিক কর্ম্মসূত্র ও মনুষ্যের বিধি ত্যাগ করিতে নিবেদন।

১ তোমাদের ও লায়দিকেয়া মণ্ডলীর এবং আমার
মুখ অদর্শি তাবৎ লোকের নিমিত্তে আমার কি
পর্য্যন্ত যত্ন, তাহা তোমাদিগকে কিছু জানাইতে
২ চাহি। তাহারা যেন প্রেমেতে সংযুক্ত হইয়া মনে
সুস্থির হয়, এবং তাবৎ সম্পূর্ণ জ্ঞানরূপ ধন পাইয়া
পিতা ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের নিগূঢ় বাক্য স্বীকার করে,
৩ (ইহাতেই আমার যত্ন।) তত্ত্বজ্ঞান ও বুদ্ধিরূপ যে
৪ ধন, সে সকল খ্রীষ্টেতে গুপ্ত আছে। অতএব ক-
হিতেছি, তোমাদিগকে কেহ প্রিয় আলাপ করিয়া না
৫ ভুলাউক। আমি যদ্যপি শরীরে তোমাদের সাক্ষাৎ-
কার না থাকি, তথাপি মনেতে তোমাদের অসাক্ষাৎ
নহি; খ্রীষ্টেতে তোমাদের সুরীতি ও অটল বিশ্বাস
৬ দেখিয়া আনন্দ করিতেছি। তোমরা যেমন প্রভু
খ্রীষ্ট যীশুকে গ্রহণ করিয়াছ, তদনুরূপে তাঁহার দ্বারা

আচরণ কর; আর খ্রীষ্টেতে বদ্ধমূল ও গ্রথিত হ- ৭
ইয়া প্রাপ্ত উপদেশানুসারে তাঁহার ধর্ম্মে স্থির হও,
এবং ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া তাহাতে বর্দ্ধিষ্ণু হও।

সাবধান, খ্রীষ্টের কথার বিরুদ্ধ জগতের প্রথম ৮
জ্ঞানসূত্রানুসারে মনুষ্যদের পরম্পরাগত বাক্য প্রমাণ
দিয়া নিরর্থক কাপট্য বিদ্যাদ্বারা কেহ যেন তোমা-
দিগকে না ভুলায়। যেহেতুক ঈশ্বরের তাবৎ পূর্ণতা ৯
দৃশ্যরূপে খ্রীষ্টে বাস করে, এবং তিনি সমুদয় রা- ১০
জ্যের ও পরাক্রমের মস্তকস্বরূপ; আর তোমরা তাঁ-
হাতে সিদ্ধ হইতেছ। এবং খ্রীষ্টের কৃত ত্বক্‌ছেদ- ১১
দ্বারা, অর্থাৎ শরীরের পাপসমূহ ত্যাগ করণরূপ যে
অহস্তকৃত ত্বক্‌ছেদ, তাহাদ্বারা তোমরা ত্বক্‌ছেদী হ-
ইয়াছ। এবং বাপ্তিস্‌মদ্বারা খ্রীষ্টের সহিত কবর- ১২
শায়ী হইয়া মৃতদের মধ্যহইতে তাঁহার উত্থাপক ঈ-
শ্বরের পরাক্রমে বিশ্বাস করিয়া খ্রীষ্টের সহিত উত্থা-
পিত হইয়াছ। এবং পাপেতে ও সাংসারিক স্ব- ১৩
ভাবরূপ অত্বক্‌ছেদ অবস্থাতে মৃত যে তোমরা, তো-
মাদিগের সর্ব্বপাপের ক্ষমা করিয়া ঈশ্বর তাঁহার স-
হিত তোমাদিগকে সজীব করিয়াছেন; এবং আমা- ১৪
দের বিপক্ষ যে দণ্ডাজ্ঞারূপ হস্তলিখিত (ঋণপত্র,)
তাহা মুছিয়া দূর করিয়া ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছেন।
তাহাতে প্রধান ও পরাক্রমি ভূতগণকে দমন করি- ১৫
য়া জয়২ কার শব্দদ্বারা তাহাদিগকে প্রকাশরূপে
লজ্জা দিয়াছেন।

খাদ্যাখাদ্য ও পেয়াপেয় ও উৎসব ও প্রতিপদ্ ১৬
ও বিশ্রামবার এ সমস্ত বিষয়ে কাহাকেও তোমাদের
উপরে কর্তৃত্ব করিতে দিও না। কেননা স্বয়ংবস্তু যে ১৭

খ্রীষ্ট, তাঁহার ভাবিবিষয়ে এই সকল কেবল প্রতি-
১৮ বিম্বস্বরূপ হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি ভাক্ত নম্রতা-
পূর্ব্বক স্বেচ্ছাতে দিব্য দূতগণের সেবক হইয়া আপন
সাংসারিক মনের দ্বারা বৃথা গর্ব্বিত হইয়া অদৃশ্য
১৯ বিষয়ের চর্চ্চা করে, কিন্তু যাঁহাহইতে সমস্ত সন্ধি ও
শিরাদ্বারা তাবৎ শরীর সংযুক্ত ও প্রতিপালিত হইয়া
মহাবৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পায়, এমন মস্তকস্বরূপ খ্রীষ্টকে
অমান্য করে, তাহাদ্বারা আপনাদিগকে ফলে বঞ্চিত
হইতে দিও না।

২০ তোমরা যদি জগতের প্রথম জ্ঞানসূত্রের পক্ষে খ্রী-
২১ ষ্টের সহিত মৃত হইয়াছ, তবে ভুক্তমাত্রে নষ্ট যে
সমস্ত দ্রব্য, তাহা 'স্পর্শ কি আস্বাদ কি গ্রহণ করিও
২২ না,' এই যে মনুষ্যদের বিধি ও আজ্ঞা, সাংসারিক
২৩ লোকদের ন্যায় তাহার বশীভূত কেন হও? ঐ বিধি
কিছুর মধ্যে গণ্য হয় না, কেবল সাংসারিক বাসনার
পরিতৃপ্তি করণার্থে স্বেচ্ছাভজনা ও নম্রতা ও শারী-
রিক ক্লেশদ্বারা জ্ঞানীয় সাদৃশ্যে প্রকাশ পায়।

৩ অধ্যায় ।

১ স্বর্গস্থ খ্রীষ্টের উপরে মন রাখিতে পৌলের বিনয় ৫ ও পাপকে দমন করিতে ও নানা ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে নিবেদন ১৮ ও স্ত্রীপুরুষ ও বালক ও পিতামাতা এবং দাস ও প্রভুর কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্ণয়।

১ তোমরা যদি খ্রীষ্টের সহিত উত্থাপিত হইয়াছ,
তবে ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট খ্রীষ্ট যে স্থানে
আছেন, সেই উপরিস্থ স্থানের বিষয়ের অন্বেষণ কর।
২ নীচস্থ বিষয়ে মন আসক্ত না করিয়া উপরিস্থ বিষয়ে
৩ আসক্ত কর; কেননা তোমরা মৃত হইয়াছ, এবং
খ্রীষ্টের নিকটে ঈশ্বরেতে তোমাদের পরমায়ুঃ গুপ্ত

আছে। কিন্তু আমাদের পরমায়ুঃস্বরূপ যে খ্রীষ্ট, ৪
তিনি যে সময়ে প্রকাশিত হইবেন, তৎকালে তোম-
রাও তাঁহার সহিত ঐশ্বর্য্যেতে প্রকাশিত হইবা।

আর তোমরা বেশ্যাগমন, ও অশুচি ক্রিয়া, ও অ- ৫
বিহিত স্নেহ, ও কুঅভিলাষ ও দেবপূজাস্বরূপ লোভ,
পৃথিবীতে (ইন্দ্রিয়ের) এই সমস্ত কার্য্য নিপাত কর।
এই সকল কর্ম্ম প্রযুক্ত আজ্ঞালঙ্ঘনকারি লোকদের ৬
প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ বর্ত্তে। পূর্ব্বে তোমরাও এই ৭
সকল ব্যবহার করিয়া কালক্ষেপ করিয়াছিলা। কিন্তু ৮
এইক্ষণে ক্রোধ, ও রাগ, ও জিঘাংসা, ও দুর্মুখতা,
ও মুখনির্গত কুৎসিত আলাপ, এই সকল দূর কর।
আর তোমরা এক জন অন্যের প্রতি মিথ্যাকথা ক- ৯
হিও না; কেননা তোমরা কর্ম্মের সহিত পুরাতন
স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিমূর্ত্তি অনু- ১০
সারে জ্ঞানেতে পুনর্নির্ম্মিত যে নূতন স্বভাব, তাহা
গ্রহণ করিয়াছ। তাহাদ্বারা যিহূদীয় কি অন্যদেশীয়, ১১
ও ত্বক্‌ছেদী কি অত্বক্‌ছেদী, ও ম্লেচ্ছ কি স্কুথীয়, ও
স্বাধীন কি পরাধীন, ইহাদের কাহারও কিছুমাত্র বি-
শেষ নাই, কিন্তু খ্রীষ্ট সর্ব্বেসর্ব্বা আছেন। অতএব ১২
ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের ন্যায় পবিত্র ও প্রিয়
হইয়া, আন্তরিক দয়া ও অনুগ্রহ ও নম্রতা ও মৃদুতা
ও ধৈর্য্যাবলম্বন এই সকলেতে বিভূষিত হও। তোম- ১৩
রা সহ্য করিয়া পরস্পর অপরাধ ক্ষমা কর; তোমা-
দের কাহারও সহিত যদি কাহারও বিবাদ উপস্থিত
হয়, তবে খ্রীষ্ট যেমন তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন,
তোমরাও তদ্রূপ কর। বিশেষতঃ সিদ্ধিদায়ক প্রেম- ১৪
বন্ধনে বদ্ধ হও। এবং ঈশ্বরদত্ত যে শান্তির নিমিত্তে ১৫

তোমরা এক শরীরে আহূত হইয়াছ, সেই শান্তি তোমাদের মনে বিরাজমান হউক ; আর তোমরা
১৬ কৃতজ্ঞ হও। এবং খ্রীষ্টের বাক্য সমুদয় জ্ঞানেতে সম্পূর্ণরূপে তোমাদের মধ্যে থাকুক ; এবং গীত ও ধন্যবাদ গান ও পারমার্থিক সংকীর্ত্তনদ্বারা পরস্পর উপদেশ ও পরামর্শ করিয়া মনের ভক্তিতে প্রভুর
১৭ উদ্দেশে গান কর। আর তোমরা কায়িক বা বাচনিক যে২ কর্ম্ম কর, প্রভু যীশুর নামে তাহা সম্পন্ন কর, এবং তাঁহার দ্বারা পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর।
১৮ হে স্ত্রীগণ, তোমরা প্রভুর বিধিমতে স্বামির বশতা-
১৯ পন্ন হও। হে স্বামিগণ, তোমরা আপন২ ভার্য্যার প্রতি কটু ব্যবহার না করিয়া তাহাদের সহিত প্রেম
২০ কর। হে বালকগণ, তোমরা সমস্ত বিষয়ে পিতা মাতার আজ্ঞা পালন কর, কেননা এই কর্ম্ম প্রভুর
২১ সন্তোষজনক হয়। হে পিতৃগণ, তোমরা আপন২ বালকদিগের ক্রোধ জন্মাইও না, পাছে তাহাদের ম-
২২ নোভঙ্গ হয়। হে দাসগণ, কেবল সাক্ষাতে মনুষ্যদের তুষ্টিজনক কর্ম্ম না করিয়া, ঈশ্বরে ভয় করণ পূর্ব্বক অন্তঃকরণের সরলতাতে সর্ব্ববিষয়ে আপনাদের ঐহিক
২৩ প্রভুগণের আজ্ঞা পালন কর। এবং প্রভুহইতে স্বর্গা-
২৪ ধিকাররূপ ফল পাইব, ইহা জানিয়া তোমরা যে২ কর্ম্ম কর, তাহা মনুষ্যের উদ্দেশে না করিয়া প্রভুর উদ্দেশে প্রফুল্ল মনে কর ; যেহেতুক তোমরা প্রভু
২৫ খ্রীষ্টের সেবা করিতেছ। কিন্তু যে জন অসঙ্গত কর্ম্ম করে, সেই আপন অসঙ্গত কর্ম্মের প্রতিফল পাইবে ;
২৬ তাহাতে মুখাপেক্ষা হইবে না। আর হে কর্ত্তৃগণ, স্বর্গে তোমাদেরও এক জন কর্ত্তা আছেন, ইহা জা-

নিয়া নিজ দাসগণের প্রতি যথার্থ ও উচিত ব্যবহার কর।

৪ অধ্যায়।

১ প্রার্থনাতে নিত্য প্রবৃত্ত হইতে ও সাংসারিক লোকদের কাছে সাবধান রূপে আচরণ করিতে নিবেদন ৭ ও ভ্রাতৃগণের বিষয়ে নানা কথা ও নমস্কার প্রেরণ।

তোমরা প্রার্থনাতে নিত্য২ প্রবৃত্ত হও; এবং ধন্য- ১ বাদ করণ পূর্ব্বক তাহাতে জাগ্রৎ থাক। এবং খ্রী- ২ ষ্টের যে নিগূঢ় বাক্য প্রযুক্ত আমি বদ্ধ হইয়াছি, সেই বাক্য প্রকাশার্থে ঈশ্বর যেন আমাদের নিমিত্তে ৩ প্রচার করণের দ্বার মুক্ত করেন, এবং আমি কর্ত্তব্য মতে যেন তাহা প্রচার করিতে পারি, তন্নিমিত্তে তো- ৪ মরা আমাদের জন্যে প্রার্থনা কর। এবং মণ্ডলীভিন্ন ৫ লোকদের নিকটে জ্ঞানির ন্যায় আচরণ করিয়া সময় সফল কর। অনুগ্রহরূপ লবণেতে তোমাদের আলাপ ৬ সর্ব্বদা আস্বাদযুক্ত হউক; এবং প্রত্যেক জনকে কি রূপে উত্তর দিতে হয়, তাহা জ্ঞাত হও।

আমার প্রিয় ভ্রাতা ও সহদাস যে তুখিক নামে ৭ খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত সেবক, সে তোমাদিগকে আমার তাবৎ কথা জানাইবে। তোমরা কেমন আছ, তাহা ৮ জানিবার জন্যে, এবং তোমাদের মনঃসান্ত্বনা করিবার জন্যে, আমি তাহাকে এবং অনীষিম নামে তোমা- ৯ দের (দেশীয়) এক বিশ্বস্ত প্রিয় ভ্রাতাকে তোমাদের নিকটে পাঠাইলাম; তাহারা এখানকার সমস্ত সমাচার তোমাদিগকে জ্ঞাত করিবে। বর্ণব্বার ভা- ১০ গিনেয় যে মার্কের বিষয়ে তোমরা এই আজ্ঞা পাইয়াছ, সে যদি তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয়, তবে

তাহাকে গ্রহণ করিও; সে এবং আমার সহবন্দী যে
১১ অরিষ্টর্খ, এবং যুষ্ট নামে বিখ্যাত যীশু, এই সকল
ত্বক্‌ছেদি লোক এই পত্রে তোমাদিগকে নমস্কার জা-
নাইতেছে ; কেবল এই কএক জন ঈশ্বররাজ্যের
নিমিত্তে আমার সহকারী হইয়া আমার শান্তিদায়ক
১২ হইয়াছে। এবং তোমাদের (দেশীয়) এক জন খ্রী-
ষ্টের দাস যে ইপফ্রা, সেও তোমাদিগকে নমস্কার
করিতেছে ; তোমরা যেন ঈশ্বরের তাবৎ অভিমতে
সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ হইয়া স্থির থাক, তন্নিমিত্তে সে যত্ন-
১৩ পূর্ব্বক নিত্য প্রার্থনা করিতেছে। এবং তোমাদের
ও লায়দিকেয়া ও হিয়রাপলি মণ্ডলীয় লোকদের হি-
তের নিমিত্তে সে কি পর্য্যন্ত উদ্যোগী, তদ্বিষয়ে আমি
১৪ সাক্ষী আছি। আর লূক নামে প্রিয় চিকিৎসক, ও
দীমা, ইহারাও তোমাদিগকে নমস্কার করিতেছে।
১৫ এবং লায়দিকেয়া প্রবাসি ভ্রাতৃগণকে, ও নুম্‌ফাকে,
ও তাহার গৃহস্থিত মণ্ডলীকে নমস্কার জানাইবা।
১৬ আর তোমরা এই পত্র পাঠ করিলে পর লায়দিকী-
য়দিগকেও পাঠ করিতে কহিবা; এবং লায়দিকীয়দের
১৭ প্রতি যে পত্র, তাহা তোমরাও পাঠ করিবা। আর
তুমি প্রভুর দ্বারা যে সেবাপদ পাইয়াছ, তাহা সাব-
১৮ ধানে সাধন কর, এই কথা অর্খিপ্পকে বলিবা। আ-
মি পৌল স্বহস্তের অক্ষরেতে তোমাদিগকে নমস্কার
জানাইতেছি। তোমরা আমার বন্ধন স্মরণ করিও।
তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ হউক। ইতি।

থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের প্রথম পত্র।

১ অধ্যায়।

১ মঙ্গলাচরণ ২ ও থিষলনীকীয়দের প্রত্যয় ও প্রত্যাশা ও প্রেম ও আচরণের প্রশংসা।

পৌল ও সীল ও তীমথিয় নামে তিন জন, পিতা ১ ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রিত থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্র লিখিতেছে ; আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাদিগকে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রদান করুন।

হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, আমাদের পিতা ঈশ্বরের সা- ২ ক্ষাতে প্রভু যীশু খ্রীষ্টে তোমাদের বিশ্বাসেতে যে কার্য্য, ও প্রেমেতে যে পরিশ্রম, ও প্রত্যাশাতে যে ধৈর্য্য, তাহা স্মরণ করিয়া আমরা আপনাদের নিত্য ৩ প্রার্থনার সময়ে তোমাদের নাম উল্লেখ করিয়া তোমাদের সকলের নিমিত্তে সর্ব্বদা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি। তোমরা ঈশ্বরের মনোনীত হইয়াছ, ইহা ৪ আমরা জানি; কেননা আমাদের সুসমাচার তো- ৫ মাদের প্রতি কেবল কথামাত্র না হইয়া শক্তিবিশিষ্ট ও পবিত্র আত্মাযুক্ত ও বহু প্রমাণ সম্বলিত হইয়া উদয় পাইল; আমরা তোমাদের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের নিমিত্তে কি প্রকার ব্যবহার করিয়াছি, তাহা

৬ তোমরা জ্ঞাত আছ। এবং তোমরাও বহু ক্লেশ ভোগের দ্বারা পবিত্র আত্মার দত্ত আনন্দেতে বাক্য গ্রহণ করিয়া আমাদের ও প্রভুর অনুকারী হইয়া,
৭ মাকিদনিয়া ও আখায়া দেশস্থ তাবৎ বিশ্বাসিদের
৮ দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়াছ। আর মাকিদনিয়া ও আখায়া দেশে তোমাদের কর্ত্তৃক প্রভুর বাক্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কেবল নয়; প্রায় তাবৎ স্থানেই তোমাদের ঈশ্বরেতে বিশ্বাসের কথা ব্যাপ্ত হইয়াছে; এই নিমিত্তে তোমাদের বিষয়ে আমাদের কোন
৯ কথা কহিবার প্রয়োজন নাই। তোমাদের নিকটে আমাদের আগমন কেমন (ফলবান) হইয়াছে, এবং কি প্রকারে তোমরা অমর ও সত্য ঈশ্বরের সে-
১০ বা করণার্থে, এবং আপনার যে পুত্রকে তিনি কবরহইতে উঠাইয়াছেন, আগামি ক্রোধহইতে আমাদের সেই রক্ষাকর্ত্তা যীশুর স্বর্গহইতে আগমনের অপেক্ষা করণার্থে, প্রতিমাহইতে বিমুখ হইয়া ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়াছ, এ সকল কথা তাহারা আপনারা প্রকাশ করে।

২ অধ্যায়।

১ পৌলদ্বারা কি প্রকারে থিষলনীকীয়দের কাছে সুসমাচার প্রকাশিত হইল তাহার বিবরণ ১৩ ও তাহারা কি রূপে সুসমাচার গ্রহণ করিল তাহার বিবরণ ১৭ ও তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পৌলের ইচ্ছা।

১ হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের নিকটে আমাদের আগমন
২ বৃথা হয় নাই, ইহা তোমরা জ্ঞাত আছ। আর পূর্ব্বে আমরা ফিলিপী নগরে অনেক প্রকার দুঃখ ও অপমান সহ্য করিয়া ঈশ্বরের দ্বারা সাহস পাইয়া

বহু যত্ন পূর্ব্বক নির্ভয়ে ঈশ্বরের সুসমাচার তোমাদের নিকটে প্রচার করিলাম, তাহাও তোমরা জ্ঞাত আছ। আমরা ভ্রান্তিতে কি অশুচি ক্রিয়াতে কি প্রবঞ্চনাতে ৩ তোমাদিগকে উপদেশ দি নাই; কিন্তু ঈশ্বরকর্তৃক প- ৪ রীক্ষিত আমাদিগেতে যে রূপে সুসমাচার গচ্ছিত হই- য়াছিল, তদনুসারে আমরা মনুষ্যগণের তুষ্টিজনক না হইয়া আপনাদের অন্তঃকরণ পরীক্ষক ঈশ্বরের তুষ্টি- জনক হইয়া প্রচার করিয়া থাকি। আমরা কখনো ৫ মনোরক্ষার কথা কহি নাই, এবং ছলরূপ বস্ত্রেতেও লোভকে আচ্ছন্ন করি নাই; তাহা তোমরা জ্ঞাত আছ, এবং ঈশ্বরও তাহাতে সাক্ষী আছেন। আর ৬ আমরা তোমাদের হইতে কি অন্য লোকহইতে, কোন মনুষ্যহইতে সম্ভ্রম চেষ্টা করি নাই; তথাপি আমরা খ্রীষ্টের প্রেরিত হওয়াতে তোমাদের উপরে ভার দিতে পারিতাম; কিন্তু তোমাদের নিকটে মৃদুভাব ৭ হইয়া, যেমন কোন মাতা স্তনপায়ি শিশুদিগকে প্র- তিপালন করে, তদ্রূপে আমরা তোমাদের প্রতি স্নেহ ৮ করিয়া, কেবল ঈশ্বরের সুসমাচার দিতে নয়, আপনং প্রাণ পর্য্যন্তও দিতে সম্মত হইলাম; যেহেতুক তো- মরা আমাদের প্রিয় পাত্র হইয়াছ। হে ভ্রাতৃগণ, ৯ তোমাদের নিমিত্তে আমরা কত পরিশ্রম ও ক্লেশ ভোগ করিলাম, ও তোমাদের কাহারো উপরে ভার না দিতে কি প্রকারে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া তোমাদের নিকটে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করি- লাম, তাহা অবশ্য তোমাদের স্মরণে আছে। আর ১০ বিশ্বাসি যে তোমরা, তোমাদের প্রতি আমরা কে- মন পবিত্র ও যথার্থ ও নির্দ্দোষ রূপে আচরণ

করিলাম, এতদ্বিষয়ে তোমরা ও ঈশ্বর সাক্ষী আ-
১১ ছেন। এবং পিতা যেমন বালকদিগকে উপদেশ
দেয়, তদ্রূপ আমরাও তোমাদের প্রত্যেক জনকে উ-
১২ পদেশ ও সান্ত্বনা দিয়া, আপন রাজ্যে ও বিভবে
তোমাদিগকে আহ্বানকারী যে ঈশ্বর, তাঁহার উপযুক্ত
আচরণ কর, এই যে আজ্ঞা দিয়াছিলাম, তাহাও
তোমরা জ্ঞাত আছ।

১৩ তোমরা যে সময়ে আমাদের প্রমুখাৎ ঈশ্বরের বা-
ক্য শ্রবণ করিয়াছ, তৎকালে মনুষ্যের কথা তাহা
নয়, ঈশ্বরের কথা জানিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছ, এই
জন্যে আমরা নিত্য২ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি।
ঐ বাক্য ঈশ্বরের বাক্য বটে; এবং তাহা বিশ্বাস-
কারি তোমাদের অন্তঃকরণে কার্য্য সাধান করিতে-
১৪ ছেন। হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা যিহূদা দেশস্থ খ্রীষ্ট যী-
শুর আশ্রিত ঈশ্বরের মণ্ডলীয় লোকদের অনুকারী
হইয়াছ; আর তাহারা যেমন যিহূদীয় লোকহইতে
দুঃখগ্রস্ত হইতেছে, তদ্রূপ তোমরাও স্বদেশীয় লোক-
১৫ হইতে দুঃখভোগ করিয়াছ। ঐ যিহূদীয়েরা প্রভু
যীশুকে ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে বধ করিয়াছে, এবং আ-
মাদের প্রতিও তাড়না করিল; এবং ঈশ্বরের অ-
১৬ সন্তোষজনক ও তাবৎ মনুষ্যের বিপরীত আচরণ ক-
রিয়া অন্যদেশীয়দের পরিত্রাণার্থে সুসমাচার প্রচার
করিতে আমাদিগকে নিষেধ করিয়া আপন২ পাপ
সম্পূর্ণ করিতেছে; কিন্তু তাহাদের প্রতি চিরস্থায়ি
ক্রোধ (প্রায়) উপস্থিত হইল।

১৭ হে ভ্রাতৃগণ, আন্তরিক ভাবে নয়, কিন্তু বাহ্য ভা-
বে কিছু কাল তোমাদের সহিত বিচ্ছেদ হওয়াতে

তোমাদের মুখ দর্শন করিতে অতিশয় আকাঙ্ক্ষাতে আমরা উত্তর২ যত্ন করিলাম। এবং শয়তান আমা- ১৮ দের বিঘ্ন না জন্মাইলে আমরা, বিশেষতঃ আমি পৌল, দুই এক বার তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইতে চাহিলাম। আমাদের প্রত্যাশা ও আনন্দ ১৯ ও শ্লাঘারূপ যে মুকুট, তাহা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন কালে তাঁহার সাক্ষাতে কি তোমরা নহ? অবশ্য তোমরা আমাদের গৌরব ও আ- ২০ নন্দস্বরূপ হইতেছ।

৩ অধ্যায়।

১ তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে তীমথিয়কে প্রেরণ ও তীমথিয়ের প্রত্যাগমনে তাহাদের সম্বাদ পাওয়াতে পৌলের ধন্যবাদ ও প্রার্থনা করণ।

যে সময়ে আমি আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকি- ১ তে না পারিলাম, তৎকালে আথীনী নগরে একাকী থাকিতে বিহিত বুঝিলাম; এবং এই বর্ত্তমান ক্লেশেতে ২ তোমাদের কোন কেহ যেন উদ্বিগ্ন না হয়, এই নি- ৩ মিত্তে তোমাদের বিশ্বাস বিষয়ে তোমাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া সুস্থির করিতে, খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করণে আমার সহকারি ভ্রাতা ও ঈশ্বরের সেবক যে তীমথিয়, তাহাকে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিলাম। আমরা যে এই ক্লেশে নিযুক্ত আছি, ইহা তোমরা জ্ঞাত আছ; আর আমাদের দুর্গতি ঘটিবে, এ কথা ৪ তোমাদের নিকটে থাকন সময়ে আমরা তোমাদিগকে কহিয়াছিলাম, এবং সেই মত ঘটিয়াছে, তাহাও তোমরা জ্ঞাত আছ; তথাপি পরীক্ষক তোমাদিগকে প- ৫ রীক্ষা করিলে পাছে আমাদের পরিশ্রম বৃথা হয়, এই

আশঙ্কাতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া তোমা-
৬ দের বিশ্বাস জানিতে তাহাকে পাঠাইলাম। এখন
ঐ তীমথিয় তোমাদের নিকটহইতে প্রত্যাগমন করিয়া
তোমাদের বিশ্বাস ও প্রেমের কথা, এবং আমরা
যেমন তোমাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষী, তোমরাও আমাদের
সহিত সাক্ষাৎ করিতে তদ্রূপ আকাঙ্ক্ষী হইয়া সতত
আমাদিগকে স্মরণ করিতেছ, এই সকল শুভ সমাচার
৭ দিল। হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের সেই বিশ্বাসদ্বারা আ-
মরা সকল দুঃখে ও ক্লেশে তোমাদের জন্যে সান্ত্ব-
৮ নাযুক্ত হইলাম। কেননা তোমরা প্রভুর আশ্রয়ে
৯ সুস্থির থাকিলে এখন আমরা বাঁচি। আমরা ঈ-
শ্বরের সাক্ষাতে তোমাদের বিষয়ে নানা প্রকার
আনন্দে আনন্দযুক্ত হইতেছি, তন্নিমিত্তে তোমাদের
জন্যে ঈশ্বরের নিকটে উপযুক্ত ধন্যবাদ কিরূপে ক-
১০ রিতে পারিব? তোমাদের বিশ্বাসের যে ত্রুটি আ-
ছে, তাহা পূর্ণ করণার্থে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ
করিতে আমরা দিবারাত্রি অতিশয় প্রার্থনা করিতেছি।
১১ আমাদের পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্ট তোমাদের নিকটে আমাদের গমন পথ সুগম
১২ করুন। এবং যে সময়ে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট
তাবৎ পবিত্র লোকের সহিত আগমন করিবেন, তৎ-
কাল পর্য্যন্ত আমাদের পিতা ঈশ্বরের সাক্ষাতে পবি-
ত্রতাতে তোমাদের মনকে যেন নির্দ্দোষরূপে স্থির ক-
১৩ রেন, এই জন্যে তোমাদের প্রতি আমাদের যেরূপ
প্রেম আছে, প্রভু তোমাদের পরস্পর ও সকলের প্র-
তি তাদৃক প্রেমের উত্তর২ বৃদ্ধি করুন।

৪ অধ্যায়।

১ আজ্ঞাপালন প্রযুক্ত তাহাদের প্রশংসা ৩ ও অশুচি হওনে নিষেধ ৯ ও পরস্পর প্রেমী ও কর্ম্মশীল হওনের আজ্ঞা ১৩ ও মৃত লোকদের জন্যে অত্যন্ত শোক করণে নিষেধ ও শেষদিনের ঘটনার নিরূপণ।

হে ভ্রাতৃগণ, অবশেষে আমি প্রভু যীশুর দ্বারা ১ বিনয় পূর্ব্বক তোমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছি, কি প্রকারে আচরণ করিয়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে হয়, তদ্বিষয়ে যে কথা তোমরা আমাদের নিকটে শিখিয়াছ, তদনুসারে করিতে আরও অতিশয় যত্নবান হও। কেননা প্রভু যীশুর দ্বারা তোমাদিগকে কি প্রকার ২ আজ্ঞা দিয়াছি, তাহা তোমরা জ্ঞাত আছ।

তোমরা যে ব্যভিচার পরিত্যাগ কর, এবং প্র- ৩ ত্যেক জন পবিত্রতা ও সম্মানদ্বারা আপন২ শরী- ৪ রকে রক্ষা কর, এবং ঈশ্বরানভিজ্ঞ ভিন্নদেশীয়দের ৫ ন্যায় ইন্দ্রিয়ের বশীভূত না হও, এবং কামুক হইয়া ৬ কোন মতে আপনাদের ভ্রাতার প্রতি অন্যায় না কর, তোমাদের এই মত পবিত্র হওয়া ঈশ্বরের অভিমত; আমরা পূর্ব্বে তোমাদিগকে যে প্রকার কহিয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলাম, তদনুসারে প্রভু ঐ সকল দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিবেন। যেহেতুক ঈশ্বর অশুচি ক্রিয়া করিতে ৭ আমাদিগকে আহ্বান না করিয়া সৎক্রিয়া করিতেই আহ্বান করিয়াছেন। অতএব যে কেহ আমাদিগকে ৮ অবজ্ঞা করে, সে কেবল মনুষ্যকে অবজ্ঞা না করিয়া, যিনি আপন পবিত্র আত্মা আমাদিগকে দিয়াছেন, সেই ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে।

ভ্রাতৃসহ প্রেমবিষয়ে তোমাদিগকে আমার লিখ- ৯

নাধিক; তোমরা পরস্পর প্রেম করিতে ঈশ্বরকর্তৃক
১০ শিক্ষিত আছ, এবং তাবৎ মাকিদনিয়া দেশীয় ভ্রাতৃগণের প্রতিও তাহা করিতেছ; তথাপি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলি, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আরও
১১ প্রেমবৃদ্ধি কর। এবং মণ্ডলীভিন্ন লোকদের প্রতিও তোমাদের আচরণ যেন সরল হয়, ও তোমাদের কোন অপ্রতুল না থাকে, এই নিমিত্তে আমরা যে-
১২ রূপ আজ্ঞা দিয়াছি, তদ্রূপে নির্ব্বিরোধ থাকিতে যত্নবান হইয়া আপন২ বিষয়ে মনোযোগ করিয়া আপন২ হস্তে কার্য্য সাধন কর।

১৩ হে ভ্রাতৃগণ, অন্য সকল লোক প্রত্যাশাহীন হওয়াতে যেমন শোকাকুল হয়, তোমরা যেন তদ্রূপ শোকাকুল না হও, এই জন্যে মহানিদ্রিত লোকদের বিষয়ে তোমরা যে অজ্ঞাত থাক, ইহা আমার ইচ্ছা
১৪ নয়। যীশু প্রাণত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার কবরহইতে উঠিলেন, এই কথা যদি আমাদের বিশ্বসনীয় হয়, তবে যীশুর আশ্রিত মহানিদ্রিত লোকদিগকেও ঈশ্বর
১৫ অবশ্য তাঁহার সহিত আনয়ন করিবেন। অতএব প্রভুর বাক্যদ্বারা তোমাদিগকে এ কথা কহিতেছি, প্রভুর আগমন সময়ে অবশিষ্ট জীবৎ লোকেরা খ্রীষ্টাশ্রিত মহানিদ্রিত লোকদের অগ্রগামী হইবে না।
১৬ কেননা জয়২ কার ধ্বনি ও প্রধান স্বর্গদূতের উচ্চৈঃশব্দ ও ঈশ্বরের তূরীবাদ্যের সহিত প্রভু আপনি স্বর্গহইতে নামিলে প্রথমে খ্রীষ্টাশ্রিত মহানিদ্রিত লোক-
১৭ দের উত্থান হইবে; পরে অবশিষ্ট জীবৎ লোকেরা তাহাদের সহিত মেঘারূঢ় হইয়া আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হৃত হইবে; তাহাতে আমরা

সকলে সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে একত্র থাকিব। এই কথা- ১৮
দ্বারা পরস্পর আপনাদিগকে সান্ত্বনা কর।

৫ অধ্যায়।

১ শেষদিনের নিমিত্তে প্রস্তুত থাকনের আবশ্যকতা ১২ ও নানা প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম করণের আজ্ঞা ও পত্র সমাপ্তির কথা।

হে ভ্রাতৃগণ, কালের কি বিশেষ সময়ের বিষয়ে ১
তোমাদিগকে আমার লিখনাধিক। কেননা রাত্রিকা- ২
লের চোরের ন্যায় প্রভুর দিন উপস্থিত হইবে, ইহা
তোমরা আপনারাই বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত আছ। ফল- ৩
তঃ আমাদের শান্তি ও নির্ব্বিঘ্নতা আছে, যে সময়ে
লোকেরা এমন কথা বলিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাদের বি-
নাশ গর্ব্ভিণীর প্রসববেদনার ন্যায় অকস্মাৎ উপস্থিত
হইবে, কেহ এড়াইতে পারিবে না। কিন্তু হে ভ্রাতৃ- ৪
গণ, তোমরা অন্ধকারাবৃত না হওয়াতে সে দিবস
তোমাদের নিকটে চোরের ন্যায় হঠাৎ উপস্থিত হইবে
না। তোমরা সকলে দীপ্তি ও দিবসের সন্তান হই- ৫
য়াছ; আমরা রাত্রি ও অন্ধকারের লোক নহি।
অতএব আইস, অন্য লোকদের ন্যায় নিদ্রিত না হ- ৬
ইয়া, জাগ্রৎ হইয়া সচেতন থাকি। যাহারা নিদ্রা ৭
যায়, তাহারা রাত্রিতেই নিদ্রা যায়; এবং যাহারা
মত্ত হয়, তাহারাও রাত্রিতে মত্ত হয়। কিন্তু দিবসের ৮
সন্তান যে আমরা, আমরা প্রত্যয় ও প্রেমরূপ বুকপা-
টা বক্ষে দিয়া, ও ত্রাণের প্রত্যাশারূপ শিরস্ত্র মস্তকে
দিয়া জাগ্রৎ থাকি। কেননা ঈশ্বর ক্রোধের ফল- ৯
ভোগ করিতে আমাদিগকে নিযুক্ত না করিয়া, আমা-
দের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা যেন পরিত্রাণের অধিকার
প্রাপ্ত হই, ইহার জন্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। এবং ১০

আমরা জাগ্রৎ হই কি মহানিদ্রিত হই, সর্ব্বসময়ে যেন খ্রীষ্টের সহিত সজীব থাকি, এই জন্যে তিনি
১১ আমাদের নিমিত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। অতএব তোমরা যেরূপ করিতেছ, তদ্রূপে পরস্পর আপনাদের সান্ত্বনা করিয়া নিষ্ঠা জন্মাও।

১২ হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্যে যাহারা প্রভুকর্তৃক অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়া পরিশ্রম পূর্ব্বক তোমাদি-
১৩ গকে উপদেশ করে, তাহাদিগকে মান্য কর, ও প্রেম প্রকাশ করিয়া তাহাদের কর্ম্ম প্রযুক্ত অত্যন্ত সমাদর কর; এবং পরস্পর প্রণয় কর, তোমাদের প্রতি আ-
১৪ মাদের এই নিবেদন। হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে আরও বিনতি করি, তোমরা অবিহিতাচারি লোককে অনুযোগ কর, ও ক্ষুদ্রমনাদিগকে প্রবোধ দেও, ও দুর্ব্বলদিগকে সবল কর, ও সকলের প্রতি সহিষ্ণু হও।
১৫ আর সাবধান, কেহ তোমাদের হিংসা করিলেও তো-
১৬ মরা তাহার প্রতিহিংসা করিও না। আত্মীয় এবং পর, সকলের প্রতি নিত্য২ সৌজন্য ব্যবহার কর।
১৭ সর্ব্বদা আনন্দ কর। নিরন্তর প্রার্থনা কর। সকল
১৮ বিষয়ে ধন্যবাদ কর, কেননা তোমাদের বিষয়ে খ্রীষ্ট
১৯ যীশুর দ্বারা এই ঈশ্বরের অভিমত। পবিত্র আত্মা-
২০ কে নির্ব্বাণ করিও না। প্রচারিত বাক্যকে অবজ্ঞা
২১ করিও না। সর্ব্ববিষয়ের পরীক্ষা করিয়া যাহা ভাল,
২২ তাহাতেই আসক্ত হও। পাপের ছায়াহইতেও দূরে
২৩ থাক। শান্তিদায়ক ঈশ্বর আপনি তোমাদিগকে সংপূর্ণরূপে পবিত্র করুন; এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন সময় পর্য্যন্ত তোমাদের আত্মা ও প্রাণ ও শরীর সমস্তই নির্দ্দোষ রূপে রক্ষিত হউক।

যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি বি- ২৪ শ্বস্ত হইয়া তাহা করিবেন। হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের ২৫ নিমিত্তে প্রার্থনা কর। পবিত্র চুম্বনেতে ভ্রাতৃগণকে ২৬ নমস্কার কর। তোমরা এই পত্র তাবৎ পবিত্র ভ্রা- ২৭ তাকে পাঠ করাইবা, প্রভুর নামে তোমাদিগকে এই দিব্য দিতেছি। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনু- ২৮ গ্রহ তোমাদের প্রতি হউক। ইতি।

থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের দ্বিতীয় পত্র।

১ অধ্যায়।

১ মঙ্গলাচরণ ৩ ও ধর্ম্মাচরণ ও দুঃখ সহ্য করণের নিমিত্তে তাহাদের প্রশংসা ও সান্ত্বনা করণ ও তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করণ।

পৌল ও সীল ও তীমথিয় নামে তিন জন আমা- ১ দের পিতা ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রিত থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্র লিখিতেছে। আমা- ২ দের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাদিগকে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রদান করুন।

হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের বিশ্বাস উত্তর২ বাড়িতেছে, ৩ ও প্রত্যেক জনের প্রতি পরস্পর তোমাদের প্রেমের বৃদ্ধি হইতেছে, তৎপ্রযুক্ত তোমাদের নিমিত্তে য- থা বিহিত সর্ব্বদা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা আমাদের

৪ কর্ত্তব্য। আর তোমরা এ প্রকার ধৈর্য্যাবলম্বন ও বিশ্বাসপূর্ব্বক নানা তাড়না ও দুঃখ সহ্য করিতেছ, ইহা জানিয়া আমরা ঈশ্বরের মণ্ডলীগণের মধ্যেও তো-
৫ মাদের বিষয়ে শ্লাঘা করিতেছি। পরন্তু তাহা ঈশ্বরের যথার্থ বিচারের একটি প্রত্যক্ষ লক্ষণ, যেহেতুক তোমরা ঈশ্বরের যে রাজ্যের নিমিত্তে এই দুঃখ ভোগ
৬ করিতেছ, তাহার যোগ্যপাত্র এইরূপে হইবা। ফলতঃ আপনার পরাক্রমি দূতগণের সহিত স্বর্গহইতে প্রভু যীশুর প্রকাশিত হওন সময়ে তোমাদের ক্লেশদায়ক
৭ শত্রুদিগকে প্রতিফলরূপ ক্লেশ দেওয়া, এবং ক্লিষ্ট যে তোমরা তোমাদিগকে আমাদের সহিত বিশ্রাম দে-
৮ ওয়া ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিতান্ত ন্যায়কর্ম্ম হইবে। তৎকালে (যীশু) ঈশ্বরানভিজ্ঞ লোকদিগকে ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের অনাজ্ঞাবহ স-
৯ কলকে জ্বলন্ত অগ্নিতে সমুচিত দণ্ড দিবেন, তাহাতে তাহারা প্রভুর সম্মুখহইতে ও তাঁহার তেজোময় পরা-
১০ ক্রমহইতে অনন্ত যন্ত্রণারূপ প্রতিফল পাইবে। আর সেই দিনে তিনি আপন পবিত্র লোকদের দ্বারা গৌরবান্বিত হইতে, এবং (তোমাদের ও অন্য) সকল বিশ্বাসকারি লোকদের দ্বারা মান্যমান হইতে আগ-
১১ মন করিবেন। তোমরা আমাদের প্রমাণ বিশ্বাসকারি হইয়াছ, এই জন্যে আমরা তোমাদের নিমিত্তে সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করিতেছি; আমাদের ঈশ্বর তোমাদিগকে এই আহ্বানের যোগ্যপাত্র করুন, এবং আপন শক্তিদ্বারা তোমাদের মধ্যে (আপন) অনুগ্রহের তাবৎ সদভিপ্রায় ও বিশ্বাসের কর্ম্ম সিদ্ধ করুন।
১২ তাহা হইলে আমাদের ঈশ্বরের এবং প্রভু যীশু খ্রী-

ষ্টের অনুগ্রহানুসারে তোমাদের দ্বারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নাম গৌরবান্বিত হইবে, এবং তোমরাও তাঁহার দ্বারা গৌরবান্বিত হইবা।

২ অধ্যায়।

১ স্থির থাকিতে পৌলের বিনয় ও পাপপুরুষের নির্ণয় ১৩ ও তাহাদের মনোনীত হওনের জন্যে ঈশ্বরের ধন্যবাদ ১৫ ও তাহাদের জন্যে প্রার্থনা।

হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন ১ ও তাঁহার সমীপে আমাদের একত্র হওন বিষয়ে তোমাদিগকে এই নিবেদন করি; খ্রীষ্টের আগমন দিন ২ অতি সন্নিকট হইয়াছে, এই কথা যদি কেহ আমাদের নাম করিয়া কোন আত্মাদ্বারা কি বাক্যদ্বারা কি পত্রদ্বারা প্রকাশ করে, তাহাতে হঠাৎ চঞ্চলমনা ও উদ্বিগ্ন হইও না। কোন প্রকারে কাহাকেও তো- ৩ মাদের ভ্রান্তি জন্মাইতে দিও না; সে দিনের পূর্ব্বে ৪ ধর্ম্মলোপ উপস্থিত হইবে, এবং যে জন বিপক্ষতা করিয়া তাবৎ দেব ও তাবৎ পূজনীয় বস্তু অপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া ঈশ্বরের মন্দিরে ঈশ্বরের পদে উপবিষ্ট হইয়া আপনাকে ঈশ্বররূপে প্রকাশ করিবে, এমন যে নাশের পাত্র পাপপুরুষ, সে সপ্রকাশ হইয়া উপস্থিত হইবে; তোমাদের নিকটে থা- ৫ কন সময়ে এই যে কথা কহিয়াছিলাম, তাহা কি তোমাদের স্মরণে নাই? আপন সময়ে পাপপুরুষের ৬ প্রকাশিত হওনার্থে এখন তাহার কি বাধা আছে, তাহা তোমরা জ্ঞাত আছ। অপরাধের নিগূঢ় কর্ম্ম ৭ এই কালেও সফল হইতেছে, এবং বর্ত্তমান বাধক যাবৎ দূরীকৃত না হইবে, কেবল সেই পর্য্যন্তই (গুপ্ত

৮ থাকিবে।) পরে যে পাপপুরুষকে প্রভু আপন মুখের নিশ্বাসদ্বারা নষ্ট করিবেন, ও আপন আগমনের তেজোদ্বারা সংহার করিবেন, সে প্রকাশিত হইবে।
৯ ভ্রান্তির তাবৎ পরাক্রম ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও লক্ষণ
১০ এবং অপরাধের সমুদয় কাপট্যেতে নাশপাত্রদের মধ্যে (প্রকাশিত) শয়তানের শক্ত্যনুসারে সেই পাপপুরুষের আগমন হইবে। তাহারা নিজ পরিত্রাণের নিমিত্তে
১১ সত্যতার প্রেমেতে সম্মত হয় না, এই জন্যে ঈশ্বর তাহাদিগকে মিথ্যাকথাতে বিশ্বাস করাইতে ভ্রান্তি-
১২ জনক মায়া পাঠাইয়া দিবেন। তাহাতে যাহারা সত্য কথাতে বিশ্বাস না করিয়া অধর্ম্মেতে সন্তুষ্ট হয়, তাহারা সকলে দণ্ডের পাত্র হইবে।

১৩ হে প্রভুর প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমাদের নিমিত্তে আমাদের সর্ব্বদা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা কর্ত্তব্য; কেননা ঈশ্বর প্রথমাবধি আত্মার পবিত্রতাতে ও সত্য কথার বিশ্বাসেতে পরিত্রাণের জন্যে তোমাদিগকে ম-
১৪ নোনীত করিয়া, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঐশ্বর্য্যেতে অধিকার প্রাপ্তির নিমিত্তে আমাদের প্রচারিত সুসমাচারদ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

১৫ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমাদের কথা কিম্বা পত্রদ্বারা যে সমস্ত উপদেশ শিক্ষিত হইয়াছ, তাহাতে
১৬ মনোনিবিষ্ট হইয়া সুস্থির হও। আর আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপনি, এবং যিনি প্রেম করিয়া আমাদিগকে নিত্যস্থায়ি সান্ত্বনা ও অনুগ্রহেতে উত্তম
১৭ প্রত্যাশা দেন, আমাদের সেই পিতা ঈশ্বর তোমাদের মনে সান্ত্বনা দিয়া প্রত্যেক সদ্বাক্যে ও সৎকর্ম্মে তোমাদিগকে স্থির করুন।

৩ অধ্যায়।

১ আপনার নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে তাহাদিগের প্রতি পৌলের বিনয় ৬ ও অনাজ্ঞাবহ ও অলসদের প্রতি পৌলের উপদেশ ১৭ ও পত্রের সমাপ্তি কথা।

হে ভ্রাতৃগণ, অবশেষে বলি, ঈশ্বরের বাক্য তো- ১ মাদের মধ্যে যেরূপ চলিতেছে, এমনি অবাধিত রূপে যেন সর্ব্বত্র চলিত ও মান্য হয়, এবং অবিবেচক ও ২ দুষ্ট লোকদের অধীনতাহইতে যেন আমরা রক্ষা পাই, আমাদের নিমিত্তে এই প্রার্থনা কর; কেননা সকলের বিশ্বাস নাই। কিন্তু বিশ্বসনীয় যে প্রভু, তিনিই ৩ তোমাদিগকে স্থির করিয়া মন্দহইতে রক্ষা করিবেন। আমাদের যে সমস্ত আজ্ঞা তোমরা পাইয়াছ, তদনু- ৪ সারে কর্ম্ম করিতেছ এবং করিবা, আমরা তোমাদের বিষয়ে প্রভুতে এমন বিশ্বাস করিতেছি। ঈশ্বর- ৫ কে প্রেম করিতে ও খ্রীষ্টের ন্যায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে প্রভু তোমাদের মতি রাখুন।

হে ভ্রাতৃগণ, আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ৬ তোমাদিগকে এই আজ্ঞা দিতেছি, তোমাদের যে২ ভ্রাতা আমাদের হইতে প্রাপ্ত উপদেশানুসারে আচার ব্যবহার না করিয়া অবিহিত আচরণ করে, তাহাদের প্রত্যেকহইতে পৃথক হও। কেননা কি প্রকা- ৭ রে আমাদের অনুকারী হওয়া তোমাদের উচিত, তাহা তোমরা জ্ঞাত আছ। আর আমরা তোমাদের মধ্যে কোন অবিহিত আচরণ করি নাই, ও বিনামূ- ৮ ল্যে কাহারও অন্ন ভোজন করি নাই, বরঞ্চ তোমাদের কাহাকেও কোন ভার না দিতে ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কার্য্য করিলাম। ইহাতে আমাদের কোন অধিকার নাই এমন নয়, ৯

কিন্তু তোমরা যেন আমাদের অনুকারী হও, এই জন্যে তোমাদের নিকটে আপনাদিগকে এক দৃষ্টান্ত-
১০ স্বরূপ করিয়া রাখিলাম। তোমাদের নিকটে থাকন সময়ে আমরা তোমাদিগকে এই আজ্ঞা দিয়াছিলাম, যে কেহ কার্য্য করিবে না, সে ভোজন না করুক।
১১ কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ২ অবিহিত আচরণ করিতেছে, অর্থাৎ আপনাদের কোন কার্য্য না করিয়া
১২ অনধিকার চর্চ্চা করিতেছে, ইহা শুনিতেছি। অতএব সেই প্রকার লোকদিগকে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে বিনয় করিয়া এই আজ্ঞা দিতেছি, তাহারা শান্তভাবে কার্য্য করিয়া আপনাদের খাদ্য সা-
১৩ মগ্রী ভোজন করুক। আর হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা
১৪ সৎকর্ম্ম করিতে ক্লান্ত হইও না। যদি কেহ এই পত্রদ্বারা আমাদের কথার বশীভূত না হয়, তবে তোমরা সে মনুষ্যকে চিনিয়া রাখ, এবং তাহাকে লজ্জা দিবার জন্যে তাহার সহিত আচার ব্যবহার
১৫ করিও না। ইহাতে তাহাকে যে শত্রু জ্ঞান করিবা তাহা নয়, কিন্তু তাহাকে ভ্রাতৃভাবে চেতনা দেও।
১৬ আমাদের শান্তিদাতা যে প্রভু, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে তোমাদিগকে শান্তি প্রদান করুন। প্রভু তোমাদের সকলের সঙ্গী হউন। আমেন।

১৭ প্রত্যেক পত্রে আমি পৌল যে প্রকার স্বহস্তাক্ষরের চিহ্ন দিয়া লিখিয়া থাকি, এই পত্রে সেই হস্তাক্ষর-
১৮ দ্বারা তোমাদিগকে নমস্কার জানাইতেছি। তোমাদের সকলের প্রতি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ হউক। ইতি।

তীমথিয়ের প্রতি পৌল প্রেরিতের প্রথম পত্র।
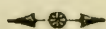
১ অধ্যায়।

১ মঙ্গলাচরণ ৩ এবং বংশাবলী ও ব্যবস্থা ও সুসমাচারের ও প্রেরিতত্ত্বপদের বিষয়ে তীমথিয়ের প্রতি পৌলের উপদেশ ১৮ ও স্থির থাকিতে বিনয় করণ ও কতক লোকের ধর্ম্মত্যাগ প্রকাশ করণ।

১ আমাদের প্রত্যাশাজনক প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ও ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত পৌল আপনার সত্য ধর্ম্মপুত্র তীমথিয়কে পত্র লিখিতেছে। ২ আমাদের পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে অনুগ্রহ ও দয়া ও শান্তি প্রদান করুন।

৩ আমি যে সময়ে মাকিদনিয়া দেশে প্রস্থান করিলাম, তৎকালে কতক লোক যেন কোন নূতন উপদেশ না দেয়, এবং নানা ইতিহাস ও অশেষ বংশাবলিতে মনোযোগ না করে, ৪ এমন আজ্ঞা তাহাদিগকে দিবার জন্যে ইফিষ নগরে থাকিতে তোমাকে বিনয় করিলাম। ঐ সকল বিবাদমাত্র জন্মায়, কিন্তু বিশ্বাস সম্বন্ধীয় ঈশ্বরের নিয়ম বিষয়ে নিষ্ফল থাকে। ৫ নির্ম্মলান্তঃকরণ ও উত্তম মন ও অকল্পিত বিশ্বাসদ্বারা যে প্রেম, সেই হইয়াছে ধর্ম্মোপদেশের ফল; ৬ কিন্তু কতক লোক ইহাহইতে পরাঙ্মুখ হইয়া নিরর্থক গল্প করণরূপ বিপথে গিয়াছে। ৭ এবং আপনারা কি বলে, ও আ-

পনাদের নিশ্চিত কথার অভিপ্রায় বা কি, তাহা না জানিয়াও ব্যবস্থার উপদেশক হইতে প্রয়াস করে। ৮ কিন্তু ঐ ব্যবস্থা যদি উপযুক্তরূপে মান্য হয়, তবে ৯ ফলদায়ক হয়, তাহা আমরা জানি। আর ঐ ব্যবস্থা কোন ধার্ম্মিকের বিরুদ্ধে হয় না; কিন্তু অধার্ম্মিক ও অবাধ্য ও দুরাচারি ও পাপি ও অপবিত্র ও অশুচি ১০ ও পিতৃহন্তা ও মাতৃহন্তা ও মনুষ্যঘাতক ও বেশ্যাগামী ও পুংমৈথুনকারী ও মনুষ্যচোর ও মিথ্যাবাদী ও মি- ১১ থ্যাদিব্যকারী, এই সকলের বিরুদ্ধে, এবং আমার নিকটে সমর্পিত সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের তেজোময় সুস- মাচারের অনুযায়ি হিতোপদেশের বিপরীতে যে কিছু হয়, তাহার বিরুদ্ধে ঐ ব্যবস্থা উপস্থিত আছে, ইহা ১২ আমি জানি। যিনি আমাকে বিশ্বসনীয় জ্ঞান করিয়া সেবাপদে নিযুক্ত করিয়াছেন, এমন যে আমার বল- দাতা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, তাঁহারই ধন্যবাদ করিতেছি। ১৩ পূর্ব্বে আমিও নিন্দক ও তাড়নাকর্ত্তা ও হিংসক ছি- লাম, কিন্তু অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অবিশ্বাসদ্বারা ঐ কর্ম্ম ১৪ করিলাম, এই নিমিত্তে কৃপাপাত্র হইলাম। এবং খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস ও প্রেমজনক আমাদের প্রভুর অ- ১৫ নুগ্রহ আমার প্রতি অতি প্রচুর হইল। আর পাপি লোকদের পরিত্রাণের জন্যে খ্রীষ্ট যীশু জগতে অব- তীর্ণ হইলেন, এ কথা বিশ্বসনীয় ও সকলের গ্রহণীয়। ১৬ এবং আমি পাপিদের মধ্যে প্রধান; কিন্তু যাহারা অনন্ত পরমায়ুঃ পাইতে খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিবে, তা- হাদের প্রতি দৃষ্টান্ত হইবার নিমিত্তে আমাতে যীশু খ্রীষ্টের সম্পূর্ণ চিরসহিষ্ণুতা যেন প্রথমে প্রকাশ পায়, ১৭ এই জন্যে কৃপাপাত্র হইলাম। অনাদি অক্ষয় অ-

দৃশ্য রাজা যে অদ্বিতীয় সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, তাঁহার সম্ভ্রম ও মহিমা সর্ব্বদা প্রকাশ হউক। আমেন।

হে পুত্র তীমথিয়, তোমার বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত যে২ ১৮ ভবিষ্যদ্বাক্য, তদনুসারে আমি তোমার নিকটে এই উপদেশ সমর্পণ করি; অতএব তুমিও তদনুসারে ১৯ ধর্ম্ম ও উত্তম মন রক্ষা করিয়া উত্তম যুদ্ধ কর। ঐ সকল পরিত্যাগ করাতে কাহারও২ বিশ্বাসরূপ নৌকা ভগ্ন হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে হুমিনেয় ও ২০ সিকন্দর আছে; কিন্তু ঐ দুই জন যেন পাষণ্ডতা ত্যাগ করিতে শিক্ষা পায়, এই আশয়ে আমি তাহাদিগকে শয়তানের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

২ অধ্যায়।

১ সর্ব্বসাধারণ লোকদের জন্যে প্রার্থনা করিতে পৌলের আজ্ঞা ৯ ও স্ত্রীলোকদের অলঙ্কারের ও উপদেশ না দেওনের বিবরণ।

আমরা যেন শান্তিরূপে ও নির্ব্বিরোধে থাকিয়া ১ তাবৎ ধর্ম্মেতে ও সদাচরণে কাল যাপন করি, এই জন্যে সর্ব্বসাধারণ লোকের নিমিত্তে, বিশেষতঃ রাজা ২ ও শাসনকর্ত্তাদের নিমিত্তে, ঈশ্বরের নিকটে বিনয় ও নিবেদন ও প্রার্থনা ও ধন্যবাদ করিতে হয়, এই আমার প্রথম উপদেশ। এই কর্ম্ম আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ৩ ঈশ্বরের সাক্ষাতে উত্তম ও গ্রাহ্য হয়। কেননা সকল ৪ মনুষ্য যে ত্রাণ ও সত্য বাক্যের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, এই তাঁহার ইচ্ছা। অদ্বিতীয় এক ঈশ্বর আ- ৫ ছেন, এবং তাঁহার ও মনুষ্যদের মধ্যে অদ্বিতীয় এক মধ্যস্থ যে পুরুষ খ্রীষ্ট যীশু, তিনি সকলের মুক্তির ৬ মূল্যার্থে আপনার প্রাণ দিলেন। এবং উচিত কালে দাতব্য এই প্রমাণের এক জন প্রচারক ও প্রেরিত ৭

হইয়া আমি বিশ্বাসে ও সত্য বাক্যে অন্যদেশীয়-
দের শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়াছি; আমার এই কথা
৮ মিথ্যা নয়, খ্রীষ্টেতে সকলি সত্য কহি। পুরুষেরা
পবিত্র হস্ত তুলিয়া নিষ্ক্রোধে ও নির্ব্বিরোধে সর্ব্বত্র
প্রার্থনা করুক, এই আমার আজ্ঞা।

৯ আর নারীগণ কেশবেশ ও স্বর্ণ মুক্তাদি অভরণ ও
বহুমূল্য পরিচ্ছদদ্বারা আপনাদিগকে ভূষিত না করি-
য়া, লজ্জা ও সতর্কতা পূর্ব্বক উপযুক্ত বস্ত্র পরিধান ক-
১০ রিয়া ঈশ্বরসেবক স্ত্রীগণের ন্যায় সৎক্রিয়ারূপ ভূষ-
১১ ণে ভূষিত হউক, এই আমার আজ্ঞা। স্ত্রী স্বামির
১২ বশীভূতা হইয়া মৌনীভাবে শিক্ষা করুক; কেননা
(মণ্ডলীতে) শিক্ষা দিতে কি স্বামির উপরে কর্ত্তৃত্ব ক-
রিতে আমি নারীকে অনুমতি দি না; কিন্তু মৌনী-
১৩ ভাবে থাকিতে আজ্ঞা করি। যেহেতুক হবার পূর্ব্বে
১৪ আদম্ প্রথম সৃষ্ট হইল; এবং আদম ভ্রান্তিযুক্ত ছিল
না, কিন্তু স্ত্রী ভ্রান্তিযুক্তা হইয়া অপরাধিণী হইল।
১৫ তথাপি স্ত্রীলোক যদি বিশ্বাস ও প্রেম ও পবিত্রতা
ও সতর্কতাতে স্থির থাকে, তবে সন্তান প্রসবেতে
পরিত্রাণ পাইবে।

৩ অধ্যায়।

১ অধ্যক্ষদের ৮ ও সেবকদের ব্যবহারের নির্ণয় ১৪ ও তীমথিয়ের প্রতি লিখিতে পৌলের অভিপ্রায়।

১ যদি কেহ অধ্যক্ষপদের আকাঙ্ক্ষা করে, তবে সে
২ সৎকর্ম্ম করিতে চাহে, এ কথা সত্য বটে; কিন্তু অ-
ধ্যক্ষ হইতে গেলে পানদোষ ও প্রহার ও কুৎসিত
৩ লোভ, এই সকল দোষ বর্জ্জিত হইয়া, নির্দ্দোষতা
ও কেবল এক স্ত্রীর স্বামিত্ব ও চেতনা ও সতর্কতা

ও শুদ্ধাচার ও আতিথ্য ব্যবহার ও শিক্ষা করণে নিপুণতা ও মৃদুতা ও নির্ব্বিরোধিতা ও নির্লোভিতা, এই সকল গুণে গুণবান হওয়া, এবং তাবৎ প্রবীণতা ৪ পূর্ব্বক নিজ বালকগণকে বশীভূত করিয়া পরিজন-গণের প্রতি শাসন করা তাহার আবশ্যক। কেননা ৫ যে কেহ নিজ পরিবারের শাসন করিতে অক্ষম, সে কি প্রকারে ঈশ্বরের মণ্ডলীর তত্ত্বাবধারণ করিতে পা-রে? আর সে অহঙ্কারে প্রফুল্ল হইয়া শয়তানের ৬ দণ্ডযোগ্য যেন না হয়, এই জন্যে নূতন শিষ্য অ-ধ্যক্ষ না হউক। এবং অপমানে ও শয়তানের জালে ৭ যেন পতিত না হয়, এই নিমিত্তে মণ্ডলীভিন্ন লোক-দ্বারা সুখ্যাতি প্রাপ্ত হওয়া তাহার আবশ্যক।

এবং সেবক হইতে গেলে তদ্রূপ প্রবীণ ও দ্বি- ৮ বাক্যরহিত ও পানদোষবর্জ্জিত ও নির্লোভ হইয়া নি- ৯ র্ম্মল মনে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া তাহাদের আবশ্যক। এবং তাহারা প্রথমে পরীক্ষিত হইয়া ১০ নির্দ্দোষ হইলে সেবকপদের কর্ম্মেতে নিযুক্ত হউক। এবং তাহাদের স্ত্রীগণও তদ্রূপ প্রবীণ ও অনপবাদক ১১ ও সতর্ক এবং সর্ব্ব বিষয়ে বিশ্বস্ত হউক। আর ১২ সেবকেরা কেবল এক স্ত্রীর স্বামী হইয়া আপন২ সন্তান প্রভৃতি পরিজনগণের উপরে উচিত মতে শা-সন করুক। কেননা যাহারা নিশ্ছিদ্ররূপে সেবক- ১৩ পদের কর্ম্ম সাধন করে, তাহারা খ্রীষ্ট যীশুর ধর্ম্মে বহু উৎসাহ ও প্রধান পদ প্রাপ্ত হয়।

আমি শীঘ্র তোমার নিকটে উপস্থিত হইব, আ- ১৪ মার এমত প্রত্যাশা আছে। কিন্তু যদি তাহাতে ১৫ বিলম্ব হয়, তবে সত্য বাক্যের স্তম্ভ ও ভিত্তি মূল

বিশিষ্ট ঈশ্বরের গৃহেতে, অর্থাৎ অমর ঈশ্বরের মণ্ডলীতে, কি প্রকার আচার ব্যবহার করিতে হয়, তাহা যেন তুমি জ্ঞাত হও, এই জন্যে লিখিতেছি।
১৬ এবং ঈশ্বর মানুষিক দেহে সপ্রকাশ, ও আত্মাতে নির্দ্দোষীকৃত ও দূতগণের প্রত্যক্ষ, ও দেশ দেশান্তরে প্রচারিত, ও জগতের বিশ্বাসপাত্র হইয়া স্বর্গে নীত হইলেন, ইহাই ধর্ম্মের বড় নিগূঢ় বাক্য, ইহাতে সন্দেহ নাই।

৪ অধ্যায়।

১ ধর্ম্মত্যাগের ভবিষ্যদ্বাক্য ৭ ও ধর্ম্মবিষয়ে তীমথিয়ের প্রতি পৌলের নানা প্রকার উপদেশ।

১ পবিত্র আত্মা স্পষ্টরূপে এই বাক্য কহিতেছেন, শেষকালে কতক লোক অগ্নিচিহ্নিত মাংসের ন্যায়
২ কঠিনমনা মিথ্যাবাদির কাপট্যদ্বারা ভ্রান্তিজনক আত্মাতে ও ভূতগণের শিক্ষাতে মতি দিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট
৩ হইবে। সেই মিথ্যাবাদিরা বিবাহ নিষেধ করিবে, এবং বিশ্বাসী ও সত্যবেত্তাদের দ্বারা ধন্যবাদ পূর্ব্বক গ্রাহ্য যে সকল ঈশ্বরের সৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য, তাহা ত্যাগ
৪ করিতে আজ্ঞা দিবে। কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদদ্বারা গ্রহণ করিলে ঈশ্বরের সৃষ্ট কোন বস্তুই অগ্রাহ্য হয়
৫ না, সকলি উত্তম; যেহেতুক ঈশ্বরের বাক্য ও প্রার্থ-
৬ নাদ্বারা সে সকল পবিত্রীকৃত হয়। আর ভ্রাতৃগণের প্রতি এ সকল কথা প্রকাশ করিলে তুমি যীশু খ্রীষ্টের প্রকৃত সেবক হইয়া ধর্ম্মের প্রাপ্ত কথা ও সুশিক্ষিত হিতোপদেশদ্বারা মনে পুষ্ট হইবা।
৭ যে দুষ্ট উপকথা কেবল বৃদ্ধ স্ত্রীজাতির যোগ্য, তুমি তাহা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসেবাতে চেষ্টান্বিত

হও; কেননা শারীরিক (শক্তির) যে চেষ্টা, সে যৎ- ৮
কিঞ্চিৎমাত্র ফলদায়ক হয়, কিন্তু ধর্ম্মসেবা ইহকালে
ও পরকালেও প্রতিজ্ঞাযুক্ত হইয়া সকল বিষয়ে ফল-
দায়ক হয়। এ কথা বিশ্বসনীয় এবং সকলের গ্রহ- ৯
ণীয়; এই নিমিত্তে আমরাও মনুষ্যবর্গের বিশেষতঃ ১০
বিশ্বাসিগণের রক্ষাকর্ত্তা অমর ঈশ্বরের প্রত্যাশা ক-
রিয়া পরিশ্রম ও নিন্দাভোগ করিতেছি। তুমি এই ১১
কথা প্রচার করিয়া উপদেশ দেও। আর তোমার ১২
যৌবনাবস্থা প্রযুক্ত তোমাকে কেহ যেন তুচ্ছ না
করে, এই নিমিত্তে তুমি আলাপে ও আচার ব্যব-
হারে ও প্রেমেতে ও স্বভাবে ও বিশ্বাসে ও শুচি-
তাতে বিশ্বাসিবর্গের দৃষ্টান্তস্বরূপ হও। আমি যে ১৩
পর্য্যন্ত উপস্থিত না হই, তাবৎ তুমি অধ্যয়নে ও প্র-
বোধ দেওনে ও উপদেশে মনঃসংযোগ কর; এবং ১৪
ভবিষ্যদ্বাক্যানুসারে প্রাচীন উপদেশকদের হস্তার্পণের
দ্বারা যে দান পাইয়াছ, তদ্বিষয়ে শিথিল হইও না।
আর সকলের নিকটে তোমার নৈপুণ্য যেন প্রকাশ ১৫
পায়, একারণ মনোযোগ করিয়া এই সকল বিষয়ে
একান্তমনে যত্নবান হও। আপনার বিষয়ে ও উপ- ১৬
দেশের বিষয়ে সতর্ক থাকিয়া তাহাতে নিত্য২ প্র-
বৃত্ত হও; তাহা করিলে আপনার ও শ্রোতৃবর্গের
পরিত্রাণ করিবা।

৫ অধ্যায়।

১ অনুযোগের ও বিধবা পালনের বিনয় ১৭ ও প্রাচীন লোক-
দের নিরূপণ ২২ ও তীমথিয়ের প্রতি পৌলের বিশেষ উপদেশ।

তুমি প্রাচীনকে তিরস্কার করিও না, কিন্তু তাহাকে ১
পিতৃতুল্য, ও যুবদিগকে ভ্রাতৃতুল্য, এবং প্রাচীন স্ত্রী- ২

কে মাতৃতুল্যা, ও যুবতীদিগকে অতিশুদ্ধ মনে ভগি-
৩ নীতুল্যা জ্ঞান করিয়া বিনয় কর। এবং প্রকৃত বিধ-
৪ বাদিগকে প্রতিপালন কর। যদি কোন বিধবার পুত্র
কিম্বা পৌত্র থাকে, তবে তাহারা প্রথমতঃ আপন
পরিজনের সেবা করিতে ও পিতা মাতার প্রত্যুপ-
কার করিতে শিক্ষা করুক; যেহেতুক এ প্রকার ক্রি-
৫ য়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে উত্তম ও গ্রাহ্য হয়। আর
যে স্ত্রী প্রকৃত বিধবা ও অনাথা, সে ঈশ্বরের আ-
শ্রয়ে থাকিয়া দিবারাত্রি নিবেদন ও প্রার্থনা করিয়া
৬ কালক্ষেপ করে। কিন্তু যে বিধবা সুখভোগে আ-
৭ সক্তা, সে জীবদ্দশাতেও মৃতা হয়। অতএব তাহাদের
অপরাধ যেন না ঘটে, ইহার নিমিত্তে তাহাদিগকে
৮ এই সমস্ত আজ্ঞা দেও। কেহ যদি আত্মীয় বন্ধু-
বর্গের, বিশেষতঃ আপন পরিজনের প্রতিপালন না
করে, তবে সে ধর্ম্মচ্যুত হইয়া অবিশ্বাসি অপেক্ষাও
৯ অধম হয়। আর ষষ্টি বৎসরের অধিক বয়স্কা যে
১০ নারী এক স্বামিকা হইয়া সৎকর্ম্মদ্বারা সুখ্যাতা হই-
য়াছে, অর্থাৎ বালক পোষণ, ও আতিথ্য করণ, ও
পবিত্র লোকের চরণ ধৌত করণ, ও দুঃখি লোকের
উপকার, ইত্যাদি সকল সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তা হইয়াছে,
১১ সেই প্রকৃত বিধবারূপে গণিতা হয়। কিন্তু যুবতী
বিধবাদিগকে গ্রাহ্য করিও না; কেননা খ্রীষ্টের বি-
রুদ্ধে সুখভোগিনী হইলে তাহারা পুনর্ব্বার বিবাহ
১২ করিতে চেষ্টা করে। এ প্রকারে পূর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ
১৩ করিয়া দণ্ডপাত্র হয়। তদ্ভিন্ন তাহারা ঘরে২ ভ্রমণ
করিয়া অলসা হয়, তাহা কেবল নহে, ক্রমে২ কুগল্প
ও অনধিকার চর্চ্চা করিয়া অনুপযুক্ত কথা কহিতেও

শিখে। অতএব পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে, ও সন্তান ১৪ উৎপত্তি করিতে, ও সংসার করিতে, ও শত্রুগণকে নিন্দার কোন সুযোগ না দিতে, যুবতী বিধবাগণকে আমি আজ্ঞা দিতেছি। কেননা কতক বিধবা এখ- ১৫ নই শয়তানের পশ্চাদ্গামিনী হইয়াছে। আর যদি ১৬ বিশ্বাসকারিণী কি বিশ্বাসকারী কোন ব্যক্তির পরি- বারের মধ্যে বিধবা থাকে, তবে সে মণ্ডলীর উপ- রে ভার না দিয়া তাহাদের উপকার করুক; তাহা- তে মণ্ডলী প্রকৃত বিধবার উপকার করিতে পারিবে।

যে প্রাচীনেরা উত্তমরূপে শাসন করে, বিশেষতঃ ১৭ যাহারা ঈশ্বরবাক্য প্রচার ও উপদেশদ্বারা পরিশ্রম করে, তাহারা দ্বিগুণ ভৃতি পাইবার যোগ্য গণিত হউক। যেহেতুক শাস্ত্রে এই লিপি আছে, "তুমি ১৮ "শস্যমর্দ্দনকারি বলদের মুখ বন্ধন করিবা না;" আ- রও যথা, "কার্য্যকারি লোক বেতনের যোগ্য হয়।" দুই তিন সাক্ষি ব্যতিরেকে প্রাচীনের বিরুদ্ধে অপ- ১৯ বাদকথা গ্রাহ্য করিও না। এবং যেন অন্য লোক ২০ ভীত হয়, এই জন্যে সকলের সাক্ষাতে দোষি লো- কদের প্রতি অনুযোগ করিও। আমি ঈশ্বরের ও ২১ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ও মনোনীত দিব্য দূতগণের সাক্ষাতে তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি, তুমি মু- খাপেক্ষা ও পক্ষপাত না করিয়া আমার এই সকল কথা পালন কর।

হঠাৎ কাহারও (মস্তকে) হস্তার্পণ করিও না, এবং ২২ পরপাপে পাপগ্রস্ত হইও না; আপনাকে শুচি করি- য়া রাখ। এবং তোমার উদরপীড়া ও বার ২ দুর্ব্ব- ২৩ লতার নিমিত্তে কেবল জল পান না করিয়া কিছু ২

২৪ দ্রাক্ষারস পান করিও। কাহারও পাপ বিচারের
২৫ অগ্রে, ও কাহারও বা পরে প্রকাশিত হয়। এবং
কাহারও সৎকর্ম্ম ঐ প্রকার অগ্রে প্রকাশিত হয়;
অন্যতম হইলে চিরকাল গুপ্ত থাকিতে পারিবে না।

৬ অধ্যায়।

১ দাসদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও দুষ্ট উপদেশককে ত্যাগ করণ ও ধর্ম্মের ফল ১১ ও ধর্ম্ম বিষয়ে তীমথিয়ের প্রতি পৌলের নিবেদন ১৭ ও ধনি লোকদিগকে কি প্রকারে উপদেশ দিতে হয় তাহার বিবরণ ২০ ও পত্রের সমাপ্তি।

১ ঈশ্বরের নামের ও উপদেশের নিন্দা যেন না হয়,
এই নিমিত্তে দাসত্বরূপ যোঁয়ালির অধীন লোকেরা
আপনং প্রভুদিগকে তাবৎ সমাদরের যোগ্য জ্ঞান
২ করুক। এবং বিশ্বাসি প্রভুদের অধীন দাসেরা ভ্রাতা
হওন প্রযুক্ত আপনং প্রভুদিগকে অবজ্ঞা না করুক,
কিন্তু যাহারা (আমাদের) কর্ম্মের ফলভোগী, তাহারা
বিশ্বসনীয় ও প্রিয়, ইহা জানিয়া তাহাদিগকে আরো
সেবা করুক, এ প্রকার শিক্ষা ও উপদেশ দেও।
৩ যে জন অন্য প্রকার উপদেশ দিয়া আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের হিতবাক্য ও ঈশ্বরের সেবার উপযুক্ত
৪ উপদেশ স্বীকার না করে, সে অহঙ্কারে স্ফীত ও
সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞান, এবং বিবাদ ও বাগ্‌যুদ্ধরূপ
৫ রোগেতে রোগগ্রস্ত হয়। এই সকলহইতে ঈর্ষ্যা
ও বিরোধ ও অপবাদ ও দুষ্ট অসূয়া ও ভ্রষ্টমনা
লোকদের অর্থাৎ সত্যতাবর্জ্জিত হইয়া যাহারা ঈশ্বর-
সেবাকে লাভজনক (ব্যবসায়) জ্ঞান করে, তাহাদের
বিতণ্ডা জন্মে; এ প্রকার লোকহইতে পৃথক হও।
৬ পরিমিত ভোগের সহিত যে ঈশ্বরসেবা সে বহু লাভ-

জনক বটে। এই জগতে আমরা কোন বস্তু লইয়া ৭
আসি নাই, এবং এ স্থানহইতে কিছু লইয়া যাইতেও
পারিব না, ইহা নিশ্চয় আছে। অতএব অন্ন বস্ত্র ৮
থাকিলেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যাহারা ৯
ধনলোভী হয়, তাহারা পরীক্ষাতে ও ফাঁদে পতিত
হয়, এবং লোকদিগকে বিনাশে ও নরকে মগ্ন করে
যে অভিলাষ, এমন অনেক অজ্ঞান ও হিংসাজনক
অভিলাষের বশীভূত হয়। তাবৎ মন্দের মূল ধনাশা; ১০
তাহাদ্বারা ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া কতক লোক ধর্ম্মভ্রষ্ট
হইয়া আপনাদিগকে নানা দুঃখেতে বিদ্ধ করিয়াছে।

হে ঈশ্বরের লোক, তুমি এই সকলহইতে পলায়ন ১১
করিয়া ধর্ম্ম ও ঈশ্বরসেবা ও প্রত্যয় ও প্রেম ও ধৈর্য্য
ও মৃদুতা, এই সকলের পশ্চাদ্গামী হও। এবং বি- ১২
শ্বাসের উত্তম যুদ্ধেতে যুদ্ধ করিয়া অনন্ত পরমায়ু
ধারণ কর; তাহার নিমিত্তে তুমি আহূত হইয়াছ,
এবং বহুসাক্ষির সম্মুখে উত্তম সাক্ষ্য দিয়াছ। এবং ১৩
আমি তোমাকে তাবতের সজীবকর্ত্তা ঈশ্বরের সাক্ষা-
তে, এবং পন্তীয় পীলাতের নিকটে উত্তম সাক্ষ্যদাতা
খ্রীষ্ট যীশুর সাক্ষাতে এই আজ্ঞা দিতেছি; যিনি ১৪
একাকী নিত্য, অগম্য তেজোনিবাসী, ও যাঁহার দর্শন
কোন মনুষ্য কখনো পায় নাই এবং পাইতে পারে
না, এমত যে প্রভুদের প্রভু ও রাজাদের রাজা ১৫
অদ্বিতীয় সম্রাট সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর, তিনি আপন
সময়ে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের যে আগমন প্র-
কাশ করিবেন, তুমি সেই আগমন পর্য্যন্ত নিষ্কলঙ্ক
ও নির্দ্দোষরূপে এই আজ্ঞা পালন কর। তাঁহার ১৬
মহিমা ও অনন্ত পরাক্রম প্রকাশিত হউক। আমেন।

১৭ যাহারা এই সংসারের ধনেতে ধনী, তাহাদিগকে ধনগর্ব্বিত না হইতে, ও চঞ্চল ধনেতে বিশ্বাস না করিতে, কিন্তু আমাদের ভোগার্থে প্রচুর দ্রব্যদা-
১৮ তা যে অমর ঈশ্বর, তাঁহাতে বিশ্বাস করিতে, এবং লোকদের উপকারে ও সৎক্রিয়ারূপ ধনে ধনী হই-
১৯ তে, এবং বিতরণে ও দানে প্রস্তুত হইতে, এবং পরকালে অনন্ত পরমায়ুঃ প্রাপ্তির নিমিত্তে উত্তম ধন সঞ্চয় করিতে আজ্ঞা দেও।

২০ হে তীমথিয়, কাল্পনিক বিদ্যার অপবিত্র শব্দাড়ম্বর ও বিরোধ কথা পরিত্যাগ করিয়া, আপনার
২১ কাছে সমর্পিত যে উপদেশ, তাহা রক্ষা কর। কেননা কতক লোক ঐ বিদ্যার পক্ষপাতী হইয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মহইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। তোমার প্রতি অনুগ্রহ হউক। ইতি।

তীমথিয়ের প্রতি পৌল প্রেরিতের দ্বিতীয় পত্র।

১ অধ্যায়।

১ মঙ্গলাচরণ ৩ ও সত্য বিশ্বাস প্রযুক্ত তীমথিয়ের প্রতি পৌলের প্রেম ৬ ও ধর্ম্মকর্ম্ম ও দুঃখভোগের বিষয়ে তীমথিয়ের প্রতি পৌলের উপদেশ ১৩ ও ধর্ম্মে স্থির হওনের বিষয় ১৫ ও কতক লোকের ধর্ম্মত্যাগ ও অনীষিফরের ধর্ম্মশীলতা প্রকাশ করণ।

১ খ্রীষ্ট যীশুর দ্বারা যে অনন্ত পরমায়ুর প্রতিজ্ঞা, তদনুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে যীশু খ্রীষ্টের এক জন

প্রেরিত পৌল আপনার প্রিয় ধর্ম্মপুত্র তীমথিয়কে পত্র লিখিতেছে। পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু ২ খ্রীষ্ট যীশু তোমাকে অনুগ্রহ ও দয়া ও শান্তি প্রদান করুন।

আমি পূর্ব্বপুরুষের মতানুসারে পবিত্র মনে যে ৩ ঈশ্বরকে সেবা করি, তাঁহার ধন্যবাদ পূর্ব্বক (কহিতেছি,) আমি দিবারাত্রি আপন প্রার্থনাতে অনবরত তোমাকে স্মরণ করি। এবং যে বিশ্বাস প্রথমে ৪ তোমার মাতামহী লোয়ীতে ও তোমার মাতা উনীকীতে ছিল, এবং দৃঢ় বোধ করি তোমাতেও আছে, তোমার সেই অকপট বিশ্বাস মনে করিয়া ৫ তোমার অশ্রুপাত স্মরণ করিয়া, আনন্দে পরিপূর্ণ হইবার জন্যে তোমাকে দেখিতে বড় বাঞ্ছা করি।

আমার হস্তার্পণদ্বারা ঈশ্বরের যে অনুগ্রহদান তো- ৬ মাতে আছে, তাহা উজ্জ্বল করিতে তোমাকে স্মরণ করাইতেছি। ঈশ্বর আমাদিগকে ভয়জনক আত্মা ৭ না দিয়া শক্তি ও প্রেম ও সতর্কতাজনক আত্মাকে দিলেন। অতএব আমাদের প্রভুর বিষয়ে যে সাক্ষ্য, ৮ ও প্রভুর কারণ বন্দী যে আমি, এই দুয়ের বিষয়ে তুমি লজ্জিত না হইয়া ঈশ্বরের দত্ত শক্ত্যনুসারে সুসমাচারের নিমিত্তে দুঃখের সহভাগী হও। তিনি ৯ আমাদিগকে পরিত্রাণের পাত্র করিয়া পবিত্র আহ্বানে আহ্বান করিলেন; আমাদের কর্ম্মহেতুক করিলেন এমন নয়, কেবল আপনার নিরূপণানুসারে অনুগ্রহেতে তাহা করিলেন। সেই যে অনুগ্রহ সৃষ্টির পূর্ব্বাবধি খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে দত্ত হইয়াছিল, তাহা মৃত্যু জয়কারী এবং সুসমাচারদ্বারা ১০

পরমায়ুঃ ও অমরতা প্রকাশকারী যে আমাদের ত্রাণ-
কর্ত্তা যীশু খ্রীষ্ট, তাঁহার অবতারদ্বারা এখন প্র-
১১ কাশ পাইল। আর আমি অন্য দেশীয়দের নিকটে
সেই সুসমাচারের প্রচারক ও প্রেরিত ও শিক্ষক-
১২ পদে নিযুক্ত হইয়াছি। এই কারণ আমি ঐ সমস্ত
দুঃখভোগ করিতেছি, তথাপি লজ্জিত নহি ; কেন-
না আমি যাঁহার আশ্রিত তাঁহাকে জানি, এবং
তাঁহার হস্তে আমার যাহা গচ্ছিত আছে, তাহা
তিনি বিচারদিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারেন, ইহা-
তে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

১৩ তুমি আমার নিকটে খ্রীষ্ট যীশুতে প্রত্যয় ও
প্রেমযুক্ত যে২ কথা শুনিয়াছ, তাহাই হিতদায়ক
১৪ বাক্যের নিদর্শনরূপে ধারণ কর। আর তোমার
নিকটে গচ্ছিত যে উত্তম উপদেশ, তাহা আমাদের
অন্তর্বর্ত্তি পবিত্র আত্মাদ্বারা রক্ষা কর।

১৫ আর ফুগিল্ল ও হর্ম্মগিনি প্রভৃতি আশিয়া দেশস্থ
তাবৎ লোক আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে,
১৬ ইহা তুমি জ্ঞাত আছ। কিন্তু প্রভু অনীষিফরের
পরিবারকে অনুগ্রহ করুন ; যেহেতুক সে আমাকে
বার২ আপ্যায়িত করিয়াছে, আর আমার শৃঙ্খলে-
১৭ তে লজ্জিত না হইয়া রোমা নগরে উপস্থিত হইয়া
যত্ন পূর্ব্বক অন্বেষণ করিয়া আমার তত্ত্ব পাইল ;
১৮ অতএব পরমেশ্বর বিচার দিনে প্রভুহইতে তাহাকে
কৃপা পাইতে দিউন। আর ইফিষ নগরে থাকি-
তে সে কত বিষয়ে আমার সেবা করিয়াছে, ইহা
তুমি বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত আছ।

২ অধ্যায়।

১ ধর্ম্মকর্ম্মে নিত্য প্রবৃত্ত হওনের বিষয় ও দুঃখ সহিষ্ণুতা করণের বিবরণ ১৪ ও তীমথিয়ের প্রতি কর্ত্তব্যের বিষয়ে নানা উপদেশ।

হে আমার পুত্র, তুমি খ্রীষ্ট যীশুর দ্বারা যে অ- ১
নুগ্রহ, তাহার বলেতে বলবান হও। এবং বহুসাক্ষি- ২
দ্বারা প্রমাণীকৃত আমার যে২ উপদেশ শ্রবণ করি-
য়াছ, তাহা অন্যদের শিক্ষা দিতে নিপুণ এমন বি-
শ্বস্ত লোকদিগকে অর্পণ কর। যীশু খ্রীষ্টের এক ৩
জন উত্তম যোদ্ধার ন্যায় ক্লেশ সহ্য কর। কেননা ৪
সৈন্যপদে নিয়োগকর্ত্তার তুষ্টির জন্যে যোদ্ধা সাং-
সারিক ব্যবহারে আসক্ত হয় না; আর যে জন ৫
মল্লযুদ্ধ করে, সে যদি নিয়মানুসারে যুদ্ধ না ক-
রে, তবে কদাচ মুকুট প্রাপ্ত হইতে পারে না। এ- ৬
বং যে কৃষক পরিশ্রম করে, প্রথমে তাহারই ফল-
ভোগ করা বিহিত। আমি যাহা বলি, তাহাতে ৭
মনোযোগ কর, এবং প্রভু তোমাকে তাবৎ বিষয়ে
বুদ্ধি দিউন। আমার সুসমাচারের বচনানুসারে দা- ৮
য়ূদের বংশজাত যীশু খ্রীষ্ট কবরহইতে উত্থাপিত
হইয়াছেন, তাহা স্মরণ কর। সেই সুসমাচারের ৯
নিমিত্তে আমি দুষ্কর্ম্মির ন্যায় বন্ধনদশাগ্রস্ত হইয়া
দুঃখভোগ করিতেছি, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বদ্ধ হয় না।
মনোনীত লোকেরা যেন খ্রীষ্ট যীশুদ্বারা পরিত্রাণ ১০
পাইয়া স্বর্গীয় অনন্ত বিভব প্রাপ্ত হয়, তাহাদের
এমন লাভার্থে আমি এই সকলি সহ্য করিতেছি।
আর এই কথা সত্য, আমরা যদি তাঁহার ন্যায় ১১
মরি, তবে তাঁহার ন্যায় সজীবও হইব; এবং যদি ১২
ক্লেশ সহ্য করি, তবে তাঁহার ন্যায় রাজত্বও ক-

রিব। কিন্তু আমরা যদি তাঁহাকে অস্বীকার করি,
১৩ তবে তিনিও আমাদিগকে অস্বীকার করিবেন। আর
আমরা যদ্যপি অবিশ্বাস করি, তথাপি তিনি অবি-
শ্বস্ত হইবেন না; কেননা তিনি আপনাকে অপহ্নব
করিতে পারেন না।

১৪ তুমি এই সকল কথা স্মরণ করাইয়া অহিত ও
শ্রোতাদিগকে ভ্রষ্টকারি বাগ্যুদ্ধ না করিতে প্রভুর
১৫ সাক্ষাতে তাহাদিগকে বিনয় কর। এবং ঈশ্বরের
সাক্ষাতে গ্রাহ্য, ও অনিন্দনীয় কর্ম্মকারী, ও সত্য ধ-
র্ম্মের বাক্য ব্যবহার করণে নিপুণ আপনাকে দেখা-
১৬ ইতে চেষ্টা কর। এবং অপবিত্র শব্দাড়ম্বর (কারি-
দের) হইতে পৃথক হও; কেননা তাহারা উত্তরোত্তর
১৭ অধার্ম্মিক হইবে, এবং তাহাদের কথা গলিত ক্ষতের
ন্যায় উত্তরোত্তর ক্ষয় করিবে। হুমিনেয় ও ফিলীত
১৮ এই প্রকার লোক; 'মৃতদের উত্থান হইয়া গিয়াছে,'
ইহা বলিয়া তাহারা সত্য ধর্ম্মে ভ্রান্ত হইয়া কতক
১৯ লোকের ধর্ম্মের মূল উল্টাইতেছে। তথাপি ঈশ্বরের
ভিত্তিমূল দৃঢ় রূপে স্থির আছে, ও তাহার উপরে
এই কথা মুদ্রাঙ্কিত আছে, 'পরমেশ্বর আপন লোক-
দিগকে জানেন,' ও 'যে জন খ্রীষ্টের নামধারী, সে
২০ অধর্ম্ম পরিত্যাগ করুক।' পরন্তু প্রধান গৃহেতে স্বর্ণ
ও রৌপ্যের পাত্র আছে, তাহা কেবল নয়, কাষ্ঠের
ও মৃত্তিকার পাত্রও আছে; তাহার কতক বা যশঃ-
২১ পাত্র, ও কতক বা অযশঃপাত্র হয়। কিন্তু যে জন
অধর্ম্মাদিহইতে আপনাকে পরিষ্কার করে, সে প্রভুর
কার্য্যের উপযুক্ত, ও তাবৎ সৎকর্ম্মে প্রস্তুত, ও পবি-
২২ ত্রীকৃত যশঃপাত্র হইবে। অতএব তুমি যৌবনাবস্থার

অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্ম ও প্রত্যয় ও প্রেম এবং যে কেহ পবিত্র মনে প্রভুর প্রতি প্রার্থনা করে, তাহাদের সহিত ঐক্য, এই সকলেতে সচেষ্ট হও। আর অজ্ঞানতার অসঙ্গত যে সকল জিজ্ঞাসা তাহা ২৩ বাগ্‌যুদ্ধের উৎপাদকমাত্র হয়, ইহা জানিয়া তাহা নিষেধ কর। কেননা বাগ্‌যুদ্ধ করা প্রভুর দাসের ২৪ কর্ত্তব্য হয় না, কিন্তু সকলের প্রতি নম্রতা ও সুশিক্ষা ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া মৃদুতাদ্বারা বিরোধিগণকে ২৫ উপদেশ দেওয়াই কর্ত্তব্য। কেননা কি জানি, যদি ঈশ্বর সত্য কথা স্বীকার করিতে তাহাদিগের মন পরিবর্ত্তন করেন, তবে শয়তানের ইচ্ছানুসারে মোহ- ২৬ জালেতে জড়িত এই লোকেরা চেতনা পাইয়া তা- হার সেই জালহইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

৩ অধ্যায়।

১ ভ্রষ্ট লোকদের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য ১০ ও পৌলের আপন আ- চার ব্যবহার প্রকাশ করণ ও ধর্ম্মপুস্তকের প্রশংসা করণ।

শেষে অতি দুর্ঘটনার সময় উপস্থিত হইবে, ইহা ১ জ্ঞাত হও। যেহেতুক সে কালের লোকেরা আত্ম- ২ প্রেমী, ও লোভী, ও আত্মশ্লাঘী, ও অহঙ্কারী, ও নিন্দক, ও পিতামাতার অনাজ্ঞাবহ, ও কৃতঘ্ন, ও অ- পবিত্র, ও নিষ্ঠুর, ও নিয়মোল্লঙ্ঘী, ও মিথ্যাপবাদক, ৩ ও অজিতেন্দ্রিয়, ও প্রচণ্ড, ও সাধুঘৃণাকারী, ও বিশ্বা- ৪ সঘাতক, ও অসঙ্গত ক্রোধী, ও গর্ব্বিত, ও ঈশ্বরের অপেক্ষা সুখের অভিলাষী, ও ধর্ম্মের বেশ ধারণ ৫ করিয়া ধর্ম্মের শক্তি অস্বীকারকারী হইবে; এমত লোকদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিও। আর পা- ৬ পে ভারাক্রান্তা ও নানা সুখাভিলাষে চালিতা যে

৭ অবলা নারীজাতি সর্ব্বদা শিক্ষা পাইলেও কখনো সত্য কথা স্বীকার করিতে পারকা হয় না, তাহাদের গৃহে যাহারা প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বন্দী-
৮ তুল্যা করে, তাহারা এই প্রকার লোক। যেমন যান্ন ও যাম্ব্রি মূসার প্রতি বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল, তদ্রূপ মনে দুষ্ট ও ধর্ম্মভ্রষ্ট এই লোকেরাও সত্য
৯ ধর্ম্মের প্রতি বিপক্ষতাচরণ করিতেছে। কিন্তু তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারিবে না; কারণ ঐ যান্ন ও যাম্ব্রির মূঢ়তা যেমন সকলের কাছে প্রকাশ পাইয়াছিল, ইহাদেরও তদ্রূপ হইবে।

১০ আমার যে প্রকার উপদেশ, ও আচার ব্যবহার, ও অভিপ্রায়, ও বিশ্বাস, ও চিরসহিষ্ণুতা, ও প্রেম, ও
১১ ধৈর্য্য, ও তাড়না, ও ক্লেশভোগ, বিশেষতঃ আন্তিয়খিয়া ও ইকনিয় ও লুস্ত্রা নগরে আমার উপরে যাহা ঘটিয়াছে, আর যে প্রকার তাড়না সহ্য করিয়াছি, এ সমস্ত তোমার অগোচর নাই; কিন্তু সেই
১২ সমস্তহইতে প্রভু আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আর যে সকল লোক খ্রীষ্ট যীশুর আশ্রিত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মে কালক্ষেপ করিতে চাহে, তাহাদের প্রতি তাড়না ঘ-
১৩ টিবে। এবং পাপিষ্ঠ ও প্রবঞ্চক লোকেরা ভ্রান্ত হইয়া ও ভ্রান্তি জন্মাইয়া উত্তরোত্তর দুষ্ট হইয়া উ-
১৪ ঠিবে। তুমি কেমন মানুষের কাছে শিখিয়াছ, ইহা জানিয়া শিক্ষিত ও নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত বাক্যেতে নি-
১৫ বিষ্টচিত্ত হইয়া থাক। কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে প্রত্যয়দ্বারা পরিত্রাণজনক জ্ঞান দিতে সমর্থ যে পবিত্র
১৬ শাস্ত্র, তাহা তুমি বাল্যকালাবধি জ্ঞাত আছ। ঐ সকল শাস্ত্র ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত, এবং ঈশ্বরের

সেবক যাহাতে সিদ্ধ হয় ও তাবৎ উত্তম কর্ম্ম করি- ১৭
তে প্রস্তুত হয়, এমন উপদেশে ও অনুযোগে ও শা-
সনে ও ধর্ম্মশিক্ষাতে ফলদায়ক হয়।

৪ অধ্যায়।

১ সুসমাচার প্রচার করণে নিত্য প্রবৃত্ত হইতে বিনয় ৬ ও আপন মৃত্যু ও ভাবি সুখ বিষয়ে পৌলের কথা ৯ ও নানা সম্বাদের কথা ১৯ ও নমস্কার জানাওন।

যিনি পুনরাগমন করিয়া রাজত্বপদ পাইয়া জীবৎ ১
ও মৃত লোকদের বিচার করিবেন, সেই প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের এবং ঈশ্বরের সাক্ষাতে আমি তোমাকে এই
দৃঢ় আজ্ঞা দিতেছি। তুমি বাক্য প্রচার কর, এবং ২
সময়ে ও অসময়েও তাহাতে প্রবৃত্ত হও; এবং সর্ব্ব
প্রকার দীর্ঘসহিষ্ণুতাতে ও উপদেশেতে লোক বিশে-
ষকে অনুযোগ ও শাসন ও বিনয় কর। কেননা যে ৩
সময়ে লোকেরা সদুপদেশ সহ্য করিতে না পারিয়া
কাণচুলকানিবিশিষ্ট হইয়া, আপন২ অভিলাষানুসারে
শিক্ষকগণকে সংগ্রহ করিয়া সত্য বাক্যে কর্ণ না ৪
দিয়া উপকথা শ্রবণে নিবিষ্টচিত্ত হইবে, এমত সময়
উপস্থিত হইবে। কিন্তু তুমি সর্ব্ব সময়ে সচেতন ৫
হইয়া দুঃখ সহ্য করণ পূর্ব্বক সুসমাচার প্রচারকের
কার্য্য করিয়া আপনার সেবাকর্ম্ম সিদ্ধ কর।

সম্প্রতি আমার প্রাণবিয়োগ কাল উপস্থিত, তা- ৬
হাতে আমি প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছি।
আর আমি উত্তম যুদ্ধ করিয়া গমনের পথ সম্পূর্ণ ক- ৭
রিয়া ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছি। অদ্যাবধি আ- ৮
মার নিমিত্তে পুণ্যরূপ মুকুট রক্ষিত আছে; তাহা
বিচারদিনে ন্যায্য বিচারকর্ত্তা প্রভু আমাকে দিবেন;

আমাকে কেবল নয়, যত লোক তাঁহার আগমন আ-
কাঙ্ক্ষা করে, সেই সকলকে দিবেন।

৯ তুমি ত্বরায় আমার নিকটে আসিতে যত্ন কর,
১০ কেননা দীমা এই বর্ত্তমান সংসার ভাল বাসিয়া আ-
মাকে পরিত্যাগ করিয়া থিষলনীকীতে গিয়াছে; ও
ক্রিস্কি গলাতিয়াতে ও তীত দল্মাতিয়াতে গিয়াছে।
১১ তদ্ভিন্ন তুখিককে আমি ইফিষ নগরে পাঠাইলাম;
১২ এইক্ষণে আমার সঙ্গে লূকমাত্র আছে। অতএব
আমার সেবাপদের উপকারী যে মার্ক, তাহাকে
১৩ সঙ্গে লইয়া আইস। এবং আমি ত্রোয়া নগরে
কর্পের সহিত যে আচ্ছাদনবস্ত্র রাখিয়া আসিয়াছি,
তাহা এবং পুস্তক সকল, বিশেষতঃ চর্ম্মের পুস্তক,
১৪ সঙ্গে লইয়া আইস। সিকন্দর কাংস্যারি আমার
বিস্তর অনিষ্ট করিয়াছে; তাহাতে প্রভু তাহার
১৫ কর্ম্মের সমুচিত প্রতিফল দিবেন। তুমিও তাহাহই-
তে সাবধান থাকিও, কেননা সে আমাদের কথার
১৬ অত্যন্ত বিরোধী। এবং আমার প্রথম প্রত্যুত্তর ক-
রণ সময়ে কেহ আমার সপক্ষ হইল না, সকলেই
আমাকে পরিত্যাগ করিল; ইহা তাহাদের প্রতি গ-
১৭ ণিত না হউক। কিন্তু আমাদ্বারা যেন সুসমাচার প্র-
চারের কর্ম্ম সম্পূর্ণ হয়, ও তাবৎ দেশীয় লোকেরা
ঐ সুসমাচার শুনে, এই জন্যে প্রভু আমার নিকট-
বর্ত্তী হইয়া আমাকে বলবান করিলেন, তাহাতে আ-
১৮ মি সিংহের মুখহইতে মুক্ত হইলাম। এবং প্রভু
আমাকে সমুদয় মন্দ কর্ম্মহইতে মুক্ত করিয়া স্বর্গীয়
রাজ্যপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত রক্ষা করিবেন; তাঁহার ধন্যবাদ
সর্ব্বদা হউক। আমেন।

তুমি প্রিস্কিল্লাকে ও আক্বিলাকে এবং অনীষিফ- ১৯ রের পরিজনদিগকে নমস্কার কর। ইরাস্ত করিন্থ ন- ২০ গরে রহিয়াছে, এবং ত্রফিম পীড়িত হওয়াতে আমি তাহাকে মিলীত নগরে রাখিয়া আসিয়াছি। তুমি ২১ হেমন্ত কালের পূর্ব্বে এখানে আসিতে যত্ন কর। উবূল ও পূদি ও লীন ও ক্লৌদিয়া এবং তাবৎ ভ্রাতৃগণ তোমাকে নমস্কার করিতেছে। প্রভু যীশু ২২ খ্রীষ্ট তোমার হৃদয়বর্ত্তী হউন। তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ হউক। ইতি।

তীতের প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র।

১ অধ্যায়।

১ মঙ্গলাচরণ ৫ ও তীতের ক্রীতী উপদ্বীপে থাকনের অভিপ্রায় ও উত্তম উপদেশকের গুণের নির্ণয় ও দুষ্ট উপদেশকের গুনের নির্ণয়।

সত্যবাদি ঈশ্বর কালাবস্থার পূর্ব্বে অনন্ত পরমায়ুর ১ প্রতিজ্ঞা করিয়া উপযুক্ত সময়ে যে প্রচারকপদদ্বারা আপন বাক্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ২ ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই পদে নিযুক্ত এক জন, অর্থাৎ ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের বিশ্বাসার্থে এবং ৩ অনন্ত পরমায়ুর অপেক্ষাতে ধর্ম্ম সেবাজনক সত্য কথা স্বীকার করাওনার্থে ঈশ্বরের এক দাস ও যীশু খ্রীষ্টের এক প্রেরিত যে পৌল, সে সাধারণ প্রত্যয়া- ৪

নুসারে আপনার সত্য ধর্ম্মপুত্র তীতের প্রতি পত্র লিখিতেছে। আমাদের পিতা ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে অনুগ্রহ ও দয়া ও শান্তি প্রদান করুন।

৫ অসম্পূর্ণ কার্য্য সকল সম্পূর্ণ করিতে, বিশেষতঃ আমার আজ্ঞানুসারে প্রত্যেক নগরে প্রাচীন লোকদিগকে নিযুক্ত করিতে, আমি ক্রীতী উপদ্বীপে তোমা-
৬ কে রাখিয়া আসিয়াছি। তাহাতে যে জন অনিন্দনীয় ও এক স্ত্রীর স্বামী, এবং যাহার বালকগণ বিশ্বাস্য, ও দুষ্টাচরণে অপবাদিত নয়, ও অবাধ্য নয়,
৭ তাহাকে নিযুক্ত কর। কেননা ঈশ্বরের ভাণ্ডারির ন্যায় অনিন্দনীয় হওয়া; এবং স্বেচ্ছাচারী, ও হঠাৎ ক্রোধী, ও পানাসক্ত, ও প্রহারক, ও কুৎসিত ধনলোভী
৮ না হইয়া, আতিথেয় ও সল্লোকানুরক্ত, ও সতর্ক, ও
৯ ধর্ম্মশীল, ও প্রবিত্র, ও পরিমিতভোগী হওয়া; এবং হিতোপদেশ দিয়া বিনয় করিতে ও বৈধর্ম্মাচারিদিগকে অপ্রতিভ করিতে সমর্থ হইয়া উপদেশানুসারে বিশ্বসনীয় বাক্যের পালন করা, এই সকল (মণ্ডলীর)
১০ অধ্যক্ষের আবশ্যক হয়। অনেক লোক বিশেষতঃ ত্বক্‌ছেদিদের মধ্যে কতক লোক অবাধ্য ও প্রলাপ-
১১ বাক্যবাদী ও প্রবঞ্চক আছে; তাহারা কুৎসিত ধনার্থে অনুপযুক্ত উপদেশদ্বারা কতক লোকের তাবৎ পরিবারের সুমতি নষ্ট করিতেছে; তাহাদের মুখ
১২ অবরোধ করা উচিত। আর 'ক্রীতী নিবাসি লোকেরা নিত্য মিথ্যাবাদী, ও হিংস্রক পশুতুল্য, ও উদরভারে অলস,' এই কথা তাহাদের (দেশীয়) কোন এক কবি-
১৩ ও কহিয়াছে। এই সাক্ষ্য সত্য; অতএব যিহূদীয়

ইতিহাস ও সত্য ধর্ম্মহইতে পরাঙ্মুখ লোকদিগের আজ্ঞা না মানিয়া তাহারা যাহাতে খ্রীষ্টধর্ম্মেতে প্র- ১৪ কৃত ধার্ম্মিক হয়, এমত রূপে তাহাদিগকে দৃঢ় অনু- যোগ কর। যাহারা নিজে নির্ম্মল, তাহাদের নিক- ১৫ টে সকলি নির্ম্মল; কিন্তু যাহারা নিজে অপবিত্র ও অবিশ্বাসী, তাহাদের নিকটে কোন বস্তুই শুচি হয় না, কারণ তাহাদের জ্ঞান ও মন অশুদ্ধ। ঈশ্বরকে ১৬ জানি, ইহা তাহারা বাক্যেতে বলে; কিন্তু কর্ম্মেতে নাস্তিক হইয়া গর্হিত ও অনাজ্ঞাবহ হইয়া তাবৎ সৎ- ক্রিয়াতে অকর্ম্মণ্য হয়।

২ অধ্যায়।

১ বৃদ্ধা স্ত্রী ও যুবলোক ও দাসদিগকে কিরূপ উপদেশ দিতে হয় তাহার নির্ণয় ১১ ও সুসমাচারের অভিপ্রায়।

তুমি হিতোপদেশের উপযুক্ত কথা কহ, এবং যা- ১ হাতে প্রাচীন লোকেরা সচেতন, ও ধীর, ও সতর্ক ২ হইয়া প্রকৃত বিশ্বাস ও প্রেম ও ধৈর্য্যেতে সুস্থির হয়; এবং প্রাচীনারাও যাহাতে অপবাদকারিণী ও ৩ অপরিমিত মদ্যপায়িনী না হইয়া, পবিত্র লোকদের সদৃশ শুদ্ধাচারিণী ও সুশিক্ষাকারিণী হয়, বিশেষতঃ ৪ ঈশ্বরের বাক্য যেন অনিন্দিত হয়, এই জন্যে তা- হারা যাহাতে নবীনা নারীদিগকে পতিতে অনুরক্তা, ও সন্তানস্নেহবতী, ও সতর্কা, ও শুচি, ও গৃহিণী, ও ৫ উত্তমা, ও স্বামিবশীভূতা হইতে প্রবৃত্তি দেয়, (এমত শিক্ষা দেও।) আর যুবদিগকেও সতর্ক হইতে বিনয় ৬ কর। এবং সর্ব্ববিষয়ে আপনি সৎক্রিয়াতে দৃষ্টান্ত- ৭ স্বরূপ হইয়া উপদেশে নির্দ্দোষতা ও ধীরতা ও স- রলতা ও অদূষ্য হিতবাক্য প্রকাশ কর, তাহাতে ৮

বিপক্ষ তোমাদের কোন দোষ ধরিতে না পারাতে
৯ লজ্জিত হইবে। এবং দাসগণ চৌর্য্য কিম্বা আপন২
প্রভুর বাক্যেতে কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া বশীভূত
১০ হওন পূর্ব্বক যাহাতে কর্ত্তার সন্তোষ জন্মে ও উত্তম
বিশ্বস্ততা প্রকাশ হয়, এ প্রকারে তাবৎ কর্ম্ম করিয়া
সর্ব্ব বিষয়ে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের উপদেশ
ভূষণ করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও।

১১ ঈশ্বরের যে পরিত্রাণজনক অনুগ্রহ সর্ব্ব (প্রকার)
১২ মনুষ্যদের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদ্বারা আ-
মরা যেন অধর্ম্ম ও সাংসারিক অভিলাষ ত্যাগ করণ
পূর্ব্বক এই বর্ত্তমান সংসারে সতর্ক ও ন্যায়বান ও
১৩ ঈশ্বরসেবক হইয়া কাল যাপন করি, এবং আনন্দ-
প্রাপ্তির প্রত্যাশাতে আপনাদের মহান্ ঈশ্বর ত্রাণ-
কর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের তেজঃপ্রকাশ হওনের অপেক্ষাতে
১৪ থাকি, এমন শিক্ষা পাইতেছি। কারণ তিনি আমা-
দিগকে সমুদয় পাপহইতে মুক্ত করিতে এবং সৎ-
ক্রিয়াতে উদ্যোগি আপনার কোন বিশেষ লোক-
দিগকে পবিত্র করিতে আমাদের জন্যে আপন প্রাণ
১৫ দিলেন। এই সকল কথা কহিয়া তাবৎ ক্ষমতার
দ্বারা উপদেশ ও অনুযোগ কর; তোমাকে তুচ্ছ
করিতে কাহাকেও দিও না।

৩ অধ্যায়।

১ কি প্রকার উপদেশ দিতে হয় তাহার নির্ণয় ১২ ও তীতের প্র-
তি পৌলের বিনয় ও পত্রের সমাপ্তি।

১ কর্তৃত্বের ও শাসনপদের অধীন হইয়া তাহাদের
আজ্ঞা পালন করিতে ও তাবৎ সৎক্রিয়াতে প্রস্তুত
২ থাকিতে, ও পরনিন্দা না করিতে, এবং নির্ব্বিরোধ

ও নম্র হইয়া তাবতের নিকটে সর্ব্ব প্রকার মৃদুতা প্রকাশ করিতে লোকদিগকে স্মরণ করাও। কেননা ৩ পূর্ব্বে আমরাও নির্ব্বোধ, ও অনাজ্ঞাবহ, ও বিপথ-গামী, ও বিবিধ অভিলাষের ও সুখের সেবক, এবং জিঘাংসাতে ও ঈর্য্যাতে কালক্ষেপক, ও ঘৃণিত ও পরস্পর ঘৃণাকারী ছিলাম। কিন্তু আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ৪ ঈশ্বরের দয়া ও মনুষ্যজাতির প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশিত হইলে পর, তিনি আমাদের স্বকৃত পুণ্যকর্ম্মদ্বারা নয়, ৫ কিন্তু পুনর্জ্জন্মরূপ প্রক্ষালনদ্বারা, অর্থাৎ আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টকর্তৃক আমাদের উপরে বাহুল্য রূপে বর্ষিত যে পবিত্র আত্মা, তাঁহার নূতন স্বভাব ৬ প্রদানদ্বারা আপন দয়ানুসারে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন। তাহাতে আমরা তাঁহার অনুগ্রহেতে পুণ্য- ৭ বান গণিত হইয়া প্রত্যাশাতে অনন্ত পরমায়ুর উত্তরা-ধিকারী হইলাম। এ কথা সত্য; অতএব ঈশ্বরের ৮ বিশ্বাসিগণ যাহাতে সৎকর্ম্ম করিতে মনোযোগ করে, এমত দৃঢ়রূপে ঐ সমস্ত কথা তাহাদিগকে জ্ঞাত কর, ইহা আমার ইচ্ছা; কেননা মনুষ্যদের পক্ষে ঐ সকল ক্রিয়াই উত্তম ও ফলদায়ক। কিন্তু অজ্ঞানতার ৯ যে সমস্ত বিবাদ ও বংশাবলি ও বিরোধ ও ব্যবস্থার বিতণ্ডা, তাহাহইতে দূরে থাক; কেননা এই সকল নিরর্থক ও মিথ্যা। ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিকে দুই এক বার ১০ অনুযোগ করিলে পর বহিষ্কৃত কর; এমন ব্যক্তি যে ১১ বিপথগামী ও আপনার প্রমাণে দোষীকৃত পাপী, ই-হা জানিতে পারিবা।

আমি তোমার নিকটে আর্তিমাকে কিম্বা তুখিককে ১২ প্রেরণ করিলে তুমি নীকপলিতে আমার নিকটে আ-

সিতে যত্নবান হও; আমি সেই স্থানে থাকিয়া শীত-
১৩ কাল যাপন করিতে মনস্থ করিলাম। পরন্তু ব্যবস্থা-
পক সীনার ও আপল্লোর আসিতে যেন পাথেয়ের
কিছু অভাব না হয়, এমন যত্ন করিয়া তাহাদিগকে
১৪ এখানে প্রেরণ কর। আর আমাদের অনুগত লো-
কেরা যেন নিষ্ফল না হয়, এই নিমিত্তে তাহারা
প্রয়োজনীয় ব্যয়ার্থে উত্তম ব্যবসায় শিক্ষা করুক।
১৫ আমার সঙ্গী তাবৎ লোক তোমাকে নমস্কার জানা-
ইতেছে; যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রযুক্ত আমাদিগকে প্রেম
করে, তাহাদিগকে নমস্কার কর। তোমাদের সকলের
প্রতি অনুগ্রহ হউক। ইতি।

ফিলীমোনের প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র।

১ মঙ্গলাচরণ ৪ ও ফিলীমোনের প্রত্যয় ও প্রেম প্রযুক্ত পৌলের আনন্দ ৮ ও অনীষিমকে ক্ষমা করিতে ও ভ্রাতৃতুল্য গ্রাহ্য করিতে ফিলীমোনের প্রতি পৌলের নিবেদন।

১ যীশু খ্রীষ্টের কারণ বন্দী পৌল ও তীমথিয় না-
মে এক ভ্রাতা, আপনাদের প্রিয় সহকারী ফিলী-
২ মোনকে ও প্রিয়া অপ্পিয়াকে ও সহসেনা অর্খিপ্পকে,
এবং ফিলীমোনের গৃহস্থিত মণ্ডলীকে পত্র লিখিতেছে।

আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমা- ৩
দিগকে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রদান করুন।

প্রভু যীশুর প্রতি তোমার বিশ্বাস ও পবিত্র লো- ৪
কদের প্রতি তোমার প্রেমের বিবরণ শুনিতে পাই-
তেছি, অতএব আমাদের (পরস্পর) যেং সদ্ভাব আ- ৫
ছে, তাহা খ্রীষ্ট যীশুর প্রতি হয়, ইহা সকলকে স্বী-
কার করাওনেতে যেন তোমার প্রত্যয়জাত দানশীল-
তা সফল হয়, এই জন্যে আমি সর্ব্বদা আপন প্রার্থ- ৬
নাতে তোমার নাম উল্লেখ করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ
করিতেছি। হে ভ্রাতঃ, তুমি পবিত্র লোকদের প্রাণ- ৭
কে আপ্যায়িত করিয়াছ, এই কারণ তোমার প্রে-
মেতে আমরা শান্তিযুক্ত ও পরমাহ্লাদিত হইলাম।

যদ্যপি খ্রীষ্টদ্বারা অতি ক্ষমতাপন্ন হইয়া কর্ত্তব্য ৮
কর্ম্মে তোমাকে আজ্ঞা দিতে পারি, তথাপি প্রাচীন ৯
পৌল আমি সম্প্রতি খ্রীষ্টের কারণ বন্দীও হইয়া
প্রেম পূর্ব্বক বিনয় করিয়া নিবেদন করিতেছি। আ- ১০
মার বন্ধন সময়ে আমাকর্তৃক ধর্ম্মেতে জাত যে অ-
নীষিম নামে আমার পুত্র, তাহার জন্যে তোমাকে
নিবেদন করিতেছি। সে পূর্ব্বে তোমার অনিষ্টকারী ১১
ছিল, কিন্তু এই ক্ষণে তোমার ও আমার হিতকারী
হইতেছে। অতএব আমি তাহাকে তোমার নিকটে ১২
পাঠাইতেছি; তুমি তাহাকে আমার প্রাণতুল্য জা-
নিয়া গ্রহণ করিবা। সুসমাচারের নিমিত্তে আমার ১৩
বন্ধন দশাতে তোমার পরিবর্ত্তে তাহাকে রাখিয়া
আত্মসেবা করাই, এমত মনস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু ১৪
তোমার কৃত উপকার যেন বলানুসারে না হইয়া
ইচ্ছানুসারে হয়, এই নিমিত্তে তোমার অভিমত না

১৫ পাইয়া কিছুই করিতে চাহিলাম না। আর কি জানি, তুমি যেন চিরকালের নিমিত্তে তাহাকে গ্রহণ কর, এই নিমিত্তে সে কিছু কাল পর্য্যন্ত তোমাহইতে
১৬ পৃথক হইয়াছিল। এখন তুমি তাহাকে দাসের ন্যায় গ্রহণ করিবা তাহা নয়, কিন্তু যে জন দাস অপেক্ষা-ও অধিক শ্রেষ্ঠ এবং আমার অতি প্রিয়, অবশ্য ঐ-হিকে ও পারমার্থিকে তোমার ততোধিক প্রিয়, এমন
১৭ ভ্রাতার ন্যায় তাহাকে গ্রহণ করিবা। আর তুমি যদি আমাকে সখা বলিয়া মান্য কর, তবে তাহাকে
১৮ আমার সদৃশ বুঝিয়া গ্রহণ করিবা। সে যদি তো-মার কোন অন্যায় করিয়া থাকে, কি তোমার কাছে ঋণগ্রস্ত হয়, তবে তাহা আমার বলিয়া গণনা কর।
১৯ আমি তাহা পরিশোধ করিব, ইহা আমি পৌল স্ব-হস্তে লিখিলাম; কিন্তু তুমি আমার কাছে প্রাণ
২০ পর্য্যন্ত ঋণী আছ, এ কথা কহি না। হে ভ্রাতঃ, তোমাদ্বারা প্রভুতে আমার আনন্দ হউক, এবং তু-
২১ মি প্রভুতে আমার প্রাণকে আপ্যায়িত কর। যাহা বলি, তুমি ততোধিক করিবা, তাহা জানিয়া তো-মার এমত আজ্ঞাবর্ত্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া তোমাকে
২২ এ প্রকার লিখিলাম। তোমাদের প্রার্থনাদ্বারা আমি যে তোমাদের নিকটে সমর্পিত হইব, আমার এমন বিশ্বাস হইতেছে; অতএব আমার নিমিত্তে এক বা-
২৩ সা প্রস্তুত করিয়া রাখিবা। যীশু খ্রীষ্টের জন্যে
২৪ আমার সহবন্দী যে ইপফ্রা, এবং মার্ক ও অরিষ্টর্খ ও দীমা ও লূক, ইহারা আমার সহকারী তোমাকে
২৫ নমস্কার জানাইতেছে। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ সর্ব্বদা তোমাদের হৃদয়বর্ত্তী হউক। ইতি।

ইব্রীয়দের প্রতি (পৌল প্রেরিতের) পত্র।

১ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের নিকটহইতে আমাদের কাছে খ্রীষ্টের আগমন এবং গুণেতে ও কর্ম্মেতে দিব্য দূতগণ অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠ হওন।

পূর্ব্বকালে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা পিতৃলোকদিগকে না- ১ না সময়ে ও নানা প্রকারে কহিয়াছিলেন যে ঈশ্বর, তিনি এই শেষকালে আপন পুত্রদ্বারা আমাদিগকে ২ কহিয়াছেন। তিনি সেই পুত্রকে সর্ব্বাধিকারী করিয়া তাঁহার দ্বারা সকল জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং ৩ সেই পুত্র ঈশ্বরের মহিমার তেজ ও সারের মূর্ত্তি হইয়া আপন শক্তিরূপ বাক্যেতে সকলি ধারণ করিতেছেন; অতএব নিজ প্রাণদ্বারা আমাদের পাপের মার্জনা করিয়া তিনি ঊর্দ্ধস্থ মহামহিমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন। এবং দিব্য দূতগণ অপেক্ষা যে প্র- ৪ সিদ্ধ নামের অধিকারী হন, তদনুসারে তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠও আছেন। কেননা "তুমি আমার পুত্র, ৫ "আমি অদ্য তোমাকে উৎপাদিত করিলাম," আর "আমি তাঁহার পিতৃস্বরূপ হইব, ও তিনি আমার "পুত্রস্বরূপ হইবেন," দিব্য দূতগণের মধ্যে ঈশ্বর কাহাকে কখন্ এমন কথা কহিলেন? বরং আপন অ- ৬

দ্বিতীয় পুত্রকে জগতে পুনরানয়ন কালে এমন কথা কহেন, "হে ঈশ্বরের দূত সকল, তোমরা ইহাঁকে
৭ "প্রণাম কর।" আর দূতগণের বিষয়ে এই কথা কহিলেন, যথা "তিনি আপন দূতগণকে বায়ুস্বরূপ, ও "আপন সেবকদিগকে অগ্নিশিখাস্বরূপ করেন।" কিন্তু
৮ পুত্রের বিষয়ে এই কথা কহিলেন, যথা, "হে ঈ-"শ্বর, তোমার রাজসিংহাসন চিরস্থায়ি, ও তোমার
৯ "রাজদণ্ড যথার্থ দণ্ড। তুমি পুণ্যকে প্রেম করিতেছ, "এবং পাপকে ঘৃণা করিতেছ, এই নিমিত্তে ঈশ্বর, "অর্থাৎ তোমার ঈশ্বর, তোমার মিত্রগণ অপেক্ষা "অধিক আনন্দরূপ তৈলেতে তোমাকে অভিষিক্ত ক-
১০ "রেন।" আরও যথা, "হে পরমেশ্বর, তুমি প্রথমে "পৃথিবীর মূল স্থাপন করিয়াছ, এবং আকাশমণ্ডল
১১ "তোমার হস্তকৃত। উভয়ই বিনষ্ট হইবে, কিন্তু "তুমি নিত্য; সে সমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জর্জ্জরীভূত
১২ "হইবে, এবং তুমি বস্ত্রের ন্যায় জড়াইলে তাহার "পরিবর্ত্তন হইবে; কিন্তু তুমি নিত্য, তোমার বৎ-
১৩ "সরের ক্ষয় কদাচ হইবে না।" আর, "আমি যা-"বৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি, "তাবৎ তুমি আমার দক্ষিণে বৈস," ঈশ্বর এই কথা দিব্য দূতগণের মধ্যে কাহাকে কখন্ কহিলেন?
১৪ যাহারা পরিত্রাণের অধিকারী হইবে, তাহাদের সেবার্থে প্রেরিত হওয়াতে ঐ দূতগণ কি সকলে সেবাকারী আত্মা নয়?

২ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্ট আমাদের ত্রাণার্থে অবতীর্ণ হইলেন এ কারণ তাঁহার আজ্ঞাবহ হওনের আবশ্যকতা।

আমরা যেন কোন সময়ে (ভ্রান্তিসাগরে) ভাসিয়া ১
না যাই, তন্নিমিত্তে শ্রুত বাক্যে অধিক মনোযোগ
করা আমাদের কর্ত্তব্য। দিব্য দূতগণের উক্ত বাক্য ২
অটল হওয়াতে যদি প্রত্যেক অপরাধের ও আজ্ঞা-
লঙ্ঘনের সমুচিত প্রতিফল হইল, তবে প্রথমে প্রভু- ৩
দ্বারা উক্ত, ও তাঁহার শ্রোতৃবর্গদ্বারা আমাদের নি-
কটে নিশ্চিত হইয়া চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ ও নানা
প্রকার কর্ম্মের ক্ষমতা, ও স্বেচ্ছানুসারে বিভক্ত পবিত্র
আত্মার দান, এই সকলদ্বারা ঈশ্বরকর্তৃক প্রমাণীকৃত ৪
হইল, এমন যে মহাপরিত্রাণ, তাহা অবজ্ঞা করিলে
আমরা কি প্রকারে বাঁচিব? আমরা যে ভবিষ্যৎ ৫
সংসারের কথা কহি, সে সংসারকে তিনি দিব্য দূত-
গণের অধীন করেন নাই। কিন্তু কোন স্থানে কেহ ৬
এমন প্রমাণ দিয়া কহে, যথা, "মনুষ্য কে, যে তুমি
"তাহাকে স্মরণ কর? এবং মনুষ্যসন্তানই বা কে,
"যে তাহার তত্ত্বাবধারণ কর? তুমি দিব্য দূতগণ ৭
"অপেক্ষা তাহাকে অল্পকাল ন্যূন করিয়াছ, ও গৌ-
"রব ও সম্ভ্রমরূপ মুকুটেতে বিভূষিত করিয়াছ; তো- ৮
"মার হস্তকৃত তাবৎ বস্তুর উপরে তাহাকে কর্তৃত্ব
"দিয়াছ, এবং সকলই তাহার পদতলস্থ করিয়াছ।"
তাঁহার পদতলে সকল বশীভূত হইলে তাঁহার অ-
বশীভূত কিছুই থাকিবে না; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আ-
মরা সকলই তাঁহার বশীভূত দেখিতেছি না। তথা- ৯
পি ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে প্রতি জনের নিমিত্তে মৃত্যু-
ভোগ করিতে যিনি দিব্য দূতগণ অপেক্ষা অল্প-
কাল ন্যূনীকৃত হইলেন, এমন এক ব্যক্তিকে অর্থাৎ
যীশুকে মৃত্যুভোগের ফলে আমরা গৌরব ও সম্ভ্রম-

১০ রূপ মুকুটেতে ভূষিত দেখিতেছি। আর যাঁহার কারণ ও যাঁহার দ্বারা সকল বস্তু সৃষ্ট হইল, বহু সন্তানগণকে স্বর্গীয় বিভবে আনয়ন করিবাতে তা-হাদের ত্রাণের সেনাপতিকে দুঃখভোগদ্বারা সিদ্ধ করা
১১ তাঁহার উপযুক্ত হইল। ইহাতে যিনি পবিত্র করেন, ও যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, এ উভয়ই একের হয়; অতএব তাহাদিগকে ভ্রাতা কহিতে তিনি লজ্জিত
১২ নহেন। তাহাতে তিনি কহিলেন, যথা, "আমি ভ্রা-"তৃগণের মধ্যে তোমার নাম প্রকাশ করিব, ও
১৩ "সভার মধ্যে তোমার প্রশংসা করিব।" পুনশ্চ য-থা, "আমি তাঁহারই অপেক্ষা করিব;" আর বার,
১৪ "আমাকে ও ঈশ্বরদত্ত সন্তানগণকে দেখ।" আর সন্তানেরা রক্তমাংস বিশিষ্ট হওয়াতে, মৃত্যুশক্তির নিদান যে শয়তান, তাহাকে মৃত্যুদ্বারা দমন করি-
১৫ তে, এবং মৃত্যুভয়েতে যাবজ্জীবন বন্ধনগ্রস্ত লোক-দিগকে উদ্ধার করিতে, খ্রীষ্টও তদ্রূপে রক্তমাংস বি-
১৬ শিষ্ট হইলেন। তিনি দূতগণের উদ্ধার না করিয়া
১৭ ইব্রাহীমের বংশের উদ্ধার করেন। অতএব লোক-দের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে ঈশ্বরের বিষয়ে এক জন দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হইবার জন্যে সর্ব্বতোভাবে আপন ভ্রাতৃগণের তুল্য হওয়া তাঁহার
১৮ উচিত হইল। তাহাতে তিনি আপনি পরীক্ষিত হইয়া দুঃখভোগ করাতে পরীক্ষিতগণের উপকার ক-রিতে পারেন।

৩ অধ্যায়।

১ মূসাপেক্ষা খ্রীষ্টের শ্রেষ্ঠতা ৭ ও ইস্রায়েল লোক অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসকারিদের দণ্ডনীয়ত্ব।

হে স্বর্গীয় আহ্বানের সহভাগি পবিত্র ভ্রাতৃগণ, ১
প্রেরিত ও মহাযাজকরূপে আমাদের স্বীকৃত খ্রীষ্ট যী-
শুর প্রতি মনোযোগ কর। মূসা যেমন নিয়োজক ঈ- ২
শ্বরের "সকল পরিবারের মধ্যে বিশ্বাসের পাত্র" ছিল,
তদ্রূপ তিনি তাঁহার বিশ্বাসের পাত্র আছেন। পরি- ৩
বারের কর্ত্তা যেমন পরিবার অপেক্ষা সম্ভ্রান্ত হয়, তা-
দৃশ তিনি মূসা অপেক্ষাও অধিক সম্ভ্রান্ত আছেন।
যত পরিবার আছে, সকলের এক২ কর্ত্তা আছে; ৪
কিন্তু বিশ্বের কর্ত্তা ঈশ্বর। মূসা বক্তব্য কথার প্র- ৫
মাণার্থে সেবক হইয়া তাঁহার সকল পরিবারের মধ্যে
বিশ্বাসের পাত্র ছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট পুত্র হওয়াতে ৬
তাঁহার পরিবারের অধ্যক্ষ হইয়া বিশ্বাসের পাত্র
আছেন; আর আমরা যদি প্রত্যাশাজাত সাহস ও
আনন্দ শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ় করিয়া রাখি, তবে আম-
রাও তাঁহার পরিবার হই।

অতএব পবিত্র আত্মা এইরূপ কহেন, "অদ্য তোম- ৭
"রা যদি তাঁহার কথা শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে যেমন ৮
"বিবাদের স্থানে ও প্রান্তরের মধ্যে পরীক্ষার দিব-
"সে তেমনি আপন২ অন্তঃকরণ কঠিন করিও না।
"কেননা তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ আমার বিষয়ে বি- ৯
"চার করিয়া আমার কর্ম্ম দেখিলেও চল্লিশ বৎসর
"পর্য্যন্ত আমার পরীক্ষা লইল। তৎকালে আমি ১০
"সেই বংশের প্রতি বিরক্ত হইয়া কহিলাম, সেই
"লোকেরা অন্তঃকরণে সর্ব্বদা ভ্রান্ত হইয়া আমার
"পথ চিনে না, এ কারণ আমি ক্রোধে এই শপথ ১১
"করিলাম, তাহারা আমার বিশ্রামে বিশ্রান্ত হইবে
"না।" অতএব হে ভ্রাতৃগণ, সাবধান, অমর ঈশ্বর- ১২

হইতে পরাঙ্মুখ করে যে অবিশ্বাস, তাহাদ্বারা যেন
১৩ তোমাদের কাহারও অন্তঃকরণ দুষ্ট না হয়। এবং
পাপের বঞ্চনাতে যেন তোমাদের কেহ কঠিনীভূত না
হয়, এই নিমিত্তে ঐ অদ্যকার দিবস থাকিতে২ পর-
১৪ স্পর দিনেং উপদেশ কর। কেননা আমরা যে দৃঢ়
বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা শেষ পর্য্যন্ত
১৫ স্থির রাখিলে খ্রীষ্টের ফলভোগী হই। উক্ত আছে,
"অদ্য তোমরা যদি তাঁহার কথা শুনিতে ইচ্ছা কর,
"তবে বিবাদের স্থানে যেমন, তেমনি আপনং অন্তঃ-
১৬ "করণ কঠিন করিও না;" ইহাতে কোন্ লোক কথা
শুনিয়া বিবাদ করিল? কি মূসার দ্বারা মিসরদেশ-
১৭ হইতে আনীত (প্রায়) সকলে নয়? চল্লিশ বৎসর
কাহাদের প্রতি বিরক্ত হইলেন? যাহারা পাপ ক-
রিল ও যাহাদের শব প্রান্তরে পতিত ছিল, তাহাদের
১৮ প্রতি কি নয়? আর "তাহারা আমার বিশ্রামে
"বিশ্রান্ত হইবে না," তিনি এই যে শপথ করিলেন,
ইহাই বা কাহাদের বিরুদ্ধে? কি অবিশ্বাসিগণের
১৯ বিরুদ্ধে নয়? অতএব তাহারা অবিশ্বাসদ্বারা বিশ্রাম
পাইতে পারিল না, ইহা আমরা দেখিতেছি।

৪ অধ্যায়।

১ বিশ্বাসদ্বারা বিশ্রাম পাওন ১২ ও ঈশ্বরের বাক্যের শক্তি ১৪ ও
খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের নিকটে যাওন।

১ আর তাঁহার বিশ্রামে বিশ্রান্ত হওনের যে প্রতিজ্ঞা
থাকে, আমাদের কেহ পাছে সেই প্রতিজ্ঞার ফলেতে
বঞ্চিত হয়, এ বিষয়ে আমাদের ভয় করা উচিত।
২ কেননা এই সুসমাচার আমাদের নিকটে যেমন, তা-
হাদের কাছেও তদ্রূপ প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু ঐ

শ্রোতারা অবিশ্বাস করাতে শ্রুত বাক্য তাহাদের পক্ষে ফলদায়ক হইল না। আর বিশ্বাসকারী আ- ৩ মরা তাঁহার বিশ্রামে বিশ্রান্ত হইব। "আমি ক্রো- "ধে এই শপথ করিলাম, তাহারা আমার বিশ্রা- "মে বিশ্রান্ত হইবে না," এই কথা যিনি কহিলেন, তিনি জগতের সৃষ্টিরূপ আপন কার্য্য সমাপনাবধি (বিশ্রাম করিয়া আসিতেছেন।) এই জন্যে সপ্তম ৪ দিনের বিষয়ে কোন এক স্থানে এইরূপ উক্ত আছে, "সপ্তম দিনে ঈশ্বর আপন যাবৎ কৃত কার্য্যহইতে "বিশ্রাম করিলেন।" আর এই স্থানেও উক্ত আ- ৫ ছে, "তাহারা আমার বিশ্রামে বিশ্রান্ত হইবে না।" অবশ্য কোন লোককে ঐ বিশ্রামে বিশ্রান্ত হই- ৬ তে হয়, কিন্তু যাহাদের নিকটে সুসমাচার পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহারা অবিশ্বাস প্রযুক্ত বি- শ্রাম পায় নাই। এই জন্যে তিনি পুনশ্চ এক ৭ দিন অর্থাৎ অদ্যকার দিন নিরূপণ করিয়া এত কা- লের পর দায়ূদদ্বারা পূর্ব্বোক্ত এই কথা কহিলেন, "অদ্য তোমরা যদি তাঁহার কথা শুনিতে ইচ্ছা কর, "তবে আপন২ অন্তঃকরণ কঠিন করিও না।" আর ৮ যিহোশূয় যদি তাহাদিগকে বিশ্রাম দিত, তবে ঈশ্বর তাহার পরে অন্য কোন দিনের কথা কহিতেন না। অতএব ঈশ্বরের লোকদের বিশ্রামার্থে বিশ্রাম থা- ৯ কে। তাহাতে যে জন তাঁহার বিশ্রামে বিশ্রান্ত ১০ হয়, সে ঈশ্বরের ন্যায় আপন কৃত কার্য্যহইতে বি- শ্রাম করে। কেহ যেন সেই অবিশ্বাসের নিদর্শ- ১১ নানুসারে পতিত না হয়, এই জন্যে আইস, আ- মরা তাঁহার বিশ্রামেতে বিশ্রান্ত হইতে যত্ন করি।

১২ ঈশ্বরের বাক্য সচেতন, ও প্রভাব বিশিষ্ট, ও দ্বিধার খড়্গ সকল অপেক্ষা তীক্ষ্ন, এবং প্রাণ ও আত্মা, এবং গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের পরিভেদক ও বিচ্ছেদকারি, এবং মনের সংকল্প ও সন্ধানের
১৩ অভিজ্ঞ। এবং যাঁহার কাছে আপন২ কথা কহি-তে হয়, কিছুমাত্র তাঁহার অগোচর নহে; তাঁহার দৃষ্টিতে সকলি অনাবৃত ও প্রকাশিত আছে।

১৪ আর যিনি উচ্চতম স্বর্গে প্রবিষ্ট হইলেন, এমন মহান্ ব্যক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র যীশু আমাদের মহাযাজক হওয়াতে, আইস, আমরা তাঁহাকে স্বীকার
১৫ করণে দৃঢ়চিত্ত হই। দৌর্ব্বল্যেতে আমাদের সহিত দুঃখভোগ করিতে অক্ষম, এমন মহাযাজক আমা-দের নহেন; তিনি নিষ্পাপ হইয়াও আমাদের ন্যায়
১৬ সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষিত হইলেন। অতএব আইস, আমরা উপযুক্ত সময়ে উপকারার্থে কৃপা গ্রহণ ক-রিবার এবং অনুগ্রহ পাইবার জন্যে নির্ভয়ে অনু-গ্রহরূপ সিংহাসনের নিকটে যাই।

৫ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের মহাযাজকত্ব ৪ ও পরমেশ্বরদ্বারা তাঁহার মহাযাজকত্ব পদে নিযুক্ত হওন ১১ ও ইব্রীয় লোকদের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অ-নুযোগ করণ।

১ নৈবেদ্য ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলি দান করি-তে মনুষ্যদের হইতে নীত যে কোন মহাযাজক মনুষ্যদের পক্ষে ঈশ্বরের কর্ম্মেতে নিযুক্ত আছে,
২ সে আপনি দৌর্ব্বল্যেতে বেষ্টিত হওন প্রযুক্ত অ-জ্ঞান ও বিপথগামি লোকদিগের দুঃখে দুঃখী হয়,
৩ এবং পাপ প্রযুক্ত কেবল লোকদের নিমিত্তে নহে,

আপনার জন্যেও প্রায়শ্চিত্ত বলিদান করা তাহার প্রয়োজন আছে।

হারোণের ন্যায় ঈশ্বরকর্তৃক নিযুক্ত না হইলে যে- ৪ মন কেহ আপনি এই সম্ভ্রম লয় না, তদ্রূপ খ্রীষ্ট ৫ মহাযাজকপদ লইতে আপনার সম্ভ্রম আপনি করিলেন না; কিন্তু "তুমি আমার পুত্র, আমি অদ্য "তোমাকে উৎপাদিত করিলাম," আর অন্য গীতে, ৬ "তুমি মল্কীষেদকের মতানুসারে নিত্য যাজক হই- "বা," এমন কথা যিনি কহিলেন, তিনিই তাঁহার সম্ভ্রম করিলেন। আর খ্রীষ্ট নিজ অবতার সময়ে ৭ মৃত্যুহইতে রক্ষা করিতে সমর্থ পিতার কাছে অতি- শয় ক্রন্দন ও অশ্রুপাত করিয়া বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া যাহার ভয় করিলেন, তাহাহইতে মুক্ত হই- লেন। এবং পুত্র হইলেও তিনি দুঃখভোগদ্বারা ৮ আজ্ঞাবহন অভ্যাস করিলেন। এই প্রকারে সিদ্ধ ৯ হইয়া নিজ আজ্ঞাবর্ত্তি সকলের অনন্ত পরিত্রাণের মূলীভূত হইয়া, মল্কীষেদকের মতানুসারে মহাযা- ১০ জকরূপে ঈশ্বরকর্তৃক বিখ্যাত হইলেন।

তাহার বিষয়ে আমাদের অনেক কথা আছে, ১১ কিন্তু তোমাদের কর্ণ স্তব্ধ হওয়াতে তাহা প্রকাশ করা দুষ্কর হইতেছে। কেননা যে কালের মধ্যে শিক্ষক ১২ হওয়া তোমাদের উচিত ছিল, এত কাল গত হই- লেও আরবার কেহ যে তোমাদিগকে ঈশ্বরবাক্যের প্রথম সূত্র শিক্ষা করায়, এবং কঠিন দ্রব্য ভোজন না করাইয়া কেবল দুগ্ধপান করায়, এমত তোমা- দের প্রয়োজন আছে। আর দুগ্ধপোষ্য শিশু বাল্য ১৩ প্রযুক্ত ধর্ম্মবাক্যেতে নিপুণ নয়; কিন্তু যাহারা ১৪

বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানশক্তির ব্যবহার-দ্বারা সদসৎ নির্ণয় করিতে সুশিক্ষিত হয়, তাহাদের কঠিন দ্রব্য খাদ্য হয়।

৬ অধ্যায়।

১ ধর্ম্মবিষয় অধিক অভ্যাস করিতে বিনয় ৪ ও ধর্ম্ম ত্যাগ করণে নিষেধ ৯ ও ধর্ম্মেতে স্থির হইতে বিনয় ও ধর্ম্মের ফল দিতে ঈশ্বরের অঙ্গীকার ও শপথ।

১ আমরা মৃত্যুযোগ্য কর্ম্মহইতে মনের পরিবর্ত্তন, ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, ও বাপ্তিস্ম শিক্ষা, ও হস্তা-
২ র্পণ ও মৃত লোকদের উত্থান, ও অনন্ত শাস্তি, এই সকলের দ্বারা পুনর্ব্বার ভিত্তিমূল স্থাপন না করিয়া বরং খ্রীষ্টবাক্যের এই প্রথম সূত্র ত্যাগ করিয়া
৩ আইস, সিদ্ধ হইতে যত্নবান হই। ঈশ্বর যদি করিতে দেন, তবে করিব।

৪ যাহারা এক বার দীপ্তিময় হইয়াছে, ও পবিত্র
৫ আত্মার সহভাগী হইয়া স্বর্গীয় দানের ও ঈশ্বরের উত্তম বাক্যের এবং ভবিষ্যৎ কালের শক্তির রসা-
৬ স্বাদন করিয়াছে, তাহারা যদি মনে২ পুনর্ব্বার ঈশ্বরের পুত্রকে ক্রুশে বধ করিয়া তাঁহাকে লজ্জাস্পদ করিয়া আর বার পতিত হয়, তবে পুনর্ব্বার তাহাদের মন ফিরাইয়া নূতন করা অসাধ্য হয়।
৭ কেননা যে ভূমি আপনার উপরে পুনঃপতিত বৃষ্টিজলেতে সিক্ত হইয়া ফলাধিকারিদের জন্যে উপযুক্ত শাকাদি উৎপন্ন করে, সে ঈশ্বরকর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদ
৮ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে ভূমি কেবল শ্যাকুলাদি কণ্টকবৃক্ষ উৎপন্ন করে, সে অগ্রাহ্য ও শাপগ্রস্ত হইয়া অবশেষে দগ্ধ হয়।

হে প্রিয় সকল, আমরা এমন কথা কহিলেও তো- ৯
মরা তদপেক্ষা উত্তম হইয়া পরিত্রাণের পথে আছ,
ইহা বিশ্বাস করি। কেননা তোমরা পবিত্র লোক- ১০
দিগের যে সেবা করিয়াছ, এবং অদ্যাপি করিতেছ,
ও তাহাদ্বারা ঈশ্বরের প্রতি যে প্রেমের প্রমাণ-
রূপ ক্রিয়া ও পরিশ্রম প্রকাশ করিয়াছ, তাহা তি-
নি অন্যায় করিয়া বিস্মৃত হইবেন না। কিন্তু তো- ১১
মরা শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ় প্রত্যাশা করিতে অতি যত্ন-
বান হও, এবং নিরালস্য হইয়া, যাহারা প্রত্যয় ও ১২
চিরসহিষ্ণুতাদ্বারা প্রতিজ্ঞার ফলাধিকারী হয়, তাহা-
দের অনুকারী হও, আমরা এই বাসনা করি। কে- ১৩
ননা ঈশ্বর ইব্রাহীমের নিকটে দিব্য করিতে আ-
পনার নাম অপেক্ষা আর কোন গুরুতর নাম না
পাওয়াতে আপন নাম লইয়া দিব্য করিয়া কহি- ১৪
লেন, "আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমার
"অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব।" তাহাতে সে চির- ১৫
সহিষ্ণুতা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞার ফল পাইল। মনু- ১৬
ষ্যেরা প্রমাণের নিমিত্তে ও বিবাদের শেষ করণার্থে
শ্রেষ্ঠতর নাম লইয়া দিব্য করে। এই জন্যে ঐ ১৭
প্রতিজ্ঞার অধিকারিদিগকে আপন মন্ত্রণার অমো-
ঘতা বাহুল্য রূপে দেখাইতে স্পৃহা করিয়া, ঈশ্বর
দিব্যদ্বারা ঐ প্রতিজ্ঞা স্থির করিলেন। অতএব ১৮
প্রত্যাশা প্রাপ্তির নিমিত্তে সম্মুখে স্থিত আশ্রয়েতে
পলায়ন করিয়াছি যে আমরা, আমাদিগকে ঈশ্বর
যে বিষয়ে মিথ্যা কহিতে পারেন না, এমন দুই
অমোঘ বিষয়দ্বারা সম্পূর্ণ সান্ত্বনা দেন। ঐ প্র- ১৯
ত্যাশা আমাদের মনের অটল গুরুতর লঙ্গরস্বরূপ

হইয়া বিচ্ছেদ বস্ত্রাবৃত অন্তরস্থানে লাগান আছে।
২০ আর যিনি আমাদের জন্যে অগ্রসর হইয়া সেই স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই যীশু মল্কীষেদকের মতানুসারে নিত্য যাজক হইয়াছেন।

৭ অধ্যায়।

১ মল্কীষেদকের ন্যায় খ্রীষ্টের মহাযাজকত্ব ১১ ও তাঁহাদ্বারা লেবীয় যাজকত্ব ও ব্যবস্থার লোপ ২০ ও হারোণ বংশীয় মহাযাজক অপেক্ষা নূতন নিয়মের মধ্যস্থ যীশুর শ্রেষ্ঠতা।

১ নৃপতিবর্গের সংহারহইতে প্রত্যাগত ইব্রাহীমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলে
২ পর তাহাহইতে সমুদয় দ্রব্যের দশমাংশ প্রাপ্ত হইল, এমন যে সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের যাজক শালমের রাজা মল্কীষেদক, সে প্রথমে ধর্ম্মরাজ, পশ্চাৎ শালমের রাজা অর্থাৎ শান্তির রাজা বিখ্যাত হওয়া-
৩ তে, এবং তাহার পিতা ও মাতা ও বংশ ও আদি ও অন্ত, এই সকল অবিদিত হওয়াতে, সে ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশীকৃত হইয়া নিত্য যাজক থাকে।
৪ বিবেচনা করিয়া দেখ, যাহাকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম লুটদ্রব্যের দশমাংশ দিল, সে কেমন
৫ প্রধান ব্যক্তি। লেবির সন্তানেরা যাজকপদ গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থানুসারে লোকদের হইতে, অর্থাৎ ইব্রাহীমজাত আপনাদের ভ্রাতৃগণহইতে দশমাংশ গ্র-
৬ হণের আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এই ব্যক্তি তাহাদের বংশে গণিত না হইয়া ইব্রাহীমহইতে দশমাংশ গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞার অধিকারিকেই আশীর্ব্বাদ
৭ করিল। এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তি মহৎ লোককর্তৃক আ-
৮ শীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কিছু সন্দেহ নয়। আর

এই কালে যাহারা দশমাংশ গ্রহণ করে, তাহারা মরে; কিন্তু সে কালে যে জন দশমাংশ গ্রহণ করিয়াছে, সে যে নিত্যজীবী, ইহার প্রমাণ আছে। ৯ আর দশমাংশ গ্রহণকর্ত্তা লেবি আপনি ইব্রাহীমদ্বারা দশমাংশ প্রদান করিয়াছে, ইহাও কহা যাইতে পারে; ১০ কেননা যে সময়ে মল্কীযেদক তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিল, তৎকালে লেবি তাহার অন্তরে ছিল।

১১ আর যাহাদ্বারা লোকেরা ব্যবস্থা পাইয়াছিল, সেই লেবীয় যাজকত্বদ্বারা যদি মনুষ্য সিদ্ধ হইতে পারিত, তবে হারোণের মতানুসারে বিখ্যাত না হইয়া মল্কীযেদকের মতানুসারে অন্য এক যাজকের উদয় হওনের কি প্রয়োজন ছিল? ১২ যাজকত্ব বিকৃত হইলে ব্যবস্থাও অবশ্য বিকৃত হয়। ১৩ আর যে বংশের কেহ কখনো বেদির কর্ম্মের অধিকারী হয় নাই, এমত বংশহইতে উৎপন্ন এক ব্যক্তির বিষয়ে ঐ পূর্ব্বোক্তি আছে। ১৪ প্রমাণ এই, আমাদের প্রভু যিহূদা বংশেতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা প্রসিদ্ধ আছে; কিন্তু মূসা যাজকত্ব কর্ম্ম বিষয়ে ঐ বংশের কথা কিছুই কহে নাই। ১৫ আরও স্পষ্ট প্রমাণ এই, মল্কীযেদকের ১৬ মতানুসারে যে অন্য যাজকের উদয় হয়, তিনি জাতিসম্বন্ধীয় আজ্ঞার মতানুসারে নিযুক্ত না হইয়া অক্ষয় পরমায়ুর শক্ত্যনুসারে নিযুক্ত হন। ১৭ কেননা ঈশ্বর এই সাক্ষ্য দেন, "তুমি মল্কীযেদকের মতা"নুসারে নিত্য যাজক হইবা।" ১৮ অতএব যে ব্যবস্থাদ্বারা কোন বিষয়ে (কাহারো) সিদ্ধি হয় নাই, দুর্ব্বলতা ও নিষ্ফলতা প্রযুক্ত সেই পূর্ব্বকালীয় ব্যব-

১৯ স্থার লোপ হয়; এবং যাহাদ্বারা আমরা ঈশ্বরের
নিকটবর্ত্তী হই, এমত শ্রেষ্ঠ প্রত্যাশার প্রদান হয়।
২০ আর শপথ ব্যতিরেকে যীশু যাজকপদে নিযুক্ত
হন নাই, ইহাতেও তিনি শ্রেষ্ঠ নিয়মের মধ্যস্থ হই-
২১ য়াছেন। কেননা ঐ যাজকেরা শপথ ব্যতিরেকে
২২ যাজকপদে নিযুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু "পরমেশ্বর এই
"শপথ করিলেন, ও তাহার অন্যথা করিবেন না;
"তুমি মল্কীষেদকের মতানুসারে নিত্য যাজক হই-
"বা," যিনি তাঁহাকে ঐ কথা কহিলেন, তাঁহার এই
২৩ শপথদ্বারা খ্রীষ্ট নিযুক্ত হইলেন। আর তাহাদের
নশ্বরতা প্রযুক্ত চিরস্থায়ী হইতে না পারাতে (ক্রমে২
২৪ এক পদে) বহুজন নিযুক্ত হইল; কিন্তু এই যীশু
নিত্যস্থায়ি প্রযুক্ত অন্যের অপ্রাপ্তব্য যাজকত্ব ক-
২৫ রেন। অতএব যাহারা তাঁহাদ্বারা ঈশ্বরের শরণা-
গত হয়, তিনি তাহাদের নিমিত্তে নিবেদন করিতে
সতত জীবিত থাকাতে সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে
২৬ ত্রাণ করিতে সমর্থ হন। আর পবিত্র, ও অহিং-
সক, ও নির্ম্মল, ও পাপিগণহইতে পৃথক, এবং স্বর্গ-
হইতে উচ্চীকৃত, এমত এক মহাযাজক আমাদের
২৭ আবশ্যক ছিল। তাহাতে ঐ মহাযাজকগণের ন্যায়
প্রথমে আপনার, পরে অন্যদের পাপের জন্যে
নিত্য২ বলিদান করা তাঁহার আবশ্যক হয় না;
কেননা তিনি আপনাকে উৎসর্গ করিয়া লোকদের
নিমিত্তে সেই কর্ম্ম একেবারে সম্পন্ন করিলেন।
২৮ আর ব্যবস্থা অসিদ্ধ মনুষ্যকে মহাযাজকপদে নি-
যুক্ত করে; কিন্তু ব্যবস্থার পরে যে শপথের কথা
ছিল, সে নিত্যস্থায়ি সিদ্ধ পুত্রকে নিযুক্ত করে।

৮ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের মহাযাজকত্ব পদদ্বারা হারোণের মহাযাজকত্ব পদের লোপ হওন ও সুসমাচারের নূতন নিয়মদ্বারা পুরাতন নিয়মের লোপ হওন।

ঐ পূর্ব্বোক্ত কথার সার এই, যিনি স্বর্গেতে ম- ১ হামহিম সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া মনুষ্যের অস্থাপিত, অর্থাৎ পরমেশ্বরের স্থাপিত প্র- ২ কৃত তাম্বুর পবিত্র স্থানে সেবাকর্ম্মেতে নিবিষ্ট হন, এমত এক মহাযাজক আমাদের আছেন। প্রত্যেক ৩ মহাযাজক যেমন নৈবেদ্য ও বলি উৎসর্গ করিতে নিযুক্ত আছে, তদ্রূপ তাঁহারও অবশ্য কিছু উৎসর্জ্জ- নীয় থাকে। তিনি যদি পৃথিবীতে থাকিতেন, তবে ৪ যাজক হইতেন না; কারণ যাহারা ব্যবস্থানুযায়ি নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ করে, এমত যাজকেরা আছে। কিন্তু "সাবধান, পর্ব্বতে তোমাকে যে২ রূপ (নি- ৫ "দর্শন) দেখান গেল, সেই রূপ সকলি কর," এই যে ঈশ্বরীয় বচন পবিত্র তাম্বু নির্ম্মাণ করিতে উদ্যত মূসার প্রতি উক্ত হইয়াছিল, তদনুসারে ঐ যাজক- দের সেবা স্বর্গীয় সেবার দৃষ্টান্ত ও ছায়ামাত্র হয়। কিন্তু আমাদের মহাযাজক এক্ষণে তদপেক্ষা অধিক ৬ পরম সেবাপদ পাইলেন, কারণ তিনি শ্রেষ্ঠ অঙ্গী- কারে স্থাপিত শ্রেষ্ঠ এক নিয়মের মধ্যস্থ হইয়াছেন। ঐ প্রথম নিয়ম যদি নির্দ্দোষ হইত, তবে দ্বিতীয় ৭ নিয়ম করণের কিছু প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু ৮ তিনি (তাহার) দোষ দিয়া লোকদিগকে কহেন, "পর- "মেশ্বরের এই উক্তি আছে, দেখ, যে সময়ে আ- "মি ইস্রায়েল বংশের ও যিহূদা বংশের সহিত এক

"নূতন নিয়ম স্থির করিব, এমত সময় আসিতেছে।
৯ "পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যে দিনে তাহা-
"দের পূর্ব্বপুরুষদের হস্ত ধারণ করিয়া মিসরদেশহইতে
"উদ্ধার করিয়া তাহাদের সহিত নিয়ম স্থির করি-
"লাম, সেই দিনের নিয়মানুসারে নয়; কেননা আ-
"মার নিয়ম তাহাদের অমান্য করাতে আমি তা-
১০ "হাদের প্রতি মনোযোগ করিলাম না; কিন্তু পর-
"মেশ্বর কহেন, সেই দিনের পর আমি ইস্রায়েল
"বংশের সহিত এই নিয়ম স্থির করিব, তাহাদের
"চিত্তে আমার ব্যবস্থা দিব, ও অন্তঃকরণে তাহা
"লিখিব, এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তা-
১১ "হারা আমার লোক হইবে। এবং 'তুমি পরমে-
"শ্বরকে জ্ঞাত হও,' এই কথা বলিয়া তাহারা প্র-
"ত্যেকে আপন২ প্রতিবাসিকে ও আপন২ ভ্রাতাকে
"উপদেশ দিবে না; কারণ আবাল বৃদ্ধ সকলেই
১২ "আমাকে জ্ঞাত হইবে। তাহাতে আমি তাহাদের
"দুষ্ক্রিয়া সকল ক্ষমা করিয়া তাহাদের পাপ ও
১৩ "অপরাধ আর কখন স্মরণে আনিব না।" এই
প্রকারে তিনি নূতন নিয়মের কথা কহিয়া প্রথমকে
পুরাতন করিলেন; অতএব যে পুরাতন ও জীর্ণ,
তাহার লুপ্ত হইবার সময় হইয়াছে।

৯ অধ্যায়।

১ ব্যবস্থাদ্বারা বলিদানাদির বিবরণ ১১ ও এই সকল অপেক্ষা খ্রীষ্টের বলিদানের শ্রেষ্ঠতা।

১ প্রথম নিয়মানুসারে ঈশ্বরারাধনার নানা রীতি ও
২ সাংসারিক পবিত্র স্থান ছিল। আর নির্ম্মিত তাম্বুর
যে প্রথম (কুঠরীতে) দীপবৃক্ষ ও মেজ ও দর্শনরুটী

ছিল, ঐ কুঠরী পবিত্র নামে বিখ্যাত হইল। পরে ৩ দ্বিতীয় বিচ্ছেদবস্ত্রের পশ্চাদ্ভাগে মহাপবিত্র নামে ঐ তাম্বুর যে অন্য কুঠরী, তন্মধ্যে সুবর্ণময় ধূনাচী, ও সর্ব্বদিগে স্বর্ণমণ্ডিত নিয়মসিন্দুক ছিল; ঐ সিন্দুকে- ৪ তে মান্নার সুবর্ণ ঘট, ও হারোণের মঞ্জরিত যষ্টি, ও খোদিত নিয়মপ্রস্তর; এবং তদুপরি করুণাসনের ৫ ছায়াকারি তেজোময় কিরূবগণ ছিল. এই সকলের বিশেষ তত্ত্ব এখন কহিবার সময় নয়। এইরূপে স- ৬ কল প্রস্তুত হইলে যাজকগণ ঈশ্বরের সেবা করিতে তাম্বুর প্রথম কুঠরীতে সর্ব্বদা গমনাগমন করে; কিন্তু ৭ দ্বিতীয় কুঠরীতে মহাযাজক একাকী বৎসরান্তর এক বার প্রবেশ করে; আর আপনার এবং অন্য লোকদের অজ্ঞানকৃত পাপের নিমিত্তে উৎসর্গ করণের রক্ত না লইয়া প্রবেশ করে না। ইহাতে পবিত্র ৮ আত্মা এই অর্থ জ্ঞাপন করেন, প্রথম তাম্বু থাকিলে মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশের পথ প্রকাশিত হয় না। আর ঐ তাম্বু বর্ত্তমান কালের এক আদর্শস্বরূপ; ৯ কেননা সিদ্ধি করণের কাল পর্য্যন্ত যেমন নিরূপিত আছে, তদ্রূপ সাধকের মন সিদ্ধ করিতে অসমর্থ, কেবল বিশেষ খাদ্য ও পেয় ও নানাবিধ বাপ্তিস্- ১০ মাদি সাংসারিক সেবা সম্বন্ধীয় নানা নৈবেদ্য ও বলিদান তাহাতে উৎসৃষ্ট হইয়া থাকে।

খ্রীষ্ট ভাবিমঙ্গল দিবার নিমিত্তে মহাযাজকরূপে ১১ অবতীর্ণ হইয়া এই সৃষ্টি বহির্ভূত অহস্তকৃত শ্রেষ্ঠতম প্রসিদ্ধ তাম্বু দিয়া (গমন করিয়া,) ছাগের কি গো- ১২ বৎসের রক্তের সহিত নয়, কিন্তু আপনার রক্তের সহিত একেবারে মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়া

১৩ (আমাদের জন্যে) অনন্ত মুক্তি পাইয়াছেন। বৃষ ও ছাগের রক্ত ও গাবীভস্ম অঙ্গে প্রক্ষেপ করাতে
১৪ যদি অশুচি লোকদের শরীর শুচি হয়, তবে নিত্য আত্মাদ্বারা ঈশ্বরোদ্দেশে নির্দ্দোষ আপনাকে উৎসৃষ্ট করিলেন যে খ্রীষ্ট, তাঁহার রক্ত কি মৃত্যুযোগ্য ক্রিয়াহইতে অমর ঈশ্বরের সেবার্থে তোমাদের মনকে
১৫ ততোধিক পবিত্র করিবে না? আর আহূত লোকেরা যেন প্রতিজ্ঞাত অনন্ত অধিকার প্রাপ্ত হয়, এই জন্যে তিনি মৃত্যুদ্বারা পূর্ব্ব নিয়ম লঙ্ঘনরূপ অপরাধহইতে তাহাদিগকে মুক্ত করণার্থে নূতন নি-
১৬ য়মের মধ্যস্থ হইলেন। নিয়ম সিদ্ধ করিতে গেলে নিযুক্ত বলির মৃত্যু ঘটাইবার আবশ্যকতা আছে।
১৭ আর নিযুক্ত বলি জীবৎ থাকিলে কোন নিয়ম সিদ্ধ
১৮ হয় না, কিন্তু বলি মৃত হইলে পর স্থির হয়। এই জন্যে ঐ পূর্ব্ব নিয়মও রক্তপাত ব্যতিরেকে সিদ্ধ
১৯ হইল না। কিন্তু মূসা লোকদের প্রতি ব্যবস্থানুসারে তাবৎ আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া জল ও সিন্দূরবর্ণ মেষলোম ও এসোবের সহিত গোবৎসের ও ছাগের রক্ত লইয়া পুস্তকে এবং তাবৎ লোকের গাত্রে প্র-
২০ ক্ষেপ করিয়া কহিল, "ঈশ্বর তোমাদের সহিত যে
২১ "নিয়ম করিলেন, সেই নিয়মের এই রক্ত।" এবং তাম্বুতে ও সেবার পাত্রেতে ঐ রক্ত প্রক্ষেপ করিল।
২২ আর ব্যবস্থানুসারে প্রায় তাবৎ বস্তুই রক্তদ্বারা শুচীকৃত হয় এবং রক্তপাত ব্যতিরেকে পাপমোচন
২৩ হয় না। আর স্বর্গীয় পবিত্র স্থানের দৃষ্টান্ত যে স্থান, তাহার এই প্রকার যাগদ্বারা শুচীকৃত হওয়া উপযুক্ত ছিল; কিন্তু স্বর্গীয় পবিত্র স্থানের ইহা

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিদ্বারা পবিত্রীকৃত হওয়া উচিত। অতএব খ্রীষ্ট এক্ষণে আমাদের প্রতিনিধিরূপে ঈশ্ব- ২৪ রের সাক্ষাতে উপস্থিত হওনার্থে সত্য পবিত্র স্থা- নের দৃষ্টান্তস্বরূপ যে হস্তকৃত পবিত্র স্থান, তাহাতে প্রবেশ না করিয়া প্রকৃত স্বর্গেতেই প্রবেশ করিলেন। কিন্তু মহাযাজক পরের রক্ত লইয়া যেমন প্রতি বৎ- ২৫ সরে মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করে, তদ্রূপ পুনঃ২ আপনাকে উৎসর্গ করিতে খ্রীষ্টের প্রয়োজন নয়, কেননা তাহা হইলে সৃষ্টির প্রথমাবধি অনেক বার ২৬ তাঁহার মৃত্যু হইত। কিন্তু এখন তিনি পাপনাশ করণার্থে আপনাকে বলিরূপে উৎসর্গ করিতে এক বার শেষকালাবস্থাতে অবতীর্ণ হইলেন। আর ২৭ মনুষ্যের যেমন একবার মৃত্যু, তাহার পর বিচার নিরূপিত আছে, তদনুসারে খ্রীষ্টও অনেকের পাপ ২৮ দূর করণার্থে এক বার উৎসৃষ্ট হইলেন; দ্বিতীয় বার তিনি বলিস্বরূপ না হইয়া, যাহারা তাঁহার অপেক্ষা করে, তাহাদের পরিত্রাণের নিমিত্তে দর্শন দিবেন।

১০ অধ্যায়।

১ ব্যবস্থানুযায়ি বলিদানদ্বারা সর্ব্বতোভাবে পাপ মোচন না হওন ৫ ও খ্রীষ্টের বলিদানদ্বারা সর্ব্বতোভাবে পাপমোচন হওন ১১ ও তাঁহার বলিদানের একত্ব ও সম্পূর্ণত্ব ১৯ ও তদ্দ্বারা তাঁহার লোকদের সা- হস ২৬ ও ধর্ম্ম ত্যাগ করণে নিষেধ ৩২ ও ধর্ম্মের নিমিত্তে দুঃখ- ভোগ সহিষ্ণুতা করণের প্রশংসা।

ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মূর্ত্তি না হইয়া ছায়া- ১ স্বরূপ হওয়াতে নিত্য একরূপ বার্ষিক বলিদানদ্বারা শরণাগত লোকদিগকে সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। কেননা সাধকেরা একেবারে পরিষ্কৃত হইলে তাহা- ২

দের কোন পাপ আর বোধ না হওয়াতে তাহারা
৩ কি ঐ উৎসর্গকর্ম্মহইতে নিবৃত্ত হইত না? কিন্তু ঐ
৪ বলিদানদ্বারা বৎসর২ পাপস্মরণ হইল। কেননা বৃ-
ষের কি ছাগের রক্তদ্বারা পাপমোচন সম্ভব হয় না।
৫ এ কারণ খ্রীষ্ট জগতে অবতীর্ণ হইয়া কহিলেন,
"হে ঈশ্বর, তুমি বলিদান ও নৈবেদ্য না চাহিয়া
৬ "আমার শরীর প্রস্তুত করিয়াছ। এবং হোমে ও
৭ "পাপার্থক বলিদানে প্রয়াস না করিলে আমি ক-
"হিলাম, দেখ, আমি আসিতেছি, ধর্ম্মপুস্তকে আ-
"মার বিষয়ে এই মত লিখিত আছে; হে ঈশ্বর,
৮ "তোমার ইষ্টক্রিয়া করিতে আসিতেছি।" ইহাতে
তিনি প্রথমে ব্যবস্থানুসারে উৎসৃষ্ট বলিদানাদির বি-
ষয়ে এই কথা কহেন, 'হে ঈশ্বর, তুমি বলিদান
ও নৈবেদ্য ও হোম ও পাপার্থক বলিদান চাহ না
৯ ও তাহাতে প্রয়াস কর না।' পরে কহেন, 'দেখ,
আমি তোমার ইষ্টক্রিয়া করিতে আসিতেছি;' এই
দ্বিতীয় কথা স্থির করণার্থে তিনি প্রথম কথা লোপ
১০ করিলেন। অতএব যীশু খ্রীষ্টের একবার আপন
শরীর উৎসর্গ করাতে আমরা তাঁহার সেই ইষ্ট-
ক্রিয়াদ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়াছি।

১১ প্রত্যেক যাজক উপাসনা ও পাপমোচনে অসমর্থ
একরূপ বলি পুনঃ২ উৎসর্গ করিতে দিনে২ দণ্ডায়মান
১২ হয়; কিন্তু খ্রীষ্ট পাপের মোচনার্থে এক বলি উৎ-
সর্গ করিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইয়া,
১৩ অদ্যাবধি যাবৎ তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার পাদপীঠ না
১৪ হয়, তাবৎ কাল অপেক্ষা করিতেছেন। এক উৎসর্গ-
দ্বারাই তিনি পবিত্রীকৃত লোকদিগকে অনন্ত কালের

জন্যে সিদ্ধ করিয়াছেন। এবং ইহার বিষয়ে আমা- ১৫
দের প্রতি পবিত্র আত্মা স্বয়ং সাক্ষ্য দেন; যেহেতুক
পূর্ব্বোক্ত বচনের শেষে লিখিত আছে, "পরমেশ্বর ১৬
'কহেন, সেই দিনের পর আমি তাহাদের সহিত এই
"নিয়ম স্থির করিব; তাহাদের অন্তঃকরণে আমার
"ব্যবস্থা দিব, ও চিত্তে তাহা লিখিব, এবং তাহাদের ১৭
"পাপ ও অপরাধ আর কখন স্মরণে আনিব না।"
অতএব পাপমোচন হইলে পাপার্থে উৎসর্গের আর ১৮
প্রয়োজন থাকে না।

হে ভ্রাতৃগণ, যীশু স্বশরীররূপ বিচ্ছেদবস্ত্র দিয়া ১৯
আমাদের নিমিত্তে জীবনদায়ক যে নূতন পথ প্রকাশ
করিয়াছেন, তাহা দিয়া মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ ক- ২০
রিতে তাঁহার রক্তের দ্বারা আমাদের সাহস আছে;
এবং যিনি ঈশ্বরের পরিবারের অধ্যক্ষ তিনিই আমা- ২১
দের মহাযাজক আছেন; অতএব আইস, আমরা ২২
পাপবোধ বিষয়ে প্রক্ষালিত মন ও নির্ম্মল জলে ধৌত
শরীর হইয়া সরল অন্তঃকরণে দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ব্বক ঈ-
শ্বরের নিকটবর্ত্তী হই। এবং যিনি প্রতিজ্ঞা করি- ২৩
য়াছেন তিনি বিশ্বস্ত; অতএব আইস, প্রত্যাশার
যে বাক্য আমরা স্বীকার করিয়াছি, তাহা দৃঢ় ক-
রিয়া ধরি; এবং প্রেম ও সৎক্রিয়াতে পরস্পর প্র- ২৪
বৃত্তি দিতে মনোযোগ করি; এবং কতক লোক- ২৫
দের ন্যায় সভা করণ ত্যাগ না করিয়া দিন যত
নিকট দেখি, তত উপদেশ করি।

সত্য ধর্ম্মের জ্ঞান পাইলে পর আমরা যদি পুন- ২৬
র্ব্বার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পাপাচরণ করি, তবে সেই পাপের
আর কোন প্রায়শ্চিত্ত থাকে না; কেবল শত্রুনাশক ২৭

ক্রোধানলের ও দণ্ডের ভয়জনক অপেক্ষা থাকে।
২৮ মূসার ব্যবস্থা তুচ্ছ করাতে মনুষ্য যদি দুই তিন
২৯ সাক্ষির প্রমাণে নির্দ্দয়রূপে হত হইল, তবে বুঝ, যে
জন ঈশ্বরের পুত্রকে অবজ্ঞা করে, ও যে নিয়মের
রক্তদ্বারা পবিত্রীকৃত হইল, তাহা অপবিত্র জ্ঞান
করে, ও অনুগ্রহরূপ আত্মার অপমান করে, সে
৩০ কত বড় ঘোরতর দণ্ডের যোগ্য হইবে? কেননা
পরমেশ্বর কহেন, "প্রতিফল দেওয়া আমার কর্ম্ম,
"আমিই সমুচিত দণ্ড দিব," পুনশ্চ, "পরমেশ্বর
"আপন লোকদের বিচার করিবেন," এ কথা যি-
৩১ নি কহিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা জানি। অমর
ঈশ্বরের হস্তে পতিত হওয়া বড় ভয়ানক বিষয়।
৩২ তোমরা যে সময়ে দীপ্তিবিশিষ্ট হইয়া নানা দুঃখ-
রূপ ভারি সংগ্রাম সহ্য করিয়াছিলা, সেই পূর্ব্ব-
৩৩ সময়কে স্মরণ কর। তৎকালে তোমরা অংশক্রমে
নিন্দা ও ক্লেশেতে কৌতুকাস্পদ হইয়াছিলা; এবং
অংশক্রমে সেই রূপে নিন্দিত লোকদের সখা হই-
৩৪ য়াছিলা, বিশেষতঃ আমার বন্ধনের দুঃখেতে দুঃখী
হইয়াছিলা; এবং স্বর্গেতে তোমাদের আরো উত্তম
নিত্য ধন আছে, ইহা জ্ঞাত হইয়া আনন্দপূর্ব্বক
৩৫ আপন২ সামগ্রীর লুট সহ্য করিয়াছিলা। অতএব
অনেক পুরস্কারজনক তোমাদের সাহস পরিত্যাগ
৩৬ করিও না। কেননা তোমরা যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা
পালন করিয়া প্রতিজ্ঞাত ফলপ্রাপ্ত হও, এই জন্যে
৩৭ ধৈর্য্যাবলম্বনে তোমাদের প্রয়োজন আছে। "যি-
"নি আসিবেন, তিনি অল্প দিনের মধ্যেই আসি-
৩৮ "বেন, বিলম্ব করিবেন না। পুণ্যবান ব্যক্তি আপন

"প্রত্যয়দ্বারা বাঁচিবে, কিন্তু যদি ধর্ম্ম ত্যাগ করে, ত-
"বে তাহাতে ঈশ্বরের আত্মা সন্তুষ্ট হইবেন না।"
কিন্তু যাহাদের বিনাশ হইবে, এমত ধর্ম্মত্যাগিদের ২৯
মধ্যে না থাকিয়া আমরা আত্মার পরিত্রাণার্থে প্র-
ত্যয়িদের মধ্যে থাকি।

১১ অধ্যায়।

১ বিশ্বাসের নির্ণয় ও অনেক দৃষ্টান্তদ্বারা তাহার ফলের নির্ণয় ৩২ ও বিশ্বাসদ্বারা যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও দুঃখভোগ হইয়াছে তাহার নির্ণয়।

প্রত্যয় প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়কারি ও অপ্রত্যক্ষ ১
বিষয়ের প্রমাণদাতা হয়। সেই প্রত্যয়দ্বারা প্রাচীন ২
লোকেরা সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইল। আর ঈশ্বরের বাক্য- ৩
দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইল, কিন্তু কোন প্রত্যক্ষ বস্তু-
হইতে এই সকল দৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টি হইল না, ইহা
আমরা প্রত্যয়দ্বারা জ্ঞাত হইতেছি। এবং হাবিল ৪
প্রত্যয়দ্বারা কাবিল অপেক্ষা ঈশ্বরের উদ্দেশে শ্রেষ্ঠ
বলি উৎসর্গ করিয়া, তাহার সেই দানের প্রতি ঈশ্ব-
রের সাক্ষ্যদ্বারা আপনি যে ধার্ম্মিক এমত প্রমাণ
পাইল; একারণ সে মৃত হইলেও অদ্যাবধি কথা
কহিতেছে। তদ্ভিন্ন হনোক প্রত্যয়দ্বারা মৃত্যুর আ- ৫
স্বাদ না পাইয়া অন্তর্হিত হইল; আর ঈশ্বর তা-
হাকে অন্তর্হিত করিলে কেহ তাহার উদ্দেশ পাইল
না; এবং অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে সে যে ঈশ্বরের সন্তোষ
জন্মাইয়াছিল, তাহার এমত প্রমাণ ছিল। কিন্তু ৬
প্রত্যয় ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে তুষ্ট করা অসাধ্য;
ঈশ্বর যে বর্ত্তমান ও আপনার অন্বেষণকারিগণের
পুরস্কারদাতা, এমত প্রত্যয় করা ঈশ্বরের শরণাগত

৭ লোকের কর্ত্তব্য। আর নোহ প্রত্যয়দ্বারা অপ্রত্যক্ষ ভবিষ্যদ্বিষয়ে ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া নিজ পরিবার রক্ষার্থে এক জাহাজ নির্ম্মাণ করিল, তাহাতে সে জগজ্জনের দোষ দেখাইয়া প্র-
৮ ত্যয়জাত পুণ্যের অধিকারী হইল। আর ইব্রাহীম প্রাপ্তব্য অধিকার স্থানে যাত্রা করিতে আহূত হইলে প্রত্যয়দ্বারা আজ্ঞাবহ হইল, এবং আমি কোথায় যাইতেছি, তাহা অজ্ঞাত হইলেও যাত্রা করিল।
৯ এবং প্রত্যয়দ্বারা প্রতিজ্ঞার ফলাধিকারী যে ইসহাক ও যাকূব, ইহাদের সহিত তাম্বুতে অবস্থিতি করিয়া বিদেশের ন্যায় প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবাস করিল;
১০ যেহেতুক ঈশ্বরের নির্ম্মিত ও রক্ষিত এক ভিত্তি-
১১ মূল বিশিষ্ট নগরের অপেক্ষাতে থাকিল। আর সারা প্রতিজ্ঞাকারিকে বিশ্বাস্য জ্ঞান করাতে রজোনিবৃত্তি হইলেও প্রত্যয়দ্বারা গর্ব্ভধারণ করিবার শক্তি
১২ পাইয়া পুত্র প্রসব করিল। এই জন্যে মৃতকল্প এক ব্যক্তিহইতে আকাশের নক্ষত্রগণের ন্যায় ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় অসংখ্য লোক উৎপন্ন
১৩ হইল। পূর্ব্বোক্ত সকল লোক প্রত্যয়েতে প্রাণত্যাগ করিল; তাহারা প্রতিজ্ঞাত ফল প্রাপ্ত ছিল না, কেবল দূরে তাহা দেখিয়া বিশ্বাসী ও গ্রহণাকাঙ্ক্ষী হইয়া সংসারে অপরিচিত ও বিদেশি আপনাদিগকে
১৪ স্বীকার করিল। যাহারা এমত স্বীকার করে, তাহারা 'আপনাদের দেশ অন্বেষণ করিতেছি,' ইহা
১৫ স্পষ্টই বলে। আর তাহারা যে দেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, তাহা যদি স্মরণ করিত, তবে অবশ্য তদ্দেশে প্রত্যাগমনের সুযোগ পাইতে পারিত।

কিন্তু তাহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গীয় দেশের প্রত্যাশী ১৬
ছিল, এই জন্যে ঈশ্বর তাহাদের ঈশ্বররূপে বি-
খ্যাত হইতে লজ্জিত নহেন, যে হেতুক তিনি তা-
হাদের নিমিত্তে একটি নগর স্থাপন করিয়াছেন।
এবং ইব্রাহীম পরীক্ষিত হইয়া প্রত্যয়দ্বারা ইসহাক- ১৭
কে উৎসর্গ করিল; ফলতঃ "ইসহাকহইতে তোমার
"বংশ বিখ্যাত হইবে," সে এমত প্রতিজ্ঞা সত্য ১৮
জ্ঞান করিলেও যাহার বিষয়ে এমনি উক্তি ছিল,
সেই অদ্বিতীয় পুত্র ইসহাককে উৎসর্গ করিল। কা- ১৯
রণ ঈশ্বর তাহাকে মৃতদের হইতে উত্থাপন করিতে
সমর্থ, ইহা সে মনে স্থির করিয়াছিল, এবং তদনু-
সারে দৃষ্টান্তের নিমিত্তে মৃতদের হইতে তাহাকে
গ্রহণ করিল। আর ইসহাক প্রত্যয়দ্বারা যাকূব ও ২০
এষৌকে ভবিষ্যদ্বিষয়ে আশীর্ব্বাদ করিল। আর ২১
যাকূব আপন মরণকালে প্রত্যয়দ্বারা যূষফের দুই
পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিল, এবং যষ্টির অগ্রভাগে
(নির্ভর দিয়া) আরাধনা করিল। আর যূষফ ২২
প্রত্যয়দ্বারা অন্তিম কালে ইস্রায়েল বংশের মিসর
দেশহইতে যাত্রার কথা কহিয়া আপন অস্থি বিষ-
য়ে আজ্ঞা দিল। তদ্ভিন্ন মূসা ভূমিষ্ঠ হইলে অতি ২৩
সুন্দর দৃষ্ট হওয়াতে তাহার পিতা মাতা রাজার
আজ্ঞাতে ভীত না হইয়া প্রত্যয়দ্বারা তাহাকে তিন
মাস পর্য্যন্ত লুক্কায়িত করিয়া রাখিল। আর মূসা ২৪
বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ফিরৌণ রাজার দৌহিত্ররূপে বি-
খ্যাত হইতে প্রত্যয়দ্বারা অস্বীকার করিল। কারণ ২৫
সে পাপজাত ক্ষণিক সুখভোগ অপেক্ষা বরং ঈশ্ব-
রের লোকের সহিত দুঃখভোগ মনোনীত করিল;

২৬ এবং পুরস্কারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মিসর দেশীয় সমস্ত সম্পত্তিহইতে খ্রীষ্টের নিমিত্তে নিন্দিত হওয়া
২৭ লাভ বোধ করিল। পরে সে অদৃশ্যকে দৃশ্যজ্ঞান করাতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রাজার ক্রোধে ভীত না হইয়া প্রত্যয়দ্বারা মিসর দেশ পরিত্যাগ
২৮ করিল; আর প্রথমজাতদের সংহারকর্ত্তা যেন আপন লোকদিগকে স্পর্শ না করে, এই জন্যে সে প্রত্যয়দ্বারা নিস্তার পর্ব্ব ও রক্ত প্রক্ষেপ বিধি নি-
২৯ রূপণ করিল। আর প্রত্যয়দ্বারা তাহারা শুষ্ক ভূমিতে গমনের ন্যায় সূফ্ সাগরের মধ্য দিয়া গমন করিল; কিন্তু মিস্রীয় লোকেরা তদ্রূপ করিতে
৩০ উদ্যত হওয়াতে মগ্ন হইল। এবং প্রত্যয়দ্বারা সাত দিন পর্য্যন্ত যিরীহো নগরের প্রাচীর প্রদক্ষিণ ক-
৩১ রাতে ঐ প্রাচীর পড়িয়া গেল। আর রাহব্ নাম্নী বেশ্যা প্রত্যয়দ্বারা চরগণকে কুশলে অতিথি করাতে অবিশ্বাসিগণের সহিত বিনষ্টা হইল না।

৩২ অধিক কি কহিব? গিদিয়োন্, ও বারক্, ও শিম্শোন্, ও যিপ্তহ্, ও দায়ূদ্, ও শিমূয়েল্ ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, এই সকলের বৃত্তান্ত কহা বহুকালেও
৩৩ আমার সাধ্য নয়। তাহারা প্রত্যয়দ্বারা রাজ্য পরাস্ত করিল, এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া প্রতিজ্ঞাত ফল
৩৪ প্রাপ্ত হইল, এবং সিংহের মুখ বদ্ধ ও অগ্নির দাহিকাশক্তির লোপ করিল, এবং খড়্গের ধার এড়াইল, ও দুর্ব্বলতাহইতে সবল হইল, ও যুদ্ধে জয়যুক্ত হই-
৩৫ য়া বিপক্ষগণের সৈন্যগণকে পরাস্ত করিল। তদ্ভিন্ন নারীগণ উত্থানদ্বারা আপন২ মৃত বালকগণকে সজীব পাইল; কিন্তু অন্যেরা শ্রেষ্ঠতর উত্থান প্রাপ্তির

নিমিত্তে রক্ষা গ্রহণ না করাতে প্রহারেতে হত হ-
ইল। এবং অন্যেরা তিরস্কার ও কশাঘাত ও বন্ধন ৩৬
ও কারাগার ভোগ করিল; আর কেহ বা প্রস্তরা- ৩৭
ঘাতে হত, ও কেহবা করাতদ্বারা দ্বিখণ্ড, ও যন্ত্র-
ণাতে পরীক্ষিত, ও খড়্গদ্বারা বিনষ্ট হইল, এবং
মেষের ও ছাগলের চর্ম্মেতে আচ্ছাদিত, দীনহীন, ক্লিষ্ট
ও তাড়িত হইয়া অরণ্যে ও পর্ব্বতে ও পশুগুহাতে ৩৮
ও পৃথিবীর গহ্বরে ভ্রমণ করিতে লাগিল; এই
সংসার তাহাদের যোগ্য হইল না। এই সকলে প্র- ৩৯
ত্যয়দ্বারা সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইল, কিন্তু প্রতিজ্ঞাত ফল
প্রাপ্ত হইল না। কেননা ঈশ্বর আমাদের নিমিত্তে ৪০
কোন শ্রেষ্ঠতর পরামর্শ করিয়া আমাদের ব্যতিরে-
কে তাহাদিগকে সিদ্ধ হইতে দিলেন না।

১২ অধ্যায়।

১ বিশ্বাসে ও দুঃখভোগে ও ধর্ম্মে স্থির হওনের বিনয় ১২ ও ধর্ম্ম-
ত্যাগ করণ বিষয়ে সাবধান করণ ১৮ ও ব্যবস্থার মঙ্গল অপেক্ষা
সুসমাচারের মঙ্গল ভাল ২৫ ও সুসমাচারে স্থির হওনের আবশ্যকতা।

আমরা এত সাক্ষিরূপ মেঘবেষ্টিত হইয়া আইস, ১
সকল ভার ও অনায়াস বাধক পাপকে ত্যাগ ক-
রিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনে আপনাদের গমনের নিরূপিত
পথে ধাবমান হইয়া আমাদের ধর্ম্মের আদিকর্ত্তা ও ২
সিদ্ধিদাতা যীশুকে লক্ষ্য করি; তিনি আপনার
সম্মুখস্থ আনন্দ প্রাপ্তির নিমিত্তে অপমান তুচ্ছবোধ
পূর্ব্বক ক্রুশীয় যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ঈশ্বরের সিংহা-
সনের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়াছেন। অতএব ৩
তোমরা যেন আপন২ মনেতে শ্রান্ত ক্লান্ত না হও,
এই জন্যে যিনি পাপিগণদ্বারা আপন বিরুদ্ধে এমত

বৈপরীত্য সহ্য করিয়াছেন, তাঁহাকে স্মরণ কর।
৪ তোমরা পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া অদ্যাবধি রক্ত-
৫ ব্যয় পর্য্যন্ত প্রতিরোধ কর নাই; আর পুত্রগণের
ন্যায় তোমাদের প্রতি যে উপদেশ উক্ত আছে, তা-
হা কি ভুলিয়াছ? "হে আমার পুত্র, পরমেশ্বরের
"কৃত শাস্তি তুচ্ছ করিও না, এবং তাঁহাহইতে অনু-
৬ "যোগ পাইয়া ক্লান্ত হইও না। কেননা পরমেশ্বর
"যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকেই শাস্তি প্রদান
"করেন; এবং যে প্রত্যেক পুত্রকে গ্রাহ্য করেন,
৭ "তাহাকেই প্রহার করেন।" অতএব তোমরা যদি
শাস্তি সহ্য কর, তবে ঈশ্বর পুত্রজ্ঞানে তোমাদের
প্রতি ব্যবহার করেন; কেননা পিতা যাহাকে শাস্তি
৮ প্রদান না করেন, এমন পুত্র কে? কিন্তু যে শাস্তি
সকলের অধিকার আছে, তাহা যদি তোমাদের না
হয়, তবে তোমরা পুত্র না হইয়া নিতান্ত জারজ
৯ আছ। আমরা যদি আপনাদের শারীরিক শাস্তি-
কারি পিতৃগণের সম্মান করিলাম, তবে কি ততো-
ধিক আপনাদের আত্মার পিতার বশীভূত হইয়া
১০ বাঁচিব না? তাহারা অল্প দিনে আপন২ অভি-
মতানুসারে শাস্তি দিল; কিন্তু তিনি আমাদের হি-
তের নিমিত্তে আপন পবিত্রতার অংশী করণার্থে
১১ আমাদিগকে শাস্তি দেন। শাস্তি বর্ত্তমান সময়ে
কিছুই আনন্দজনক হয় না, কিন্তু দুঃখজনকই হয়;
তথাপি তাহাদ্বারা শিক্ষিত লোকদিগকে পশ্চাতে
শান্তিদায়ক ধর্ম্মরূপ ফল প্রদান করে।
১২ অতএব তোমরা পতিত হস্ত ও দুর্ব্বল হাঁটু সবল
১৩ কর, এবং যাহাতে দুর্ব্বলের সন্ধিস্থান ভগ্ন না হইয়া

সুস্থ থাকে, চরণের জন্যে এমত সরল পথ কর। এবং সকলের সহিত ঐক্য, ও যাহা ব্যতিরেক কেহ ১৪ পরমেশ্বরের দর্শন পাইবে না, এমত পবিত্রতার চেষ্টা কর। আর পাছে কেহ ঈশ্বরের অনুগ্রহহইতে পতিত ১৫ হয়, এবং পিত্তোৎপাদক মূল উৎপন্ন হইয়া ব্যামোহ দেয়, এবং তদ্দ্বারা অনেকে অপবিত্র হয়; এবং পাছে ১৬ কেহ লম্পট হয়, কিম্বা একবারের খাদ্যের নিমিত্তে আপন জ্যেষ্ঠভাগ বিক্রয়কারী যে এষৌ তাহার ন্যায় বিধর্ম্মাচারী হয়, এতদ্বিষয়ে মনোযোগ কর। কেননা ১৭ এষৌ পশ্চাতে আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইতে চেষ্টা করিলেও অগ্রাহ্য হইল, এবং সজল নয়নে প্রার্থনা করিলেও (পিতার) মন পরিবর্ত্তন করিতে উপায় পাইল না, ইহা তোমরা জ্ঞাত আছ।

আর স্পৃশ্য পর্ব্বত, ও প্রজ্বলিত অগ্নি, ও কৃষ্ণবর্ণ ১৮ মেঘ, ও অন্ধকার, ও ঝড়, ও তূরীর বাদ্যযুক্ত বা- ১৯ ক্যের শব্দ, এই সকলের নিকটে তোমরা আগমন কর নাই। শ্রোতৃবর্গ ঐ শব্দ শুনিয়া আপনাদের প্রতি এমত রব যেন আর না হয়, এই প্রার্থনা করিল। কারণ "যদি কোন পশুও পর্ব্বতকে স্পর্শ ২০ "করে, তবে সে প্রস্তরাঘাতে হত হইবে, কিম্বা বাণ- "দ্বারা বিদ্ধ হইবে," এই আজ্ঞা তাহারা সহ্য করি- তে পারিল না; এবং সেই দর্শন এমত ভয়ঙ্কর, যে ২১ মূসা কহিল, আমি বড় ভীত ও কম্পিত আছি। কিন্তু সিয়োন্ পর্ব্বত, ও অমর ঈশ্বরের নগর, অর্থাৎ ২২ স্বর্গীয় যিরূশালম, ও অযুত২ দিব্য দূত, ও স্বর্গে- তে লিখিত প্রথমজাতদের মহাসভা ও মণ্ডলী, ও ২৩ জগতের বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর, ও সিদ্ধ লোকদের আত্মা-

২৪ গণ, ও নূতন নিয়মের মধ্যস্থ যীশু, এবং হাবিলের রক্তাপেক্ষা মঙ্গলদায়ক প্রোক্ষণের রক্ত, এই সকলের নিকটে তোমরা আসিয়াছ।

২৫ সাবধান, তোমরা উপদেশকের রব শুনিতে অসম্মত হইও না; কেননা পৃথিবীস্থ উপদেশকের রব শুনিতে অসম্মত ঐ লোকেরা যদি না বাঁচিল, তবে স্বর্গীয় উপদেশকহইতে পরাঙ্মুখ হইলে আমরা কোন প্র-

২৬ কারে বাঁচিব না। তখনই তাঁহার রবেতে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমি আর এক বার পৃথিবীকে "কম্পান্বিত করিব, তাহা কেবল নয়, আকাশকেও

২৭ "কম্পান্বিত করিব।" 'আর এক বার' শব্দের তাৎপর্য্য এই, কম্পিত বস্তু স্থানান্তরীকৃত হইলে যাহার নিমিত্তে সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই সকল অকম্পনীয়

২৮ বস্তু থাকিবে। অতএব অকম্পনীয় রাজ্যের অধিকারী হওয়াতে আইস, আমরা অনুগ্রহ অবলম্বন করিয়া ভয় ও ভক্তিতে গ্রাহ্যরূপে ঈশ্বরের সেবা করি;

২৯ কেননা আমাদের ঈশ্বর সংহারক অগ্নিস্বরূপ।

১৩ অধ্যায়।

১ ভ্রাতৃপ্রেমাদির বিবরণ ৯ ও বিবিধ শিক্ষাদ্বারা চালিত হওনে নিষেধ ১৭ ও শিক্ষকদিগকে মান্য করণের কথা ২০ ও মঙ্গল প্রার্থনা ২২ ও সমাচার ও নমস্কার প্রেরণ করণ।

১ ভ্রাতৃপ্রেম থাকুক; এবং আতিথ্য ব্যবহার বিস্মৃত

২ হইও না; কেননা তাহাতে কেহ২ না জানিয়া দিব্য

৩ দূতগণকেও অতিথি করিয়াছে। এবং বন্দিগণকে আপনাদের সহবন্দি জ্ঞান করিয়া স্মরণ কর, ও আপনাদিগকে দেহবিশিষ্ট জ্ঞান করিয়া দুঃখি লোকদিগকে

স্মরণ কর। আর বিবাহ সকলের নিকটে মর্য্যাদা- ৪
দায়ক ও তাহার শয্যা শুচি; কিন্তু যে কেহ ব্যভি-
চারী ও পারদারিক, তাহাকে ঈশ্বর দণ্ড দিবেন।
তোমরা লোভশূন্য আচারী হইয়া বর্ত্তমান প্রাপ্ত ৫
দ্রব্যেতেই সন্তুষ্ট থাক; যেহেতুক ঈশ্বর আপনি
এমত কহিয়াছেন, "আমি তোমাকে কদাচ ছাড়িব
"না, ও তোমাকে কদাচ ত্যাগ করিব না।" অতএব ৬
"পরমেশ্বর আমার সপক্ষ আছেন; আমি আপ-
"নার বিরুদ্ধে মনুষ্যের সাধ্য কর্ম্মে ভয় করিব না,"
এ কথা আমরা নির্ভয়ে কহিতে পারি। তোমাদের ৭
যে উপদেশকেরা তোমাদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্য
প্রচার করিয়াছে, তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া তাহা-
দের আচরণের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহাদের প্রত্য-
য়ের অনুগামী হও। যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য ৮
ও সদাকালেই সমভাবে আছেন।

তোমরা বিবিধ নূতন শিক্ষাদ্বারা বিচালিত হইও ৯
না; কেননা যে২ খাদ্যদ্বারা ব্যবহারিরা কোন
ফল পাইল না, এমত খাদ্য বিশেষ অপেক্ষা বরং
অনুগ্রহদ্বারা অন্তঃকরণের সুস্থির হওয়া উত্তম। যে ১০
বেদির সামগ্রী তাম্বুস্থিত সেবকদের ভোজন করা
উচিত নয়, এমত এক যজ্ঞবেদি আমাদের আছে।
আর প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে যে কোন বলির রক্ত ১১
মহাযাজকদ্বারা মহাপবিত্র স্থানে আনীত হয়, তা-
হার শরীর শিবিরের বাহিরে দগ্ধ হয়। অতএব ১২
যীশু আপন রক্তদ্বারা লোকদিগকে পবিত্র করিবার
নিমিত্তে নগরদ্বারের বাহিরে মৃত্যুভোগ করিলেন।
এই হেতুক আইস, আমরা তাঁহার ন্যায় অপমান ১৩

সহ্য করিয়া শিবিরের বাহিরে তাঁহার নিকটে গমন
১৪ করি। কেননা এখানে আমাদের কোন চিরস্থায়ি
নগর নাই; আমরা এক ভাবি নগরের চেষ্টাতে
১৫ আছি। অতএব আইস, তাঁহাদ্বারা আমরা সর্ব্বদা
ঈশ্বরের প্রশংসারূপ বলি, অর্থাৎ তাঁহার নাম স্বী-
১৬ কারকারি ওষ্ঠাধরের ফল উৎসর্গ করি। আর পরো-
পকার ও দান করিতে বিস্মৃত হইও না, কেননা
ইহা ঈশ্বরের সন্তোষজনক বলি।

১৭ আর তোমরা উপদেশকদিগকে মান্য করিয়া তা-
হাদের আজ্ঞার বশীভূত হও। কেননা যাহাদের
নিকাশ দিতে হয়, এমত প্রহরি লোকদের ন্যায়
তাহারা তোমাদের আত্মার প্রতি মনোযোগ করি-
য়া থাকে; অতএব তাহাদিগকে আনন্দপূর্ব্বক সেই
কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে দেও, তাহাদের দুঃখ জন্মাইও
না, জন্মাইলে তোমাদের কিছু লাভ হইবে না।
১৮ আর তোমরা আমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর;
আমরা উত্তম মন বিশিষ্ট হইয়া সর্ব্ব বিষয়ে স-
দাচরণ করিতে প্রয়াস করি, ইহা নিশ্চয় জানি।
১৯ কিন্তু ত্বরায় যেন তোমাদের নিকটে সমর্পিত হই,
এই প্রার্থনা করিতে তোমাদিগকে আরো অধিক
বিনয় করি।

২০ যে শান্তিদাতা ঈশ্বর অনন্তকালস্থায়ি নিয়মের
রক্তধারি প্রধান মেষপালককে, অর্থাৎ আমাদের
২১ প্রভু যীশুকে মৃতদের মধ্যহইতে আনিয়াছেন, তিনি
আপন ইচ্ছা পূর্ণ করিতে তোমাদিগকে তাবৎ সৎ-
ক্রিয়াতে সিদ্ধ করুন; এবং যে সকল কর্ম্ম তাঁ-
হার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য, তাহা তোমাদের মধ্যে যীশু

খ্রীষ্টদ্বারা সম্পন্ন করুন; সেই খ্রীষ্টের মহিমা সর্ব্বদা প্রকাশিত হউক। আমেন।

হে ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে সংক্ষেপে এই যে পত্র লিখিলাম, তোমরা তাহার উপদেশকথাতে মনোযোগ কর, তোমাদিগকে এই বিনয় করি। ২২
আমাদের ভ্রাতা তীমথিয় স্থানান্তরে গিয়াছে, এ সমাচার তোমরা জ্ঞাত হইয়া থাকিবা; সে যদি ত্বরায় আইসে, তবে তাহার সহিত গিয়া তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। ২৩
তোমরা আপন২ সমস্ত উপদেশককে ও পবিত্র লোককে নমস্কার কর। আর ইতলিয়া দেশীয় লোকদের নমস্কার জানিবা। ২৪
তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ হউক। ইতি। ২৫

যাকূবের সর্ব্বসাধারণ পত্র।

১ অধ্যায়।

১ মঙ্গলাচরণ ২ ও দুঃখেতে আহ্লাদ করণ ৫ ও ঈশ্বরের কাছে ধৈর্য্য যাচ্ঞা করণ ৯ ও ধনে অহঙ্কার করণে নিষেধ ১২ ও ঈশ্বরের পাপের মূল না হওন কিন্তু তাবৎ মঙ্গলের মূল হওন ২১ ও কাল্পনিকতার বিরুদ্ধ কথা।

যাকূব নামে ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এক সেবক ছিন্ন ভিন্ন দ্বাদশ গোষ্ঠীকে নমস্কার পূর্ব্বক পত্র লিখিতেছে। ১

হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা যে সময়ে বহুবিধ পরীক্ষাতে পরীক্ষিত হও, তৎকালে প্রত্যয়ের পরী- ২

৩ ক্ষাহইতে ধৈর্য্যের উৎপত্তি হয়, ইহা জানিয়া সে-
ই পরীক্ষাকে নিতান্ত আনন্দের বিষয় জ্ঞান কর।
৪ এবং তোমরা যেন সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ হও, ও তোমা-
দের কোন গুণের ত্রুটি না হয়, এ জন্যে ধৈর্য্যের
ক্রিয়া সফল হইতে দেও।

৫ যদি তোমাদের কাহারো জ্ঞানের ত্রুটি থাকে,
তবে ভর্ৎসনা ব্যতিরেকে বাহুল্যরূপে সকলের দাতা
যে ঈশ্বর, তাঁহার নিকটে সে যাচ্ঞা করুক; তা-
৬ হাতে তাহাকে দত্ত হইবে। কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধ হই-
য়া সে বিশ্বাসেতে যাচ্ঞা করুক; কেননা যে জন
সন্দিগ্ধ, সে বায়ুতে চালিত ও চঞ্চল সমুদ্রতরঙ্গের
৭ সদৃশ হয়। এমন ব্যক্তি যে প্রভুর নিকটে কিছু
৮ প্রাপ্ত হইবে, এমত যেন না বুঝে। দ্বিমনা লোকের
কোন গতি স্থির নয়।

৯ আর যে ভ্রাতা দরিদ্র, সে আপন উচ্চপদে আ-
১০ হ্লাদিত হউক; কিন্তু যে ভ্রাতা ধনবান, সে আপন
নীচপদে আহ্লাদিত হউক, কেননা সে তৃণপুষ্পের
১১ ন্যায় ঝরিয়া পড়িবে। ফলতঃ যেমন উদিত সূর্য্য-
সন্তাপে তৃণ শুষ্ক হয়, ও তাহার পুষ্প ঝরিয়া পড়ে,
এবং তাহার রূপের সৌন্দর্য্য ভ্রষ্ট হয়, তেমনি ধনি
লোকও আপনার তাবৎ গতিতে ম্লান হইবে।

১২ যে জন পরীক্ষা সহ্য করে, সেই ধন্য; কেননা
পরীক্ষিত হইলে পর প্রভু আপন প্রেমকারিদিগকে
যে জীবনরূপ মুকুট দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সে
১৩ ঐ মুকুট প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু কুমতি হইলে, ‘আ-
মার এই কুমতি ঈশ্বরহইতে হইয়াছে,’ এমন কথা
কেহ যেন না বলে; কেননা ঈশ্বরের কুমতি হওয়া

সম্ভব হয় না, এবং তিনিও কাহাকে কুমতি দেন না। কিন্তু আপনং লোভেতে আকর্ষিত ও লুব্ধ হই- ১৪ লে প্রত্যেক জনের কুমতি জন্মে। তাহাতে সেই ১৫ লোভ গর্ব্ভধারিণীর ন্যায় পাপ জন্মায়, ও পাপ সং- পূর্ণ হইলে মৃত্যু জন্মায়। হে আমার প্রিয় ভ্রা- ১৬ তৃগণ, তোমরা ভ্রান্ত হইও না। যে কিছু উত্তম ১৭ দান ও সম্পূর্ণ অনুগ্রহ, সে সমস্ত কেবল ঊর্দ্ধহইতে আইসে, অর্থাৎ যাঁহাতে অন্যথাভাব ও বিকারের লেশও নাই, এমত যে দীপ্তির আকর ঈশ্বর, তাঁ- হাহইতে আইসে। তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে আমরা ১৮ যেন এক প্রকার প্রথম ফলস্বরূপ হই, এই নিমিত্তে তিনি আপন ইচ্ছানুসারে সত্য বাক্যদ্বারা আমা- দিগকে জন্ম দিলেন। অতএব, হে আমার প্রিয় ১৯ ভ্রাতৃগণ, তোমরা প্রত্যেকে শ্রবণে আগ্রহ ও কথনে ধীর হও; ক্রোধেও ধীর হও, যেহেতুক মনুষ্যের ২০ ক্রোধহইতে ঈশ্বরের গ্রাহ্য কর্ম্ম জন্মে না।

আর তোমরা তাবৎ অশুচি ক্রিয়া ও দ্বেষ স- ২১ মূহ পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের আত্মার পরিত্রাণ করিতে সমর্থ, এমত যে উপদিষ্ট বাক্য, তাহা নম্র হইয়া গ্রহণ কর। এবং শ্রোতামাত্র হইয়া আপনা- ২২ দিগকে প্রবঞ্চনা না করিয়া বাক্যের কর্ম্মকারী হও। কেননা যে কেহ বাক্যানুসারে কর্ম্ম না করিয়া ২৩ শ্রোতামাত্র থাকে, সে দর্পণে স্বাভাবিক মুখদর্শন- কারি মনুষ্যের সদৃশ হইয়া আপনাকে দেখিলেও ২৪ আপনি কেমন, তাহা স্থানান্তরে গিয়া বিস্মৃত হয়। কিন্তু যে কেহ মুক্তিজনক সিদ্ধ ব্যবস্থাতে দৃষ্টিপাত ২৫ করিয়া তাহাতে নিবিষ্ট থাকে, সে বিস্মারক শ্রো-

তা না হইয়া কর্ম্ম করণ পূর্ব্বক আপন কার্য্যেতে
২৬ ধন্য হয়। তোমাদের যে কেহ আপনাকে ধার্ম্মিক
করিয়া মানে, সে যদি আপন জিহ্বাকে শাসন
না করিয়া অন্তঃকরণকে বঞ্চনা করে, তবে তাহার
২৭ সে ধর্ম্মই বৃথা হয়। পিতৃমাতৃহীন ও বিধবাগণের
তত্ত্বাবধারণ করা, ও সংসারহইতে আপনাকে নিষ্ক-
লঙ্করূপে রক্ষা করা, ইহাই আমাদের পিতা ঈ-
শ্বরের সাক্ষাতে পবিত্র ও নির্ম্মল ধর্ম্ম হয়।

২ অধ্যায়।

১ দরিদ্র লোককে তুচ্ছ ও ধনি লোককে সমাদর না করণের আ-
বশ্যকতা ১৪ ও কর্ম্মরহিত বিশ্বাসের বৃথা হওন ও নিষ্ফল ও
সফল বিশ্বাসের বিবরণ।

১ হে আমার ভ্রাতৃগণ, তেজস্বি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
ধর্ম্ম পালন করিতে গেলে মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করা
২ তোমাদের হয় না। কেননা তোমাদের সভাতে স্বর্ণ
অঙ্গুরীয়যুক্ত ও শুভ্র বস্ত্রান্বিত কোন লোক আইলে
৩ এবং মলিন বস্ত্র পরিহিত কোন দরিদ্রও আইলে, যদি
তোমরা সেই শুক্লবস্ত্রান্বিত লোককে অগ্রে অভ্যর্থনা
করিয়া, 'এই উত্তম স্থানে বসুন,' এমত কথা বল,
কিন্তু 'তুমি ঐ স্থানে দণ্ডায়মান থাক, কিম্বা আমার
৪ এই পাদপীঠে বৈস,' ইহা দরিদ্র ব্যক্তিকে বল, তবে
ইহাতে তোমরা কি পরস্পর পক্ষপাতী ও বিচারেতে
৫ কুমন্ত্রণাকারী হও না? হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ,
শুন, ঈশ্বর আপন প্রেমকারিদিগকে যে রাজ্য প্র-
দানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই রাজ্যের উত্তরাধি-
কারী ও প্রত্যয় ধনেতে ধনবান করিবার জন্যে কি
সংসারস্থ দরিদ্র লোককে মনোনীত করেন নাই?

কিন্তু তোমরা দরিদ্র লোককে অবজ্ঞা করিয়া থাক। আর যাহারা ধনবান, তাহারা কি তোমাদের প্রতি ৬ উপদ্রব করে না? ও তাহারা কি তোমাদিগকে বলেতে বিচারাসনের সম্মুখে লইয়া যায় না? আর ৭ তোমরা যে মর্য্যাদান্বিত নামে বিখ্যাত হইয়াছ, তাহারা কি সেই নামের নিন্দা করে না? "তুমি ৮ "প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম কর," এই শাস্ত্রীয় বচনোক্ত যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আজ্ঞা, তাহা যদি পালন কর, তবে বিলক্ষণ কর। নতুবা যদি পক্ষপাত কর, ৯ তবে পাপ কর এবং ব্যবস্থা লঙ্ঘনেতে দোষীকৃত হও। কেননা (প্রায়) সমুদয় ব্যবস্থা পালন করিয়া ১০ কেহ যদি এক আজ্ঞার ত্রুটি করে, তবে সে সকল আজ্ঞাতেই দোষী হয়। যেহেতুক "পরদার করিও ১১ "না," এ কথা যিনি কহেন, "নরহত্যা করিও না," ইহাও তিনি কহেন; অতএব তুমি যদি পরদার না করিয়া নরহত্যা কর, তবে ব্যবস্থালঙ্ঘনকারী হইবা। মুক্তিজনক ব্যবস্থাদ্বারা বিচারিত হইতে উদ্যত যে ১২ লোক, তাহাদের ন্যায় তোমরা কথা কহ এবং কর্ম্মও কর। কেননা যে জন দয়া করে না, নির্দ্দয়- ১৩ রূপে তাহার বিচারাজ্ঞা হইবে; কিন্তু দয়াবান বিচারাজ্ঞার প্রতি জয়ধ্বনি করিবে।

হে আমার ভ্রাতৃগণ, কর্ম্মহীন ব্যক্তি যদি বলে, ১৪ 'আমার প্রত্যয় আছে,' তবে সে প্রত্যয়েতে কি ফল? এমন প্রত্যয়হইতে কি তাহার পরিত্রাণ হইতে পারে? তোমাদের কোন ভগিনী কি ভ্রাতা যদি বস্ত্রহীন ও ১৫ দিবসিক খাদ্যহীন হয়, আর তোমাদের কেহ যদি ১৬ শরীরের প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিছুই না দিয়া তাহা-

দিগকে ইহা বলে, তোমরা উষ্ণগাত্র ও তৃপ্ত হইয়া
১৭ কুশলে যাও, তবে তাহাতে কি লাভ ? তদ্রূপ কর্ম্ম
সাহায় ব্যতিরেক প্রত্যয় একাকী মৃতবৎ থাকে।
১৮ আর কেহ যদি এই কথা বলে, তোমার প্রত্যয়
আছে, এবং আমার কর্ম্ম আছে; তবে কর্ম্ম ব্যতি-
রেকে তুমি আমাকে আপন প্রত্যয় দেখাও, আর
আমি কর্ম্মদ্বারা তোমাকে আপন প্রত্যয় দেখাই।
১৯ 'এক ঈশ্বর আছেন,' ইহা তুমি প্রত্যয় করিতেছ;
সে উত্তম বটে, কিন্তু ভূতেরাও তদ্রূপ প্রত্যয় করি-
২০ য়া কম্পিত হয়। হে নির্ব্বোধ মনুষ্য, কর্ম্ম ব্যতি-
রেকে প্রত্যয় মৃতবৎ থাকে, ইহার প্রমাণ কি চাহ?
২১ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম যজ্ঞবেদির উপরে আ-
পন পুত্র ইসহাককে উৎসর্গ করিয়া কি কর্ম্মদ্বারা
২২ পুণ্যবান গণিত হইল না? তাহার ক্রিয়াদ্বারা সেই
প্রত্যয় কর্ম্মণ্য হইল, এবং ঐ কর্ম্মদ্বারা তাহার প্র-
২৩ ত্যয়ের সিদ্ধি হইল, ইহা তুমি কি দেখ না? আর
"ইব্রাহীম ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করাতে ঐ বিশ্বাস তা-
"হার পক্ষে পুণ্যার্থে গণিত হইল," এই যে শাস্ত্রীয়
লিপি তাহা তখন প্রত্যক্ষ হইল, এবং সে ঈশ্বরের
২৪ মিত্রভাবে বিখ্যাত হইল। অতএব কেবল প্রত্যয়-
দ্বারা না হইয়া মনুষ্য যে কর্ম্মদ্বারা পুণ্যবান গণিত
২৫ হয়, ইহা তোমরা দেখিতেছ। আর রাহব্ নাম্নী
বেশ্যা দূতগণকে অতিথি করিয়া পশ্চাৎ অন্য পথ
দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলে, সে কি ঐ রূপে
২৬ কর্ম্মদ্বারা পুণ্যবতী গণিতা হইল না? অতএব আ-
ত্মা ব্যতিরেকে যেমন শরীর মৃত, তেমন কর্ম্ম ব্যতি-
রেকে প্রত্যয় মৃত হয়।

৩ অধ্যায়।

১ অন্য লোককে দোষী না করিয়া জিহ্বাকে দমন করণের আবশ্যকতা ১৩ ও জ্ঞানি লোকের পূর্ব্বোক্ত দোষ রহিত হওন।

হে আমার ভ্রাতৃগণ, বহুশিক্ষক হইলে বহুতর দণ্ড ১ পাইব, ইহা জ্ঞাত হইয়া তোমরা অনেকে শিক্ষক হইও না। আমাদের সকলের অনেক বিষয়ে ত্রুটি ২ আছে; যদি কাহারো বাক্যেতে কোন ত্রুটি না হয়, তবে সে সিদ্ধ পুরুষ হইয়া তাবৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বশে রাখিতে পারে। দেখ, আমরা আজ্ঞাবহ ক- ৩ রিবার জন্যে অশ্বগণের মুখে বল্গা দিয়া তাহাদের তাবৎ শরীরকে ফিরাই। এবং জাহাজের প্রতি ৪ দৃষ্টি করিয়া দেখ, সে অতি বৃহদাকার এবং প্রচণ্ড বায়ুতে চালিত হইলেও এক জন নাবিক এক খান ক্ষুদ্র হাইলদ্বারা আপনার ইচ্ছামতে তাহা ফিরায়। তদ্রূপ জিহ্বা অতি ক্ষুদ্রাঙ্গ বটে, কিন্তু অতি গুরু- ৫ তর কথা কহে; দেখ, অল্প অগ্নি কত বড় বনকে দগ্ধ করিতে পারে! জিহ্বা অগ্নিস্বরূপ ও সংসার ৬ পাপারণ্য স্বরূপ, তাহাতে আমাদের অঙ্গের অন্তর্ব্বর্ত্তিনী জিহ্বা তাবৎ শরীরকে কলঙ্কযুক্ত করিয়া সৃষ্টির রীতিকে দগ্ধ করে, এবং আপনিও নরকানলদ্বারা দগ্ধ হইয়া উঠে। আর পশু ও পক্ষী ও ৭ সর্প ও জলচর ইত্যাদি জন্তু জাতি সকল মনুষ্যজাতির বশীকৃত হইতে পারে, এবং কখনো২ বশীকৃতও হইয়াছে; কিন্তু মৃত্যুজনক গরলেতে পরি- ৮ পূর্ণ যে দুষ্ট অদম্য জিহ্বা, তাহাকে কোন কেহ বশীভূত করিতে পারে না। এক জিহ্বাতে আমরা ৯ পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি, এবং ঈশ্বরের প্রতি-

১০ মূর্ত্তিতে সৃষ্ট মনুষ্যকে শাপ দি। আমাদের এক মুখহইতে আশীর্ব্বাদ ও শাপ দুই নির্গত হয়; হে
১১ আমার ভ্রাতৃগণ, এমত হওয়া উচিত নহে। উনুই কি এক ছিদ্র দিয়া মিষ্ট ও তিক্ত দুই প্রকার জল
১২ নির্গত করে? হে আমার ভ্রাতৃগণ, ডুম্বুরবৃক্ষে কি জিতফল ধরিতে পারে? কিম্বা দ্রাক্ষালতাতে কি ডুম্বুরফল ধরিতে পারে? তদ্রূপ এক উনুইহইতে লবণাক্ত ও মিষ্ট দুই প্রকার জল উৎপন্ন হয় না।
১৩ তোমাদের মধ্যে কেহ যদি জ্ঞানী ও সুবোধ থাকে, তবে সে সদাচরণ করিয়া জ্ঞানযুক্ত মৃদু-
১৪ তার কর্ম্ম প্রকাশ করুক। কিন্তু তোমাদের মনের মধ্যে যদি তিক্ত ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ হয়, তবে আত্মশ্লাঘা করিও না, এবং সত্যতার বিরুদ্ধে মিথ্যা কহিও না।
১৫ ঐ জ্ঞান ঊর্দ্ধ্বহইতে নিঃসৃত হয় না, কিন্তু সাংসারিক
১৬ ও শারীরিক ও ভৌতিক হয়। কেননা যে স্থানে ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ, সেই স্থানেই কলহ ও তাবৎ দুষ্কর্ম্ম।
১৭ কিন্তু ঊর্দ্ধ্বহইতে নিঃসৃত যে জ্ঞান, সে প্রথমে নির্ম্মল, পরে শান্তিযুক্ত, ও মৃদু, ও নমনশীল, এবং দয়াতে ও উত্তম ফলেতে পরিপূর্ণ, এবং পক্ষপাতিত্ব ও কাপট্য-
১৮ রহিত হয়। আর শান্তিকারি লোকদের শান্তিতে ধর্ম্মফলের বীজ রোপিত হয়।

৪ অধ্যায়।

১ যুদ্ধ ও লোভ ও ঈর্ষ্যা ও অহঙ্কারাদির বিরুদ্ধ কথা ১১ ও গ্লানি না করণের কথা ১৩ ও বাণিজ্য ও দীর্ঘায়ু বিষয়ে শ্লাঘার অকর্ত্তব্যতা।

১ তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ ও সংগ্রাম কাহাহইতে হয়? তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যে বিপরীতকারি সুখাভি-

লাষ, তাহাহইতে কি নয়? তোমরা বাঞ্ছা করিয়া ২
থাক, কিন্তু কিছুই পাইতে পার না; এবং বধে
উদ্যত হইয়া ঈর্ষ্যা করিয়া থাক, কিন্তু কৃতকার্য্য
হইতে পার না; আর সংগ্রাম ও যুদ্ধ করিয়া থাক,
তথাপি পাও না; কারণ তোমরা প্রার্থনা কর না।
আর যদি প্রার্থনা কর, তবে আপন২ অভিলাষে ৩
ব্যয় করণার্থে অবিহিত মতে প্রার্থনা কর, এই
জন্যে পাও না। হে ব্যভিচারি ও ব্যভিচারিণীগণ, ৪
এই জগতের মিত্রতা ঈশ্বরের শত্রুতা হয়, ইহা কি
তোমরা জ্ঞাত নও? যে কেহ সংসারের মিত্র হই-
তে বাসনা করে, সেই ঈশ্বরের শত্রু। ইহাতে ৫
তোমরা কি শাস্ত্রীয় কথা লাভশূন্য বোধ কর?
যে আত্মা আমাদের অন্তরে বাস করেন, তাঁহার
স্নেহ কি কৃপণতাযুক্ত হয়? (এমন নয়,) বরং তি- ৬
নি অধিক লাভজনক অনুগ্রহ প্রদান করেন; এই
কারণ উক্ত আছে; "ঈশ্বর অহঙ্কারিদিগকে প্রতি-
"রোধ করিয়া নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন।"
অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশতাপন্ন হও; এবং শয়- ৭
তানকে প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের নি-
কটহইতে পলায়ন করিবে। আর ঈশ্বরের নিকট- ৮
বর্ত্তী হও, তাহা হইলে তিনিও তোমাদের নিকট-
বর্ত্তী হইবেন। হে পাপিগণ, তোমরা হস্ত শুচি কর;
হে দ্বিমনা লোক সকল, তোমরা আপন২ অন্তঃ-
করণ পরিষ্কার কর। এবং কাতর হইয়া শোক ৯
ও বিলাপ কর; তোমাদের হাস্যস্থানে শোক, ও
আনন্দের স্থানে নিরানন্দতা হউক। আর প্রভুর ১০

সাক্ষাতে নম্র হও, তাহাতে তিনি তোমাদিগকে উচ্চ করিবেন।

১১ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা পরস্পর দোষারোপ করিও না; কেননা ভ্রাতাতে দোষারোপ ও ভ্রাতার বিচার করিলে ব্যবস্থাতে দোষারোপ ও ব্যবস্থার বিচার করা হয়; যদি ব্যবস্থার বিচার কর, তবে তোমরা ব্যবস্থাপালনকর্ত্তা না হইয়া তাহার বিচারকর্ত্তা

১২ হইয়াছ। রক্ষা ও বিনাশ করিতে সমর্থ, এমত এক অদ্বিতীয় ব্যবস্থাপক বিচারকর্ত্তা আছেন; তবে পরের বিচার করিতে প্রবৃত্ত যে তুমি, তুমি কে?

১৩ 'অদ্য কিম্বা কল্য আমরা অমুক নগরে যাইয়া সে স্থানে এক বৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া ক্রয় বিক্রয় করণ পূর্ব্বক লাভ করিব,' এই কথা কহিতেছ যে তোমরা,

১৪ তোমরা এখন অবধান কর। কল্য কি ঘটিবে, তাহা তোমরা জান না, যেহেতুক তোমাদের আয়ু কি? ক্ষণেকে দৃশ্য হইয়া অদৃশ্য হয় যে বাষ্প,

১৫ সে তাহার তুল্য। অতএব 'যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে আমরা জীবৎ থাকিয়া এ কর্ম্ম কিম্বা ও কর্ম্ম করিব,' এমন কথা তোমাদের বক্তব্য হয়।

১৬ তোমরা ঐ যে আত্মশ্লাঘাতে আনন্দ করিতেছ, সে

১৭ শ্লাঘা মন্দ। এবং যে কেহ সৎকর্ম্ম করিতে জানিয়া তাহা না করে, তাহার পাপ হয়।

৫ অধ্যায়।

১ দুষ্ট ধনি লোকদের ভয় করা উচিত হওন ৭ ও দুঃখে ধার্ম্মিকদের সহিষ্ণুতা করণের আবশ্যকতা ১২ ও নিরর্থক দিব্য করণে নিষেধ ১৩ ও পীড়া সময়ে প্রার্থনা করণ ১৯ ও ভ্রান্ত ভ্রাতার মনঃপরিবর্ত্তন করণের কথা।

হে ধনবান সকল, তোমরা এখন অবধান কর; ১ তোমরা আগামি দুঃখের কারণ ক্রন্দন ও বিলাপ কর। কেননা তোমাদের সম্পত্তি পচিয়া যাইবে, ২ ও বস্ত্র কীটেতে জীর্ণ হইবে, এবং সুবর্ণ ও রৌপ্য ৩ কলঙ্কিত হইবে; বিশেষতঃ তোমাদের বিরুদ্ধে সেই কলঙ্ক সাক্ষ্য দিবে, এবং অগ্নির ন্যায় তোমাদের মাংস ভোজন করিবে; তোমরা শেষকালে ধনসঞ্চয় করিয়াছ। দেখ, যে কৃষকেরা তোমাদের শস্য ছে- ৪ দন করিয়াছে, তোমরা অন্যায় করিয়া তাহাদিগকে বেতন দেও নাই, এই জন্যে সে সকলে আর্ত্তস্বর করিতেছে; এবং সেই কৃষকদের আর্ত্তস্বর সৈন্যা-ধ্যক্ষ পরমেশ্বরের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তোমরা ৫ পৃথিবীতে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া সুখভোগে কাল কাটাই-য়াছ, এবং মহাভোজদিনের মত আপনাদের অন্তঃ-করণকে তৃপ্ত করিয়াছ। এবং যে ধার্ম্মিক জন ৬ তোমাদের বিরুদ্ধে কিছু করে নাই, তাহাকে দো-ষী করিয়া বধ করিয়াছ।

হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত দীর্ঘ- ৭ সহিষ্ণুতা করিয়া থাক। দেখ, কৃষকেরা ক্ষেত্রের বহু-মূল্য ফলের অপেক্ষা করিয়া আদি ও অন্ত এই উভয় কালের বৃষ্টি যাবৎ না হয়, তাবৎ দীর্ঘ-সহিষ্ণুতা করিয়া থাকে; অতএব তোমরাও দীর্ঘ- ৮ সহিষ্ণুতা করিয়া আপন২ অন্তঃকরণে সুস্থির থাক; প্রভুর আগমন নিকটবর্ত্তি হয়। হে ভ্রাতৃগণ, তো- ৯ মরা যেন দণ্ড প্রাপ্ত না হও, এই জন্যে পরস্পর দ্বেষ করিও না; দেখ, বিচারকর্ত্তা দ্বারসমীপে দণ্ডা-য়মান আছেন। হে আমার ভ্রাতৃগণ, যে ভবি- ১০

ষ্যদ্বক্তৃগণ পরমেশ্বরের নামেতে কহিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে দুঃখভোগ ও দীর্ঘ সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত-
১১ স্বরূপ করিয়া জ্ঞান কর। দেখ, যাহারা দীর্ঘস-হিষ্ণু, আমরা তাহাদের ধন্যবাদ করি; তোমরা আয়ূবের দীর্ঘসহিষ্ণুতার কথা শুনিয়াছ, এবং পরমেশ্বরের বহু দয়া ও স্নেহ দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়াছ।

১২ হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা কোন প্রকারে স্বর্গের কি পৃথিবীর কি অন্য বস্তুর নাম লইয়া দিব্য করিও না; যেন দণ্ড প্রাপ্ত না হও, এই জন্যে কেবল হাঁ ও কেবল না বল।

১৩ আর তোমাদের কেহ যদি দুঃখিত হইয়া থাকে, তবে প্রার্থনা করুক; এবং কেহ যদি আনন্দিত
১৪ থাকে, তবে সে গীত গান করুক। আর তোমাদের কেহ যদি পীড়িত থাকে, তবে সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুক; এবং তাহারা প্রভুর নামেতে তাহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার
১৫ নিমিত্তে প্রার্থনা করুক। তাহাতে প্রত্যয়জাত প্রার্থনাদ্বারা সে পীড়িত ব্যক্তি বাঁচিবে, এবং প্রভু তাহাকে সুস্থ করিবেন; আর যদি সে কোন পাপ
১৬ করিয়া থাকে, তাহারও মার্জ্জনা হইবে। তোমরা পরস্পর আপন২ দোষ স্বীকার কর, এবং সুস্থ হওনার্থে এক জন অন্য জনের কারণ প্রার্থনা কর; কেননা ধার্ম্মিক ব্যক্তির একান্ত প্রার্থনা অতি স-
১৭ ফল হয়। এলিয় আমাদের ন্যায় সুখদুঃখভোগী হইয়া অনাবৃষ্টির নিমিত্তে দৃঢ় প্রার্থনা করিল, তাহাতে তিন বৎসর ছয় মাস পর্য্যন্ত দেশে অনাবৃষ্টি

হইল। পরে আরবার প্রার্থনা করিলে আকাশহইতে ১৮
জলবর্ষণ হওয়াতে সে দেশে শস্যোৎপত্তি হইল।

হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের কোন লোক সত্য ধর্ম্ম- ১৯
চ্যুত হইলে, কেহ যদি তাহার মনঃপরিবর্ত্তন ক-
রায়, তবে যে জন পাপিকে ভ্রান্তিপথহইতে ফি- ২০
রায়, সে তাহার আত্মাকে মৃত্যুহইতে রক্ষা করে,
এবং (তাহার) বাহুল্য পাপের আচ্ছাদন করে,
ইহা সে জ্ঞাত হউক। ইতি।

পিতরের প্রথম সর্ব্বসাধারণ পত্র।

১ অধ্যায়।

১ মঙ্গলাচরণ ৩ ও অনুগ্রহের নিমিত্তে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করণ ও পরিত্রাণের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের চেষ্টা ১৩ ও ঈশ্বরের অমোঘ বাক্যানুসারে আচরণ করিতে পিতরের বিনয়।

পন্ত ও গলাতিয়া ও কপ্পদকিয়া ও আশিয়া ১
ও বিথুনিয়া, এই সকল পরদেশেতে ছিন্নভিন্ন যেং
লোকেরা পিতা ঈশ্বরের পূর্ব্বলক্ষ্যানুসারে পবিত্রতা- ২
জনক আত্মার গুণে যীশু খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ ও
তাঁহার রক্তে প্রোক্ষিত হওনার্থে মনোনীত হই-
য়াছে, তাহাদের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত পিতর
পত্র লিখিতেছে। তোমাদের প্রতি বাহুল্যরূপে
অনুগ্রহ ও শান্তি হউক।

৩ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বর ধন্য; তিনি অতিশয় কৃপা করিয়া মৃতদের হইতে যীশু ৪ খ্রীষ্টের উত্থানদ্বারা অক্ষয় ও নির্ম্মল ও অজর অধিকার বিষয়ে আমাদের এক জীবনদায়ক প্রত্যাশার প্রাপ্ত্যর্থে আমাদিগকে পুনর্জ্জন্ম দিয়াছেন। ৫ এবং শেষকালে প্রকাশ্য পরিত্রাণার্থে প্রত্যয়দ্বারা ঈশ্বরের শক্তিতে রক্ষিত হইতেছ যে তোমরা, তোমাদের নিমিত্তে ঐ অধিকার স্বর্গে স্থাপিত হই- ৬ য়াছে। আর তোমরা তৎপ্রযুক্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া সম্প্রতি প্রয়োজনানুসারে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে ৭ বিবিধ পরীক্ষাতে দুঃখ সহ্য করিতেছ। এই রূপে পরীক্ষিত হইলে তোমাদের বিশ্বাস অগ্নিপরীক্ষিত ক্ষয়ণীয় স্বর্ণহইতেও বহুমূল্য হইয়া যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ হওন সময়ে প্রশংসার ও সম্ভ্রমের ও গৌ- ৮ রবের যোগ্য হইবে। তোমরা তাঁহাকে না চিনিয়াও প্রেম করিতেছ; এবং এখন না দেখিয়াও তাঁহাতে প্রত্যয় করিয়া অনির্ব্বচনীয় ও স্বর্গীয় আ- ৯ নন্দেতে আনন্দিত হইয়া, আত্মার পরিত্রাণরূপ যে ১০ প্রত্যয়ের ফল তাহা লাভ করিতেছ। আর তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ হইতেছে, তাহার প্রচারক পূর্ব্বকালীয় ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ সেই পরিত্রাণ বিষয়ে ১১ চেষ্টা ও অনুসন্ধান করিয়াছিল। এবং আগামি খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও পশ্চাৎ গৌরবের প্রমাণদাতা যে তাহাদের মধ্যবর্ত্তী খ্রীষ্টের আত্মা, তিনি কাহার ও কোন্ সময়ের বিষয়ে প্রকাশ করিতেছেন, তাহা ১২ তাহারা অনুসন্ধান করিয়াছিল। তাহাতে ঐ বিষয়ের প্রমাণ দিতে তাহারা আপনাদের সেবক না

হইয়া আমাদের সেবক ছিল, ইহা তাহাদের প্রতি প্রকাশিত হইয়াছিল ; এমত যে২ বিষয়ের প্রতি দিব্য দূতগণও নিরীক্ষণ করিতে প্রয়াস করে, সেই সকলের বিবরণ এক্ষণে স্বর্গহইতে প্রেরিত পবিত্র আত্মাদ্বারা সুসমাচার প্রচারকদের কর্তৃক তোমাদের নিকটে উক্ত হইল।

১৩ অতএব মনোরূপ কটি বন্ধন পূর্ব্বক সচেতন হইয়া যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত হওন সময়ে তোমাদের প্রাপ্তব্য যে অঙ্গীকৃত অনুগ্রহ, তাহার প্রত্যাশাতে শেষ পর্য্যন্ত থাক। ১৪ আর পূর্ব্বের অজ্ঞান সময়ের কুঅভিলাষানুসারে ব্যবহার না করিয়া, ১৫ তোমাদের আহ্বানকর্ত্তা যেমন পবিত্র, তোমরাও আজ্ঞাবর্ত্তি সন্তানদের ন্যায় তাবৎ আচরণে তদ্রূপ পবিত্র হও ; ১৬ কেননা লিখিত আছে, "তোমরা পবিত্র হও, আমিই পবিত্র।" ১৭ আর যিনি মুখাপেক্ষা ব্যতিরেকে প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ম্মানুসারে বিচার করেন, তাঁহাকে পিতা বলিয়া যদি তাঁহার নিকটে প্রার্থনা কর, তবে ভয় পূর্ব্বক আপনাদের প্রবাসকাল ক্ষেপণ কর। ১৮ তোমরা আপন২ পূর্ব্বপুরুষানুগত নিরর্থক আচরণহইতে স্বর্ণ রূপ্যাদি ক্ষয়ণীয় বস্তুদ্বারা মুক্ত না হইয়া ১৯ নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক খ্রীষ্টরূপ মেষশাবকের বহুমূল্য রক্তদ্বারা মুক্ত হইয়াছ, ইহা জ্ঞাত আছ। ২০ তিনি জগৎ পত্তনের পূর্ব্বাবধি নিযুক্ত ছিলেন, এবং তাঁহার দ্বারা ঈশ্বরেতে প্রত্যয়কারি যে তোমরা, তোমাদের নিমিত্তে শেষযুগে প্রকাশিত হইলেন। ২১ ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতদের হইতে উঠাইয়া গৌরব প্রদান ক-

রাতে তোমরা ঈশ্বরেতে প্রত্যয় ও প্রত্যাশা করি-
২২ য়া থাক। অতএব আত্মাদ্বারা সত্য ধর্ম্মের আ-
জ্ঞাবহ হওয়াতে অকপট ভাবে ভ্রাতৃগণের সহিত প-
রস্পর প্রেম করণার্থে আপন২ মন পরিষ্কৃত করিয়া
পবিত্র অন্তঃকরণের সহিত দৃঢ়রূপে পরস্পর প্রেম
২৩ কর। যেহেতুক তোমরা ক্ষয়ণীয় বীর্য্যহইতে নয়,
কিন্তু অক্ষয়ণীয় বীর্য্যহইতে, ঈশ্বরের জীবনদায়ক ও
অনন্তকালস্থায়ি বাক্যদ্বারা পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছ।
২৪ আর "তাবৎ প্রাণীই তৃণস্বরূপ, ও তাহাদের তেজ
"তৃণপুষ্পের ন্যায়; তৃণ শুষ্ক হইয়া যায়, এবং
২৫ "তাহার পুষ্প ঝরিয়া পড়ে; কিন্তু পরমেশ্বরের
"বাক্য অনন্তকালস্থায়ি;" আর এই সেই বাক্য সু-
সমাচারদ্বারা তোমাদের নিকটে প্রচারিত আছে।

২ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের ভিত্তিমূলস্বরূপ হওন ও তাঁহার লোকদের মন্দিরস্বরূপ হওন ১১ ও সুখাভিলাষ ত্যাগ করণের ও শাসনকর্ত্তাদের বশীভূত হওনের আজ্ঞা ১৮ ও প্রভুদের কাছে দাসগণের বশীভূত হওনের আজ্ঞা।

১ তোমরা তাবৎ দ্বেষ, ও সর্ব্বপ্রকার ছল, ও কা-
পট্য ও ঈর্ষ্যা ও তাবৎ পরনিন্দা পরিত্যাগ করি-
২ য়া বৃদ্ধি পাইবার জন্যে নবজাত শিশুদের ন্যায়
৩ প্রকৃত বাক্যরূপ দুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছা কর। কে-
ননা তোমরা প্রভুর অনুগ্রহের আস্বাদ জানিয়াছ।
৪ যিনি মনুষ্যকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত, কিন্তু ঈশ্বরকর্ত্তৃক মনো-
নীত বহুমূল্য জীবৎ প্রস্তরস্বরূপ হন, তাঁহার নিক-
৫ টে আসিয়া তোমরাও জীবৎ প্রস্তরময় পারমার্থিক
এক মন্দিররূপে নির্ম্মিত হইতেছ; এবং যীশু

খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের নিকটে গ্রাহ্য যে পারমার্থিক বলি, তাহা উৎসর্গ করিতে পবিত্র যাজকস্বরূপ হইতেছ। এই বিষয়ে শাস্ত্রেতেও লিখিত আছে, ৬ "দেখ, আমি মনোনীত ও বহুমূল্য প্রধান কো-"ণের এক প্রস্তর সিয়োনে স্থাপিত করি; যে জন "তাহাতে বিশ্বাস করিবে, সে লজ্জিত হইবে না।" অতএব প্রত্যয়কারী যে তোমরা, তোমাদের নিক- ৭ টে তিনি বহুমূল্য হন; কিন্তু অনাজ্ঞাবহ লোকদের নিকটে, "গাঁথকেরা ঐ যে প্রস্তর অগ্রাহ্য ক- ৮ "রিয়াছে, তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া বাধা-"জনক ও উছোট লাগনের প্রস্তর হইয়া উঠিল।" তাহারা অনাজ্ঞাবহ হইয়া ঈশ্বরের বাক্যেতে উছোট খাইল; তাহাতেও তাহারা নিযুক্ত ছিল। কিন্তু ৯ যিনি তোমাদিগকে অন্ধকারহইতে আপনার আশ্চর্য্য দীপ্তির মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন, তোমরা যেন তাঁহার প্রশংসা প্রকাশ কর, এই জন্যে তোমরা মনোনীত বংশ ও রাজকীয় যাজককুল ও পবিত্র প্রজা এবং ক্রীত লোক হইয়াছ। তোমরা পূর্ব্বে ১০ ঈশ্বরের লোক ছিলা না, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার লোক হইয়াছ; এবং পূর্ব্বে তাঁহার দয়ার পাত্র ছিলা না, কিন্তু এক্ষণে দয়ার পাত্র হইয়াছ।

হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে এই বিনয় ক- ১১ রিয়া বলি, তোমরা প্রবাসি ও বিদেশি লোকদের ন্যায় মনের প্রতিকূলে যুদ্ধকারি শারীরিক সুখাভিলাষহইতে নিবৃত্ত হও। এবং যে অন্যদেশীয়েরা ১২ দুষ্কৃত লোকদের ন্যায় তোমাদের কলঙ্ক করে, তাহারা যেন তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া অনুগ্রহের

দিনেতে ঈশ্বরের গুণানুবাদ করে, এই জন্যে তাহা-
১৩ দের মধ্যে সদাচরণ কর। এবং মনুষ্যের স্থাপিত
যেং শাসনপদ আছে, তোমরা প্রভুর নিমিত্তে তা-
হাদের বশীভূত হও; বিশেষতঃ রাজাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,
১৪ এবং দেশাধ্যক্ষ সকলকে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের
১৫ প্রশংসার্থে তাহার প্রেরিত জ্ঞান করিয়া মান। কে-
ননা তোমরা যেন সৎকর্ম্ম করিয়া নির্ব্বোধ মনুষ্যদের
১৬ অজ্ঞানতাকে জড় করিয়া রাখ, এবং মুক্ত হইয়াও
আপনাদের মুক্তিকে দুষ্টতার আচ্ছাদনস্বরূপ না ক-
রিয়া ঈশ্বরের দাসগণ হও, এই ঈশ্বরের অভিমত।
১৭ তাবৎ লোককে সমাদর কর; ভ্রাতৃগণকে প্রেম কর;
ঈশ্বরকে ভয় কর; এবং নৃপতির সম্মান কর।
১৮　হে দাসগণ, তোমরা সর্ব্ব প্রকার সমাদরেতে
আপনাদের প্রভুগণের বশীভূত হও; কেবল সৎ
ও দয়ালু প্রভুদের নয়, কিন্তু নিষ্ঠুর প্রভুদেরও
১৯ বশীভূত হও। কেননা কেহ যদি ঈশ্বরকে মান্য
করণ প্রযুক্ত অন্যায় ভোগ করিয়া ক্লেশ সহ্য করে,
২০ তবে তাহার সেই কর্ম্মই গ্রাহ্য হয়; নতুবা তো-
মরা যদি আপনাদের দোষ প্রযুক্ত চপেটাঘাত
ভোগ করিয়া সহ্য কর, তবে তাহাতে প্রশংসা কি?
কিন্তু সৎক্রিয়া করাতে কোন দুঃখ উপস্থিত হই-
লে যদি তাহা সহ্য কর, তবে তাহা ঈশ্বরের গ্রাহ্য
২১ কর্ম্ম বটে। আর তন্নিমিত্তেই তোমরা আহূত হই-
য়াছ; কেননা তোমরা যেন খ্রীষ্টের পদচিহ্ন দিয়া
গমন কর, এই জন্যে তিনি আপনি আমাদের প-
রিবর্ত্তে ক্লেশভোগ করিয়া তোমাদিগকে এক দৃষ্টান্ত
২২ দেখাইলেন। তিনি কোন পাপ করিলেন না, এবং

তাঁহার মুখে কোন ছলের কথা ছিল না। এবং ২৩ নিন্দিত হইলে প্রতিনিন্দা করিতেন না, এবং দুঃখ পাইলে কাহাকে ভর্ৎসনা করিতেন না, কিন্তু ন্যায়-বিচারকর্ত্তার উপরে ভার রাখিতেন। আর আম- ২৪ রা যেন পাপের পক্ষে মৃত হইয়া ধর্ম্মপক্ষে সজীব হই, এই জন্যে তিনি ক্রুশের উপরে আপন শরী-রে আমাদের পাপের ভার বহন করিলেন; তাঁ-হার ক্ষতদ্বারা তোমাদের স্বাস্থ্য হইল। কেননা ২৫ পূর্ব্বে তোমরা হারাণ মেষের ন্যায় ছিলা, কিন্তু এইক্ষণে তোমাদের আত্মার অধ্যক্ষ মেষপালকের নিকটে ফিরিয়া আসিয়াছ।

৩ অধ্যায়।

১ স্ত্রী পুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্ণয় ৮ ও পরস্পর প্রেম করণের কথা ও ধর্ম্মার্থে দুঃখভোগের কথা ও আত্মাদ্বারা পূর্ব্বকালের লোকদের প্রতি ঈশ্বরের কথা প্রচার হওন।

হে স্ত্রীগণ, তোমাদের কাহারও স্বামী যদি ঈশ্ব- ১ রের বাক্যেতে অবিশ্বাসী হয়, তবে তোমাদের সভয় পবিত্র আচরণ দেখিয়া বাক্য ব্যতিরেকে স্ত্রীগণের আচরণদ্বারা ধর্ম্মের প্রতি যেন অনুরক্ত হয়, এ জন্যে ২ তোমরাও আপন২ স্বামির বশীভূত হও। আর ৩ কেশবেশ ও স্বর্ণাভরণ ও সুন্দর পরিচ্ছদ ইত্যাদি বাহ্য ভূষণ তোমাদের ভূষণ না হইয়া, ঈশ্বরের সা- ৪ ক্ষাতে বহুমূল্য মৃদুতা ও শান্তিযুক্ত মনের যে গুপ্ত স্বভাব, তাহাই তোমাদের অক্ষয় ভূষণ হউক। পূর্ব্বকালের যে পবিত্র স্ত্রীগণ ঈশ্বরেতে প্রত্যাশা ৫ করিত, তাহারাও আপন২ স্বামির বশতাপন্ন হই-য়া এই প্রকারে আপনাদিগকে ভূষিত করিয়াছিল।

৬ সেই রূপে সারা ইব্রাহীমকে প্রভু বলিয়া তাহার আজ্ঞাকারিণী হইল; তোমরাও সৎকর্ম্ম করিয়া নি-
৭ র্ভয় ও নিঃশঙ্ক হইয়া তাহার কন্যাস্বরূপ হও। হে পুরুষগণ, স্ত্রীলোক তোমাদের অপেক্ষা অদৃঢ় মৃৎ-পাত্রস্বরূপ, ইহা জানিয়া জ্ঞান পূর্ব্বক তাহাদের স-হিত সহবাস কর, এবং তাহাদিগকে আপনাদের স-হিত এক পরমায়ুরূপ অনুগ্রহদানের অধিকারিণী জা-নিয়া সম্ভ্রম কর; নতুবা কি জানি তোমাদের প্রার্থ-নাকর্ম্মে ব্যাঘাত হইবে।

৮ বিশেষতঃ তোমরা সকলে একমনা, ও পরদুঃখভো-গী, ও ভ্রাতৃপ্রেমকারী, ও দয়াবান, ও সদ্ভাবী হও।
৯ এবং অনিষ্টের পরিশোধে অনিষ্ট ও নিন্দার পরি-শোধে নিন্দা না করিয়া তোমরা যে আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইবার জন্যে আহূত হইয়াছ, ইহা জা-
১০ নিয়া আশীর্ব্বাদ কর। কেননা "যে কোন ব্যক্তি "দীর্ঘায়ুকে প্রেম করিয়া সুখভোগে কালক্ষেপ ক-"রিতে চাহে, সে মন্দ কথাহইতে আপন জিহ্বাকে "ও প্রবঞ্চনার কথাহইতে আপন ওষ্ঠাধরকে নিবৃত্ত
১১ "করুক। এবং দুষ্টাচরণ ত্যাগ করিয়া সৎকর্ম্ম "করুক, ও মঙ্গল চেষ্টা করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত
১২ "থাকুক। ধার্ম্মিকগণের প্রতি পরমেশ্বরের দৃষ্টি, ও "তাহাদের প্রার্থনার প্রতি তাঁহার কর্ণ আছে; "কিন্তু দুষ্কর্ম্মিদের প্রতি পরমেশ্বর বিমুখ আছেন।"
১৩ আর তোমরা যদি উত্তমের অনুগামী হও, তবে কে
১৪ তোমাদিগকে হিংসা করিতে পারে? তাহাতে যদ্য-পি ধর্ম্মের নিমিত্তে ক্লেশভোগ করিতে হয়, তথাপি তোমরা ধন্য হইবা; অতএব তাহাদের ভয়েতে

ভীত হইও না, ও শঙ্কা করিও না; এবং মনের ১৫ মধ্যে প্রভু পরমেশ্বরকে পবিত্র করিয়া মান। আর তোমাদের অন্তঃকরণস্থ প্রত্যাশার বিষয়ে যে কেহ তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, মৃদুতা ও আদরপূর্ব্বক তাহাকে উত্তর দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত হও। কিন্তু যা- ১৬ হারা খ্রীষ্টধর্ম্মানুযায়ি তোমাদের সদাচরণের দুর্নাম করে, তাহারা তোমাদের প্রতি দুষ্টাচরণের দোষা- রোপ করিতে যেন লজ্জিত হয়, তন্নিমিত্তে তোমরা উত্তম মন বিশিষ্ট হও। দুষ্কর্ম্ম করিয়া দুঃখভোগ ক- ১৭ রা অপেক্ষা বরং সৎকর্ম্ম করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছানুসা- রে দুঃখভোগ করা শ্রেয়ঃ। যেহেতুক ঈশ্বরের সহিত ১৮ আমাদের মেলন করাইবার জন্যে ধার্ম্মিক খ্রীষ্ট আপনি অধার্ম্মিকদের পরিবর্ত্তে এক বার পাপদণ্ড ভোগ করিলেন, এবং শরীরে হত হইয়া আত্মাতে সজীব হইলেন। এবং কারাবদ্ধ প্রাণিদের নিকটে ১৯ গিয়া আত্মাদ্বারা বাক্য প্রকাশ করিলেন। নোহের ২০ বর্ত্তমান কালে যে সময়ে ঈশ্বর দীর্ঘসহিষ্ণুতা প্র- কাশ করিয়া জাহাজ প্রস্তুত না হওন পর্য্যন্ত ক্ষান্ত থাকিলেন, সেই পূর্ব্বসময়ে ঐ সকল প্রাণী অনাজ্ঞা- বহ হইয়াছিল; কেবল অল্প অর্থাৎ আট জন জাহাজের মধ্যে জলেতে রক্ষা পাইয়াছিল। এবং ২১ এই বর্ত্তমান কালে যে বাপ্তিস্ম কেবল শরীর প- রিষ্কারজনক না হইয়া ঈশ্বরের প্রতি সরল মনের সাক্ষ্যস্বরূপ হয়, তাহা ঐ জলের দৃষ্টান্ত হইয়া যীশু খ্রীষ্টের উত্থানদ্বারা আমাদের রক্ষা করে। তিনি ২২ স্বর্গারোহণ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট

হইয়াছেন, এবং দিব্য দূতগণ ও শাসকগণ ও পরাক্রমিবর্গ তাঁহার বশীভূত হইয়াছে ।

৪ অধ্যায় ।

১ খ্রীষ্টের ন্যায় পাপের প্রতি মৃত হওনের বিনয় ৭ ও ধর্ম্মাচরণ করিতে বিনয় ১২ ও ধর্ম্মার্থে দুঃখভোগিদের সান্ত্বনার কথা।

১ খ্রীষ্ট আমাদের পরিবর্ত্তে প্রাণদণ্ড ভোগ করিয়াছেন, অতএব প্রাণদণ্ডদ্বারা পাপহইতে মুক্তি স্থির হইয়াছে, তোমরা এই বিবেচনাতে আপনাদিগকেও
২ সুসজ্জীভূত করিয়া অদ্যাবধি মনুষ্যদের ইচ্ছানুসারে নয়, কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে আয়ুর অবশিষ্ট কাল
৩ যাপন কর। আর কাম, ও কুঅভিলাষ, ও মদ্যপান, ও রঙ্গরস, ও মত্ততা, ও ঘৃণার্হ দেবপূজা, এই সকল ব্যবহার করিয়া দেবপূজকদের ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করাতে আমাদের আয়ুর যে সময় ক্ষয় হইয়াছে,
৪ সেই যথেষ্ট। তোমরা এ প্রকার সর্ব্বনাশরূপ পঙ্কে মগ্ন হইতে তাহাদের সহিত গমন কর না, ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া তাহারা ধর্ম্মের নিন্দা করে।
৫ জীবৎ ও মৃত লোকদের বিচার করিতে উদ্যত যে প্রভু, তাঁহার সম্মুখে তাহাদিগকে আপন২ কর্ম্মের নি-
৬ কাশ দিতে হইবে। অতএব যাহারা মরিয়াছে, তাহারা মনুষ্যদের সাক্ষাতে শরীরেতে দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেও ঈশ্বরের সাক্ষাতে যেন জীবৎ থাকে, এই জন্যে তাহাদের নিকটেও সুসমাচার প্রচারিত হইল।

৭ সমস্ত বিষয়ের অন্তিমকাল উপস্থিত; অতএব সাব-
৮ ধান হইয়া প্রার্থনা করিতে সচেতন হও। বিশেষতঃ আপনাদের মধ্যে পরস্পর দৃঢ়রূপে প্রেম কর;

কেননা প্রেম বাহুল্য পাপের আচ্ছাদন করে। পর- ৯
স্পর অকাতরে আতিথ্য কর। এবং ঈশ্বরের বিবিধ ১০
অনুগ্রহের উত্তম ভাণ্ডারির ন্যায় হইয়া তোমরা প্র-
ত্যেক জন যেরূপ অনুগ্রহদান পাইয়াছ, তাহাদ্বারা
পরস্পরের উপকার কর। এবং কথা কহিতে হই- ১১
লে ঈশ্বরের বাক্যের মতে কথা কহ, এবং সেবা
করিতে হইলে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতানুসারে সেবা কর;
তাহাতে তাবদ্বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের গৌরব
প্রকাশ পাইবে; সেই খ্রীষ্টের গৌরব ও পরাক্রম
সর্ব্বদা প্রকাশিত হউক। আমেন।

হে প্রিয়বর্গ, তোমাদের পরীক্ষক অগ্নিস্বরূপ তাড়- ১২
না উপস্থিত হইতেছে, তাহা অসম্ভব ঘটনা ভাবিয়া
আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না; বরং খ্রীষ্টের দুঃখের ভা- ১৩
গী হওয়াতে আনন্দ কর। তাহাতে তাঁহার মহিমা
প্রকাশিত হইবার কালেও তোমরা আনন্দেতে পুল-
কিত হইবা। আর যদি খ্রীষ্টের নামের জন্যে ক- ১৪
লঙ্কিত হও, তবে তোমরা ধন্য; গৌরব ও ঈশ্ব-
রের আত্মা তোমাদের মধ্যে অবস্থিতি করেন; তিনি
তাহাদের নিকটে নিন্দিত হইলেও তোমাদের নিক-
টে সম্ভ্রান্ত হন। কিন্তু তোমাদের কেহ হত্যাকারী ১৫
কি চোর কি দুষ্কর্ম্মকারী কি অনধিকারচর্চ্চক হওয়া
প্রযুক্ত যেন শাস্তি ভোগ না করে। যদি খ্রীষ্টীয়ান ১৬
হওয়া প্রযুক্ত ক্লেশ পায়, তবে লজ্জিত না হইয়া
সেই দুঃখের নিমিত্তে ঈশ্বরের গুণানুবাদ করুক।
আর দণ্ড দেওনের আরম্ভ সময়ে ঈশ্বরের মন্দিরা- ১৭
বধি (আরম্ভ) হয়; এবং দণ্ড যদি প্রথমে আমা-
দিগেতেই বর্ত্তে, তবে ঈশ্বরের সুসমাচারের অনাজ্ঞা-

১৮ বহু লোকদিগের শেষগতি কি হইবে? আর যদি ধার্ম্মিক লোকদের পরিত্রাণ হওয়া দুঃসাধ্য হয়, তবে অধার্ম্মিক ও পাপিষ্ঠ লোক কোথায় শরণ লইবে?
১৯ ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে যাহারা দুঃখ ভোগ করে, তাহারা সৎক্রিয়া করিয়া আপন২ আত্মাকে বিশ্বাস্য সৃষ্টিকর্ত্তার নিকটে সমর্পণ করুক।

৫ অধ্যায়।

১ প্রাচীন লোকদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ৫ ও যুবক ও অন্যদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ১০ ও মঙ্গল প্রার্থনা ১২ ও সমাপ্তির কথা ও নমস্কার প্রেরণ।

১ খ্রীষ্টের দুঃখভোগের এক সাক্ষী, ও প্রকাশোদ্যত গৌরবের অংশী যে আমি, আমিও এক জন প্রাচীনলোক হইয়া তোমাদের প্রচীনবর্গের প্রতি বি-
২ নয় পূর্ব্বক ইহা কহিতেছি; আপনাদের মধ্যস্থিত ঈশ্বরের যে পাল, তাহা পালন কর; এবং তাহার তত্ত্বাবধারণ কিছু আবশ্যকরূপে নয়, কিন্তু স্বেচ্ছানুসারে কর; এবং কুৎসিত লাভার্থেও নয়, কিন্তু
৩ সন্তুষ্ট মনের দ্বারা কর; এবং অধিকারের প্রভু
৪ না হইয়া পালের দৃষ্টান্তস্বরূপ হও। তাহাতে প্রধান পালক উপস্থিত হইলে তোমরা অম্লান গৌরবরূপ মুকুট পাইবা।
৫ হে যুবকেরা, তোমরাও প্রাচীন লোকদের বশতাপন্ন হও; এবং সকলে পরস্পর বশীভূত হইয়া নম্রতারূপ অলঙ্কারেতে ভূষিত হও; কেননা ঈশ্বর অহঙ্কারিদিগকে প্রতিরোধ করিয়া নম্র লোকদিগকে
৬ অনুগ্রহ প্রদান করেন। অতএব ঈশ্বর যেন তোমাদিগকে উচিত সময়ে উন্নত করেন, এই জন্যে তোমরা তাঁহার বলবান হস্তের নীচে নম্র হইয়া থাক।

ঈশ্বর তোমাদের প্রতি মনোযোগ করিতেছেন, অত- ৭
এব তোমরা আপনাদের তাবৎ চিন্তার ভার তাঁ-
হার উপরে অর্পণ কর। আর জাগ্রৎ হইয়া সাব- ৮
ধান থাক, যেহেতুক তোমাদের বিপক্ষ শয়তান
গর্জ্জনকারি সিংহের ন্যায় কাহাকে গ্রাস করিবে,
তাহা অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। অতএব ৯
তোমরা খ্রীষ্টধর্ম্মে স্থির হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ
কর, এবং তোমাদের জগন্নিবাসি ভ্রাতৃগণেরও এই
প্রকার দুঃখ আছে, ইহা জ্ঞাত হও।

ক্ষণিক দুঃখভোগের পরে আমাদিগকে অনন্ত গৌ- ১০
রব দিবার জন্যে খ্রীষ্ট যীশুদ্বারা আহ্বান করিয়া-
ছেন যে সর্ব্বানুগ্রহদাতা ঈশ্বর, তিনি তোমাদিগকে
সিদ্ধ ও স্থির ও সবল ও নিশ্চল করুন। তাঁহার ১১
গৌরব ও পরাক্রম সর্ব্বদা প্রকাশিত হউক। আমেন।

তোমরা যে অনুগ্রহ পাইয়া সুস্থির আছ, সে ১২
ঈশ্বরের সত্য অনুগ্রহ, ইহাতে বিনয় পূর্ব্বক প্র-
মাণ দিয়া, যে সীলকে বিশ্বাস্য ভ্রাতা বোধ করি,
তাহার দ্বারা তোমাদিগকে সংক্ষেপে পত্র লিখিলাম।
বাবিলস্থ মনোনীত মণ্ডলী ও আমার পুত্র মার্ক ১৩
তোমাদিগকে নমস্কার জানাইতেছে। প্রেমচুম্বনেতে ১৪
পরস্পর নমস্কার কর। যীশু খ্রীষ্টের আশ্রিত তো-
মাদিগের সকলের শান্তি হউক। ইতি।

পিতরের দ্বিতীয় সর্ব্বসাধারণ পত্র।

১ অধ্যায়।

১ মঙ্গলাচরণ ৩ ও অনুগ্রহের নিমিত্তে কৃতজ্ঞতা ও নানা ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পিতরের বিনয় ১২ ও আপনার মরণের কথা ও খ্রীষ্টের সত্য ত্রাণকর্ত্তা হওনের কথা।

১ যাহারা আমাদের ন্যায় আমাদের ঈশ্বরের অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের পুণ্যে অমূল্য প্রত্যয়ের অধিকারী হইয়াছে, তাহাদের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের দাস ও প্রেরিত যে শিমোন্ পিতর্, সে পত্র লিখিতেছে। ২ আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু যীশু বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা তোমাদের প্রতি বাহুল্যরূপে অনুগ্রহ ও শান্তি হউক। ৩ যিনি গৌরব ও সাহসার্থে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহাকে জ্ঞাত হওনদ্বারা তাঁহার ঈশ্বরীয় শক্তি আমাদিগকে পরমায়ুর ও ঈশ্বরসেবার যোগ্য ৪ তাবদ্বিষয় দিয়াছে। বিশেষতঃ কুঅভিলাষদ্বারা যে দুষ্টতা এই সংসারে আছে, তাহাহইতে রক্ষা পাইয়া আমরা যেন ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী হই, এই নিমিত্তে আমাদিগকে অমূল্য গুরুতর প্রতিজ্ঞা ৫ দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা ইহাতে বহুযত্ন করিয়া প্রত্যয়েতে সাহস, ও সাহসেতে জ্ঞান, ৬ ও জ্ঞানেতে পরিমিত ভোগ, ও পরিমিত ভোগেতে ৭ ধৈর্য্য, ও ধৈর্য্যেতে ঈশ্বরসেবা, ও ঈশ্বর সেবাতে

ভ্রাতৃস্নেহ, ও ভ্রাতৃস্নেহেতে প্রেম, এই সকল ক্রমেতে যোগ কর। ৮ এই সমস্ত তোমাদের অন্তরে হইয়া বৃদ্ধি পাইলে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টজ্ঞানেতে তোমাদিগকে অলস ও বিফল থাকিতে দিবে না। ৯ কিন্তু যাহার এই সমস্ত নাই, সে আপন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধ হইয়া পূর্ব্বপাপহইতে পরিষ্কৃত হওয়া (আবশ্যক,) ইহা বিস্মৃত হয়। ১০ অতএব হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আপনাদের আহূত ও মনোনীত হওন স্থির করিতে যত্ন কর। তাহা করিলে তোমরা কদাচ স্খলিত হইবা না, ১১ বিশেষতঃ আমাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনন্ত রাজ্যে তোমাদিগকে সম্ভ্রান্তরূপে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে।

১২ তোমরা যদ্যপি এই সকল কথা জ্ঞাত হইয়া আপনাদের নিকটে বিদ্যমান সত্য ধর্ম্মে সুস্থির আছ, তথাচ তোমাদিগকে তাহা সর্ব্বদা স্মরণ করাইতে আমি আলস্য করিব না। ১৩ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাকে যেরূপ জ্ঞাত করিয়াছেন, তদনুসারে শীঘ্র আমাকে এই (শরীররূপ) তাম্বু ত্যাগ করিতে হইবে, ইহা জানিয়া ১৪ যদবধি এই তাম্বুতে থাকি, তাবৎ তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া প্রবৃত্তি দিতে আমি বিহিত বুঝিতেছি। ১৫ আর আমার পরলোক প্রাপ্তির পরেও ইহা যেন সর্ব্বদা তোমাদের স্মরণে থাকে, এমন উপায় করিতে যত্ন করিতেছি। ১৬ আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরাক্রম ও আগমনের যে সকল কথা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিলাম, তাহা কোন কল্পিত উপন্যাসের মত না কহিয়া তাঁহার মহিমার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হইয়া কহিলাম। ১৭ ফলতঃ

"যাঁহাতে আমার পরম সন্তোষ, আমার সেই প্রিয় "পুত্র এই," এতদ্বোধক আকাশবাণী মহিমাযুক্ত তেজহইতে তাঁহার প্রতি নির্গত হওয়াতে তিনি পি-
১৮ তা ঈশ্বরহইতে সম্ভ্রম ও গৌরব পাইলেন। তৎকা-লে তাঁহার সহিত পবিত্র পর্ব্বতে থাকিয়া স্বর্গ-হইতে নির্গত সেই আকাশবাণী আমরা শুনিলাম।
১৯ আর তদপেক্ষা আমাদের আরও দৃঢ় কথা অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাক্য আছে; অতএব অরুণোদয় পর্য্যন্ত কোন অন্ধকারময় স্থানে যে প্রজ্বলিত দীপ্তি থাকে, ঐ ভবিষ্যদ্বাক্য তাহার তুল্য জ্ঞান করিয়া যে পর্য্যন্ত তোমাদের অন্তঃকরণে প্রভাতি নক্ষত্রের উদয় না হয়, তাবৎ তাহার প্রতি মনোযোগ করা তোমা-
২০ দের মঙ্গল। শাস্ত্রের লিখিত যে কোন ভবিষ্যদ্-
২১ বাক্য, সে কাহারো নিজ অভিপ্রায়হইতে নয়; কা-রণ মনুষ্যের ইচ্ছাহইতে ভবিষ্যদ্বাক্য পূর্ব্বে উপস্থিত হয় নাই; কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা পবিত্র আত্মাদ্বারা প্রবৃত্তি পাইয়া ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিল, ইহা বিশেষ রূপে জ্ঞাত হও।

২ অধ্যায়।

১ ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তৃ বিষয়ক কথা ৪ ও তাহাদের দোষ ও দণ্ড এবং ধার্ম্মিকদের রক্ষার কথা।

১ আর পূর্ব্বে যেমন লোকদের মধ্যে ভাক্ত ভবি-ষ্যদ্বক্তৃগণ ছিল, তদ্রূপ তোমাদের মধ্যেও ভাক্ত উপ-দেশক হইবে; তাহারা আপনাদের ক্রয়কর্ত্তা প্রভু-কে অস্বীকার করিয়া গুপ্তরূপে বিনাশক বৈধর্ম্ম প্র-চার করাতে আপনারাই হঠাৎ আপনাদের বিনাশ
২ ঘটাইবে। আর অনেকে তাহাদের বিনাশ পথে

গমন করিলে তাহাদের হইতে সত্য পথের নিন্দা হইবে। আর তাহারা লোভপ্রযুক্ত কল্পিত বাক্য- ৩ দ্বারা তোমাদের হইতে লাভ করিবে; কিন্তু তাহাদের প্রতি পূর্ব্বাবধি কথিত দণ্ড শীঘ্র বর্ত্তিবে, ও অবিলম্বে তাহাদের বিনাশ ঘটিবে।

ঈশ্বর পাপি দূতবর্গকে ক্ষমা না করিয়া নরকে ৪ নিক্ষেপ করিয়া অন্ধকাররূপ শৃঙ্খলেতে বদ্ধ করিয়া বিচারার্থে তাহাদিগকে রাখিলেন; এবং পুরাতন ৫ জগতের প্রতি দয়া না করিয়া অষ্টম ব্যক্তি যে ধর্ম্মপ্রচারক নোহ, তাহাকে রক্ষা করিয়া পাপিষ্ঠ লোকদের সহিত জগৎকে জলে মগ্ন করিলেন। পু- ৬ নশ্চ সিদোম্ ও অমোরা নগর সকল ভস্ম করিয়া বিনাশরূপ দণ্ড দিয়া ভাবি পাপিদের এক দৃষ্টান্তস্বরূপ করিলেন; কিন্তু ঐ দুরাত্মাদের পাপাচরণে ৭ দুঃখিত যে ধার্ম্মিক লোট্, তাহাকে রক্ষা করিলেন। ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তি সেই পাপিষ্ঠদের সহিত সহবাস ৮ সময়ে তাহাদের পাপাচরণ দেখিয়া শুনিয়া দিনে২ অতিশয় মনস্তাপ করিয়াছিল। ঈশ্বর আপন সে- ৯ বাকারি লোকদিগকে পরীক্ষাহইতে উদ্ধার করিতে, এবং অধার্ম্মিকগণকে, বিশেষতঃ যাহারা শারীরিক ১০ সুখের চেষ্টাতে অশুচি ক্রিয়ার অভিলাষানুসারে আচরণ করে ও রাজশাসন অবজ্ঞা করে, তাহাদিগকে দণ্ডের নিমিত্তে বিচারদিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে জানেন। তাহারা দুঃসাহসী ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উচ্চপদস্থ সকলের নিন্দা করিতে ভয় করে না। কিন্তু দিব্য দূতগণ তাহাদের অপেক্ষা বলবান ১১ ও পরাক্রমী হইয়াও প্রভুর সম্মুখে তাহাদের বি-

১২ রুদ্ধে কোন নিন্দা করিয়া অপবাদ করে না। ধৃত ও বিনষ্ট হওনার্থে জাত যে অজ্ঞান প্রকৃত পশু-গণ, তাহাদের ন্যায় হইয়া ঐ লোক যাহা বুঝে না, তাহার নিন্দা করিয়া আপন২ অধর্ম্মের ফল
১৩ পাইয়া আপনাদের দুষ্টতাতে বিনষ্ট হইবে। তা-হারা দিবসে ভোজন পানে কাল যাপন করা সুখ জ্ঞান করে, এবং আপনাদের কাপট্যদ্বারা সুখভোগী হইয়া তোমাদের সহিত ভোজন করিয়া কলঙ্কী ও
১৪ দোষী হয়। এবং যে চক্ষু পরস্ত্রীতে আসক্ত ও পাপাচরণে অনিবৃত্ত, এমন চক্ষুর্ব্বিশিষ্ট হইয়া তাহা-রা চঞ্চলমতিদিগকে লোভ দেখাইয়া আপনারা লো-
১৫ ভে সুশিক্ষিতমনা হওয়াতে শাপগ্রস্ত হয়। তাহা-রা সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া পাপের পুরস্কারে প্রেমকারী যে বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম, তাহার প-
১৬ থের পথিক হইয়া ভ্রান্ত হইয়াছে। ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা আপন অপরাধের জন্যে অনুযোজিত হইল; যেহে-তুক বাক্‌শক্তিরহিত পশু মনুষ্যভাষাতে কথা কহিয়া
১৭ তাহার উন্মত্ত কর্ম্ম নিষেধ করিল। তাহারা নির্জ্জল কূপ ও প্রচণ্ড বায়ুচালিত মেঘস্বরূপ, তাহাদের জন্যে
১৮ নিত্য ঘোরতর অন্ধকার সঞ্চিত হইয়াছে। তাহারা নিরর্থক অহঙ্কারের কথা কহিয়া শারীরিক সুখাভি-লাষ ও কামক্রীড়াদ্বারা ভ্রমাচারিদের হইতে সর্ব্বতো-
১৯ ভাবে মুক্ত ব্যক্তিদিগকে লোভ দেখায়। এবং তা-হাদের নিকটে মুক্তির প্রতিজ্ঞাকারী হইয়া আপনা-রা দুষ্টতার দাস হয়; কেননা যে জন যাহাহইতে
২০ পরাস্ত হয়, সেই তাহার দাস হয়। তাহারা যদি ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টজ্ঞানদ্বারা এক বার সংসা-

রের অশুচি ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার তা-
হাতে বদ্ধ হইয়া পরাস্ত হয়, তবে প্রথম অপেক্ষা
তাহাদের শেষগতি আরও মন্দ হয়। কেননা এক- ২১
বার ধর্ম্মের পথ জানিয়া আরবার আপনাদের কা-
ছে সমর্পিত পবিত্র আজ্ঞাহইতে পরাঙ্মুখ হওয়া
অপেক্ষা বরং সে ধর্ম্মপথ অজ্ঞাত থাকা তাহাদের
উত্তম। কিন্তু 'কুক্কুর আপন বমি খাইতে ও ধৌত ২২
শূকর কর্দ্দমে লুঠিতে আরবার ফিরে,' এই যে সত্য
দৃষ্টান্তকথা, ইহাই তাহাদের প্রতি ঘটিয়াছে।

৩ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের আগমনের ও জগতের দগ্ধ হওনের কথা ১১ ও ধর্ম্মাচরণ
করিতে পিতরের বিনয় ১৪ ও সমাপ্তির কথা।

হে প্রিয়বর্গ, তোমরা যেন পবিত্র ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ- ১
দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বাক্য, ও ত্রাণকর্ত্তা প্রভুর প্রেরিত
যে আমরা আমাদের আজ্ঞা স্মরণ কর, এই জন্যে ২
আমি পত্রদ্বয়দ্বারা তাহা স্মরণ করাইয়া তোমাদের
সরল মনকে প্রবৃত্তি দিতে তোমাদের প্রতি এই
দ্বিতীয় পত্র লিখিলাম। প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও, ৩
শেষকালে আপনাদের কুঅভিলাষানুসারে আচরণ-
কারী নিন্দক লোক উপস্থিত হইয়া কহিবে, 'প্রভুর ৪
আগমনের কথা কোথায়? কেননা পিতৃলোকেরা ম-
হানিদ্রা প্রাপ্ত হইলে সৃষ্টির আরম্ভে সকল যেমন
ছিল, তদ্রূপই আছে।' কিন্তু পূর্ব্বে আকাশমণ্ডল, ৫
এবং জলহইতে নির্গত ও জলেতে স্থিত পৃথিবী ঈ-
শ্বরের বাক্যদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল; এবং তাহাদ্বারা ৬
ঐ জগৎ জলপ্লাবিত হইয়া নষ্ট হইল, ইহা তাহারা
স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অজ্ঞাত হইতেছে। কিন্তু এই বর্ত্তমান ৭

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ঐ বাক্যদ্বারা অধার্ম্মিক লোকদের বিনাশক বিচার দিন পর্য্যন্ত অগ্নির নিমিত্তে
৮ সঞ্চিত ও রক্ষিত আছে। অতএব হে প্রিয়বর্গ, প্রভুর নিকটে এক দিন সহস্র বৎসরের তুল্য, ও সহস্র বৎসর এক দিনের তুল্য, ইহা তোমরা অ-
৯ জ্ঞাত হইও না। কতক লোক যদ্যপি বিলম্ব বুঝে, তথাপি প্রভু আপনার প্রতিজ্ঞাবিষয়ে বিলম্ব করেন না; কাহারো যেন বিনাশ না হয়, বরং সকলেই যেন মন ফিরায়, ইহা বাসনা করিয়া তিনি আমা-
১০ দের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণুতা করেন। কিন্তু রাত্রিকালের চোরের ন্যায় প্রভুর দিন আসিবে; তৎকালে মহাশব্দে আকাশমণ্ডল লুপ্ত হইবে, এবং মহাতাপে মূলবস্তু সকল গলিয়া যাইবে, ও পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তু দগ্ধ হইবে।

১১ এই সমস্ত যদি লুপ্ত হইবে, তবে যে দিনে আকাশমণ্ডল দগ্ধ হইয়া লুপ্ত হইবে ও মূলবস্তু সকল মহাতাপে গলিয়া যাইবে, ঈশ্বরের এমত প্রকাশ হ-
১২ ওন দিনের অপেক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা করিয়া সর্ব্ববিষয়ে পবিত্র আচরণে ও ঈশ্বরসেবাতে কি প্রকার লোক
১৩ হওয়া তোমাদের উচিত! কিন্তু আমরা তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে ধর্ম্মের আবাস যে নূতন আকাশমণ্ডল ও নূতন পৃথিবী তাহার অপেক্ষাতে আছি।

১৪ অতএব হে প্রিয়বর্গ, তোমরাও এই সকলের অপেক্ষা করিয়া যাহাতে কলঙ্ক ও দোষরহিত হইয়া
১৫ তাঁহাহইতে শান্তি প্রাপ্ত হও, এমন যত্ন কর। আর আমাদের প্রভুর দীর্ঘসহিষ্ণুতাকে পরিত্রাণবর্দ্ধক জ্ঞান কর; আমাদের প্রিয় ভ্রাতা যে পৌল, সেও আ-

পনার প্রতি ঈশ্বরদত্ত জ্ঞানানুসারে তোমাদের প্রতি এমত লিখিয়াছে। এবং এই প্রকার কথা তাহার ১৬ সকল পত্রেতেও কহে; তাহাতে অনেক কথা দুর্গম্য হওয়াতে, যাহারা অশিক্ষিত ও চঞ্চল, তাহারা আপনাদের বিনাশার্থে অন্য২ শাস্ত্রীয় বচনের ন্যায় তাহারও অর্থান্তর করে। হে প্রিয়বর্গ, তোমরা এ ১৭ সকল কথা পূর্ব্বে জ্ঞাত হওয়াতে পাপি লোকদের ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত হইয়া আপনাদের স্থিরতাহইতে যেন পতিত না হও, এই জন্যে সাবধান হও। এবং ১৮ আমাদের প্রভু ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহেতে ও জ্ঞানেতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু হও। এই ক্ষণে ও সর্ব্বদা তাঁহার গৌরব প্রকাশিত হউক। ইতি।

যোহনের প্রথম সর্ব্বসাধারণ পত্র।
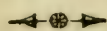
১ অধ্যায়।

১ বাক্যরূপ খ্রীষ্টের বিবরণ ৫ ও তাঁহার সহিত আমাদের মিত্রতা ও তদ্দ্বারা আমাদের পাপ মোচন।

যিনি আদিকালাবধি আছেন, তাঁহার নিজ ক- ১ থা শুনিয়া ও তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিয়া বিদিত হইয়া স্বহস্তে স্পর্শ করিয়া আমরা জীবনরূপ বাক্যের (প্রসঙ্গ কহিতেছি।) ফলতঃ যে অনন্ত জীবন পিতা ২ ঈশ্বরের সহিত থাকিয়া আমাদের নিকটে প্রকাশিত হইল, সেই প্রকাশিত জীবনকে দেখিয়া সাক্ষ্য দি-

৩ য়া তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি। আর আমাদের সহিত যেন তোমাদের মিত্রতা হয়, এই জন্যে যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহাই তোমাদিগকে জানাইতেছি; কেননা পিতা ও তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সহিত আমাদের নিতান্ত মিত্রতা আছে।
৪ এবং তোমাদের যেন সম্পূর্ণ আনন্দ হয়, এ কারণ এই সকল লিখিতেছি।

৫ যে সমাচার তাঁহার নিকটে শ্রবণ করিয়াছি, ও যাহা তোমাদের কাছে প্রকাশ করি, তাহা এই, ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ; তাঁহাতে অন্ধকারের লেশও
৬ নাই। তাঁহার সহিত আমাদের মিত্রতা আছে, এমন কথা বলিয়া যদি আমরা অন্ধকারে ভ্রমণ করি, তবে ধর্ম্মকর্ম্মকারী না হইয়া কেবল মিথ্যাবা-
৭ দী হই। কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতির্নিবাসী, তদ্রূপ আমরাও যদি জ্যোতিতে গমন করি, তবে আমাদের পরস্পর মিত্রতা আছে; এবং তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত তাবৎ পাপহইতে আমাদিগকে
৮ পরিষ্কৃত করে। আর আমাদের পাপ নাই, এমন কথা যদি বলি, তবে আপনারাই আপনাদিগকে বঞ্চনা করি, এবং আমাদিগের অন্তরে সত্য ধর্ম্ম
৯ নাই। কিন্তু যদি আপনাদের পাপ আপনারা স্বীকার করি, তবে ঈশ্বর আমাদের পাপক্ষমা করিতে ও তাবৎ অধর্ম্মহইতে আমাদিগকে পরিষ্কৃত
১০ করিতে বিশ্বাস্য ও ন্যায়কারী হন। আর আমরা পাপ করি নাই, এমন কথা যদি বলি, তবে ঈশ্বরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়, এবং আমাদের অন্তরে তাঁহার বাক্য নাই।

২ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টের আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হওন ৩ ও ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করাতে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের চিহ্ন হওন ৭ ও পরস্পর প্রেম করণের কথা ১২ ও সংসারকে প্রেম করণে নিষেধ ১৮ ও ভাক্ত খ্রীষ্টহইতে সাবধান হওনে ও সত্য খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণে নিবেদন।

হে প্রিয় বালকগণ, কোন ক্রমে যেন তোমাদের ১ পাপ না হয়, এইজন্যে আমি তোমাদিগকে এই কথা লিখি; কেহ যদি পাপ করে, তবে ধার্ম্মিক যীশু খ্রীষ্ট পিতার নিকটে আমাদের সহায় আছেন। এবং তিনি আমাদের পাপের জন্যে, তাহা কেবল ২ নয়, সমুদয় জগজ্জনের পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আছেন।

আর আমরা যদি তাঁহার আজ্ঞা পালন করি, ৩ তবে তাঁহাকে জানি, ইহা আপনারা বুঝিতে পারি। কিন্তু তাঁহাকে জানি, এমন কথা বলিয়া ৪ যদি কেহ তাঁহার আজ্ঞা পালন না করে, তবে সে সত্য ধর্ম্মহীন হইয়া মিথ্যাবাদী হয়। যে কেহ ৫ তাঁহার বাক্য পালন করে, তাহারই অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম নিতান্ত সিদ্ধ হয়; তাহা হইলে আমরা তাঁহাতে আছি, ইহা জানি। কিন্তু আমি ৬ তাঁহাতে থাকি, এমন কথা যে বলে, তাহার খ্রীষ্টের সদৃশ আচার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য হয়।

হে ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের প্রতি কোন ৭ নূতন আজ্ঞা লিখি এমত নহে; যে আজ্ঞা প্রথমাবধি তোমাদের নিকটে বিদ্যমান আছে, এমন পুরাতন আজ্ঞা লিখি; তোমরা যে কথা প্রথমা-

বধি শুনিয়া আসিতেছ, সেই ঐ পুরাতন আজ্ঞা।
৮ তথাপি এক নূতন আজ্ঞা লিখি, ইহা তোমাদের ও তাঁহার বিষয়ে সত্য হয়, যেহেতুক অন্ধকার ঘুচিয়া যাইতেছে, ও এক্ষণে সত্য জ্যোতিঃ প্রকাশিত
৯ হইতেছে। আমি জ্যোতিতে আছি, এমত কথা যে কেহ বলে, সে যদি আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা
১০ করে, তবে অদ্যাপি অন্ধকারে আছে। যে জন আপন ভ্রাতাকে প্রেম করে, সেই জ্যোতিতে থা-
১১ কে, তাহার কোন বিঘ্ন নাই। কিন্তু যে কেহ আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে অন্ধকারে আছে; এবং অন্ধকার তাহার চক্ষু অন্ধ করাতে সে কোথায় যাইতেছে, তাহা জানিতে না পারিয়া অন্ধকারেই ভ্রমণ করে।

১২ হে প্রিয় বালকগণ, তোমরা তাঁহার নামের গুণেতে পাপক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াছ, আমি তোমাদি-
১৩ গকে ইহা লিখি। হে পিতৃগণ, যিনি আদিকালাবধি আছেন, তাঁহাকে চিনিয়াছ, আমি তোমাদিগকে ইহা লিখি। হে যুবকেরা, তোমরা পাপাত্মাকে জয় করিয়াছ, আমি তোমাদের প্রতি ইহা লিখি। হে প্রিয় বালকগণ, তোমরা পিতাকে চি-
১৪ নিয়াছ, আমি তোমাদিগকে ইহা লিখি। হে পিতৃগণ, তোমরা প্রথমাবধি তাঁহাকে চিনিয়াছ, আমি তোমাদিগকে ইহা লিখিলাম। হে যুবকগণ, তোমরা বলবান, এবং ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের অন্তরে আছে, এবং তোমরা পাপাত্মাকে জয় করিয়াছ, আমি তোমাদের প্রতি ইহা লিখিলাম।
১৫ অতএব তোমরা সকলে সংসারে ও সাংসারিক বি-

ষয়ে প্রেম করিও না; যে কেহ সংসারে প্রেম করে তাহাতে পিতার প্রেম থাকে না। কেননা ১৬ সাংসারিক বিষয় সকল, অর্থাৎ শারীরিক সুখাভিলাষ, ও চক্ষুর সুখাভিলাষ, ও ঐহিক গর্ব্ব, এই সকল পিতাহইতে নহে, সংসারহইতে হয়। আর ১৭ সংসার ও তাহার সুখভোগ লুপ্ত হইয়া যায়; কিন্তু যে জন ঈশ্বরের ইষ্ট ক্রিয়া করে, সে নিত্যস্থায়ী।

হে প্রিয় বালকগণ, শেষসময় উপস্থিত; তৎ- ১৮ কালে ভাক্ত খ্রীষ্ট উপস্থিত হইবে, তাহা তোমরা শুনিয়াছ; কিন্তু এক্ষণে অনেক ভাক্ত খ্রীষ্ট হইতেছে, অতএব এই যে শেষকাল, তাহা আমরা জ্ঞাত হইতেছি। তাহারা আমাদের হইতে নির্গত ১৯ হইল বটে, কিন্তু আমাদের পক্ষীয় ছিল না; কেননা যদি আমাদের পক্ষীয় হইত, তবে আমাদের সহিত থাকিত; তাহারা আমাদের পক্ষীয় নয়, ইহা ব্যক্ত করিবার জন্যে নির্গত হইল। কিন্তু ২০ পবিত্র ব্যক্তিহইতে তোমাদের এক অভিষেক আছে, তদ্দ্বারা তোমরা সকলি জানিতেছ। তোমরা ২১ যে সত্য ধর্ম্ম বিষয়ে অজ্ঞাত আছ, এই জন্যে তোমাদিগকে লিখিলাম, তাহা নয়; কিন্তু সত্য ধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়াছ, এবং সত্য ধর্ম্মের মধ্যে কোন মিথ্যা নাই, এই জন্যে লিখিলাম। যীশুই অ- ২২ ভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা, ইহা যে জন অস্বীকার করে, সে ব্যতিরেকে মিথ্যাবাদী আর কে আছে? সেই জন পিতা ও পুত্রকে অস্বীকার করিয়া ভাক্ত খ্রীষ্ট হয়। যে কেহ পুত্রকে অস্বীকার করে, সে ২৩

পিতাকেও ত্যাগ করে; (কিন্তু যে কেহ পুত্রকে
২৪ স্বীকার করে, সে পিতাকেও প্রাপ্ত হয়।) অতএব
তোমরা প্রথমাবধি যে কথা শুনিয়াছ, তাহা তো-
মাদের অন্তরে থাকুক; সেই প্রথমাবধি শ্রুত বাক্য
যদি তোমাদের অন্তরে থাকে, তবে তোমরাও পি-
২৫ তাতে ও পুত্রেতে থাকিবা। তাঁহার প্রতিজ্ঞাদ্বারা
আমাদের প্রতি যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, সেই
২৬ অনন্ত পরমায়ুঃ। যাহারা তোমাদিগকে ভুলাইতে
চাহে, তাহাদের বিষয়ে এই কথা তোমাদিগকে
২৭ লিখিলাম। তাঁহাদ্বারা প্রাপ্ত তোমাদের অন্তরস্থ
অভিষেক তোমাদিগেতে থাকাতে, অন্য কাহারো
উপদেশে তোমাদের প্রয়োজন নাই; সেই যে
অভিষেক তাবৎ বিষয়ে উপদেশ করায়, তাহা সত্য
হয়, ও তাহাতে মিথ্যার লেশও নাই; অতএব সে
তোমাদিগকে যে রূপ উপদেশ দিয়াছে, তদনুসারে
২৮ তাঁহাতে থাক। হে প্রিয় বালকগণ, এখন তো-
মরা তাঁহাতে থাক, থাকিলে তিনি যে সময়ে
প্রকাশিত হইবেন, তৎকালে আমরা সাহসিক হ-
ইব, এবং তাঁহার আগমন সময়ে তাঁহার সাক্ষাতে
২৯ লজ্জিত হইব না। আর তিনি ধার্ম্মিক, ইহা যদি
জান, তবে যে কেহ ধর্ম্মকর্ম্ম করে, সে তাঁহাহই-
তে জাত, ইহাও জ্ঞাত হও।

৩ অধ্যায়।

১ আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও তৎপ্রযুক্ত পাপত্যাগ করণ
ও পরস্পর প্রেম করণ ও ধর্ম্মকর্ম্ম করণের আবশ্যকতা।

১ দেখ, আমরা ঈশ্বরের পুত্ররূপে বিখ্যাত হই-
তেছি, ইহাতে পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম

প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু জগতের লোকেরা তাঁ-
হাকে জানে নাই, এ জন্যে আমাদিগকেও জানে
না। হে প্রিয়গণ, এক্ষণে আমরা ঈশ্বরের পুত্র ২
আছি, কিন্তু পশ্চাৎ কি হইব, তাহা ব্যক্ত হয়
নাই ; তথাচ তাঁহার প্রকাশিত হওন সময়ে তাঁ-
হার সদৃশ হইব, ইহা আমরা জানি ; কেননা তি-
নি যাদৃশ আছেন, তাদৃশ তাঁহাকে দর্শন করিব।
এবং তিনি যেমন পবিত্র, তাঁহাতে ঐ আশাবিশিষ্ট ৩
প্রত্যেক জন আপনাকে তদ্রূপ পবিত্র করে। যে ৪
জন পাপ করে, সেই ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে; কেন-
না ব্যবস্থার লঙ্ঘনই পাপ। আর তিনি আ- ৫
মাদের পাপ হরণার্থে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং
তাঁহাতে পাপ নাই, ইহা তোমরা জ্ঞাত আছ।
যে কেহ তাঁহাতে থাকে, সে পাপাচরণ করে না; ৬
কিন্তু যে কেহ পাপাচরণ করে, সে কখনো তাঁ-
হাকে দেখে নাই এবং জানেও নাই। হে প্রিয় ৭
বালকগণ, সাবধান, কেহ যেন তোমাদের ভ্রান্তি
না জন্মায়; যে কেহ ধর্ম্মাচরণ করে, সে খ্রীষ্টের
সদৃশ ধার্ম্মিক হয়। কিন্তু যে কেহ পাপাচরণ ৮
করে, সে শয়তানের সন্তান হয় ; শয়তান প্রথ-
মাবধি পাপ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু শয়তানের
কর্ম্ম বিনষ্ট করিতে ঈশ্বরের পুত্র স্বয়ং অবতীর্ণ
হইয়াছেন। যে কেহ ঈশ্বরহইতে জাত হয়, তা- ৯
হার অন্তরে ঈশ্বরের বীর্য্য থাকাতে সে পাপাচরণ
করে না, এবং ঈশ্বরহইতে জাত প্রযুক্ত পাপা-
চরণ করিতেও পারে না। ইহাতে কে ঈশ্বরের ১০
সন্তান, আর কে বা শয়তানের সন্তান, তাহা প্রকাশ

পায়; যে জন ধর্ম্মাচরণ ও আপন ভ্রাতার প্রতি প্রেম না করে, সে কদাচ ঈশ্বরহইতে জাত নয়।
১১ আমাদিগের পরস্পর প্রেম করিতে হয়, এই আ-
১২ জ্ঞা তোমরা প্রথমাবধি শুনিয়া আসিতেছ। অতএব পাপাত্মার সন্তান যে কাবিল, তাহার মত হইও না; সে আপন ভ্রাতাকে বধ করিল; কেন তাহাকে বধ করিল? কারণ তাহার আপনার কর্ম্ম
১৩ পাপময়, ও ভ্রাতার কর্ম্ম ধর্ম্মময় ছিল। হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, জগজ্জনেরা যদি তোমাদিগকে
১৪ ঘৃণা করে, তাহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না। ভ্রাতৃগণের সহিত প্রেম করাতে আমরা যে মৃত্যুহইতে জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছি, ইহা জানি; যে কেহ আপন ভ্রাতাকে প্রেম না করে, সে মৃত্যুর আ-
১৫ শ্রয়ে থাকে। যে কেহ আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক হয়; এবং নরঘাতকের অন্তরে অনন্ত পরমায়ুঃ স্থান পায় না, ইহা তোমরা
১৬ জ্ঞাত আছ। তিনি আমাদের নিমিত্তে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিলেন, ইহাতেই প্রেম জানা যায়; অতএব ভ্রাতৃগণের নিমিত্তে আমাদেরও
১৭ প্রাণপণ করা উচিত। আপনি সাংসারিক ধনবান হইলেও যদি কেহ আপন ভ্রাতার দীনতা দেখিয়া তাহার প্রতি আপনার দয়া রোধ করে, তবে তাহার অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম কি প্রকারে থাকিতে
১৮ পারে? হে আমার প্রিয় বালকগণ, আইস, আমরা কেবল বাচনিক ও মৌখিক প্রেম না করিয়া
১৯ কার্য্যেতে ও সত্যতাতে প্রেম করি। তাহাতে আমরা যে সত্যধর্ম্মের পক্ষ, ইহা জ্ঞাত হওয়াতে তাঁহার

সাক্ষাতে আপনাদের মন সুস্থির করিতে পারিব। আমাদের মন যদি আমাদিগকে দোষী করে, তবে ঈ- ২০ শ্বর আমাদের মনহইতে মহান্ এবং সকলি জানেন। হে প্রিয়গণ, আমাদের মন যদি আমাদিগকে দোষী ২১ না করে, তবে ঈশ্বরের নিকটে আমাদের সাহস হইবে। এবং আমরা যাহা২ প্রার্থনা করি, তাহা ২২ সমস্তই তাঁহার নিকটে পাইব; কেননা আমরা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি, এবং তাঁহার গোচরে যাহা গ্রাহ্য হয়, এমত কর্ম্ম করিয়া থাকি। আর তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামেতে প্রত্যয় ২৩ করা, এবং তাঁহার দত্ত আজ্ঞানুসারে পরস্পর প্রেম করা কর্ত্তব্য, এই তাঁহার আজ্ঞা। যে জন তাঁহার ২৪ আজ্ঞা পালন করে, সে তাঁহাতে থাকে ও তিনি তাহাতে থাকেন; আর তিনি যে আমাদিগেতে থা- কেন, ইহা আমরা তাঁহার দত্ত আত্মাদ্বারা জ্ঞাত হইতেছি।

৪ অধ্যায়।

১ পরীক্ষা ব্যতিরেকে তাবৎ শিক্ষককে গ্রাহ্য না করণ ৭ ও পর- স্পর প্রেম করণের ফলের নির্ণয়।

হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, এই জগতের মধ্যে অনেক২ ১ ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা আসিয়াছে; অতএব তোমরা সমুদয় শিক্ষককে বিশ্বাস করিও না, কিন্তু তাহা- রা ঈশ্বরীয় লোক কি না, তদ্বিষয়ে শিক্ষকগণকে পরীক্ষা কর। তাহাতে কে ঈশ্বরীয় শিক্ষক, তা- ২ হা জানিতে পারিবা; ফলতঃ যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্য- রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যে প্রত্যেক শিক্ষক ইহা স্বীকার করে, সেই ঈশ্বরীয় লোক। আর যীশু ৩

খ্রীষ্ট মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যে প্রত্যেক শিক্ষক ইহা অস্বীকার করে, সে ঈশ্বরীয় লোক নহে, কিন্তু ভাক্ত খ্রীষ্টের লোক; আর এমন যে লোকের ভাবি আগমনের কথা তোমরা শুনিয়াছ,
৪ তাহারা এখন জগতে উপস্থিত হইল। হে প্রিয় বালকগণ, তোমরা ঈশ্বরীয় লোক, এই প্রযুক্ত তাহাদিগকে জয় করিয়াছ; যে হেতুক তোমাদের
৫ মধ্যবর্ত্তী সংসারের মধ্যবর্ত্তী অপেক্ষাও বড়। তাহারা সংসারের লোক, এই জন্যে কেবল সাংসারিক কথা কহে, এবং সংসারও তাহাদের কথা
৬ মানে। আর আমরা ঈশ্বরের লোক; যে কেহ ঈশ্বরকে জানে, সেই আমাদের কথা মানে; কিন্তু যে কেহ ঈশ্বরের লোক নয়, সে আমাদের কথা মানে না। এই রূপে আমরা সত্য শিক্ষককে এবং ভ্রান্ত শিক্ষককে জানিতে পারি।

৭ হে প্রিয়বর্গ, আইস, আমরা পরস্পর প্রেম করি; কেননা প্রেম ঈশ্বরহইতে হয়; আর যে কেহ প্রেম করে, সে ঈশ্বরহইতে জাত হয় এবং ঈশ্বর-
৮ কে জানে। কিন্তু যে জন প্রেম করে না, সে ঈশ্বরের তত্ত্বও জানে না; যেহেতুক ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ।
৯ ঈশ্বর আপন অদ্বিতীয় পুত্রদ্বারা আমাদিগকে পরমায়ু দিবার জন্যে তাঁহাকে এই জগতে পাঠাইলেন, ইহাতে তিনি আমাদের প্রতি আপন প্রেম প্রকাশ
১০ করিলেন। আমরা যে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম করিলাম, তাহা নয়; কিন্তু তিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়া আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আপন পুত্রকে পাঠাইলেন, ইহা প্রেমের বিষয় বটে।

হে প্রিয়গণ, ঈশ্বর আমাদের প্রতি যদি এতো ১১
প্রেম করিলেন, তবে আমাদেরও পরস্পর প্রেম করা
কর্ত্তব্য। কেহ কখনো ঈশ্বরকে দেখে নাই; কিন্তু ১২
আমরা যদি পরস্পর প্রেম করি, তবে ঈশ্বর আ-
মাদের অন্তরে থাকেন, ও আমাদিগেতে তাঁহার
প্রেম সিদ্ধ হয়। আর আমাদের প্রতি আপন ১৩
আত্মা প্রদান করাতে, তিনি যে আমাদিগেতে থা-
কেন ও আমরা তাঁহাতে থাকি, ইহা জ্ঞাত আছি।
এবং পিতা জগতের পরিত্রাণকারি আপন পুত্রকে ১৪
প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমরা সাক্ষ্য দি-
তেছি। তাহাতে যীশু ঈশ্বরের পুত্র, ইহা যে কেহ ১৫
স্বীকার করে, সে ঈশ্বরেতে থাকে এবং ঈশ্বর তা-
হাতে থাকেন। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম ১৬
আছে, ইহা আমরা জ্ঞাত হইয়া বিশ্বাস করি;
ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ; আর যে জন প্রেমে থাকে,
সেই ঈশ্বরেতে থাকে, এবং ঈশ্বর তাহাতে থাকেন।
এই প্রকারে এই জগতে তাঁহার সদৃশ হওয়াতে ১৭
বিচার দিনের বিষয়ে আমাদের সাহস হইতেছে,
ইহাতেই আমাদের মধ্যে প্রেম সিদ্ধ হয়। প্রেমে- ১৮
তে ভয় থাকে না, সিদ্ধ প্রেম ভয়কে দূর ক-
রে; ভয়েতে যন্ত্রণা আছে; যে জন ভয় করে,
সে প্রেমেতে সিদ্ধ নয়। তিনি প্রথমে আমাদিগ- ১৯
কে প্রেম করিয়াছেন, এই জন্যে আমরাও তাঁহা-
কে প্রেম করি। যে জন নিজ ভ্রাতাকে ঘৃণা ক- ২০
রিয়া, 'আমি ঈশ্বরকে প্রেম করিতেছি,' এমত কথা
বলে, সে মিথ্যাবাদী; কেননা আপনার যে ভ্রা-
তাকে দেখে, তাহাকে যদি প্রেম না করে, তবে

যাঁহাকে দেখে নাই, এমন ঈশ্বরকে কি প্রকারে
২১ প্রেম করিতে পারে? যে জন ঈশ্বরকে প্রেম ক-
রে, সে আপন ভ্রাতাকেও প্রেম করুক, এই আ-
জ্ঞা আমরা তাঁহাহইতে পাইয়াছি।

৫ অধ্যায়।

১ ভ্রাতৃগণের সহিত প্রেম করা ও ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন করা ঈ-
শ্বরের প্রেমের চিহ্ন হওন ১৪ ও ঈশ্বরের আপন লোকদের প্রার্থ-
না শুনন ও সফল করণ।

১ যীশু অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা, ইহা যে প্রত্যেক জন
বিশ্বাস করে, সেই ঈশ্বরহইতে জাত; এবং যে
প্রত্যেক জন জন্মদাতাকে প্রেম করে, সে তজ্জাত
২ ব্যক্তিকেও প্রেম করে। আমরা যখন ঈশ্বরকে প্রেম
করি ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করি, তখন তাঁহার
৩ বালকগণকেও প্রেম করি, ইহা জানি। ঈশ্বরের
আজ্ঞা পালনেই তাঁহার প্রতি প্রেম প্রকাশ পায়;
৪ আর তাঁহার আজ্ঞা সকল কঠিন নহে। যে কেহ
ঈশ্বরহইতে জাত, সে জগৎকে জয় করে; এবং
জগতের জয় করণরূপ যে জয়, সেই আমাদের প্র-
৫ ত্যয়। যীশু ঈশ্বরের পুত্র, ইহা যে ব্যক্তি প্রত্যয়
৬ করে, তদ্ব্যতিরেকে জগতের জয়কারী কে? এই অ-
ভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা যীশু জল ও রক্তদ্বারা প্রকাশিত
হইলেন; কেবল জলদ্বারা নয়, জল ও রক্ত উভয়-
দ্বারা প্রকাশিত হইলেন; সত্যতাস্বরূপ যে আত্মা,
৭ তিনি তদ্বিষয়ে সাক্ষী আছেন। (কেননা পিতা ও
বাক্য ও পবিত্র আত্মা, এই তিন স্বর্গেতে সাক্ষী
৮ আছেন, এবং এ তিনেতে এক।) এবং আত্মা ও
জল ও রক্ত, এই তিন পৃথিবীতে সাক্ষী আছে, এবং

তিনেরই এক সাক্ষ্য। আমরা যদি মনুষ্যের সাক্ষ্য ৯ গ্রাহ্য করি, তবে ঈশ্বরের সাক্ষ্য তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়; আর ঈশ্বর আপন পুত্রের বিষয়ে আপনি ঐ সাক্ষ্য দিয়াছেন। যে জন ঈশ্বরের পুত্রেতে বিশ্বাস করে, ১০ সে আপন অন্তরে ঐ সাক্ষ্য পায়; কিন্তু যে জন ঈশ্বরে অবিশ্বাস করে, সে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী করে; কারণ ঈশ্বর আপন পুত্রের বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস করে না। ঈশ্বর ১১ আমাদিগকে অনন্ত পরমায়ু দিয়াছেন, ও সেই পরমায়ু তাঁহার পুত্রেতে আছে, এই তাঁহার সাক্ষ্য। যে জন পুত্রকে গ্রাহ্য করে, সে পরমায়ু পায়; ১২ কিন্তু যে জন ঈশ্বরের পুত্রকে অগ্রাহ্য করে, সে পরমায়ু পায় না। তোমাদের অনন্ত পরমায়ু আছে, ১৩ ইহা জ্ঞাত হইয়া ঈশ্বরের পুত্রের নামে যেন বিশ্বাসেতে থাক, এই জন্যে ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাসকারী যে তোমরা, তোমাদিগকে আমি এই কথা লিখিলাম।

আমরা যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কোন প্রার্থনা ১৪ করি, তবে তিনি আমাদের সেই প্রার্থনা শুনেন, তাঁহার প্রতি আমাদের এমত দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এবং তিনি আমাদের তাবৎ নিবেদন শুনেন, ইহা ১৫ যদি জানি, তবে তাঁহার নিকটে যাহা প্রার্থনা করি, তাহাই আমাদের হইবে, ইহাও আমরা জানি। কেহ যদি আপন ভ্রাতাকে অমৃত্যুজনক পাপ করিতে ১৬ দেখে, তবে তাহার নিমিত্তে প্রার্থনা করুক; তাহাতে যে জন মৃত্যুজনক পাপ করে নাই, ঈশ্বর তাহাকে জীবন দিবেন; মৃত্যুজনক এক প্রকার পাপ আ-

ছে, কিন্তু সেই পাপের বিষয়ে প্রার্থনা করিতে হয়,
১৭ তাহা আমি বলি না। তাবৎ অধর্ম্মই পাপ, কিন্তু
১৮ কতক পাপ মৃত্যুজনক হয় না। যে জন ঈশ্বরহই-
তে জাত, সে পাপাচরণ না করিয়া আপনাকে রক্ষা
করে, এবং পাপাত্মা তাহার হানি করিতে পারে
১৯ না, ইহা আমরা জানি। এবং আমরা ঈশ্বরহইতে
জাত, তদ্ভিন্ন তাবৎ জগজ্জন পাপাত্মার অধীন হইয়া
২০ থাকে, ইহাও জানি। আর ঈশ্বরের পুত্র অবতীর্ণ
হইয়াছেন, এবং ঈশ্বর সত্যময়ের তত্ত্ব জানাইতে
আমাদিগকে জ্ঞান দিয়াছেন, তাহাও জানি; এবং
আমরা সেই সত্যময়ের অর্থাৎ তাঁহার পুত্র যীশু
খ্রীষ্টের আশ্রয়েতে আছি; তিনিই সত্যময় ঈশ্বর ও
২১ অনন্ত পরমায়ু হন। হে প্রিয় বালকগণ, তোমরা
দেবপ্রতিমাহইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর। ইতি।

যোহনের দ্বিতীয় পত্র।

১ মঙ্গলাচরণ ৪ ও প্রেম ও ধর্ম্মাচরণে নিত্য প্রবৃত্ত হওন ও মি-
থ্যা শিক্ষকহইতে সাবধান হওনের বিষয় ১২ ও সমাপ্তি।

১ হে মনোনীত কর্ত্রি, প্রাচীন লোক যে আমি,
আমি তোমাকে ও তোমার পুত্রগণকে পত্র লিখি-
তেছি; সত্য ধর্ম্ম প্রযুক্ত তোমাদিগেতে প্রেম করি;
আমি কেবল নয়, যে২ লোক সত্যধর্ম্ম জানে, সক-
২ লেই প্রেম করে। এবং সেই প্রেমের মূল যে সত্য
ধর্ম্ম, তাহা আমাদের অন্তরে আছে ও সর্ব্বদাই

থাকিবে। পিতা ঈশ্বর ও ঐ পিতার পুত্র প্রভু ৩ যীশু খ্রীষ্ট তোমাদিগকে সত্য ধর্ম্মের ও প্রেমের সহিত অনুগ্রহ ও দয়া ও শান্তি প্রদান করুন।

আমরা পিতাহইতে যে আজ্ঞা পাইয়াছি, তদনুসা- ৪ রিক সত্য ধর্ম্মেতে তোমার কোন২ বালক আচরণ করিয়া থাকে, ইহা জ্ঞাত হইয়া আমি বড় আনন্দিত হইলাম। হে কর্ত্রি, সম্প্রতি তোমাকে কোন এক ৫ নূতন আজ্ঞা লিখি তাহা নয়; কিন্তু পরস্পর প্রেম করিতে হয়, এই যে আজ্ঞা আমরা প্রথমাবধি পাই- য়াছি, তাহাই নিবেদন করি। তাঁহার আজ্ঞানুসারে ৬ আমাদের আচরণ করা প্রেমের সার; এবং তোমরা যাহা প্রথমাবধি শুনিয়াছ, তদনুসারে আচরণ কর, এই তাঁহার আজ্ঞা আছে। কিন্তু অনেক প্রবঞ্চক ৭ সংসারে আসিয়া মানুষরূপি যীশু খ্রীষ্টের অবতার স্বীকার করে না; এ লোকই প্রবঞ্চক ও ভাক্ত খ্রীষ্ট। অতএব আমাদের পূর্ব্বকৃত কার্য্য সকল যেন ৮ বিফল না হয়, বরং তাহার সম্পূর্ণ পুরস্কার পাই, এই নিমিত্তে তোমরা আপন২ বিষয়ে সাবধান হও। যে কেহ আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া খ্রীষ্টের উপদেশেতে না ৯ থাকে, ঈশ্বরের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই; কিন্তু যে কেহ খ্রীষ্টের উপদেশে থাকে, সেই পিতা ও পুত্র উভয়ের সম্পর্কীয় হয়। যদি কেহ এই উপদেশ না ১০ লইয়া তোমাদের নিকটে আইসে, তবে তাহাকে অতিথি করিও না, এবং 'মঙ্গল হউক,' এমন কথা তাহাকে বলিও না। কেননা 'মঙ্গল হউক,' এমন ১১ কথা যে কেহ তাহাকে বলে, সে তাহার দুষ্কর্ম্মের অংশী হয়।

১২ তোমাদিগকে অনেক কথা জ্ঞাত করিতে হয়; কিন্তু কাগজ ও কালীদ্বারা তাহা করিতে চাহি না; আমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ করণার্থে তোমাদের নিকটে গিয়া অভিমুখ হইয়া কথাবার্ত্তা কহিব, এমত আমার
১৩ প্রত্যাশা আছে। তোমার মনোনীত ভগিনীর বালকেরা তোমাকে নমস্কার জানাইতেছে। ইতি।

যোহনের তৃতীয় পত্র।

১ ধর্ম্মাচরণ ও অতিথির নিমিত্তে যোহনদ্বারা গায়ের প্রশংসা ৯ ও দিয়ত্রিফির প্রতি অনুযোগ ও দীমীত্রিয়ের প্রশংসা ১৩ ও সমাপ্তি।

১ প্রাচীন লোক আমি যে প্রিয়তম গায়কে সত্য ধর্ম্ম-
২ প্রযুক্ত প্রেম করি, তাহার প্রতি পত্র লিখিতেছি। হে প্রিয়, তোমার মঙ্গল হউক; যেমন আত্মাতে, তেমন শরীরেতেও স্বাস্থ্য হউক, এই আমার একান্ত প্রার্থনা।
৩ আগত ভ্রাতৃগণের প্রমুখাৎ তোমার সত্য ধর্ম্ম গ্রহণের ও সত্যধর্ম্মাচরণের প্রমাণ পাইয়া আমি বড় আনন্দিত
৪ হইলাম। আমার বালকগণ সত্যধর্ম্মে আচরণ করিতেছে, এই সংবাদ শ্রবণ অপেক্ষা আমার আনন্দের
৫ আর বড় বিষয় নাই। হে প্রিয়, তুমি ভ্রাতৃগণের বিশেষতঃ বিদেশি লোকদিগের প্রতি যে২ কর্ম্ম করিয়া
৬ থাক, সকলি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক করিয়া থাক। তাহারা মণ্ডলীর সাক্ষাতে তোমার প্রেমের বিষয়ে প্রমাণ দিল; তুমি যদি বিদায়কালে ঈশ্বরের যোগ্যরূপে তাহাদের

প্রতি মনোযোগ কর, তবে উত্তম কার্য্য করিবা। কেননা তাহারা অন্যদেশীয়দের কাছে কিছু না লই- ৭ য়া (ঈশ্বরের) নামে যাত্রা করিয়া আসিতেছে। অত- ৮ এব সত্য ধর্ম্মের সহায় হওনার্থে এ প্রকার লোক-দিগকে আতিথ্য করা আমাদের কর্ত্তব্য।

আমি মণ্ডলীর প্রতি পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু দিয়- ৯ ত্রিফি সেই মণ্ডলীর প্রধান হইতে ইচ্ছা করিয়া আ-মাদিগকে অগ্রাহ্য করে। সে আমাদের উদ্দেশে অ- ১০ নেক কটুকাটব্য কহে, এবং তাহাতেও তৃপ্ত না হওয়া-তে ভ্রাতৃগণকে আপনি অতিথি করে না, এবং অন্য কেহ২ করিতে চাহিলে তাহাদিগকেও নিষেধ করে, এবং মণ্ডলীহইতে বাহির করে; এই নিমিত্তে আমি যখন উপস্থিত হইব, তৎকালে এই যে সকল কর্ম্ম করে, তাহা তাহাকে স্মরণ করাইব। হে প্রিয়, তুমি ১১ অসৎকর্ম্মের অনুগামী না হইয়া সৎকর্ম্মের অনুগামী হও; যে কেহ সৎকর্ম্ম করে, সেই ঈশ্বরহইতে জাত; কিন্তু যে অসৎকর্ম্ম করে, সে ঈশ্বরকে জানে না। সকল মনুষ্যদ্বারা ও সত্যধর্ম্মদ্বারা দীমীত্রিয়ের সুখ্যাতি ১২ হইতেছে, এবং আমরাও প্রমাণ দিতেছি; আর আ-মাদের প্রমাণ যে সত্য, ইহা তোমরা জ্ঞাত আছ।

তোমাকে অনেক কথা জ্ঞাত করিতে হয়, কিন্তু ১৩ কালী ও লেখনীদ্বারা তাহা করিতে চাহি না। ত্বরায় ১৪ তোমাকে দেখিব এবং অভিমুখ হইয়া কথাবার্ত্তা কহিব, এমত আমার প্রত্যাশা আছে; তোমার মঙ্গল হউক। আমাদের মিত্রগণ তোমাকে নমস্কার করিতেছে; তুমিও প্রত্যেকের নাম লইয়া মিত্রগণ-কে নমস্কার কর।

যিহূদার সর্ব্বসাধারণ পত্র।

১ মঙ্গলাচরণ ৩ ও ধর্ম্মে স্থির হওনের বিষয় ও দুষ্ট শিক্ষকদের পাপ ও দণ্ড ২০ ও যিহূদার বিনয় কথা ২৪ ও মঙ্গল প্রার্থনা।

১ যাহারা পিতা ঈশ্বর কর্তৃক পবিত্রীকৃত ও যীশু খ্রীষ্টকর্তৃক আহূত ও রক্ষিত হয়, তাহাদের প্রতি যিহূদা নামে যাকূবের ভ্রাতা যীশু খ্রীষ্টের দাস
২ পত্র লিখিতেছে। তোমাদের প্রতি দয়া ও শান্তি ও প্রেম বাহুল্যরূপে হউক।
৩ হে প্রিয়বর্গ, তোমাদিগকে সাধারণ পরিত্রাণের কথা লিখিতে আমার বহু যত্ন থাকাতে, বিশেষতঃ প্রথমাবধি পবিত্র লোকদিগকে সমর্পিত যে ধর্ম্ম, তাহার নিমিত্তে তোমরা প্রাণপণ করিয়া উদ্যোগী হও, বিনয় পূর্ব্বক এমত কথা লেখা আবশ্যক বুঝিলাম।
৪ যেহেতুক পূর্ব্বলিখিত দণ্ডপাত্র কএক জন গুপ্তরূপে তোমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট আছে; সেই অধার্ম্মিকেরা আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করিয়া লম্পটতাদি করে, এবং অদ্বিতীয় প্রভু ঈশ্বরকে, অর্থাৎ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে।
৫ অতএব তোমরা যাহা জ্ঞাত আছ, তাহা তোমাদিগকে একেবারে স্মরণ করাইতে চাহি; ফলতঃ পরমেশ্বর মিসরদেশহইতে নিজ লোকদিগকে একবার

উদ্ধার করিলে পর যাহারা অবিশ্বাসী হইল, তা-
হাদিগকে সংহার করিয়াছেন। এবং যে২ দিব্য ৬
দূত আপন২ পদে না থাকিয়া বাসস্থান পরিত্যাগ
করিয়াছিল, ঈশ্বর তাহাদিগকে মহাবিচারের দিন
পর্য্যন্ত অনন্তকালীয় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ঘোরান্ধকা-
রের মধ্যে রাখিয়াছেন। তাহাদের ন্যায় বিপথগামি ৭
সিদোম্ ও অমোরা ও তাহার নিকটস্থ নগরনিবাসি-
রা বেশ্যাগমন ও পুংমৈথুন করাতে অনির্ব্বাণানলে
দণ্ডভোগ করিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়াছে। এই কা- ৮
লের অধার্ম্মিকেরা সেই প্রকার লোক, তাহারা ঘোর
নিদ্রিত হইয়া শরীরকে অশুচি করে, এবং রাজশা-
সনপদকে অবজ্ঞা করিয়া উচ্চপদস্থ সকলের নিন্দা
করে। মীখায়েল্ নামক প্রধান দিব্য দূত যে সময়ে ৯
মূসার শরীরের বিষয়ে শয়তানের সহিত উত্তর প্র-
ত্যুত্তর করিল, তৎকালে সে তাহার বিরুদ্ধে নিন্দা-
যুক্ত অপবাদ না করিয়া কেবল এই কথা কহিল,
'পরমেশ্বর তোমাকে অনুযোগ করুন।' কিন্তু এই ১০
লোকেরা যাহার তত্ত্ব জানে না, তাহার নিন্দা করে;
এবং অজ্ঞান পশুগণের ন্যায় ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা বুঝে,
তদদ্বারা বিনষ্ট হয়। হায়২ তাহারা কাবিলের ন্যায় ১১
বিপথগামী হইতেছে, এবং পুরস্কারের জন্যে বিলিয়-
মের ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত হইতেছে, এবং কোরহের অ-
বাধ্যতাতে বিনষ্ট হইতেছে। তাহারা তোমাদের স- ১২
হিত ভোজন করিয়া নির্ভয়ে অধিক ভোক্তা হওয়াতে
তোমাদের প্রেমভোজেতে কলঙ্ক হয়। আর তাহা- ১৩
রা বায়ুচালিত নির্জ্জল মেঘস্বরূপ, এবং দ্বিবার মৃত
মূলোৎপাটিত ফলহীন শুষ্ক বৃক্ষস্বরূপ, এবং লজ্জা-

ৰূপ ফেণা বিস্তারকারি সমুদ্রের প্রচণ্ড তরঙ্গ স্বৰূপ, এবং যাহাদের নিমিত্তে নিত্য ঘোরতর অন্ধকার সঞ্চিত আছে, এমত ভ্রমণকারি নক্ষত্র স্বৰূপ হয়।

১৪ আর আদম্‌হইতে সপ্তম পুরুষ যে হনোক্, সে ভবিষ্যদ্বাক্যদ্বারা তাহাদের বিষয়ে ইহা কহিয়াছিল; 'দেখ, পরমেশ্বর আপন অযুত২ পবিত্র লোককে

১৫ সঙ্গে করিয়া মনুষ্যমাত্রের বিচার করিবার জন্যে, এবং তাহাদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ অধার্ম্মিকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে বিবিধ অধর্ম্মকর্ম্ম করিয়াছে এবং অধর্ম্মের নানা কঠোর দুর্ব্বাক্য কহিয়াছে, তাহাদের সেই সকল দোষের দণ্ড প্রদানের জন্যে আসি-

১৬ তেছেন।' তাহারা বচসাকারী ও দুর্ম্মুখ ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া সাহঙ্কার বাক্য বলে, এবং লাভার্থে

১৭ মনুষ্যগণের মুখাপেক্ষা করে। হে প্রিয়েরা, তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতগণের পূর্ব্বোক্ত

১৮ উপদেশ স্মরণ কর; কেননা 'শেষকালে আপনাদের কুঅভিলাষানুসারে অধর্ম্মাচারী নিন্দক লোক উপস্থিত হইবে,' এই কথা তাহারা তোমাদিগকে কহি-

১৯ য়াছে। এই লোকেরা আপনাদিগকে পৃথক করিয়া সাংসারিক ও আত্মারহিত হয়।

২০ হে প্রিয়গণ, তোমরা আপনাদের অতি পবিত্র ধর্ম্মে আপনাদিগকে স্থির করিয়া পবিত্র আত্মাদ্বারা

২১ প্রার্থনা কর। এবং অনন্ত পরমায়ুদায়ক যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কৃপা, তাহা অপেক্ষা করণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের প্রেমেতে আপনাদিগকে রক্ষা কর।

২২ এবং বিশেষ করিয়া কতক লোককে দয়া কর; এবং

২৩ কতক লোককে ভয় দেখাইয়া অগ্নিহইতে টানিয়া

লইয়া রক্ষা কর। কিন্তু মাংসের কলঙ্কেতে কলঙ্কিত যে বস্ত্র, তাহাও ঘৃণা কর।

২৪ আর তোমাদিগকে পতনহইতে রক্ষা করিয়া মহানন্দেতে আপনার তেজের সাক্ষাতে নির্দ্দোষ রাখিতে সমর্থ যে অদ্বিতীয় সর্ব্বজ্ঞ ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর, ২৫ তাঁহার গৌরব ও মহিমা ও পরাক্রম ও শাসন অনন্তকাল সপ্রকাশ হউক। ইতি।

যোহনের প্রতি প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য।
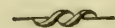
১ অধ্যায়।

১ আভাষ ৪ ও মঙ্গলাচরণ ৭ ও খ্রীষ্টের আগমনের কথা ৯ ও যোহনের বদ্ধ হওনের কথা ও খ্রীষ্টের দর্শন ও সপ্ত প্রদীপস্বরূপ সপ্ত মণ্ডলীর দর্শন।

১ ঈশ্বর আপন সেবকদিগকে শীঘ্র ভাবিঘটনা জ্ঞাপন করিতে এই প্রকাশিত বাক্য যীশু খ্রীষ্টের নিকটে সমর্পণ করিলেন, তাহাতে তিনি আপন দূতদ্বারা প্রেরণ করিয়া আপন সেবক যোহন্‌কে তাহা জ্ঞাত করিলেন। ২ যোহন্ ঈশ্বরের বাক্যের বিষয়ে ও খ্রীষ্টের সাক্ষ্যের বিষয়ে যাহা২ দর্শন করিয়াছে, তাহার বিষয়ে প্রমাণ দিল। ৩ যে জন এই ভবিষ্যদ্‌বাক্য পাঠ করে, এবং যাহারা তাহা শ্রবণ করে, এবং তাহার লিখিত আজ্ঞা পালন করে, তাহারা ধন্য; কেননা কাল (প্রায়) উপস্থিত হইতেছে।

৪ যোহন্ আশিয়া দেশস্থ সপ্ত মণ্ডলীর প্রতি পত্র লিখিতেছে। যিনি বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালস্বৰূপ, এবং যে সপ্ত আত্মা তাঁহার সিংহাসনের
৫ সম্মুখে আছে, এবং বিশ্বস্ত সাক্ষিস্বৰূপ ও মৃত লোকদের প্রথমজাত (ফলস্বৰূপ) ও পৃথিবীর রাজাধিরাজ যে যীশু খ্রীষ্ট, ইহাঁরা তোমাদিগকে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রদান করুন। যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়া আপন রক্তদ্বারা পাপহইতে প্রক্ষালন করি-
৬ য়া আপন পিতা ঈশ্বরের নিকটে রাজা ও যাজকৰূপে সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার মহিমা ও পরাক্রম সর্ব্বদা প্রকাশিত হউক। আমেন।

৭ দেখ, তিনি মেঘারূঢ় হইয়া আসিতেছেন; সকলেই তাঁহাকে চাক্ষুষ দেখিবে, এবং যাহারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহারাও দেখিবে; এবং দেশস্থ তাবৎ বংশীয় লোক তাঁহার জন্যে শোক করিবে।
৮ এমনি হউক; আমেন। আর বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালস্বৰূপ ও সর্ব্বশক্তিমান যে প্রভু পরমেশ্বর, তিনি ইহা কহেন, আমি ক ও ক্ষ, অর্থাৎ আদি ও অন্তস্বৰূপ।

৯ যীশু খ্রীষ্টের ক্লেশের ও রাজ্যের ও ধৈর্য্যের সহভাগী তোমাদের ভ্রাতা যোহন্ নামা যে আমি, আমি এক সময়ে ঈশ্বরের বাক্য এবং যীশু খ্রীষ্টে সাক্ষ্য প্রযুক্ত পৎম নামক উপদ্বীপে ছিলাম।
১০ তাহাতে প্রভুর দিনেতে আমি আত্মাতে আবিষ্ট হইলাম; তৎকালে আমার পশ্চাদ্ভাগহইতে তূরীর
১১ রবের ন্যায় এই বাক্যময় মহারব শুনিলাম, 'আমি ক ও ক্ষ, অর্থাৎ আদি ও অন্তস্বৰূপ; এখন তুমি যে

দর্শন পাইবা, তাহা পত্রিকাতে লিখিয়া ইফিষ ও স্মুর্ণা ও পর্গাম ও থুয়াতীরা ও সার্দ্দি ও ফিলাদিল্‌ফিয়া এবং লায়দিকেয়া, আশিয়া দেশস্থ এই সপ্ত মণ্ডলীর নিকটে প্রেরণ করিও।' আমার প্রতি এ প্রকার রব ১২ হইলে আমি বক্তার দর্শনার্থে ফিরিলাম, ফিরিলে পর সপ্ত সুবর্ণ প্রদীপ দেখিলাম। ঐ সপ্ত সুবর্ণ প্রদী- ১৩ পের মধ্যে মনুষ্যপুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তিকে দেখিলাম; তাঁহার পাদ পর্য্যন্ত বস্ত্রেতে আছন্ন এবং বক্ষস্থলে সুবর্ণ পটুকা বদ্ধ আছে। এবং হিমের ন্যায় ১৪ শুক্লবর্ণ মেষলোমের সদৃশ তাঁহার মস্তকের শুক্লবর্ণ কেশ, এবং অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল চক্ষু; ও হা- ১৫ করে পরিষ্কৃত সুপিত্তলের ন্যায় তাঁহার চরণ, এবং গভীর জলকল্লোলের ন্যায় তাঁহার রব, এবং তাঁহার ১৬ দক্ষিণ হস্তে সপ্ত নক্ষত্র আছে, এবং তাঁহার মুখহইতে দ্বিধার তীক্ষ্ণ খড়্গ নির্গত হইতেছে, এবং মধ্যাহ্নকালীয় প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার বদন উজ্জ্বল হইতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া আমি মৃতকল্প ১৭ হইয়া তাঁহারই চরণে পড়িলাম; কিন্তু তিনি আমার গাত্রেতে দক্ষিণ হস্ত দিয়া কহিলেন, 'ভয় করিও না, আমি আদি ও অন্তস্বরূপ; এবং স্বয়ংজীবী ১৮ হইলেও মৃত হইলাম, কিন্তু দেখ, অনন্তকালজীবী আছি; আমার হস্তে মৃত্যুর ও পরলোকের চাবি আছে। তুমি যাহা২ দেখিয়াছ ও যে বর্ত্তমান ও ১৯ ভবিষ্যৎ দেখিবা, সে সমস্তই লিখ। আমার দক্ষিণ ২০ হস্তে যে সপ্ত নক্ষত্র ও সপ্ত সুবর্ণ প্রদীপ দেখিতেছ, তাহার তাৎপর্য্য এই; সপ্ত নক্ষত্র সপ্ত মণ্ডলীর দূতস্বরূপ, এবং সপ্ত সুবর্ণ প্রদীপ সপ্ত মণ্ডলীস্বরূপ।

২ অধ্যায়।

১ ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রতি খ্রীষ্টের কথা ৮ ও স্মূর্ণা মণ্ডলীর প্রতি কথা ১২ ও পর্গাম মণ্ডলীর প্রতি কথা ১৮ ও থুয়াতীরা মণ্ডলীর প্রতি কথা।

১ ইফিষ নগরস্থ মণ্ডলীর দূতের নিকটে এই প্রকার লিপি প্রেরণ কর। যিনি দক্ষিণ হস্তে সপ্ত নক্ষত্র ধারণ করেন এবং সপ্ত সুবর্ণ প্রদীপের মধ্যে গমনাগমন করেন, তিনি তোমার প্রতি এই রূপ কহেন;
২ তুমি যে প্রকার ক্রিয়া ও পরিশ্রম ও ধৈর্য্য করিয়াছ, ও দুষ্টগণের ক্রিয়া সহ্য করিতে পার নাই, এবং যাহারা আপনাদিগকে প্রেরিত করিয়া বলে, কিন্তু বাস্তবিক প্রেরিত নহে, তাহাদিগকে পরীক্ষাদ্বারা মি-
৩ থ্যাবাদী নিশ্চয় করিয়াছ; এবং ক্লান্ত না হইয়া আমার নামের নিমিত্তে পরিশ্রম করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অনেক সহ্য করিয়াছ, এ সকলি আমি জ্ঞাত
৪ আছি। তথাচ তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছু কথা আছে, তুমি আপন আদ্য প্রেম পরিত্যাগ করিয়াছ।
৫ কোথাহইতে তোমার পতন হইয়াছে, ইহা মনে করিয়া মনঃপরিবর্ত্তন পূর্ব্বক আদ্য কর্ম্ম কর; নতুবা যদি মনঃপরিবর্ত্তন না কর, তবে আমি ত্বরায় আসিয়া তোমার প্রদীপ স্বস্থানহইতে দূর করিব।
৬ কিন্তু আমি নীকলায়তীয় লোকদের যে কর্ম্ম ঘৃণা করি, তাহা তুমিও ঘৃণা করিয়া থাক, এই তোমার
৭ এক বিশেষ গুণ আছে। মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মা যে কথা কহেন, যাহার কর্ণ আছে সে তাহা শুনুক; যে জন জয় করে, তাহাকে আমি ঈশ্বরের উদ্যানে উৎপন্ন অমৃত বৃক্ষের ফল ভোগ করিতে দিব।

আর স্মুর্ণা নগরস্থ মণ্ডলীর দূতের নিকটে এই ৮ প্রকার লিপি প্রেরণ কর। যিনি একবার মৃত হইয়া পুনর্জীবিত হইলেন, এমত আদি অন্তস্বরূপ (প্রভু) তোমাকে এই রূপ কহেন; তোমার ক্রিয়া ও ক্লেশ ৯ ও দীনতা আমি জানি, তথাচ তোমার ধন আছে; এবং আপনাদিগকে যিহূদীয় বলিলেও যাহারা যিহূদীয় না হইয়া শয়তানের সভাস্থ লোক হয়, তাহাদের নিন্দাও আমি জানি। যে২ দুঃখ ভোগ করি- ১০ তে হইবে, তাহাতে শঙ্কা করিও না; দেখ, শয়তান পরীক্ষার্থে তোমাদের কাহাকে২ কারাগারে সমর্পণ করিবে, ও দশ দিন পর্য্যন্ত তোমাদের দুঃখ হইবে; কিন্তু মরণ পর্য্যন্ত বিশ্বাস্য থাক, তাহাতে আমি তোমাকে অনন্ত জীবনরূপ মুকুট প্রদান করিব। মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মা যে কথা কহেন, যাহার ১১ কর্ণ আছে সে তাহা শুনুক। যে জন জয় করে, সে দ্বিতীয় মৃত্যুদ্বারা হিংসিত হইবে না।

আর পর্গাম নগরস্থ মণ্ডলীর দূতের নিকটে এই ১২ প্রকার লিপি প্রেরণ কর। দ্বিধার তীক্ষ্ণ খড়্গধারী তোমাকে এই কথা কহেন; তোমার ক্রিয়া, এবং ১৩ যে খানে শয়তানের সিংহাসন, সেখানে তোমার বসতি, এবং আমার নামেতে তোমার আস্থা করা, বিশেষতঃ শয়তানের সেই নিবাসস্থানে যে সময়ে অন্তিপা নামে আমার বিশ্বস্ত সাক্ষী তোমাদের মধ্যে হত হইয়াছিল, তৎকালে আমার ধর্ম্ম অস্বীকার কর নাই, এই সকল আমি জানি। তথাচ ১৪ তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছু কথা আছে, যে জন দেবতার প্রসাদ ভোজন ও বেশ্যাগমনরূপ বাধা ইস্রা-

য়েলের সন্তানদের সম্মুখপথে রাখিতে বালাক্ রা-
জাকে শিক্ষা দিয়াছিল, সেই বিলিয়মের মতাবলম্বি-
১৫ গণকে তুমি স্থান দিয়াছ; অর্থাৎ আমার ঘৃণ্য যে
নিকলায়তীয়দের মত, তন্মতাবলম্বিদিগকে আশ্রয় দি-
১৬ য়াছ। মন ফিরাও, নতুবা ত্বরায় তোমার নিকটে
উপস্থিত হইয়া আপন মুখনির্গত খড়্গদ্বারা তাহাদের
১৭ সহিত যুদ্ধ করিব। মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মা যে
কথা কহেন, যাহার কর্ণ আছে সে তাহা শুনুক;
যে জন জয় করে, তাহাকে আমি গুপ্ত মান্না খাই-
তে দিব, এবং গ্রহণকর্ত্তা ব্যতিরেক অন্যে জ্ঞাত নয়,
এমত নাম মুদ্রাঙ্কিত এক শ্বেত প্রস্তর তাহাকে দিব।
১৮ আর থুয়াতীরা নগরস্থ মণ্ডলীর দূতের নিকটে এই
প্রকার লিপি প্রেরণ কর। অগ্নিশিখা সদৃশ চক্ষুর্বি-
শিষ্ট ও সুপিত্তল সদৃশ চরণবিশিষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র,
১৯ তিনি তোমাকে এই কথা কহেন; তোমার ক্রিয়া
ও প্রেম ও সেবা ও বিশ্বাস ও ধৈর্য্য এবং তোমার
এ সমস্ত কর্ম্ম প্রথমাপেক্ষা শেষে আরো অধিকরূপে
২০ হয়, তাহা আমি জানি। তথাচ তোমার বিরুদ্ধে
আমার কিছু কথা আছে; ঈষেবল্ নাম্নী যে নারী
আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্ত্রী বলিয়া আমার দাসগণকে
বেশ্যাগমন ও দেবপ্রসাদ ভোজন করিতে শিক্ষা
দিয়া ভুলাইতেছে, তাহার ক্রিয়া তুমি সহ্য করি-
২১ তেছ। আমি ব্যভিচার ক্রিয়াহইতে মন ফিরাইতে
২২ তাহাকে সময় দিলেও সে মন ফিরাইল না। দেখ,
আমি তাহাকে শয্যাগত করিব, এবং যাহারা তা-
হার সহিত ব্যভিচার কর্ম্ম করে, তাহারা আপন
ক্রিয়াপ্রযুক্ত যদি মন না ফিরায়, তবে তাহার সহিত

তাহাদিগকেও মহাক্লেশে শয্যাগত করিব, এবং মৃত্যু- ২৩
দ্বারা তাহার সন্তানগণকে নষ্ট করিব। তাহাতে
আমি যে চিত্তের ও মনের পরীক্ষক, এবং তোমা-
দের প্রত্যেক জনকে আপন ২ কর্ম্মানুযায়ি ফল দি,
তাহা সমস্ত মণ্ডলী জানিতে পারিবে। কিন্তু তো- ২৪
মাদের বিশেষতঃ থুয়াতীরা নগরস্থ সমুদয়ের মধ্যে
যাহারা এ শিক্ষাতে শিক্ষিত নয়, ও লোক যাহা
শয়তানের নিগূঢ় বিষয় বলে, তাহাতে অনভিজ্ঞ হয়,
তাহাদিগকে বলি, আমি তোমাদিগকে কোন নূতন
ভার দিব না। কেবল তোমাদের যাহা আছে, ২৫
তাহা আমার আগমন পর্য্যন্ত যত্ন করিয়া রাখ।
যে জন জয় করিয়া শেষ পর্য্যন্ত আমার কর্ম্ম পা- ২৬
লন করিবে, আমি যেমন পিতাহইতে প্রাপ্ত হই-
য়াছি, তদ্রূপ তাহাকে অন্যদেশীয়দের প্রতি আধি-
পত্য দিব; তাহাতে সে তাহাদিগকে লৌহদণ্ডদ্বারা ২৭
শাসন করিলে তাহারা কুম্ভকারের মৃৎপাত্রের ন্যায়
চূর্ণ হইবে। এবং তাহাকে প্রভাতি নক্ষত্র প্রদান ২৮
করিব। মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মা যে কথা কহেন, ২৯
যাহার কর্ণ আছে সে তাহা শুনুক।

৩ অধ্যায়।

১ সার্দ্দি মণ্ডলীর প্রতি কথা ৭ ও ফিলাদিল্‌ফিয়া মণ্ডলীর প্রতি কথা
১৪ ও লায়দিকেয়া মণ্ডলীর প্রতি কথা।

আর সার্দ্দি নগরস্থ মণ্ডলীর দূতের নিকটে এই ১
প্রকার লিপি প্রেরণ কর। যাঁহার সমীপে ঈশ্বরের
সপ্ত আত্মা ও সপ্ত নক্ষত্র আছে, তিনি তোমাকে
এই কথা কহেন; আমি তোমার ক্রিয়া জানি, আর
তুমি যে জীবিত আছ, সে নামমাত্র, কিন্তু নিতান্ত

২ মৃত, ইহাও জানি। জাগ্রৎ হইয়া অবশিষ্ট প্রায় লুপ্ত কর্ম্ম সকল সবল কর; কেননা ঈশ্বরের নিকটে
৩ তোমার কর্ম্ম নির্দ্দোষ পাই নাই। অতএব তুমি কি রূপে শ্রবণ করিয়া আদিষ্ট হইয়াছ, তাহা মনে কর, এবং তাহা পালন করিয়া মন ফিরাও। যদি সাবধান না হও, তবে আমি চোরের ন্যায় তোমার নিকটে উপস্থিত হইব, ও কোন্ দণ্ডে তোমার নিকটে উপস্থিত হইব, তাহা জানিতেও পারিবা না।
৪ যাহারা পরিধেয় বস্ত্র মলিন করে নাই, সার্দ্দি নগরস্থ তোমারও এমন কতক লোক আছে; তাহারা যোগ্যপাত্র হওয়াতে শুক্লবস্ত্রান্বিত হইয়া আমার সহিত
৫ গমনাগমন করিবে। যে জন জয় করে, সে শুক্লবস্ত্রান্বিত হইবে; এবং আমি জীবনরূপ পুস্তকহইতে তাহার নাম লুপ্ত না করিয়া আমার পিতার ও তাঁহার দিব্য দূতগণের সাক্ষাতে তাহার নাম স্বীকার করিব।
৬ মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মা যে কথা কহেন যাহার কর্ণ আছে সে তাহা শুনুক।

৭ আর ফিলাদিল্‌ফিয়া নগরস্থ মণ্ডলীর দূতের নিকটে এই প্রকার লিপি প্রেরণ কর; দায়ূদের চাবি আপন হস্তে থাকাতে যিনি খুলিলে অন্যে রুদ্ধ করিতে পারে না, ও রুদ্ধ করিলে অন্যে খুলিতে পারে না, এমন পবিত্র ও সত্যময় প্রভু তোমাকে এই কথা কহেন;
৮ তোমার ক্রিয়া আমি জানি, তুমি নিজে দুর্ব্বল হইলেও আমার আজ্ঞা পালন করিয়া আমার নাম অস্বীকার কর নাই, এই জন্যে দেখ, যে দ্বার রুদ্ধ করিতে কাহারও সাধ্য নাই, তোমার নিমিত্তে এমন
৯ এক দ্বার খুলিয়া দিলাম। এবং যাহারা যিহূদী না

হইয়াও মিথ্যাবাক্যদ্বারা আপনাদিগকে যিহূদী করিয়া বলে, দেখ, এমন শয়তানের সভাস্থ লোকদিগকে আনিয়া তোমার চরণে প্রণাম করাইব; তাহাতে আমি যে তোমাকে প্রেম করি, তাহা তাহারা জানিতে পরিবে। তুমি আমার ধৈর্য্যাবলম্বনের কথা ১০ রক্ষা করিয়াছ, এই জন্যে পৃথিবীস্থ লোকদের পরীক্ষার্থে যে পরীক্ষাকাল তাবৎ জগজ্জনের নিকটে উপস্থিত হইবে, আমিও তাহাহইতে তোমাকে রক্ষা করিব। দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি, তোমার মু- ১১ কুট যেন অন্য কেহ না লয়, এ কারণ তোমার যাহা আছে, তাহা যত্ন করিয়া রাখ। যে জন জয় করে, ১২ সে যেন আর কখন বহির্ভূত না হয়, এ কারণ তাহাকে ঈশ্বরের মন্দিরের স্তম্ভস্বরূপ করিব; এবং আমার ঈশ্বরের নাম, এবং ঈশ্বরের স্বর্গনিবাসহইতে আগত যে নূতন যিরূশালম অর্থাৎ ঈশ্বরের নগর তাহার নাম, ও আপনার এক নূতন নাম তাহার উপরে লিখিব। মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মা যে কথা ১৩ কহেন, যাহার কর্ণ আছে সে তাহা শুনুক।

আর লায়দিকেয়া নগরস্থ মণ্ডলীর দূতের নিকটে ১৪ এই প্রকার লিপি প্রেরণ কর। যিনি যথার্থবাদী, ও বিশ্বাস্য, ও সত্য সাক্ষিস্বরূপ, ও ঈশ্বরের সৃষ্টির আদিকর্ত্তা, তিনি তোমাকে এই কথা কহেন; আমি তো- ১৫ মার ক্রিয়া জানি; তুমি শীতল নও এবং উষ্ণও নও; কিন্তু তুমি যে শীতল কিম্বা উষ্ণ হও, এই আমার বাঞ্ছা। অতএব শীতল ও উষ্ণ না হইয়া কদুষ্ণ হও- ১৬ য়াতে আমি তোমাকে আপন মুখহইতে উদ্গীরণ করিব। তুমি কহিতেছ, আমি ধনবান ও বর্দ্ধিষ্ণু হই- ১৭

য়াছি, আমার কিছুরই অভাব নাই; কিন্তু তুমি যে নিজে দীনহীন ও দুঃখী ও দরিদ্র ও অন্ধ ও উলঙ্গ
১৮ ইহা জান না। তুমি ধনবান হইবার জন্যে অগ্নি-দ্বারা পরিষ্কৃত নির্ম্মল স্বর্ণ, এবং নগ্নতাজন্য লজ্জা দূর করণার্থে ও পরিধান করণার্থে শুক্ল বস্ত্র, এবং যাহাদ্বারা তোমার দৃষ্টি প্রসন্ন হয়, চক্ষুতে লেপন করিতে এমত অঞ্জন, এই সকল আমার নিকটহইতে
১৯ ক্রয় কর, আমি তোমাকে এই পরামর্শ দি। যত লোক আমার প্রেমের পাত্র, সকলকে আমি অনু-যোগ ও শাস্তি করিয়া থাকি; অতএব তুমি উদ্-
২০ যোগী হইয়া মন ফিরাও। দেখ, আমি দণ্ডায়মান হইয়া দ্বারে আঘাত করিতেছি; তাহাতে যে কেহ আমার রব শুনিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিবে, আমি প্র-বেশ করিয়া তাহার সহিত ভোজন করিব, এবং সে-
২১ ও আমার সহিত ভোজন করিবে। এবং আমি যেমন জয় করিয়া পিতার সহিত তাঁহার সিংহাসনে উপবেশন করিলাম, তদ্রূপ যে জন জয় করে, আমি তাহাকে আপন সিংহাসনে আপনার সহিত বসিতে
২২ দিব। মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মা যে কথা কহেন, যাহার কর্ণ আছে সে তাহা শুনুক।'

৪ অধ্যায়।

১ স্বর্গে ঈশ্বরের সিংহাসনের ও প্রাচীন লোকদের ও চক্ষুতে পরি-পূর্ণ চারি প্রাণির দর্শন।

১ এই রূপ হইলে দেখিতে২ স্বর্গে এক মুক্ত দ্বার দেখিলাম, এবং তথাহইতে তূরীরবের ন্যায় আমার শ্রুত প্রথম রব নির্গত হইয়া আমার প্রতি এই ক-

থা প্রকাশ করিল, 'এই স্থানে আইস, আমি তোমার প্রতি ভাবিঘটনা প্রকাশ করিব।' তাহাতে তৎক্ষণাৎ ২ আমি আত্মাতে আবিষ্ট হইলাম, এবং স্বর্গমধ্যে স্থাপিত এক সিংহাসন, ও তদুপবিষ্ট সূর্য্যকান্তমণি ও ৩ প্রবালমণির ন্যায় এক ব্যক্তিকে দেখিলাম; ঐ সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে চুনীর ন্যায় এক মেঘধনু আছে; এবং সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে চতুর্ব্বিংশতি সিংহাসনে ৪ উপবিষ্ট শুক্ল বস্ত্র পরিহিত সুবর্ণ মুকুটধারি চতুর্ব্বিংশতি প্রাচীন লোক আছে। এবং ঐ সিংহা- ৫ সনহইতে বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন ও শব্দ নির্গত হয়; এবং সিংহাসনের সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নিময় সপ্ত প্রদীপ, অর্থাৎ ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা আছে। এবং ৬ সিংহাসনের অগ্রে স্ফটিকবৎ নির্ম্মল এক সমুদ্ররূপ পাত্র আছে, এবং সিংহাসনের মধ্যে ও চতুর্দ্দিগে অগ্রপশ্চাৎ সর্ব্বাঙ্গে চক্ষুর্বিশিষ্ট চারি প্রাণী আছে। প্রথম প্রাণী সিংহসদৃশ, ও দ্বিতীয় প্রাণী গোবৎস- ৭ সদৃশ, ও তৃতীয় প্রাণী মনুষ্যের ন্যায় মুখধারী, এবং চতুর্থ প্রাণী উড্ডীয়মান উৎক্রোশ পক্ষিসদৃশ। প্র- ৮ ত্যেক প্রাণির ছয়২ পক্ষ, এবং তাহারা অন্তর্বাহিরে চক্ষুতে পরিপূর্ণ, এবং দিবারাত্রির মধ্যে নিবৃত্ত না হইয়া 'বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ ও সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু পরমেশ্বর পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র,' এই কথা কহে। আর প্রাণিগণ যত বার ঐ সিংহাসনোপবিষ্ট অ- ৯ নন্তকালজীবি ব্যক্তির এইরূপ গৌরব ও সম্ভ্রম ও ধন্যবাদ করে, তত বার ঐ চব্বিশ প্রাচীন লোক ১০ সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে উবুড় হইয়া অনন্তকালজীবি ব্যক্তির ভজনা করিয়া মস্তকের মুকুট

সিংহাসনের সম্মুখে অর্পণ পূর্ব্বক এই কথা কহে,
১১ 'হে প্রভো, তুমিই মহিমা ও গৌরব ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য, কেননা যে কিছু বস্তু আছে, সমস্তই তুমি সৃষ্টি করিয়াছ, এবং তোমার ইচ্ছাতেই সমস্তের সৃষ্টি হইল ও স্থিতি হইতেছে।'

৫ অধ্যায়।

১ সপ্ত মুদ্রাতে মুদ্রাঙ্কিত পুস্তকের দর্শন ও খ্রীষ্টদ্বারা তাহার খুলন ও দিব্য দূত ও প্রাচীন লোক ও চারি প্রাণিদ্বারা তাঁহার প্রশংসা।

১ অনন্তর ঐ সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তির দক্ষিণ হস্তে ভিতরে ও বাহিরে লিখিত এবং সপ্ত মুদ্রাতে অঙ্কিত
২ এক পত্রিকা দেখিলাম। পরে 'ঐ পত্রিকা ও তাহার মুদ্রা খুলিতে কে যোগ্য আছে?' এই কথা মহাশব্দেতে ঘোষণা করিতে এক প্রবল দূতকে আমি
৩ দেখিলাম। কিন্তু স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিলোকের মধ্যে ঐ পত্রিকা খুলিতে ও তাহা দেখিতে কাহারো ক্ষম-
৪ তা হইল না। পত্রিকা খুলিতে ও তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে কাহারো যোগ্যতা না হওয়াতে আমি অনেক
৫ রোদন করিলাম। তাহাতে সেই প্রাচীনগণের মধ্যে এক জন আমাকে কহিল, 'রোদন করিও না, দেখ, যিনি যিহূদা বংশীয় সিংহস্বরূপ ও দায়ূদের মূলস্বরূপ, তিনি জয়ী হইয়া পত্রিকা ও তাহার সপ্ত মুদ্রা খুলি-
৬ তে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন।' পরে আমি দেখিতে২ ঐ সিংহাসনের ও চারি প্রাণির ও প্রাচীনগণের মধ্যে দণ্ডায়মান এক মেষশাবককে দেখিলাম; তিনি হত বলির সদৃশ ও সপ্ত শৃঙ্গবিশিষ্ট, এবং তাবৎ পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের সপ্ত আত্মারূপ সপ্ত চক্ষুর্বি-

শিষ্ট। পরে তিনি আসিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তির ৭ দক্ষিণ হস্তহইতে ঐ পত্রিকা লইলেন। তখন পত্রি- ৮ কা লওয়াতে ঐ চারি প্রাণী ও চতুর্বিংশতি প্রাচীন লোক প্রত্যেকে বীণা ও পবিত্র লোকদের প্রার্থনা-রূপ সুগন্ধিধূপে পরিপূর্ণ স্বর্ণময় পাত্র লইয়া মেষ-শাবকের সাক্ষাতে উবুড় হইয়া পড়িল। আর তা- ৯ হারা এই এক নূতন গীত গান করিল, 'তুমি ঐ পত্রিকা লইতে ও তাহার মুদ্রা খুলিতে যোগ্য, কেন-না তুমি আপনি বলিস্বরূপ হইয়া আপনার রক্ত-দ্বারা তাবৎ বংশ ও ভাষাবাদি লোক ও রাজ্য ও দেশহইতে ঈশ্বরোদ্দেশে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছ; এবং আমাদের ঈশ্বরের পক্ষে আমাদিগকে রাজা ১০ ও যাজক করিয়াছ; তাহাতে আমরা পৃথিবীর উ-পরে রাজত্ব করিব।' তদনন্তর আমি দেখিতে২ ঐ ১১ সিংহাসন ও প্রাণিবর্গ ও প্রাচীনগণের চতুর্দ্দিগে অ-নেক দিব্য দূতের রব শুনিলাম; তাহাদের সংখ্যা সহস্র গুণ সহস্র ও অযুত গুণ অযুত ছিল। তাহা- ১২ রা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, 'বলিরূপে হত যে মেষশাবক, তিনিই পরাক্রম ও ধন ও জ্ঞান ও শক্তি ও সম্ভ্রম ও গৌরব ও ধন্যবাদ, এ সকল গ্রহণ করিতে যোগ্য হন।' এবং স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ও পাতাল ও স- ১৩ মুদ্রের মধ্যস্থিত তাবৎ প্রাণির এই কথা শুনিলাম, 'সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তির ও মেষশাবকের ধন্যবাদ ও সম্ভ্রম ও গৌরব ও কর্তৃত্ব সর্ব্বদাই থাকুক।' আর ১৪ ঐ চারি প্রাণী কহিল, 'এমত হউক;' এবং চব্বিশ প্রাচীন লোক উবুড় হইয়া অনন্তকালজীবি ব্যক্তিকে প্রণাম করিল।

৬ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্টদ্বারা প্রথম ৩ ও দ্বিতীয় ৫ ও তৃতীয় ৭ ও চতুর্থ ৯ ও পঞ্চম ১২ ও ষষ্ঠ মুদ্রা খুলন।

১ অনন্তর ঐ মেষশাবক সপ্ত মুদ্রার প্রথম মুদ্রা খুলিলে আমি অবলোকন করিলাম, এবং ঐ চারি প্রাণির মধ্যে এক প্রাণির মেঘগর্জ্জনের ন্যায়, 'আসি-
২ য়া দেখ,' এই কথা শুনিলাম। পরে দৃষ্টি করিতে২ শুক্লবর্ণ এক অশ্বকে দেখিলাম, এবং যে ব্যক্তি ত-দারূঢ় তিনি ধনুর্ধারী, ও তাঁহাকে এক মুকুট দত্ত হইল; এবং তিনি জয়কারী হইয়া পুনঃপুনঃ জয় করিতে প্রস্থান করিলেন।

৩ অপর দ্বিতীয় মুদ্রা খুলিলে, 'আসিয়া দেখ,' দ্বিতীয়
৪ প্রাণির এই কথা শুনিলাম। পরে রক্তবর্ণ এক অশ্ব নির্গত হইল, এবং তদুপবিষ্ট ব্যক্তিকে পৃথিবীহইতে শান্তি দূর করিতে এবং মনুষ্যদিগকে পরস্পর বধ করাইতে ক্ষমতা দত্ত হইল, এবং তাহাকে এক বৃ-হৎ খড়্গ দত্ত হইল।

৫ পরে তৃতীয় মুদ্রা খুলিলে, 'আসিয়া দেখ,' তৃতীয় প্রাণির এই কথা শুনিলাম; তাহার পর দেখিতে২ কৃষ্ণবর্ণ এক অশ্বকে দেখিলাম, এবং তদারূঢ় ব্যক্তির
৬ হস্তে এক পরিমাণদণ্ড ছিল; এবং 'এক সিকি মূল্যে অর্দ্ধসের গোম ও এক সিকিতে দেড় সের যব, এবং তৈল ও দ্রাক্ষারসের ক্ষতি করিও না,' ঐ চারি প্রাণির মধ্যহইতে এমন এক রব শুনিলাম।

৭ তাহার পর চতুর্থ মুদ্রা খুলিলে, 'আসিয়া দেখ,'
৮ চতুর্থ প্রাণির এই কথা শুনিলাম। পরে দেখিতে২ মৃত্যু নামক এক জন পাণ্ডু বর্ণ অশ্বারূঢ়কে এবং

তৎপশ্চাদ্গামি পরলোককে দেখিলাম; এবং খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ও বনজন্তু দ্বারা পৃথিবীর চতুর্থাংশের লোককে নষ্ট করিতে ঐ উভয়কে ক্ষমতা দত্ত হইল।

৯ তদনন্তর পঞ্চম মুদ্রা খুলিলে যাহারা ঈশ্বরের বাক্যের নিমিত্তে এবং তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য দেওয়াতে হত হইয়াছিল, তাহাদের আত্মাকে বেদির নীচে দেখিলাম। ১০ তাহারা উচ্চৈঃস্বরে এমত কহিল, 'হে পবিত্র সত্যময় প্রভো, আমাদের বধকারি পৃথিবীস্থ লোকদের বিচার করিতে এবং তাহাদিগকে প্রতিফল দিতে আর কত বিলম্ব করিবা?' ১১ তখন তাহাদের প্রত্যেককে শুভ্র বস্ত্র দত্ত হইল, এবং তাহাদের প্রতি এই উক্ত হইল, 'তোমাদের ন্যায় হত হইবে যে তোমাদের সহদাস ও ভ্রাতৃগণ, তাহাদের সংখ্যা যে কিঞ্চিৎ কাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ না হয়, তাবৎ ক্ষান্ত হইয়া থাক।'

১২ পরে ষষ্ঠ মুদ্রা খুলিলে আমি দেখিতে২ দেখিলাম মহা ভূমিকম্প হইল, এবং সূর্য্য কেশনির্ম্মিত চটের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও চন্দ্র রক্তিমাবর্ণ হইল; ১৩ এবং প্রবল বায়ুতে চালিত ডুম্বুরবৃক্ষহইতে যেমন অপক্ব ফল পড়ে, তদ্রূপ আকাশহইতে পৃথিবীতে নক্ষত্রগণের পতন হইতে লাগিল। ১৪ এবং চর্ম্মপুস্তকের জড়িয়া যাওনের ন্যায় আকাশমণ্ডল চলিয়া গেল, এবং পর্ব্বত ও উপদ্বীপ সকল স্থানান্তরে চালিত হইল; ১৫ এবং পৃথিবীস্থ রাজারা ও প্রধান লোক ও ধনী ও সেনাপতি ও বলবান সমস্ত মনুষ্য ও প্রত্যেক দাস ও মুক্ত জন পশুগুহাতে ও পর্ব্বতীয় গহ্বরে আপনাদিগকে লুক্কায়িত করিয়া কহিতে লাগিল, ১৬ 'হে পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত-

গণ, আমাদের উপরে পড়িয়া সিংহাসনস্থ ব্যক্তির সাক্ষাৎহইতে ও মেষশাবকের ক্রোধহইতে আমাদিগ-
১৭ কে সংগোপন কর; কেননা তাঁহার ক্রোধের মহাদিন উপস্থিত হইল; কে তাহাতে দাঁড়াইতে পারে?

৭ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের লোকদিগকে মুদ্রাঙ্কিত করণ ও যিহূদীয়দের সংখ্যা ৯ ও অন্য দেশীয়দের অসংখ্যত্ব ১৩ ও খ্রীষ্টের রক্তদ্বারা তাহাদের ত্রাণ ও সুখ।

১ অনন্তর সমুদ্র ও পৃথিবী এবং তন্মধ্যস্থ বৃক্ষাদির উপরে যেন বায়ু বহন না হয়, এই নিমিত্তে পৃথিবীর চারি বায়ু রুদ্ধ করিতেছে, পৃথিবীর চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মান এমত চারি দিব্য দূতকে দেখিলাম।
২ এবং অমর ঈশ্বরের মুদ্রা প্রাপ্ত আর এক দূতকে পূর্ব্বদিগ্‌হইতে আসিতে দেখিলাম; সে পৃথিবী ও সমুদ্রের হিংসা করণাজ্ঞাপ্রাপ্ত ঐ চারি দূতকে উচ্চৈঃ-
৩ স্বরে এই কথা কহিল, ‘আমরা আপনাদের ঈশ্বরের দাসগণের কপালে যাবৎ মুদ্রার চিহ্ন না দি, তাবৎ তোমরা সমুদ্র ও পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ বৃক্ষের হিংসা
৪ করিও না।’ পরে ঐ মুদ্রাঙ্কিত লোকদের সংখ্যা শু-
৫ নিলাম; যিহূদার বংশে দ্বাদশ সহস্র, ও রূবেনের
৬ বংশে দ্বাদশ সহস্র, ও গাদের বংশে দ্বাদশ সহস্র; ও আশেরের বংশে দ্বাদশ সহস্র, ও নপ্তালির বংশে দ্বা-
৭ দশ সহস্র, ও মিনশির বংশে দ্বাদশ সহস্র; ও শিমিয়োনের বংশে দ্বাদশ সহস্র, ও লেবির বংশে দ্বাদশ
৮ সহস্র, ও ইষাখরের বংশে দ্বাদশ সহস্র; ও সিবূলূনের বংশে দ্বাদশ সহস্র, ও যূষফের বংশে দ্বাদশ সহস, এবং বিন্যামীনের বংশে দ্বাদশ সহস্র। এই

ইস্রায়েলের সমুদয় বংশের মধ্যে এক লক্ষ চোয়াল্লিশ সহস্র লোক মুদ্রাদ্বারা চিহ্নিত হইল।

অনন্তর দেখিতে২ দেখিলাম, সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্ব- ৯ বংশীয় ও সর্ব্বরাজ্যীয় ও সর্ব্বভাষাবাদি অগণ্য লোক শুক্ল বস্ত্র পরিহিত হইয়া তালপত্র হস্তে লইয়া সিংহাসনের ও মেষশাবকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, 'পরিত্রাণার্থে সিংহাসনোপবিষ্ট আমাদের ঈশ্বরের ও ১০ মেষশাবকের জয়২ কার হউক,' ইহা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। পরে তাবৎ দিব্য ১১ দূত ঐ সিংহাসনের ও প্রাচীনবর্গের ও চারি প্রাণির চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মান হইল, এবং সিংহাসনের সম্মুখে উবুড় হইয়া ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া কহিল, ১২ 'এমত হউক; আমাদের ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও মহিমা ও জ্ঞান ও প্রশংসা ও সম্ভ্রম ও পরাক্রম ও শক্তি সদাকাল হউক। আমেন।'

পরে ঐ প্রাচীনগণের মধ্যে এক জন আমাকে ১৩ জিজ্ঞাসা করিল, 'এই শুক্ল বস্ত্রান্বিত লোকেরা কে? ও কোথাহইতে আসিয়াছে?' তাহাতে আমি উত্তর ১৪ করিলাম, হে মহাশয়, তুমিই তাহা জ্ঞাত আছ। তখন সে আমাকে কহিল; 'ইহারা মহাক্লেশহইতে উত্তীর্ণ হইয়া মেষশাবকের রক্তে আপন২ বস্ত্র ধৌত করণপূর্ব্বক শুক্লবর্ণ করিয়া আসিয়াছে। এই জন্যে ১৫ ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে থাকিয়া দিবা রাত্রি তাঁহার মন্দিরে তাঁহার সেবা করে; এবং সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তি ইহাদের মধ্যে অবস্থিতি করিবেন; এবং ইহারা আর কখনো ক্ষুধিত কি ১৬ তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না, এবং ইহাদের গাত্রে রৌদ্র কি

১৭ কোন উত্তাপ লাগিবে না; কারণ সিংহাসনের মধ্যস্থিত মেষশাবক তাহাদিগকে চরাইবেন, ও অমৃত জলের উনুইর নিকটে লইয়া যাইবেন, এবং ঈশ্বর তাহাদের নেত্রজল সকল মুছাইয়া দিবেন।’

৮ অধ্যায়।

১ সপ্তম মুদ্রা খুলন ৬ ও প্রথম তূরীর ধ্বনি ৮ ও দ্বিতীয় তূরীধ্বনি ১০ ও তৃতীয় তূরীধ্বনি ১২ ও চতুর্থ তূরীধ্বনি।

১ তদনন্তর সপ্তম মুদ্রা খুলিলে দেড় দণ্ড কাল
২ স্বর্গ নিঃশব্দ হইল। পরে ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান সপ্ত দূতকে দেখিলাম; এবং ঐ দূতগণকে
৩ সপ্ত তূরী দত্ত হইল। পরে স্বর্ণ ধূনাচিধারী অন্য এক দূত আসিয়া বেদির নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং সিংহাসনের সম্মুখস্থ সুবর্ণ বেদির উপরে যেন সমস্ত পবিত্র লোকদের প্রার্থনার সহিত উৎসর্গ করেন, এ কারণ প্রচুর ধূনা তাঁহাকে দত্ত
৪ হইল। তাহাতে ঈশ্বরের সম্মুখে পবিত্র লোকদের প্রার্থনার সহিত দূতের হস্তহইতে ধূনার ধূম উঠিল।
৫ পরে ঐ দূত ধূনাচি লইয়া বেদির অগ্নিতে পূর্ণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে শব্দ ও মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুত ও ভূমিকম্প হইল।
৬ পরে সাত তূরীপ্রাপ্ত ঐ সাত দূত তূরীবাদ্য ক-
৭ রিতে উদ্যত হইল। তাহাতে প্রথম দূত তূরীধ্বনি করিলে শিলা ও রক্তমিশ্রিত অগ্নি উপস্থিত হইয়া স্থলের উপরে নিক্ষিপ্ত হইল; তাহাতে (স্থলের তৃতীয় অংশ দগ্ধ হইল, ও) বৃক্ষের তৃতীয় অংশ দগ্ধ হইল, এবং সমুদয় হরিদ্বর্ণ তৃণও দগ্ধ হইল।
৮ অনন্তর দ্বিতীয় দূত তূরী বাজাইলে অগ্নিতে

প্রজ্বলিত এক মহা পর্ব্বত সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। তাহাতে সমুদ্রের তৃতীয়াংশ জল রক্ত হইল; ও স- ৯ মুদ্রমধ্যস্থ তৃতীয়াংশ জলচর মরিয়া গেল, ও জাহাজ সমুদায়ের তৃতীয়াংশ নষ্ট হইল।

পরে তৃতীয় দূত তূরীধ্বনি করিলে আকাশহইতে ১০ উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় নাগদোনা নামে এক বৃহৎ নক্ষত্র খসিয়া নদনদীর তৃতীয়াংশের ও উনুই সকলের উপরে পতিত হওয়াতে তাহাদের তৃতীয়াংশ জল ১১ নাগদোনার ন্যায় তিক্ত হইল। তাহাতে জলের তিক্ততাপ্রযুক্ত অনেক২ মনুষ্য প্রাণত্যাগ করিল।

অপর চতুর্থ দূত তূরী বাজাইলে সূর্য্যের ও চন্দ্রের ১২ ও নক্ষত্রের তৃতীয়াংশ আঘাতপ্রাপ্ত হওয়াতে প্রত্যেকের তৃতীয়াংশ অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইল, এবং দিবসের তৃতীয় ভাগ অন্ধকারাবৃত হইল, এবং রাত্রিরও তদ্রূপ হইল। তখন আমি দেখিতে২ স্বর্গের মধ্য ১৩ দিয়া উড্ডীয়মান এক দূতের উচ্চৈঃস্বরে উক্ত এই কথা শুনিলাম, 'হে পৃথিবী নিবাসিরা, যে অবশিষ্ট তিন দূত তূরীধ্বনি করিবে, তাহাদের তূরীধ্বনিতে তোমাদের সন্তাপ ও সন্তাপ ও সন্তাপ হইবে।'

৯ অধ্যায়।

১ পঞ্চম তূরীধ্বনি ও তাহাতে তারা পতন ও অতলস্পর্শ কুণ্ডের খুলন ও ঘোরতর পঙ্গপালের উত্থান ১৩ ও ষষ্ঠ তূরীধ্বনি ও তাহাতে চারি দূতের মুক্তি।

অনন্তর পঞ্চম দূত তূরীধ্বনি করিলে স্বর্গহইতে ১ পৃথিবীতে পতিত এক নক্ষত্রকে দেখিলাম; পরে অতলস্পর্শ কুণ্ডের চাবি তাহাকে দত্ত হইলে সে ঐ অতলস্পর্শ কুণ্ড খুলিল। তাহাতে ঐ কুণ্ডহইতে ২

বড় হাফরের ধূমের ন্যায় ধূম উদ্গত হওয়াতে ঐ ধূমদ্বারা সূর্য্য ও আকাশমণ্ডল অন্ধকারাবৃত হইল।
৩ পরে ঐ ধূমহইতে পৃথিবীতে পঙ্গপালের আগমন হইল, ও পৃথিবীস্থ বৃশ্চিকের ক্ষমতার ন্যায় তাহা-
৪ দিগকে ক্ষমতা দত্ত হইল। এবং পৃথিবীর কোন তৃণ কি হরিদ্বর্ণ শস্য কি বৃক্ষাদির হিংসা না করি- তে, কিন্তু যাহাদের কপালে ঈশ্বরীয় মুদ্রার চিহ্ন নাই, কেবল সেই লোকদিগকে হিংসা করিতে তা-
৫ হাদিগকে আজ্ঞা দত্ত হইল। তাহাদের প্রাণ হ- রণ করিতে নয়, কিন্তু পাঁচ মাস পর্য্যন্ত ক্লেশ দিতে পঙ্গপালকে ক্ষমতা দত্ত হইল; এবং বৃশ্চিক দংশ- নের জ্বালার ন্যায় তাহাদের দংশনের জ্বালা হইল।
৬ সেই কালে মনুষ্যেরা মৃত্যুর অন্বেষণ করিবে, কিন্তু কোন প্রকারেই পাইবে না; তাহারা মৃত্যুর আ- শা করিবে, কিন্তু মৃত্যু তাহাদের হইতে পলায়ন
৭ করিবে। ঐ পঙ্গপালের আকৃতি যুদ্ধার্থে সজ্জীভূত অশ্বের ন্যায়, ও মস্তকে সুবর্ণ মুকুট, ও মনুষ্যমুখের
৮ ন্যায় তাহাদের মুখ; ও স্ত্রীলোকের কেশসদৃশ তা- হাদের কেশ, ও সিংহদন্তের ন্যায় তাহাদের দন্ত;
৯ ও লৌহ বুকপাটার ন্যায় তাহাদের বুকপাটা, এবং রণে ধাবমান বহু অশ্বযুক্ত অনেক রথের যাদৃশ
১০ শব্দ হয়, তাদৃশ তাহাদের পক্ষের শব্দ; ও বৃশ্চি- কের ন্যায় তাহাদের লাঙ্গূল, তন্মধ্যে হুল আছে; এবং পাঁচ মাস মনুষ্যদিগকে হিংসা করিতে তা-
১১ হাদের ক্ষমতা। ঐ পঙ্গপালের রাজা অতলস্পর্শ কুণ্ডের দূত, তাহার নাম ইব্রীয় ভাষাতে অবদ্দোন্ ও যূনানী ভাষাতে অপল্লুয়োন্ (অর্থাৎ বিনাশক।)

এই এক সন্তাপ গত হইল, এবং দেখ, ভবিষ্যৎ ১২ আর দুই সন্তাপ উপস্থিত আছে।

পরে ষষ্ঠ দূত তূরীধ্বনি করিলে ঈশ্বরের সম্মুখস্থ ১৩ সুবর্ণ বেদির চারি চূড়াহইতে ষষ্ঠ তূরীধারি দূতের ১৪ প্রতি উক্ত এই কথা শুনিলাম, 'ফরাৎ নামে মহা-নদীতে বদ্ধ যে চারি দূত আছে, তাহাদিগকে মুক্ত কর।' তখন মনুষ্যের তৃতীয়াংশ নষ্ট করিতে যে ১৫ চারি দূত অমুক বৎসর, অমুক মাস, অমুক দিন, অমুক ঘড়ির জন্যে প্রস্তুত ছিল, তাহারা মুক্ত হ-ইল। ঐ অশ্বারূঢ় সৈন্যের সংখ্যা দুই সহস্র লক্ষ ১৬ ছিল, এবং সেই সংখ্যার কথা আমি শুনিলাম। সেই অশ্বগণকে ও তদুপবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে এই রূপ ১৭ দর্শন করিলাম; তাহাদের বুকপাটা অগ্নি ও নীল-প্রস্তর ও গন্ধকস্বরূপ, এবং সিংহের মস্তকের ন্যায় অশ্বগণের মস্তক, ও মুখহইতে অগ্নি ও ধূম ও গন্ধক নির্গত হইল। ঐ তিন উৎপাতদ্বারা, অর্থাৎ মুখ- ১৮ হইতে নির্গত অগ্নি ও ধূম ও গন্ধকদ্বারা তৃতীয়াংশ মনুষ্য নষ্ট হইল। আর অশ্বদের মুখে ও লাঙ্গূলে ১৯ হিংসা করণ শক্তি ছিল; কারণ তাহাদের লাঙ্গূল সর্পের ন্যায় হইয়া মস্তকবিশিষ্ট হওয়াতে তাহারা তদ্দ্বারা হিংসা করিত। এই উৎপাতে যে অবশিষ্ট ২০ লোকদের মৃত্যু হইল না, তাহারা স্বহস্তকৃত কর্ম্ম-হইতে মন ফিরাইল না, অর্থাৎ দর্শন ও শ্রবণ ও গমনাদি ক্রিয়াতে অসমর্থ, এমত স্বর্ণ রূপ্য পিত্তল প্রস্তর কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রতিমা ও ভূতগণের পূজা ত্যাগ করিল না; এবং বধ ও কুহক ও ব্যভিচার ও চৌর্য্য ২১ ইত্যাদি আপনাদের ক্রিয়াহইতেও মন ফিরাইল না।

১০ অধ্যায়।

১ পুস্তকহস্ত ও শক্তিমান দিব্য দূতের দর্শন ও ঈশ্বরের নামে তাহার দিব্য করণ ও ভোজনার্থে যোহনকে পুস্তক দেওন।

১ অপর আমি অন্য এক মহাবলবান দিব্য দূতকে স্বর্গহইতে নামিতে দেখিলাম। তাঁহার মেঘবৎ বস্ত্র পরিধান, ও মস্তকের উপরে মেঘধনুক, ও সূর্য্যের ২ ন্যায় মুখ, ও অগ্নিস্তম্ভের ন্যায় চরণ, এবং হস্তেতে এক ক্ষুদ্র অনাবৃত পুস্তক আছে। তিনি দক্ষিণ চরণ সমুদ্রের উপরে ও বাম চরণ পৃথিবীর উপরে ৩ রাখিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সিংহগর্জ্জনের সদৃশ হুংকার শব্দ করিলেন, ও শব্দ করিলে পর মেঘগর্জ্জ- ৪ নের ন্যায় সপ্ত রব হইল। এই সপ্ত গর্জ্জনরব হইলে আমি তাহার বিবরণ লিখিতে উদ্যত হইলাম; কিন্তু আমার প্রতি উক্ত এই এক আকাশবাণী শুনিলাম, 'মেঘগর্জ্জনের শব্দদ্বারা যে বিবরণ প্রকাশিত হইল, তাহা গোপনে রাখ, লিখিও না।' ৫ পরে সমুদ্রের উপরে এক চরণ ও পৃথিবীর উপরে এক চরণ দিয়া দণ্ডায়মান যে দূতকে আমি দে- ৬ খিলাম, তিনি আকাশের প্রতি হস্ত উঠাইয়া আকাশ মণ্ডলের ও তন্মধ্যস্থ বস্তুর এবং পৃথিবীর ও তন্মধ্যস্থ বস্তুর এবং সমুদ্রের ও তন্মধ্যস্থ বস্তুর যে অনন্তকালস্থায়ি অমর সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া এই দিব্য করিলেন, 'আর বিলম্ব হই- ৭ বে না; কিন্তু ঈশ্বরকর্তৃক আপন দাস ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের প্রতি যেমন প্রকাশিত হইয়াছিল, তদ্রূপ সপ্তম দূতের কথা হওন সময়ে, অর্থাৎ যে সময়ে সে তূরীধ্বনি করিতে উদ্যত হইবে, সেই সময়ে ঈ-

শ্বরের নিগূঢ় পরামর্শ সফল হইবে।' অপর পূর্ব্ব- ৮
শ্রুত আকাশবাণীর ন্যায় আমার নিকটে আর বার
এই আকাশবাণী হইল, 'যিনি সমুদ্রের উপরে এক
চরণ ও পৃথিবীর উপরে এক চরণ দিয়া দণ্ডায়-
মান আছেন, তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার হস্তহই-
তে অনাবৃত ক্ষুদ্র পুস্তক লও।' তখন আমি সেই ৯
দূতের নিকটে গিয়া কহিলাম, ঐ ক্ষুদ্র পুস্তক আ-
মাকে দেও। তাহাতে তিনি কহিলেন, 'লইয়া
ভোজন কর; ইহা উদরে তিক্তরস হইবে, কিন্তু মু-
খে মধুর ন্যায় সুস্বাদু লাগিবে।' তখন আমি দূ- ১০
তের হস্তহইতে সেই ক্ষুদ্র পুস্তক লইয়া ভোজন ক-
রিলাম, তাহাতে মুখে অতি মধুর রস বোধ হইল,
কিন্তু উদরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিক্ত হইল। পরে ১১
তিনি আমাকে কহিলেন, 'নানারাজ্যীয় ও নানাদেশীয়
ও নানাভাষাবাদি লোকদের এবং নৃপতিবর্গের বিষয়ে
তোমাকে আর বার ভবিষ্যদ্বাক্য কহিতে হইবে।'

১১ অধ্যায়।

১ মন্দিরের মাপন ও দুই সাক্ষির কথা ও তাহাদের হত হওন ও সাড়ে তিন দিনের পরে উত্থান ও স্বর্গে গমন ১৫ ও সপ্তম তূরী-ধ্বনি ১৯ ও স্বর্গীয় মন্দির খুলন।

পরে পরিমাণ দণ্ডের ন্যায় এক নল আমাকে ১
দত্ত হইলে, সে দূত দণ্ডায়মান আমাকে কহিলেন;
উঠিয়া ঈশ্বরের মন্দির ও তন্মধ্যস্থ সেবকগণের ও
বেদির পরিমাণ কর। কিন্তু মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণ ২
ত্যাগ কর, তাহার পরিমাণ করিও না; কারণ তা-
হা অন্য দেশীয়দিগকে দত্ত হইয়াছে; আর তা-
হারা বিয়াল্লিশ মাস পর্য্যন্ত পবিত্র নগর পদতলে

৩ দলিত করিবে। পরে আমি আপন দুই সাক্ষিকে ক্ষমতা দিব, তাহাতে তাহারা চটপরিহিত হইয়া এক সহস্র দুই শত ষষ্টি দিন পর্য্যন্ত ভবিষ্যদ্বাক্য কহিবে।
৪ তাহারা জগদীশ্বরের সম্মুখস্থ দণ্ডায়মান দুই জিত-
৫ বৃক্ষস্বরূপ ও দুই প্রদীপস্বরূপ। যদি কেহ তাহাদিগকে হিংসা করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহাদের মুখহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া সেই শত্রুগণকে ভস্মসাৎ করিবে; যদি কেহ তাহাদের হিংসা করিতে চেষ্টা করে, তবে সেই রূপে তাহাকে বিনষ্ট হইতে হই-
৬ বে। আর তাহাদের ভবিষ্যদ্বাক্য কথনের তাবৎ দিনে যেন বৃষ্টি না হয়, এই জন্যে আকাশ রুদ্ধ করিতে তাহাদের ক্ষমতা থাকিবে; এবং জলকে রক্ত করিতে ও ইচ্ছামত বার ২ পৃথিবীস্থ লোককে তাবৎ উৎপাতগ্রস্ত করিতে তাহাদের ক্ষমতা থাকি-
৭ বে। কিন্তু তাহাদের সাক্ষ্য সমাপ্ত হইলে অতলস্পর্শ কুণ্ডহইতে যে পশু উঠিবে, সে তাহাদের সহিত সংগ্রাম করণ পূর্ব্বক জয় করিয়া তাহাদিগকে
৮ বধ করিবে। তাহাতে যে নগরে প্রভু ক্রুশে হত হইয়াছিলেন, পারমার্থিক রূপে সিদোম্ ও মিসর্ নামে বিখ্যাত সেই মহানগরের রাজপথে তাহাদের
৯ শব পড়িয়া থাকিবে। নানা রাজ্যীয় ও বংশীয় ও ভাষাবাদি ও দেশীয় লোকেরা সাড়ে তিন দিন পর্য্যন্ত সেই শবকে কৌতুকাস্পদ করিবে, তাহাদিগ-
১০ কে কবর দিতে অনুমতি দিবে না। আর এই দুই ভবিষ্যদ্বক্তা পৃথিবীস্থ তাবৎ লোককে যন্ত্রণা দিয়াছিল, এই জন্যে পৃথিবীস্থ লোক সকল তাহাদের মৃত্যুতে আনন্দিত হইয়া পরস্পর আনন্দ উপ-

ঢৌকন প্রদান করিবে। সাড়ে তিন দিনের পর ১১ তাহাদের শরীরে ঈশ্বরহইতে জীবাত্মা প্রবিষ্ট হইলে তাহারা চরণে দণ্ডায়মান হইবে; এবং যাহারা ইহা দেখিবে, তাহারা অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইবে। পরে তাহাদের প্রতি এই আকাশবাণী শুনিলাম, ১২ 'তোমরা উপরে আইস;' তখন তাহারা মেঘারূঢ় হইয়া স্বর্গে গমন করিল, এবং তাহাদের শত্রুগণ তাহা দর্শন করিল। আর তৎকালে এমত ভূমি- ১৩ কম্প হইল, যে তাহাদ্বারা নগরের দশমাংশ পতিত হওয়াতে সপ্ত সহস্র মনুষ্য হত হইল; কিন্তু অবশিষ্ট লোকেরা ভীত হইয়া স্বর্গস্থ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল। এই দ্বিতীয় সন্তাপ গত হইল; দেখ, ১৪ তৃতীয় সন্তাপ শীঘ্র আসিতেছে।

পরে সপ্তম দূত তূরীধ্বনি করিলে, 'জগতের সমু- ১৫ দয় রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তির হইল, এবং তিনি সর্ব্বদা রাজত্ব করিবেন,' এই মহারবেতে স্বর্গ ব্যাপ্ত হইল। পরে ঈশ্বরের ১৬ চতুর্দ্দিকস্থিত সিংহাসনোপবিষ্ট চতুর্ব্বিংশতি প্রাচীন লোক উবুড় হইয়া ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিল, 'হে সর্ব্বশক্তিমন্ প্রভো পরমেশ্বর, তুমি ১৭ বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ ত্রিকালস্বরূপ; তোমার ধন্যবাদ করি, কেননা তুমি নিজ মহাপরাক্রম প্রকাশ করিয়া রাজত্ব লইলা। দেশীয় লোকেরা তোমার ১৮ প্রতি ক্রুদ্ধ ছিল, কিন্তু তোমার ক্রোধ প্রকাশ ও মৃত লোকদের বিচার করণের সময়, অর্থাৎ তোমার দাস ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও পবিত্র লোক ও তোমার নামে ভয়কারি ক্ষুদ্র ও মহান লোকদিগকে পুর-

স্কার দেওনের, এবং পৃথিবীর নাশকারিদিগকে নষ্ট করণের সময় উপস্থিত হইল।'

১৯ পরে ঈশ্বরের স্বর্গীয় মন্দিরের দ্বার মুক্ত হওয়াতে তন্মধ্যস্থ প্রভুর নিয়মের আধার সপ্রকাশ হইলে, বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন ও শব্দ ও ভূমিকম্প ও মহাশিলাবৃষ্টি, এই সকল হইতে লাগিল।

১২ অধ্যায়।

১ এক আশ্চর্য্য স্ত্রীর দর্শন ও তাহার প্রসব ও নাগহইতে পুত্রের সহিত তাহার অরণ্যে পলায়ন ৭ ও মীখায়েল ও নাগের যুদ্ধ ও নাগের পরাস্ত হওন ১৩ ও ঐ স্ত্রীর প্রতি নাগের তাড়না করণ।

১ তদনন্তর স্বর্গমধ্যে এক অতি আশ্চর্য্য দর্শন হইল; সূর্য্যভূষণা ও পদতলে চন্দ্রধারিণী ও মস্তকে দ্বাদশ
২ নক্ষত্রযুক্ত মুকুটধারিণী ও গর্ব্ভবতী এক স্ত্রী প্রসববেদনাতে ব্যথিতা হইয়া আর্ত্তস্বর করিতে লাগিল।
৩ এবং আরও এক আশ্চর্য্য দর্শন হইল, সপ্ত মস্তকে সপ্ত মুকুট ও দশ শৃঙ্গবিশিষ্ট এক রক্তবর্ণ নাগ
৪ লাঙ্গূলদ্বারা আকাশস্থ তৃতীয়াংশ নক্ষত্রগণকে আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিল; এবং সেই নাগ প্রসববেদনার্ত্ত স্ত্রীর প্রসব করণ সময়ে তাহার সন্তানকে গ্রাস করিতে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান
৫ হইল। পরে লৌহদণ্ডদ্বারা তাবৎ রাজ্য শাসন করিতে পারে, এমত এক পুত্রকে ঐ স্ত্রী প্রসব করিলে তৎক্ষণাৎ ঐ সন্তান ঈশ্বরের ও তাঁহার সিং-
৬ হাসনের নিকটে আনীত হইল। এবং এক সহস্র দুই শত ষষ্টি দিন পর্য্যন্ত তাহার প্রতিপালন করণার্থে ঈশ্বর অরণ্যমধ্যে যে স্থান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই স্থানে ঐ স্ত্রী পলায়ন করিল।

আর স্বর্গেতে সংগ্রাম উপস্থিত হইল; ফলতঃ ৭ মীখায়েল্ ও তাহার দূতগণ ঐ নাগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল; তাহাতে সে নাগ ও তাহার দূতগণ যুদ্ধ করিয়া জয় করিতে না পারাতে স্বর্গমধ্যে আর ৮ স্থান পাইল না। কিন্তু ঐ তাবৎ জগদ্ভ্রামক ও ৯ অপবাদক নামে বিখ্যাত পুরাতন সর্প অর্থাৎ বৃহৎ নাগ যে শয়তান, সে নিজ দূতগণের সহিত পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল। তখন আমি স্বর্গেতে এই ১০ প্রকার এক মহারব শুনিলাম, 'এক্ষণে আমাদের ঈশ্বরের জয় ও পরাক্রম ও রাজ্য এবং তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তির ক্ষমতা উপস্থিত হইল; কেননা দিবারাত্রি আমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে অপবাদ করিত যে ভ্রাতৃগণের অপবাদক, সে অধঃপতিত হইল। পরন্তু তাহারা মৃত্যু পর্য্যন্ত আপন২ প্রাণ- ১১ কে প্রিয় জ্ঞান না করিয়া মেষশাবকের রক্ত ও আপন২ সাক্ষ্যবাক্যদ্বারা তাহাকে জয় করিয়াছে। অতএব স্বর্গ ও স্বর্গনিবাসি লোক আনন্দিত হউক; ১২ কিন্তু হে পৃথিবি ও সমুদ্র নিবাসিগণ, তোমাদের সন্তাপ হইবে; কেননা শয়তান আপন কাল সংক্ষেপ জানিয়া মহাক্রোধান্বিত হইয়া তোমাদের নিকটে নামিল।'

পরে ঐ নাগ আপনাকে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত দে- ১৩ খিয়া ঐ পুত্রপ্রসবকারিণী স্ত্রীর প্রতি বিপক্ষতা করিতে লাগিল। কিন্তু ঐ নাগের মুখহইতে যেন ১৪ ঐ স্ত্রী এক কাল ও দুই কাল ও অর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত রক্ষা পায়, এই নিমিত্তে অরণ্যে স্বস্থানে উড়িতে তাহাকে বড় উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় দুই পক্ষ দত্ত

১৫ হইল। পরে সে নাগ ঐ স্ত্রীকে ভাসাইবার নিমিত্তে আপন মুখহইতে নদীর ন্যায় স্রোতোজল উদ্গীরণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ নিক্ষেপ করিল।
১৬ কিন্তু পৃথিবী আপনি বিদীর্ণা হইয়া নাগের মুখহইতে নির্গত নদীকে পান করিয়া স্ত্রীর উপকার
১৭ করিল। এমত হইলে নাগ স্ত্রীর প্রতি আরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বংশের অবশিষ্ট লোকদের, অর্থাৎ ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনকারি ও যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষিগণের সহিত সংগ্রাম করিতে গেল।

১৩ অধ্যায়।

১ সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ ও দশ মুকুট বিশিষ্ট এক পশুর সমুদ্রহইতে উঠন ও তাহাকে নাগের পরাক্রম দেওন ১১ ও পৃথিবীহইতে দ্বিতীয় পশুর উঠন ও পূর্ব্বপশুর প্রতিমার নির্ম্মাণ করণ ও সকল লোককে তাহার পূজা করাওন।

১ তদনন্তর আমি সমুদ্রস্থ বালুকার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রের জলহইতে এক পশুকে উঠিতে দেখিলাম; তাহার সপ্ত মস্তক, ও দশ শৃঙ্গ, ও দশ শৃঙ্গে দশ মুকুট, এবং মস্তকে ঈশ্বর নিন্দারূপ নাম লেখা
২ আছে। আর যে পশুকে আমি দেখিলাম, সে চিতাব্যাঘ্রের ন্যায়, কিন্তু ভল্লূক সদৃশ তাহার চরণ ও সিংহমুখের ন্যায় তাহার মুখ; পরে সেই নাগ আপনার পরাক্রম ও সিংহাসন ও রাজকর্তৃত্ব সমস্তই
৩ তাহাকে সমর্পণ করিল। ঐ পশুর সপ্ত মস্তকের মধ্যে এক মস্তক আঘাতের দ্বারা হতপ্রায় দেখিলাম; কিন্তু তাহার সে সাংঘাতিক ক্ষত ভাল হইল; পরে জগতের সমুদায় লোক সে পশুর বিষয়ে চমৎকার
৪ জ্ঞান করিল। এবং নাগ তাহাকে আপন রাজ-

কর্তৃত্ব ভার সমর্পণ করাতে সকলে নাগকে প্রণাম করিল, এবং 'ঐ পশুর তুল্য কে আছে? ও তাহার সহিত কে সংগ্রাম করিতে পারে?' ইহা বলিয়া তাহারা সে পশুকেও প্রণাম করিল। ৫ আর অহং-কারের কথা ও নিন্দাবাক্য কহিতে তাহাকে বক্তৃ দত্ত হইল, ও বিয়াল্লিশ মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে ক্ষমতাও দেওয়া গেল। ৬ তাহাতে ঈশ্বরকে ও তাঁ-হার নামকে ও তাম্বুকে ও স্বর্গনিবাসি লোকদিগকে নিন্দা করিতে সে আপন মুখ বিস্তার করিল। ৭ এ-বং পবিত্র লোকদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে জয় করিতে এবং তাবৎ বংশীয় ও তাবৎ ভাষা-বাদি ও তাবৎ দেশীয় লোকদের উপরে কর্তৃত্ব ক-রিতে তাহাকে ক্ষমতা দত্ত হইল। ৮ তাহাতে যাহা-দের নাম জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বাবধি বলিরূপে হত মেষ-শাবকের জীবনপুস্তকেতে লিখিত নাই, সেই সকল পৃথিবীস্থ লোক তাহাকে প্রণাম করিবে। ৯ যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক। ১০ যে জন অন্যকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, সে আপনি বন্দী হইয়া নীত হইবে; এবং যে জন খড়্গদ্বারা নষ্ট করে, সে আপনি খড়্গদ্বারা নষ্ট হইবে। ইহাতে পবিত্র লোকদের ধৈর্য্য ও বিশ্বাস আছে।

১১ তদনন্তর মেষশাবকের ন্যায় দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট ও নাগের ন্যায় বাক্যবাদী আর এক পশুকে আমি পৃথিবীহইতে উঠিতে দেখিলাম। ১২ সে প্রথম পশুর সাক্ষাতে তাহার তাবৎ কর্তৃত্ব করিতে লাগিল, এবং যে প্রথম পশুর সাংঘাতিক ক্ষত ভাল হইল, তা-হাকে পৃথিবীকে ও পৃথিবীস্থ তাবৎ লোককে প্রণাম

১৩ করাইল। এবং মনুষ্যের সাক্ষাতে স্বর্গহইতে পৃথিবীতে অগ্নিবৃষ্টি হয়, এমন নানা আশ্চর্য্য ক্রিয়া
১৪ দেখাইয়া পশুর সাক্ষাতে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিতে তাহাকে যে ক্ষমতা দত্ত হইয়াছিল, তাহাদ্বারা পৃথিবী নিবাসি লোকদের ভ্রান্তি জন্মাইল। এবং যে পশু খড়্গাঘাতে ক্ষতমস্তক হইয়া বাঁচিল, তাহার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে পৃথিবী নিবাসি লোকদিগকে আ-
১৫ জ্ঞা দিল। এবং সেই পশুর প্রতিমা যেন কথা কহিতে পারে, এবং যে কেহ সে পশুর প্রতিমাকে প্রণাম না করিবে, তাহাকে বধ করিতে পারে, তন্নিমিত্তে পশুর প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে তাহার
১৬ প্রতি ক্ষমতা দত্ত হইল। এবং ক্ষুদ্র কি মহান, ও ধনী কি দরিদ্র, ও বদ্ধ কি মুক্ত, সকলেরই দক্ষিণ
১৭ হস্তে কি কপালে তাহার চিহ্ন ধারণ করাইল। এবং ঐ পশুর চিহ্ন কিম্বা নাম কিম্বা নামের সংখ্যা যে কেহ ধারণ না করিবে, তাহাকে ক্রয় বিক্রয় ক-
১৮ রিতে নিষেধ করিল। ইহাতে জ্ঞান পাওয়া যায়, অতএব যে জন জ্ঞানবান, সে ঐ পশুর সংখ্যা গণনা করুক; তাহা মনুষ্যের গণনাতে ছয় শত ছেষট্টি সংখ্যা হয়।

১৪ অধ্যায়।

১ সীয়োন পর্ব্বতে আপন লোকদের সহিত খ্রীষ্টের দর্শন ৬ ও সুসমাচার প্রচারকারি ও বাবিলের বিনাশ প্রকাশকারি এক দূতের দর্শন ১৪ ও ঈশ্বরের কোপরূপ শস্য কাটন ও কোপরূপ দ্রাক্ষাকুণ্ড দলিত করণ।

১ পরে দেখিতে২ সীয়োন্ পর্ব্বতের উপরে দণ্ডায়মান এক মেষশাবককে, এবং তাঁহার পিতার নাম কপালে লিখিত এক লক্ষ চোয়াল্লিশ সহস্র লোককে

দেখিলাম। ২ আর স্বর্গহইতে অনেক জলের কল্লোলের ও গভীর মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ধ্বনি শুনিলাম, ও বীণাবাদ্যকারিগণের বীণাধ্বনি শুনিলাম। ৩ এবং তাহারা সিংহাসনের সম্মুখস্থ চারি প্রাণির ও প্রাচীনগণের সাক্ষাতে এক নূতন গীত গান করিল; কিন্তু পৃথিবীহইতে উদ্ধৃত এক লক্ষ চোয়াল্লিশ সহস্র লোক ব্যতিরেক আর কেহ ঐ গীত শিখিতে পারিল না। ৪ তাহারা শুচি ছিল, এবং বেশ্যাদের সংসর্গেতে অপবিত্রীকৃত হয় নাই; এবং যে কোন স্থানে মেষশাবক গমন করিলেন, সে স্থানে তাহারা তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল; এবং মনুষ্যের মধ্যহইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের ও মেষশাবকের উদ্দেশে প্রথমজাত ফলস্বরূপ হইল। ৫ আর তাহাদের মুখহইতে কখনো মিথ্যাকথা নির্গত হয় নাই। তাহারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে নির্দ্দোষ হয়।

৬ তদনন্তর আকাশমধ্যে উড্ডীয়মান এক দূতকে দেখিলাম; সে পৃথিবীনিবাসি তাবৎ দেশীয় ও তাবৎ বংশীয় ও তাবৎ ভাষাবাদি ও তাবৎ রাজ্যীয় লোকদের প্রতি প্রচার করিতে সদাকালস্থায়ি সুসমাচার পাইয়া ৭ উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিল, 'ঈশ্বরের বিচারসময় উপস্থিত; অতএব তাঁহাকে ভয় করিয়া তাঁহার মহিমা প্রকাশ কর; এবং যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও উনুই ইত্যাদি সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম কর।' ৮ পরে আর এক দূত তাহার পশ্চাদ্গামী হইয়া এই কথা কহিল, 'বাবিল্ নামে মহানগরী পতিতা হয়, সে পতিতা হয়, কারণ সে তাবদ্দেশীয় লোককে

কোপ ও ব্যভিচাররূপ মদিরা পান করাইয়াছে।'
৯ এবং তৎপশ্চাৎ তৃতীয় দূত আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিল; 'যদি কেহ সেই পশুকে কিম্বা তাহার প্রতিমাকে প্রণাম করে, অথবা তাহার চিহ্ন আ-
১০ পন কপালে কি হস্তে ধারণ করে, তবে সে ব্যক্তি ঈশ্বরের কোপরূপ যে অমিশ্রিত মদিরা দণ্ডরূপ পাত্রে ঢালা গিয়াছে, সেই মদিরা পান করিবে, এবং পবিত্র দূতগণের ও মেষশাবকের সাক্ষাতে গন্ধ-
১১ কাগ্নিতে যন্ত্রণা পাইবে।' আর যাহারা সেই পশু-কে কিম্বা তাহার প্রতিমাকে নমস্কার করে, এবং যাহারা তাহার নামের চিহ্ন ধারণ করে, সর্ব্বদা তাহাদের যাতনার ধূম উঠিবে, এবং তাহারা দিবা-
১২ রাত্রির মধ্যে বিশ্রাম পাইবে না। এ বিষয়ে ঈ-শ্বরের আজ্ঞা ও যীশুর ধর্ম্ম পালনকারি পবিত্র
১৩ লোকদের ধৈর্য্য প্রকাশিত আছে। আর আমার প্রতি উক্ত এই আকাশবাণী শুনিলাম, 'যাহারা প্রভুর আশ্রয়ে থাকিয়া মরে, তাহারা তৎক্ষণাৎ ধন্য, ইহা লেখ; এবং তাহারা আপনাদের শ্রমহইতে বিশ্রাম পায়, ও তাহাদের কর্ম্ম তাহাদের পশ্চাদ্-গামী হয়, ইহাও আত্মা কহেন।'

১৪ তদনন্তর দেখিতে২ শ্বেতবর্ণ মেঘ ও তদুপবিষ্ট সু-বর্ণ মুকুট ও হস্তে তীক্ষ্ণ কাস্ত্যাধারি মনুষ্যপুত্রের
১৫ ন্যায় এক ব্যক্তিকে দেখিলাম। পরে মন্দিরহইতে আর এক দূত নির্গত হইয়া ঐ মেঘারূঢ় ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, 'পৃথিবীর শস্য সকল পরিপক্ব হও-য়াতে শস্যচ্ছেদনের সময় উপস্থিত; অতএব কাস্ত্যা
১৬ দিয়া শস্য ছেদন কর।' তাহাতে মেঘারূঢ় ব্যক্তি

আপনার কাস্ত্যাদ্বারা পৃথিবীতে শস্য ছেদন করি-
লে পৃথিবীর সমুদয় শস্য ছিন্ন হইল। তদনন্তর ১৭
স্বর্গস্থ মন্দিরহইতে আর এক তীক্ষ্ন কাস্ত্যাধারি দূত
বহির্গত হইল। আর অগ্নির অধিপতি এক দূত ১৮
যজ্ঞবেদিহইতে নির্গত হইয়া ঐ তীক্ষ্ন কাস্ত্যাধারি
ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিল, ‘পৃথিবীস্থ
দ্রাক্ষাফল সকল পরিপক্ব আছে; অতএব আপন
তীক্ষ্ন কাস্ত্যা দিয়া পৃথিবীর দ্রাক্ষাফলের স্তবক
ছেদন কর।’ তাহাতে ঐ দূত পৃথিবীতে দ্রাক্ষাফল ১৯
ছেদন করিয়া ঈশ্বরের ক্রোধরূপ মহাকুণ্ডে তাহা
পেষণার্থে নিক্ষেপ করিল। পরে নগরের বাহিরে ২০
ঐ কুণ্ডে তাহা পেষণ করিলে তন্মধ্যহইতে রক্ত নি-
র্গত হইয়া ঊর্দ্ধ্বে অশ্ববল্গা পর্য্যন্ত এক শত ক্রোশ
ব্যাপ্ত হইল।

১৫ অধ্যায়।

১ সপ্ত উৎপাতকারি সপ্ত দূতের দর্শন ও পশুকে জয়কারিদের গীত
৫ ও ঈশ্বরের কোপরূপ সপ্ত পাত্রের ঢালন।

পরে স্বর্গেতে আর এক বড় আশ্চর্য্য চিহ্ন দেখি- ১
লাম; ফলতঃ যে উৎপাতদ্বারা ঈশ্বরের ক্রোধ সফল
হয়, এমত উৎপাতকারি সপ্ত দূতকে দেখিলাম; এবং ২
অগ্নিমিশ্রিত কাচময় পাত্ররূপ এক সমুদ্র দেখিলাম;
এবং যাহারা পশুর প্রতিমা ও চিহ্ন ও নামের সং-
খ্যার সহিত পশুকে জয় করিয়াছে, তাহারা ঈশ্বরের
বীণাধারী হইয়া ঐ কাচময় সমুদ্রের নিকটে দণ্ডায়-
মান হইয়া ঈশ্বরের দাস মূসার ও মেষশাবকের ৩
গানদ্বারা এই স্তব করিতে লাগিল, ‘হে সর্ব্বশক্তি-
মন্ প্রভো পরমেশ্বর, তোমার কর্ম্ম অতি মহৎ ও

আশ্চর্য্য; হে দেশীয়দের রাজন্, তোমার পথ প্র-
৪ কৃত ও যথার্থ; অতএব হে প্রভো, কে তোমাকে
ভয় না করিবে? এবং কে তোমার নামের গৌ-
রব না করিবে? কেবল তুমিই পবিত্র, ও তোমার
দণ্ড সপ্রকাশ হওয়াতে সর্ব্বদেশীয় লোকেরাই আ-
সিয়া তোমার সাক্ষাতে প্রণাম করিবে।'

৫ অনন্তর আমি দেখিতে২ স্বর্গেতে সাক্ষ্যতাম্বুর ন্যায়
৬ মন্দিরের দ্বার মুক্ত দেখিলাম; এবং শুচি ও শুভ্র-
বর্ণ বস্ত্রান্বিত ও বক্ষঃস্থলে সুবর্ণ পটুকাবদ্ধ, এমত সপ্ত
উৎপাতকারী সপ্ত দূত মন্দিরহইতে বহির্গত হইলে
৭ চারি প্রাণির মধ্যে এক প্রাণী অনন্তকালস্থায়ি ঈ-
শ্বরের ক্রোধেতে পরিপূর্ণ সপ্ত সুবর্ণ পাত্র ঐ সপ্ত
৮ দূতকে প্রদান করিল। তাহাতে ঈশ্বরের তেজ
ও পরাক্রমজাত যে ধূম, তাহাদ্বারা মন্দির পরিপূর্ণ
হইল; এবং যে পর্য্যন্ত সপ্ত দূতের সপ্ত উৎপাত
সমাপ্ত না হইল, তাবৎ কেহ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ
করিতে পারিল না।

১৬ অধ্যায়।

১ পাত্র ঢালন ২ ও প্রথম পাত্র ঢালন ৩ ও দ্বিতীয় পাত্র ঢালন
৪ ও তৃতীয় পাত্র ঢালন ৮ ও চতুর্থ পাত্র ঢালন ১০ ও পঞ্চম পাত্র
ঢালন ১২ ও ষষ্ঠ পাত্র ঢালন ১৭ ও সপ্তম পাত্র ঢালন।

১ পরে মন্দিরহইতে ঐ সপ্ত দূতের প্রতি উক্ত এই
মহারব শুনিলাম, 'তোমরা যাইয়া ঈশ্বরের ক্রোধের
ঐ সপ্ত পাত্র পৃথিবীতে ঢালিয়া দেও।'

২ পরে প্রথম দূত গিয়া স্থলের উপরে আপন পাত্র
ঢালিলে পশুর নামাঙ্কিত ও তাহার প্রতিমাসেবক ম-
নুষ্যদের শরীরে গলিত ও বেদনাবিশিষ্ট ক্ষত হইল।

পরে দ্বিতীয় দূত সমুদ্রের উপরে আপন পাত্র ঢা- ৩
লিলে সমুদ্রের জল মৃত লোকের রক্ত সদৃশ হওয়া-
তে তন্মধ্যস্থ জীবজন্তু সকল প্রাণত্যাগ করিল।

অপর তৃতীয় দূত সমস্ত নদীতে ও উনুইতে আপন ৪
পাত্র ঢালিয়া দিল, তাহাতে সমুদয় জল রক্ত হইয়া
গেল। তখন জলাধিপতি দূতহইতে এই রূপ কথা ৫
শুনিলাম, 'হে বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ ত্রিকাল-
স্বরূপ প্রভো, তুমি ন্যায়কারী ও পবিত্র, এই জন্যে
এমত ন্যায়বিচার করিয়াছ। কেননা লোকেরা তো- ৬
মার পবিত্রগণের ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের রক্তপাত করি-
য়াছিল, একারণ তুমি তাহাদিগকে রক্ত পান করিতে
দিয়াছ, তাহারাও ইহার যোগ্য বটে।' অনন্তর বে- ৭
দির নিকটহইতে আর এক দূতের এই কথা শুনি-
লাম, 'সত্য, হে সর্ব্বশক্তিমন্ প্রভো পরমেশ্বর, তো-
মার দণ্ড সমস্তই যথার্থ ও প্রকৃত।'

পরে চতুর্থ দূত সূর্য্যের উপরে আপন পাত্র ৮
ঢালিয়া দিল, তাহাতে সে অগ্নিদ্বারা মনুষ্যদিগকে
দগ্ধ করিতে সক্ষম হইল। তখন মনুষ্যেরা অত্যন্ত ৯
সন্তাপে দগ্ধ হইয়া এই সকল উৎপাতের কর্ত্তা যে
ঈশ্বর, তাঁহার গৌরব করিতে মন না ফিরাইয়া তাঁ-
হার নামের নিন্দা করিল।

অপর পঞ্চম দূত সেই পশুর সিংহাসনের উ- ১০
পরে আপন পাত্র ঢালিল; তাহাতে তাহার রাজ্য
অন্ধকারময় হইল, এবং লোকেরা বেদনা প্রযুক্ত
আপনাদের জিহ্বাকে দংশন করিল। এবং আপ- ১১
নাদের বেদনা ও ক্ষত প্রযুক্ত স্বর্গস্থ ঈশ্বরকে নিন্দা
করিয়া আপনাদের কুকর্ম্মহইতে মন ফিরাইল না।

১২ পরে ষষ্ঠ দূত ফরাৎ নামে মহানদীতে আপন পাত্র ঢালিল; তাহাতে পূর্ব্বদিগস্থ নৃপতিবর্গের পথ প্রস্তুত করণার্থে ঐ নদীর জল শুষ্ক হইয়া গেল।
১৩ পরে সেই নাগের ও পশুর ও ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তার মুখহইতে ভেকের ন্যায় এক ২ আত্মা, এমত তিন
১৪ অশুচি আত্মাকে নির্গত হইতে দেখিলাম। ঐ ভূতগণ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের মহাদিনে যুদ্ধের কারণ পৃথিবীস্থ সমুদয় ভূপতিদিগকে একত্র করিবার নিমিত্তে তাহাদের নিকটে গমনাগমন করিয়া আশ্চর্য্য
১৫ ক্রিয়া দেখাইল। এবং ইব্রী ভাষাতে হর্ম্মগিদ্দো (মগিদ্দো পর্ব্বত) নামক স্থানে তাহাদিগকে সংগ্রহ
১৬ করিয়া একত্র করিল। ‘দেখ, আমি চোরের ন্যায় আসিতেছি; যে জন জাগ্রৎ হইয়া আপন বস্ত্র রক্ষা করে সে ধন্য; সে উলঙ্গ হইয়া বেড়াইবে না, এবং লজ্জাস্পদও হইবে না।’

১৭ পরে সপ্তম দূত আকাশের মধ্যে আপন পাত্র ঢালিলে, ‘সমাপ্ত হইল,’ এই এক মহারব স্বর্গীয় মন্দির
১৮ ও সিংহাসনহইতে নির্গত হইল। এবং শব্দ ও মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ হইল, এবং পৃথিবীতে মনুষ্যদের উৎপত্তি অবধি যাদৃশ কখনো হয় নাই, এতাদৃশ বড়
১৯ ঘোরতর ভূমিকম্প হইল। তাহাতে প্রধান নগর তিন ভাগে বিভক্ত হইল, এবং নানা দেশের নগর ভূমিসাৎ হইল, বিশেষতঃ বাবিল্ নামে মহানগরীকে আপন প্রচণ্ড ক্রোধরূপ মদিরাপাত্র দিতে ঈশ্বরের স্মরণে
২০ পড়িল। এবং প্রত্যেক উপদ্বীপ পলায়ন করিল, ও
২১ পর্ব্বতগণ অন্তর্হিত হইল। এবং আকাশহইতে এক২ মোন পরিমিত শিলার বৃষ্টি হইল; এই শিলাবৃষ্টি-

ৰূপ উৎপাত প্রযুক্ত লোকেরা ঈশ্বরের নিন্দা করিতে লাগিল; সে অতি মহৎ উৎপাত হইল।

১৭ অধ্যায়।

১ সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ বিশিষ্ট পশুর উপরে বাবিল্ নামক বেশ্যার আরোহণ ও সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গের তাৎপর্য্য ও তাহাদের পরাজয় ও খ্রীষ্টের জয়।

পরে ঐ সপ্ত পাত্রধারি সপ্ত দূতের মধ্যে এক জন ১ নিকটে আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া কহিল, 'এই স্থানে আইস, পৃথিবীর নৃপতিবর্গ যে বেশ্যার ২ সহিত ব্যভিচারকর্ম্ম করিয়াছে, এবং পৃথিবীনিবাসিরা যাহার ব্যভিচারৰূপ মদ্যপানে মত্ত হইয়াছে, সেই জলরাশির উপরে উপবিষ্ট মহাবেশ্যার দণ্ড তোমাকে দেখাই।' পরে সেই দূত আত্মাতে আবিষ্ট আমাকে ৩ অরণ্যমধ্যে লইয়া গেল; তাহাতে নিন্দাৰূপ নামে পরিপূর্ণ সিন্দূরবর্ণ সর্ব্বশরীর, ও সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ বিশিষ্ট পশুতে উপবিষ্টা এক নারীকে দেখিলাম। সে নারী ধূসর ও সিন্দূর বর্ণ বস্ত্র পরিহিতা, ও সু- ৪ বর্ণমণি মুক্তাদিতে বিভূষিতা, ও আপন ব্যভিচারৰূপ ঘৃণার্হ অশুচি সামগ্রীতে পরিপূর্ণ এক সুবর্ণ পাত্রহস্তা আছে। এবং তাহার কপালে নাম অর্থাৎ ৫ 'বেশ্যাগণের ও পৃথিবীর ঘৃণার্হ ক্রিয়ার জননী বাবিল্ মহানগরী,' এই নিগূঢ় নাম লিখিত আছে। এবং পবিত্রগণের ও যীশুর সাক্ষিগণের রক্তেতে মত্তা ৬ সেই নারীকে দেখিলাম; তাহা দেখিলে পর আমার অতিশয় আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। তাহাতে সে ৭ দূত আমাকে কহিল, 'তুমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছ কেন? ঐ নারীর এবং সপ্ত মস্তক দশ শৃঙ্গ বি-

শিষ্ট ঐ নারীর বাহনের নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাকে জা-
৮ নাই। তুমি যে পশুকে দেখিয়াছ, সে পূর্ব্বে ছিল,
কিন্তু এক্ষণে নাই; সে অতলস্পর্শ কুণ্ডহইতে পুন-
র্ব্বার উঠিয়া বিনাশ পাইবে; সৃষ্টিকালাবধি জীবন
পুস্তকে যাহাদের নাম লিখিত নাই, এমত পৃথিবী-
নিবাসি লোকেরা ভূত ও এক্ষণে অবর্ত্তমান ও ভ-
বিষ্যৎ ঐ পশুকে দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে।
৯ যাহার বুদ্ধি আছে, সে ইহা বুঝুক। ঐ সপ্ত মস্তক
সপ্ত পর্ব্বতস্বরূপ, তাহাদের উপরে ঐ নারী বসিয়া
১০ আছে; এবং (ঐ সপ্ত মস্তক) সপ্ত রাজাস্বরূপও
আছে, তাহাদের পাঁচ জন পতিত হইয়াছে, ও এক
বর্ত্তমান আছে; আর এক এখনও উপস্থিত হয়
১১ নাই, হইলে অল্পক্ষণ থাকিবে। যে পশু ভূত ও
এক্ষণে অবর্ত্তমান, সে অষ্টম; এবং সপ্ত রাজার
১২ মধ্যহইতে উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইবে। এবং তুমি
যে দশ শৃঙ্গ দেখিয়াছ, সে দশ রাজাস্বরূপ; তা-
হারা অদ্যাপি রাজ্য প্রাপ্ত হয় নাই; কিন্তু পশুর
সহিত এক মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রাজার ক্ষমতা পাইবে।
১৩ তাহারা একপরামর্শ হইয়া আপনাদের ক্ষমতা ও
শক্তি পশুকে দিয়া মেষশাবকের সহিত সংগ্রাম ক-
১৪ রিবে। কিন্তু মেষশাবক তাহাদিগকে জয় করি-
বেন; যেহেতুক তিনি প্রভুদের প্রভু ও রাজাদের
রাজা, এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে থাকে, তাহারা
১৫ আহূত ও মনোনীত ও বিশ্বাস্য।' পরে তিনি
আমাকে আরও কহিলেন, 'তুমি যে জলরাশিতে
বেশ্যাকে উপবিষ্ট দেখিয়াছ, সেই জলরাশি রা-
জ্যীয় ও দেশীয় ও ভাষাবাদি লোক ও জনতা

জানিবা। আর যে দশ শৃঙ্গ দেখিয়াছ, তাহারা ১৬ এবং পশু বেশ্যাকে ঘৃণা করিবে, এবং তাহাকে দীনহীনা ও নগ্না করিয়া তাহার মাংস ভোজন করিবে, এবং তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। যে ১৭ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের উক্ত বাক্য সফল না হয়, তাবৎ কাল ঈশ্বর আপন মনস্থ সিদ্ধ করিতে, এবং এক-বাক্য করিয়া সেই পশুকে রাজ্য প্রদান করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি দিবেন। আর তুমি যে না- ১৮ রীকে দেখিয়াছ, সে পৃথিবীর রাজগণের উপরে কর্তৃত্বকারিণী মহানগরী জানিবা।'

১৮ অধ্যায়।

১ বাবিলের অধঃপতন ও তাহাহইতে ঈশ্বরের লোকের বহির্গমন ও তাহার জন্যে রাজাদের ও বাণিজ্যকারিদের ও জাহাজীয় লোক-দের বিলাপ ও ঈশ্বরের লোকদের আনন্দ ২১ ও বাবিলের পত-নের দৃষ্টান্ত।

অনন্তর আমি আর এক মহাবলবান দূতকে স্বর্গ- ১ হইতে নামিতে দেখিলাম; তাহার ছটাতে পৃথিবী দীপ্ত হইল। পরে সে মহাশব্দ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ২ কহিতে লাগিল, 'বাবিল্ মহানগরী পতিতা হইল, সে পতিতা হইল, এবং ভূতগণের বাসস্থান ও তাবৎ অশুচি ভূতের আবাস ও তাবৎ অপবিত্র কুৎসিত পক্ষির পিঞ্জরস্বরূপ হইল। কেননা সমস্ত দেশীয় ৩ লোক তাহার ব্যভিচারজাত কোপরূপ মদিরা পান করিয়াছে, এবং পৃথিবীর তাবৎ নৃপতিবর্গ তাহার সহিত ব্যভিচারকর্ম্ম করিয়াছে, এবং তাহার সুখ-ভোগের বাহুল্যপ্রযুক্ত পৃথিবীর বণিকেরা ভাগ্যবান হইয়াছে।' তদ্ভিন্ন স্বর্গহইতে উক্ত এই আর এক ৪

রব শুনিলাম; হে আমার লোকেরা, তোমরা যেন এই বাবিলের পাপের অংশী না হও, ও তাহার উৎপাতগ্রস্ত না হও, এই নিমিত্তে তাহাহইতে বহির্গত
৫ হও। তাহার পাপ স্বর্গ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, এবং
৬ তাহার দুষ্কর্ম্ম ঈশ্বরের স্মরণে আসিয়াছে। সে তোমাদিগকে যেরূপ দান করিয়াছে তোমরাও তাহাকে তাদৃশ প্রতিদান কর; এবং তাহার ক্রিয়ানুরূপ দ্বিগুণ প্রতিফল দেও; এবং সে যে পেয় প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার পাত্রে সেই পেয়ের দ্বি-
৭ গুণ দেও। এবং সে যত আত্মগৌরব করিয়াছে, ও সুখে কাল যাপন করিয়াছে, তাহাকে তত যন্ত্রণা ও শোক দেও; কেননা 'আমি বিধবা নহি, রাণী হইয়া বিরাজমানা আছি, এবং কদাচ শোক পাইব না,' সে আপন মনে২ এমন কথা কহিয়াছে।
৮ অতএব এক দিনেই তাহার প্রতি এই সমস্ত উৎপাত ঘটিবে; ফলতঃ মৃত্যু ও শোক ও দুর্ভিক্ষ ঘটিলে সে শেষে অগ্নিতে দগ্ধা হইবে; আহার বিচারকর্ত্তা যে প্রভু পরমেশ্বর তিনি সর্ব্বশক্তিমান।
৯ এবং পৃথিবীর যে সমস্ত রাজা তাহার সঙ্গে ব্যভিচারকর্ম্ম ও সুখে কাল যাপন করিয়াছে, তাহারা তাহার দহনের ধূম দেখিয়া ক্রন্দন ও বিলাপ ক-
১০ রিবে। এবং তাহার যন্ত্রণার ভয়ানকতা প্রযুক্ত দূরে দাঁড়াইয়া এই কথা কহিবে, 'হায়২ মহানগরী বাবিল্! হে বলবৎ নগরি, এক দণ্ডে তোমার
১১ দণ্ড হইল।' এবং পৃথিবীর বাণিজ্যকারিরা তাহার নিমিত্তে ক্রন্দন ও বিলাপ করিবে; যে হেতুক তাহাদের বাণিজ্যের সামগ্রী কেহ আর ক্রয়

করিবে না। 'স্বর্ণ ও রূপ্য ও মণি ও মুক্তা ও সূক্ষ্ম ১২
বস্ত্র ও বেগুণী বর্ণ ও সিন্দূর বর্ণ বস্ত্র ও পট্টবস্ত্র ও
চন্দনাদি কাষ্ঠ ও হস্তিদন্তের সর্ব্ব প্রকার পাত্র, ও
বহুমূল্য কাষ্ঠের ও পিত্তলের ও লৌহের ও মর্ম্ম-
রের সর্ব্ব প্রকার পাত্র, এবং দারুচিনি ও সুগন্ধি ১৩
দ্রব্য ও মর্দ্দনের দ্রব্য ও গন্ধরস ও মদিরা ও
তৈল ও উত্তম সুজি ও গোম ও গো ও মেষ ও
অশ্ব ও রথ ও দাস ও মনুষ্যদের প্রাণ ইত্যাদি
বাণিজ্যের সামগ্রী; এবং তোমার প্রাণের বাঞ্ছিত ১৪
ফল সকল ও যাবদীয় সুস্বাদু ও মনোহর দ্রব্য,
তাবৎই তোমার নিকটহইতে গেল; তুমি আর
কখনও সে সকলের উদ্দেশ পাইবা না।' এবং ১৫
তাহার ঐ সকল ব্যবসায়দ্বারা ধনবান্ হইয়াছে,
এমত সমস্ত মহাজন তাহার যন্ত্রণার ভয়ানকতা
প্রযুক্ত দূরে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে২
কহিবে, 'হায়! হায়! হে মহানগরি, তুমি সূক্ষ্ম ১৬
বস্ত্রে ও বেগুণী রঙ্গের বস্ত্রে ও সিন্দূর বর্ণ বস্ত্রে
বস্ত্রান্বিতা ও সুবর্ণ মণি মুক্তাদি ভূষণেতে ভূষিতা
ছিলা, কিন্তু এখন এক দণ্ডের মধ্যে সে সমস্ত ১৭
সম্পত্তির লোপ হইল।' এবং জাহাজের অধ্যক্ষ-
গণ ও জাহাজদ্বারা জলপথে গমনকারি লোক ও
নাবিক লোক এবং সমুদ্রস্থিত ব্যবসায়ি লোক, ই-
হারা দূরে দাঁড়াইয়া নগরদাহের ঊর্দ্ধগত ধূম দে- ১৮
খিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিবে, 'এমত মহনগরীর তুল্য
আর কি নগরী আছে?' ইহা বলিয়া তাহারা ১৯
মস্তকে ধূলা দিয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে২ উ-
চ্চৈঃস্বরে কহিবে, 'হায়! হায়! যে মহানগরীর ঐ-

শ্বর্য্যদ্বারা সমুদ্রস্থ সকল জাহাজের কর্ত্তারা ধনবান্ হইয়াছে, এমত নগরী এক দণ্ডের মধ্যে উচ্ছিন্না
২০ হইয়া গেল।' কিন্তু হে স্বর্গীয় লোক, ও পবিত্র লোক, ও প্রেরিতগণ, ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, তোমরা ইহাতে আনন্দ কর; কেননা ঈশ্বর তোমাদের নিমিত্তেই ইহার এমত সমুচিত দণ্ড দিলেন।
২১ অনন্তর এক বলবান্ দূত বৃহৎ যাঁতার এক পাটের সদৃশ একখান প্রস্তর লইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, 'ইহার মত এই বৃহৎ বাবিল্ নগরী বলেতে অধঃক্ষিপ্তা হইবে, আর কখনো তাহার উ-
২২ দ্দেশ পাওয়া যাইবে না। ইহার পরে বীণাবাদক ও বাদ্যকর ও বংশীবাদক ও তূরীবাদক, ইহারা তোমার মধ্যে আর কখনো যন্ত্র বাজাইবে না; এবং ব্যবসায়ার্থে কোন প্রকার শিল্পকারী তোমার মধ্যে আর কখনো মিলিবে না; এবং যাঁতা পেষণের শব্দ তোমার মধ্যে আর কখনো শুনা যা-
২৩ ইবে না; এবং প্রদীপের আলো তোমার মধ্যে আর কখনো দৃষ্ট হইবে না; ও বর কন্যার রব তোমার মধ্যে আর কখনো শুনা যাইবে না; যে হেতুক তোমার বণিকেরা পৃথিবীর মধ্যে প্রধান হইলে তোমার মায়াতে দেশীয় লোক সকলেই মো-
২৪ হিত হইল। আর পৃথিবীতে যত ভবিষ্যদ্বক্তার ও পুণ্যবান্ লোকের বধ হইয়াছে, সকলের রক্ত তোমার মধ্যে পাওয়া গেল।'

১৯ অধ্যায়।

১ বাবিল বেশ্যার দণ্ডের জন্যে স্বর্গীয় লোকদের গান করণ ও খ্রীষ্টের ধর্ম্ম বিবাহ ও দূতকে ভজনা করণে নিষেধ ১১ ও জয়কারি খ্রীষ্টের দর্শন ১৭ ও মাংস ভোজন করিতে পক্ষিদের প্রতি আহ্বান।

অনন্তর স্বর্গহইতে অনেক লোকের উক্ত এই এক ১
মহারব শুনিলাম, 'পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর, কেন-
না পরিত্রাণ ও মহিমা ও সম্ভ্রম ও শক্তি এ সকলি
আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের। তাঁহার সকল দণ্ড ২
যথার্থ ও প্রকৃত; যে মহাবেশ্যা আপন ব্যভি-
চার ক্রিয়াতে পৃথিবীস্থ লোককে ভ্রষ্ট করিয়াছিল,
তাহার দণ্ড তিনি করিলেন, ও আপন সেবকদের
রক্তপাতের প্রতিফল তাহাকে দিলেন।' এবং তা- ৩
হারা আর বার কহিল, 'পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর;
তাহার ধূম নিত্য২ উঠে।' পরে সেই চব্বিশ প্রা- ৪
চীন ও চারি প্রাণী উবুড় হইয়া সিংহাসনোপ-
বিষ্ট ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া কহিল, 'এমত হউক,
পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর।' তাহার পর সেই সিং- ৫
হাসনহইতে এই এক রব হইল; 'হে ঈশ্বরের সে-
বকগণ, হে তাঁহার ভয়কারিগণ, তোমরা ক্ষুদ্র কি
মহান্ সকলেই আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা কর।'
পরে অনেক জলের কল্লোলধ্বনি ও ঘোর মেঘগর্জ্জ- ৬
নের শব্দের ন্যায় লোক সমূহের এই রব শুনি-
লাম, 'পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর, সর্ব্বশক্তিমান প্রভু
পরমেশ্বর রাজত্ব করেন। আইস, আমরা আনন্দ ৭
ও উল্লাস করি, ও তাঁহার সম্মান করি; কেননা
মেষশাবকের বিবাহ উপস্থিত হইল, ও তাঁহার স্ত্রী
আপনাকে সুসজ্জিতা করিল।' এবং পবিত্র লোক- ৮
দের পুণ্যস্বরূপ যে নির্ম্মল ও শুভ্র সূক্ষ্ম বস্ত্র, তা-
হা পরিধান করিতে তাহাকে দত্ত হইল। পরে ৯
আমাকে উক্ত হইল, 'যাহারা মেষশাবকের বিবাহ-
ভোজেতে নিমন্ত্রিত হয়, তাহারা ধন্য, ইহা লেখ;'

এবং পুনশ্চ আমাকে কহিল, 'এই সকল ঈশ্বরের
১০ সত্য বাক্য।' তখন আমি তাহাকে ভজনা করিতে তাহার চরণে পড়িলে সে আমাকে কহিল, 'সাবধান, এমত কর্ম্ম করিও না; যেমন তুমি ও যীশুর সাক্ষ্যবিশিষ্ট তোমার ভ্রাতৃগণ, তেমনি আমিও তোমাদের মধ্যে এক জন সহদাস আছি; ঈশ্বরকে ভজনা কর; কেননা যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য ভবিষ্যদ্বাক্যের সার।'

১১ অনন্তর আমি দেখিতে২ স্বর্গদ্বার মুক্ত হইলে এক শ্বেতাশ্বকে দর্শন করিলাম; তাহার উপরে যিনি আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিশ্বাস্য ও সত্যবাদী করিয়া কহে; তিনি যথার্থ রূপে বিচার
১২ ও যুদ্ধ করেন। তাঁহার চক্ষু অগ্নিশিখাবৎ ও মস্তকেতে অনেক মুকুট, ও তাহাতে যে নাম লিখিত আছে, তাহা আপনি বিনা অন্যে জানে না।
১৩ এবং রক্তে মগ্ন হইয়াছিল, এমত তাঁহার পরিধান বস্ত্র, ও তাঁহার নামকে 'ঈশ্বরের বাক্য' কহে।
১৪ পরে স্বর্গীয় সৈন্যগণ শুভ্রবর্ণ নির্ম্মল সূক্ষ্ম বস্ত্রান্বিত ও শ্বেতাশ্বারূঢ় হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল।
১৫ তিনি আপন মুখহইতে নির্গত তীক্ষ্ণ খড়্গদ্বারা অন্যদেশীয়দিগকে প্রহার করেন, এবং লৌহদণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে শাসন করেন; তিনি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধরূপ দ্রাক্ষাপেষণ কুণ্ডেতে তা-
১৬ হাদিগকে দলন করেন। এবং 'রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু,' এই নাম তাঁহার পরিচ্ছদের ও জংঘার উপরে লিখিত আছে।

অনন্তর আমি সূর্য্যের মধ্যে দণ্ডায়মান এক দূত- ১৭
কে দেখিলাম; সে আকাশে উড্ডীয়মান তাবৎ
পক্ষির প্রতি উচ্চৈঃশব্দেতে এই কথা কহিল, 'তো-
মরা সকলে ঈশ্বরের প্রস্তুত মহাভোজে আসিয়া
সভাস্থ হও, এবং রাজগণের ও সেনাপতিবর্গের ও ১৮
বিক্রমি লোকদের, ও অশ্বগণের ও অশ্বারূঢ়গণের,
এবং মুক্ত ও বদ্ধ, এবং ক্ষুদ্র ও মহান, তাবৎ
প্রকার মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ কর।' পরে ঐ অশ্বা- ১৯
রূঢ় ব্যক্তির ও তাঁহার সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করি-
তে সেই পশুকে ও সৈন্যসামন্তের সহিত পৃথি-
বীর রাজগণকে একত্র হইতে দেখিলাম। তাহাতে ২০
সেই পশু, এবং তাহার সহিত যে ভাক্ত ভবি-
ষ্যদ্বক্তা তাহার সাক্ষাতে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়া প-
শুর চিহ্নগ্রাহিদিগকে ও তাহার প্রতিমাপূজকদিগ-
কে ভুলাইয়াছিল, ঐ উভয় ধরা পড়িল, এবং জী-
বৎ থাকিয়াই অগ্নি ও গন্ধকে প্রজ্বলিত হ্রদে নি-
ক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু অবশিষ্ট লোকেরা সেই অশ্বা- ২১
রূঢ় ব্যক্তির মুখহইতে নির্গত খড়্গদ্বারা হত হ-
ইল, এবং পক্ষি সকল আসিয়া তাহাদের মাংসে-
তে তৃপ্ত হইল।

২০ অধ্যায়।

১ এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত শয়তানের বন্ধন ৪ ও প্রথম উত্থান ও শয়তানের মুক্তি ও যুদ্ধার্থে জূজ ও মাজূজের একত্র হওন ও তাহাদের বিনাশ ও শয়তানের নরকে নিক্ষিপ্ত হওন ১১ ও বি-চারদিনের কথা।

অনন্তর আমি অতলস্পর্শ কুণ্ডের চাবি ও এক ১
মহাশৃঙ্খল বিশিষ্ট এক দূতকে স্বর্গহইতে নামিতে

২ দেখিলাম। পরে ঐ দূত সেই নাগ নামে বৃদ্ধ সর্পকে, অর্থাৎ অপবাদক শয়তানকে ধরিয়া সহস্র ৩ বৎসর বদ্ধ রাখিতে অগাধ কুণ্ডের মধ্যে ফেলিয়া কুণ্ডের মুখ বদ্ধ করিল, এবং মুদ্রার চিহ্ন দিল, তাহাতে সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ না হইলে সে তাবৎ দেশীয় লোককে আর ভ্রান্ত করিতে পারিবে না; কিন্তু তাহার পর ক্ষণেক কাল মুক্ত হইবে।

৪ পরে আমি কএক সিংহাসন ও তদুপবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে দর্শন করিলাম; তাহাদিগকে বিচার করণের ভার দত্ত হইল; আর যীশুর সাক্ষ্য ও ঈশ্বরের বাক্যের নিমিত্তে যাহাদের মস্তকচ্ছেদন হইয়াছিল, অর্থাৎ যাহারা সেই পশুকে ও তাহার প্রতিমাকে পূজা করে নাই, এবং তাহার চিহ্ন আপন২ কপালে ও হস্তে ধারণ করে নাই, তাহাদের আত্মাদিগকেও দেখিলাম; তাহারা এক সহস্র বৎসর সজীব থাকিয়া খ্রীষ্টের সহিত রাজত্ব ৫ করিল। কিন্তু যাবৎ সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ না হয়, তাবৎ অবশিষ্ট মৃতেরা সজীব হইল না; এই ৬ প্রথম উত্থান। যাহারা এই উত্থানের অংশী হয়, তাহারাই ধন্য ও পবিত্র; তাহাদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কিছু অধিকার নাই; তাহারা ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের উদ্দেশে যাজক হইবে, ও সহস্র বৎ- ৭ সর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে রাজত্ব করিবে। অপর সহস্র বৎসর উত্তীর্ণ হইলে শয়তানকে কারাগার- ৮ হইতে মুক্ত করা যাইবে। তাহাতে সে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থিত সমুদয় রাজ্যকে, অর্থাৎ সমুদ্রের বালী সদৃশ অসংখ্য যে জূজ্ ও মাজূজ্, তাহা-

দিগকে ভুলাইয়া সংগ্রামের নিমিত্তে একত্র করিতে বহির্গমন করিবে। ৯ তাহারা পৃথিবীর প্রস্থ দিয়া আসিয়া পবিত্র লোকদের শিবির ও প্রিয় নগর ঘেরিবে; তখন ঈশ্বরের নিকটহইতে স্বর্গনির্গত অগ্নি তাহাদিগকে গ্রাস করিবে। ১০ এবং যে স্থানে সেই পশু ও ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা আছে, সেই সগন্ধক আগ্নিময় হ্রদেতে তাহাদের ভ্রান্তিকারক শয়তান্ নিক্ষিপ্ত হইবে; সে স্থানে তাহারা অনন্তকাল দিবারাত্রি যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

১১ তাহার পর আমি এক মহা শুভ্র সিংহাসন ও তদুপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে দর্শন করিলাম; তাঁহার সম্মুখহইতে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল পলায়ন করিল; তাহাদের আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না। ১২ অনন্তর ক্ষুদ্র কি মহান তাবৎ মৃত লোককে ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে দেখিলাম; পরে সকল পুস্তক খোলা গেল, বিশেষতঃ জীবনপুস্তক নামে অন্য এক পুস্তক খোলা গেল, এবং পুস্তকগণে লিখিত বচনদ্বারা সেই সমস্ত মৃত লোক আপন২ কর্ম্মানুসারে বিচারিত হইল। ১৩ এবং সমুদ্র আপনার মধ্যস্থিত তাবৎ মৃত লোককে সমর্পণ করিল, এবং মৃত্যু ও পরলোক আপনাদের মধ্যস্থিত লোককে সমর্পণ করিল, এবং আপন২ কর্ম্মানুসারে প্রত্যেক জন বিচারিত হইল। ১৪ পরে মৃত্যু ও পরলোক অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল; এই দ্বিতীয় মৃত্যু। ১৫ এবং জীবন পুস্তকে যে কাহার নাম লিখিত নাই, সে অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল।

২১ অধ্যায়।

১ নূতন আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর দর্শন ২ ও নূতন ধর্ম্মনগরী যিরূশালমের দর্শন ৯ ও তাহার তেজের ও আকারের ও ধনের ও সুখের বর্ণনা।

১ পরে আমি এক নূতন আকাশমণ্ডল ও নূতন পৃথিবীকে দেখিলাম; পূর্ব্বীয় আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী লুপ্ত হইয়াছিল, সমুদ্রও আর হইল না। ২ আর বরের নিমিত্তে প্রস্তুতা কোন কন্যা যেমন বিভূষিতা হয়, তদ্রূপ আমি যোহন্ ঈশ্বরের নিকটহইতে নূতন ধর্ম্মনগরী যিরূশালমকে স্বর্গহইতে নামিতে দেখিলাম। ৩ পরে স্বর্গহইতে এই গভীর আকাশবাণী শুনিলাম, 'দেখ, মনুষ্যদের মধ্যে ঈশ্বরের আবাস আছে, এবং তাহাদের মধ্যে তিনি বাস করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার লোক হইবে, এবং তিনি আপনি তাহাদের ঈশ্বর হইয়া তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন। ৪ এবং ঈশ্বর তাহাদের চক্ষুর তাবৎ জল মুছাইয়া দিবেন, তাহাতে মরণ আর কখনো হইবে না, এবং শোক কি রোদন কি ব্যথা কিছুই আর কখনো হইবে না; পূর্ব্বীয় এই সকল গত হইল।' ৫ পরে সেই সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তি কহিলেন, 'এই দেখ, আমি তাবৎ বিষয়ের নূতন সৃষ্টি করিলাম;' এবং পুনশ্চ আমাকে কহিলেন, 'দেখ, কেননা এ কথা সত্য ও বিশ্বসনীয়।' ৬ পরে তিনি আর বার আমাকে কহিলেন, 'সমাপ্ত হইল, আমি ক ও ক্ষ, অর্থাৎ আদি ও অন্তস্বরূপ; যে জন পিপাসিত আছে, তাহাকে আমি বিনা মূল্যে জীবনরূপ উনুইয়ের

জল পান করিতে দিব। এবং যে জন জয় ক- ৭
রিবে, সে তাবতের অধিকারী হইবে; এবং আ-
মি তাহার ঈশ্বর হইব ও সে আমার পুত্র হই-
বে। কিন্তু যাহারা ভীরু ও অবিশ্বাসী ও ঘৃণ্য ৮
কর্ম্মকারী ও নরহত্যাকারী ও বেশ্যাগামী ও মায়া-
বী ও দেবপূজক, তাহারা এবং তাবৎ মিথ্যাবাদী
অগ্নি ও গন্ধকের প্রজ্বলিত হ্রদে অধিকার পাইবে;
এই দ্বিতীয় মৃত্যু।'

অনন্তর সেই সপ্ত শেষ উৎপাতে সম্পূর্ণ সপ্ত ৯
পাত্রধারি সপ্ত দূতের মধ্যে এক জন আমার নি-
কটে আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া ক-
হিল, 'এখানে আইস, সেই মেষশাবকের বিবাহি-
তা স্ত্রীকে তোমাকে দেখাই।' পরে সে আত্মা- ১০
তে আবিষ্ট আমাকে এক বৃহৎ উচ্চপর্ব্বতে লইয়া
ঈশ্বরের নিকটহইতে ও স্বর্গহইতে বহির্গামিনী সেই
ধর্ম্মময়ী মহানগরী যিরূশালমকে দেখাইল। সে ন- ১১
গরে ঈশ্বরের তেজ অবস্থিতি করিল, এবং তাহার
জ্যোতি বহুমূল্য রত্ন অর্থাৎ সূর্য্যকান্ত মণির ন্যায়
ও স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল। এবং ঐ নগরের প্রা- ১২
চীর অতি উচ্চ ও বৃহৎ, তাহার পূর্ব্বদিগে তিন
দ্বার, ও উত্তরদিগে তিন দ্বার, ও দক্ষিণদিগে তিন
দ্বার, এবং পশ্চিমদিগে তিন দ্বার, সমুদায়ে দ্বাদশ
দ্বার আছে। সেই দ্বাদশ দ্বারের উপরে দ্বাদশ ১৩
দূত থাকে, ও দ্বারের উপরে ইস্রায়েল বংশের দ্বা-
দশ গোষ্ঠীর নাম লিখিত আছে। এবং ঐ প্রা- ১৪
চীরের দ্বাদশ ভিত্তিমূল আছে, তাহাতে মেষশাব-
কের দ্বাদশ প্রেরিতের নাম লিখিত আছে। অপর ১৫

যে দূত আমার সঙ্গে কথোপকথন করিল, তা-
হার হস্তে ঐ নগর ও তাহার দ্বার ও প্রাচীর পরি-
১৬ মাণ করণার্থে একটা সুবর্ণ নল আছে। ঐ নগর
চতুষ্কোণ, তাহার দীর্ঘ ও প্রস্থ সমান; সে সে-
ই নলদ্বারা নগরের পরিমাণ করিলে দ্বাদশ সহস্র
তীর পরিমাণ হইল, তাহার দীর্ঘ ও প্রস্থ ও উচ্চ
১৭ এক সমান। পরে তাহার প্রাচীরের পরিমাণ ক-
রিলে মনুষ্যের অর্থাৎ ঐ দূতের এক শত চোয়া-
১৮ ল্লিশ হস্ত পরিমাণ হইল। সূর্য্যকান্ত মণি নির্ম্মিত
তাহার প্রাচীর, এবং ঐ নগর নির্ম্মল কাচের স-
১৯ দৃশ পরিষ্কৃত সুবর্ণ নির্ম্মিত। প্রাচীরের ভিত্তি-
মূল নানা প্রকার মূল্যবান রত্নেতে ভূষিত; তাহার
প্রথম ভিত্তিমূল সূর্য্যকান্তের, ও দ্বিতীয় নীলকান্তের,
২০ ও তৃতীয় লালের, ও চতুর্থ মরকতের; ও পঞ্চম
বৈদূর্য্যের, ও ষষ্ঠ চুনীর, ও সপ্তম চন্দ্রকান্তের, ও
অষ্টম গোদন্তের, ও নবম পদ্মরাগের, ও দশম ল-
শুনীয়ের, ও একাদশ পেরোজের, ও দ্বাদশ কটা-
২১ হেলার আছে। এবং এক২ মুক্তানির্ম্মিত এক২
দ্বার, এইরূপ দ্বাদশ মুক্তাতে দ্বাদশ দ্বার; নগ-
রের সমস্ত পথ পরিষ্কৃত সুবর্ণ (ভূষিত,) ও কাচের
২২ ন্যায় নির্ম্মল। কিন্তু এই নগরের মধ্যে আমি
কোন মন্দির দেখিলাম না; কারণ সর্ব্বশক্তিমান
প্রভু পরমেশ্বর এবং মেষশাবক তাহার মন্দিরস্ব-
২৩ রূপ আছেন। আর দীপ্তির নিমিত্তে সে নগরে
চন্দ্র সূর্য্যের কিছু আবশ্যকতা নাই; ঈশ্বরের তে-
জোদ্বারা সে নগর দেদীপ্যমান হয়, ও তাহাতে
২৪ মেষশাবক জ্যোতিঃস্বরূপ আছেন। দেশীয় মুক্ত

লোক সকল সেই জ্যোতিতে গমনাগমন করিবে; এবং পৃথিবীর রাজারা তাহার মধ্যে আপন২ ঐশ্বর্য্য ও মহিমা আনিবে। ঐ নগরের দ্বার দিবাতে ২৫ কখনো রুদ্ধ থাকে না, এবং সেস্থানে রাত্রিও হয় না। লোকেরা তাহার মধ্যে সকল দেশের ঐশ্বর্য্য ২৬ ও মহিমা আনিবে। কিন্তু তাহার মধ্যে অপবিত্র ২৭ কি ঘৃণার্হ কর্ম্মকারী কি মিথ্যার উৎপাদক কেহ কদাচ প্রবেশ করিতে পাইবে না; যাহাদের নাম মেষশাবকের জীবনপুস্তকে লিখিত আছে, কেবল তাহারাই প্রবেশ করিতে পাইবে।

২২ অধ্যায়।

১ অমৃত নদীর ও অমৃত বৃক্ষের দর্শন ও ঈশ্বরের লোকদের সুখ ৬ ও দূতের ও খ্রীষ্টের কথা ৮ ও দূতের আপন পূজা নিষেধ করণ ১২ ও খ্রীষ্টের কথা ১৮ ও এই পুস্তকের হ্রাসবৃদ্ধি করণে অভিশাপ ২১ ও মঙ্গল প্রার্থনা।

তদনন্তর দূত ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন- ১ হইতে নির্গত স্ফটিকবৎ নির্ম্মল অমৃত জলের নদী আমাকে দেখাইল। এবং পথের মধ্যে অর্থাৎ ২ ঐ নদীর দুই পার্শ্বে দ্বাদশ বার ফলদায়ক অমৃত বৃক্ষ আছে; সে বৃক্ষেতে মাসে ২ ফল ধরে; তাহার পত্রদ্বারা দেশীয় লোকদের সুস্থতা জন্মে। এবং কোন অভিশাপ আর হয় না, কিন্তু ঈশ্ব- ৩ রের ও মেষশাবকের সিংহাসন তাহার মধ্যে আ- ছে। এবং তাঁহার সেবকেরা তাঁহাকে সেবা ক- ৪ রিয়া তাঁহার মুখদর্শন করে, ও কপালে তাঁহার নামের চিহ্ন ধারণ করে। সে স্থানে রাত্রি হয় না, ৫ প্রভু পরমেশ্বর তাহাদের দীপ্তিস্বরূপ হন; তাহা-

দের প্রদীপ কি সূর্য্যকিরণের প্রয়োজন থাকে না; এবং তাহারা নিত্য২ রাজত্ব করে।

৬ অনন্তর তিনি আমাকে কহিলেন, 'এ সকল কথা বিশ্বসনীয় ও সত্য; পবিত্র ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের প্রভু পরমেশ্বর আপন সেবকদিগকে শীঘ্র ভাবি ঘটনা জ্ঞাত করিতে আপন দূতকে প্রেরণ করিয়াছেন।'

৭ (যীশু কহেন,) 'দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি; যে ব্যক্তি এই পুস্তকের তাবৎ ভবিষ্যদ্বাক্য পালন করে, সে ধন্য।'

৮ আমি যোহন্ এই সকল দেখিলাম ও শুনিলাম; ইহা দেখিলে শুনিলে যে দূত আমাকে এই সমস্ত দেখাইল, তাহাকে ভজনা করিতে তাহার পদতলে ৯ পড়িলাম। তাহাতে সে আমাকে কহিল, 'সাবধান, এমত কর্ম্ম করিও না; কেননা যেমন তুমি এবং তোমার ভবিষ্যদ্বক্তৃভ্রাতৃগণ এবং এই পুস্তকের বাক্য পালনকারিগণ, তদ্রূপ আমিও এক জন সহদাস; ১০ ঈশ্বরের ভজনা কর।' পুনশ্চ সে আমাকে কহিল, 'তুমি এই পুস্তকের ভবিষ্যদ্বাক্য সকল মুদ্রাঙ্কিত ক- ১১ রিও না; সময় নিকটবর্ত্তী। যে অন্যায়ী হয় সে অন্যায়ী থাকুক, ও যে অশুচি হয় সে অশুচি থাকুক; এবং যে ধার্ম্মিক হয় সে ধার্ম্মিক থাকুক, ও যে পবিত্র হয় সে পবিত্র থাকুক।'

১২ 'দেখ, আমি (যীশু) ত্বরায় আসিতেছি; প্রত্যেক মনুষ্যকে আপন২ কর্ম্মানুসারে ফল দিতে আমার ১৩ সহিত পুরস্কার আছে। আমি ক ও ক্ষ, অর্থাৎ ১৪ আদি ও অন্তস্বরূপ, প্রথম ও শেষ। যাহারা তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, তাহারাই ধন্য; কেননা

তাহারা অমৃত বৃক্ষের অধিকারী হইবে, এবং দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিবে। কিন্তু কুক্কুরবৎ ও ১৫ মায়াবী ও বেশ্যাগামী ও নরহত্যাকারী ও দেব-পূজক এবং মিথ্যাকে প্রিয়জ্ঞানকারী ও মিথ্যার উৎপাদক, এই সকল লোকেরা তাহার বহির্ভূত হইবে। আমি যীশু মণ্ডলীগণের মধ্যে এই সমস্ত ১৬ বচন সপ্রমাণ করিতে তোমাদের নিকটে আপন দূতকে প্রেরণ করিয়াছি; আমি দায়ূদের মূল ও ফল, এবং উজ্জ্বল প্রভাতি নক্ষত্রস্বরূপ। আত্মা ও ১৭ কন্যা কহিতেছেন, আইস; এবং যে শ্রবণ করে সেও বলুক, আইস; এবং যে জন তৃষ্ণার্ত্ত হয় সে আসুক; এবং যে কেহ ইচ্ছা করে, সে বিনা-মূল্যে অমৃত জল গ্রহণ করুক।'

যে সমস্ত লোক এই পুস্তকের ভবিষ্যদ্বাক্য শ্র- ১৮ বণ করে, তাহাদের প্রত্যেক জনকে আমি সাক্ষ্য দিয়া কহিতেছি, যদ্যপি কেহ অন্য বাক্যদ্বারা এই সমস্ত বচনের বৃদ্ধি করে, তবে ঈশ্বর তাহাকে এই পুস্তকে লিখিত উৎপাত সকল বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। আর কেহ যদি এই ভবিষ্যৎপুস্তকের কথা লোপ ১৯ করে, তবে ঈশ্বর জীবনরূপ পুস্তকহইতে ও ধর্ম্ম-নগরহইতে এবং এই পুস্তকে লিখিত কথাহইতে তা-হার অংশ লোপ করিবেন। যিনি এই কথার সা- ২০ ক্ষ্য দেন, তিনি কহিতেছেন, 'আমি অবশ্য ত্বরায় আসিতেছি।' যে আজ্ঞা, প্রভো যীশু, আইস।

তোমাদের সকলের প্রতি আমাদের প্রভু যীশু ২১ খ্রীষ্টের অনুগ্রহ হউক। ইতি।